বৃহদারণ্যক উপনিষদ্

শুক্ল-যজুর্ব্বেদের—বাজসনেয় সংহিতার—
কাণ্বশাখার—শতপথ ব্রাহ্মণের চরমাংশ।

শিবাবতার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের মহাভাষ্যের
বিশদ অনুবাদ সহ।

শাঙ্কর-ভাষ্যের অনুবাদক—
পণ্ডিত শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ।

গ্রন্থ-প্রবেশ-লেখক—
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বহু শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদক—সম্পাদক—প্রচারক
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত।

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বসুমতী বৈদ্যুতিক-রোটারী-যন্ত্রে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

—[প্রথম সংস্করণ]—

[মূল্য ২৲ টাকা] [বসুমতীর উপহারে ৩৲ টাকা]

গ্রন্থ-প্রবেশ

নব-ভারতের মুক্তিমন্ত্রের পুরোহিত, জ্ঞানগুরু, স্বামী বিবেকানন্দ উদাত্তস্বরে গাহিয়াছেন,—

"উঠাও সন্ন্যাসী, উঠাও সে তান,
হিমাদ্রি-শিখরে উঠিল যে গান—
গভীর অরণ্যে পর্ব্বত-প্রদেশে
সংসারের তাপ যথা নাহি পশে—
যে সঙ্গীত-ধ্বনি প্রশান্তলহরী
সংসারের রোল উঠে ভেদ করি;
কাঞ্চন কি কাম কিম্বা যশঃ-আশ
যাইতে না পারে কভু যার পাশ;
যথা সত্য-জ্ঞান-আনন্দ-ত্রিবেণী
সাধু যায় স্নান করে ধন্য মানি—
উঠাও সন্ন্যাসী, উঠাও সে তান,
গাও গাও গাও, গাও সেই গান—

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।"

সে কোন্ গান? কোন্ সঙ্গীতের অনাহতধ্বনির প্রশান্তলহরী?—যাহা গভীর অরণ্যে—পর্ব্বতপ্রদেশে উত্থিত হইয়া সংসারের কর্ম্মকল্লোল—সন্তাপ-রোল ভেদ করিয়া, ভারতের গগনে পবনে চির প্রতিধ্বনিত—মুখরিত। বিশ্বের সত্তায় চির-ঝঙ্কৃত মহান্ গৌরবে গরীয়ান্—চিরপূজ্য স্মৃতির সম্মানে মহীয়ান্—মুক্তির প্রতীক সেই ওঁ ঙ্কারধ্বনি; ভারত-তপোবন-অনুরণিত সেই বেদ-মন্ত্রগাথা; মহাপ্রাণ আর্য্য-ঋষি-তপস্বিগণের অতুল্য সাধনাসঞ্চিত দিব্যজ্ঞানের পুণ্যজ্যোতিঃস্বরূপ সেই প্রশান্ত-সঙ্গীতলহরী শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীতকালের তামসান্ধকার ভেদ করিয়া—কল্প-কল্পান্তের ব্যবধান বিস্মৃত করিয়া—আবার মোক্ষকামী মানব-সম্প্রদায়কে চিরবাঞ্ছিত মুক্তি—সংসারের ত্রিতাপজ্বালাদগ্ধ—বিলাসী ত্যাগী ভোগী সন্ন্যাসী সর্ব্বসম্প্রদায়কে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদানের জন্য—ব্রহ্মবিদ্যা সম্প্রসারণের জন্য বর্ত্তমান যুগে সমাগত—সমুদিত—সমুত্থিত হইয়াছে।

জ্ঞান-ধর্মের পুণ্যভূমি—সাধনার তপোবন ভারতে—যে দেশে বাতাসে মর্ম্মরিত বেদগাথায় আকাশে উত্থিত যজ্ঞধূমে—স্বর্গের দেবতাকে মর্ত্ত্যে আকৃষ্ট করিত —সর্ব্বরস-সুগন্ধি আহুতিপ্রভাবে অশ্বমেধ, গোমেধ—নরমেধ—মহামেধ—অগ্নিহোত্র—জ্যোতিষ্টোম—বহিষ্টোম—ব্রাত্যষ্টোম—বৃদ্ধষ্টোম—বৃহৎস্তোম—নিত্যযজ্ঞ—বাজপেয়—রাজসূয়—ব্রহ্মযজ্ঞ—পুরুষযজ্ঞ—সোমযজ্ঞ—পিতৃযজ্ঞ—দৈবযজ্ঞ—নৃযজ্ঞ—ভৌতযজ্ঞ—পরমেষ্ঠি—পুত্রেষ্টি—হেরম্ব—আত্মাহুতি প্রভৃতি অষ্টাধিক সহস্রপ্রকারেতে অমরগণের শুভাগমন সম্ভব হইত। সুকঠোর তপস্যাপ্রভাবে কুবেরের ঐশ্বর্য্য—ইন্দ্রের প্রবল প্রতাপ পর্য্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের উন্মেষে—উপলব্ধিতে সিদ্ধি ও মুক্তি অনায়াসলব্ধ হইত।

নিভৃত গুহায় যুগ-যুগান্তের কৃচ্ছ্রসাধনায়—মহতী চিন্তার ফলে—বিশ্ববাসীর চিরপূজ্য—চির উপজীব্য—অতুল্য অমূল্য অনন্ত অভ্রান্ত ব্রহ্মজ্ঞান—মানব-চিন্তা—বিজ্ঞানকল্পনার অতীত সিদ্ধান্তরাশি কালজয়ী আর্য্য-সাহিত্য-রত্নাকরে সুসঞ্চিত হইয়াছে। জ্ঞান-অনুশীলনের পুণ্যতীর্থ ভারতে সংসারের জনকল্লোলবিহীন শান্তিময় নিভৃত অরণ্যে যে মহা চিন্তারাশির আহুতিপ্রভাবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানসমৃদ্ধি—মরজগতে অমরত্বপ্রদানের সাধনার উদ্ভব হইয়াছিল তাহাই **ব্রহ্মবিদ্যা।** আর সেই কঠোরতম সাধনার সিদ্ধি—কোটী-সূর্য্যসম প্রজ্ঞান-জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মজ্ঞানের পুণ্যপ্রভায় সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃসমন্বয় **বৃহদারণ্যক উপনিষদ্।**

যজ্ঞধূম-পরিমল-সুসঞ্চালিত—পুষ্প-পরাগ-রঞ্জিত—সামগান-অনুরণিত ভারতের পুণ্য-তপোবনে বিশ্বসভ্যতার শৈশবে—বৈদিক যুগে যে জ্ঞানের সাধনা হইয়াছিল—সেই জ্ঞানসূর্য্য কি ভাবে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া বিশ্বের অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত করিয়া—বিমল জ্যোতিঃ সম্প্রসারণে ভারতের দীপ্ত গৌরব চিরসমুজ্জ্বল করিয়াছে—সেই দ্বাদশসূর্য্য-সম জ্ঞানজ্যোতির ক্রমবিকাশের রেখা বিশ্লেষণ করা আমাদের ক্ষুদ্র মানববুদ্ধিতে অসম্ভব—যথাজ্ঞান প্রয়াস পাইতেছি—অজ্ঞতার ত্রুটি মার্জ্জনীয়।

মন্ত্রই দেবতা—দেবতা মন্ত্রস্বরূপ—দেবতার অশরীরিণী বাণী মন্ত্র। মন্ত্রব্রহ্মের অতীন্দ্রিয় শক্তিপ্রভাবে দেবতার প্রতীক অনুভূত হয়। যোগি-ঋষিগণ মন্ত্রের স্রষ্টা নহেন—তাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা—মন্ত্রসাধক মাত্র। কত সাধনার অনুভূতিতে নিরাকার নির্বিদধ্বনি ছন্দঃ-স্তোত্রে গ্রথিত হইয়াছে। কতযুগের তপস্যার কাম্যফলে ঐশীশক্তির অনুপ্রেরণায় অক্ষরবিন্যাস সমাহিত হইয়াছে—

এই ধূলি-ধূম-অজ্ঞানময় বৈজ্ঞানিক যুগে কে তাহা নির্ণয় করিবে? শব্দব্রহ্মের অলৌকিক শক্তির সমন্বয় মন্ত্র-দেবতার স্বরূপাত্মক। **মন্ত্রই বেদ।** ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব্ব চারিবেদের সংহিতা-অংশ যাহাতে মন্ত্ররাজি সমন্বিত তাহাই বেদ। বেদ অনাদি অনন্ত—বিশ্বের চিরপূজ্য—কালজয়ী—সর্ব্বব্যাপী। সর্ব্বকালে নিত্য বিদ্যমান বেদ কোন ঋষি মনীষীর সৃষ্ট নহেন—বিশ্বসৃষ্টির আদিযুগে স্বয়ং ব্রহ্মের সৃষ্টি—তিনিই বেদবিদ্যার প্রবর্ত্তক। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তাঁহার নিকট হইতেই বেদবিদ্যার উপদেশ প্রাপ্ত হন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে প্রকাশ—শ্রীভগবান্ প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে বেদ-বিদ্যাসমূহ প্রদান করেন। এই বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, মৃত্যুরূপী প্রজাপতি প্রথমে বেদসমূহ চিন্তা করিয়া পরে বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন;—২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে উক্ত হইয়াছে, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মের নিকট হইতে ব্রহ্মা প্রথমে এই বেদ-বিদ্যা প্রাপ্ত হন। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা হইতে সনকাদি ঋষি ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। মহর্ষি বেদব্যাস বেদের রচয়িতা নহেন—সঙ্কলনের ঋষি। বেদে যে দেবতার যে মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট আছে—সেই দেবতা সেই মন্ত্র-স্বরূপ। বেদমন্ত্রের অতিরিক্ত কোন দেবতার সত্তা বিদ্যমান নাই।

বিশ্বপূজ্য বেদ—ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব্ব চারি ভাগে বিভক্ত। কর্ম্মকাণ্ড বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য—যজ্ঞানুষ্ঠান। ঋক্, যজুঃ সাম এই তিন বেদের মন্ত্র যজ্ঞে প্রযোজ্য, এই জন্যই এই ত্রিবেদের সংহিতাত্রয় 'ত্রয়ী' নামে অভিহিত—চিরপূজ্য। অথর্ব্ববেদে যজ্ঞের বিধান নাই।

বেদের দুই বিভাগ—কর্ম্মকাণ্ড—জ্ঞানকাণ্ড।

কর্ম্মকাণ্ডের সাধনায়—যজ্ঞানুষ্ঠানে মানবের ঐহিক সর্ব্ববিধ কল্যাণ—ঐশ্বর্য্য সমৃদ্ধি শক্তি শান্তি, প্রভাব প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি বৃদ্ধি—পারত্রিক পরম ও চরম মঙ্গল—ইষ্টলাভ—স্বর্গপ্রাপ্তি—কোটীকল্পব্যাপী স্বর্গরাজ্যের অনন্ত সুখ-সম্ভোগ—এমন কি দেবত্ব—ইন্দ্রত্ব—অমরত্ব পর্যন্ত লাভ সম্ভব।

জ্ঞানকাণ্ডের নির্দ্দেশ—সংসারে জন্মজনিত অপার দুঃখের অবসান—মায়াবিভ্রম প্রহেলিকার নিরসন—মুক্তিকামী মানব-সম্প্রদায়ে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসার—জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ—চিরবাঞ্ছিত মুক্তির পথি-নির্দ্দেশ—জীবন্মুক্তি—চরমে মোক্ষলাভ—অনন্ত নির্ব্বাণ—নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রদান।

কর্ম্মকাণ্ডের দুই বিভাগ—সংহিতা ও ব্রাহ্মণ।

জ্ঞানকাণ্ডের দুই বিভাগ—আরণ্যক ও উপনিষদ্।

ভারতের গৌরব-জ্যোতির্ম্ময় বৈদিক যুগে আর্যজ্ঞানের অবতার ঋষি-তপস্বিগণ—যাঁহাদের মহনীয় বরণীয় সাধনার অনুভূতিতে অনন্ত নিভৃত চিন্তা—তপস্যার সিদ্ধিপ্রভাবে—জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, প্রজ্ঞানে, অনুশীলনে পুণ্যভূমি ভারত বিশ্বজ্ঞানের অসীম—অনন্ত রত্নাকররূপে চির-প্রতিভাত হইতেছে—সেই স্মরণাতীত অতীত যুগে ভারতে কর্ম্মকাণ্ডের সহিত জ্ঞানকাণ্ডের অপূর্ব্ব সমন্বয়ে—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের সহিত আরণ্যক ও উপনিষদ্ প্রবর্ত্তিত ছিল।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বৈজ্ঞানিক যুক্তি ব্যতীত কোন কিছুই স্বীকার করিতে—উপলব্ধি করিতে চাহেন না। তাঁহারা বিজ্ঞান-বুদ্ধিতে বৈদিক-সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করিয়া বৈদিক যুগ ও বেদ সম্বন্ধে বহু বিভিন্ন মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের কাহারও মতে বেদ চাষার গান—কাহারও বিবেচনায় বেদ প্রাথমিক যুগের অরণ্যাশ্রয়ী ফল-মূলাহারী সরলপ্রাণ বৈদিক ঋষিগণের গীতি-উল্লাস। কেহ বলেন, বেদ—সভ্যতার আদি যুগের প্রাকৃতিক লীলাবৈচিত্র্য-সন্দর্শনে সম্মোহিত আদিম মানবগণের উদার হৃদয়ের মহান্ উচ্ছ্বাস—সকরুণ আবাহন-গীতি। প্রাচ্য-জ্ঞানে শ্রদ্ধান্বিত কোন কোন পাশ্চাত্য মনীষীর মতে বৈদিক যুগের উষায় বেদ-মন্ত্র মাত্র প্রচলিত ছিল—পরে কৃত্রিমতার যুগে পৌরোহিত্য-প্রাধান্যে প্রথমে ব্রাহ্মণ—পরে আরণ্যক—শেষে উপনিষদ্-নিচয় রচিত হইয়াছে। পাশ্চাত্যের ঋষি ম্যাক্সমূলার বৈদিক-সাহিত্যের চারিটি যুগ নির্ণয় করিয়াছেন। ছন্দোযুগ—মন্ত্রযুগ—ব্রাহ্মণযুগ—সূত্রযুগ—এই চারিটি বিভাগে তিনি বৈদিক সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন; তাঁহার সিদ্ধান্তে ছন্দোযুগে মন্ত্ররচনা—মন্ত্রযুগে সঙ্কলন—ব্রাহ্মণযুগে আরণ্যক—উপনিষদ্‌নিচয়ে জ্ঞানবিস্তার—সূত্রযুগে গৃহ্যসূত্র কল্পাদি সঙ্কলিত—প্রস্থিত।

পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের বিচারে উপনিষদের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে বেদের জ্ঞানকাণ্ডের—আরণ্যক উপনিষদ্‌রাজির—বা অন্য কোন বিদ্যার প্রসার আদৌ ছিল না—কেবল কর্ম্মকাণ্ডের যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের জন্য সংহিতা ও ব্রাহ্মণ অংশ মাত্র বিদ্যমান ছিল। তাঁহাদের সিদ্ধান্তে অতি প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলিও খৃষ্টজন্মের ৬০০ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু তাঁহাদের এই সকল সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। মহাভারতের বহু স্থানে উপনিষদের উল্লেখ ও প্রশংসা দেদীপ্যমান। মহাভারত যে কলির প্রারম্ভে—অন্যূন ৫০০০ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, তাহাতে কাহারও অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই হিসাবে প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি পাঁচ হাজার হইতে দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে

যে রচিত—গ্রথিত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। সিদ্ধান্তশীল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও যে সকল উপনিষদকে প্রাচীনতম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—সেই সকল উপনিষদেই বৈদিকযুগের ভারতবর্ষের বিদ্যাকলার—জ্ঞান অনুশীলনের পর্য্যাপ্ত প্রমাণ দীপ্তিমান। এই বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণের দশম শ্রুতিতে বৈদিক ভারতের জ্ঞানের সীমা নির্দ্দেশ—বিদ্যার বিভাগ বর্ণনা সুপ্রকাশিত হইয়াছে।

"প্রাণিমাত্রেরই যেমন বিনা আয়াসে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হয়—তেমনই ঋক্, যজুঃ সাম অথর্ব্ব বেদ সেই পরমব্রহ্মেরই নিঃশ্বাসস্বরূপ বিনা প্রয়াসে উদ্ভূত। বিশ্বের সমস্ত জ্ঞান তাঁহা হইতেই প্রবাহিত। তিনিই সমস্ত বিদ্যার আধার—আশ্রয়। ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা (শাঙ্করভাষ্যে দেবজনবিদ্যা—সূক্ষ্ম কলাবিদ্যা) উপনিষদ্, শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যান, অনুব্যাখ্যান সর্ব্ববিদ্যা—সেই পরমব্রহ্ম হইতেই নিঃসৃত। ছান্দোগ্য উপনিষদেও দেবর্ষি নারদের তর্কশাস্ত্র, নক্ষত্রবিদ্যা, কলাবিদ্যা, বিজ্ঞানাদি বিদ্যার, ব্রহ্মজ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় বিদ্যমান। অন্যান্য উপনিষদেও বহুস্থানে বৈদিক ভারতের বিদ্যাগৌরবের মহীয়সী প্রশংসা সুকীর্ত্তিত। এই সকল শাস্ত্র-লব্ধ-জ্ঞান—প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিয়াও বৈদিক ভারতে বিদ্যার প্রচার ছিল না—বেদ চাষার গান মাত্র—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানজগৎ হইতেই সর্ব্ববিদ্যার রত্নাকর ভারতে শিক্ষা, সভ্যতা ও জ্ঞান জাহাজে বোঝাই হইয়া আসিয়াছে—তৎপূর্ব্বে ভারতবাসী অজ্ঞান অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, ইহা কিরূপে ধারণা করা সম্ভব হইতে পারে! এই সকল অতি প্রাচীন প্রামাণিক উপনিষদ্—শিবাবতার শঙ্কর যাহার ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া নশ্বর জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহাতে বৈদিক-ভারতের বিদ্যা-জ্ঞান-মাহাত্ম্য-জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত দেখিয়া কোন্ স্বদেশগর্ব্বদীপ্ত স্বধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর মনে-প্রাণে অবিশ্বাসের সন্দেহ সমুদিত হইতে পারে?

বিশ্ব-সভ্যতার উন্মেষের বহুপূর্ব্বে বৈদিক যুগে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ সর্ব্ববিধ জ্ঞানের অনুশীলনে—নানা বিদ্যার বিভিন্ন বিভাগে—প্রজ্ঞানে—বিজ্ঞানে—প্রসারে—সাধনায় কি মহিমা গৌরবান্বিত—দীপ্ত-জ্যোতির্ম্ময় প্রভায় সমুজ্জ্বল ছিল, তাহা উপলব্ধি করিয়া আনন্দাতিশয়ে স্বদেশগৌরবগর্ব্বে আত্মহারা হইতে হয়! আর মনে হয়, —জ্ঞানবিদ্যার লীলানিকেতন—সাধনার পুণ্যতীর্থ ভারতের মহিমাময় আর্য্য-হিন্দু-সন্তান আমরা আজ সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত—অর্থকরী পরবিদ্যার চর্চ্চায় উন্মত্ত—আত্মনিবেদিত—পরানুকরণ-সর্ব্বস্ব; সেইজন্যই আমরা আজ পরতন্ত্রের ক্রীতদাস।

দেবতার পদরেণুপূত ভারতের জ্ঞানজ্যোতির্ম্ময় বৈদিক যুগে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসারের জন্য—যাগযজ্ঞানুষ্ঠানে ধর্ম্মসাধনার জন্য—পঞ্চমবেদ মহাভারত-রচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাস কেন ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব্ব চারি বেদকে বহু শাখায় বিভাগ করিয়াছিলেন?—তাঁহার চারি প্রধান শিষ্য বৈশম্পায়ন, পৈল, সুমন্তু, জৈমিনির সহায়তায় চারি বেদ সঙ্কলন করিয়াছিলেন—বেদের কর্ম্মকাণ্ড সংহিতা ব্রাহ্মণে—জ্ঞানকাণ্ড আরণ্যক উপনিষদে বিভক্ত করিয়াছিলেন—তাহার কারণ নির্ণয় করিতে হইলে বৈদিক যুগের ধর্ম্ম সাধনৈকপ্রাণ আর্য্যহিন্দুর জীবনধারা বিশ্লেষণ—চিন্তা সাধনা অনুভূতির অনুবর্ত্তন করিতে হয়। সেই গৌরব-জ্যোতির্ম্ময় যুগে আর্য্য হিন্দুর জীবন-যাত্রা—জীবন সাধনা—ব্রহ্মচর্য্য—গার্হস্থ্য—বানপ্রস্থ—সন্ন্যাস চারি আশ্রমে বিভক্ত ছিল।

বাল্যজীবনে গুরুগৃহে বাস করিয়া রীতিমত সুকঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া বেদশাস্ত্রসমূহ কণ্ঠস্থ করা—স্বাধ্যায়—সুআবৃত্তি—সামগান—মন্ত্রপাঠ ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ বালকের জীবন-সাধনা হইত। ভবিষ্যৎ জীবনে ভোগবিলাস তৃপ্তির জন্য ব্রাহ্মণবালকের একমাত্র অর্থকরী বিদ্যার উপাসনা—তোতাপাখীর মত নোট মুখস্থ করা রূপ বিদ্যালাভের সার্থকতা সেই মহিমান্বিত যুগে কেহ কল্পনায়ও আনিতে পারিত না।

বর্ত্তমান যুগের কালোপযোগী বিধানে উপনয়ন-সংস্কারের সময় ব্রাহ্মণ-কুমারের তিনদিন মাত্র ব্রহ্মচর্য্য পালনই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত। আবার পুরোহিত মহাশয়দের কাঞ্চনমূল্যে দক্ষিণা দিলে, অনেককে সে ক্লেশও স্বীকার করিতে হয় না। আধুনিক ব্রাহ্মণগণের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্যে বেদপাঠ—বেদ-অনুশীলন বাঙ্গালা দেশ হইতে সম্পূর্ণ বিতাড়িত—বিবর্জ্জিত। পুরোহিত-বিধানে উপনয়ন-সংস্কারের সময় সাবিত্রী দীক্ষা—গায়ত্রীমন্ত্রজপই ব্রাহ্মণ-কুমারের বেদপাঠসমাপ্তির—ব্রাহ্মণত্ব—দ্বিজত্বলাভের পূর্ণ নিদর্শন।

সে যুগে বেদ লিপিবদ্ধ—মুদ্রিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। বেদমন্ত্র 'শ্রুতি' মাত্র ছিল। গুরুমুখে শুনিয়াই ব্রহ্মচারী বালককে স্মৃতিপথে চিরস্থায়িভাবে সুঅঙ্কিত রাখিতে হইত। শিক্ষাসমাপ্তির পর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বিদায় মুহূর্ত্তে আশীর্ব্বাদ করিয়া গুরু যে শেষ 'উপদেশ' দিতেন, তাহা তৈত্তিরীয় উপনিষদে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—'সত্যে বিচলিত হইও না—স্বাধ্যায় মন্ত্রসমূহ বিস্মৃত হইও না।' ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণের বাল্যজীবনের স্বাধ্যায় বিভাগ—

মন্ত্ররাজি-সমন্বয়-সংগ্রহ—সংহিতা ; সংহিতা অংশে মন্ত্রসঙ্কলনের উদ্দেশ্য ব্রহ্মচারী এই মন্ত্রসমূহ যজ্ঞে প্রয়োগ করিবেন। মন্ত্র অনুষ্টুপ প্রভৃতি ছন্দে গ্রথিত পদ্য ;

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ যুবক বিবাহিত হইয়া, গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতেন। তখন তিনি সাধ্বী পত্নীর সহিত সংসারধর্মে প্রবৃত্ত হইয়া বাল্যে অধীত সেই কণ্ঠস্থ বেদমন্ত্রে সর্ব্ববিধ যাগযজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেন। সে আর্য্য-ব্রাহ্মণের সংসারজীবনও ধর্ম্মসাধনমাত্রে পর্য্যবসিত ছিল। জ্ঞানযজ্ঞে ইন্ধনপ্রদান—ভোগবিলাসের চরিতার্থতা সে যুগের একমাত্র অভীষ্ট কাম্য ছিল না। সংসারাশ্রমে—যজ্ঞানুষ্ঠানে—ধর্ম্মসাধনায় সহায়তা—স্বামিসেবা করিতেন বলিয়াই সাধ্বী স্ত্রী সহধর্ম্মিণী নামে অভিহিতা। সংহিতা-সঙ্কলিত কেবল মন্ত্রের প্রয়োগে যজ্ঞানুষ্ঠান সম্ভব নহে। যাগযজ্ঞের ব্যবস্থা—অনুষ্ঠানের পদ্ধতি—নানা উপকরণের প্রয়োগবিধি—সর্ব্বরস-সুগন্ধি আহুতি প্রদানে দেবগণের তুষ্টিবিধান প্রভৃতি দেবকার্য্য সমাধানের জন্য বিধানের প্রয়োজন। এজন্য—যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা-নৈপুণ্যের জন্য বেদের ব্রাহ্মণ অংশ সৃষ্ট। যজ্ঞে প্রয়োগের জন্য যেমন মন্ত্রপ্রকাশে সংহিতা—তেমনই যজ্ঞের সুব্যবস্থা—সর্ব্ববিধ-বিধান বিবৃতির জন্য ব্রাহ্মণ ;

বেদশাস্ত্র অনুশীলনের একান্ত অভাবে সেই বেদবিধানের ব্রাহ্মণ এখন বহুস্থানে মূর্ত্তিমান্ ব্রাহ্মণরূপে পর্য্যবসিত—ব্যাখ্যাত হইতেছেন। আমার বার্ষিক পিতৃশ্রাদ্ধের দিনে পুরোহিত মহাশয়ের কালাশৌচ ছিল বলিয়া, তিনি শ্মশানঘাট হইতে একজন মূর্ত্তিমান্ মহাব্রাহ্মণকে সম্মতিবাক্য দিবার জন্য ধরিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি শ্রাদ্ধের সম্মতিবাক্য প্রয়োগ করিবেন শুনিয়া ও দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ ও স্তম্ভিত হইলাম। এতদিন জানিতাম, বেদের ব্রাহ্মণ-বিধানেই পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিতেছি।

গার্হস্থ্যাশ্রমে ধ্যানে—সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য—চিরবাঞ্ছিত স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য—যাগযজ্ঞানুষ্ঠানের জন্যই কর্ম্মকাণ্ডের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ বিভাগ। চারিবেদে বিভিন্ন ব্রাহ্মণ ;—শুক্ল যজুর্ব্বেদে শতপথ ;—কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে তৈত্তিরীয়—ঋক্‌বেদে ঐতরেয়, কৌষিতকী ;—সামবেদে ছান্দোগ্য, তাণ্ড ;—অথর্ব্ববেদে গোপথ ব্রাহ্মণ।

যজ্ঞানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি হইলে ভোগবাসনার অবসানে পুত্রের উপর সংসারের ভার সমর্পণ করিয়া, পরিণত বয়সে আর্য্যব্রাহ্মণ বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া অরণ্যে গমন করিতেন। তখন তিনি "আরণ্যক" নামে অভিহিত হইতেন।

জনকোলাহলশূন্য শান্তিময় অরণ্যে নানাবিধ উপচারের আহুতি প্রদান করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা আরণ্যকের পক্ষে অসম্ভব—প্রয়োজনও অতীত হইয়াছে। সংসার-ত্যাগী মুক্তিকামী আরণ্যাশ্রয়ী, যাগযজ্ঞানুষ্ঠানের অঙ্গসমূহকে রূপকরূপে কল্পনা করিয়া—প্রতীকের ধ্যানে সমাহিত হইয়া, আত্মাকে পরমব্রহ্মে বিলীন করিবার জন্য—সর্ব্ববিধ যজ্ঞানুষ্ঠানের কাম্যফল লাভ করিবেন—এই উদ্দেশ্যেই বেদের জ্ঞান-কাণ্ডের **আরণ্যক বিভাগের** পরিকল্পনা। 'আরণ্যকের' অনুষ্ঠানের জন্য যজ্ঞরূপকের কল্পনায়—প্রতীকের ধ্যানে—ব্রহ্মচিন্তার নির্দ্দেশ যে সকল মহাগ্রন্থে সন্নিবেশিত—তাহাই "**আরণ্যক**"। বিশ্বগৌরব আচার্য্য শঙ্কর বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্য-ভূমিকায় সেইজন্যই বিবৃত করিয়াছেনঃ—'অরণ্যে অনুচ্যমানত্বং আরণ্যকম্।—'

ইহার অনুবাদে—'এই উপনিষদ্‌খানি অরণ্যে পঠিত হয় বলিয়া, আরণ্যক সংজ্ঞা এবং কলেবর বৃহৎ হেতু বৃহৎ নাম প্রাপ্ত হইয়া এক কথায় বৃহদারণ্যক সংজ্ঞা' নির্দ্দেশ করিলে প্রকৃত অর্থের সার্থকতা উপলব্ধি করা যায় না।

আচার্য্য শঙ্করের পর কত যুগ অতীত হইয়াছে। আর্য্য-হিন্দুর জীবনযাত্রার প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে। বৈদিকযুগের জীবন সধনার ধারা—এখন আর আমাদের স্মৃতিপথেও উদিত হয় না। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার সংসারত্যাগী মুক্তিকামী, শিষ্যসম্প্রদায়ের জন্য—বৌদ্ধ-তান্ত্রিকপ্রভাবে সমাচ্ছন্ন ভারতে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসারের জন্য—যে বেদান্ত উপনিষদ্‌রাজির ভাষ্যে ব্রহ্মজ্ঞানের পর পর ক্রমবিকাশের ধারা নির্দ্দেশ করিয়া, অধিকারি-ভেদে যে সকল সমীচীন সুব্যবস্থা দিয়াছেন—সহসা কোন গ্রন্থসূচনায় তৎকালোচিত অবস্থার কথা না লিখিয়া, কেবল 'অরণ্যে পঠিতব্য' বলিলে কোন্ অধিকারীর জন্য কোন্ অবস্থায় এমন বিধান নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহার স্বরূপ অর্থ উপলব্ধি হইতে পারে না।

"সেয়ং ষড়ধ্যায়ী অরণ্যে অনূচ্যমানত্বাৎ আরণ্যকম্; বৃহত্ত্বাৎ পরিমাণতো বৃহদারণ্যকম্"; ইহার স্বরূপ মর্ম্মদ্যোতক অর্থ বর্ত্তমান যুগে এইরূপ হওয়াই সঙ্গত বলিয়া আমার সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয়ঃ—

বেদের আরণ্যকের সেই ছয় অধ্যায়, যাহাতে সংসারত্যাগিগণের অরণ্যাশ্রমের নিভৃত চিন্তায় ব্রহ্মজ্ঞানলাভের নির্দ্দেশসমূহ উপদিষ্ট হইয়াছে—তাহাই আরণ্যক। জ্ঞানসম্পদে—বিষয়-বৈভবে—আকার-গুরুত্বে অন্যান্য আরণ্যক সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ=বৃহৎ, এজন্য এই ব্রহ্মজ্ঞান-জ্যোতি-স্বরূপ গ্রন্থের নাম **বৃহদারণ্যক**।

আরণ্যক বেদের শেষাংশ—উপনিষদের মূল। যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্যাশ্রমী হইয়াছেন, তাঁহাদের সাধনার নির্দ্দেশ-সঙ্কলিত দিব্যজ্ঞান-গ্রন্থ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ঐতরেয় আরণ্যক—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে তৈত্তিরীয় আরণ্যক—শতপথ ব্রাহ্মণে বৃহদারণ্যক—কৌষীতকী ব্রাহ্মণে কৌষীতকী আরণ্যক সন্নিবেশিত। মহাপ্রাজ্ঞ মনু বলিয়াছেন, বেদের শেষ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া তবে আরণ্যক অধ্যয়ন আরম্ভ করিতে হইবে।

আর্য্য-হিন্দুর চতুর্থাশ্রম সন্ন্যাস। অরণ্যাশ্রমে ধ্যানধারণায় যোগ-সমাধিতে বিবেক-বৈরাগ্য-সম্পন্ন হইয়া, 'আরণ্যক' ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়া, প্রব্রজ্যায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন। সর্ব্ববাসনাত্যাগী সন্ন্যাসীর তীব্রবৈরাগ্যের শান্তির অমিয়নির্ঝর—মুক্তিময় উচ্ছ্বসিত জ্ঞানগঙ্গোত্রী-ধারা—বেদের চরম ও পরম জ্ঞানসমন্বয়—বেদান্তের মূর্ত্তবিকাশ উপনিষদ্। এই জন্যই সামবেদীয় আরুণেয় উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

সন্ন্যাসী বেদের সমস্ত আরণ্যক, উপনিষদ পাঠ করিবেন।

দৈন্য-অবসন্ন লাঞ্ছিত ভারতবাসী আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার গৌরব-গর্ব্বে—বিজ্ঞানের দৃষ্টিপ্রতিঘাতী প্রভায় দিশাহারা—আত্মহারা। আর সেই প্রজ্ঞান-জ্যোতির্ম্ময় বৈদিকযুগে এই সাধনার তপোবন ভারতেই প্রথম জ্ঞানের উন্মেষে—সর্ব্ববিদ্যার অনুশীলনের উৎকর্ষে—মহনীয় চিন্তা তপস্যার প্রভাবে জ্ঞানজ্যোতিঃ সম্প্রসারণে—বিশ্বের অজ্ঞানতিমিরান্ধকার অপসারিত হইয়া, দিব্যজ্ঞানপ্রভায় বিশ্ব উদ্ভাসিত করিয়াছিল। আর্য্যহিন্দুর জীবন-যাত্রার ধারা, বিবর্ত্তনের প্রতিস্তরের ক্রমবিকাশের জন্য—সাহিত্যের—জ্ঞানের স্তরে স্তরে বিচিত্রবিকাশের মহনীয় বরণীয় নির্দ্দেশ দেখিয়া সম্মোহিত—আত্মবিস্মৃত হইতে হয়। যেন প্রাভাত-সূর্য্যের জ্যোতীরশ্মিরেখা পূর্ব্বগগনে সমুদ্ভাসিত হইয়া, ক্রমবিবর্ত্তনে মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের মহিমময় প্রচণ্ডদীপ্তিতে বিশ্ব সমুজ্জ্বল—জ্যোতির্ম্ময় করিয়াছে। যাঁহাদের অবদান-মাধুর্য্য-গৌরবে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার তপোযোগ-শক্তিসম্পন্ন, ভারতের নিকট অপরিশোধনীয় ঋণে চিরঋণী—অতুল্য সম্পদে চিরসমৃদ্ধ—যাঁহাদের যুগযুগান্তরের সাধনা অনুভূতি ভারতকে জ্ঞানের অসীম অনন্ত কালজয়ী রত্নাকরে পরিণত করিয়াছে—সেই জাতীয় চিরনমস্য—বিশ্বপূজ্য আর্য্য-ঋষি-মনীষিগণ জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রকৃষ্ট সাধক আর্য্য-ব্রাহ্মণের জীবনযাত্রা—যেমন ব্রহ্মচর্য্য—গার্হস্থ্য—বানপ্রস্থ—সন্ন্যাস

চারি আশ্রমে সুবিন্যস্ত করিয়াছিলেন—তেমনি সকল আশ্রমবাসীর উপজীব্য—সাধনাধারার বিবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। চারি আশ্রমেরই কাম্য ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্ববিধ উন্নতির বিধিবিধান নির্দ্দেশ করিয়া, কালোপযোগী সাহিত্যের বিভাগ করিয়া, নশ্বর জগতে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে সংহিতা—সংসার আশ্রমের জন্য ব্রাহ্মণ—বানপ্রস্থ আশ্রমে আরণ্যক—সন্ন্যাসে উপনিষদ্। এমন স্তরে স্তরে ক্রমবিবর্ত্তন—আশ্রমোপযোগী শাস্ত্রনির্দ্দেশ—অধিকারিভেদে জ্ঞান-সম্প্রসারণ—সাধন-নির্ণয়ের ব্যবস্থা বিশ্বের অন্য কোন জাতির সাহিত্যে আছে কি?

উপনিষদ্‌ই বেদান্ত—বেদের অন্ত—বেদের পরমজ্ঞান-সঙ্কলন—আরণ্যকের পরিশিষ্ট। পূজ্যপাদ ঋষিগণ বলিয়াছেন, উপনিষদ বেদের মস্তকস্বরূপ—শীর্ষদেশ—বেদান্ত। বেদের এই অংশেই জগতের শ্রেষ্ঠ-জ্ঞান ব্রহ্মবিদ্যার অপূর্ব্ব বিকাশ। বেদান্তসার বলিতেছেন—'বেদান্তো নাম উপনিষৎ প্রমাণম্।'

কলির প্রভাবে বেদের বিভিন্ন শাখার সহিত বিভিন্ন ব্রাহ্মণ—আরণ্যক উপনিষদ বিলুপ্ত হইয়াছে। বেদ লিখিত বা মুদ্রিত ছিল না। শ্রুতিরূপে গুরুপরম্পরাক্রমে স্বাধ্যায় দ্বারা স্মৃতির আধারে সুরক্ষিত ছিল। তাহাতে যে কালক্রমে বহু ব্রাহ্মণ আরণ্যক উপনিষদ্ বেদের বিভিন্ন শাখার সহিত বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

মুক্তিক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে পূর্ণব্রহ্ম-সনাতন শ্রীরামচন্দ্র পরমভক্ত মহাবীর হনুমানকে উপদেশপ্রসঙ্গে এক শত আটখানি উপনিষদের নাম ও কোন্ উপনিষদ্ কোন্ বেদের অন্তর্গত, তাহার তালিকা প্রদান করিয়াছেন। 'বসুমতী' সংস্করণের ১৯ পৃষ্ঠার পর হইতে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

১। ঐতরেয়, ২। কৌষীতকী, ৩। নাদবিন্দু, ৪। আত্মপ্রবোধ, ৫। নির্ব্বাণ, ৬। মুদ্গল, ৭। অক্ষমালিকা, ৮। ত্রিপুরা, ৯। সৌভাগ্য, ১০। বহ্বৃচ, এই দশখানি ঋগ্‌বেদের উপনিষদ্। 'ওঁ বাঙ্মে মনসি' ইত্যাদি ইহার শান্তিমন্ত্র।

১। ঈশ, ২। বৃহদারণ্যক, ৩। জাবাল, ৪। হংস, ৫। পরমহংস, ৬। সুবাল, ৭। মন্ত্রিকা, ৮। নিরালম্ব, ৯। ত্রিশিখী, ১০। ব্রাহ্মণ-মণ্ডল, ১১। ব্রাহ্মণদ্বয়তারক, ১২। পৈঙ্গল, ১৩। ভিক্ষু, ১৪। তুরীয়াতীত, ১৫। অধ্যাত্ম, ১৬। তারসার, ১৭। যাজ্ঞবল্ক্য, ১৮। শাট্যায়নীয়, ১৯। মুক্তিক এই ১৯খানি উপনিষদ যজুর্ব্বেদের—'ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং' ইত্যাদি ইহার শান্তিমন্ত্র।

১। কঠবল্লী, ২। তৈত্তিরীয়, ৩। ব্রহ্ম, ৪। কৈবল্য, ৫। শ্বেতাশ্বতর, ৬। গর্ভ, ৭। নারায়ণ, ৮। অমৃতবিন্দু, ৯। অমৃতনাদ, ১০। কালাগ্নিরুদ্র, ১১। ক্ষুরিকা, ১২। সর্ব্বসার, ১৩। শুকরহস্য, ১৪। তেজোবিন্দু, ১৫। ধ্যানবিন্দু, ১৬। ব্রহ্মবিদ্যা, ১৭। যোগতত্ত্ব, ১৮। দক্ষিণামূর্ত্তি, ১৯। স্কন্দ, ২০। শারীরক, ২১। যোগশিখা, ২২। একাক্ষর, ২৩। অক্ষ, ২৪। অবধূত, ২৫। কঠরুদ্র, ২৬। হৃদয়, ২৭। যোগকুণ্ডলিনী, ২৮। পঞ্চব্রহ্ম, ২৯। প্রাণাগ্নিহোত্র, ৩০। বরাহ, ৩১। কলিসন্তরণ, ৩২। সরস্বতীরহস্য; এই ৩২ খানি উপনিষদ্ কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের—'ওঁ সহনাববতু' ইত্যাদি ইহার শান্তিমন্ত্র।

১। কেন, ২। ছান্দোগ্য, ৩। আরুণি, ৪। মৈত্রায়ণী, ৫। মৈত্রেয়ী, ৬। বজ্রসূচিক, ৭। যোগচূড়ামণি, ৮। বাসুদেব, ৯। মহৎ, ১০। সংন্যাস, ১১। অব্যক্ত, ১২। কুণ্ডিকা, ১৩। সাবিত্রী, ১৪। রুদ্রাক্ষ, ১৫। জাবাল-দর্শন, ১৬। জাবালি—এই ১৬ খানি সামবেদের—'ওঁ আপ্যায়ন্তু' ইত্যাদি ইহার শান্তিমন্ত্র।

১। প্রশ্ন, ২। মুণ্ডক, ৩। মাণ্ডূক্য, ৪। শিরঃ, ৫। শিখা, ৬। বৃহজ্জাবাল, ৭। নৃসিংহতাপনী, ৮। নারদপরিব্রাজক, ৯। সীতা, ১০। সরভ, ১১। মহানারায়ণ, ১২। রামরহস্য, ১৩। রামতাপনী, ১৪। শাণ্ডিল্য, ১৫। পরমহংস পরিব্রাজক, ১৬। অন্নপূর্ণা, ১৭। সূর্য্য, ১৮। আত্মা, ১৯। পাশুপত, ২০। পরব্রহ্ম, ২১। ত্রিপুরাতপন, ২২। দেবী ভাবনা, ২৩। ভস্ম, ২৪। জাবাল, ২৫। গণপতি, ২৬। মহাবাক্য, ২৭। গোপাল-তাপন, ২৮। কৃষ্ণ, ২৯। হয়গ্রীব, ৩০। দত্তাত্রেয়, ৩১। গারুড়; এই ৩১ খানি উপনিষদ অথর্ব্ববেদের—'ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ' ইত্যাদি ইহার শান্তিমন্ত্র।

ইহাই বর্ত্তমান যুগে প্রাপ্তব্য মোট ১০৮ খানি উপনিষদ্। শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ ও তন্ত্রমত-প্লাবনযুগে অদ্বৈতবাদ পুনঃ প্রবর্ত্তনের জন্য ব্রহ্মজ্ঞানসমাহিত অদ্বৈতবাদের সমর্থক নিম্নের ১২ খানি প্রধান উপনিষদের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন :—

১। ঈশ, ২। কেন, ৩। কঠ, ৪। প্রশ্ন, ৫। মুণ্ডক, ৬। মাণ্ডূক্য, ৭। ঐতরেয়, ৮। তৈত্তিরীয়, ৯। কৌষীতকী, ১০। শ্বেতাশ্বতর, ১১। ছান্দোগ্য, ১২। বৃহদারণ্যক।

ভারতের ব্রহ্মজ্ঞানের মূর্ত্ত-প্রতীক আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মবিদ্যার সহিত উপনিষদ নামের সার্থক অর্থের সুসঙ্গতি প্রতিপাদন করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্য-ভূমিকায় বলিতেছেন :—

'সেয়ং ব্রহ্মবিদ্যা—উপনিষৎশব্দবাচ্যা—তৎপরাণাং সহেতোঃ সংসারস্য অত্যন্তাবসাদনাৎ। উপ-নি-পূর্ব্বস্য তদর্থত্বাৎ।" সেই ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষদ্। যাঁহারা এই ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে তৎপর, তাঁহাদের এই জন্ম-জরা-মরণশীল সংসারে অবিদ্যা-প্রভাবের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সংসাধিত করে বলিয়াই এই ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষদ্ নামে অভিহিত। উপ + নি পূর্ব্ব সদ্ ধাতুর অর্থ হইতেই উপনিষদ্ গ্রন্থ নামের এই সার্থক অর্থ উপলব্ধি হয়।

মুণ্ডক উপনিষদের ভাষ্য-সূচনায়ও আচার্য্য শঙ্কর এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন :—

যাঁহারা শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্ব্বক এই ব্রহ্মবিদ্যার ধ্যানে আত্মনিবেদন করেন, তাঁহাদের গর্ভবাস, জন্মজরা-রোগ প্রভৃতি অনর্থনিচয় বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অবিদ্যাদি সংশয়-কারণের অবসান ঘটে—তাঁহারা পরমব্রহ্মে লীন হন। এই ব্রহ্মবিদ্যার নাম উপনিষদ্। উপ + নি পূর্ব্ব সদ্ ধাতুর অর্থ স্মরণ করিয়াই এইরূপ বলিতেছি।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষ্য-সূচনাও এই কথাই বলিয়াছেন,—উপনিষদে মোক্ষসাধনরূপ পরম মঙ্গল নিহিত আছে।

প্রায় সকল উপনিষদেই দেখা যায় যে, ব্রহ্মবিদ্যায় গুরুশিষ্যের উপদেশ-প্রসঙ্গই সুবিস্তৃত। এ জন্য উপনিষদ্ নামের অর্থ জ্ঞানপ্রার্থী শিষ্যের বিনীতভাবে গুরুসমীপে অবস্থানও হইতে পারে।

ঋষিগণ এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রকৃত অধিকারী ব্যতীত অপরকে উপদেশ করিতেন না। প্রায় সকল উপনিষদেই এ বিষয়ে সতর্কবাণী উল্লিখিত। কঠ উপনিষদে যম নচিকেতাকে বহুপ্রকারে প্রলুব্ধ করিয়া, নচিকেতা একমাত্র জ্ঞানপ্রার্থী বুঝিয়া, তবে তাঁহার নিকট মৃত্যুরহস্য বিবৃত করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন। এই উপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৩য় ব্রাহ্মণের দ্বাদশ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে :—

জবালাপুত্র সত্যকাম শিষ্যগণকে এই মন্থবিদ্যা উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—যে শাখাবিহীন নিষ্পত্র শুষ্ক বৃক্ষও এই মন্থবিদ্যার প্রভাবে পল্লবিত—প্রস্ফুটিত হইবে, কিন্তু পুত্র বা প্রিয় শিষ্য ব্যতীত অপরকে ইহা উপদেশ করিবে না।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ স্পষ্ট নিষেধ করিয়াছেন—পূর্ব্বকল্পে উপদিষ্ট গুহ্য বেদান্ত-রহস্য অধিকারী শিষ্য—পুত্র ব্যতীত অপরকে উপদেশ প্রদান করিবে না।

বিশ্বের চিরপূজ্য যজুর্ব্বেদ দুই ভাগে এবং অন্যান্য বেদের মত বহুশাখায় বিভক্ত। ভগবান্ বেদব্যাসের নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহার শিষ্য মহর্ষি বৈশম্পায়ন

যে যজুর্ব্বেদ সঙ্কলন করেন—তাহা **কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ ও তৈত্তিরীয় সংহিতা** নামে প্রসিদ্ধ। মহর্ষি বৈশম্পায়নের প্রধান শিষ্য ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়া, যে যজুর্ব্বেদ সঙ্কলন করেন, তাহা **শুক্লযজুর্ব্বেদ ও বাজসনেয় সংহিতা** নামে প্রসিদ্ধ। শুক্লযজুর্ব্বেদের পঞ্চদশ শাখার মধ্যে কলিকাল-মাহাত্ম্যে অন্যান্য বেদের বিভিন্ন শাখার মত ত্রয়োদশ শাখা বিলুপ্ত হইয়াছে—**কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন** নামে দুইটি মাত্র শাখা বর্ত্তমান। কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন দুইটি শাখার সহিতই **শতপথব্রাহ্মণ** নামে দুইটি স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ সংযুক্ত। এই উভয় ব্রাহ্মণেরই ভাষাগত—বিষয়গত—ভাবগত যথেষ্ট সাম্য—জ্ঞানসমৃদ্ধির যথেষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান। কাণ্বশাখার ব্রাহ্মণটি সপ্তদশ কাণ্ডে ও মাধ্যন্দিন শাখার ব্রাহ্মণটি পঞ্চদশ কাণ্ডে সম্পূর্ণ—উভয় ব্রাহ্মণের কাণ্ডদ্বয়ই **আরণ্যক** নামে সুপ্রসিদ্ধ। ইহারই শেষাংশে দুইখানি সর্ব্বজন-সম্পূজিত—ব্রহ্মজ্ঞানের চরম বিকাশদীপ্ত উপনিষদ্ সন্নিবেশিত—**ঈশ ও বৃহদারণ্যক**। **বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌খানি কাণ্ব শাখার বাজসনেয় সংহিতার শতপথ ব্রাহ্মণের চরমাংশ**—সপ্তদশ কাণ্ডের তৃতীয় অধ্যায় হইতে আরম্ভ হইয়া ছয় অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। ঈশ উপনিষদখানি বাজসনেয় সংহিতার অষ্টাদশ-মন্ত্রাত্মক শেষ অধ্যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ সর্ব্ব উপনিষদ্ অপেক্ষা সুপ্রাচীন—আকারেও সুবৃহৎ—ছয় অধ্যায়ে বিন্যস্ত—প্রত্যেক অধ্যায় আবার বিভিন্ন ব্রাহ্মণে বিভক্ত। আচার্য্য শঙ্কর ভাষ্যভূমিকার প্রথমেই এই উপনিষদ্‌খানির মূল উৎসের সন্ধান দিয়াছেন :—

উষা বা অশ্বস্য প্রভৃতি বাক্যে শুক্লযজুর্ব্বেদের বাজসনেয় সংহিতার শতপথ ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট যে উপনিষদ্ আরম্ভ হইয়াছে—সংসারের কারণভূত অবিদ্যার প্রভাবনিবৃত্তির জন্য—অবিদ্যা শাতনের উপায়বিধান করিবার জন্য—মুমুক্ষুগণকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদানের জন্য—আত্মা ও ব্রহ্ম এক—এই পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করাইবার জন্য সেই ব্রহ্মবিদ্যাসমাহিত উপনিষদের এই ব্যাখ্যা-গ্রন্থ বিরচিত হইতেছে।

এত দিন সংসারাশ্রমে ব্রাহ্মণবিধানে যাঁহারা যাগযজ্ঞে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া আরণ্যাশ্রমে গিয়া ব্রহ্মবিদ্যায় সমাহিত হইবেন। ইহাই আরণ্যক গ্রন্থের উদ্দেশ্য। কর্ম্মানুষ্ঠানে নিবৃত্ত

হইয়া জ্ঞানযোগ-সাধনায় তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ উপলব্ধি করিবেন। তাঁহাদের বৈরাগ্যদীপ্ত পবিত্র হৃদয়ে আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন জ্ঞান ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইবে;—এই উদ্দেশ্যেই আরণ্যক গ্রন্থ সঙ্কলিত। আচার্য্য শঙ্কর অন্যান্য উপনিষদ্ ভাষ্যেও এ কথায় সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

তমাল-তালী-বনরাজিনীলা—হিমাদ্রি-কিরীটিনী—সিন্ধুচুম্বিতচরণা—দেবতার অবদানমহিমা-গৌরবান্বিত ভারতে—সমীরণে হোমধূম-সুরভিত—পাখীর কূজনে বেদগান-মুখরিত সাধনার পুণ্যতপোবনে;—মুক্তিকামী মানবসম্প্রদায়কে অমৃতত্ব প্রদানের জন্য যে ব্রহ্মজ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছিল—যে ব্রহ্মজ্ঞান বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং পরমব্রহ্মের শ্রীমুখপদ্ম-বিনিঃসৃত—বিশ্বের সত্তায় চিরপূজ্য—অতুল্য অমূল্য অনন্ত সম্পদ্—মানব-কল্পনাপ্রসূত বিজ্ঞান—আর্য্য-ঋষি মনীষিবৃন্দের কল্পকল্পান্তরের সাধনা-অর্জ্জিত সাহিত্য-রত্নাকরে সুসঞ্চিত সর্ব্ববিধ জ্ঞান—সকল যুগে যে দিব্যপ্রজ্ঞানের নিকট নিষ্প্রভ—চিরম্লান—চিরপরাভূত। যে জ্ঞানের উপলব্ধিতে বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের সহিত মানব-আত্মার অভেদ জ্ঞান জন্মে—নশ্বর জগতে মানব অমরত্ব লাভ করে—পরমব্রহ্মের সাযুজ্য জ্ঞানের অনুভূতি হয়। এই অনন্ত শোভা-সমৃদ্ধি—সুখ-ঐশ্বর্য্যের লীলা-বিভ্রমময় সংসার অতি অসার—মায়াবৈচিত্র্যের পরিহাস মাত্র;—জাগতিক সকল সুখ—সকল সম্পদ্—সকল প্রতিষ্ঠা—প্রতিপত্তি যাহার নিকট অতি তুচ্ছ;—সমুদ্রের ক্ষণস্থায়ী জল-বুদ্বুদতুল্য প্রতীতি হয়;—সেই অবিদ্যা-শাতন, মায়াপ্রহেলিকার মোহান্ধকার অপসরণকারী ব্রহ্মজ্ঞানের—দ্বাদশসূর্য্যসম দীপ্ত-প্রভায় চির-জ্যোতির্ম্ময়—অনন্তজ্ঞান মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্।

দীপ্তভাস্করের কিরণসম্পাতে যেমন বিশ্বের অন্ধকার দূরীভূত—তেমনি যে প্রজ্ঞানসূর্য্যের পুণ্য-জ্যোতিঃপ্রভায় বিশ্বের অজ্ঞান-তমসা—মৃত্যুর করাল যবনিকা চিরতরে অপসারিত হইয়া, মানবহৃদয়ে সত্যব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিভাত হইয়াছে, সেই বিশ্বের চরম ও পরমজ্ঞান ব্রহ্মবিদ্যা সম্প্রসারণের জ্যোতীরশ্মি-রেখায় বিশ্লেষণের অতীন্দ্র শক্তি—অলৌকিক সাধনা আমার মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি অজ্ঞান মানবশিশুর পক্ষে কোন্ যুগে সম্ভব কি? কিন্তু কর্ত্তব্যের কি নির্ম্মম পরিহাস! গগনস্পর্দ্ধিনী স্পর্দ্ধার কি অসহ্য দম্ভ? বাক্য যেখানে রুদ্ধ—ভাষা স্তব্ধ—বুদ্ধি অচল—চিন্তা কল্পনা বিপর্য্যস্ত—বিদ্যা অকিঞ্চিৎকর—জ্ঞান স্তিমিত—

উপলব্ধি বিন্দুমাত্র নাই—সেইখানেই বিবেকের কশাঘাত নীরবে সহ্য করিয়া, বিদ্যা জাহির করিতে গিয়া, প্রকৃষ্ট মূর্খতার পরিচয় দিয়া সুধীজন-সমাজের পরিহাস শিরোধার্য্য করিতে হইবে। অর্ব্বাচীনের বিরাট মূর্খতার জন্য মার্জ্জনাপ্রার্থী!

যে 'মহতো মহীয়ান্—অণোরণীয়ান্' জগতে অনুপমেয় মহাজ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া জ্ঞানের প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন :—

"সর্ব্ববৃত্তি মনের যখন
একীভূত তোমার কৃপায়,
কোটি সূর্য্য অতীত প্রকাশ,
চিৎসূর্য্য হয় হে বিকাশ,
গলে যায় রবি শশী তারা,
আকাশ পাতাল তলাতল,
এ ব্রহ্মাণ্ড গোষ্পদ সমান।
বাহ্যভূমি অতীত গমন,
শান্ত ধাতু, মন আস্ফালন নাহি করে,
শ্লথ-হৃদয়ের তন্ত্রী যত,
খুলে যায় সকল বন্ধন,
মায়ামোহ হয় দূর,
বাজে তথা অনাহত নাদ-ধ্বনি তব বাণী।"

সেই বিদ্যা-অবিদ্যা-কুহকিনী মায়াপ্রহেলিকার অবসান না হইলে;—যে মায়াবিভ্রমে জগৎপ্রবাহ সঞ্চালিত—সম্মোহিত—সমাচ্ছন্ন—জ্ঞানদৃষ্টি সমাবৃত;—তাহার শাতন হইয়া নিঃশ্রেয়সের অধিকার-লাভের জন্য আকুল আগ্রহের উন্মাদনা না জন্মিলে কি সেই নিত্যসত্য পরমব্রহ্মের জ্যোতির জ্যোতিঃস্বরূপ দিব্যজ্ঞানজ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মজ্ঞানের অপূর্ব্ব বিকাশের অপরোক্ষ অনুভূতিলাভ সম্ভব হইতে পারে? যে জগতের একমাত্র সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ জ্ঞানের উন্মেষে মানব-মনের চিরাতঙ্ক—মৃত্যুভয়-ভীষণ বিভীষিকা মুহূর্তে অপসারিত হয়—ইহলোকের সুখ-দুঃখ, বাসনা-অতৃপ্তি, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির অবসান হয়—পরলোক—জন্মান্তর—পাপপুণ্য—স্বর্গনরক—কর্ম্মফল—জ্ঞানতৃষা—সকল কামনা—সকল সিদ্ধান্ত—সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়—মানব মৃত্যুর সীমা অতিক্রম করিয়া মুক্তির অনন্ত শান্তিরাজ্যে পরিভ্রমণ করে; যে চরম জ্ঞানের

উপলব্ধিতে পরমব্রহ্মের দ্বৈতভাবের—নানা দেবতারূপে, বিভিন্ন উপাসনার—আত্মার হইতে পৃথক্ কল্পনার নাশ হইয়া—অহংজ্ঞানের প্রবল প্রতাপ চূর্ণ হইয়া, আবার পরমব্রহ্ম—**সর্ব্বান্তর আত্মার সহিত অবিনশ্বর মানব-আত্মার একত্বজ্ঞান, লাভ সম্ভব হয়;** জাগতিক ভাষার সমস্ত শক্তি নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়াও কি সেই কোটিসূর্য্য-সম-প্রভ প্রজ্ঞান-প্রভার কিঞ্চিন্মাত্র অনুভূতি প্রদান সম্ভব হইতে পারে?

যে জ্ঞানগঙ্গোত্রীধারার অনুবর্ত্তী হইয়া **জ্ঞানগোমুখীর** অনন্ত অমৃত উৎসমূলের সন্ধান পাইলে মানব-জীবন ধন্য হয়—চরিতার্থ হয়—মানবমন আর সম্পদ-শোভার বাহ্যবিকাশে আকৃষ্ট—প্রলোভিত—সম্মোহিত হয় না; দেবত্ব—অমরত্ব—ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া পরমব্রহ্মে সম্মিলিত হয়; **নাম-রূপ-কর্ম্মের** অতীত—জ্ঞান-কল্পনা চিন্তার পরপারে উপনীত হইয়া—পরমব্রহ্মের কেবল সামীপ্য-সাদৃশ্য-প্রাপ্তি নহে—তাহাতে সংযুক্ত—সমাহিত হইতে পারে; মানবের ক্ষুদ্রশক্তিতে সেই বিশ্বের সাধনার শ্রেষ্ঠ-সম্পদ্—অতুল্য বিভূতি ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপমাহাত্ম্য-কীর্ত্তন কি সম্ভব হইতে পারে?

দেবতাবৃন্দ—ব্রহ্মর্ষি—দেবর্ষি—মহর্ষি—রাজর্ষি—ঋষি-মনীষি-তপস্বিগণ কোটি-কল্পব্যাপী সাধনায়—তপস্যায় যে জ্ঞানের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই;—বেদ-উপনিষদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণ উপপুরাণ পর্য্যন্ত অসংখ্য শাস্ত্রগ্রন্থে যাঁহার অনন্ত মহিমা সুবিস্তারিত হইয়াও নিঃশেষিত হয় নাই;—চারিবেদ-বেদান্ত-উপনিষদ্‌রাজি-সঙ্কলয়িতা অষ্টাদশপুরাণ—পঞ্চমবেদ মহাভারত-রচয়িতা স্বয়ং **মহর্ষি বেদব্যাস** অসীম জ্ঞান—অনন্ত তপস্যাবলে যাঁহাকে ভাষা-বিজ্ঞানে সমাহিত করিতে পারেন নাই; অতুল্য বাগ্‌বিভূতির অধীশ্বর জগতের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন **ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য** যে ব্রহ্মজ্ঞানের সামা নির্দ্দেশে সমর্থ না হইয়া—তিনি 'নেতি নেতি আত্মা'—তিনি ইহা নহেন—তিনি ইহা নহেন—ইহাই তাঁহার প্রকৃষ্ট পরিচয় বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন;—ব্রহ্মিষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ **রাজর্ষি জনক** যাঁহাকে **বিজ্ঞান-আনন্দময়** বুঝিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন;—জগতের কোন্ অলৌকিক ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে সেই প্রজ্ঞানময় ব্রহ্মজ্ঞানের সম্যক্ পরিচয়-বর্ণন সম্ভব হইতে পারে?

সেই অপার ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদ্য—জ্যোতির জ্যোতি ব্রহ্মজ্যোতিঃপ্রতিভাত—প্রজ্ঞান-পুণ্য-প্রভা-বিবস্বান্ মহাগ্রন্থ **বৃহদারণ্যক উপনিষদ্! ব্রহ্মজ্ঞানের অসীম—অনন্ত মহাসমুদ্র!** 'অনন্ত

আকাশ—সীমাবিহীন বায়ুমণ্ডল—সপ্তসমুদ্র বিস্তারের সমাহার সমন্বয়ও এ বিশাল জ্ঞানরত্নাকরের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর—উপমার অযোগ্য! এ বিশাল জ্ঞান-অমৃত-মহাসিন্ধুর তরঙ্গের পর তরঙ্গে সেই পরমব্রহ্মের মহিমা—অপরিমেয় প্রজ্ঞানরাশি উদ্ভাসিত—উদ্বেলিত। শ্রদ্ধা ভক্তিরূপ সমীরণহিল্লোলে সে তরঙ্গ বিজ্ঞান-আনন্দে সদা আনন্দময়—বিচিত্র ভঙ্গি-ভঙ্গ। সে আনন্দতরঙ্গ আবার ব্রহ্মজ্ঞান-সূর্য্যের 'কিরণ-সম্পাতে সমুজ্জ্বল লীলাবিবস্বান্'। আর উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে ব্রহ্ম-মহিমা প্রতিভাত।

দর্শনে অপার আনন্দ—শ্রবণে অতুল্য তৃপ্তি—চিন্তায় অসীম সুখ—এ সুখে যে অতৃপ্তি নাই—নিবৃত্তি নাই! বিজ্ঞানে পরমানন্দের অনুভূতি—মননে ব্রহ্মানন্দের উপলব্ধি! এ মহাজ্ঞানগ্রন্থ ক্রমাগত পাঠে—ধারণায়ও ত' বিরক্তি—অবসাদ আসিবে না। ধ্যানে এ অমৃতধারা-পানে চিরতৃষ্ণা প্রশমিত হইবে;—আত্মবিভ্রম—মায়ার মোহ হৃদয়ঙ্গম করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য আত্মহারা পাগলপারা—সংসার-বৈরাগ্যে তন্ময়—উন্মাদ হইতে হইবে!

ব্রহ্মজ্ঞানের মূর্ত্তবিকাশ শিবাবতার শঙ্কর যে মহাগ্রন্থের ভাষ্যপ্রণয়নে অতুল্য অনুভূতি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ভারতের সেই বৌদ্ধতান্ত্রিক প্রাবল্যের—ধর্ম্মবিপ্লবের যুগে অদ্বৈতবাদের পুনঃপ্রবর্ত্তন করিয়া বিশ্ববাসীর ঐহিক ও পারত্রিক অশেষ মঙ্গলবিধান করিয়া নরজগতে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন।

এই মহাগ্রন্থের অনুপ্রেরণা-প্রভাবেই আচার্য্য শঙ্কর ভারত পরিভ্রমণ করিয়া, শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিয়া—কর্ম্মকাণ্ডের সকাম-কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি ও প্রভাব, এই উপনিষদের প্রামাণ্য তর্কযুক্তিবলেই নিরাস করিয়া, জ্ঞানকাণ্ডের ব্রহ্মবিদ্যার নিবৃত্তি-সাধনা প্রবর্ত্তিত—প্রসারিত করিয়াছিলেন।

আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার বিশ্বসমাদৃত বেদান্তদর্শনের শারীরক ভাষ্যে এই বৃহদারণ্যকের বহু শ্রুতি—বহু ব্যাখ্যা মীমাংসা উদ্ধৃত করিয়া তবে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠার সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন—মায়াবাদের মীমাংসা করিয়াছেন—নাস্তিকবাদের কূটতর্কের সমাধান সম্ভব করিয়া জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

এই ব্রহ্মজ্ঞান-বিবস্বান্ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ সেই বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভূত—জগৎ-কল্যাণের জন্য বিশ্বস্রষ্টার মহনীয় চিন্তার বরণীয় দান;—অনাদি অনন্ত—নিত্যসত্যস্বরূপ বেদের শ্রেষ্ঠ পরিণতি—চরম ও পরম জ্ঞানের

সমন্বয়জ্যোতিঃ—যাবচ্চন্দ্রদিবাকর বিশ্বের সত্তায় চির-সুপ্রতিষ্ঠিত—বিশ্ববাসীর চিরসম্পূজিত মৃত্যুঞ্জয়ী মহাজ্ঞানগ্রন্থ।

বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার বৃহদারণ্যক উপনিষদের বহুতর প্রজ্ঞানরাশির দানে চিরসমৃদ্ধ—অপরিশোধনীয় ঋণে চিরঋণী। এই শিক্ষালোকদীপ্ত বিংশশতাব্দী ত' বিজ্ঞানের সাধনায়—অনুশীলনে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু এখনও ত' মৃত্যু-বিভীষিকা অতিক্রম করিয়া 'পরলোক-জন্মান্তরবাদের পরপারে উপনীত হইতে পারে নাই—কিন্তু অন্যূন ১০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মহিমময় আর্য্য-ঋষি শ্রেষ্ঠ-ব্রহ্মবিদ্ যাজ্ঞবল্ক্য, রাজর্ষি জনক জগৎকে যে জ্ঞান দান করিয়া গিয়াছেন—পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান-সাধনা এখনও তাহার সন্নিকটবর্ত্তী হইতেও পারে নাই—কোন যুগে সমীপবর্ত্তী হইতে পারিবে কি না, সে বিষয়েও সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

দুর্ভাগ্য ভারতবাসী আমরা—সেই জ্ঞান অনুশীলনের একান্ত অভাবেই আজ মূহ্যমান—কোনমতে প্রাণধারণ মাত্র প্রয়াসী। আর পাশ্চাত্য দার্শনিক মনীষিবৃন্দ সেই প্রজ্ঞানের বিশ্লেষণ করিয়া বৈজ্ঞানিকগণকে নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কারের পর্য্যাপ্ত উপাদান সাদরে প্রদান করিতেছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ভারতের সেই চিরন্তন-গৌরব—সেই অপরিম্লান দিব্য-জ্ঞানজ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে।

আরণ্যক উপনিষদ কেবল ব্রহ্মবিদ্যা—আত্মতত্ত্বজ্ঞান—নিষ্কাম কর্ম্ম উপাসনার—শুষ্কজ্ঞানের—সুকঠোর নীতিবাক্যের নীরস উপদেশের সমন্বয় নহে—জীবজগৎ—জড়জগৎ—বিশ্বসৃষ্টিরহস্য—জন্মান্তরবাদ—মৃত্যুরহস্য—কাম ও প্রজনন-বিজ্ঞান—পঞ্চাগ্নিবিদ্যা—মন্থবিদ্যা—পরলোকসিদ্ধান্ত—জ্ঞানকর্ম্মের বিচার-মীমাংসার মহতী সুচিন্তাপূর্ণ অলৌকিক আলোচনা;—অতীন্দ্রিয় শক্তিপ্রভাবে বিশ্লেষণ; এই দিব্য-জ্ঞানগ্রন্থে বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান দর্শনের অদ্ভুত সমাবেশ দেখিয়া সত্যই বিস্মিত—চমকিত—স্তম্ভিত—সম্মোহিত হইতে হয়।

যে কালজয়ী মহাগ্রন্থের শাঙ্কর ভাষ্যের উপর সুরেশ্বরাচার্য্য 'বৃহদারণ্যক বার্ত্তিক' নামে টীকাগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া চিরপ্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছেন। দ্বৈতবাদের আচার্য্য মাধ্বাচার্য্য পদভাষ্য প্রণয়ন করিয়া দ্বৈতভাবের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সম্রাট্ শাহজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারা পার্শীভাষায় যে মহাগ্রন্থের অনুবাদ

করিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। বিশ্ববরেণ্য জার্ম্মাণ দার্শনিক ডয়সন যাহার জার্ম্মাণ অনুবাদ ও দার্শনিকতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলিয়া বিশ্ববিশ্রুত খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। প্রফেসার গিডেন ইংরাজীতে ডয়সনের উপনিষদ্-দর্শনের সর্ব্বজনবোধ্য সরল অনুবাদ করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। পাশ্চাত্যের ঋষি, ঋগ্বেদ ও উপনিষদনিচয়ের অনুবাদক ম্যাক্সমূলার "প্রাচ্যের পবিত্র' গ্রন্থমালা" গ্রন্থশ্রেণীর সম্পাদকরূপে পাশ্চাত্য-সুধীমণ্ডলীর সহায়তায় উপনিষদরাজির ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারেন নাই—তিনি প্রবীণ বয়সে আর উপনিষদ্ ও ষড়্দর্শনের দার্শনিক তত্ত্বের সম্যক্ বিচার করা সম্ভবপর নহে বুঝিয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়া, উপনিষদ দর্শনের যে সকল বিশেষ জ্ঞান তিনি সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহাই সংগ্রহ-গ্রন্থরূপে প্রকাশ করিয়া বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা গ্রিফিথ ইংরাজীতে চারি বেদের অনুবাদ করিয়া অমর প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। প্রফেসার গফ, গার্ভে, ভেনিস, সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত গঙ্গানাথ ঝা উপনিষদরাজির এবং ডাক্তার থিবো বেদান্ত-দর্শনের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া অতুল্য পাণ্ডিত্য ও শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়াছেন। লাটিন ও ফরাসীভাষায় উপনিষদরাজির অনুবাদ প্রচারিত হওয়াতে ভারতের জ্ঞানগরিমার পরিচয় পাইয়া বিশ্ববাসী চমকিত—সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় অবনত হইয়াছে।

ভারতে ইংরাজী শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের পরবর্ত্তী যুগেও, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপণ্ডিত, বাঙ্গালার প্রথম বৈদান্তিক, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ পঞ্চদশী, বেদান্ত-সার প্রভৃতি বেদান্তগ্রন্থের প্রাঞ্জল অনুবাদ করিয়া—আর্য্যঋষি-সম-উপলব্ধিশীল মহাপণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ বেদান্তদর্শনের শাঙ্কর ভাষ্য ও যোগবাশিষ্ঠের সর্ব্বজন-সুবোধ্য অনুবাদ প্রণয়নের—বৈদান্তিক সুপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বেদান্তের মায়াবাদের বিচার করিয়া,—সুচিন্তাশীল মনীষী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে—প্রসারের জন্য বেদান্তরত্ন উপাধিতে সম্মানিত হইয়া, বিদ্বজ্জনসমাজে অতুল প্রতিপত্তি—অমর প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন।

বহু-শাস্ত্র-গ্রন্থ-প্রকাশক মহেশচন্দ্র পাল অন্যূন পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এই মহা-গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিছুকাল পূর্ব্বে ঋষিকল্প-জ্ঞানী প্রবীণ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ মহাশয় এই মহাগ্রন্থের শ্রুতির ও শাঙ্করভাষ্যের বঙ্গানুবাদ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

আর এতকাল পরে বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির এই ব্রহ্মজ্ঞান-দীপ্ত মহাজ্ঞান-গ্রন্থের—সকল-শাস্ত্রমত-বৈষম্যের বিচার মীমাংসা—আলোচনায় জ্ঞান-কর্ম্ম-ধর্ম্মের সকল সমস্যা সমাধান—জীবনের সকল সন্দেহের নিরসনের সুপ্রামাণ্য তর্কযুক্তি-সিদ্ধান্তে অলৌকিক পাণ্ডিত্যময় শাঙ্করভাষ্যের সুবিস্তারিত বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুত নৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ মহাশয় অসমসাহসে এই মহাভাষ্যের বিশদ বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয়েরই মত অসমসাহসে এই নিত্যসত্য মহাজ্ঞানগ্রন্থের সামান্য পরিচয় দিবার জন্য এই অকিঞ্চিৎকর ভূমিকা লিখিয়া, দীপ্ত-সূর্য্যকে প্রদীপ জ্বালিয়া দেখাইবার মহাসৌভাগ্য লাভ করিয়া আমিও আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিতেছি।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠজ্ঞানী ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ত' এই বৃহদারণ্যক উপনিষদেই বলিতেছেন :—

"তাঁহাকে ত' বিশেষণে বিশেষিত করিয়া—গুণে অঙ্কিত—লক্ষণে চিহ্নিত করিয়া নির্দ্দেশ করা সম্ভব নহে। তিনি যে জ্যোতির জ্যোতিঃ—গুণাতীত গুণময়—নির্গুণ; অনন্ত তাঁহার বিভূতি—অসীম তাঁহার মহিমা; বাক্যের তিনি প্রাণ—মনের তিনি মন্তা—চক্ষুর তিনি দর্শন" তাঁহার যোগ্য স্তবের ভাষায় তিনিই ত' বঞ্চিত করিয়াছেন। সেই বিজ্ঞান-আনন্দময় ত' সর্ব্বভূতেই বিরাজিত—তিনি যতটুকু শক্তি দিয়াছেন—তাহার দ্বারাই তাঁহার মহিমা-প্রসারে—জ্ঞানের বিস্তারে প্রয়াস পাইতেছি—তাহা সেই অনন্ত জ্ঞানসিন্ধুর তুলনায় বিন্দু হইতে বিন্দুমাত্র হইলেও লজ্জার ত' কোন কারণই নাই। সুধীজন-সমাজের পরিহাস শিরোধার্য্য!

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র—বেলুড়মঠের ধর্ম্মগুরু—ব্রহ্মানন্দলাভে সদা আনন্দময়—স্নেহের অতুল্য-প্রস্রবণ ব্রহ্মানন্দ স্বামী মহাসমাধির বিদায়-মুহূর্ত্তে ধ্যানে যে বর্ণনাতীত অপরূপ সৌন্দর্য্য-মহিমা উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছিলেন—"আ-হা-হাঃ! ব্রহ্মসমুদ্র—একটি বিশ্বাসের পদ্মপত্রে ভাসিয়া চলিয়াছি।" ভাষার শক্তিকে সে অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্রের উচ্ছ্বাস বিশ্লেষণ সম্ভব নহে বুঝিয়া এই—মহাজ্ঞানগ্রন্থের সমস্ত ব্রাহ্মণের সারাৎসার সংক্ষেপ অর্ঘ্য নিবেদন করিবার প্রয়াস পাইতেছি। বিদ্যা—জ্ঞানের অভাবে ভুল অনিবার্য্য বুঝিয়াও অসমসাহসে অগ্রসর হইতেছি—এজন্য সুধীজন-সমাজের ক্ষমাপ্রার্থী!

'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।'

শঙ্করভাষ্য-ভূমিকায়

জ্ঞান ও কর্ম্ম-বিচার।

শিবাবতার শঙ্কর ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদ্য আরণ্যক উপনিষদের মূল উৎসের সন্ধান দিয়া—ব্রহ্মবিদ্যার প্রবর্ত্তক ব্রহ্মা ও বিশ্বপূজ্য ঋষিসম্প্রদায়কে প্রণাম নিবেদন করিয়া—ভাষ্য-ভূমিকায় কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের সম্বন্ধনির্ণয়ের জন্য বলিতেছেন :—

অভীষ্ট কাম্যের সিদ্ধিলাভ—অনিষ্টের পরিহার মনুষ্যমাত্রেরই চিরবাঞ্ছিত—নৈসর্গিক ধর্ম্ম। কিন্তু কি উপায়ে অনিষ্টের পরিহার করিয়া ইষ্টপ্রাপ্তি হইতে পারে, তাহা কেবল প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যেই অবধারিত হইতে পারে না—এই জন্য চিরপূজ্য সমগ্র বেদশাস্ত্রই এই উপায়-প্রদর্শনে আগ্রহান্বিত। যাহা ইষ্ট—ইহলৌকিক প্রত্যক্ষ ইষ্টসিদ্ধি—অনিষ্ট পরিহার—সাধারণতঃ চিন্তা অনুমান প্রমাণ দ্বারাই নিরূপণ করা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু জন্মান্তরে আত্মার অস্তিত্ব-বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানের উপলব্ধি না জন্মিলে—দেহাতিরিক্ত আত্মার জন্মান্তর-সত্তা সম্বন্ধে স্থির-বিশ্বাসসম্পন্ন না হইলে—কখনই পারলৌকিক ইষ্টপ্রাপ্তি—অনিষ্ট-পরিহার—মুক্তিলাভের জন্য কাহারও আকুল আগ্রহ—ঐকান্তিক বাসনা উদ্দীপ্ত হইতে পারে না। জন্মান্তরে আত্মার অস্তিত্ব-প্রতিপাদন—ইষ্টপ্রাপ্তি—অনিষ্ট-পরিহার—মুক্তিলাভের উপায়-বিধান বেদাদি শাস্ত্রের প্রধানতম উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞানবাদী নাস্তিক-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত—শরীরের অতিরিক্ত জন্মান্তরভাগী আত্মা বলিয়া কোন কিছুই নাই। দেহের সঙ্গেই আত্মার উৎপত্তি—অবসানে বিনাশ ;—স্বর্গ-নরকভোগ, পরলোক, জন্মান্তর কল্পনা মাত্র ;—পারলৌকিক শুভাশুভপ্রাপ্তির প্রয়াস অনাবশ্যক।

কঠ উপনিষদ্ এই ভ্রান্ত সংস্কার বিনাশ করিয়া বুঝাইয়াছেন—আত্মা নিত্য বিদ্যমান—শরীরের অবসান হইলে আত্মার বিনাশ হয় না—পরলোকবাসী আত্মা আছে—মৃত্যুর পর জীবাত্মা নিজ নিজ জ্ঞান ও কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন যোনি প্রাপ্ত হয়।

বৃহদারণ্যক বলিতেছেন ;—আত্মা স্বয়ং-জ্যোতিঃস্বপ্রকাশ, বিদ্যা ও কর্ম্ম অর্থে জ্ঞান ও কর্ম্মসংস্কার আত্মার অনুগমন করে। জীবনার্জ্জিত কর্ম্মফলে—পুণ্যকর্ম্মে স্বর্গসুখ—পাপকর্ম্মে নরকবাস সকলেই অবগত আছেন ;

বৃহদারণ্যক দেখিবেন—আত্মা বিজ্ঞানময়—দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব নিত্য-বিদ্যমান।

ইহার পর আচার্য্য শঙ্কর বৌদ্ধগণের 'আত্মা নাই' মতবাদের খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন—প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব অনুমিত হইতে পারে না। কর্ম্মকাণ্ড আত্মার অস্তিত্বজ্ঞাপক সুখ-দুঃখাদি ধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়াছেন। যাঁহারা আত্মার অস্তিত্ব সু-অবগত—পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পরজন্মে ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহারের জন্য ব্যাকুল—বেদের কর্ম্মকাণ্ড তাঁহাদের জীবন-সাধনার পথিনির্দ্দেশের ব্যবস্থা-বিধান করিয়াছেন। কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডের সাধনা দ্বারা ত' আত্ম-অভিমান—আমিত্বজ্ঞান—আমি সাধনা করিতেছি—আমি কর্ম্ম করিতেছি, এ ভাব সম্পূর্ণ বিলীন হয় না। কর্তৃত্ব-অভিমানে ব্রহ্মাত্ম-স্বরূপ প্রজ্ঞানের উপলব্ধি হইতে পারে না। কর্ম্মকাণ্ড সংসারাশ্রমের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম—সংসারী জীবের স্বভাবসিদ্ধ রাগ-দ্বেষাদি দোষের প্রাবল্যে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধও লঙ্ঘিত হয়—মন-বাক্য-শরীর দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক অনিষ্ট সংসাধিত হইয়া পাপও সঞ্চিত হইতে পারে।

কর্ম্মকাণ্ডের ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠান দুই প্রকার—জ্ঞানপূর্ব্বক ও জ্ঞানরহিত—কেবল সংস্কার মাত্র। জ্ঞানরহিত কেবল কর্ম্মসংস্কারের দ্বারা পিতৃলোকাদি লাভ হয়, আর জ্ঞানপূর্ব্বক ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠানের ফলে স্বর্গের দেবলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত লাভ সম্ভব হয়। শ্রুতি বলিতেছেন—কেবল যাঁহারা দেবতার আরাধনা করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। বেদোক্ত কর্ম্ম দ্বিবিধ;—প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত। ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা প্রবৃত্ত=কাম্য-কর্ম্ম। কেবল জ্ঞানলাভের জন্য কামনাবিহীন যে কর্ম্ম অনুষ্ঠান, তাহা নিবৃত্ত=নিষ্কাম-কর্ম্ম। নিষ্কাম কর্ম্মের আশ্রয় লইলে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি ও ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হইয়া ব্রহ্মাত্মভাব সমুৎপন্ন হয়। কিন্তু এই সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠান নাম-রূপাত্মক—সংসারাশ্রমের ধর্ম্ম।

সাধ্যসাধন—কার্য্যকারণ-প্রবাহরূপে অভিব্যক্ত এই পরিদৃশ্যমান জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম ব্যতীত জগৎ উৎপত্তির বীজ অনভিব্যক্ত ছিল। বীজ ও অঙ্কুরের কার্য্যকারণভাব যেমন অনাদি—অজ্ঞেয় রহস্যময়; তেমনি অবিদ্যাপ্রভাবে সম্মোহিত—আত্মাতে আরোপিত কার্য্য—কর্তৃত্বাভিমান কারণপ্রসূত কর্ম্মফল-লাভ মাত্র বাঞ্ছিত কর্ম্ম—এই অনর্থময় সংসারে অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। যাঁহারা সংসারে বিরক্ত হইয়া বৈরাগ্য-সম্পন্ন হইয়াছেন—যাঁহাদের নিষ্কাম-ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের প্রবৃত্তি উন্মেষিত হইয়াছে—তাঁহাদেরই

অবিদ্যাপ্রভাব-নিবৃত্তির জন্য—দিব্যজ্ঞানজ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মবিদ্যা-প্রদানের জন্য—জ্ঞানকাণ্ডের এই অবিদ্যা-শাতন উপনিষদ্ আরব্ধ।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের সূচনায় অশ্বমেধ-যজ্ঞের রূপক-কল্পনার উদ্দেশ্য—কর্ম্মকাণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান যে অশ্বমেধ-যজ্ঞ—যাহাতে কেবল রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট্‌গণেরই বিশেষ অধিকার—বিশ্ববিজয়ী একচ্ছত্র রাজ্যেশ্বর ব্যতীত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের পক্ষেও যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা সম্ভব নহে;—বিকল্পে চিন্তায়—সাধনায়—ধ্যানে সেই যজ্ঞের অভীষ্ট-ফললাভ হইতে পারে—কিন্তু তাহাই কি জীবনের চরমোৎকর্ষ—সাধনার শ্রেষ্ঠ কাম্যফল? কর্ম্মফলের প্রভাবে না হয় অভীষ্ট-সিদ্ধি হইল—ঐহিক সুখ-সমৃদ্ধি-বৃদ্ধি হইল, না হয় স্বর্গসুখ উপভোগ পর্য্যন্ত সম্ভব হইল—কিন্তু মৃত্যু ত' অনিবার্য্য—ভোগাবসানে আবার জন্মান্তর ত' সুনিশ্চিত!

কর্ম্মানুষ্ঠানের ফল কেবল ঐহিক মঙ্গলের জন্য নহে বলিয়া যদি সন্দেহ জন্মে—তবে কর্ম্মকাণ্ডে পুত্রী-পুত্রলাভের জন্য বাসনা—পুত্রের দ্বারা ইহলোকে প্রতিষ্ঠা—নরক-পরিত্রাণ—কর্ম্মের ফলে পিতৃলোকের তৃপ্তি—পিতৃলোকে গতি—ব্রহ্মবিদ্যা ব্যতীত অপরা বিদ্যা লাভের ফলে দেবলোকপ্রাপ্তি নির্দ্দেশিত হইয়াছে কেন? কর্ম্মকাণ্ড অনুষ্ঠানের সর্ব্বোচ্চ সিদ্ধি হিরণ্যগর্ভত্ব-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত। কিন্তু সেই হিরণ্যগর্ভও ত নামরূপাত্মক জগতের অতীত নহেন—তখন অপর কর্ম্মসাধকের কথা—অন্য কাম্যফলের কথা আর কি বলিব!

উপসংহারে বলিয়াছেন—স্থূলজগৎ নাম, রূপ, কর্ম্ম এই তিনেরই অভিব্যক্তি; মানব এই তিনের সাধনাতেই তন্ময়—ফলে এই তিনই জীবের উপভোগ্য—উপজীব্য। বৃক্ষ যেমন বীজের ভিতর সংগুপ্ত থাকে—জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে তেমনি নাম-রূপ-কর্ম্ম অনভিব্যক্ত ছিল—পরে মানবের কর্ম্ম ও অদৃষ্টবশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত=স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের দুইটি ভাব। সংসারের এই উভয় অবস্থাতেই মায়ার বিচিত্র লীলা বিদ্যমান। অবিদ্যা-প্রভাবেই আত্মাতে 'ক্রিয়া কারক ফলরূপে' অধ্যারোপিত;—মূর্ত্ত অমূর্ত্ত=আকৃতিসম্পন্ন ও আকৃতিবিহীনভাবে সংস্কারময়। ব্রহ্ম কিন্তু ইহার ঠিক বিপরীত—নাম-রূপ-কর্ম্ম-সম্বন্ধশূন্য—অদ্বিতীয়—নিত্যশুদ্ধ—বুদ্ধ—মুক্তস্বরূপ। কিন্তু তথাপি মানবমনে অবিদ্যা-বিভ্রমে ক্রিয়াকারক-ফলাদিভেদে প্রতিভাত। এই জন্যই যাঁহাদের কর্ম্মের নিবৃত্তি হইয়াছে—ক্রিয়াকরণ-ফলাদি বিভ্রমময় সংসারে বিরক্ত হইয়া, যাঁহারা বৈরাগ্যের উন্মেষে সম্পূর্ণ আসক্তিবিহীন হইয়াছেন—তাঁহাদের

রজ্জুতে সর্পভ্রম-নিবৃত্তির জন্য—কামাদি দোষযুক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানে—অবিদ্যাপ্রভাবে অবসান করিবার জন্য—এই ব্রহ্মবিদ্যা-সমাহিত উপনিষদ্ আরম্ভ হইতেছে।

এই অনুভূতির প্রেরণাবশেই বোধ হয় বিশ্বগুরু স্বামী বিবেকানন্দ উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করিতেছেন :—

"কৃত কর্ম্মফল ভুঞ্জিতে হইবে,
বলে লোকে, 'হেতু কার্য্য প্রসবিবে'
শুভকর্ম্মে—শুভ, মন্দে—মন্দফল
এ নিয়ম রোধে নাহি কার বল।
এ মর-জগতে সাকার যে জন
শৃঙ্খল তাহার অঙ্গের ভূষণ'
সত্য সব—কিন্তু নাম-রূপ-পারে,
নিত্যমুক্ত আত্মা আনন্দে বিহরে।
জানো তত্ত্বমসি, করো না ভাবনা—
করহ সন্ন্যাসী সদাই ঘোষণা—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥"

প্রথম অধ্যায়ের

প্রথম ব্রাহ্মণে—অশ্বমেধ-যজ্ঞ-বিজ্ঞান-রূপক।

অশ্বমেধ-যজ্ঞের অশ্বাঙ্গে ঊষা—সূর্য্য—বায়ু—অগ্নি—সংবৎসর—দ্যুলোক—অন্তরীক্ষ—পৃথিবী—ছয় ঋতু—মাস পক্ষ দিবারাত্র—নক্ষত্রমণ্ডল মেঘমালা—বিদ্যুৎ-সঞ্চার—নদী—পর্ব্বত প্রভৃতির পরিকল্পনার রূপক। এই 'সাঙ্গ-রূপকের' ভিতর দিয়া অনন্ত সৌন্দর্য্যময় বিশ্বের বৈচিত্র্যবিকাশ দেখাইয়া যজ্ঞিয় অশ্বের অগ্রপশ্চাদ্‌বর্ত্তী মহিমময় সুবর্ণ ও রজতবিনির্ম্মিত হোমাধার—যাহা যজ্ঞিয় অগ্নির অরুণ-রাগে দীপ্তিমান—তাহাতে সূর্য্য ও চন্দ্রের পরিকল্পনার আরোপ করিয়া, সমুদ্রই সূর্য্য চন্দ্র অশ্বের উৎপত্তি-স্থান নির্দ্দেশ করিতেছেন। কর্ম্মকাণ্ডে প্রজাপতিই অশ্বমেধযজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। জ্ঞানকাণ্ড—জ্ঞানাত্মক-অশ্বশরীরে প্রজাপতির স্বরূপ চিন্তার আরোপ করিতেছেন। দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের ৩য় শ্রুতিতে ইহার অর্থ পরিষ্কার।

ঊষাকাল=ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত যজ্ঞিয় অশ্বের শির—যজ্ঞাশ্বের অগ্রভাগ স্বর্ণ-রজত-বিনির্ম্মিত হোমপাত্রীয় যজ্ঞাগ্নির পরিকল্পনার সূচনা হইতে শ্রুতি অতীব বিচিত্র কৌশলে সৃষ্টির ক্রমবিকাশের উপলব্ধি করাইবার জন্যই এই রূপক কল্পনার অবতারণা করিয়াছেন।

যে স্বয়ম্ভু বেদের সংহিতা ব্রাহ্মণসিদ্ধান্তে জীবন্‌ সাধনা জ্ঞান করিয়া কর্ম্ম-জীবনে চিরদিন যাগযজ্ঞে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছি—সহসা যদি তাহার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বা কোন গ্রন্থে কোন ঋষি বলেন, তোমার এতদিনের সাধনা—ভ্রান্ত—পণ্ড—নিরর্থক মাত্র, তুমি পরমব্রহ্মের ধ্যানে সমাহিত হও, তাহাতে অবিশ্বাস আসিতে পারে না কি?

আরও সরল—পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে হইলে বলিতে হয়,—এতদিন বেদ-বিধানে পিতার স্বর্গকামনায় পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া আসিতেছি; সহসা যদি কোন পণ্ডিত বলেন—তোমার পিতা পরমব্রহ্মে বিলীন হইয়া গিয়াছেন—তাঁহার তৃপ্তি-বিধানের জন্য শ্রাদ্ধ করা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন—তাহা হইলে তাঁহার সে যুক্তি জ্ঞানের সিদ্ধান্ত হইলেও সন্দেহ আসিতে পারে। কিন্তু যদি তিনি এমনই কোন কৌশল করিয়া বলেন যে,—শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠান—শ্রদ্ধা-নিবেদন খুবই ভাল কাজ—মহান্‌ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত অনুষ্ঠান; কিন্তু যিনি পরমব্রহ্মে সংযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার

আত্মার মঙ্গল-কামনায় আবার শ্রাদ্ধের প্রয়োজন কি ?—তিনি যে মুক্ত আত্মা। তাহা হইলে হয় ত' তখন আর তাঁহার সে প্রামাণ্য-সিদ্ধান্তে অবিশ্বাস আসিতে পারে না। শ্রুতিও বোধ হয় এইরূপ সুকৌশল অবলম্বন করিবার জন্যই কর্ম্ম-কাণ্ড অনুষ্ঠানের প্রশংসা করিয়া, জ্ঞানকাণ্ডের ব্রহ্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।

আর এই কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারাই ত' চিত্ত মার্জ্জিত হইয়া তীব্রবৈরাগ্যের সঞ্চারে ব্রহ্মবিদ্যালাভের আকাঙ্ক্ষা উদ্বোধিত হইয়াছে বলিয়াই—ব্রহ্মজ্ঞানলাভের আশায় প্রলুব্ধ হইয়া, ব্রহ্মচিন্তার জন্য নিভৃত অরণ্যে আসিয়াছি। তাই সেই কর্ম্মের পথে বৈরাগ্যের আলোকসম্পাতে জ্ঞানের লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিতেছেন।

ইহা বেদান্তের মহিমময় অধ্যারোপবাদ—অধ্যাস ইহার নামান্তর। আরোপিতের দোষগুণে অধ্যারোপিত নিত্য সত্যজ্ঞান কখনও বিকৃত—পরিবর্ত্তিত হয় না—বিশাল জগৎ-প্রপঞ্চের আরোপেও পরমব্রহ্মের কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হয় কি ? কাব্য-অলঙ্কার-সাহিত্যে অনুসারে ইহা 'সাঙ্গরূপক।'

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে—বিশ্ব-উৎপত্তি-প্রজ্ঞান।

আশ্বমেধিক যজ্ঞাগ্নির উৎপত্তিপ্রসঙ্গে সৃষ্টির ক্রমবিকাশ বর্ণন করিয়া বলিতেছেন :—

সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সংসারে কিছুই ছিল না। জগৎ অশনায়া=ভোজনের ইচ্ছারূপ —সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ মৃত্যুর দ্বারা সমাচ্ছন্ন ছিল। মৃত্যুরূপী প্রজাপতি—জ্ঞান-সমষ্টি-বিবস্বান্ চৈতন্যস্বরূপ হিরণ্যগর্ভ—সৃষ্টির অভিলাষে আমি আত্মবান্ হইব—মন দ্বারা মনস্বী হইব, মনে করিয়া অন্তঃকরণ উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মপূজায়—পূজার অঙ্গভূত রসাত্মক জলের উদ্ভব হইল। [বৃহদারণ্যকে প্রথমে জলসৃষ্টির কথা থাকিলেও কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় উপনিষদে জলসৃষ্টির পূর্ব্বে আকাশ, বায়ু, তেজের উৎপত্তি সুবর্ণিত] আত্ম-অর্চ্চনাশীল প্রজাপতি 'আমার উদ্দেশ্যে জল উৎপন্ন হইল' মনে করিয়াছিলেন বলিয়া অর্চ্চনার 'অর্' ও জলবাচক 'ক' শব্দ সংযোগে 'অর্ক'। প্রজাপতির অর্চ্চনার সেই তেজঃস্বরূপ অগ্নির চিন্তা ধ্যান···পরিকল্পনা করিতে হইবে বলিয়া আশ্বমেধিক যজ্ঞের অগ্নি 'অর্ক' নামে অভিহিত হইয়াছে।

আচার্য্য শঙ্কর ইহার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বিচার করিয়া সংকরণবাদের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ ও নাস্তিকগণের আপত্তি খণ্ডন করিয়া বৈদিকসিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

এই অর্চ্চনার অঙ্গভূত যে জল সৃষ্ট হইল, তাহাই অগ্নির কারণস্বরূপ 'অর্ক'। সেই জলীয় সার দধির ন্যায় ঘন ছিল—তাহাই তেজঃসংঘাতে কঠিনতা প্রাপ্ত হইয়া এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবীরূপে পরিণত হইয়াছে। [ভাষ্যকার শঙ্কর স্মৃতি-শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সংঘাত শব্দের অণ্ড অর্থ করিয়া ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির অর্থ করিয়াছেন।] বিশ্বসৃষ্টির মহান্ কার্য্যে প্রজাপতি পরিশ্রান্ত হইলেন—তাঁহার শরীর সন্তপ্ত হইল। [মহাচিন্তায় গুরুশ্রমে ক্লান্ত হইলে মানব-শরীর যেমন শ্রমজ্বরে উত্তপ্ত হয়, ইহা বোধ হয়, সেইরূপ সন্তাপ] সেই ক্লান্তির উত্তাপে তেজোরূপ অগ্নির উদ্ভব হইল। [মনু বলিয়াছেন—প্রজাপতি প্রথমে জলের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে সৃষ্টির অনুকূল কর্ম্মবীজ সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন—সেই কারণ-সলিলে যে জ্যোতির্ম্ময় অণ্ড সমুৎপন্ন হইল—তাহার মধ্য হইতে সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা আবির্ভূত হন—তিনিই প্রথম পুরুষ—সর্ব্বভূতের আদি কর্ত্তা।] আচার্য্য শঙ্কর স্মৃতির অনুবর্ত্তী হইয়া এই অগ্নিকে প্রথমশরীরী ব্রহ্মাণ্ড অণ্ডগত বিরাট্ পুরুষ বলিয়াছেন।

এই প্রথম স্থূলশরীরধারী বিরাট্রূপ প্রজাপতি আপনাকে তিন ভাবে—অগ্নি—বায়ু—আদিত্যরূপে বিভক্ত করিলেন=ত্রিবিধ ভাবাপন্ন হইয়া জগতে পরিব্যাপ্ত হইলেন। পূর্ব্বদিক্ তাঁহার মস্তক, ঈশান ও অগ্নিকোণ তাঁহার বাহুদ্বয়, পশ্চিমদিক্ পশ্চাদ্ভাগ, বায়ু ও নৈঋ্ঋত-কোণ উরুদ্বয়, দক্ষিণ ও উত্তরদিক্ দুই পার্শ্ব, দ্যুলোক পৃষ্ঠদেশ, আকাশ তাঁহার উদর, পৃথিবী তাঁহার বক্ষ—এই ভাবে সর্ব্বত্র প্রসারিত হইলেন। পূর্ব্বোক্ত অশ্বমেধযজ্ঞের জ্ঞানাত্মক অশ্ব-শরীরে তাঁহার—প্রাণস্বরূপ-প্রজাপতির সর্ব্বব্যাপী প্রসারণের চিন্তাই আরোপিত—নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

জলাদির স্রষ্টা সেই অশনায়া লক্ষণান্বিত মৃত্যু-পুরুষ—তখন দ্বিতীয় আত্মা সৃষ্টি করিবার মানসে বেদবিহিত সৃষ্টির ক্রম, মনে মনে সম্বৎসর চিন্তা করিয়া, অণ্ড বিদীর্ণ করিলেন; এবং অণ্ড-নির্গত নবজাত শিশুকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলেন। নবজাত শিশু ভীত হইয়া 'ভাণ্' শব্দ করিলেন—তাহাই জগতের প্রথম শব্দ। আর মহাকালের সৃষ্টির ক্রমচিন্তার সময়ই জগতে সম্বৎসর নামে সুপরিচিত।

মৃত্যুরূপী প্রজাপতি তখন মনে করিলেন, এই নবজাত শিশুকে ভক্ষণ করিলে ত' আমার অনন্ত ক্ষুধার চিরশান্তি সম্ভব হইবে না—আমার দীর্ঘকাল আহারের জন্য পর্য্যাপ্ত খাদ্যের=প্রচুর অন্নের প্রয়োজন। ধ্বংসরূপী মৃত্যু-পুরুষ শিশুগ্রাসে নিবৃত্ত হইয়া, পুনরায় বেদ-চিন্তায় সমাহিত হইলেন—সেই ধ্যান-সমাধি—তপস্যাপ্রভাবে তিনি ক্রমে ক্রমে—ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব্ব চারি বেদ—গায়ত্রী প্রভৃতি সপ্ত ছন্দ—কর্ম্মাঙ্গস্বরূপ মন্ত্রসমূহ—মন্ত্রসাধ্য যজ্ঞসমূহ—যজ্ঞাধিকারী মানবসমূহ—যজ্ঞোপযোগী গ্রাম্য ও আরণ্যক পশুনিচয় সৃষ্টি করিলেন। প্রজাপতি বেদচিন্তা করিয়া আবার বেদ-চতুষ্টয় সৃষ্টি করিলেন কিরূপে, ইহাতে হয় ত' অনেকের সন্দেহ হইতে পারে—আচার্য্য শঙ্কর তাহার সমাধান করিয়াছেন—অব্যক্ত সৃষ্টি=মানস চিন্তা;—বিভিন্ন কর্ম্মানুষ্ঠানে যে বিনিয়োগ=ব্যবহারবিধি, তাহাই বাহ্যসৃষ্টি। (১)

প্রজাপতি যখন বুঝিলেন, তাঁহার আহার্য্যের জন্য প্রচুর অন্ন সৃষ্ট হইয়াছে—তখন তিনি ভক্ষণে=সংহারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এজন্যই তিনি মহাকাল—অদনকারী অদিতি নামে সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ। মন্ত্রও আছে—'অদিতিই দ্যুলোক—অদিতিই অন্তরীক্ষ—অদিতিই মাতা—অদিতিই পিতা।' তিনিই জগতের সর্ব্ববস্তুর ভোক্তারূপে সর্ব্বাত্মক। [মহাভারতে যে অদিতির গর্ভে ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবতা ও অসুরের উদ্ভবের প্রসঙ্গ সুবর্ণিত, তাহা বোধ হয়, এই বৈদিক সত্যেরই সুবিস্তার।] প্রজাপতি তখন পূর্ব্বপূর্ব্বকল্পের ন্যায় অশ্বমেধ মহাযজ্ঞানুষ্ঠান-চিন্তায় সমাহিত হইলেন—যজ্ঞচিন্তায় তিনি শ্রান্ত হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তপঃপ্রভাবে তাঁহার প্রাণরূপ যশোবীর্য্য উদ্দীপ্ত হইল। প্রাণসমূহই শরীরের যশোবীর্য্যস্বরূপ। তপস্যা-উদ্দীপ্ত সেই প্রাণরূপ যশোবীর্য্য আর শরীরে সমাহিত না থাকিয়া বিশ্ব-কল্যাণের জন্য—বিশ্বে ব্যাপৃত হইবার জন্য

---

(১) সৃষ্টিরহস্য অনাদি অজ্ঞেয়—মানববুদ্ধির অগোচর। সৃষ্টির বৈচিত্র্যের কারণ-নির্ণয়ে অগ্রসর হইলে কেবল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। স্বামী বিবেকানন্দ সেই জন্যই বুঝি বলিয়াছেন :—

"যতদূর—যতদূর যাও, বুদ্ধিরথে করি আরোহণ,
এই সেই সংসার-জলধি সুখ-দুঃখ করে আবর্ত্তন।
পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার—
বারংবার পাইছ আঘাত, কেন কর বৃথায় উদ্যম?"

জীবস্রষ্টা মৃত্যুপুরুষ প্রথমে বেদচিন্তার প্রভাবে জীবের প্রাক্তন কর্ম্মফলরাশি প্রত্যক্ষ করিয়া সৃষ্টিকার্য্যে নিমগ্ন হইয়াছিলেন।

সেই সুপবিত্র শরীর হইতে বহির্গত হইবার উপক্রম হইল। (১) প্রাণ-নিঃসারণে প্রজাপতির শরীর স্ফীত—অমেধ্য=অপবিত্রের ন্যায় হইল। কিন্তু স্বয়ং প্রজাপতিও শরীরের প্রতি মমতাবিহীন হইতে পারিলেন না। প্রজাপতি বাসনা করিলেন, আমার শরীর মেধ্য কি না পবিত্র হউক—আমি আবার শরীরবান্ হইব—এই চিন্তা করিয়া তিনি আবার শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রাণাভাবে তাঁহার শরীর—অশ্ব কি না স্ফীত—পূতিভাবাপন্ন হইয়াছিল—প্রজাপতির প্রাণের পুনঃপ্রবেশে তাহা আবার মেধ্য=পবিত্র হইল—ইহাই জগতে অশ্বমেধ নামে অভিহিত—অশ্বমেধ অর্থে প্রজাপতি। এই উপনিষদ সূচনায় 'উষা বা অশ্ব মেধ্যস্য' অর্থে যজ্ঞিয় অশ্বকে যিনি প্রজাপতি-স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন—তিনিই প্রকৃতপক্ষে অশ্বমেধযজ্ঞ-রহস্য সুবিদিত।

প্রজাপতি 'আমি প্রভূতপরিমাণে যজ্ঞ করিব' এইরূপ কামনা করিয়া, আপনাকেই যজ্ঞিয় পবিত্রপশুরূপে কল্পনা করিয়া, প্রজাপতি-দৈবতকরূপে আলম্ভন=বধ করিয়াছিলেন। এই জন্যই যাজ্ঞিকগণ এখনও মন্ত্রপূত পশুকে প্রজাপতিরূপে উৎসর্গ করিয়া থাকেন। [ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য এইরূপ সংস্কারসম্পন্ন সর্ব্ব-দৈবতকরূপে আপনাকে যজ্ঞিয় পুণ্য-অশ্ব বা পবিত্রপশুরূপে কল্পনা করিয়া চিত্ত-বৃত্তি-নিচয়কে বলি প্রদান করিয়া ইন্দ্রিয় জয় করিতে হইবে।]

ইহার পর অশ্বমেধ-যজ্ঞের দৈবতরূপ সুবর্ণিত। অশ্বমেধ-যজ্ঞ অগ্নির দ্বারা সম্পাদিত হয়। এ জন্য অগ্নিই অশ্বমেধ। পূর্ব্বকল্পে অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিয়া সূর্য্য বর্ত্তমানকল্পে আদিত্য পদ লাভ করিয়াছেন—অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফলস্বরূপ. এই আদিত্যও অশ্বমেধ। যজ্ঞ-কর্ম্মস্বরূপ অগ্নি ও যজ্ঞফল-স্বরূপ সূর্য্য একই মৃত্যুস্বরূপ প্রজাপতি হইতেই উদ্ভূত। তিনিই আপনাকে অগ্নি, বায়ু ও আদিত্যরূপে তিনভাবে;—ক্রিয়া, ক্রিয়াসাধন ও ক্রিয়াফলস্বরূপে বিভক্ত করিয়াছিলেন (২)—ক্রিয়া-সম্পাদনের পর সেই একই দেবতা—মৃত্যুরূপী প্রজাপতিতেই পরিণতি লাভ করিয়াছেন। যিনি অশ্বমেধকে, সেই একই মৃত্যুস্বরূপ, দেবতা বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন—সেই জ্ঞানাত্মক

---

(১) এই প্রসঙ্গ সুকৌশলে বুঝাইবার জন্যই কি মহাকাল প্রাণহীন শক্তিদেহ ত্রিশূলের দ্বারা বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত করিয়া বিশ্বের বিভিন্ন অংশ মুক্তিময় সাধনাক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন বলিয়া পুরাণে সুবর্ণিত হইয়াছে?

(২) তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

অশ্বমেধ-রহস্যবিদ্ ব্যক্তি পুনঃ মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। মৃত্যুর পর মৃত্যু আর তাঁহাকে অধিকার করিতে পারে না—কর্ম্মফল ভোগের জন্য আর তাঁহাকে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। এরূপ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের পক্ষে মৃত্যুই অমৃতস্বরূপ।

তৃতীয় ব্রাহ্মণে—উদ্গীথ বিদ্যা।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে জ্ঞানপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত কর্ম্মের চরমফল—মৃত্যুর স্বরূপতা-প্রাপ্তি সুবিবৃত; আর তৃতীয় ব্রাহ্মণে উদ্গীথ প্রকরণে—জ্ঞান ও কর্ম্মের ফলে মৃত্যুভাব অতিক্রম অর্থে পাপাসক্তির নিবৃত্তি—ইহা বুঝাইবার জন্য আখ্যায়িকা—রূপক আরব্ধ হইতেছে।

প্রজাপতির সন্তানগণ দেবতা ও অসুর দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। জ্যেষ্ঠ সন্তান অসুর ও কনিষ্ঠ সন্তান দেবতা—পরস্পর ভোগ্য রাজ্য লইয়া স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন। অসুরগণের নিকট পরাজিত হইয়া দেবগণ অসুরগণের প্রভাব বিনষ্ট করিবার জন্য জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে উদ্গীথানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। [এই রূপকের অর্থ—সাত্ত্বিক ও রাজসিক বৃত্তিবিশিষ্ট বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ই দেবতা ও অসুর।] ইন্দ্রিয়গণের সাত্ত্বিক ও রাজসিক বৃত্তিনিচয়ের বিরোধ চিরপ্রসিদ্ধ। সাত্ত্বিক প্রবৃত্তিরূপী দেবতাগণ তত্ত্বজ্ঞান অনুশীলনে—সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত। রাজসিক চিত্তবৃত্তিরূপী অসুরগণ ঐহিক সুখসম্ভোগ ও তৎসাধনের অনুষ্ঠানে উন্মত্ত। প্রত্যেক মনুষ্যের হৃদয়ে এই চিত্তবৃত্তিরূপ দেবাসুর-সংগ্রাম অহরহঃ চলিতেছে। [বেদের এই দেবাসুর-সংগ্রামের পরিকল্পনাই পুরাণে দেবাসুর-সংগ্রামরূপে বিস্তারিত হইয়াছে। পুরাণের দেবতা ও অসুর অদিতির উদরে জন্মিয়াছেন। প্রজাপতির নামই অদিতি, তাহা পূর্ব্বেই দেখিয়াছেন।] জ্ঞানগুরু শঙ্কর এই স্থানে যজ্ঞাদি-প্রতিপালনই বেদের একমাত্র উদ্দেশ্য—ব্রহ্ম কল্পনামাত্র—অসৎ—সত্যনামাদিকে কল্পিত পদার্থের আরোপ মাত্র, মীমাংসকগণের এই অসার উক্তি কর্ম্মকাণ্ডেরই উদাহরণ দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন।

অতঃপর দেবতাগণ বাক্—ঘ্রাণ—শ্রবণ—দর্শন—মন—ত্বক্ ইন্দ্রিয়-দেবতারূপী প্রবৃত্তিনিচয়কে উদ্গীথ গান করিতে বলিয়াছিলেন—ইন্দ্রিয়গণ 'অসতো মা সদ্গময়' = আমাকে অসৎ হইতে সতে লইয়া যাও, এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-দেবতারা অসুররূপী চিত্তবৃত্তির প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই—তাহারা পাপাসক্ত হইয়াছিল। তখন দেবতাগণ বাক্

প্রভৃতি দেবতার উপাসনায় মৃত্যুভয় অতিক্রম করিতে না পারিয়া মুখ্যপ্রাণের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

মুখ্যপ্রাণ ইন্দ্রিয়রূপী, দেবতাগণের উদ্দেশ্যে উদগান করিলে অসুররূপী চিত্তবৃত্তিনিচয় তাহাকে পাপে কলুষিত করিবার জন্য আক্রমণ করিয়া, লোষ্ট্রখণ্ড যেমন পাষাণে নিক্ষিপ্ত হইলে শতধা চূর্ণ হইয়া যায়—তেমনি বিধ্বস্ত হইয়া গেল। অতএব বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া আসক্তিবিহীন মুখ্যপ্রাণকে আত্মারূপে আশ্রয় করিতে হইবে। তাহাই আবার আখ্যায়িকা দ্বারা বিশদভাবে বুঝাইতেছেন।

প্রজাপতির বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ তখন পরস্পর জিজ্ঞাসা করিলেন—যিনি আমাদের জয় করিলেন, আমাদের দেবভাব প্রদান করিলেন, সেই মুখ্য প্রাণরূপী আত্মা কোথায়? তিনি আমাদের মুখবিবররূপ আকাশমধ্যে সর্ব্বদা অবস্থিত—সমস্ত অঙ্গের রস—সারভূত দেহেন্দ্রিয়-সমষ্টির আত্মস্বরূপ বলিয়া আঙ্গিরস। সেই প্রাণের অভাবে সমস্ত অঙ্গ শুষ্ক হইয়া যায়—সেই আত্মস্বরূপ প্রাণকে আত্মরূপেই উপলব্ধি করা উচিত। আত্মা সর্ব্বদা শরীরে থাকিলেও আসক্তিবিহীন হইয়া দূরে—অতি দূরে অবস্থান করেন—ভোগাসক্তি-পাপরূপ মৃত্যু তাঁহার নিকট উপনীত হইতেও পারে না। এই প্রাণ দেবতারূপী আত্মার সাধনাতেই বাক্, চক্ষু, শ্রবণ, মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় পাপরূপ মৃত্যু অতিক্রম করিয়া দীপ্তিলাভ করিতে পারেন—মনে চন্দ্রের সুষমা বিকশিত হয়।

অতঃপর প্রাণ প্রাজাপত্য ফলসিদ্ধির জন্য তিনটি স্তোত্র এবং আপনার অন্নের জন্য নয়টি স্তোত্র গান করিয়াছিলেন। অন্নপুষ্ট দেহেই প্রাণের অবস্থিতি—প্রাণ কেবল আত্মরক্ষার্থে—অন্নলাভের জন্য গান করিয়াছিলেন বলিয়া বাগাদি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় ভোগাসক্তি-পাপে লিপ্ত হন নাই। বাগাদি ইন্দ্রিয়-দেবতা তখন প্রাণকে অনুরোধ করিলেন—তুমি আমাদিগকেও অন্নের অধিকারী কর। প্রাণ বলিলেন—তোমরা সর্ব্বতোভাবে আমাকে আশ্রয় কর! তাঁহারা প্রাণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই জন্য প্রাণ যে অন্ন গ্রহণ করেন, তাহাতে আশ্রিত স্বজনগণের ন্যায় ইন্দ্রিয়গণই তৃপ্তিলাভ করে—পরিপুষ্ট হয়।

নাম-রূপাত্মক জগতে প্রাণ যে কেবল রূপের পরিণতি—দেহের সারস্বরূপ—আঙ্গিরস-রূপী আত্মা বা তদাশ্রিত ইন্দ্রিয়গণেরই আত্মা নহেন—তিনি শব্দাত্মক—ঋক্, যজুঃ, সাম, বেদেরও আত্মা।

প্রাণই বৃহস্পতি—বাক্ই বৃহতী অর্থাৎ ষট্‌ত্রিংশৎ অক্ষরাত্মক বৃহতী ছন্দ—

অনুষ্টুপ্ ছন্দ প্রভৃতি বাক্-স্বরূপ। ঋক্‌মাত্রেই বাগাত্মক—প্রাণই ঋকের অভিব্যক্তি।—বাক্যের প্রতিপালক পতি বলিয়া বৃহস্পতি। প্রাণহীন শব্দ উচ্চারণের সার্থকতা নাই—সেই জন্য প্রাণই বৃহস্পতি—ঋক্‌সমূহের সত্তাপ্রদ আত্মা।

প্রাণ যজুর্মন্ত্রের সারভূত—ব্রহ্মণস্পতি। বাক্‌ই ব্রহ্মরূপে প্রসিদ্ধ—ব্রহ্মই যজুঃ।—যজুঃ ত' শব্দবিশেষ মাত্র—প্রাণই সেই বাক্যের যজুঃস্বরূপ—ব্রহ্মের পতি = রক্ষক—ব্রহ্মণঃ + পতি নামে প্রসিদ্ধ।

প্রাণই সাম্—বাক্‌ই = সা + অম্ অর্থে প্রাণ, সমন্বয়ে = সাম্। প্রাণ বিপুল-দেহ হস্তিশরীর হইতে ক্ষুদ্র মশকশরীরে—মানব হইতে প্রজাপতি-শরীরেও সমান—দৃশ্যমান জগতের সর্ব্বত্রই সমান—ইহাই সামের সমত্ব। ভাষ্যকার বলিয়াছেন—প্রাণ স্বভাবতঃ অমূর্ত্ত = মূর্ত্তিবিহীন—সর্ব্বব্যাপী—শরীরের আকার-ভেদে আত্মার প্রসারণ-সঙ্কোচন সম্ভব নহে। বেদ বলিতেছেন, 'প্রাণাঃ সর্ব্বে সমাঃ—সর্ব্বে অনন্তাঃ'—সমস্ত প্রাণই সমান—ছোটবড় ভেদ-বৈষম্য নাই—সকলেই অনন্ত—কোন প্রাণই কোথাও সীমাবদ্ধ নহে। এই সমতা-বিধানই সামের সামত্ব। যাঁহারা প্রাণতত্ত্বের সমতা উপলব্ধি করিয়াছেন—তাঁহারা দেহেন্দ্রিয়-অভিমানশূন্য—আত্মার সাযুজ্য-সালোক্যলাভে শান্তিলাভ করিতেছেন।

প্রাণই উদ্গীথস্বরূপ। উদ্‌গীথ অর্থে—উদাত্ত সঙ্গীত নহে—উৎ অর্থে প্রাণ—গীত অর্থে = প্রাণাধীন বাক্। 'শ্রুতি' আখ্যায়িকা দিয়া আবার ইহা বুঝাইতেছেন। সোমলতারস সোমযজ্ঞে রাজা নামে অভিহিত। যাজ্ঞিকেরা তাহাকে মহাপবিত্র জ্ঞান করিতেন। চিকিতান ঋষির পৌত্র ব্রহ্মদত্ত ঋষি সোমযজ্ঞে সোমরস পান করিতে করিতে শপথ করিয়া বলিয়াছিলেন—এই যজ্ঞে যে উদ্গীথ গান করা হইয়াছে—তাহা যদি বাক্ ও প্রাণাতিরিক্ত কোন দেবতার গান হইয়া থাকে, তবে আমি অনৃতবাদী হইয়াছি—আমার শিরঃপাত হউক। সুস্বরধ্বনিত সামগান প্রাণদেবতারই প্রতীক—প্রাণ-দেবতারই প্রতিষ্ঠা।

'অসতো মা সৎ গময়' = আমাকে অসৎ মৃত্যু হইতে সৎ অমৃতে লইয়া যাও। ভাষ্যকার শঙ্কর বলিয়াছেন—আমাকে অসৎ কর্ম্মজ্ঞান হইতে যথার্থ শাস্ত্র অনুযায়ী জ্ঞান ও কর্ম্মে লইয়া যাও—দেবভাবলাভের উপায়ভূত আত্মভাব প্রদান কর;—আমাকে অমৃত কর। 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' আমাকে অজ্ঞানান্ধকার মৃত্যু হইতে জ্যোতিঃস্বরূপ অমৃতে লইয়া যাও। ভাষ্যকার বলিয়াছেন—'তমো

রূপী মৃত্যু হইতে—জ্ঞান-জ্যোতিঃস্বরূপ অবিনাশাত্মক অমৃতে লইয়া যাও। 'মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়'—আমাকে মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও—আমাকে অমর কর। ভাষ্যকার বলিয়াছেন—আমাকে প্রজাপতিত্বরূপ ফল প্রদান কর। এই তিনটি যজুর্মন্ত্র কেবল সুস্বরে গান করিবার জন্য নহে—প্রাণে-প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য জপ-মন্ত্র।

জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা প্রাণাত্মভাব-লাভ হয়; কিন্তু অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের অভাবেও প্রাণাত্মভাব-লাভ হইতে পারে কি না সংশয় জন্মিতে পারে। সে সন্দেহ নিরসনের জন্য আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—যজ্ঞাদি কর্ম্মবিযুক্ত হইয়াই মানব অভীষ্ট-লোকপ্রাপ্তির সাধক হয়। কিন্তু যথার্থ জ্ঞান তিনিই লাভ করেন—যিনি সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত সামসংজ্ঞক, মহিমান্বিত প্রাণকে জানেন—তাঁহার সেই অবস্থার আমিত্ব জ্ঞান—ইন্দ্রিয়াসক্তিরূপ পাপ-অসুরের অধর্ষণীয়—বিশুদ্ধ। আঙ্গিরসত্ব নিবন্ধন আমিই আত্মস্বরূপ—ঋক্ যজুঃ সাম উদ্গীথাত্মক বাক্যের আমিই আত্মা—গীতিভাবস্বরূপ সামগান আমার বাহ্য-ধন; স্বর-সৌষ্ঠব আমার অলঙ্কার মাত্র;—স্বর-সৌন্দর্য্য—বর্ণ-উচ্চারণ-নৈপুণ্য আমার কণ্ঠতালুর প্রতিষ্ঠা মাত্র—কিন্তু আমি অমূর্ত্ত=আকৃতিবিহীন—সর্ব্বত্যাগী, সর্ব্বশরীরে অবস্থিত। যত কাল এই প্রাণাত্মভাব অভিব্যক্ত না হয়, তত দিনই উপাসনা—জ্ঞানলাভের পর আর উপাসনার কোন প্রয়োজন হয় না।

চতুর্থ ব্রাহ্মণে—সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে ব্রহ্মময় জগৎ।

জ্ঞান ও কর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল—প্রজাপতিত্ব-লাভ—কিন্তু তৃষ্ণা না থাকিলে যেমন জলপানের প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না—তেমনই সাধ্যসাধনভাবপূর্ণ কার্য্য-কারণাত্মক সংসারে বিতৃষ্ণা—বৈরাগ্যের উদ্ভব না হইলে আত্মজ্ঞানের অধিকার ও প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না। এই পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়তম আত্মজ্ঞান মুমুক্ষু ব্যক্তিরই একমাত্র প্রাপ্য। আত্মাই প্রজাপতি=অণ্ড হইতে জাত প্রথম শরীরী—বেদোক্ত জ্ঞান-কর্ম্মানুষ্ঠানের একমাত্র ফলস্বরূপ। সেই অবয়বসম্পন্ন বিরাট্ পুরুষ—সর্ব্বাত্মস্বরূপ প্রজাপতি আপনাকে সকলের আত্মা—'অহং' আমি-রূপে দর্শন করিয়াছিলেন—উল্লেখ করিয়াছিলেন—সেই জন্যই তিনি বেদে উপনিষদে সর্ব্বলোকে "অহং" নামে পরিচিত। সেই জন্য এখনও 'তুমি কে' জিজ্ঞাসার উত্তর 'আমিই সেই'—প্রজাপতির রূপ, বলিয়া পরে পিতামাতার দেহ-পিণ্ডের পরিচয়ার্থ দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত, পিতৃদত্ত নামের উল্লেখ করেন। প্রজাপতি

যেরূপ জ্ঞান দ্বারা পাপাসক্তি দগ্ধ করিয়া বিরাট্‌ পুরুষত্ব লাভ করিয়াছেন, তেমনই জ্ঞানের উৎকর্ষে আসক্তিনিচয় ভস্মীভূত হইলে ব্রহ্মজ্ঞানের উন্মেষ সম্ভব হয়। কর্ম্মকাণ্ডোক্ত জ্ঞান—কর্ম্মের ফলস্বরূপ—প্রজাপতিত্ব-পদ-লাভও সংসারের অধিকারের সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই। সৃষ্টির পূর্ব্বে যে মহাপ্রলয়ের বর্ণনা করিয়া ত্যাগী অবতার স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন :—

"আমি বর্ত্তমান।
প্রলয়ের কালে ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসি' যবে
জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা লয়,
অলক্ষণ অতর্ক্য জগৎ,
নাহি থাকে রবি-শশী তারা,
সে মহানির্ব্বাণ, নাহি কর্ম্ম, করণ, কারণ,
মহা অন্ধকার ফেরে অন্ধকার-বুকে,
ত্রিশূন্য জগৎ শান্ত সর্ব্বগুণভেদ,
একাকার সূক্ষ্মরূপ শুদ্ধ পরমাণুকায়
আমি বর্ত্তমান।"

সেই মহাপ্রলয়ের ভীষণ হইতেও ভীষণতর নিস্তব্ধতার ভিতর প্রথম শরীরধারী প্রজাপতি একাকী থাকিতে ভীত হইয়াছিলেন। দেহেন্দ্রিয়সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই ভ্রান্তজ্ঞানবশে আত্মজ্ঞান উন্মেষের পূর্ব্বে একাকী থাকিতে ভীত হন।

শ্রুতি বলিতেছেন, 'যে লোক নিরন্তর একত্ব দর্শন করেন, তাঁহার শোকই বা কি, ভয়ই বা কি?' কিন্তু তিনি ব্যতীত ত দ্বিতীয় কোন বিনাশকর বস্তু ছিল না—তবে তিনি ভীত হইবেন কেন? প্রজাপতি একাকী থাকিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না—এই জন্য লোকে একাকী থাকিয়া তৃপ্ত হয় না। তিনি স্ত্রী কামনা করিলেন—আপনাকে স্ত্রীসংযুক্ত মনে করিলেন। তিনি সত্যসঙ্কল্প—চিন্তাপ্রভাবে আপনি আপনাকেই স্ত্রী-পুরুষ দুই ভাবে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি,—যিনি যজ্ঞের বল্ক অর্থে বক্তা=যাজ্ঞবল্ক=ব্রহ্মা;—ব্রহ্মার পুত্র যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি; তিনিও নিজ শরীরকে অর্দ্ধাঙ্গিনী অভাবে অর্দ্ধাংশশূন্য-শস্য-বীজের ন্যায় কল্পনা করিয়াছিলেন—তাঁহার সেই অর্দ্ধাংশ শূন্যপ্রায় দেহ স্ত্রী-রূপী শক্তিসংযোগেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। *

---

* মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য শুক্লযজুর্বেদের সঙ্কলয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ—তিনি কি এই স্থানে আত্ম-পরিচয় ও সহধর্ম্মিণীগ্রহণের কারণ সুকৌশলে বিবৃত করিয়াছেন?

প্রজাপতি—যিনি অতঃপর মনু নামে পরিচিত—তিনি তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গভূতা—শতরূপারূপিণী পত্নীতে উপগত হইয়াছিলেন, তাহাতেই মনুষ্যগণের উৎপত্তি। শতরূপা চিন্তা করিলেন—আমি মনুর মানস-কন্যা-স্বরূপ—তাঁহার দেহার্দ্ধ হইতে আমাকে উৎপন্ন করিয়া তিনি আবার আমাকে সম্ভোগ করিতেছেন—আমি তিরোহিত—রূপান্তরিত হইব। শতরূপা গো-অশ্ব প্রভৃতি বিভিন্ন রূপান্তরে পরিণত হইলেন, মনুও সেই সেই রূপে উপগত হইয়া বিশ্বের সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করিলেন।

প্রজাপতি এইরূপে বিশ্বসৃষ্টি করিয়া চিন্তা করিলেন—আমিই সৃষ্টি;—সৃষ্ট জগৎ আমা হইতে ভিন্ন—পৃথক্ বস্তু নহে—আমিই সৃষ্টিস্বরূপ;—আমা হইতে অতিরিক্ত কোন কিছুই নাই—আমার মহতী চিন্তার ফলেই সৃষ্টি সম্ভব হইল।

যাজ্ঞিকগণ যে বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিবার বিধান দেন, তাহা ভ্রমমাত্র—প্রজাপতিই সমস্ত দেবতার স্বরূপ—অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত দেবতাই তাঁহার উৎকৃষ্ট সৃষ্টি। অতএব সর্ব্ববিধ উপাসনা ত্যাগ করিয়া, আত্মারই উপাসনা—আত্মতত্ত্বেরই-চিন্তা করিতে হইবে। আত্মতত্ত্ব পুত্র হইতেও প্রিয়—বিত্ত হইতেও প্রিয়তর—জাগতিক যে কিছু, যাহা কিছু হইতেই প্রিয়তম। যিনি আত্মাকে প্রিয় বলিয়া উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয়বস্তু আত্মা কখনই বিনাশপ্রাপ্ত হয় না।

সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া ব্রহ্মময় জগতের বর্ণনা করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসুগণ জিজ্ঞাসা করেন, মানুষ যে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া সর্ব্বাত্মরূপ হইবে—সেই পরব্রহ্মই বা এমন কি বিশেষ জ্ঞান উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, তিনি সর্ব্বাত্মভাব লাভ করিয়াছেন? শ্রুতি বলিতেছেন—সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ ব্রহ্ম-স্বরূপ ছিল—তিনি 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপে আত্মাকে জানিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি সর্ব্বাত্মক।

অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা শঙ্কর বলিতেছেন—ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে ব্রহ্ম অর্থে পরমাত্মার সর্ব্বাত্মভাব-প্রাপ্তি উপলব্ধি হয়—মুক্তিরূপ নিঃশ্রেয়সের অধিকার-লাভ হয়। যে বিদ্যার অনুশীলনে মানব সর্ব্বাত্মা হইতে পারে, সর্ব্বময় ব্রহ্ম সেই বিদ্যাপ্রভাবেই সর্ব্বাত্মা।

সেই ব্রহ্ম আপনাকেই অধ্যারোপিত অনিত্যাদি সৃষ্টি-বর্জ্জিত স্ব-স্বরূপেই জানিয়াছিলেন। শ্রুতি বলিতেছেন,—দেবতাগণ, ঋষিগণ যাঁহারা তাঁহাকে জানিয়াছিলেন—বুঝিয়াছিলেন, তাঁহারাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বামদেব ঋষি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াই আপনাকে মনু ও সূর্য্যরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

যিনি—"আমি ব্রহ্মস্বরূপ" তত্ত্বের উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হন—দেবতাগণও তাঁহার অনিষ্ট করিতে পারেন না। ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে যিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন—যাঁহার কাম-কামনাবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে—যিনি চিত্তবৃত্তি-নিচয় জয় করিয়াছেন, জাগতিক কোন ভোগেই তাঁহার আসক্তি নাই।

ইহার পর প্রজাপতি জগতের প্রয়োজন বুঝিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চাতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি করিয়া—তাহাদের ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া, আত্মতত্ত্বজ্ঞান-বিহীন ব্যক্তির জন্য সংসারাশ্রমের বিভিন্ন কর্ম্মের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অদ্বৈত-বাদের প্রতিষ্ঠাতা জ্ঞানগুরু শঙ্কর বলিতেছেন :—

সংসারাশ্রমের কর্ম্মাধিকারী শরীরেন্দ্রিয়সমষ্টিভূত যে, অবিদ্বান্ দেহপিণ্ড—আত্মা শব্দে অভিহিত; সেই আত্মাই দেবতা হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতের উপজীব্য—ভোগ্য। বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বভূতেরই উপকার সংসাধিত হয়। আমি সর্ব্বভূতের ভোগ্য—ঋণীর ন্যায় আমাকেও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা কর্ত্তব্যরূপ ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে—দেবতারা সংসারী মানবের অবিনাশিত্ব বাসনা করেন—সর্ব্বদা মঙ্গলবিধান করেন; গৃহস্থগণ যেমন সযত্নে পশুরক্ষা—পশুপালন করেন—তেমনই দেবতারাও সংসার-সুখমগ্ন মানবগণের সুখ-সম্পদ্-দান—অস্তিত্ববিলোপনিবৃত্তির জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্ন করেন। সেই জন্য দেবতাগণের প্রসন্নতা—তৃপ্তিবিধানের জন্য বেদাদি মন্ত্রপাঠরূপ ব্রহ্মযজ্ঞ—দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্য-ত্যাগ-হোমরূপ দৈবযজ্ঞ—ভূতাদি-তৃপ্তির জন্য ভূতযজ্ঞ—পিতৃলোকের শান্তির জন্য পিতৃযজ্ঞ—অতিথিপূজার নৃ-যজ্ঞ—নিত্য অনুষ্ঠেয়। ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি যদি কর্ত্তব্যতাময় বন্ধনস্বরূপ পশুভাব হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন—তবে তিনি কেন—কাহার প্রেরণায় অবশের মত কর্ম্মবন্ধনাধিকারে প্রবৃত্ত হন? আত্ম-বিবেকের জন্য কেন ব্রহ্মবিদ্যালাভে আগ্রহান্বিত হন না? দেবতারা'ত তাঁহাদের কর্ম্মাধিকারে অব-স্থিত—যাঁহাদের কর্ম্মে বিশিষ্টাধিকার-লাভ হইয়াছে—দেবতারা কেবল তাঁহা-দেরই রক্ষা করেন,—সাধারণ-জ্ঞানসম্পন্ন, মাত্র কর্ম্মসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে নহে?

অবিদ্যাপ্রভাবেই জগৎ চালিত। প্রবৃত্তির মুখ্য কারণ এষণা—কাম। কঠ-উপনিষদ্ বলিতেছেন—স্বভাবসিদ্ধ অবিদ্যাধিকারে বর্ত্তমানে 'বালকগণ অর্থে বালকের ন্যায় চঞ্চলমতি পুরুষগণ—বাহ্যবিষয়ের অনুসরণ করে। গীতা বলিয়া-ছেন—'রজোগুণসমুদ্ভূত কাম-ক্রোধাদি ভোগাসক্তি মানবের পরম শত্রু—অতিশয় পাপকর।' মনুসংহিতা বলিতেছেন—"কামই সর্ব্বপ্রবৃত্তির হেতু—প্রযোজক।"

আমার জায়া হউক—আমি সন্তানরূপে জন্মিব,—আমার বিত্ত হউক—আমি কর্ম্ম করিব—যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া প্রতিষ্ঠাবান্ হইব—দেহাবসানে স্বর্গ-সুখ উপভোগ করিব,—মানবমনে ক্রমাগত এইরূপ বাসনার উদ্ভব হইতেছে, তাহার অবসাদ নাই—পূর্ণতা নাই। এই এষণা=কাম—পুত্রকামনা—বিত্ত-বাসনা—ঐহিক ও পারলৌকিক সর্ব্ববিধ সুখভোগকামনা-প্রভাবেই মানব মনুষ্যলোকে—পিতৃলোকে—দেবলোকে সুখ-সম্ভোগের নিয়তই কামনা করিতেছে—কামনার পূর্ণতাবিধান—অভীষ্ট কাম্য-ফললাভই এই কর্ম্মানুষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য। অভিলাষ-সাধনায় কর্ম্মমার্গে যতই মনোনিবেশ করুন—সমাহিত হউন, স্বলোক—ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারিবেন না;—তাঁহাকে জানিবার পক্ষে ততই অন্তরায়—ব্যবধান সৃষ্ট হইবে। এই জন্যই তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিতেছেন:—অগ্নি দ্বারা বিমোহিত—ধূম দ্বারা ক্লান্ত হইয়া অবিদ্বান্ পুরুষ কোন সময়েই স্বলোক দেখিতে পায় না।

ভারতের নবজ্ঞানতন্ত্রের পুরোহিত স্বামী বিবেকানন্দ এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়াই বলিতেছেন—

"পশিতে পারে না কভু তথা সত্য,
কাম-লোভবশে যেই হৃদি মত্ত;
কামিনীতে করে স্ত্রীবুদ্ধি যে জন,
হয় না তাহার বন্ধন-মোচন;
কিম্বা কোন দ্রব্যে যার অধিকার,
হউক সামান্য—বন্ধন অপার
ক্রোধের শৃঙ্খল কিম্বা পায়ে যার,
হইতে পারে না কভু মায়াপার।
ত্যজ অতএব, এ সব বাসনা,
আনন্দে সদাই কর হে ঘোষণা—
ওঁ তৎসৎ ওঁ॥"

কাম্য বিষয়ের লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত মানব আপনাকে অপূর্ণ বোধ করে—সর্ব্বার্থ-বিচারক্ষম মনই ইহার আত্মা—বাক্ ইহার জায়া—চক্ষু সম্পদ্—শ্রবণ দৈবসম্পদ্—দেহই কর্ম্মসাধন। লোকপ্রসিদ্ধ যজ্ঞ যেমন পশু ও যজ্ঞকর্ত্তা পুরুষ দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তেমনই জ্ঞানলাভের জন্য আত্মার দ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয়সম্পন্ন

নিবৃত্তিরূপ পাণ্ড ক্রমযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলে এই পরিদৃশ্যমান অনন্ত জগৎ আত্ম-স্বরূপে উপলব্ধি হইবে।

ব্রহ্মানন্দলাভে সদা আনন্দময়—লোকাতীত ভালবাসার অনন্ত প্রস্রবণ—ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র শ্রীরামকৃষ্ণমঠের ধর্ম্মগুরু ব্রহ্মানন্দ স্বামী বলিতেন—আমাদের সাধনা অন্তরেই নিহিত—সুকঠোর শীতাতপ সহ্য করিয়া শরীর-নির্য্যাতনের প্রয়োজন নাই। মনে ক্রমাগত প্রবৃত্তির সহিত নিবৃত্তির অহরহঃ সংগ্রাম চলিতেছে—কাম সংযত হইলেন ত ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইল—ক্রোধ শান্ত হইতে না হইতে লোভের উদ্রেক হইল—লোভকে প্রশমিত করিতে না করিতে মোহের উদ্ভব হইল—তাহাকে কোনরূপে নিবৃত্ত করিলে মাৎসর্য্যের প্রতাপ-বৃদ্ধি হইল—এই চিত্তবৃত্তি-নিরোধই প্রকৃষ্ট সাধনা।

পঞ্চম ব্রাহ্মণে—সপ্তবিধ অন্নসৃষ্টি।

অতঃপর স্রষ্টা প্রজাপতি মেধা ও তপস্যা দ্বারা সপ্তপ্রকার অন্ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই সপ্তবিধ অন্নের একটি সর্ব্বসাধারণের জন্য—দুইটি দেবতাগণের জন্য—তিনটি আত্মার ভোগের জন্য—একটি পশুগণের উদ্দেশ্যে দান করিয়াছিলেন। এই অন্ন চেতন ও অচেতন সকলেরই উপজীব্য—উপভোগ্য। এ অন্ন অক্ষয়—অফুরন্ত—নিঃশেষিত হয় না। যিনি অংশক্রমে অপরকে বঞ্চিত না করিয়া এই অন্ন গ্রহণ করেন, তিনি তেজঃসম্পন্ন হন—দৈবত্ব লাভ করেন। প্রজাপতি মন, বাক্ ও প্রাণ এই তিনটি অন্ন সৃষ্টি করিয়া আপনার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই লোকত্রয়ই বাক্—মন—প্রাণ-স্বরূপ। বাক্ = পৃথিবী—মন = অন্তরীক্ষ—প্রাণ = স্বর্লোক। আবার এই অন্নত্রয়ই দেব—পিতৃ—মনুষ্যগণ। এই ত্রিবিধ অন্নই বেদত্রয়, পিতা—মাতা—সন্তান-স্বরূপ।

বাক্ই বিজ্ঞাতা—বাক্ নিজেই স্বীয় বিভূতিস্বরূপ—বাক্বিভূতিজ্ঞ লোকের রক্ষক।

মন বিজিজ্ঞাস্য—সুস্পষ্টরূপে জানিতে অভিলাষী—সন্দিহান। সন্দেহের নিরাসকরণই মনের স্বভাব—ধর্ম্ম।

প্রাণই অবিজ্ঞাত—যাহা কিছু অবিজ্ঞাত—বিজ্ঞানের অগোচর—সন্দেহাস্পদও নহে—তাহাই প্রাণের রূপ। বাক্যের আশ্রয়ীভূত শরীর…পৃথিবী—জ্যোতির্ম্ময় শরীর…অগ্নি।

মনের শরীর…দ্যুলোক—জ্যোতিঃপ্রকাশাত্মক রূপ…সূর্য্য।

প্রাণের শরীর···জল—প্রকাশময়রূপ···চন্দ্র।

ইহার পর আত্মার উপভোগ্য অন্নত্রয়ের মধ্যে বিত্ত ও কর্ম্মের সদ্ভাব কিরূপ, প্রতিপন্ন করিবার জন্য বলিতেছেন—অন্নত্রয়ের আত্মস্বরূপ সংবৎসররূপী প্রজাপতিই যেন ষোড়শকলাসংযুক্ত ;—যিনি এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন, বিত্ত তাঁহার পঞ্চদশ কলা—আত্মা ষোড়শ কলা। অতঃপর পুত্রের দ্বারা মনুষ্যলোক—কর্ম্মের দ্বারা পিতৃলোক—বিদ্যা দ্বারা দেবলোক জয় প্রসঙ্গের আলোচনা।

অতঃপর "সম্প্রত্তি" সুবর্ণিত হইয়াছে। সম্প্রত্তি অর্থে—পিতার পরলোকগমনের পূর্ব্বে পুত্রকে তাঁহার অসম্পাদিত কর্ম্মভার-প্রদান। আসন্নমৃত্যু পিতা কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্রকে বলিবেন :—আমি ব্রহ্ম—বেদস্বরূপ, তুমি যজ্ঞ—কর্ম্মস্বরূপ—লোকস্বরূপ। আমার অসম্পূর্ণ জীবনে যে বিদ্যার অধ্যয়ন অসম্পূর্ণ, তুমি সেই বিদ্যার অনুশীলন করিয়া পূর্ণ জ্ঞানবান্ হইবে। যে যজ্ঞ অর্থে যে কর্ম্ম আমার অসম্পাদিত, তুমি তাহা সম্পাদন করিয়া পূর্ণ করিবে। আমি ইহলোকে যাহা জয় করিতে পারি নাই—তুমি তাহা জয় করিবে—সম্পূর্ণ করিবে। সংসারাশ্রমে ইহাই শুভলোকলাভের অনুকূল। এইরূপ জ্ঞান-সম্পন্ন পিতা ইহলোক হইতে মহাপ্রস্থান করিলেও পুত্রের বাক্, মন, প্রাণের সহিত ইহলোকে সম্মিলিত হন—পুত্রের প্রাণে ইহলোকে বিদ্যমান থাকেন—মৃত্যুতেও তিনি হিরণ্যগর্ভের অমরত্ব লাভ করেন। সন্তান পিতার অসম্পূর্ণ কার্য্য সম্পাদন করিয়া, পিতার কর্ম্মবন্ধন বিমোচন করে বলিয়াই পুত্র নামে প্রসিদ্ধ।

অতঃপর ব্রত-মীমাংসা—উপাসনাত্মক কর্ম্মবিচার আরব্ধ হইয়াছে। ব্রত অনুষ্ঠান—সকাম কর্ম্ম উপাসনাই মানবের একমাত্র কাম্য নহে প্রতিপাদন করিয়া বলিতেছেন—প্রাণব্রতের দ্বারাই প্রাণাত্মভাব-প্রাপ্তি হয়। বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়রূপী দেবতা, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা আত্মাস্বরূপ—আত্মাই সর্ব্বভূতের পরিস্পন্দনের কারণ—এইরূপ ব্রত-প্রজ্ঞানের ধ্যানে—চিন্তায় প্রাণদেবতার সাযুজ্য = একাত্মভাব—সলোকতা = সমানলোকে অধিকার-প্রাপ্তি হয়।

ষষ্ঠ ব্রাহ্মণে—নাম-রূপ-কর্ম্ম।

সাধ্য-সাধনরূপী সপ্তপ্রকার অন্নের তিন ভাব ;—নাম, রূপ, কর্ম্ম। বাক্ শব্দমাত্রেরই উৎপত্তিস্থান। বাক্ই সমস্ত নামের সাম = সমানধর্ম্মী—একধর্ম্মাক্রান্ত। শব্দসামান্যই নামসমূহের ব্রহ্ম = আত্মা। শব্দাতিরিক্ত নামের অস্তিত্ব নাই।

চক্ষু—নয়ন গ্রহণীয় রূপের উৎপত্তিস্থান—শ্বেতপীতাদি সামান্য রূপ হইতে বিশেষ রূপের সাম্য—প্রকৃতিস্বরূপ ঐক্যাবস্থাপ্রাপ্ত। রূপসামান্যই সমস্ত বিশেষ রূপের ব্রহ্ম=ব্যাপক আত্মা।

আত্মা—কর্ম্ম-সম্পাদনের কারণীভূত শরীর, বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের উৎপত্তি-স্থান। সমস্ত কর্ম্মই আত্মা হইতে উদ্ভূত। কর্ম্ম-সামান্যাত্মক শরীর এই সমস্তের সাম—কর্ম্মের ব্যাপক ব্রহ্ম। আত্মা যেমন দেহরূপে ভেদরহিত হইয়াও এক—তেমনই নাম, রূপ, কর্ম্ম তিন হইয়াও এক। এই তিন লইয়াই স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ—জগতের অন্য কোন সত্তা নাই। আর আত্মাও অধ্যাত্ম—অধিভূত—অধি-দৈবত তিনরূপে অভিব্যক্ত হইলেও এক—নাম-রূপ-কর্ম্মাত্মক। এই অমৃত=মৃত্যুবিহীন প্রাণ—নামরূপ কর্ম্ম দ্বারা সমাচ্ছাদিত।

মহাত্যাগী সন্ন্যাসিপ্রবর স্বামী বিবেকানন্দ তাই বুঝি বলিতেছেন :—

"একমাত্র মুক্ত—জ্ঞাতা আত্মা হয়,
অনাম অরূপ অক্লেদ নিশ্চয় ;
তাঁহার আশ্রয়ে এ মোহিনী মায়া
দেখিছে এ সব স্বপনের ছায়া ;
সাক্ষীর স্বরূপ—সদাই বিদিত,
প্রকৃতি জীবাত্মা রূপে প্রকাশিত ;
তত্ত্বমসি, ওহে সন্ন্যাসিপ্রবর,
ধর ধর ধর উচ্চে তান ধর—
ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥"

অবিদ্যাধিকারে অবস্থিত সংসারের তত্ত্ব এই পর্য্যন্ত। অতঃপর বিদ্যার প্রভাব—জ্ঞানগম্য আত্মা উপলব্ধি করিবার জন্য পরবর্ত্তী অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম ব্রাহ্মণে—দৃপ্ত বালাকির ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ।

কেবল যুক্তিতর্ক-প্রয়োগে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদন করিবার প্রয়াস পাইলে বিষয়টি অত্যন্ত নীরস ও দুর্বোধ্য হয়—পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তরূপে আখ্যায়িকায় পরিণত করিলে শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত সমধিক আকৃষ্ট হইতে পারে এবং গুরু কিরূপ সদাচারনিষ্ঠ সদ্‌গুণসম্পন্ন হইবেন, শিষ্য কিরূপ বিনয়-প্রদর্শন করিবেন, ইহা বুঝাইবার জন্যও শ্রুতি আখ্যায়িকার অবতারণা করিতেছেন।

গর্গঋষিবংশীয় বেদবিদ্যাগর্ব্বদৃপ্ত বালাকি ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন কাশীরাজ অজাতশত্রুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি'—রাজা, আমি তোমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করিব। রাজা অজাতশত্রু বলিলেন, "বেশ, আপনার এই কথাতেই আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিয়া, আপনাকে সহস্র গাভী প্রদান করিতেছি।"

দৃপ্ত বালাকি বলিলেন—"আদিত্য-মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পুরুষকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।"

অজাতশত্রু বলিলেন,—"না না; আমি যে কেবল ব্রহ্মমাত্রই জানি—তিনি যে নির্গুণ; বিশেষ-গুণসংযোগে সগুণ ব্রহ্ম-উপাসনারি ফল জানিতে চাহি না। আদিত্য-পুরুষ—সূর্য্যকে যে আমি সর্ব্বভূতের অতিষ্ঠা=উপরিস্থিত মস্তক—দীপ্তিমান্ রাজা বলিয়া পূজা করি। গুণসংযোগে উপাসনার কাম্য না হয় সেই গুণসম্পন্ন হওয়া পর্য্যন্ত। সূর্য্যরূপে উপাসনার ফলে না হয় রাজার মত দীপ্তিমান্—প্রভাবশালী হইলাম, কিন্তু তাহাতেই বা কি লাভ?"

গার্গ্য বলিলেন,—"এই যে চন্দ্রে পুরুষ=চন্দ্রাভিমানী প্রাণপুরুষ—আমি তাঁহাকেই ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করি।"

অজাতশত্রু বলিলেন,—"না না; তিনি ত আপনার বর্ণিত মহান্ পাণ্ডরবাসা=জলরূপ শুক্রবাসপরিহিত—অর্থে সমুদ্র-সমুৎপন্ন দীপ্তিমান্ সোমরাজ নহেন। আমি যে তাঁহাকে সোমযজ্ঞে আহুতি প্রদানের সোমলতার রস ও সোমরাজ নামে অভিহিত চন্দ্র উভয়কে সমজ্ঞানে অর্চ্চনা করি। চন্দ্ররূপের উপাসনায় না হয় অন্নক্ষয় হইল না, কিন্তু তাহাতেই কি মুক্তিলাভ সম্ভব হইতে পারে?"

বালাকি বলিলেন,—"বিদ্যুতে অবস্থিত = বিদ্যুদভিমানী পুরুষকে আমি ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করি।"

অজাতশত্রু বলিলেন,—"না না; আমি যে ইঁহাকে তেজস্বী বলিয়া পূজা করি —বিদ্যুতের তেজোবৈচিত্র্যের উপাসনায় না হয় তেজস্বী হইলাম, সন্তানগণও তেজস্বান্ হইল—কিন্তু তাহাই কি পরমার্থ?"

গার্গ্য বলিলেন,—"আকাশাভিমানী পুরুষকে আমি ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করি।"

অজাতশত্রু বলিলেন,—"না না; আমি যে ইঁহাকে ব্যাপক, নিষ্ক্রিয় বলিয়া উপাসনা করি—এই বিশেষ-গুণসম্পন্ন আকাশের উপাসনায় না হয় সন্তান ও পশুসম্পদ্ লাভ হইল—সন্তানবিয়োগ হইল না, কিন্তু তাহাতেই কি আমার ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হইবে?"

গার্গ্য বলিলেন,—"আমি বায়ু-অভিমানী পুরুষকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করি।"

অজাতশত্রু বলিলেন,—"না না; আপনার বায়ু অর্থে ত প্রাণ ও হৃদয়-মধ্যে অবস্থিত একই দেবতা = পরমব্রহ্ম নহেন;—আপনার বর্ণিত বায়ুর বিশেষণ ত ইন্দ্র—অর্থে সমুৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন; বৈকুণ্ঠ অর্থে অনভিভবনীয়—অপরাজেয়;—বায়ু অর্থে বলবিক্রমশালী জয়শীল সেনাবৃন্দ। ইহার উপাসনায় না হয় জয়শীল—শত্রুজিৎ হইলাম—কিন্তু ইহাই ত আমার মোক্ষ নহে?"

বালাকি বলিলেন,—"অগ্নিস্থ পুরুষকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।"

অজাতশত্রু বলিলেন,—"না না; আপনি যে অগ্নির নির্দ্দেশ করিতেছেন, তিনি ত বাগিন্দ্রিয়ে ও হৃদয়ে অবস্থিত একই দেবতা নহেন, তিনি না হয় সদা ক্ষমাশীল যজ্ঞাগ্নি—তাঁহার বহুত্বনিবন্ধন না হয় বহুফল লাভ করিলাম—আহুতিপ্রভাবে দেবতাগণের তৃপ্তিবিধান করিলাম—কিন্তু আমার ব্রহ্মজ্ঞানের উপলব্ধি হইল কি?"

গার্গ্য বলিলেন,—"জলাভিমানী পুরুষকে আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।"

অজাতশত্রু বলিলেন,—"সে কি?—আমি যে জলে—শুক্রে—হৃদয়ে একই দেবতাকে প্রতিরূপ বলিয়া উপাসনা করি।"

বালাকি বলিলেন,—"এই যে দর্পণস্থিত পুরুষ, ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।"

অজাতশত্রু বলিলেন,—"না না ; আদর্শে = দর্পণে—বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান হৃদয়ে তিনি যে একই স্বভাবসিদ্ধ সুনির্ম্মল দীপ্তিমান্‌ভাবে অবস্থিত।"

গার্গ্য বলিলেন,—"গমনসময়ে যে শব্দ উত্থিত হয়—তাহাই ব্রহ্ম।"

অজাতশত্রু বলিলেন,—"সে কি ? আমি যে ইঁহাকে প্রাণ = জীবনহেতু বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি। প্রাণের সাধনায় সম্পূর্ণ আয়ুলাভমাত্র হইতে পারে—কর্ম্মভোগের অবসান না হইলে প্রাণবিয়োগ হইতে পারে না।"

বালাকি বলিলেন,—"দিক্‌সমূহে যে অভিমানী পুরুষ বিরাজিত, তিনিই ব্রহ্ম।"

অজাতশত্রু বলিলেন,—"সে কি ? আমি যে ইঁহাকে অবিমুক্তস্বভাব বলিয়া উপাসনা করি—এ উপাসনার ফলে ত মাত্র স্বজনবিহীন হইতে হইবে না।"

গার্গ্য বলিলেন,—"ছায়াময় পুরুষই ব্রহ্ম।"

অজাতশত্রু বলিলেন,—"না না; ছায়া ত বহিঃস্থিত অন্ধকার—দেহস্থ অজ্ঞানান্ধকার, অজ্ঞান—মৃত্যুরও ত সেই রূপ। ইহার উপাসনায় না হয় অকালমৃত্যু হইল না।"

দৃপ্ত বালাকি বলিলেন,—"এই যে বুদ্ধিরূপী পুরুষ, আমি তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞান করি।"

অজাতশত্রু বলিলেন,—"বুদ্ধিসমষ্টীভূত আত্মা ও হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আত্মার কথা ত আপনি বলিতেছেন না। বুদ্ধির উপাসনায় না হয় আত্মবান্ হইলে বুদ্ধি স্ববশে আসিবে—প্রশান্তবুদ্ধি হইবে—সন্তানগণও বুদ্ধিমান্ হইবে।"

বিদ্যাগর্ব্বদীপ্ত বালাকি এইরূপে ক্রমে ক্রমে সূর্য্যে, চন্দ্রে, বিদ্যুতে, আকাশে, বায়ুতে, অগ্নিতে, সলিলে, ছায়ায়, শব্দে, দর্পণে, বুদ্ধিতে ব্রহ্মের সত্তা আরোপ করিলেন—ক্ষত্রিয় রাজা অজাতশত্রু ইহা ত জানা কথা—ইহা বাহ্যজ্ঞান মাত্র—ফলপ্রাপ্তির আশায় সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ উপাসনা মাত্র বলিয়া তাঁহার তর্কযুক্তি নিরাস করিলেন। অতঃপর গার্গ্য মৌনাবলম্বন করিলেন।

অজাতশত্রু বলিলেন,—"এই পর্য্যন্ত ত ?—আপনার ব্রহ্মবিজ্ঞান কি পরিসমাপ্ত হইল ?—'নৈতাবতা বিদিতং ভবতি'—কিন্তু এই পর্য্যন্ত জানিলেই ত ব্রহ্মকে জানা যায় না।"

গার্গ্য বলিলেন,—"ইহার অধিক আর আমার জানা নাই। আমি শিষ্যভাবে আপনার আশ্রয় লইতেছি—আপনি উপদেশ করুন।"

রাজা অজাতশত্রু বলিলেন,—"সে কি, আমি ক্ষত্রিয়, আর আপনি ব্রাহ্মণ; ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রাহ্মণ উপদেশ লইবেন—ইহা যে আচারবিরুদ্ধ।" কিন্তু গার্গ্যের

অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, উভয়ে সুপ্ত-পুরুষের নিকট গমন করিলেন। সুপ্তপুরুষ ঘোরনিদ্রার অভিভূত। গার্গ্য অজাতশত্রুকে ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য যে সকল নামে পরমব্রহ্মের নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সেই সকল—হে বৃহন্—পাণ্ডরবাস—সোম রাজন্ প্রভৃতি নামে চীৎকার করিয়া ডাকাডাকি করিলেও তিনি জাগরিত হইলেন না। তখন সেই সুপ্তপুরুষকে রীতিমত ধাক্কা দিয়া জাগরিত করিতে হইল।

অজাতশত্রু তখন গার্গ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই বিজ্ঞানময় বুদ্ধিসমষ্টি-রূপ আত্মা নিদ্রিতাবস্থায় কোথায় ছিলেন—আবার কোথা হইতে আসিলেন?"

গার্গ্য কারণ বুঝিতে না পারিয়া নিরুত্তর রহিলেন।

তখন অজাতশত্রু নিজেই জীবের জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার পরিচয় দিয়া জীব-ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদন করিয়া বলিলেন,—"সুষুপ্তি অবস্থায় একাকার—জীবের বিষয়-বিবরি-জ্ঞান তিরোহিত হয়—জীব সাময়িক-ভাবে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করে—আনন্দের আতিশয্যে অতিঘ্নী=ব্রহ্মানন্দ অনুভব করে। *

উর্ণনাভ=মাকড়সা হইতে যেমন তন্তু নির্গত হয়—অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়—সেইরূপ সেই বিজ্ঞানময় আত্মা হইতেই সমস্ত প্রাণ—সমস্ত লোক—সমস্ত দেব—সমস্ত বেদ—সমস্ত ইন্দ্রিয়—সমস্ত প্রাণিগণ নিঃসৃত—উদ্ভূত হইয়াছে।

তিনি 'সত্যস্য সত্যম্'=সত্যের সত্য—তিনি প্রাণসমূহের সত্য—সত্যতা-সম্পাদক। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য—পরমার্থ—অন্য সমস্ত অনিত্য; তাঁহার সত্তাতেই জগতের সত্তা। তিনি আছেন বলিয়াই জগতের অস্তিত্ব বিদ্যমান। জগতের সত্তা যেমন ভঙ্গুর—নশ্বর—পরিণামী—বিচারশীল—তিনি সেরূপ নহেন। তিনি অক্ষর—অজর—অমর—অবিনাশী। তাঁহার উপনিষদ্=রহস্য-নাম 'সত্যস্য সত্যম্'।"

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে—মূর্ত্ত-অমূর্ত্তবিকাশ।

জগৎ যাহা হইতে জন্মিয়াছে—যাহাতে বর্ত্তমান ও যদাত্মক—পরিশেষে যাহাতে বিলীন হইবে, সেই জগৎ কিরূপ উপাদানে গঠিত এবং জায়মান,

* চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে জনক-যাজ্ঞবল্ক্যের বিচারপ্রসঙ্গে জাগ্রত—স্বপ্ন—সুষুপ্তি তিন অবস্থা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এজন্য এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

লীয়মান জগতের স্বরূপ কি? উত্তর—জগৎ পঞ্চভূতাত্মক—পঞ্চভূতে রচিত—সেই পঞ্চভূতই—নাম রূপ-কর্ম্মাত্মক—সত্যের সত্য হইতেছেন একমাত্র পরব্রহ্ম। পঞ্চভূত কেন সত্য নামে অভিহিত হয়—মূর্ত্তামূর্ত্ত-নামক দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে তাহারই বিচার হইতেছে।

পঞ্চভূতই মূর্ত্ত=স্থূল—অমূর্ত্ত=সূক্ষ্ম;—কার্য্যাকারে=দেহরূপে—করণ-ভাবে=ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত হইয়া প্রাণনামে অভিহিত—সেই প্রাণসমূহও সত্য। কার্য্য-করণের সত্যতানিরূপণেই 'সত্যস্য সত্যম্' ব্রহ্মও অবধারিত। করণ-সমষ্টিরূপী দেহকে যিনি সূক্ষ্মাত্মা শিশুস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন—তিনিই আত্মীয়-শত্রু সম ইন্দ্রিয়নিচয়কেও বশীভূত করিতে পারেন। শিশুর চক্ষুতে বিভিন্ন দেবতার—ইন্দ্রিয়ে সপ্ত-ঋষির আরোপ করিয়া শ্রুতি প্রাণতত্ত্বের সহিত ব্রহ্মবিজ্ঞানের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন।

তৃতীয় ব্রাহ্মণে মূর্ত্ত-অমূর্ত্তভেদে ব্রহ্মবিজ্ঞান।

ব্রহ্মের দুই রূপ;—একটি মূর্ত্ত=মূর্ত্তিসম্পন্ন; অপরটি অমূর্ত্ত=নিরাকার। একটি মর্ত্ত্য=মরণশীল; অপরটি মরণরহিত=অমৃত-স্বভাব। একটি স্থিত—স্থির—পরিচ্ছিন্নগতি=গমন করিয়া স্থির; অপরটি যৎ=ব্যাপক—গতিবিশিষ্ট=গমনশীল। একটি সৎ=বিদ্যমান; অপরটি ত্যৎ=সর্ব্বসময়েই পরোক্ষভাবে বিদ্যমান।

বায়ু ও আকাশ ব্যতীত, পৃথিবী জল ও তেজ ভূতত্রয় ব্রহ্মের মূর্ত্তরূপ। এই ভূতাত্ম মূর্ত্তরূপ—বিনাশশীল, স্থির—সৎ। এই মূর্ত্তের—মর্ত্ত্যের—স্থিতের—সতের যিনি বিকাশ—রস—সার—তেজ, তিনি সবিতা=সূর্য্যমণ্ডল; আধ্যাত্মিক অর্থে চক্ষু।

বায়ু ও আকাশ ব্রহ্মের অমূর্ত্তরূপ। ইহা অমৃত—অবিনাশী—যৎ=ব্যাপক—ত্যৎ=পরোক্ষ—ইন্দ্রিয়ের অগোচর; এই অমূর্ত্তরূপের সার সূর্য্যমণ্ডলের অধিষ্ঠিত দেবতা। আধ্যাত্মিক অর্থে প্রাণবায়ু=আত্মা।

জ্ঞানাবতার স্বামী বিবেকানন্দ তাই বুঝি বলিতেছেন:—

"চক্ষু দেখে অখিল জগৎ,
না চাহে দেখিতে আপনায়,
কেন বা দেখিবে?
দেখে নিজ রূপ দেখিলে পরের মুখ।
তুমি আঁখি মম, তব রূপ সর্ব্বঘটে"

গুণাতীত গুণময়, নির্গুণ পরমব্রহ্মের বাসনাসুররঞ্জিত রূপ কি হরিদ্রা-রঞ্জিত রমণীরঞ্জন বস্ত্র—না পাণ্ডুবর্ণ-মেষ-রোমজ বস্ত্র—না ইন্দ্রগোপ-রেশম-কীটের রক্তবর্ণ—না তিনি অগ্নির দীপ্তশিখা—না শ্বেতপদ্মের সুষমা—না চক্ষুর নিমিষের মত বিদ্যুতের চকিত ক্ষণভাতি—যে তাঁহাকে বিশেষণে বিশেষিত করিয়া—লক্ষণে চিহ্নিত, গুণে অঙ্কিত করিয়া তাঁহার স্বরূপ পরিচয় দেওয়া সম্ভব হইবে—তাঁহার পরিচয় এইমাত্র—'নেতি নেতি' —'তিনি ইহা নহেন'—'তিনি ইহা নহেন'—তাহার পর আর কিছুই নাই—ব্রহ্মাতিরিক্ত অপর কিছু নাই। তিনি সত্যস্য সত্যম্—তাঁহার উপনিষদে ইহাই তাঁহার রহস্যময় নাম। প্রাণসমূহ সত্য, তিনি প্রাণেরও সত্যতা-সম্পাদক।

সেই জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ গাহিয়াছেন—

একরূপ, অরূপ নাম-বরণ, অতীত-আগামি-কালহীন,
দেশহীন, সর্ব্বহীন, 'নেতি নেতি' বিরাম না যথায়॥

সেথা হতে বহে কারণধারা
ধরিয়ে বাসনা বেশ-উজালা,
গরজি গরজি উঠে তার বারি,
অহমহমিতি সর্ব্বক্ষণ॥

সে অপার ইচ্ছা-সাগর-মাঝে,
অযুত অনন্ত তরঙ্গ রাজে,
কতই রূপ, কতই শকতি.
কত গতি, স্থিতি কে করে গণন॥

কোটী চন্দ্র, কোটী তপন
লভিয়ে সেই সাগরে জনম,
মহাঘোর রোলে ছাইল গগন,
করি দশদিক্ জ্যোতি-মগন॥

তাহে বসে কত জড় জীব প্রাণী,
সুখ-দুঃখ-জরা-জনম-মরণ,
সেই সূর্য্য তারি কিরণ, যেই সূর্য্য সেই কিরণ॥"

চতুর্থ ব্রাহ্মণে—মৈত্রেয়ীকে যাজ্ঞবল্ক্যের আত্মতত্ত্ব উপদেশ।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার দুই সহধর্ম্মিণী মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীকে বৈভব বিভাগ করিয়া দিয়া, পরিব্রাজক হইয়া, গার্হস্থ্যাশ্রম হইতে সমুৎকৃষ্ট সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি মৈত্রেয়ীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"মৈত্রেয়ি! আমি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিব, তৎপূর্ব্বে আমার বিষয়াদি তোমাদের বিভাগ করিয়া দিতে ইচ্ছা করি।" মৈত্রেয়ী বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভগবন্! এই ধনসম্পদ্‌পূর্ণ অতুল শোভাময় পৃথিবীর অধিকারিণী হইলেও আমি কি মৃত্যুরহিত—মুক্ত হইতে পারিব?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—"না—জগতের ভোগবিলাসে ধনিগণের জীবন যেমন সুখ-সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়—তুমিও সেইরূপ ভোগসুখে আনন্দ লাভ করিতে পারিবে—কিন্তু সম্পদ বা বিত্তসাধ্য কর্ম্ম দ্বারা ত অমৃতত্বলাভের কোন সম্ভাবনা নাই।" মৈত্রেয়ী বলিলেন,—"যে ঐশ্বর্য্যভোগ—বিত্তসাধ্য কর্ম্ম দ্বারা অমৃতত্ব-লাভ হয় না, তাহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই—যাহার দ্বারা নিশ্চিতরূপে অমৃতত্ব-সাধন সম্ভব হইতে পারে, সেই দিব্যজ্ঞানই আমার একমাত্র কাম্য—একান্ত বাঞ্ছনীয়। আপনি কৃপা করিয়া আমাকে সেই উপদেশই প্রদান করুন।" মৈত্রেয়ীর উত্তরে বিশেষ আনন্দলাভ করিয়া, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—"মৈত্রেয়ি, তুমি যথার্থ ই আমার সহধর্ম্মিণী—তুমি আমার গার্হস্থ্য জীবনের আনন্দবর্দ্ধন—তৃপ্তিবিধান করিয়াছ; তুমি আমার প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনী—এস, আমার নিকটে উপবেশন কর—আমি তোমার অভীষ্ট বিষয়ে উপদেশ দিতেছি, তুমি স্থিরচিত্তে অবধারণ কর।"

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দিতেছেন—এইরূপ আখ্যা-য়িকার আরোপ করিয়া বৃহদারণ্যক বলিতেছেন :—

পতির কামনায় পতি প্রিয় হয় না—আত্মার কামনাতেই পতি প্রিয় হয়। জায়ার কামনায় জায়া প্রিয় হয় না—আত্মার কামনাতেই জায়া প্রিয় হয়। পুত্রের কামনায় পুত্র প্রিয় হয় না—আত্মার কামনাতেই পুত্র প্রিয় হয়। বিত্তের কামনায় বিত্ত প্রিয় হয় না—আত্মার কামনাতেই বিত্ত প্রিয় হয়। ব্রাহ্মণের কামনায় ব্রাহ্মণ প্রিয় হয় না—আত্মার কামনাতেই ব্রাহ্মণ প্রিয় হয়। ক্ষত্রিয়ের কামনাতে ক্ষত্রিয় প্রিয় হয় না—আত্মার কামনাতেই ক্ষত্রিয় প্রিয় হয়। লোকের কামনায় লোক প্রিয় হয় না—আত্মার কামনাতেই লোক প্রিয় হয়। ভূতের কামনায় ভূত

প্রিয় হয় না—আত্মার কামনাতেই ভূত প্রিয় হয়। কাহারও কামনাতেই কেহ প্রিয় হয় না—আত্মার কামনাতেই সকলে প্রিয় হয়। আত্মাই—দ্রষ্টব্য—শ্রোতব্য—মন্তব্য—ধ্যাতব্য। আত্মাকে দর্শন—শ্রবণ—মনন—ধ্যান করিলে সমস্ত জ্ঞানই সুবিদিত হয়। সুখস্বরূপ আত্মাই সেই সমস্ত বিষয়—যাহার দ্বারা জীব সুখ অনুভব করে—সুখের কামনা করে—তাহার ভিতরই আত্মা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন। কামনার সংস্পর্শে জীব যে ক্ষণিক সুখ উপভোগ করে, তাহা সেই ব্রহ্মানন্দেরই কণিকামাত্র। আত্মার দর্শন—মনন—বিজ্ঞান হইলে সমস্ত মায়া-রহস্যই সুবিদিত হয়। আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মেরই উপাসনা কর। আত্মা হইতে ভিন্ন কোন বস্তুই নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, লোক, দেব, ভূত, যাহা কিছু যে কিছু সমস্তই আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম। সমস্তই আত্মা হইতে উৎপন্ন—আত্মাতেই লীন—স্থিতিকালে আত্মস্বরূপ—আত্মাতিরিক্ত কোন বস্তুর সত্তা নাই।

কিরূপে এই মায়াবিভ্রমময় জগৎকে আত্মস্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে—তাহা আবার দৃষ্টান্ত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝাইতেছেন :—

যেমন দুন্দুভি বাদিত হইলে তাহার বাহ্যশব্দ স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করা যায় না—কিন্তু দুন্দুভি গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয়। যেমন শঙ্খ বাদিত হইলে তাহার বাহ্যশব্দ গ্রহণ করা যায় না—কিন্তু শঙ্খ গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয়; যেমন বীণা বাদিত হইলে তাহার বাহ্যশব্দ গ্রহণ করা যায় না—কিন্তু বীণা গৃহীত হইলে তাহার বাদ্যশব্দও গৃহীত হয়; * ব্রহ্ম ও জগতের সম্বন্ধও সেই প্রকার। যেমন একই বাদ্য হইতে নানাস্বর উত্থিত হয়—নানাপ্রকার সুর সেই একই বাদ্যের প্রকারভেদ মাত্র; সেইরূপ একই ব্রহ্ম হইতে জগতের নানা রূপ প্রতিভাত। নানারূপে তাঁহারই প্রকারভেদ। ব্রহ্মকে জানিলেই তাঁহার প্রকারভেদও বিজ্ঞাত হয়।

সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের ব্রহ্মত্বভাব অবধারণের জন্য মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন;—মৈত্রেয়ি, আর্দ্র কাষ্ঠ প্রদীপ্ত হইলে যেমন নানাপ্রকার ধূম ও স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়—যেমন প্রাণিগণের বিনা প্রযত্নে নিঃশ্বাস প্রবাহিত হয়, তেমনই অনন্ত জ্ঞান—ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব চারি বেদ—ইতিহাস—পুরাণ—যজ্ঞবিদ্যা—

* নিত্য-সত্য বেদকে অসভ্য চাষার গান মাত্র বলিয়া পাশ্চাত্য-বিদ্যা-গর্ব্বিত সমাজ দম্ভ জাহির করেন—কিন্তু বেদের চরমাংশ উপনিষদে, ত দেখিতেছি—বৈদিকযুগের বিশ্বপূজ্য আর্য্যঋষিগণ মেষলোমজ—রেশম-কীটজ বস্ত্র—বীণা দুন্দুভি ব্যবহারে নিত্য অভ্যস্ত—সুবিদিত ছিলেন।

উপনিষদ্—শ্লোক—সূত্র—ব্যাখ্যান—অনুব্যাখ্যান প্রভৃতি সমস্ত বিদ্যা সেই পরব্রহ্মেরই নিঃশ্বাসস্বরূপ—বিনা আয়াসে প্রসূত।

সমুদ্র যেমন অনন্ত জলের আশ্রয়—ত্বক্ স্পর্শের—নাসিকা গন্ধের—জিহ্বা সমস্ত রসের—শ্রবণ শব্দের—হৃদয় বুদ্ধি বিজ্ঞান প্রজ্ঞানের—জননেন্দ্রিয় ক্ষণস্থায়ী সুখের আশ্রয়, তেমনি তিনিই সমস্ত জগতের সর্ব্ববিধ জ্ঞান-বিদ্যার আধার—আশ্রয়স্বরূপ।

যেমন জল-সমষ্টিরূপ সমুদ্র জলমাত্রেরই সাধারণ রূপ—নদ-নদী যেমন জলের বিশেষ রূপ হইলেও সেই অনন্ত সমুদ্রেই লীন—সম্মিলিত; তেমনি সমস্ত জ্ঞান—বিদ্যা—সাধনা তাঁহাতেই বিলীন—আবার প্রলয়কালেও তাঁহাতেই সমাহিত থাকে।

যেমন সৈন্ধবলবণখণ্ড জলমধ্যে গলিয়া হারাইয়া গেলে—আর তাহাকে পৃথক্ করিয়া তুলিয়া লওয়া যায় না—সেই জলের সকল অংশেরই আস্বাদন লবণাক্ত হয় মাত্র—তেমনি তিনি জগতের মধ্যে হারাইয়া অণুতে পরমাণুতে মিশিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে ত আর স্বতন্ত্রভাবে খুঁজিয়া পাওয়া কোনমতেই সম্ভব নহে। সেই নিত্যসিদ্ধ—অনন্ত—অপার—বিজ্ঞানঘন—শুদ্ধ—চিন্মাত্রস্বরূপ সমস্ত ভূতের সঙ্গে মিশাইয়া আছেন—তাঁহার নামরূপাদি কোন বিশেষ ধর্ম্মের—পৃথক্ সম্বন্ধের অস্তিত্ব ত বিদ্যমান নাই।

মনস্বিনী মৈত্রেয়ী ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশলাভে পরম আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিলেন,—ভগবন্! আপনি আমাকে ব্রহ্ম-উপদেশদানে ধন্য করিয়াছেন—; কিন্তু তথাপি আমার সংশয় হইতেছে যে, আপনি প্রথমে বলিয়াছেন, আত্মা বিজ্ঞানঘন; আবার কিরূপে তাঁহার প্রেত্য-ভাবের পর সংজ্ঞালোপ পায়?—একই অগ্নি কখনই ত শীতল ও উষ্ণ—দ্বিভাবাপন্ন হইতে পারে না; কৃপা করিয়া আমার সংশয় নিরাস করুন।

ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর ভ্রান্তি অপনোদন করিবার জন্য বলিলেন:—

যেখানে দ্বৈতের ভাণ হয়—সেইখানেই অপর অপরকে দর্শন করে—শ্রবণ করে—উক্তি করে—মনন করে—বিজ্ঞান করে,—কিন্তু যখন সমস্ত আত্মাই ব্রহ্ম হইয়া যায়—তখন কে কাহাকে দর্শন—শ্রবণ—বচন—মনন—বিজ্ঞান করিবে? ব্রহ্ম যখন অদ্বৈত—একাকার—ভূমা—তখন তিনি ত জ্ঞেয় হইতে পারেন না? মৈত্রেয়ি,—যাঁহার দ্বারা সমস্ত জ্ঞাত হয়—তাঁহাকে আবার কিরূপে জানিবে? যিনি জ্ঞাতা—দ্রষ্টা, তাঁহাকে কিরূপে পৃথক্‌ভাবে জানিবে? বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা উপলব্ধি করিবে?

পঞ্চম ব্রাহ্মণে—মধুবিদ্যা—আত্মাতে জগৎ-সৃষ্টি-স্থিতি-লয়।

কর্ম্মের সাহচর্য্য ব্যতীত কিরূপে মোক্ষলাভ সম্ভব হইতে পারে, পূর্ব্ববর্ত্তী মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে তাহা নিরূপিত হইয়াছে। সর্ব্বসন্ন্যাসবিশিষ্ট আত্মজ্ঞানই সেই মোক্ষসাধক—আত্মাকে জানিতে পারিলেই সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাত হওয়া যায়। আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রিয়তম—আত্মাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে —আত্মতত্ত্ব শ্রবণ—স্মরণ—মনন—ধ্যান—চিন্তায় সমাহিত হইতে হইবে। কিন্তু আত্মা হইতেই যে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সম্ভব হইতেছে, তাহার কোন প্রমাণ নাই, এই সন্দেহ নিরসনের জন্যই মধুব্রাহ্মণ আরব্ধ।

মধুকরভোগ্য মধুচক্রের ন্যায় এই পৃথিবী সমস্ত ভূতের মধু=আনন্দময় কর্ম্ম-ফল। এই পৃথিবীর সমস্ত ভূত মধু। এই পৃথিবীতে যিনি অধ্যাত্মভাবে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—ইনিই তিনি। ইনিই আত্মা—ইনিই অমৃত—ইনিই ব্রহ্ম—ইনিই অনন্ত, তিনিই অপ, তেজ, বায়ু, সূর্য্য, দিক্‌, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, আকাশ, ধর্ম্ম, সত্য, মনুষ্য—আত্মরূপে সর্ব্বত্রই নিত্য বিদ্যমান। সেই আত্মগত তেজোময় অমৃতময় পরম পুরুষকে যেন প্রত্যক্ষ দেখিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন:—এই দেহেন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধীভূত বিজ্ঞানময় আত্মাই সমস্ত ভূতের নিয়ন্তা—সমস্ত ভূতের অধিপতি রাজা; যেমন রথের নীবিরন্ধ্র ও রথচক্রনেমিতে চক্রশলাকা সন্নিবেশিত থাকে বলিয়াই রথ চালিত হয়—তেমনি সমস্ত ভূত—সমস্ত দেব—সমস্ত লোক—সমস্ত আত্মা সেই পরমাত্মার সহিত সন্নিবদ্ধ বলিয়াই জগৎ-সংসার সঞ্চালিত হইতেছে।

ইহার পর ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসার্থ আখ্যায়িকা প্রদত্ত হইয়াছে।

স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র এই দেবদুর্ল্লভ বিদ্যা গোপনে সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের আগ্রহাতিশয্যে আথর্ব্বণ ঋষি তাঁহাদের ব্রহ্ম উপদেশ প্রদান করিতে সমুৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্র এ কথা জানিতে পারিলে ঋষির শিরশ্ছেদন করিবেন আশঙ্কা করিয়া, অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার শির লুকায়িত করিয়া অশ্বশির সংযোগ করিয়াছিলেন। মন্ত্ররূপী ঋষি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিতেছেন জানিতে পারিয়া, যথাসময়ে ইন্দ্র আসিয়া তাঁহার অশ্ব-শির ছেদন করিলেন—অশ্বিনীকুমারদ্বয় মন্ত্র ও ঔষধিবলে ঋষিশির সংযুক্ত করিয়া মন্ত্ররূপী ঋষির নিকট হইতে মধুবিদ্যা—অর্থে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

পুরাণেও যেন এরূপ আখ্যায়িকা বিবৃত আছে। আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য—

ব্রহ্মবিদ্যা অতীব গোপনীয়—যথার্থ অধিকারী ব্যতীত অপরকে প্রদান করা শ্রুতির অভিপ্রেত নহে। ব্রহ্ম, মায়ার প্রভাবে—মায়াময় নাম-রূপ-জনিত অভিমান দ্বারা, বহুবিধ মায়াশক্তিবিভ্রমে—বহুরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। এই জন্য ব্রহ্মের আর একটি নাম 'সর্ব্বানুভবিতা',—সর্ব্বতোভাবে ব্যবধান-রহিত আত্মা।

৬ষ্ঠ ব্রাহ্মণে—ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রসারণের ঋষিবংশ।

হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মের নিকট হইতে ব্রহ্মা, পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার নিকট সনগ ঋষি—প্রথমে এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হন। পরে দেবর্ষি—ব্রহ্মর্ষি—মহর্ষিগণের ভিতর ব্রহ্মজ্ঞান সম্প্রসারিত হয়। ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রসারণের—সম্প্রদানের ঋষি—ব্রহ্মর্ষি—মহর্ষি আচার্য্যগণের নাম ও বংশ-পরম্পরা নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

নিত্য-বেদ-প্রতিভাত—পরমাচার্য্য স্বয়ম্ভু ব্রহ্মকে প্রণাম।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম ব্রাহ্মণে—যাজ্ঞবল্ক্য-কাণ্ড।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের মধুকাণ্ডে প্রধানতঃ শ্রুতিবাক্যেই ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদনের প্রয়াস হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য-প্রকরণে—শ্রুতি ও যুক্তি উভয়েরই সাহায্যে কর-তলস্থিত বিল্বফলের ন্যায় অতি সহজে সম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধি করাইবার জন্য—করতলে একটি সুপক্ক বেল বিন্যস্ত করিলে যেমন তাহার সর্ব্বাংশ প্রত্যক্ষ হয়—সেই ভাবে নিপুণমীমাংসায় ব্রহ্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া যুক্তিতর্কের অতীত সুসম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করাইবার জন্য প্রচেষ্টা হইতেছে। জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডের সিদ্ধান্ত বিচার—মীমাংসার দ্বারা মানবমনের সংশয় নিরসন করিবার জন্যই যুক্তিপ্রধান যাজ্ঞবল্কীয় প্রকরণের সূচনা—সেই জন্যই আখ্যায়িকার অবতারণা।

বিদেহাধিপতি ব্রহ্মবিদ্ মহারাজ জনক এক সময়ে বহুদক্ষিণ মহাযজ্ঞ—অর্থে বহুদক্ষিণাযুক্ত অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। যজ্ঞমণ্ডপে কুরু, পঞ্চাল প্রভৃতি দেশের বহু ব্রাহ্মণ সমবেত হইয়াছিলেন। সমবেত ব্রাহ্মণ-সঙ্ঘের মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মনিষ্ঠ—ব্রহ্মবিদ্—শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন জানিবার জন্য মনীষী জনক রাজার বিশেষ আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা এই প্রশ্নের যথাযথ সমাধান—যথার্থ উত্তরলাভ সম্ভব নহে বুঝিয়া, রাজর্ষি জনক বেশ একটি কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি সহস্র পয়স্বিনী গাভীর প্রত্যেকের শৃঙ্গদ্বয়ে দশ দশ সুবর্ণ-পাদ বিলম্বিত করিয়া অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে সেই গাভীগুলিকে দেখাইয়া সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—'যো বো ব্রহ্মিষ্ঠঃ স এতা গা উদজতাম্।' আপনারা সকলেই ব্রাহ্মণ—আপনাদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ—ব্রহ্মবিদ্—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ, তিনি অনুগ্রহ করিয়া এই গো-সহস্র গ্রহণ করুন। কোন ব্রাহ্মণই অগ্রসর হইয়া গো-সহস্র গ্রহণ করিতে সাহসী হইলেন না—পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য নিজ শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—সামশ্রব! এই গো-সহস্র অপসারিত কর—আমার আশ্রমাভিমুখে লইয়া যাও। সমবেত ব্রাহ্মণ-সঙ্ঘ ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের এই কথা শুনিয়া ক্রোধে উদ্দীপ্ত—উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন; যুগপৎ চীৎকার করিয়া বলিলেন,

—কি যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি আমাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মিষ্ঠ—সর্ব্বপ্রধান ব্রহ্মবিদ্, এমন কথা অসঙ্কোচে বলিবার স্পর্দ্ধা রাখ—সাহস কর! তবে এস, আমাদের সহিত বিচার কর। তখন রাজর্ষি জনকের সভাপতিত্বে বিচার-সভায় প্রবলতর তর্কযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

যজ্ঞকর্ত্তা জনকরাজার সেই যজ্ঞে অশ্বল নামে এক জন ঋত্বিক্—হোতা ছিলেন। তিনি ব্রহ্মজ্ঞানাভিমানী, বাচাল, সমধিক ক্রোধ ও ধৃষ্টতাসম্পন্ন। তিনিই প্রথমে অগ্রণী হইয়া তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন,—কি যাজ্ঞবল্ক্য, তুমিই বুঝি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মিষ্ঠ?—তোমার যে স্পর্দ্ধার সীমা নাই দেখিতেছি।

হাসিমুখে যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন—আমরা ব্রহ্মিষ্ঠকে প্রণাম করি—এখন আমরা গোকাম=গাভীপ্রার্থী।

রাগে আত্মহারা হইয়া অশ্বল বলিলেন,—আমার সঙ্গে আবার রহস্য করা হইতেছে, বেশ, এস, তর্ক কর—বিচার হউক—আমার সকল প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান কর—তোমার ব্রহ্মবিদ্যার গর্ব্ব এখনই এই সমবেত বিদ্বজ্জন-সমাজে প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

অশ্বল প্রশ্ন করিলেন,—যাজ্ঞবল্ক্য, বল দেখি, যজ্ঞসাধন অগ্নি প্রভৃতি সকলেই ত সকাম—কর্ম্মরূপ মৃত্যুর বশীভূত; তবে যজ্ঞ-অনুষ্ঠানকারী যজমান কিরূপে মৃত্যুর গ্রাস হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হোতা—ঋত্বিক্—অগ্নি ও বাক্ দ্বারা। কারণ, প্রসিদ্ধ যজ্ঞের যাহা বাক্, তাহাই অগ্নি—তাহাই হোতা—তাহাই মুক্তি—তাহাই অতিমুক্তি।

আচার্য্য শঙ্কর ভাষ্যে ইহার বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়াছেন:—

বাক্‌ই যজ্ঞের হোতা—শ্রুতিবাক্যে জানা যায়—'যজ্ঞই যজমান'। যজমানের যাহা বাক্, তাহাই অধ্যাত্ম-যজ্ঞের হোতা। বাক্যরূপ সাধনটিকে অগ্নিরূপে দেখিতে পাইলেই যজমান মৃত্যুভয় অতিক্রম করে—তাহাই মুক্তি—তাহাই অতিমুক্তি। প্রথম অধ্যায়ের উদ্গীথ ব্রাহ্মণে দেখিয়াছি যে, মুখ্যপ্রাণ আত্মদৃষ্টি-সম্পন্ন হইলে—বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ প্রাণদৃষ্টি লাভ করিলে মৃত্যুর অধিকার অতিক্রম করে। উদ্গীথ ব্রাহ্মণের সেই 'মৃত্যুম্ অতিক্রান্তো দীপ্যতে' ইত্যাদি বাক্যের সম্যক্ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে—মৃত্যুপ্রাপ্তির অতিক্রমরূপ অতিমুক্তি লাভ হয়।

অশ্বল পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—যাজ্ঞবল্ক্য, যজ্ঞ-সাধনসমূহ ত দিবারাত্র দ্বারা সীমানির্দ্ধারিত—তবে যজমান কি উপায়ে মৃত্যুর সীমা অতিক্রম করিয়া, মুক্তিলাভ করিবে?

স্মিতমুখে যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন,—অধ্বর্য্যু = অর্থে, ঋত্বিক্ ও আদিত্য দ্বারা মুক্তিলাভ করিবে। যজ্ঞকর্ত্তার চক্ষুই অধ্বর্য্যু কি না ঋত্বিক্—তাহাই আদিত্য—তাহাই মুক্তি—তাহাই অতিমুক্তি।

ভাষ্যকার বলিতেছেন—যজ্ঞই যজমান—যজমানের চক্ষু যখন আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া আধিদৈবতদৃষ্টিতে ঋত্বিক্‌কে আদিত্য-রূপে দর্শন করিবেন, তখনই মৃত্যু অতিক্রম করিবে। [মায়াবিভ্রমময় সাধারণ দৃষ্টি দিব্যজ্ঞান-দৃষ্টিতে পরিণত না হইলে মুক্তিলাভ সম্ভব নহে—সেই জ্ঞানসূর্য্য দিবারাত্রের ব্যবধান বিস্মৃত করে।]

অশ্বল বলিলেন,—তাহা না হয় হইল—কিন্তু তিথিনক্ষত্রের যে ব্যবধান রহিয়াছে—যজমান কি উপায়ে শুক্ল-কৃষ্ণপক্ষের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া পরিত্রাণ পাইবে?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—প্রাণাত্মক ঋত্বিকের দ্বারা—যজ্ঞরূপী যজমানের প্রাণ বায়ুস্বরূপ—প্রাণই উপাসনা—তাহাই মুক্তি—তাহাই অতিমুক্তি।

ভাষ্যকার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—উদ্গীথ-ব্রাহ্মণে দেখিয়াছি—যজমান বাক্ ও প্রাণের সাহায্যে উদ্গীথ গান করিয়াছিলেন। জল প্রাণের শরীর—চন্দ্র তাহার জ্যোতির্ম্ময় রূপ। প্রাণ, বায়ু, চন্দ্র একই বস্তু। বায়ুই চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধির প্রধান কারণ। প্রাণ বায়ুভাবপ্রাপ্ত হইলে তিথি প্রভৃতি কালের সীমা অনায়াসে অতিক্রম করে।

[মনের চন্দ্রত্বভাবপ্রাপ্তিতে শুক্ল-কৃষ্ণপক্ষ—অজ্ঞান-জ্ঞানের অধিকার অতিক্রম করিবে। এই জ্ঞানই মুক্তি—ইহাই অতিমুক্তি।]

অশ্বল বলিলেন,—বেশ, কিন্তু এই যে 'নিরবলম্বনবং' অনন্ত আকাশ দেখিতেছ, যাহার কোন সীমা—কোন অবলম্বন জানা যায় না, সেই অবিজ্ঞাত অনন্ত আকাশকে কোন্ অবলম্বনজ্ঞানে যজমান স্বর্গলোকে গমন করে?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—ঋত্বিক্, ব্রহ্ম ও মনোরূপী চন্দ্রের দ্বারা; কারণ, মনই প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞের হোতা—'ব্রহ্মা' (যজ্ঞের অন্যতম হোতা), মনই চন্দ্র—তাহাই মুক্তি—তাহাই অতিমুক্তি—সমস্তই অতিমুক্তির প্রকারভেদ মাত্র।

ভাষ্যকার বুঝাইতেছেন :—যজমান কোন্ আলম্বন-বিজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া ফলরূপ স্বর্গলোকে গমন করে ? মন হইতেছে যজ্ঞস্বরূপ যজমানের অধ্যাত্ম ;—আর তাহার অধিদৈবতরূপ—চন্দ্র। [ব্রহ্মচিন্তার ধ্যানে মনে যে চন্দ্রের সুষমা বিকশিত হয়—সেই চিন্তার কর্ম্মফলে স্বর্গলোকলাভ হয়—অর্থে অতিমুক্তি সম্ভব হয়।]

অশ্বল বলিলেন,—যাজ্ঞবল্ক্য, বল দেখি, এই যজ্ঞে হোতা আজ কতগুলি ও কি কি ঋক্‌মন্ত্রে যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন ? সে সকল মন্ত্র দ্বারা কি কি ফললাভ হয় ?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—তিনটি ঋক্ মন্ত্রে ১। পুরোঽনুবাক্যা, ২। যাজ্যা, ৩। শস্যা ; এই মন্ত্রপ্রভাবে জীবজগতে জয়লাভ সম্ভব। ত্রিলোকের প্রাণিভোগ্য ফল—সম্পদ লাভ হইতে পারে মাত্র।

অশ্বল বলিলেন,—এই অধ্বর্য্যু=অর্থে যজুর্ব্বেদ-বিদ্ ঋত্বিক্ এই যজ্ঞে কয়টি আহুতি দিবেন, তাহা কি কি—সেই আহুতিপ্রভাবে কি কি ফললাভ হইবে ?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—ঋত্বিক্=হোতা তিনটি আহুতি দ্বারা হোম করিবেন। ১। যে সমস্ত আহুতি প্রজ্বলিত হয়। ২। যে সমস্ত আহুতি অতীব শব্দ করে। ৩। যে সমস্ত আহুতি গলিত হইয়া ভূমধ্যে সঞ্চিত হয়।

যজ্ঞকারী যজমান মনে করে—এই তিন প্রকার আহুতির প্রথম আহুতি যাহা ঘৃত সমিধ প্রভৃতি আহুতিপ্রভাবে সমুজ্জ্বল—তাহাতে দীপ্তিমান্ স্বর্গলোক প্রতীত হয়—স্বর্গলোক-জয় সম্ভব হয়। দ্বিতীয় আহুতি—যাহা মাংসাদি আহুতি-প্রভাবে অতীব শব্দায়মান—যাহাতে যমালয়ে যন্ত্রণাপ্রাপ্ত নারকীর বিকট শব্দ প্রতীত হয়—তাহাতে পিতৃলোক-জয় সম্ভব হয়। তৃতীয় আহুতি—যাহা দুগ্ধ-সোমরসাদি দ্রব্যাত্মক আহুতি—যাহা গলিত হইয়া ভূগর্ভে সঞ্চিত হয়—তাহাতে মনুষ্যলোক-জয় সম্ভব হইতে পারে।"

অশ্বল বলিলেন,—এই হোতা='ব্রহ্মা' কোন্ দেবতার যজ্ঞ রক্ষা করিতেছেন ? সে দেবতাটি কে ?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—একটি দেবতা—সেই দেবতা মন। মন অনন্ত বৃত্তি-বিশিষ্ট, বিশ্বের দেবতাগণও অনন্ত। যাজ্ঞিকগণ মনোদেবতার যজ্ঞসম্পাদন দ্বারা অনন্ত ফলের কামনা করিতেছেন।

অশ্বল বলিলেন,—যাজ্ঞবল্ক্য, এই যজ্ঞের উদ্গাতা আজ কয়টি এবং

কি কি ঋক্ দ্বারা দেবতার স্তব করিবেন—তাহাতে কি কি ফললাভ হইবে ?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—দেবতার তুষ্টি-সম্পাদনকামনায় তিনটি ঋক্ গান করিবেন। ১। পুরোঽনুবাক্যা ২। যাজ্যা, ৩। শস্যা। পুরোঽনুবাক্যা স্তবের দ্বারা ভূলোক, যাজ্যা দ্বারা অন্তরীক্ষ ও শস্যার দ্বারা দ্যুলোক জয়ের আশা করিতেছেন। কিন্তু প্রাণই সেই পুরোঽনুবাক্যা, অপান যাজ্যা, ব্যানই শস্যা। প্রাণের উপাসনাই এই উদ্‌গানের একমাত্র সার্থকতা।

অতঃপর মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে জ্ঞানে, তর্কে, বিচারে পরাজয় করা সম্ভব নহে বুঝিয়া অশ্বল নিবৃত্ত হইলেন।

[শ্রুতি এই আখ্যায়িকাপ্রসঙ্গে হোম, যজ্ঞ, আহুতি, ঋক্‌গানের উদ্দেশ্য—সকাম কর্ম্মানুষ্ঠানমাত্র প্রতিপন্ন করিয়া, ব্রহ্মজ্ঞানলাভই জগতে একমাত্র নিত্য সত্য—জীবনের চরম ও পরম সার্থকতা প্রতিপাদন করিতেছেন।]

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে—যাজ্ঞবল্ক্যের বিচার।

অশ্বল তর্কযুদ্ধে বিরত হইলে জরৎকারুবংশীয় আর্ত্তভাগ ঋত্বিক্ প্রশ্নবাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন—বলিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য, বল দেখি, গ্রহ ও অতিগ্রহ কতগুলি এবং কি কি ?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—গ্রহ আটটি—অতিগ্রহও আটটি।

(১) প্রাণ একটি গ্রহ। ঘ্রাণেন্দ্রিয় তাহার প্রতীক ;—অপান অর্থে গন্ধরূপ অতিগ্রহের আশ্রয়—অপানবায়ুর = প্রশ্বাসের সাহায্যে গন্ধ গ্রহণ করে।

(২) বাগিন্দ্রিয় গ্রহ—যাহা বাক্যরূপ অতিগ্রহের কবলিত—বিবিধ শব্দ উচ্চারণ করে।

(৩) জিহ্বারূপ গ্রহ—যাহা রসরূপ অতিগ্রহের বশীভূত—অম্লমধুররসাদি প্রত্যক্ষ অনুভব করে।

(৪) চক্ষুরূপ গ্রহ—যাহা রূপাত্মক অতিগ্রহের আয়ত্ত—শ্বেতপীতাদি বিবিধ রূপ দর্শন করে।

(৫) শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রহ—যাহা শব্দরূপ অতিগ্রহ গৃহীত—নানাবিধ শব্দ শ্রবণ করে।

(৬) মন-রূপী গ্রহ—যাহা কামরূপ অতিগ্রহে অভিভূত—সর্ব্বদাই কামনার অভিলাষী।

(৭) হস্তরূপ গ্রহ—যাহা কর্ম্মরূপ অতিগ্রহ কবলিত—ক্রিয়া সম্পাদন করে।

(৮) ত্বগিন্দ্রিয়রূপ গ্রহ—যাহা স্পর্শরূপ অতিগ্রহ পরিগৃহীত—শীত-গ্রীষ্মাদির স্পর্শ অনুভব করে।

এই আটটি ইন্দ্রিয়ই গ্রহ—আবার এই ইন্দ্রিয়গ্রহণীয়—সম্পাদনীয় আসক্তি-সমূহ কর্ম্মনিচয়ই অতিগ্রহস্বরূপ।

আর্ত্তভাগ বলিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য, উৎপত্তিশীল সমস্ত বস্তুই মৃত্যুর বশীভূত—এমন কোন দেবতা আছেন, যিনি মৃত্যুর ভক্ষণীয় নহেন—যিনি মৃত্যু-বিহীন—যাঁহার ধ্বংস নাই?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—এমন যে অগ্নি,—যিনি ধ্বংসরূপে প্রসিদ্ধ মৃত্যু—জাগতিক সমস্ত বস্তুবিধ্বংসকারী—জল তাঁহারও মৃত্যু-স্বরূপ—জলে তাঁহারও নির্ব্বাণ সম্ভব হয়। এই তত্ত্ব বুঝিলেই ত পুনর্মৃত্যু-জয় সম্ভব হয়—অমৃতত্ব লাভ হয়।

আর্ত্তভাগ বলিলেন—আচ্ছা যাজ্ঞবল্ক্য, তোমার এই গ্রহ-অতিগ্রহ-বিমুক্ত পুরুষ যখন মরে—দেহত্যাগ করে, তাহার গ্রহরূপী প্রাণসমূহ কি ঊর্দ্ধগামী হয়, না অন্য কোথায় যায়, বলিতে পার?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—প্রাণসমূহ ঊর্দ্ধগামী হয় না—স্বকারণীভূত পরমাত্মাতেই বিলীন হয়—আত্মার সহিত অভিন্নভাব প্রাপ্ত হয়। প্রাণাভাবে দেহ তখন স্ফীত হয়—বাহ্য বায়ু পূর্ণ হয়—শরীর তখন বায়ু-পরিপূর্ণ অবস্থায় মরিয়া, নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া থাকে।

আর্ত্তভাগ বলিলেন—বেশ, তোমার সেই গ্রহ-অতিগ্রহ-মুক্ত পুরুষ মরিলে পর কে তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না—কে তাঁহার অনুগমন করে?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—নাম,—নাম তাঁহার অনুগমন করে। নামও অনন্ত—বিশ্বে দেবগণও অনন্ত—এই আনন্ত্যের দর্শন-বিজ্ঞানে অনন্ত ফল।

দীপ্তকণ্ঠে আর্ত্তভাগ প্রশ্ন করিলেন—তবে যাজ্ঞবল্ক্য, এই পুরুষ মরিলে পর না হয় বাক্ অগ্নিতে—প্রাণ বায়ুতে—চক্ষু আদিত্যে—মন চন্দ্রে—শ্রবণ দিক্-সমূহে—শরীর পৃথিবীতে—আত্মা আকাশে,—লোমরাজি তৃণলতায়—কেশ বনস্পতিতে—রক্ত ও শুক্র জলে বিলীন হইল, কিন্তু তোমার সেই ব্রহ্মরূপী অজর—অমর আত্মা তখন কোথায় রহিলেন, বলিতে পার?

যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রশ্নে অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—সৌম্য আর্ত্তভাগ, এই গোপন-রহস্য এই জনবহুল সভামণ্ডপে প্রকাশ করিব না—নিভৃতে চল—সেইখানে তোমাতে আমাতে এ অজ্ঞাত রহস্যের আলোচনা

হইবে। তিনি আর্ত্তভাগের হাত ধরিয়া মন্ত্রণা-গৃহে লইয়া চলিলেন। মন্ত্রণা-গৃহে তিনি যে রহস্য বিবৃত করিয়াছিলেন—তাহাতে বোধ হয়, কর্ম্মেরই প্রশংসা ছিল—পুণ্য-কর্ম্মানুষ্ঠানে পুণ্যাত্মা—পাপকর্ম্মে পাপাত্মা হইবার প্রসঙ্গই ছিল।

ইহার উদ্দেশ্য এ প্রসঙ্গে শ্রুতি রহস্য-প্রকাশ করিলেন না। যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাভূত করা অসম্ভব বুঝিয়া আর্ত্তভাগ নিশ্চেষ্ট হইলেন।

তৃতীয় ব্রাহ্মণে—যাজ্ঞিকগণের কাম্যলোক নির্দ্দেশ।

আর্ত্তভাগ নিবৃত্ত হইলে লহ্য ঋষির পুত্র ভুজ্যু একটি আখ্যায়িকার প্রসঙ্গ করিয়া প্রশ্ন করিলেন,—যাজ্ঞবল্ক্য, আমরা বাল্য-জীবনে ব্রহ্মচারী অবস্থায় অধ্যয়নের জন্য মদ্রদেশে গিয়া কপিবংশীয় পতঞ্চল নামে গৃহস্থের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলাম। পতঞ্চলের একটি সুরূপা কন্যা গন্ধর্ব্ব কর্তৃক আবিষ্টা—গৃহীতা ছিল। * আমরা এক দিন সেই গন্ধর্ব্বকে পরিবেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিলাম। তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে, সেই গন্ধর্ব্ব বলিয়াছিল—অঙ্গিরা-বংশে আমার জন্ম—নাম সুধন্বা। আমরা তাহাকে ভুবনকোশের সীমা—ব্রহ্মাণ্ডের অবসান সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া উত্তর পাইয়া, অবশেষে অশ্বমেধ-যজ্ঞানুষ্ঠানকারী—পারিক্ষিতগণ কোথায় অবস্থান করেন জানিয়াছিলাম। যাজ্ঞবল্ক্য, আজ এই মহতী বিচার-সভায়—সুধীজনসমক্ষে তোমাকে আমি সেই প্রশ্নই করিতেছি—সেই পারিক্ষিতগণ কোথায় অবস্থান করেন। এতক্ষণ তুমি বুদ্ধির প্রভাবে বিচার-প্রার্থিগণের সকল প্রশ্নের সমাধান করিয়াছ—কিন্তু এ বিষয়ে তোমার ধাপ্পাবাজী চলিবে না—কেন না, গন্ধর্ব্ব এই প্রশ্নের যে সদুত্তর দিয়াছিলেন, তাহা আজও আমার স্মৃতির আধারে সুরক্ষিত আছে। এইবার তোমার পরাজয় সুনিশ্চিত।

হাসিমুখে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—গন্ধর্ব্ব ত তোমাদের বলিয়াছিলেন—যে, অশ্বমেধযজ্ঞকারিগণ যেখানে গমন করেন—পারিক্ষিতগণও সেইখানে অবস্থিত—সেইখানেই গমন করেন।

---

* সার অলিভার লজ প্রভৃতি পরলোক-বিশ্বাসী পাশ্চাত্য-বৈজ্ঞানিকগণ বর্ত্তমান যুগে যে মিডিয়াম দ্বারা ভূত আনয়ন করিয়া, বিশ্ব-রহস্য—পরলোক-তত্ত্ব সু-অবগত হইবার প্রয়াস—প্রচেষ্টায় অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের পরিচয় দিয়া বিশ্ববাসীকে, চমক-বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিয়াছেন, তাহাও যে দেখিতেছি, কত কল্প-কল্পান্ত পূর্ব্ব হইতে উপনিষদেই সন্নিবেশিত। উপনিষদ্ হইতেই সেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া পাশ্চাত্য-দার্শনিকগণ সাধনা করিতেছেন। হায়! অজ্ঞান-অন্ধ পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের তীব্র আলোকসম্পাতে দৃষ্টি-হারা—আত্ম-বিস্মৃত ভারতবাসী, কুবের-ঐশ্বর্য্য-লাঞ্ছিত তোমার জাতীয় সাহিত্য-সম্পদকে—অনন্ত জ্ঞানের বিপুল ভাণ্ডার আর্য্য-শাস্ত্রকে উপেক্ষা করিয়াই আজ তুমি পরতন্ত্রের ক্রীতদাস—তোমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

ভুজ্যু বলিলেন—আবার চালাকী—অশ্বমেধযজ্ঞকারিগণ কোথায়—কোন্ লোকে গমন করেন;—সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ কর।

যাজ্ঞবল্ক্য হাসিয়া উত্তর দিলেন—তুমি মনে করিয়া দেখ দেখি, গন্ধর্ব্ব তোমাকে এই উত্তর দিয়াছিলেন কি না,—সূর্য্যের রথ এক দিনে যতদূর পরিভ্রমণ করে—আশ্বমেধিক যাজ্ঞিকগণের কাম্যলোক তাহার বত্রিশ গুণ—তাহার দ্বিগুণ পরিমাণযুক্ত পৃথিবী সেই লোককে পরিবেষ্টন করিয়া আছে—সমুদ্র আবার দ্বিগুণ পরিমাণে সেই পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ক্ষুরের সূক্ষ্ম ধার *—মক্ষিকার সূক্ষ্ম পাখার প্রান্তদেশ—যেরূপ অতিশয় সূক্ষ্ম—ব্রহ্মাণ্ড-কপাল-দ্বয়ের মধ্যে সেইরূপ একটি অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। হিরণ্যগর্ভরূপী পরমেশ্বর সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছিদ্রপথ দিয়া পারিক্ষিতগণকে বায়ুর নিকট সমর্পণ করেন। বায়ু তাঁহাদের বহন করিয়া পূর্ব্বতন অশ্বমেধ-যাজ্ঞিকগণের নিকট লইয়া যান। এখন স্মরণ করিয়া দেখ, গন্ধর্ব্ব তোমাদের নিকট ত সেই বায়ুরই প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাহা হইলে এখন বুঝিয়া দেখ—বায়ুই ব্যষ্টি ও সমষ্টির কর্ম্মফল—বায়ুই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতের অন্তরে আত্মা-স্বরূপ। ব্যষ্টিরূপে তিনিই জগতে পরিব্যাপ্ত—সমষ্টিরূপে তিনিই সূক্ষ্মাত্মা হিরণ্যগর্ভ। এই বায়ুকে সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলেই মৃত্যুকে জয় করা যায়—অমৃতত্ব লাভ হয়।

ভুজ্যু যথাযথ উত্তর পাইয়া—লজ্জিত—পরাজিত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া নিরুত্তর হইলেন।

চতুর্থ ব্রাহ্মণে—যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্ম-নির্দ্দেশ।

ভুজ্যু ঋষি বিরত হইলে চক্রঋষির পুত্র উষস্ত উঠিয়া ব্রহ্মিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, যিনি সাক্ষাৎ চৈতন্যাত্মক ব্রহ্ম—সর্ব্বদেহের অভ্যন্তরস্থ সর্ব্বান্তররূপী আত্মা, তিনি কে?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—তিনিই সর্ব্বান্তর আত্মা—বুদ্ধিসাক্ষী বিজ্ঞানাত্মা। তোমার দেহেন্দ্রিয়ের সমষ্টিভূত যে আত্মার দ্বারা তুমি আত্মবান্—চেতনা-সম্পন্ন, তিনিই তোমার আত্মা।

---

* তাহা হইলে আর্য্যঋষিগণ দাড়ীজটা রাখিতেন বলিয়াই তাঁহারা অসভ্য বন্য-মনুষ্য ছিলেন না;—বৈদিক ভারতে ক্ষুরের সূক্ষ্মধারের ব্যবহারও ছিল;—আর সভ্যতার সেই প্রাথমিক যুগে তাহা বোধ হয় বিলাত জার্ম্মাণী হইতে আমদানী করাও সম্ভব হয় নাই।

উষস্ত বলিলেন—প্রথমে এই স্থূল দেহপিণ্ড—তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টিভূত সূক্ষ্মশরীরী—লিঙ্গাত্মরূপী প্রাণশক্তি—তৃতীয়টি আমার সন্দেহজনক ব্রহ্মরূপী আত্মা—এই তিনটির মধ্যে কোন্‌টিকে তুমি সর্ব্বান্তর আত্মা বলিয়া বুঝাইতেছ—সূক্ষ্মভাবে নির্দ্দেশ কর।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—যিনি প্রাণবায়ুর দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসে প্রাণশক্তির সঞ্চার করিতেছেন—তিনিই বিজ্ঞানময় জীবাত্মা। যিনি এই কাষ্ঠযন্ত্রবৎ অচেতন মানব-দেহে অপান ও ব্যানবায়ুর সঞ্চারে জীবনীশক্তিসম্পন্ন করিয়া সচেতন—কর্ম্মশক্তিসম্পন্ন করিতেছেন, সেই বিজ্ঞানাত্মাই তোমার সর্ব্বান্তর আত্মা।

উষস্ত বলিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য, তোমার আত্মতত্ত্ব উপদেশ ঠিক যেন সংজ্ঞা দ্বারা দূরবর্ত্তি-প্রাণিনির্দ্দেশ—ভাষার চাতুর্য্যে কেবল কার্য্যের দ্বারা পরিচয় দিলে ত হইবে না, প্রত্যক্ষবৎ নির্দ্দেশ কর। যাহা সাক্ষাৎ—অপরোক্ষ ব্রহ্ম—সর্ব্বান্তর আত্মা, কেবল তাঁহাকেই লক্ষণে চিহ্নিত করিয়া বিশেষ করিয়া বল।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—যাহা বলিয়াছি, তাহাই তোমার অভিপ্রেত সর্ব্বান্তর আত্মা। তাঁহার সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছু বলা যায় না। তাঁহাকে ত লক্ষণে চিহ্নিত—গুণে অন্বিত—বিশেষণে বিশেষিত করিয়া বলা যায় না—তিনি যে গুণাতীত গুণময়—সর্ব্বগুণের আধার হইয়াও নির্গুণ। যিনি দৃষ্টির দ্রষ্টা—জ্ঞানের বিকাশ, তাঁহাকে আবার কি করিয়া দেখিবে—দেখিবার প্রয়াস পাইবে? যিনি শ্রবণ জ্ঞানের শ্রবণ—মতির মন্তা—মনোবৃত্তির সংশয়াদি-প্রকাশক—বিজ্ঞাতির কর্ত্তব্যনির্দ্ধারক—বুদ্ধির বোদ্ধা—তাঁহাকে আবার কিসের দ্বারা শুনিবে—জানিবে—বুঝিবে—কোন্ জ্ঞানের দ্বারা ধারণা করিবার প্রয়াস পাইবে? ইনিই তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর—সর্ব্বান্তর আত্মা। সেই পরমাত্মা ব্যতীত জগতের যে কিছু যাহা কিছু সমস্তই আর্ত্ত=দুঃখময়—ধ্বংসশীল—একমাত্র তিনিই অনার্ত্ত—অবিনাশী—কূটস্থ=একরূপে সদা বিদ্যমান। যাজ্ঞবল্ক্য অপরাজেয় বুঝিয়া উষস্ত ক্ষান্ত হইলেন।

পঞ্চম ব্রাহ্মণে—সর্ব্বান্তর আত্মা সিদ্ধান্ত।

অতঃপর কুষীতক ঋষির পুত্র কহোল ঋষি বলিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য, যাহা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম—যাহা সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতম আত্মা—যাঁহাকে সু-অবগত হইলে জীব বন্ধন-বিমুক্ত হয়—তাঁহার স্বরূপ বর্ণনা কর।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—যাহা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরারহিত—মৃত্যুর অতীত, তাহাই সর্ব্বান্তর আত্মা। 'সমুদ্র যেমন ক্রমাগত তরঙ্গের পর তরঙ্গ-উচ্ছ্বসিত—বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই—মানবমন তেমনি পুত্রকামনা—জায়াকামনা—ঐশ্বর্য্যকামনা—লোককামনার সঙ্ঘাতে সর্ব্বদাই কামনাময়। সেই সর্ব্ববিধ ভোগাসক্তির—বিষয়কামনার আপাতমধুর প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারিলে ;—এষণা—কামবিনির্ম্মুক্ত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, তবেই সেই বৈরাগ্যসম্পন্ন পবিত্র হৃদয়ে ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান উপলব্ধি হয়।

ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি, সরলতাময় বালকের ন্যায় নিরভিমান—সারল্যের আধার; পাণ্ডিত্য সমাপ্ত করিয়াও—আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াও মুনি=মননশীল—জ্ঞানের অভিমানবিহীন। পরিশেষে পাণ্ডিত্য, গাম্ভীর্য্য, মৌনভাব পরিহার করিয়া ব্রহ্মভাবে তন্ময়—সমাহিত—ব্রহ্মানন্দে আত্মহারা। অবিদ্যার প্রভাবময় এষণা=কামের উন্মাদনা সর্ব্বদা আর্ত্ত=কেবল পীড়াদায়ক—বিনাশশীল—স্বপ্নমরীচিকা মাত্র। মায়াবিভ্রম মিথ্যা=অসার ;—আত্মাই একমাত্র নিত্যমুক্ত—অবিনশ্বর।

অতঃপর কহোল নিবৃত্ত হইলেন।

ষষ্ঠ ব্রাহ্মণে—গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য-বিচার।

অতঃপর বচক্নু ঋষিতনয়া, ব্রহ্মবাদিনী গার্গী বিচারপ্রার্থিনী হইয়া দণ্ডায়মানা হইলেন। যে সকল মহীয়সী মহিলার জ্ঞান-বিদ্যা-প্রতিভা-সাধনায় ভারত চিরসমুজ্জ্বল—মনস্বিনী গার্গী বোধ হয় তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয়া।

গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য, পৃথিবী ত জলরাশিতে পরিব্যাপ্ত—বল দেখি, জলরাশি কোথায় পরিব্যাপ্ত ?

যাজ্ঞবল্ক্য।—বায়ুমণ্ডলে।

গার্গী।—বায়ুমণ্ডল কোথায় ওতপ্রোত ?

যাজ্ঞবল্ক্য।—অন্তরীক্ষে—আকাশমণ্ডলে।

গার্গী।—অন্তরীক্ষলোক কোথায় সর্ব্বব্যাপ্ত ?

যাজ্ঞবল্ক্য।—গন্ধর্ব্বলোকে।

গার্গী।—গন্ধর্ব্বলোক কোথায় ওতপ্রোত ?

যাজ্ঞবল্ক্য।—আদিত্যলোকে।

গার্গী।—আদিত্যলোক কোথায় ওতপ্রোত ?

যাজ্ঞবল্ক্য।—চন্দ্রলোকে।

গার্গী।—চন্দ্রলোক কোথায় ওতপ্রোত ?

যাজ্ঞবল্ক্য।—নক্ষত্রলোকে।

গার্গী।—নক্ষত্রলোক আবার কোথায় পরিব্যাপ্ত ?

যাজ্ঞবল্ক্য।—দেবলোকে।

গার্গী।—দেবলোক আবার কোথায় ব্যাপ্ত ?

যাজ্ঞবল্ক্য।—ইন্দ্রলোকে।

গার্গী।—ইন্দ্রলোক কোথায় পরিব্যাপ্ত ?

যাজ্ঞবল্ক্য।—প্রজাপতিলোকে।

গার্গী।—প্রজাপতিলোক কোথায় ওতপ্রোত ?

যাজ্ঞবল্ক্য।—ব্রহ্মলোকে।

দীপ্তকণ্ঠে গার্গী বলিলেন, ব্রহ্মলোক কোথায় ওতপ্রোত ?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—গার্গি, আর জিজ্ঞাসা করিও না—যাহা প্রশ্নের অতীত—উত্তরের অতীত—সেই অনুচিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তোমার শিরঃপাত হইবে।

গার্গী বিরত হইলেন।

অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ভাষ্যকার শঙ্কর ইহার বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতেছেন :—পৃথিবী ও পার্থিব বস্তু সমূহ অন্তরে বাহিরে সর্ব্বতোভাবে জলরাশিপরিব্যাপ্ত। জলরাশি—বায়ুমণ্ডলে, বায়ু আকাশে পরিব্যাপ্ত। তাহা হইলে, পৃথিবী প্রভৃতি ভূতসমূহেরই সংহত—সম্মিলিতাবস্থা অন্তরীক্ষলোক—গন্ধর্ব্বলোক, সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক, নক্ষত্রলোক, দেবলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক। প্রজাপতিলোক অর্থ—'বিরাট শরীর উৎপাদক ভূতসমূহ'—তাহাই ব্রহ্মলোকরূপে প্রকটিত ; ব্রহ্মলোক অর্থে ব্রহ্মাণ্ডজনক ভূতসমূহ। সেই পঞ্চভূতই সংহত—সম্মিলিত হইয়া প্রাণিগণের উপভোগযোগ্য বিশেষ বিশেষ স্থান—লোকরূপে পরিণত। গার্গীর প্রশ্ন শাস্ত্রনীতি অতিক্রম করিয়াছে। ব্রহ্ম যে অনতিপ্রশ্ন=প্রশ্নের অতীত—জ্ঞানের অতীত—তাঁহাকে আবার কোন্ প্রশ্নের সীমার মধ্যে আনয়ন করিবে ?

সপ্তম ব্রাহ্মণে—অন্তর্য্যামী।

গার্গী উপবেশন করিলে অরুণনন্দন উদ্দালক আখ্যায়িকার প্রসঙ্গ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য, আমরা যখন যজ্ঞবিদ্যা অধ্যয়ন করিবার জন্য কপিবংশীয় পতঞ্জল-গৃহে ছিলাম—সেই সময় পতঞ্জল-পত্নী গন্ধর্ব্বাবিষ্টা ছিলেন।

এক দিন সেই গন্ধর্ব্ব আমাদের প্রশ্নের উত্তরে—তিনি অথর্ব্বন্ ঋষির পুত্র কবন্ধ বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়া, পতঞ্জল ও সমবেত যাজ্ঞিকগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—আপনারা ত প্রত্যহই নানা যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু আপনারা কি সেইসূত্রাত্মাকে জানেন—যাঁহার সহিত ইহলোক, পরলোক—তৃণলতা হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত—অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে সন্নিবদ্ধ? উত্তরে আচার্য্য পতঞ্জল বলিয়াছিলেন, না—জানি না। গন্ধর্ব্ব আবার যাজ্ঞিকগণকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—আপনারা কি সেই অন্তর্য্যামীকে জানেন—যিনি সকলের অন্তরে অবস্থান করিয়া ইহলোক—পরলোক, সমস্ত ভূতকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন? পতঞ্জল বলিলেন, না, ভগবন্, আমরা সেই অন্তর্য্যামীকে জানি না। তখন সেই গন্ধর্ব্ব বলিয়াছিলেন—যিনি সেই সূত্রাত্মা—অন্তর্য্যামীকে জানেন, তিনিই ব্রহ্মবিদ্—লোকবিদ্—দেববিদ্—বেদবিদ্—ভূতবিদ্—আত্মবিদ্—সর্ব্বতত্বজ্ঞ। গন্ধর্ব্ব যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অতি সত্য কথা বলিয়া, আমি বিশ্বাস করি—বোধ হয়, এই সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীও গন্ধর্ব্বের কথা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করেন। আর যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি সেই সূত্রাত্মরূপী অন্তর্য্যামীকে না জানিয়াই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদের প্রাপ্য এই গো-সহস্র লইয়া যদি চম্পট দাও, তাহা হইলে তোমার মস্তক এখনি খসিয়া পড়িবে।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—না না—উদ্দালক, আমি সেই সূত্রাত্মা—অন্তর্য্যামীকে জানি—বিশেষ করিয়াই জানি।

উদ্দালক বলিলেন—লোকে যেমন মুখে সবই জানি জানি বলিয়াই 'সব-জান্তা' হয়; তুমিও সেইরূপ কেবল জানি জানি না করিয়া, স্পষ্ট করিয়া সেই অন্তর্য্যামীকে নির্দ্দেশ কর। আর বাক্যব্যয়ের কোন প্রয়োজন নাই।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে গৌতম, সূক্ষ্ম বায়ু তোমার জিজ্ঞাসিত সেই সূত্র। বায়ুরূপ সূত্র দ্বারা ইহলোক, পরলোক, ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূত গ্রথিত। মৃত্যুর পর হস্তপদাদি যে শিথিল হয়, বায়ুই ত সেই অঙ্গসমূহ বিধৃত করিয়াছিল—বায়ুরূপ সূত্র দ্বারাই ত ও'হ গ্রথিত—সঞ্চালিত ছিল—প্রাণবায়ুর বিয়োগেই ত' অঙ্গ অবশ—নিশ্চেষ্ট'।

উদ্দালক বলিলেন—আচ্ছা, সূত্রাত্মা না হয় বায়ু—এখন অন্তর্য্যামীর স্বরূপ প্রকাশ কর।

ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তখন ধ্যানস্তিমিতনেত্রে, জ্ঞানজ্যোতিঃস্বরূপ তাঁহার অন্তর্নিহিত অনুভূতিনিচয় যেন বাক্যরূপে বিকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন:—

যিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবীর অন্তর—পৃথিবী যাঁহার শরীর—পৃথিবীকে যিনি পরিচালিত করিতেছেন—কিন্তু পৃথিবী যাঁহাকে জানে না—তিনিই তোমার প্রশ্নের উত্তর—অবিনাশী আত্মা অন্তর্য্যামী।

যিনি জলে আছেন—কিন্তু জল হইতে পৃথক্—জল যাঁহার শরীর—যিনি জলে থাকিয়া জলকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, কিন্তু জল যাঁহাকে জানে না—তিনিই তোমার অমৃত আত্মা অন্তর্য্যামী।

যিনি অগ্নিতে থাকিয়া অগ্নির অন্তর—অগ্নি যাঁহাকে জানে না—অগ্নি যাঁহার শরীর—অগ্নির অন্তরে থাকিয়া যিনি অগ্নিকে পরিচালিত করিতেছেন, তিনিই তোমার অবিনশ্বর আত্মা অন্তর্য্যামী।

যিনি অন্তরীক্ষে আছেন—অন্তরীক্ষ যাঁহাকে জানে না—অন্তরীক্ষ যাঁহার শরীর—যিনি অন্তরীক্ষে থাকিয়া অন্তরীক্ষকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার মৃত্যুহীন আত্মা অন্তর্য্যামী।

যিনি বায়ুতে থাকিয়া বায়ুর অন্তর—বায়ু যাঁহাকে জানে না—বায়ু যাঁহার শরীর—যিনি বায়ুর অভ্যন্তরে থাকিয়া বায়ুকে সঞ্চালিত করেন, তিনিই তোমার অমর-আত্মা অন্তর্য্যামী।

যিনি দ্যুলোকে অবস্থিত—দ্যুলোক যাঁহাকে জানে না—দ্যুলোক যাঁহার শরীর—যিনি দ্যুলোককে স্বকার্য্যে নিয়োজিত করেন, তিনিই তোমার অমৃত-আত্মা অন্তর্য্যামী।

যিনি আদিত্যমণ্ডলে থাকিয়াও আদিত্যের অন্তর—আদিত্য যাঁহাকে জানে না—আদিত্য যাঁহার শরীর—যিনি আদিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করেন—তিনিই তোমার অবিনাশী আত্মা অন্তর্য্যামী।

যিনি দিক্‌সমূহে অবস্থিত—দিক্‌সমূহের অভ্যন্তর—দিক্‌সমূহ যাঁহাকে জানে না—দিক্‌সমূহ যাঁহার শরীর—যিনি দিক্‌সমূহকে নিয়ন্ত্রিত করেন—তিনিই তোমার অমৃত আত্মা অন্তর্য্যামী।

যিনি চন্দ্রে—তারকায় থাকিয়াও চন্দ্র-তারকার অন্তর—চন্দ্র-তারকা যাঁহার শরীর—কিন্তু চন্দ্র-তারকা যাঁহাকে জানে না—যিনি তাহাদের পরিচালিত করেন, তিনিই তোমার মরণ-রহিত আত্মা অন্তর্য্যামী।

যিনি অন্ধকারে থাকিয়াও অন্ধকারের অন্তর—অন্ধকার যাঁহার শরীর, কিন্তু অন্ধকার তাঁহাকে জানে না—যিনি অন্ধকারকে স্বকার্য্যে নিয়োজিত করেন—তিনিই তোমার মরণবিহীন আত্মা অন্তর্য্যামী।

যিনি তেজে অবস্থিত—তেজের অন্তর, তেজ যাঁহার শরীর—তেজ যাঁহাকে জানে না—যিনি তেজকে নিয়ন্ত্রিত—উদ্দীপিত করেন, তিনিই তোমার অমর-আত্মা অন্তর্যামী।

যিনি সমস্ত ভূতে আছেন—সমস্ত ভূতের অন্তর—সমস্ত ভূত যাঁহার শরীর—কিন্তু সমস্ত ভূতই তাঁহাকে জানে না, যিনি সমস্ত ভূতের অভ্যন্তরে নিরন্তর থাকিয়া পরিচালিত—নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনিই তোমার অবিনাশী আত্মা অন্তর্যামী।

যিনি প্রাণে আছেন অথচ প্রাণের অন্তর—প্রাণ যাঁহাকে জানে না—প্রাণই যাঁহার শরীর—যিনি প্রাণের অভ্যন্তরে থাকিয়া প্রাণকে পরিচালিত করিতেছেন—তিনিই তোমার অজর অমর আত্মা অন্তর্যামী।

যিনি বাক্যে আছেন—অথচ বাক্যের অন্তর, বাক্যই যাঁহার শরীর—কিন্তু বাক্য যাঁহাকে জানে না—যিনি বাক্যের অভ্যন্তরে থাকিয়া বাক্যকে সংযমন করিতেছেন—তিনিই তোমার অমৃত আত্মা অন্তর্যামী।

যিনি চক্ষুতে আছেন—কিন্তু চক্ষুর অন্তর, চক্ষু যাঁহাকে জানে না—অথচ চক্ষু যাঁহার শরীর—যিনি চক্ষুকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার অমৃত আত্মা অন্তর্যামী।

যিনি মনে—আছেন কিন্তু মনের অন্তর, মন যাঁহাকে জানে না—মন যাঁহার শরীর—যিনি মনের অভ্যন্তরে থাকিয়া মনকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার অবিনাশী আত্মা অন্তর্যামী।

যিনি বুদ্ধিতে অবস্থিত—কিন্তু বুদ্ধির অন্তর—বুদ্ধি যাঁহাকে জানে না—বুদ্ধি যাঁহার শরীর—যিনি বুদ্ধিকে অন্তরে থাকিয়া প্রেরণা করেন—তিনিই তোমার অমৃত আত্মা অন্তর্যামী।

যিনি রেতে—প্রজনন-শক্তিতে আছেন—কিন্তু রেতের অন্তর—রেতঃ যাঁহার শরীর—কিন্তু রেতঃ যাঁহাকে জানে না—যিনি রেতের অভ্যন্তরে থাকিয়া রেতকে সংযমন করেন—তিনিই তোমার অবিনাশী আত্মা অন্তর্যামী।

যিনি নিজে দর্শনীয় নন—কিন্তু সকলের দ্রষ্টা—শ্রবণীয় নহেন—অথচ সকলের শ্রোতা—নিজে মননের অতীত—কিন্তু সকলের মননকর্তা—যিনি বুদ্ধির অগম্য অথচ নিজে বিজ্ঞাতা—যাঁহার অতিরিক্ত মন্তা নাই, বিজ্ঞাতা নাই—তিনিই তোমার অবিনাশী আত্মা অন্তর্যামী। তিনি ব্যতীত জগৎ আর্ত্ত = দুঃখময়—বিনাশশীল।

উদ্দালক নিস্তব্ধ হইলেন।

শুনিতে পাই, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ্‌ই উপজীব্য—তিনি কি এই সকল শ্রুতির নির্দ্দেশেই গাহিয়াছেন :—

"অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী
তবু সদা দূরে ভ্রমিতেছি আমি।"

* * * *

"নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে,
রয়েছ নয়নে নয়নে (নয়নের নয়ন তুমি)
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে,
হৃদয়ে রয়েছ গোপনে (হৃদয়বিহারী হে
বাসনার বশে মন অবিরত
ধায় দশ দিকে পাগলের মত,
স্থির আঁখি তুমি মরমে সতত
জাগিছ শয়নে স্বপনে।"

* * * *

"আছ অনল অনিলে চির নভনীলে,
ভূধর সলিলে গহনে।
আছ বিটপি-লতায় জলদের গায়,
শশী-তারকায় তপনে।"

* * * *

"সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি
ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে,
তুমি সদা যার হৃদয়ে বিরাজো,
দুখজ্বালা সেই পাশরে।"

* * * *

"আনন্দ-লোকে মঙ্গলালোকে
বিরাজ সত্য সুন্দর।
মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন-মাঝে।
বিশ্বজগত মণি-ভূষণ বেষ্টিত চরণে।
গ্রহ-তারকা চন্দ্র তপন
ব্যাকুল দ্রুতবেগে
করিছে পান করিছে স্নান অক্ষয় কিরণে॥"

অষ্টম ব্রাহ্মণে—নিরুপাধিক অক্ষর ব্রহ্মের স্বরূপ।

ব্রহ্মবাদিনী গার্গী, যাজ্ঞবল্ক্যের অভিসম্পাতে শিরঃপাতের ভয়ে প্রশ্ন করিতে বিরত ছিলেন—তিনি সমবেত ব্রাহ্মণগণের নিকট পুনরায় প্রশ্ন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণমণ্ডলীর অগ্রণীগণ একে একে পরাজিত হইয়া নিবৃত্ত হইয়াছিলেন—যদি. মহীয়সী গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাভূত করিতে পারেন, এই আশার উল্লাসে উৎসাহিত হইয়া তাঁহারা গার্গীকে প্রশ্ন করিবার জন্য সানুনয়ে অনুরোধ করিলেন।

সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর অনুমতি-লাভে উৎসাহদীপ্তা হইয়া তেজস্বিনী গার্গী বলিলেন—কাশী বা বিদেহপ্রদেশের সুবিখ্যাত বীরেন্দ্রগণ ধনুকে গুণ সংযুক্ত করিয়া, যেমন দুইটি অব্যর্থবাণে শক্রসংহারে উদ্যত হয়, যাজ্ঞবল্ক্য, আমিও তেমনি দুইটি মাত্র প্রশ্নে তোমার ব্রহ্মজ্ঞানের গর্ব্ব চূর্ণ করিতে সমুদ্যত হইয়াছি।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—বেশ, গার্গি,—তুমি প্রশ্ন কর।

গার্গী বলিলেন—পণ্ডিতগণ যে সূত্রকে দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী এবং ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান-স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই সূত্র আবার কোথায় ওত-প্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—সেই বায়ুরূপী সূত্র আকাশে পরিব্যাপ্ত। পৃথিবী যেমন জলের মধ্যে ব্যাকৃত অর্থে অভিব্যক্ত—এই জগৎরূপ সূত্রও তেমনি আকাশে অব্যাকৃত=অনভিব্যক্ত; সূক্ষ্ম আকাশেই ইহার উৎপত্তি, স্থিতি, লয়।

গার্গী বলিলেন,—যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি আমার নমস্কার গ্রহণ কর;—দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রস্তুত হও—মনকে সুদৃঢ় কর। মহাশয়, সেই আকাশ আবার কোথায় পরিব্যাপ্ত?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—বিদুষী গার্গি, তুমি আবার সেই ব্রহ্মের সীমা নির্দ্দেশেরই ত প্রসঙ্গ করিতেছ—আমি সেই নির্গুণ ব্রহ্মের কথাই বলিতেছি—শ্রবণ কর।

ব্রহ্মবিদ্‌গণ সেই ব্রহ্মকে অক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেই অক্ষর ব্রহ্ম স্থূল নহেন—সূক্ষ্ম নহেন—হ্রস্ব নহেন—দীর্ঘ নহেন—রক্তবর্ণ নহেন—স্নেহ নহেন—ছায়া নহেন—কায়া নহেন—তমঃ নহেন—বায়ু নহেন—আকাশ নহেন—আসক্ত নহেন—রস নহেন—গন্ধ চক্ষু শ্রোত্র বাক্‌ মন তেজ নহেন—প্রাণ মুখ মাত্রা=পরিমাণ নহেন—অন্তর নহেন—বাহির নহেন—ভোক্তা নহেন—ভোজনীয় নহেন।

তাঁহার শব্দ স্পর্শ রূপ ক্ষয় নাই—তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে অন্তরে বা বাহিরে কোন কিছুই নাই।

এই শ্রুতির অনুপ্রেরণাবশেই কি অদ্বৈতবাদী শিবাবতার, শঙ্কর বিশ্বের সেই অনাহত-ঝঙ্কার-স্বরূপ তাঁহার নির্ব্বাণ-ষট্‌কে লিখিয়াছেন ঃ—

"মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাদি নাহং
ন শ্রোত্রং ন জিহ্বা ন চ ঘ্রাণনেত্রম্।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ু-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
অহং প্রাণসংজ্ঞো ন চ পঞ্চবায়ু-
র্ন বা সপ্তধাতুর্ন বা পঞ্চকোষাঃ।
ন বাক্ পাণি-পাদো ন চোপস্থপায়ু-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং,
ন মন্ত্রং ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা,
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ,
মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভাবঃ।
ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদাঃ,
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
অহং নির্বিকল্পো নিরাকাররূপো,
বিভুর্ব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তির্ন ভীতি-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥"

হে গার্গি! এই অক্ষর ব্রহ্মেরই প্রদীপ্ত শাসনে সূর্য্য-চন্দ্র নিয়মিত, ইঁহারই প্রশাসনে স্বর্গ মর্ত্ত্য স্থির—নিয়ন্ত্রিত। তাঁহারই শাসনে নিমেষ, মুহূর্ত্ত, দিবারাত্র,

মাস, অর্দ্ধমাস, ঋতু, সম্বৎসর নিয়মিত। তাঁহারই করুণায় হিমাদ্রি প্রভৃতি শুভ্র-পর্ব্বত হইতে নদীসমূহ প্রবাহিত;—সেই করুণা-প্রবাহের কোন ব্যতিক্রম নাই। সেই অক্ষর ব্রহ্মের অনুপ্রেরণাতেই মনুষ্যগণ দান-যজ্ঞ-শ্রাদ্ধকর্ম্মে নিয়োজিত—আস্থাবান্। তাঁহারই করুণালাভের আশায় দান, যজ্ঞ, হোমের অনুষ্ঠান। হে গার্গি! সেই অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া কেবল হোম-যজ্ঞ-তপস্যা করিলে কি, ফললাভ হইবে? সে সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের ফল ত' পরিমিত—ধ্বংসশীল। যিনি ব্রহ্মকে না জানিয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন, তিনি নিতান্তই দুর্ভাগ্য। অক্ষর ব্রহ্মকে অবগত হওয়ার নামই ত' ব্রহ্মনিষ্ঠা—ব্রহ্মজ্ঞান। সেই অক্ষর ব্রহ্ম সকলের দ্রষ্টা—কিন্তু সকলেরই অদৃষ্ট; নিজে সকলের শ্রোতা—কিন্তু সকলেরই অশ্রুত; নিজে সকলের মন্তা=মতিস্বরূপ—কিন্তু অন্যের মনোবৃত্তির অগোচর; নিজে বিজ্ঞাতা=জ্ঞান-স্বরূপ—কিন্তু অপরের বুদ্ধিবৃত্তির অগোচর—অবিজ্ঞাত। এই অক্ষর ব্রহ্ম ব্যতীত জগতের অন্য কোন দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা নাই। গার্গি, এই অক্ষর ব্রহ্মই আকাশে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত।

অক্ষর অর্থে—যাঁহার ক্ষরণ নাই—যিনি অজর—অমর—স্থাণু—নির্ব্বিকার—নিমিত্তাতীত।

তখন গার্গী সমবেত ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন,—ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন, ব্রহ্মিষ্ঠ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাজয় করা অসম্ভব। আপনারা ইঁহাকে প্রণাম করিয়া অব্যাহতি লাভ করুন।

[শিবাবতার আচার্য্য শঙ্কর মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের এই সত্যসিদ্ধান্ত—কর্ম্মকাণ্ডের কর্ম্মানুষ্ঠানের ফল পরিমিত—অস্থায়ী—ধ্বংসশীলমাত্র উপলব্ধি করিয়াই জ্ঞান-কাণ্ডের ব্রহ্মবিদ্যা-বিস্তারের জন্য—সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়া, পণ্ডিতাগ্রণী-গণকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিয়া—অদ্বৈতবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তদানীন্তন ভারতের কর্ম্মকাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাসক মণ্ডনমিশ্রকে তিনি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের এই অতিপ্রামাণ্য যুক্তিবলেই পরাভব করিয়া, ব্রহ্মজ্ঞান-প্রভাবে মুক্তির অধিকারী করিবার জন্য শিষ্যত্ব প্রদান করিয়াছিলেন।]

নবম ব্রাহ্মণে—দেবতাসমূহের একত্ববিধান—প্রাণব্রহ্মের সুপ্রতিষ্ঠা।

গার্গী উপবেশন করিলে পাণ্ডিত্যাভিমানী শাকল্য ঋষি প্রশ্ন করিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতার সংখ্যা কত?

যাজ্ঞবল্ক্য নিবিদের=বৈশ্বদেব যজ্ঞ-মন্ত্রের সাহায্যে সংখ্যা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন—নিবিদোক্ত দেবতার সংখ্যা তিন হাজার তিন হইতে তিন শত তিন।

শাকল্য বলিলেন—ওম্—সত্য। দেবতার ন্যূন সংখ্যা কত পর্য্যন্ত ?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—যথাক্রমে তেত্রিশ, ছয়, তিন, দুই, দেড়, এক।

শাকল্য বলিলেন—ওঁম্—সত্য। আচ্ছা, এই তিন হাজার তিন ও তিন শত তিন দেবতার নাম ও স্বরূপ কি ?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—দেবতা প্রকৃতপক্ষে তেত্রিশটি—বিস্তারিত দেবগণ তাঁহাদেরই মহিমা—বিভূতিস্বরূপ।

শাকল্য বলিলেন—ভাল, তোমার তেত্রিশটি দেবতাই বা কে কে ?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—অষ্টবসু—একাদশ রুদ্র—দ্বাদশ আদিত্য এই একত্রিশ —আর ইন্দ্র ও প্রজাপতি।

শাকল্য বলিলেন—ভাল, ভাল। ইঁহারাই কে কে ?—ইঁহাদেরই বা স্বরূপ কি ?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, দ্যুলোক, চন্দ্র, নক্ষত্র এই অষ্টবসু। ইঁহারা প্রাণিগণের কর্ম্মফলের আশ্রয়; দেহেন্দ্রিয়-রূপে পরিণত হইয়া সমস্ত জগৎকে বাস করাইতেছেন—নিজেরাও বাস করিতে-ছেন, এই জন্য ইঁহাদের নাম বসু।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় আর আত্মা=মন এই একাদশ প্রাণই রুদ্র। মৃত্যুর পর এই প্রাণসমূহ দেহ-সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনগণকে কাঁদায়, এই জন্যই ইঁহারা রুদ্র নামে অভিহিত। সম্বৎসরের বারমাস প্রাণিগণের আয়ু 'আদান'= হরণ করে বলিয়া দ্বাদশ আদিত্য নামে সুপ্রসিদ্ধ। বজ্র অর্থে বলবীর্য্য হইতেছে ইন্দ্র, আর যজ্ঞ অর্থে যজ্ঞসাধন পশু=প্রজাপতি।

অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, দ্যুলোক হইতেছেন ছয়টি দেবতা।

ভূঃ ভুবঃ স্বঃ তিন লোকই তিনটি দেবতা।

অন্ন ও প্রাণ দুইটি দেবতা।

প্রবাহিত বায়ু দেড়খানি দেবতা।

প্রাণই একমাত্র দেবতা—তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ।

শাকল্য বলিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য, পৃথিবী যাঁহার আয়তন, অগ্নি যাঁহার চক্ষুঃ, মন যাঁহার জ্যোতিঃ—সমস্ত দেবতার আশ্রয়স্বরূপ সেই প্রাণপুরুষকে যিনি জানেন,

তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। দেখিতেছি, তুমি তাঁহাকে জান না, তোমার জ্ঞানাভিমান বৃথা!

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—আমি নিশ্চয়ই তাঁহাকে জানি। যিনি মনোরূপ জ্যোতিঃসম্পন্ন—পৃথিবীময় দেহধারী—অগ্নিরূপ নয়নযুক্ত—তিনিই শারীর-পুরুষ; মাতৃরক্তে পিতৃবীর্য্যে যাঁহার উদ্ভব—ইনিই তিনি—তিনি অমৃত = অর্থে ভুক্ত-অন্নের পরিণামসম্ভূত রস।

শাকল্য বলিলেন,—কাম—শুক্র যাঁহার শরীর, রূপ যাঁহার আয়তন, হৃদয় যাঁহার চক্ষু, মন যাঁহার জ্যোতিঃ, সমস্ত দেহ-সংঘাতের যিনি একমাত্র পরম আশ্রয়, চক্ষুশ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের যিনি সমষ্টিভূত, জলাদিতে যিনি অধিষ্ঠিত;—যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি সেই ছায়াময় পুরুষকে জানিতে পার নাই; তোমার পাণ্ডিত্যাভিমান বৃথা।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—আমি সেই সর্ব্বাত্মপরায়ণ পুরুষকে জানি। তিনিই কামময়—তিনিই আদিত্য পুরুষ। তিনিই শব্দশ্রুতি-প্রকটিত অধ্যাত্মপুরুষ। তিনিই দেহমধ্যে ছায়াময় মৃত্যুপুরুষ। হৃদয়-দর্পণে তাঁহারই ছায়ারূপ বিকশিত হয়। তিনিই জলাধিষ্ঠিত—তিনিই আত্মার পরমাশ্রয়স্বরূপ। তিনিই পুত্ররূপী পুরুষ—জনকরূপী প্রজাপতি।

শাকল্য নির্ব্বাক্ হইলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—শাকল্য, তুমি জ্ঞানী বলিয়া অহঙ্কার কর, তোমাকে যে সমবেত ব্রাহ্মণগণ বিদ্রূপ-অগ্নিতে দগ্ধ করিতেছেন।

শাকল্য বলিলেন,—তুমি ত' ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করিয়া আত্মশ্লাঘা বোধ করিতেছ?—তুমিই বা কিরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছ, বল দেখি। যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি দিক্‌নিচয়ের দেবতাগণের ও তাঁহাদের আশ্রয়সমূহ বর্ণনা কর।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হৃদয়' দিক্‌রূপে বিভক্ত—পূর্ব্বদিকের অধিদেবতা আদিত্য।

শাকল্য।—আদিত্য কোথায় অবস্থিত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—চক্ষুতে,—চক্ষু রূপসমূহে প্রতিষ্ঠিত; চক্ষুর্দ্বারাই রূপ দর্শনীয়।

শাকল্য।—রূপসমূহ কোথায় প্রতিষ্ঠিত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—হৃদয়ে = মন ও বুদ্ধিতে—হৃদয়ই রূপবিজ্ঞান উপলব্ধি করে।

শাকল্য।—তোমার দক্ষিণ দিকের দেবতা কে? তিনি কোথায় অবস্থিত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—যম,—তিনি যজ্ঞে—শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াকর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত।

শাকল্য।—যজ্ঞ আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—দক্ষিণায়—দক্ষিণার দ্বারাই ত যজ্ঞফল ক্রয় করিতে হয়।

শাকল্য।—দক্ষিণা কোথায় প্রতিষ্ঠিত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—শ্রদ্ধাতে—শ্রদ্ধা হৃদয়েরই বৃত্তি।

শাকল্য।—তোমার পশ্চিম দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে?—তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—বরুণ—তিনি জলে প্রতিষ্ঠিত—রেতঃ—শুক্ররূপেই জলের শেষ পরিণতি।

শাকল্য।—সেই রেতঃ—শুক্র কোথায় প্রতিষ্ঠিত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—হৃদয়ে,—রেতঃপাত = কামপ্রবৃত্তির সম্ভোগকামনা। কামপ্রবৃত্তি হৃদয়েরই ধর্ম্ম। পিতার হৃদয় হইতে নিঃসৃত হয় বলিয়াই পুত্র পিতার অনুরূপ—রূপ ও মনোবৃত্তিসম্পন্ন হয়—হৃদয়ই রেতের আশ্রয়।

শাকল্য।—যাজ্ঞবল্ক্য, তোমার উত্তর দিকের অধিদেবতা কে? তিনি কোথায় অবস্থিত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—সোম অর্থে চন্দ্র ও সোমলতা। সোম দীক্ষাতে প্রতিষ্ঠিত। দীক্ষা অর্থে যজ্ঞের পূর্ব্বকর্ত্তব্য সম্বন্ধে নিয়ম-গ্রহণ।

শাকল্য।—দীক্ষা কোথায় প্রতিষ্ঠিত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—দীক্ষা সত্যে অবস্থিত; সত্য হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত— হৃদয়েই লোক সত্য উপলব্ধি করে।

শাকল্য।—তোমার ঊর্দ্ধদিকের দেবতা কে?—কোথায় তাঁহার অধিষ্ঠান?

যাজ্ঞবল্ক্য।—অগ্নি—অগ্নি বাগিন্দ্রিয়ে অবস্থিত—বাগিন্দ্রিয় হৃদয়ে আশ্রিত।

ব্রহ্মিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য জ্ঞানপ্রভাবে জাগতিক নাম-রূপ-কর্ম্মকে আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করিয়া বর্ণনা করিতেছেন:—নাম-রূপ-কর্ম্ম সমস্তই হৃদয়াত্মক। শাকল্যের প্রশ্নের উত্তরে সেই সর্ব্বাত্মস্বরূপ হৃদয় আবার কোথায় অবস্থিত বুঝাইবার জন্য মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—শাকল্য, তুমি কি মনে কর, এই হৃদয়রূপী আত্মা শরীর ব্যতীত অন্যত্র অবস্থিত? আত্মা শরীরের বাহিরে অন্যত্র অবস্থান করিলে যে শৃগাল-কুকুরে দেহকে ভক্ষণ করিত—পক্ষিগণ চঞ্চু ছিন্ন-ভিন্ন করিত—তাহা যখন করিতেছে না, তখন আত্মা যে শরীরে বিদ্যমান আছেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

শাকল্য বলিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য, তোমার নিজের শরীর ও আত্মা কোথায় অবস্থান করিতেছে?

যাজ্ঞবল্ক্য।—প্রাণে।

শাকল্য।—প্রাণ কোথায় অবস্থিত ?

যাজ্ঞবল্ক্য।—অপান বায়ুতে—অপান ব্যান বায়ুতে—ব্যান উদান বায়ুতে—উদান সমান বায়ুতে অবস্থিত। সেই প্রাণাদি সমস্ত জগৎ যাঁহাতে ওতপ্রোত রহিয়াছে—সেই আত্মার কথা—মধুকাণ্ডে যাহা 'নেতি নেতি'—'তিনি ইহা নহেন'—'তিনি ইহা নহেন' বলিয়া, যাঁহার স্বরূপ পরিচয় দেওয়া সম্ভব হইয়াছে, তাঁহাকে ত' বিশেষণে বিশেষিত করিয়া, লক্ষণে চিহ্নিত করিয়া, গুণে অন্বিত করিয়া, তাঁহার স্বরূপের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে। তিনি যে সমুদয়ের অতীত; অগৃহ্য=অগ্রাহ্য—ইন্দ্রিয়ের গ্রহণশক্তির অতীত; অশীর্য্য=অশীর্ণ—তাঁহার হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভব নহে; অসঙ্গ=তিনি অমূর্ত্ত—তাঁহার সঙ্গলাভ সম্ভব নহে; অসিত=অবদ্ধ—কোন কিছুতে আবদ্ধ হন না; কার্য্য-কারণের অতীত; তাঁহার হিংসাও সম্ভব নহে।

অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বলিলেন,—শাকল্য, পৃথিবী প্রভৃতি অষ্ট আয়তন—অগ্নি প্রভৃতি অষ্ট লোক—অমৃত প্রভৃতি অষ্ট দেবতা—শরীর প্রভৃতি অষ্ট পুরুষকে যিনি বিবিধ বিভিন্নরূপে পৃথক্ করিয়া,—আবার আপনাতে একীভূত করিয়াছেন,—আমি সেই উপনিষদ্-প্রতিপাদ্য পরমপুরুষের বিষয়ে তোমাকে শেষ প্রশ্ন করিতেছি। যিনি সমস্ত দেবতা, সমস্ত লোক, সমস্ত জগৎকে 'নিরূহ'=বিভিন্নভাবে বিভাগ করিয়া—আবার 'প্রত্যূহ'=সঙ্কোচিত—একভাবাপন্ন করিয়া—তাহাদের অতিক্রম করিয়াছেন;—যাঁহাকে কেবল উপনিষদের জ্ঞান—প্রমাণ দ্বারাই উপলব্ধি করা সম্ভব—তুমি যদি আমাকে সেই পরমপুরুষের পরম তত্ত্ব বলিতে না পার, তবে আমার অভিসম্পাতে তোমার মস্তক এখনি খসিয়া পড়িবে।

শাকল্য উপনিষদ্-প্রতিপাদ্য পরমপুরুষের তত্ত্ব জানিতেন না,—তাঁহার মস্তক ঋষিশাপে ভূপতিত হইল।

তখন দীপ্তকণ্ঠে ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সমবেত ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীকে বলিলেন,—আপনাদের যাঁহার ইচ্ছা—তিনি পৃথক্‌ভাবে কিম্বা সকলে সমবেত হইয়া আমাকে প্রশ্ন করুন। অথবা যে কেহ বা সকলে সমবেত হইয়া আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। সুতাং ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে আর কেহই প্রশ্ন করিতে সাহসী হইলেন না। তখন যাজ্ঞবল্ক্য নিজেই সাতটি শ্লোক দ্বারা প্রশ্ন করিলেন।

(১) মানবদেহ বনস্পতি-স্বরূপ। মানব-শরীরের লোমরাশি—বৃক্ষের পত্র-নিচয়; শরীরের ত্বক্—বৃক্ষের বহিস্থ নীরস বল্কল।

(২) বৃক্ষ ও মানবের মধ্যে সাদৃশ্য আছে বলিয়াই আহত মানব-দেহের ত্বক্ হইতে যেমন রুধির ক্ষরিত হয়—আহত বৃক্ষের ছাল হইতেও তেমনই রস নিঃসৃত হয়।

(৩) মানবদেহে ত্বকের পর যেমন মাংস, বৃক্ষশরীরেও তেমনই ছালের নিম্নে 'শকর'সমূহ = অর্থে পরবর্ত্তী অংশ। মানবদেহের স্নায়ু—বৃক্ষের 'কিনাট' = শকরের সূক্ষ্ম শিরা; উভয়েই বেশ দৃঢ়। মানবদেহে যেমন মাংসের পর অস্থিসমূহ, বৃক্ষশরীরেও তেমনই বল্কলের পর কাষ্ঠভাগ। মজ্জা অংশ উভয়েরই তুল্যরূপ। *

[ভারতগৌরব, মনীষী, বিশ্বসমুজ্জ্বল-বিজ্ঞানাচার্য্য, সার শ্রীযুত জগদীশ-চন্দ্র বসু মানবশরীরের মত বৃক্ষও প্রাণশক্তিসম্পন্ন—আঘাত করিলে মানব-শরীরের রক্তপাতের মত আহত বৃক্ষশরীর হইতেও রস নির্গত হয়—বৃক্ষের জীবনীশক্তির স্পন্দন আবিষ্কার করিয়া বিশ্ববরেণ্য হইয়াছেন। বৃক্ষের জীবনী-শক্তির সেই বিজ্ঞানও স্মরণাতীতকাল পূর্ব্বে বৈদিক যুগেই যে উদ্ভাবিত হইয়াছিল—তাহা ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মুখেই প্রকাশ পাইতেছে।' উপনিষদই যে বৃক্ষ-বিজ্ঞানের মূল উৎস, সুচিন্তাশীল আচার্য্য বসু মহাশয়ও তাহা অসঙ্কোচে স্বীকার ও প্রচার করিয়াছেন।]

(৪) বৃক্ষ যেমন ছিন্ন হইলে পুনরায় মূল হইতে উদ্ভূত হয়—মরণশীল মানবও তেমনই পুনরায় জন্মলাভ করে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির পুনর্জ্জন্ম কোন্ মূল হইতে সম্ভব হয়?

(৫) যদি বল, শুক্র হইতে জন্মে—কিন্তু শুক্র ত' জীবিত ব্যক্তি হইতেই সম্ভূত হয়—মৃত ব্যক্তির ত' শুক্র উৎপন্ন হয় না। বিশেষতঃ বীজসম্ভূত বৃক্ষের ধ্বংসের পরও পুনঃ উদ্ভব সম্ভব হয়। আর বৃক্ষ ত' কেবল বীজ হইতেই উৎপন্ন হয় না—কাণ্ডদেশ হইতেও পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয়। তাহা হইলে ত' শুক্রকেই একমাত্র মানব-উৎপত্তির উপাদান বলা যায় না।

(৬) বৃক্ষকে সমূলে—সবীজে উৎপাটিত করিলে তাহা আর পুনর্ব্বার প্রাদু-র্ভূত হয় না; কিন্তু মরণশীল মানুষ মৃত্যু কর্ত্তৃক বিনাশিত হইয়াও, কোন্ মূল-কারণ হইতে পুনরায় মর-জগতে আবির্ভূত হয়? সমস্ত বিশ্বের এই মূলীভূত কারণ-রহস্য সম্বন্ধে আপনাদের যদি কাহারও জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে, তবে আমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদান করুন।

---

* যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, হিন্দুর পঞ্চম বেদস্বরূপ মহাভারতও মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের এই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের প্রামাণ্যযুক্তির প্রতিধ্বনি করিতেছেন।

ব্রাহ্মণমণ্ডলী নিরুত্তর রহিলেন।

(৭) যদি মনে করেন, মর্ত্ত্য নিত্যই জাত—মরণশীল ত' স্বভাবতই পুনরায় জন্মিবে, তাহার আবার জন্ম-রহস্য কি? কিন্তু কে তাহাকে উৎপাদন করে? বিনাশের পর তাহাকে পুনরায় জন্মায় কে? মৃত্যুর পর কাহার অনুপ্রেরণায় মরণশীলের পুনর্জ্জন্ম সম্ভব হইতেছে? সেই বিজ্ঞান আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মদ্বয়—তিনিই একমাত্র সত্য—তিনিই অনন্ত জ্ঞান। তিনি বিজ্ঞান—বিশিষ্টজ্ঞানস্বরূপ—আবার সর্ব্ববিধ-দুঃখবর্জ্জিত—নিত্যতৃপ্ত মুক্তস্বভাব। তিনিই যে কূটস্থ চৈতন্যরূপে সকল আধারে একরূপে বর্ত্তমান। তিনি যজ্ঞকর্ত্তা দাতারূপে বিদ্যমান—তিনিই ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞের পরমাশ্রয়স্বরূপ।

সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলী পরাজিত হইলেন। ব্রহ্মবিদ্ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মিষ্ঠের সম্মানস্বরূপ গো-সহস্র গ্রহণ করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম ব্রাহ্মণে—জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-বিচার।

তৃতীয় অধ্যায়ে—শরীর, হৃদয়, সূত্রস্থ সেই সর্ব্বাত্মাই যে উপনিষদের প্রতিপাদ্য—'নেতি নেতি' বাক্যে নির্দ্দিষ্ট—তিনিই আবার জগৎ-উৎপাদনের মূলীভূত-কারণ 'বিজ্ঞানম্ আনন্দম্', তাহা নির্দ্দেশিত হইয়াছে। কিন্তু বাক্ প্রভৃতি দ্বারাও সেই প্রজ্ঞানময়কে উপলব্ধি করা আবশ্যক বলিয়াই, চতুর্থ ব্রাহ্মণের সূচনা। শ্রুতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্রাহ্মণে সূত্ররূপে যে ব্রহ্মজ্ঞানের অনুভূতি প্রদান করিতেছেন, তাহাই আবার যুক্তির দ্বারা বিশদ করিতেছেন, সেই জন্যই আখ্যায়িকার প্রসঙ্গ।

বিদেহাধিপতি ব্রহ্মজ্ঞ মহারাজ জনক এক দিন রাজ-সভায় বসিয়া আছেন,—এমন সময় মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সভায় সমুপস্থিত হইলেন। মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষি, আপনি কি অভিপ্রায়ে আমার নিকট আসিয়াছেন?—পুনরায় পশুলাভের ইচ্ছায়, না কোন সূক্ষ্ম-তত্ত্ব জানিবার বাসনায়?

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—উভয় বাসনাতেই আসিয়াছি। আপনি আচার্য্য-সেবী, আপনার বহু আচার্য্য আছেন,—তাঁহাদের মধ্যে কোন্ আচার্য্য আপনাকে কি উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই শুনিতে ইচ্ছা করি।

মহারাজ জনক বলিলেন,—শিলিনের পুত্র শৈলিনি জিত্বা আমাকে বলিয়াছিলেন, বাক্‌ই ব্রহ্ম।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—খুব সত্য কথা। বাক্-শক্তি-হীনের দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক কোন কার্য্যই নিষ্পন্ন হয় না। আমি আপনাকে এ উপদেশ বিস্তার করিয়া বলিতেছি। বাগিন্দ্রিয়ই বাক্-স্বরূপ ব্রহ্মের শরীর—অব্যাকৃত অর্থে অপঞ্চীকৃত; পঞ্চভূত অমিশ্রিত আকাশে ইহার প্রতিষ্ঠা—প্রজ্ঞারূপে ইহার উপাসনা। হে সম্রাট্! বাক্য সাহায্যে যেমন বন্ধুকে জানা যায়, তেমনই ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব,—চারিবেদ, ইতিহাস, ব্রহ্মবিদ্যা, উপনিষদ্, শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যান, অনুব্যাখ্যান, ইষ্ট-ধর্ম্ম, যজ্ঞধর্ম্ম, দানধর্ম্ম, ইহ-পরজন্ম এই বাক্য দ্বারাই সু-অবগত হওয়া যায়। বাক্‌ই পরম-ব্রহ্ম। বাগ্-ব্রহ্মের উপাসনা করিলে, বাগ্-ব্রহ্ম কখনই

সেই বাগ্‌বিভূতিসম্পন্ন পুরুষকে পরিত্যাগ করেন না,—এই মানব-দেহেই দেবত্বলাভ সম্ভব হয়।

মহারাজ জনক বলিলেন,—আপনার এই বিদ্যার মূল্য-স্বরূপ হস্তি-তুল্য বৃষভ-সমন্বিত গো-সহস্র আপনাকে দান করিতেছি।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হ্যাঁ,—আমার পিতাও বলিতেন—শিষ্যকে উপদেশ-দানে ধন্য না করিয়া, কোন কিছু গ্রহণ করিতে নাই। আচ্ছা সম্রাট্! আপনার অপর আচার্য্য আপনাকে কি উপদেশ দিয়াছেন?

জনক বলিলেন—শুল্বের পুত্র উদঙ্ক বলিয়াছেন—প্রাণই ব্রহ্ম।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—বা! বা! পিতা মাতা আচার্য্যের মতই শৌল্বায়ন আপনাকে প্রাণ-ব্রহ্মের সার্থক উপদেশই দিয়াছেন। প্রাণহীন ব্যক্তির দ্বারা জগতের বা পরলোকের কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না। আমি আরও সবিস্তারে সেই পরমতত্ত্বই বলিতেছি।

প্রাণই ব্রহ্ম—বায়ুই প্রাণের দেবতা—প্রাণই ব্রহ্মের শরীর—আকাশ তাহার প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়; প্রাণকে প্রিয় বলিয়া উপাসনা করিবেন। প্রাণের তৃপ্তিকামনায় জন্যই পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ অযাজ্য—পতিত-সম্প্রদায়ের যাজন করে,—তাহাদের প্রতিগ্রহ—দান গ্রহণ করে;—সর্ব্বদাই আপনার অনিষ্ট আশঙ্কা করে। এ সমস্তই প্রাণপ্রিয়তার ফল—প্রাণই পরম-ব্রহ্ম। প্রাণের উপাসনা করিলে, প্রাণ তাহাকে অকালে পরিত্যাগ করেন না—প্রাণের স্বরূপ উপলব্ধি করিলে, দেবত্ব-লাভ সম্ভব হয়।

বিদেহাধিপতি বলিলেন,—মহর্ষে! আপনার এই অমূল্য উপদেশের জন্য হস্তি-তুল্য বৃষভ-সহ আর এক সহস্র ধেনু দান করিতেছি।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—বেশ, বেশ; অন্য আচার্য্য আপনাকে কি উপদেশ দিয়াছেন?

জনক বলিলেন,—বৃষ্ণের পুত্র বর্কু বলিয়াছেন—চক্ষুই ব্রহ্ম।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—ভাল ভাল; কিন্তু তিনি আপনাকে একাংশ মাত্র বলিয়াছেন। আমি বাকী তিন পাদ পূরণ করিতেছি। চক্ষু ব্রহ্মের আয়তন—আকাশ ইহার প্রতিষ্ঠা; চক্ষুর অধিদেবতা সূর্য্য—সত্য ইহার রহস্য নাম। সত্যরূপে চক্ষুর উপাসনা। চক্ষু দ্বারা দেখিয়া বলিতেছি শুনিলে তবেই সকলে তাহা বিশ্বাস করে—অন্যথা বিশ্বাস করে না। এজন্য চক্ষুই সত্য—চক্ষুই ব্রহ্ম। চক্ষু-ব্রহ্মের উপাসনায় জ্ঞান-দৃষ্টি সম্প্রসারিত হয়—দেবত্বলাভ সম্ভব হয়।

জনক বলিলেন,—মহর্ষি! এই উপদেশের জন্য আপনাকে হস্তি-তুল্য বৃষভ-যুক্ত আর এক সহস্র গাভী দান করিতেছি। *

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—"ভাল, ভাল; অন্য আচার্য্য আপনাকে কি বলিয়াছেন, শুনিতে পাই কি?

জনক বলিলেন,—ভরদ্বাজপুত্র বলিয়াছেন, শ্রোত্রই ব্রহ্ম।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—সম্রাট্, তিনি অতি সুযোগ্য উপদেশই দিয়াছেন। অসীম দিক্‌সমূহই শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান, আয়তন—আকাশ ইহার প্রতিষ্ঠা—'অনন্ত' ইহার উপনিষদ্। অনন্ত বলিয়া ইহাকে উপাসনা করিবেন—শ্রোত্রই পরম-ব্রহ্ম। শ্রোত্রব্রহ্মের উপাসনায় দিক-সমূহের অনন্ত-জ্ঞানের উন্মেষ হয়—দেবত্বলাভ সম্ভব হয়।

মহারাজ জনক আবার যাজ্ঞবল্ক্যকে ধন্যবাদ দিয়া বলবান্ বৃষভযুক্ত সহস্র পয়স্বিনী গাভী দান করিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—অপর কোন্ আচার্য্য আপনাকে কি উপদেশ করিয়াছেন সম্রাট্?

জনক বলিলেন,—জবালার পুত্র সত্যকাম বলিয়াছেন, মনই ব্রহ্ম।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—চন্দ্র মনের দেবতা,—'আনন্দ' মনের উপনিষদ্। আনন্দ-রূপেই মনের উপাসনা। মনই আনন্দ—মনের বাসনা-তৃপ্তিতেই আনন্দ। মনই পরম-ব্রহ্ম। মনের উপাসনায় আনন্দ-বিজ্ঞানের অনুভূতিলাভ হয়—দেবতার সাযুজ্যলাভ হয়।

মহারাজ জনক আবার প্রশংসা করিয়া বৃষভ-যুক্ত সহস্র গাভী দান করিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—অন্য কোন্ আচার্য্য আপনাকে কি উপদেশ দিয়াছেন?

জনক বলিলেন,—পণ্ডিত শাকল্য আচার্য্য বলিয়াছেন, হৃদয়ই ব্রহ্ম।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—চমৎকার উপদেশ সম্রাট্! হৃদয়ই সমস্ত ভূতের আশ্রয়,

---

* এখন যে বিলাতী ডায়েরীফারমের নজীর দেখাইয়া অনেকে বলেন,—বাঙ্গালার ধ্বংসোন্মুখ গো-জাতির রক্ষার জন্য—সুপ্রজননের জন্য বলশালী বৃষভের প্রয়োজন। বৈদিক যুগের আর্য্যঋষিরাই সে তত্ত্বও আবিষ্কার করিয়াছিলেন দেখিতেছি। ইহার পর হয় ত শুনিব, আমরা হস্ত দ্বারা আহারের—পদ দ্বারা চলিবার প্রথাও য়ুরোপীয়দিগের নিকট শিখিয়াছি।

নামরূপ-কর্ম্ম সমস্তই হৃদয়ে অবস্থিত—হৃদয়কে 'স্থিতি' বলিয়া উপাসনা করিবেন। হৃদয়ই পরম-ব্রহ্ম। আর সেই হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতা প্রজাপতি—ব্রহ্ম।

মহারাজ জনক সন্তোষ লাভ করিয়া আবার সহস্র গাভী দান করিলেন।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে—তুরীয়-ব্রহ্ম-নির্দ্দেশ।

শ্রুতি এই ব্রাহ্মণে তুরীয়-ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন; কিন্তু প্রথমেই তাহা উপলব্ধি করা অসম্ভব বুঝিয়া; বিশ্বের স্বরূপ—তৈজসের স্বরূপ—প্রাজ্ঞের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া, পরে তুরীয়-ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন। বিশ্বসংজ্ঞক সগুণ-ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্দ্দেশ আরম্ভ হইতেছে।

অতঃপর মহারাজ জনক সিংহাসন হইতে উঠিয়া, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রণাম করিয়া শিষ্যের মত বিনীতভাবে বলিলেন, মহর্ষে! আপনি আমাকে দিব্য-জ্ঞান প্রদান করুন।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—সম্রাট্, আপনি শাস্ত্রবিধানমত সাধনা করিয়া—যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সমাহিতচিত্ত হইয়াছেন, আপনি যেরূপ শক্তি-ঐশ্বর্য্যশালী, লোকপূজ্য, তেমনই অধীতবেদ—ব্রহ্মবিদ্—উপনিষদ-রহস্য সু-অবগত—কিন্তু বলিতে পারেন কি, এই দেহত্যাগের পর আপনি কোথায় যাইবেন?

জনক বলিলেন,—না, আমি তাহা অবগত নহি—পূজ্যপাদ মহর্ষি, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে সেই পরম ও চরম তত্ত্বের উপদেশ প্রদান করুন।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন:—'চক্ষু-ব্রহ্ম' বাক্যে যে আদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী পুরুষকে ঋষিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—'ইন্ধ' তাঁহার প্রসিদ্ধ নাম। আর অধ্যাত্ম দক্ষিণচক্ষুতে যিনি বিশেষরূপে বিরাজমান, তিনি সত্য নামে অভিহিত;—তিনিও প্রত্যক্ষগ্রাহ্য—দীপ্তিগুণসম্পন্ন বলিয়া 'ইন্ধ' নামে প্রসিদ্ধ। ঋষিগণ তাঁহাকে পরোক্ষভাবে ইন্দ্র নামে অভিহিত করেন। যেন দেবগণ 'পরোক্ষ নামেই সন্তুষ্ট—প্রত্যক্ষ নামের বিদ্বেষী। এইরূপে ত আপনি বিশ্বপুরুষ—বৈশ্বানর আত্মাকে বুঝিয়াছেন।

ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী যেমন পরস্পরের ভোগ্য—পরস্পরের স্তবগানে সম্মোহিত—তেমনই এই অধ্যাত্ম বামচক্ষু যেন সেই বিশ্বপুরুষেরই ভোগ্য অন্নস্বরূপ—স্তবগানে সম্মোহিত। দৃশ্যমান দেহপিণ্ড যেমন উপভুক্ত স্থূল অন্নরসে পরিবর্দ্ধিত, তেমনই এই লিঙ্গাত্মক সূক্ষ্মশরীরও সূক্ষ্ম-অন্নরসেই পরিবর্দ্ধিত। সেই বৈশ্বানর নামে অভিহিত বিশ্বপুরুষ—শারীর-আত্মা সূক্ষ্মতম অন্নরসে উপচিত—পরিপুষ্ট।

এই যে হৃদয়স্বরূপ তৈজস, তাহাও প্রকৃতপক্ষে প্রাণরূপেই পর্য্যবসিত—সেই বিশ্বরূপ বৈশ্বানর আত্মাই হৃদয়াত্মক।

তিনি বিরাট্—বিশ্ব রূপ—পূর্ব্বদিকে তাঁহার পূর্ব্বপ্রাণ—দক্ষিণদিকে তাঁহার দক্ষিণপ্রাণ—পশ্চিমদিকে পশ্চিমপ্রাণ—উত্তরদিকে উত্তরপ্রাণ—উর্দ্ধে উর্দ্ধপ্রাণ—অধোদিকে অধঃপ্রাণ—সমস্ত দিকে তাঁহার সমষ্টিভূত প্রাণ।

এইরূপ জ্ঞানের অনুভূতি সমুৎপন্ন হইলে সর্ব্বাত্মা প্রাণকে আত্মারূপে উপলব্ধি করিয়া আবার পরমাত্মারূপে অন্তরে বাহিরে অনুভব করিলে, তবেই 'নেতি নেতি'-রূপে সেই তুরীয় আত্মাকে লাভ হয়। সেই 'নেতি নেতি' আত্মা অগৃহ্য=তাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না; অশীর্য্য=শীর্ণ হন না; অসঙ্গ=আসক্ত হন না; অসিত=ব্যথিত হন না—কোনরূপে হিংসিত হয়েন না।

জনক! তুমি সেই অভয়=জন্ম-মরণাদি ভয়নিবারক ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াছ।

ব্রহ্মবিদ্ জনক বলিলেন—পূজনীয় মহর্ষি, আপনি আমাকে পরমব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাইয়াছেন—আপনিও সেই অভয় ব্রহ্মকে লাভ করুন—পাণ্ডিত্যের অভিমান বর্জ্জন করিয়া, সেই ব্রহ্মানন্দে তন্ময়—সমাহিত হউন। এই অমূল্য অতুল্য উপদেশের উপযুক্ত মূল্য দিবার সামর্থ্য ত আমার নাই—আমি ধন্য, আপনাকে শত সহস্র প্রণাম। এই বিদেহরাজ্য ও আমার জীবন আপনাকে সমর্পণ করিতেছি, কৃপা করিয়া গ্রহণ করুন।

তৃতীয় ব্রাহ্মণে—আত্মার পূর্ণজ্যোতি—পূর্ণানন্দ-বিকাশ।

ইতিপূর্ব্বে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য একবার রাজর্ষি জনকের রাজসভায় গিয়াছিলেন। যাইবার সময় তিনি মনে করিয়াছিলেন, মহারাজ জনকের সহিত এবার তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিব না। কিন্তু অগ্নিহোত্র যজ্ঞবিজ্ঞানে রাজর্ষি জনকের অপূর্ব্ব মীমাংসা-নৈপুণ্য দেখিয়া এক সময়ে ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রসন্ন হইয়া ব্রহ্মজ্ঞ জনককে বর-প্রদানে প্রতিশ্রুত ছিলেন। সেই বরের কথা স্মরণ করিয়া তিনি রাজা জনককে আবার ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিতেছেন। এইরূপ রূপকের কৌশলে শ্রুতি কর্ম্মকাণ্ড-বিরোধী ব্রহ্মজ্ঞানের সম্প্রসারণের জন্য মানবমনের চির-প্রহেলিকা পরলোক-রহস্য—জন্মান্তরবাদ—আত্মার মুক্তিরহস্যের মীমাংসা করিতেছেন।

জনক প্রশ্ন করিয়াছিলেন—এই হস্তপদাদি অবয়বসম্পন্ন পুরুষ কোন্ জ্যোতির সাহায্যে কর্ম্ম সম্পাদন করে?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন—আদিত্য-জ্যোতির সাহায্যে—আদিত্য-জ্যোতির অস্তময়ে = অভাবে, চন্দ্ররূপ জ্যোতির সাহায্যে—কর্ম্মসম্পাদন করে। চন্দ্র অস্তমিত হইলে অগ্নিই জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া থাকে। সূর্য্য-চন্দ্র অস্তমিত হইলে, অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে বাক্‌রূপ জ্যোতির অনুগ্রহে কর্ম্ম সম্পাদন করে। বাক্ প্রভৃতি বাহ্যজ্যোতিঃ প্রশমিত হইলে আত্মাই জ্যোতিঃস্বরূপ হয়। তখন আত্মাই আত্মার জ্যোতিঃ—আত্মার জ্যোতির দ্বারাই সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদিত হয়।

জনক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি—ইহার ভিতর আপনার বর্ণিত আত্মা কোন্‌টি ?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন—দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণবর্গের মধ্যে বুদ্ধিরূপী হৃদয়ের অভ্যন্তরে জ্যোতিঃস্বরূপ যে বিজ্ঞানময় পুরুষ—বুদ্ধিসদৃশ ভাবাপন্ন হইয়া ইহলোক ও পরলোকে সঞ্চরণ করে—তাহাই আত্মা। বুদ্ধির সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলে মনে হয়, বুঝি আত্মাই ধ্যান করিতেছে—স্পন্দন করিতেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আত্মার ধ্যান-স্পন্দন নাই। বুদ্ধির সাম্যগত সেই আত্মা সমাধির স্বপ্নাবস্থায় মৃত্যুর অধিকার-সীমা—ইহলোক ও পরলোক অতিক্রম করিয়া জ্যোতিঃস্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সেই পুরুষ যখন পুনরায় জন্মে—শরীর গ্রহণ করে, তখনই পাপরূপী দেহেন্দ্রিয়ের সহিত সম্মিলিত হয়—আর যখন শরীর হইতে বহির্গত হয়, তখন সমস্ত পাপরূপ দেহেন্দ্রিয়-সঙ্ঘাত পরিত্যাগ করে।

এই আত্মাপুরুষের দুইটিমাত্র সঞ্চরণস্থান—ইহলোক ও পরলোক। আর একটি স্থান 'সান্ধ্য' = জাগ্রত ও স্বপ্নের মধ্যবর্ত্তী স্বপ্নস্থান। সেই পুরুষ সেই 'সান্ধ্য' = স্বপ্নস্থানে অবস্থান করিয়া, ইহলোক ও পরলোক দেখিতে পায়।

এই পুরুষ পরলোকের নিমিত্ত যেরূপ সাধনা করিয়াছে, জ্ঞান ও কর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছে—তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া পাপফল দুঃখ—পুণ্যফল আনন্দ উপভোগ করে।

ঐন্দ্রজালিক যেমন মায়াময় দেহ নির্ম্মাণ করে, তেমনি এই পুরুষ পূর্ব্বসংস্কাররূপ বাসনাময় স্বপ্নদেহ নির্ম্মাণ করিয়া, নিত্য সৎ-স্বরূপ জ্যোতিঃপ্রভাবে স্বপ্নানুভব করে। এই স্বপ্নাবস্থায় পুরুষ অর্থে জীবাত্মা নিজেই সুনির্ম্মল জ্যোতিঃস্বরূপ হয়—তখন সেই জ্যোতির্ম্ময় আত্মার সহিত কোনরূপ আধ্যাত্মিক সম্পর্ক থাকে না।

সেই স্বপ্নে পুষ্পরথ নাই—রথযোজিত পক্ষিরাজ অশ্বও নাই—গমনোপযোগী সুগম পথও নাই—এ সকল কল্পনার সৃষ্টি-বৈচিত্র্য মাত্র—সে স্বপ্ন কেবল

আনন্দময়। মুদ্ অর্থে প্রিয়-লাভের হর্ষ—প্রমুদ্ অর্থে প্রিয়লাভের নিরতিশয় সুখ নাই—স্বপ্নেই এই সকল নির্ম্মাণ করে। সে স্বপ্নে সুরম্য সরোবর নাই—পুণ্য নদী নাই—কিন্তু স্বপ্নেই সে সকল সৃষ্ট ও দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বজন্মের সংস্কারেই সে স্বপ্নের উদ্ভব।

আবার সেই পুরুষই ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার কর্ম্মক্ষেত্রে জাগরিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এক-হংস = যিনি একাকী জাগ্রত—হিরণ্ময়কান্তি—মরণরহিত মুক্তপুরুষ—নিজে বিনিদ্র থাকিয়া = অর্থে জ্ঞানশূন্য না হইয়া শরীরের প্রতি অনাসক্তিবশে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারেন।

জাগতিক স্বপ্নসময়ে জীব যেমন উত্তম অধম বিবিধ রূপ ধারণ করে—যেন রমণীগণের সঙ্গে বিহার করিতেছে—যেন বন্ধুগণের সঙ্গে পরিহাস করিতেছে—কখনও বা ভীতিপ্রদ ব্যাঘ্রাদি-দর্শন-বিভীষিকায় ভয়বিহ্বল হইতেছে—কখনও বা নানারূপ সুরম্য হর্ম্ম্য—সুদৃশ্য বস্তু স্বপ্নে নির্ম্মাণ করিতেছে—তেমনি সুপ্তপুরুষের এই কল্পনা—জাগরণ পূর্ব্বজন্মের সংস্কার মাত্র।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপে স্বপ্নাবস্থায় আত্মার ইহলোক-পরলোকে সঞ্চরণ—মৃত্যুর অধিকার অতিক্রমণ—আত্মার স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ বিকাশ স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রমাণ করিয়াছিলেন। মহারাজ জনক তাঁহার বিদ্যার মূল্যস্বরূপ সহস্র মুদ্রা দিয়া প্রণাম করিয়া বলিয়াছিলেন, মহর্ষি, **মুক্তিই** আমার একমাত্র অভিলষিত প্রশ্ন। আপনি তাহার এক অংশমাত্র বিবৃত করিয়াছেন—কৃপা করিয়া যাহাতে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারি, সেই **মোক্ষতত্ত্বই** আমাকে উপদেশ করুন।

মৃত্যু অর্থে কর্ম্মকে নির্দ্দেশ করিয়া জীব স্বপ্নাবস্থায় যেরূপে মৃত্যুরূপ কর্ম্মসমূহ অতিক্রম করে, ইতিপূর্ব্বে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু মৃত্যু অতিক্রমণের উপায় সুবর্ণিত হয় নাই। মৃত্যু আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম না হইলেই মোক্ষলাভ সম্ভব হইতে পারে। তাহা প্রদর্শনের জন্যই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন :—

সেই স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ পুরুষ স্বপ্নাবস্থায় প্রসন্নতায় প্রিয়জনের সহিত রমণ—পরিভ্রমণ করিয়া, পাপ ও পুণ্যের ফল সুখদুঃখ উপভোগ করিয়া, পুনরায় স্বপ্নসন্দর্শনের উদ্দেশ্যে স্বস্থানাভিমুখে প্রত্যাগমন করে। মৃত্যু যদি আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে স্বপ্নেও তাহা বিদ্যমান থাকিত, কিন্তু তাহা ত' থাকে না! মৃত্যু আত্মার স্বভাব হইলে আত্মার মুক্তি কস্মিন্‌কালেও সম্ভব হইত না।

জাগতিক স্বপ্নাবস্থায় অলীক কল্পনার প্রসন্নতা = রমণ পরিভ্রমণ প্রভৃতি—পাপ-পুণ্যের দুঃখ-সুখের অনুভূতি, জাগ্রত অবস্থার যেমন নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাগমন করে, স্বপ্নে মানব যাহা দর্শন করে, তাহার অনুসরণ করে না—স্বপ্নদর্শিত পাপ-পুণ্যে লিপ্ত হয় না—তেমনি সেই 'স্বান্ধ্যলোকের' স্বপ্নাবস্থা লাভ করিয়া অসঙ্গ পুরুষ স্বপ্নদর্শিত পাপপুণ্যে লিপ্ত—আসক্ত না হইয়া—মৃত্যুরূপ ইহলোক অতিক্রম করে। বৃহৎ মৎস্য, যেমন নদীর পূর্ব্ব-পশ্চিম উভয় তীরে স্বচ্ছন্দে সন্তরণ করে—তেমনি পুরুষ স্বপ্নান্ত জাগ্রত অবস্থায়—বুদ্ধান্ত স্বপ্নাবস্থায় যথাক্রমে সঞ্চরণ করে।

শ্যেনপক্ষী যেমন বহুদূরে উঠিয়া—অনন্ত আকাশ পরিভ্রমণ করিয়া, পরিশ্রান্ত হইয়া পক্ষদ্বয় প্রসারিত করিয়া, আবার আশ্রয়নীড়ে গমনের জন্য প্রত্যাবৃত্ত হয়, তেমনি জীবাত্মাও স্বপ্নান্তে আনন্দময় সুষুপ্তিস্থানে প্রবেশের জন্য ধাবিত হয়;—ক্লান্ত পক্ষীর মতই যেন জীবাত্মা অশান্তিময় সংসারে কর্ম্মের ক্লান্তিতে—ত্রিতাপ-জ্বালায় সন্তপ্ত হইয়া নিবৃত্তি ও শান্তির জন্য সংস্কার ও কর্ম্মের সম্পর্কশূন্য স্বীয় আত্মার স্বরূপ অবস্থা লাভ করে;—আত্মারূপী পুরুষ তখন কোন কামনা করে না— কোন স্বপ্নে সম্মোহিত হয় না।

সেই সুষুপ্তি অবস্থা—যে অবস্থায় জীব সুপ্ত হইয়া কোন কামনা করে না—কোন স্বপ্ন দেখে না—তখন জীব 'হিতা' নামক নাড়ীতে অবস্থান করে, তখন জীব আপনাকে দেবতার ন্যায়—রাজার ন্যায় কল্পনা করে—'এ সমস্তই আমি' বলিয়া তাহার অনুভূতি হয়। এই সর্ব্বাত্মভাবই স্বপ্নদর্শী আত্মার যথার্থ স্বরূপ। ইহাই আত্মার সর্ব্বপ্রকার কামনাশূন্য—নিষ্পাপ—ভয়রহিত রূপ।

প্রিয়তমা স্ত্রীর সহিত সর্ব্বতোভাবে আলিঙ্গিত হইয়া, মানব যেমন অন্তরে বাহিরে তন্ময় হয়—তেমনি প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া বাহ্য-অভ্যন্তর কোন কিছুই জানিতে পারে না। ইহাই তাহার আপ্তকাম অর্থে পূর্ণকাম—আত্মকাম অর্থে—একমাত্র কাম্য—অকামরূপ—চিন্তার অতীত—লোকের অতীত—শোক-রহিত রূপ।

সেই তুরীয় অবস্থায় পিতার পিতৃত্বভাব থাকে না—মাতার মাতৃত্ব থাকে না—স্বর্গাদি লোকের কাম্যত্ব থাকে না—বেদের বেদত্ব-বোধ থাকে না—চণ্ডাল অচণ্ডাল হয়—উচ্চ-নীচ-ধনি-দীন ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত হয়—শ্রমণ, অশ্রমণ হয়—তাপস অতাপস হয়—তখন জীব পাপ-পুণ্যের অতীত—হৃদয়ের সমস্ত শোক-কামনা-সন্তাপ হইতে মুক্ত।

এই সুষুপ্তিসময়ে আত্মার যে দর্শন, ঘ্রাণ, বাক্‌শক্তি, শ্রবণ, স্পর্শ, বুদ্ধি থাকে না, তাহা জ্ঞানদৃষ্টি, ইন্দ্রিয়বুদ্ধিবৃত্তির অভাব নহে—অদ্বৈতের এই একাকার অবস্থায় যখন বিষয়-বিষয়ীর—দ্রষ্টা-দৃশ্যের ভেদজ্ঞান তিরোহিত—যে অবস্থায় তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় কোন বস্তুই নাই—তখন তাঁহা হইতে ভিন্ন কোন বস্তুকে—কিরূপে দর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ বচন মনন করিবে? যদি অন্য কিছু থাকিত—তবেই অপরে অপরকে দর্শন—আঘ্রাণ, আস্বাদন, বচন, শ্রবণ, মনন, স্পর্শন, বিজ্ঞান করিত। আত্মা তখন জলের ন্যায় স্বচ্ছ নির্ম্মল—অদ্বিতীয় দ্রষ্টারূপে প্রকটিত। জীব যে সকল বিষয়ে আনন্দ উপভোগ করে, তাহার কারণ, সেই সকল বিষয়ের মধ্যে রসস্বরূপ ব্রহ্ম প্রচ্ছন্ন; তাই সেই রসের আস্বাদনেই জীবের প্রভূত আনন্দ।

সম্রাট্, ইহাই আত্মার ব্রহ্মলোক—ব্রহ্মরূপী আশ্রয়—পরমা গতি—পরম ও চরম সম্পদ্—সর্ব্বোত্তম লোক—বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্পনাতীত আনন্দ।

অবিদ্যাবিভ্রমেই এই আনন্দ ভিন্নাকারে প্রকটিত, এই পরমানন্দের কণিকামাত্র উপভোগ করিয়াই জীবগণ আপনাকে ধন্য মনে করে।

অতঃপর ব্রহ্মানন্দের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিবার জন্য ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন :—

মনুষ্যগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধিশালী—লোকাধিপতি—সর্ব্বাপেক্ষা ভোগসুখসম্পন্ন, তাঁহার যে আনন্দ—তাহাই মনুষ্যসম্প্রদায়ের চরম আনন্দ। জিতলোক = অর্থে পিতৃলোকের আনন্দ সেই ভোগসুখসম্পর্কিত মানবপ্রধানের আনন্দের শতগুণ। সেই পিতৃগণের আনন্দের শতগুণ আনন্দ গন্ধর্ব্বলোকের; কর্ম্মদেবগণের আনন্দ আবার গন্ধর্ব্বলোকের আনন্দের শতগুণ। 'আজান' = অর্থে যাঁহারা প্রথমেই দেবতা হইয়া জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের আনন্দ কর্ম্মদেবগণের আনন্দের শতগুণ। প্রজাপতিলোকের আনন্দ আবার সেই 'আজান' দেবগণের আনন্দের শতগুণ। প্রজাপতিলোকের শত আনন্দ—নিষ্পাপ নিষ্কাম ব্রহ্মজ্ঞ শ্রোত্রিয়ের একটিমাত্র আনন্দের সমতুল্য। ইহাই পরম আনন্দ—ইহাই ত' ব্রহ্মলোক।

রাজর্ষি জনক বলিলেন—আমি ধন্য—কৃতকৃতার্থ। মহর্ষি, আপনার অপার করুণা, এবার কৃপা করিয়া আমাকে মোক্ষের শেষ সিদ্ধান্ত উপদেশ করুন।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, মেধাবী রাজা তাঁহার অনন্ত জ্ঞান-বিদ্যার চরম সিদ্ধান্ত জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়া বিচলিত—ভীত হইলেন—কিন্তু সে ভীতি জ্ঞানের দুর্ব্বলতা নহে।

মহর্ষি পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, আত্মা সেই স্বপ্নাবস্থার প্রসন্নতায় রমণ—পরিভ্রমণ করিয়া পাপ-পুণ্যের ফল—সুখ-দুঃখ দর্শন, করিয়া পুনরায় জাগ্রতাবস্থার দিকে প্রধাবিত হন। নানাবিধ দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ শকট যেরূপ বিকট শব্দ করিতে করিতে চলিতে থাকে, শরীরাভিমানী—জীবাত্মারও সেইরূপ ঊর্দ্ধশ্বাস উপস্থিত হইলে, প্রজ্ঞাসংজ্ঞক পরমাত্মা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া মর্ম্মান্তিক শব্দ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

আম্রফল, ডুম্বুর, অশ্বত্থফল যেমন সুপক্ক হইয়া ক্রমে শুষ্ক শীর্ণ হইয়া বৃন্তচ্যুত হয়, তেমনি জরার বিস্তারে—সন্তাপকর রোগাদির প্রভাবে মুমূর্ষু পুরুষের ঊর্দ্ধশ্বাস সমুপস্থিত হইলে, শরীরবিমুক্ত হইয়া, প্রাণাদি সাধনসমূহ লাভ করিবার জন্য নিজ নিজ কর্ম্মানুযায়ী উৎপত্তির উদ্দেশ্যে প্রধাবিত হয়।

শক্তিমান্ রাজা কোন স্থানে যাইবার পূর্ব্বেই যেমন সারথি রথ সজ্জিত রাখে, প্রজাগণ তাঁহার বাসভবন, খাদ্য, পানীয় প্রভৃতির ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই করিয়া রাখে; সুসজ্জিত করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করে—তেমনি সমস্ত ভূতগণ সেই দেহবিমুক্ত আত্মারূপী জ্ঞানীর জন্য সকল উপকরণ পূর্ব্ব হইতেই সুসজ্জিত করিয়া প্রতীক্ষা করে। দুষ্ট প্রজাগণও যেমন রাজা যাইতেছেন জানিয়া তাঁহার অনুগমন করে, তেমনি মৃত্যুকালে ঊর্দ্ধশ্বাস উপস্থিত হইলে, আত্মা দেহ হইতে বহির্গমনের উপক্রম করিবামাত্র সমস্ত প্রাণ=চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ সেই আত্মার অনুগমন করিয়া থাকে।

চতুর্থ ব্রাহ্মণে—মৃত্যুর অধিকার-সীমা অতিক্রম।

শ্রুতি প্রথমে লোকপ্রসিদ্ধ মৃত্যুর অবস্থা বর্ণনা করিয়া, আত্মার মুক্তির সুব্যাখ্যা করিতেছেন:—

লোকান্তর-প্রস্থানোদ্যত সেই পুরুষ মৃত্যুসময়ে বলহীন অবসন্ন সম্মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। চক্ষু প্রভৃতি প্রাণবর্গ আত্মার অভিমুখে গমন করে। দূরদেশে যাত্রার অভিলাষিগণ যেমন গমনসময়ে তাহাদের তৈজসাদি একত্রিত করে, তেমনি বহির্গমনোন্মুখ আত্মাও ইন্দ্রিয়াদি তৈজসসমূহ হৃদয়পদ্মে সমাহৃত করেন। চক্ষুর অধিদেবতা সূর্য্য তখন স্বকার্য্যে নিবৃত্ত হন—চক্ষুর রূপদর্শনশক্তি বিলুপ্ত হয়। তখন চক্ষু, রসনা, বাক্, শ্রবণ, মন, স্পর্শশক্তি, বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হৃদয়াকাশে একীভূত—অনুভবশক্তি—কার্য্যকরী শক্তি—স্তব্ধ হয়। সেই সময় হৃদয়ের অগ্রভাগ—আত্মা যে পথে নির্গত হইবেন—সেই নাড়ীর দ্বার আত্মজ্যোতিতে উদ্ভাসিত

হয়। সূর্য্যলোকে যাইতে হইলে চক্ষুপথে—ব্রহ্মলোকে যাইতে হইলে ব্রহ্মরন্ধ্রপথে—জ্ঞান ও কর্ম্মানুসারে অন্যলোকে যাইতে হইলে আত্মা শরীরের অন্যান্য অবয়বের দ্বার দিয়া নিক্রান্ত হন। সেই বিজ্ঞান-আত্মা যখন পরলোকের উদ্দেশ্যে শরীর ত্যাগ করেন, তখন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়রূপী প্রাণবর্গও অনুগমন করে। তাঁহার ঐহিক উপাসনা—কর্ম্ম—প্রাক্তন—জ্ঞান—সংস্কারও আত্মার অনুসরণ করে।

পক্ষী যেমন এক বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া অপর বৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে, আত্মার দেহান্তরগ্রহণও ঠিক সেইরূপ কি না, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাহা সুবিবৃত করিতেছেন :—

জলৌকা=জোঁক যেমন পূর্ব্বগৃহীত তৃণের শীর্ষপ্রান্তে যাইয়া, অপর একটি তৃণ গ্রহণ করিয়া আপনাকে সংহৃত করে=অর্থে পশ্চাদ্‌ভাগ সম্মুখের অংশে সন্নিবেশিত—সঙ্কুচিত করে ;—আত্মাও তেমনি বর্ত্তমান শরীর ত্যাগ করিয়া, চেতনাশূন্য করিয়া নূতন দেহ অবলম্বন করেন। *

অতঃপর নূতন দেহারম্ভের উপাদান সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন :—

স্বর্ণকার যেমন পূর্ব্বসঞ্চিত স্বুবর্ণের অংশ লইয়া তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ গলিত করিয়া আবার নূতন রমণীয় অলঙ্কার প্রস্তুত করে, † পরলোকগমনোদ্যত আত্মাও তেমনি বর্ত্তমান দেহ ত্যাগ করিয়া—নিহত—চেতনাবিহীন করিয়া পিতৃলোক—গন্ধর্ব্বলোক—দেবলোক—প্রজাপতি-লোকগমনোপযোগী ব্রহ্মলোক-লাভের উপযুক্ত কিম্বা—প্রাণিজগতের কল্যাণময় নূতন শরীর গ্রহণ করেন।

পরলোকগমনোদ্যত আত্মার যে সমস্ত উপাধি—'বন্ধন' নামে অভিহিত—যাহাদের সংযোগে জীবাত্মা তন্ময়—জগতে সগুণব্রহ্মরূপে উপাসিত—অতঃপর শ্রুতি সেই নির্গুণব্রহ্মরূপী পরমাত্মাতে বিভিন্ন গুণের সমন্বয় প্রদর্শন করিতেছেন :—

* হায় অদৃষ্ট-বিড়ম্বনা! শিক্ষালোকদীপ্ত বর্ত্তমান যুগে এই মৃত্যুরহস্য—পরলোক-প্রজ্ঞান জানিবার জন্য পাশ্চাত্য দার্শনিকের পদাশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। কিন্তু কত শতাব্দী—কত কল্পনাতীত যুগ পূর্ব্বে মহিমময় আর্য্যঋষি এই পর-লোক—প্রজ্ঞানের স্বরূপ তত্ত্ব সুবর্ণনা করিয়া, মৃত্যুবিভীষিকা অতিক্রম করিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয়গণের অপূর্ব্ব কুহেলিকাবিস্তারনৈপুণ্যে তাহা অজ্ঞানতিমিরে চির-সমাচ্ছন্ন। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ—ভৌতিক-তত্ত্ব আবিষ্কারে অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়-সম্পন্ন বৈজ্ঞানিকগণ জ্ঞানগঙ্গোত্রীর কোন্ মূল উৎস হইতে এই বিজ্ঞান-প্রজ্ঞান সংগ্রহ করিয়া জগতে অমরত্ব অর্জ্জন করিতেছেন দেখুন।

† তাহা হইলে ভারতের বৈদিকযুগে স্বর্ণও ছিল—স্বর্ণালঙ্কারের ব্যবহার ও নির্ম্মাণ-বিধিও প্রবর্ত্তিত ছিল।

আত্মা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মস্বরূপই বটে—কিন্তু উপাধিযোগে বিজ্ঞানময়=বুদ্ধির সহিত অভিন্ন; মনোময়=মনের সহিত অভিন্ন; এইরূপে—প্রাণময়—চক্ষুর্ম্ময়—শ্রোত্রময়—পৃথিবীময়—জলময়—বায়ুময়—আকাশময়—তেজোময়—অতেজোময়—কামময়—অকামময়—জ্ঞানময়—ক্রোধময়—অক্রোধময়—ধর্ম্মময়—অধর্ম্মময়—সর্ব্বময়—প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বস্তুময়—পরোক্ষ-বস্তুময়। জীব যেরূপ কর্ম্ম ও আচারের অনুষ্ঠান—অনুশীলন করে, সেইরূপ অধম ও উত্তম—পাপ ও পুণ্যবান্ হয়।

ইহার পর কর্ম্মফল ও সংস্কারের বিচার সমাপন করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন :—

যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে—জ্ঞানরহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করে—মৃত্যুর পর তাহারা অন্ধতমে—সংসারের কারণস্বরূপ অজ্ঞানে প্রবেশ করে। যাহারা কর্ম্মপ্রতি-পাদক বেদবিদ্যায় নিরত থাকে—উপনিষদের অর্থ উপলব্ধি করে না—মৃত্যুর পর তাহারা আত্মদর্শন-জ্ঞানের অভাবে তদপেক্ষা অধিকতর অজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন—আনন্দহীন হয়। আর যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব বিজ্ঞাত হন—তিনি জন্ম-মরণ-প্রবাহের উচ্ছেদ করিয়া অমরত্ব—বিমুক্তি লাভ করেন।

অদ্বৈতবাদের পুনঃ প্রবর্ত্তক, আচার্য্য শঙ্করও তর্কযুদ্ধে ঠিক এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—কর্ম্মকাণ্ডের যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে যদি কল্পব্যাপী স্বর্গবাসও সম্ভব হয়, তাহাতেই বা কি ফল—ভোগাবসানে আবার ত' এই জন্ম-জরা-মরণশীল সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিয়া, আবার অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে? জ্ঞানকাণ্ডের উপাসনায় আত্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম কর। জগতে একমাত্র সত্য ব্রহ্মজ্ঞানের উপলব্ধি না হইলে মুক্তিলাভ কোনমতেই ত' সম্ভব হইবে না।

ব্রহ্মানন্দলাভের মুক্ত অবস্থা কিরূপ, ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বর্ণনা করিতেছেন :—

মুমুক্ষু পুরুষ যখন ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের অধীশ্বররূপে সেই আত্মাই স্বপ্রকাশ বলিয়া, প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করেন—সেই ঈশান আত্মার সহিত একত্ব-বোধ উপলব্ধি করেন—তখন তিনি আর সেই সর্ব্বেশ্বর হইতে আপনাকে গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না। সেই আত্মদর্শনের ফলে আর কাহারও নিন্দা করিতে পারেন না। সম্বৎসর যাঁহাকে স্পর্শ না করিয়াই দিবসের সহিত পরিবর্ত্তিত হয়, দেবগণ তাঁহাকে জ্যোতির জ্যোতিঃ অমৃত-আয়ু বলিয়া উপাসনা করেন।

দেবতা, গন্ধর্ব্ব, পিতৃগণ, অসুর, রাক্ষসী এই 'পঞ্চজন', কিম্বা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ এই পঞ্চশ্রেণী এবং সূক্ষ্ম আকাশ যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত, সেই

আত্মাই অমৃত-ব্রহ্ম। হৃদয়ে তাঁহার ধ্যানেই অমৃতত্বলাভ সম্ভব। প্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় সেই চৈতন্যস্বরূপ আত্মার জ্যোতির দ্বারাই উদ্ভাসিত।

সেই ব্রহ্মকে পরিশুদ্ধ মনের সাহায্যেই কেবল দর্শন করিতে হইবে—এখানে যে একই সব—বহুত্ব নাই—তিনি ভেদরহিত—ভেদজ্ঞান দ্বারা উপাসনা করিলে যে মৃত্যু হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়;—পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ-প্রবাহ ভোগ করে।

ব্রহ্ম অপ্রমেয়—ধ্রুব—শুদ্ধ—জ্ঞানস্বরূপ—নিত্য কূটস্থ=তাঁহাকে সর্ব্বদা এক বলিয়া বুঝিতে হইবে—তিনি পাপপুণ্যাদি ফলরহিত—সূক্ষ্ম আকাশ হইতেও অতি সূক্ষ্ম—পরম মহৎ—কূটস্থ=একরূপে সদা বিদ্যমান।

ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ ধীর—আত্ম-অভিমানশূন্য—তিনি আত্মাকে শাস্ত্ররূপে—প্রজ্ঞাকে আচার্য্যরূপে কল্পনা করিয়া সমস্ত সংশয়-নিবৃত্তি করিয়া, অপরোক্ষ অনুভূতিজ্ঞান লাভ করেন। ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি বহুতর শব্দচিন্তা করেন না;—তাহাতে কেবল বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানি ও অবসাদ জন্মে মাত্র।

ব্রহ্ম মহান্—সর্ব্বব্যাপী—অজর=জন্মরহিত—বুদ্ধিবিজ্ঞানের সমন্বয়ে বিজ্ঞান-ময়—সকলের প্রভু—সকলের ঈশ্বর—সকলের অধিপতি—হৃদয়াকাশমধ্যবর্ত্তী পরমাত্মায় অবস্থিত—সাধু অসাধু কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার উপচয় অপচয় সম্ভব নহে—তিনি যে সর্ব্বেশ্বর—সর্ব্বনিয়ন্তা—ভূতাধিপতি—সর্ব্বভূতপালক—লোকসমূহের বিভাজক, আবার ধারক-সেতুস্বরূপ।

ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ—মানবগণ যজ্ঞ, দান, তপস্যার দ্বারা তাঁহাকেই জানিবার বাসনা করেন—মুনিগণ তাঁহারই ধ্যানে মননশীল হন—সন্ন্যাসিগণ আত্মলোক-লাভের জন্য প্রব্রজ্যা—সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। আর জ্ঞানিগণ মনে করেন, আত্মদর্শনই আমাদের কাম্যজ্ঞান—সন্তান দ্বারা আমরা আবার কি ফল লাভ করিব? পুত্রকামনা—বিত্তকামনা—স্বর্গাদি লোককামনায় বিরত হইয়া, তাঁহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আত্মচিন্তায় সমাহিত হন।

'স এব নেতি নেতি আত্মা' তিনি ইহা নহেন—ইহাই তাঁহার একমাত্র পরিচয়। তিনি ইন্দ্রিয়নিচয়ের গ্রহণশক্তির অতীত—অজ্ঞেয় বলিয়া অগৃহ্য; তাঁহার শীর্ণতা সম্ভব নহে, বলিয়া অশীর্ণ; অনাসক্ত বলিয়া অসঙ্গ; ব্যথার অতীত বলিয়া অসিত; তিনি কৃতাকৃত ফলচিন্তার পরপারে অবস্থিত। সেই জন্যই আত্ম-দর্শী পুরুষ কৃতাকৃত পাপপুণ্য অতিক্রম করেন—কোন সন্তাপেই ব্যথিত হয়েন না।

ব্রহ্মবিদ্ পুরুষের মহিমা—সম্পদ্-বৈভব বিভূতি উদভ্রান্ত-বর্জ্জিত—কর্ম্মানুষ্ঠানে তাহার হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভব নহে। তিনি শান্ত, দান্ত, সংযত, তিতিক্ষু, সমাহিত, রজোগুণে অনাসক্ত—সর্ব্ববিধ কামনাবর্জ্জিত ;—ব্রহ্মানন্দলাভে সর্ব্বদা আনন্দময়।

ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হে সম্রাট্, আপনি জগতের সেই অতুল্য সম্পদ্—অলৌকিক আনন্দ—ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়াছেন।

রাজর্ষি জনক বলিলেন,—মহর্ষি, আপনার জ্ঞানজ্যোতিঃ-সম্পাত-সম ব্রহ্মজ্ঞান লাভে আমি ধন্য—কৃতকৃতার্থ—এই বিদেহরাজ্যে আর আমার কোন প্রয়োজন নাই—আমি আপনার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিতেছি, দয়া করিয়া আমাকে আপনার পদাশ্রয় প্রদান করুন।

জনক-যাজ্ঞবল্ক্যপ্রসঙ্গের উদ্দেশ্য, শ্রুতি নিজেই বিবৃত করিয়া বলিতেছেন :—যিনি এই মহান্=সর্ব্বব্যাপী—অজ=জন্মরহিত—সর্ব্বভূতে অবস্থিত আত্মার অনুভূতি-জ্ঞান লাভ করেন, তিনি সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ অন্নভোগ করেন—সর্ব্বাত্মভাবসম্পন্ন হইয়া, সমস্ত কর্ম্মফলরাশি উপভোগ করেন। আর যিনি এই মহান্, অজর, অমর, অভয় ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করেন, তিনি অভয় ব্রহ্মস্বরূপ।

[জ্ঞান-প্রজ্ঞান-সাধনাময় ভারতের বৈদিক যুগের পর জগতের সত্তায় কত শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হইয়াছে—বিশ্ববাসীর চিন্তা-সাধনাপ্রসূত কত বিজ্ঞানের গবেষণা আবিষ্কার—অনুশীলন সম্ভব হইয়াছে, কিন্তু এই শিক্ষালোক-দীপ্ত বিংশশতাব্দী পর্য্যন্ত, জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে এই ব্রহ্মবিদ্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান সঞ্চিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে কি ?]

পঞ্চম ব্রাহ্মণে—মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার সহধর্ম্মিণী মৈত্রেয়ীকে—ব্রহ্ম উপদেশ দিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে যাইতেছেন—এই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ—দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণের সম্পূর্ণ অনুরূপ। এ প্রসঙ্গ 'গ্রন্থ-প্রবেশের' ৪৭ পৃষ্ঠায় বিবৃত করিয়াছি, পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। উপসংহারে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আবার বিশেষ করিয়া বলিতেছেন :—

সৈন্ধব-লবণখণ্ড যেমন অন্তরে বাহিরে সমস্তটাই লবণময়—ভিতরে বাহিরে কোন বৈলক্ষণ্য নাই—সেইরূপ আত্মা অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র প্রজ্ঞানময়—প্রজ্ঞানঘন—প্রজ্ঞান ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন কিছুই নাই। এই প্রজ্ঞানময়

আত্মা ভূতগণকে অবলম্বন করিয়াই উত্থিত হয়,—জীবভাবে আবির্ভূত হয়—ভূতবর্গের নাশের সঙ্গেই বিলীন হয়—মৃত্যুর পর তাহার আর কোন সংজ্ঞা বা বিশেষ বোধ থাকে না। আত্মা কিন্তু সকল অবস্থাতেই অবিনাশী;—আত্মার কখনও বিনাশ-সম্ভব হয় না। 'সেই অমর আত্মা কেবল 'নেতি নেতি' প্রতীতিগম্য। সেই সর্ব্বজ্ঞানের আধার বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে? ইহাই অমৃত—মুক্তির সাধন। মৈত্রেয়ীকে এই উপদেশ দিয়া মহর্ষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আচার্য্য শঙ্কর ভাষ্যে মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণের দ্বিরাবৃত্তির কারণ উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন:—দ্বিতীয় অধ্যায়ের মধুকাণ্ডের মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে কেবল সিদ্ধান্ত-বাক্যে শ্রুতি ব্রহ্মজ্ঞানের নির্দ্দেশ করিতেছেন—আর চতুর্থ অধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্য-প্রকরণের মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে শ্রুতি যুক্তি-তর্ক-প্রমাণে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদন করিতেছেন।

ষষ্ঠ ব্রাহ্মণে—যাজ্ঞবল্কীয় কাণ্ডের বংশ-ব্রাহ্মণ।

ব্রহ্মবিদ্যার সম্প্রসারণের ঋষি ব্রহ্মর্ষি-মহর্ষিগণের নাম ও আচার্য্য-পরম্পরার তালিকা। সেই নিত্যবেদ-প্রতিভাত স্বয়ম্ভু ব্রহ্মকে প্রণাম।

পঞ্চম অধ্যায়—খিলকাণ্ড

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।

যজুর্ব্বেদের এই শান্তিপাঠ-মন্ত্র হইয়া বৃহদারণ্যক উপনিষদ সমাপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু ইহার পর পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় আবার কেন যে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। এই জন্য পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়কে অনেকেই খিলকাণ্ড বলিয়া থাকেন—আচার্য্য শঙ্করও এই মতের অনুবর্ত্তী। ইহা দেখিয়া মনে হয়, প্রথম যখন বৃহদারণ্যক উপনিষদ গ্রথিত হইয়াছিল—সেই সময় এই দুই অধ্যায় সন্নিবেশিত ছিল না। এই দুই অধ্যায় যে অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য যখন বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্য প্রণয়ন করেন, তৎপূর্ব্বেই এই দুই অধ্যায় সন্নিবেশিত হইয়াছিল। এই দুই অধ্যায় অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন হইলেও বহু অমূল্য উপদেশে সমৃদ্ধ। কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় সংযোগের একটি কারণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, কিন্তু বেদের ভিতর এইরূপ প্রক্ষিপ্তাংশ সংযোজিত হইয়াছে, আমরা তাহা বলিবার মত সাহস রাখি না। আমাদের মনে হয়, এই দুই অধ্যায় হয় ত' সংসারাশ্রমিগণের জন্যই উপদিষ্ট।

প্রথম ব্রাহ্মণে—ওঙ্কার-তত্ত্ব।

শান্তিপাঠ-মন্ত্রের অর্থ এইরূপ :—

ইন্দ্রিয়ের অগোচর কারণস্বরূপ ব্রহ্ম পূর্ণ; কার্য্যাত্মক ব্রহ্মও পূর্ণ; পূর্ণ জগৎ-কার্য্য পূর্ণ কারণ হইতেই অভিব্যক্ত ;—অবশেষে এই পূর্ণের পূর্ণস্বরূপ কর্ম্মজগৎ, আবার পূর্ণেই বিলীন হইলে, সেই পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।

'ওঁ খং ব্রহ্ম'—একটি মন্ত্র। এই মন্ত্রটি অন্যত্র ব্যবহৃত নহে—ধ্যানের জন্যই বিনিযুক্ত। শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন—

'এই ওঙ্কারই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন—উত্তম ধ্যান।' 'ওঙ্কারের ধ্যানে আত্মাতে সমাহিত হইবে।' 'ওম্ এই অক্ষরস্বরূপেই পরমপুরুষকে ধ্যান করিবে।' 'ওম্ ইত্যাকারে উদ্গীথ গান করিবে।'

শ্রুতি এখানে বলিতেছেন :—

আকাশাত্মক ব্রহ্ম ওঙ্কার-নাদের প্রতিপাদ্য। উক্ত 'খ'টি পুরাণ—চিরন্তন সত্য—পরমাত্মাকাশ ;—অর্থাৎ ভূতাকাশ নহে। কিন্তু কৌরব্যায়নী-পুত্র বলেন যে, ইহা বায়ুর আশ্রয় ভূতাকাশ। ওঙ্কারই সমস্ত বেদস্বরূপ—ওঙ্কারই সাধনা।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে—প্রজাপতির উপদেশ।

আবার আখ্যায়িকার আরোপ হইতেছে। প্রজাপতির তিন শ্রেণীর পুত্র—দেবতাগণ, মনুষ্যগণ ও অসুরগণ।

দেবতাগণ ব্রহ্মচর্য্য ও শিক্ষা সমাপন করিয়া পিতা প্রজাপতির নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলে, তিনি একটিমাত্র 'দ' অক্ষর উপদেশ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, তোমরা 'দ'কারের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ ? দেবগণ বলিলেন, হাঁ—বুঝিয়াছি, 'দ' অর্থে আপনি আমাদের দান্ত=দমগুণান্বিত—সংযমশীল হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। প্রজাপতি বলিলেন, বেশ। মনুষ্যগণকে ঐভাবে 'দ' অক্ষর উপদেশ দিয়া প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি বুঝিয়াছ ? মনুষ্যগণ বলিলেন—আপনি ত' 'দ' অর্থে দান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ব্রহ্মা বলিলেন, ভাল। অসুরগণকেও ঐভাবে উপদেশ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি বুঝিয়াছ ? তাহারা বলিল, আপনি ত' দয়াশীল হইবার জন্য উপদেশ দিতেছেন। ব্রহ্মা বলিলেন, ঠিক বুঝিয়াছ।

এখনও সেই দৈববাণী দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া মন্দ্রমেদুর 'দ—দ—দ' শব্দে মেঘগর্জ্জন ধ্বনিত হইয়া সেই উপদেশই প্রদান করে—তোমরা দান্ত হও—দানশীল হও—দয়াবান্ হও। এই রূপকের উদ্দেশ্য—মানব দান্ত—ত্যাগশীল—দয়াবান্ হইলে তবে উপাসনার অধিকারী হইবে।

তৃতীয় ব্রাহ্মণে—হৃদয়তত্ত্ব।

হৃদয় সর্ব্বাত্মক—হৃদয়ই ব্রহ্ম—হৃদয়স্থ বুদ্ধিই প্রজাপতি। হৃদয়শব্দটি ত' তিনটি অক্ষরের সমন্বয়। 'হৃ' অর্থে যিনি হৃদয়তত্ত্ব—আত্মতত্ত্ব অবগত—'দ' অর্থে যিনি অন্যের তৃপ্তির জন্য সেই জ্ঞান—সেই অনুভূতি দান করেন—'য' গমনার্থক—তিনি স্বর্গলোকে গমন করেন। ইহা হৃদয়ে আত্মসাধনার প্রশংসা।

চতুর্থ ব্রাহ্মণে—হৃদয়-ব্রহ্মের সাধনা।

হৃদয় ব্রহ্ম ;—হৃদয় সত্য—সৎ+তৎ, স্বরূপে মূর্ত্ত=আকৃতিবিশিষ্ট ; আবার অমূর্ত্ত=আকৃতিবিহীন, উভয়েরই স্বরূপ—পঞ্চভূতাত্মক। সত্যই ব্রহ্ম—যিনি সেই

প্রথমজ মহান্ যক্ষকে=সত্যরূপী প্রজাপতিকে সত্য বলিয়া জানেন, তিনিই বিশ্বজয়ী,—তিনি সর্ব্বলোক্ জয় করেন।

পঞ্চম ব্রাহ্মণে—সত্য ব্রহ্ম।

সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ জলরূপে—যজ্ঞাহুতিরূপ বাষ্পাকারে পরিণত ছিল—সেই জল হিরণ্যগর্ভ-নামক সত্যের সৃষ্টি করিল। সেই সত্যই মহত্বনিবন্ধন ব্রহ্ম—সেই ব্রহ্মই প্রজাপতিরূপী বিরাট্ পুরুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রজাপতি দেবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই জন্য দেবগণ সত্যেরই উপাসনা করেন।

ষষ্ঠ ব্রাহ্মণে—মনোময় ব্রহ্ম।

সেই সত্য-ব্রহ্ম—সকলেরই মনোময় মনোমধ্যে দৃষ্ট। তিনি সকলেরই ঈশান=সকলের অধিপতি—সকলের পালনকর্ত্তা—সকলের শাসক—নিয়ন্তা।

সপ্তম ব্রাহ্মণে—বিদ্যুদ্‌রূপী ব্রহ্ম।

কেহ কেহ বলেন, বিদ্যুৎই ব্রহ্ম। তিনি জ্ঞানের বিদ্যুৎ—বিদ্যুৎ-গুণ-সংযোগেই তাঁহার উপাসনা। মেঘান্ধকারের মত পাপান্ধকার—অজ্ঞানান্ধকার তিনি মুহূর্ত্তের জ্ঞানদীপ্তি-সঞ্চালনে বিদূরিত করেন।

সেই জন্যই বুঝি দক্ষিণেশ্বরের মূর্ত্তিমান্ বেদান্তরূপী ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন—যুগযুগান্তরের অজ্ঞান-অন্ধকার একটিমাত্র জ্ঞানের দীপ্তিতে মুহূর্ত্তে অপসারিত হয়।

অষ্টম ব্রাহ্মণে—বাক্যের প্রতীক।

বাক্যকে ধেনুস্বরূপে উপাসনা করিবে। বাক্যরূপা ধেনুর চারিটি স্তন—দুইটি স্তন দেবতার উপভোগ্য—একটি মানবের, অপরটি পিতৃগণের উপজীব্য। প্রাণ বৃষস্থানীয়—মন তাহার বৎসস্বরূপ।

নবম ব্রাহ্মণে—অগ্নিরূপী ব্রহ্ম।

অগ্নি বৈশ্বানররূপে মানব-শরীরে অবস্থিত। অগ্নির দ্বারাই ভুক্তান্ন পরিপাক হয়। কর্ণদ্বয় আবৃত করিলেও সে প্রজাপতি অগ্নির ঘোষ—ধ্বনি শ্রুত হয়। আসন্ন-মৃত্যু পুরুষ সে ধ্বনি শুনিতে পায় না।

দশম ব্রাহ্মণে—ব্রহ্মলোক।

জ্ঞানী পুরুষ দেহত্যাগের পর প্রথমে বায়ুমণ্ডলে—পরে সূর্য্যমণ্ডলে—পরে চন্দ্রমণ্ডলে উপস্থিত হয়। তাহার পর শোক-দুঃখবর্জ্জিত সদা আনন্দময় শাশ্বত ব্রহ্মলোকে প্রয়াণ করে।

একাদশ ব্রাহ্মণে—রোগযন্ত্রণা তপস্যা-স্বরূপ।

ব্যাধিরূপ সন্তাপ—রোগযন্ত্রণা—দুঃখভোগ একটি পরম তপস্যা;—ঐ সন্তাপই কর্ম্মক্ষয়ের নিদানস্বরূপ—ঐ তপস্যাপ্রভাবেই পাপরাশি দগ্ধ হয়। সংসার ত্যাগ করিয়া, বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া, অরণ্যাশ্রমী হওয়া যেমন পরম তপস্যা— মৃত্যুর পর অগ্নির দ্বারা শরীর ভস্মীভূত হইবে বলিয়া আনন্দ অনুভব করাও তেমনি তপস্যা।

দ্বাদশ ব্রাহ্মণে—অন্নরূপী ব্রহ্ম।

কেহ কেহ বলেন, অন্নই ব্রহ্ম। মহর্ষি মনু প্রভৃতির সিদ্ধান্ত—অন্নকে ব্রহ্ম-বুদ্ধিতে গ্রহণ করিবে—অভিনন্দিত করিবে। আবার কোন কোন আচার্য্যের মতে—অন্ন ব্রহ্ম নহে—প্রাণ ব্যতিরেকে যখন অন্নমাত্রই পচিয়া যায়—এ জন্য প্রাণই ব্রহ্মস্বরূপ। পরন্তু অন্ন ও প্রাণ উভয় দেবতাই একত্রিত হইয়া পরমত্ব—ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া থাকে।

ত্রয়োদশ ব্রাহ্মণে—প্রাণের উপাসনা।

'উক্থ'—গাথায় প্রাণই উপাসনা—প্রাণই যজুঃ—প্রাণই সাম—প্রাণই ক্ষাত্রশক্তির বলবীর্য্য। এই বিভিন্ন ভাবে প্রাণের সাধনায়—প্রাণের শ্রেষ্ঠতা-সম্পাদনে সাযুজ্য ও সালোক্যলাভ সম্ভব হয়।

চতুর্দ্দশ ব্রাহ্মণে—গায়ত্রী-সাধনায় রাজর্ষি জনকের উপদেশ।

ব্রহ্মই অষ্টাক্ষরযুক্ত গায়ত্রী—গায়ত্রীতে ত্রয়ী বেদের সমন্বয়—সত্যরূপী চক্ষুতে গায়ত্রীর তুরীয় পাদ প্রতিষ্ঠিত।

প্রাণ-সমূহই 'গয়' অর্থে গায়ত্রীর গায়ক। সেই প্রাণ-সমূহকে ত্রাণ করেন—দুঃখরহিত করেন বলিয়াই গায়ত্রী নামের প্রসিদ্ধি। প্রকৃত গায়ত্রীরহস্যবিদ্ ব্যক্তি জ্ঞানপ্রভাবে লোকজয়ী হইতে পারেন।

গায়ত্রী-প্রজ্ঞানের প্রশংসার জন্য শ্রুতি আবার রূপকের অবতারণা করিতেছেন:—

বিদেহাধিপতি ব্রহ্মবিদ্ জনক অশ্বতারাশ্বির পুত্র বুড়িলকে বলিতেছেন—বুড়িল, তুমি গায়ত্রীবিদ্ বলিয়া পরিচয় দিয়া, এইরূপ হস্তী হইয়া, বহন করিতেছ কেন ?

[ভাষ্যকার শঙ্কর বুড়িলের পরিচয় বোধ হয় এইরূপ দিতেছেন—পূর্ব্বজন্মে তিনি ঋষি ছিলেন—তিনি গায়ত্রী-রহস্য অবগত না হইতে পারায় মুক্তিলাভ সম্ভব হয় নাই—এ জন্মে জাতিস্মর হস্তী হইয়াছেন।]

বুড়িল বলিলেন—আমি যে গায়ত্রীর মুখ জানিতে পারি নাই।

জনক বলিলেন—অগ্নিই গায়ত্রীর মুখ। অগ্নিতে যেমন বহু ইন্ধন প্রদান করিলেও অগ্নি সমস্তই বিদগ্ধ করে, তেমনি গায়ত্রীরহস্যবিদ্ বহুপাপ করিলেও তাহা বিনষ্ট হইয়া—তিনি অগ্নির ন্যায় শুদ্ধ—পূত ;—গায়ত্রীস্বরূপ অমর—অজর হন।

পঞ্চদশ ব্রাহ্মণে—মৃত্যু-মুহূর্ত্তের প্রার্থনা।

জ্ঞানকর্ম্মের অনুশীলনকারী মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্তে আদিত্যকে গায়ত্রীর চতুর্থ পাদজ্ঞানে এইরূপ প্রার্থনা করিবেন:—হে সূর্য্য, তুমি জগৎপোষক সবিতা-স্বরূপ। তুমি যে ঐ জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলপাত্র দ্বারা সত্য-ব্রহ্মকে সমাচ্ছাদিত করিয়াছ, তাহা অপসারিত কর—আমি অন্তিম মুহূর্ত্তে সত্যব্রহ্মকে দর্শন করিয়া ধন্য হই। হে সূর্য্য—হে একর্ষে অর্থে—প্রধান ঋষি—হে যম অর্থে—সংযমনকারী—হে প্রাজাপত্য, তোমার রশ্মিসমূহ সঙ্কুচিত কর—তোমার দৃষ্টিপ্রতিঘাতী তেজঃপুঞ্জ অপসারিত করিয়া আমাকে সেই পরমব্রহ্মের বিশ্বকল্যাণময় মঙ্গলালয় সত্যরূপটি দেখাইয়া, আমার শেষ সাধ পূর্ণ কর। আমার প্রাণবায়ু বাহ্যবায়ুতে সম্মিলিত হউক—আমার এই নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইয়া দেহোপাদান পৃথিবীতে বিলীন হউক। হে প্রণবাত্মক সংকল্পময় মন, শেষ মুহূর্ত্তে সেই সত্যব্রহ্মকে স্মরণ করিতে বিস্মৃত হইও না। পুনঃপুনঃ স্মরণ কর। হে অগ্নি, তুমি আমার বুদ্ধিবৃত্তির কর্ম্মার্জ্জিত পাপরাশি বিদগ্ধ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম ব্রাহ্মণে—প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব-বিধান।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে গায়ত্রীই প্রাণস্বরূপ সুবিবৃত হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রুতি বলিতেছেন, প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। এজন্য, প্রাণেরই ঋক্, যজুঃ, সাম, ক্ষাত্র শক্তি-উপাসনা সুবর্ণিত। সেই সিদ্ধান্ত আবার প্রামাণ্য যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে।

বাক্ই বসিষ্ঠা—বাগ্‌বিভূতিই শক্তি। চক্ষুঃ প্রতিষ্ঠা—সম ও দুর্গম স্থান চক্ষুই দর্শন করে। শ্রবণই সম্পদ্—শ্রবণশক্তিসম্পন্ন পুরুষের পক্ষেই বেদাধ্যয়ন সম্ভব। মনই প্রসিদ্ধ আয়তন—ইন্দ্রিয়রূপাদির আশ্রয়। মনের আশ্রয়ে থাকিয়াই আত্মার ভোগ সম্পন্ন হইয়া থাকে। রেতোরূপী জননেন্দ্রিয় প্রজাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। আবার আখ্যায়িকার আরোপ করিয়া বুঝাই-তেছেন :—

এক সময়ে প্রাণ ও বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট বিচারপ্রার্থী হইয়াছিল। ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন —যে প্রাণ শরীর হইতে নির্গত হইলে লোকে শরীরকে অস্পৃশ্য মনে করে, তোমাদের মধ্যে সেই প্রাণই শ্রেষ্ঠ।

বাক্, চক্ষু, শ্রবণ, মন, রেতঃ শরীর হইতে চলিয়া গেলেও জীবনধারণ সম্ভব হইল, কিন্তু প্রাণ নির্গত হইবার উপক্রম করিলে আর এক মুহূর্ত্তও জীবিত থাকিবার আশা নাই দেখিয়া, সকলেই মুখ্যপ্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিল। বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রাণেরই আশ্রিত হইল।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে—পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা।

পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা আখ্যায়িকার রূপকপ্রসঙ্গে পরলোকিতত্ত্ব ও জন্মরহস্য নির্ণীত হইতেছে :—

এক সময়ে আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু পঞ্চালরাজ জৈবালি প্রবাহণের রাজ-সভায় গমন করিয়াছিলেন। পঞ্চালরাজ তখন ভৃত্য দ্বারা শরীর-সম্বাহন= পদসেবা করাইতেছিলেন। তিনি শ্বেতকেতুকে অবজ্ঞা করিয়া প্রশ্ন করিলেন— ঋষিপুত্র, তুমি তোমার পিতার নিকট হইতে উত্তমরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছ ত'?

শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন—ওম্—হাঁ। পঞ্চালরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—(১) তুমি কি জান, লোক মৃত্যুর পর যাইতে যাইতে কোথায় বিচ্ছিন্ন হয়? (২) পরলোকগত লোকেরা আবার কিরূপে ফিরিয়া আসে, জান কি? (৩) মৃত্যু-রাজ্যে এখান হইতে ক্রমাগত বহুলোক গমন করিতেছে, তবুও সে স্থান পূর্ণ হয় না কেন, বলিতে পার? (৪) তুমি কি সেই যজ্ঞিয় আহুতিনিচয়ের নাম জান—যে আহুতিতে স্নাহুত হইয়া, মৃত পুরুষ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, আবার জন্মলাভ করে—আবার বাক্‌শক্তিসম্পন্ন হয়? (৫) দেবযান পিতৃযান নামক পথের প্রতিপদ্ তুমি জান কি?—সেই পথপ্রাপ্তির উপায় কি?—অর্থে দেবলোক—পিতৃলোকলাভের উপায় কি? মন্ত্রে শুনিয়াছি, পিতৃলোক—দেবলোকের দুইটি সুগম পথ আছে। মৃত্যুর পর মানব সেই পথ দিয়া স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ লোকে গমন করে, সেই পথের নির্দ্দেশ তুমি জান কি?

শ্বেতকেতু লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—না মহারাজ, এই সকল প্রশ্নের একটির উত্তরও আমি জানি না।

পঞ্চালরাজ তখন শ্বেতকেতুকে মহাসমাদরে সেইখানে অবস্থান করিবার জন্ম সাদরে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু অভিমানী শ্বেতকেতু ক্ষণমাত্র সেখানে অবস্থান করিলেন না। পিতার নিকট ফিরিয়া আসিয়া অনুযোগ করিয়া বলিলেন, পিতা, আপনি বলিয়াছিলেন, আমাকে সম্পূর্ণ শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন—কিন্তু আমি, পঞ্চালরাজের পাঁচটি প্রশ্নের একটিরও কোন উত্তর দিতে না পারিয়া, অপমানিত হইয়া ফিরিয়াছি। তাঁহার পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সুবোধ, সেই পাঁচটি প্রশ্ন কি কি? শ্বেতকেতু প্রশ্ন পাঁচটির উল্লেখ করিলেন। ঋষি বলিলেন, ইহার উত্তর আমিও জানি না। আমার যতদূর জ্ঞান-বিদ্যা, তাহাই তোমাকে প্রদান করিয়াছি—চল, আমরা উভয়ে রাজার নিকট গমন করিয়া বিদ্যা লাভ করি। পুত্র অভিমানে পঞ্চালরাজের নিকট গমন করিলেন না—ঋষি গৌতম রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন। পঞ্চালরাজ মহাসমাদরে তাঁহার পাদপ্রক্ষালন করিয়া, অর্চ্চনা করিলেন; ঋষির একান্ত অনুরোধে তাঁহাকে বর-প্রদানে সম্মত হইলেন। ঋষি বলিলেন—আপনি আমার পুত্রকে যে পাঁচটি প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার সম্যক্ উত্তর আমাকে প্রদান করুন—ইহাই আমার প্রার্থিত বর। রাজা বলিলেন, আপনার বাঞ্ছিত বর—দেবসম্পর্কিত—দেবতার প্রাপ্য—মনুষ্যলোকে সম্ভবমত বর প্রার্থনা করুন।

ঋষি গৌতম বলিলেন,—আপনি ত' জানেন, আমি স্বর্ণ—গো—অশ্ব—দাস-দাসী, পরিধান, আশ্রয় কিছুরই প্রার্থী নহি—আমি বিদ্যার্থী—জ্ঞানপ্রার্থী।

রাজা বলিলেন,—তবে বররূপে নহে—বিনীত শিষ্যের মত উপদেশ গ্রহণ করুন। আপনার পূর্ব্বপিতামহগণ কখনও আমাদের অপরাধ লইতেন না, আপনিও আমার অপরাধ লইবেন না। এই পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা কোন ব্রাহ্মণই জানেন না—আপনার সকাতর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া সেই পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা আপনাকে দান করিতেছি।

পঞ্চাগ্নি-বিজ্ঞানের আরোপ করিয়া, চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর প্রথমে দিলে অন্য চারিটি প্রশ্নের উত্তর সহজবোধ্য হইবে বুঝিয়া, রাজা প্রথমে চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

প্রথমাগ্নি-বিদ্যা :—দ্যুলোককে প্রথম অগ্নিরূপ কল্পনা করিয়া, আদিত্য তাহার কাষ্ঠ—রশ্মিসমূহ তাহার ধূম—দিবস তাহার শিখা—দিক্‌সমূহ তাহার অঙ্গার-রাশি = উপশম ;—অগ্নি প্রভৃতি কোণনিচয় তাহার স্ফুলিঙ্গ, এইরূপ চিন্তা করিয়া, যদি অগ্নিহোত্র যজ্ঞের মত কোন যজ্ঞানুষ্ঠান সম্ভব হয়, তবেই ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই দ্যুলোক-অগ্নিতে যে শ্রদ্ধারূপ আহুতি প্রদান করেন, সেই আহুতি হইতে পিতৃগণ-ব্রাহ্মণগণের রাজা সোম = অর্থে চন্দ্র ও সোমরস সমুদ্ভূত হয়।

দ্বিতীয়াগ্নি-বিদ্যা :—রাজা বলিলেন,—পর্জ্জন্য—অর্থে বৃষ্টির উপকরণ দ্রব্যের অভিমানী দেবতা, যেন দ্বিতীয় অগ্নি—সম্বৎসর তাহার সমিধ্—বর্ষণোন্মুখ মেঘ তাহার ধূম—বিদ্যুৎ তাহার শিখা—বজ্র তাহার উপশমরূপী অঙ্গারসমূহ—বজ্রধ্বনি স্ফুলিঙ্গ, এইরূপ যজ্ঞকল্পনায় পর্জ্জন্যরূপ অগ্নিতে দেবগণ যে রাজা সোমনামে প্রসিদ্ধ, সোমরসকে শ্রদ্ধারূপ আহুতি প্রদান করেন, তাহাতে বৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হয়।

তৃতীয়াগ্নি-বিদ্যা :—প্রাণিগণের জন্ম ও ভোগনিকেতন বর্ত্তমান লোক তৃতীয় অগ্নি—পৃথিবী তাহার সমিধ্—প্রসিদ্ধ অগ্নিই তাহার ধূম—রাত্রি তাহার ছায়ারূপ শিখা—চন্দ্র তাহার উপশম-রূপ অঙ্গার—নক্ষত্রসমূহ স্ফুলিঙ্গরাশি—এইরূপ যজ্ঞ-কল্পনায় দেবতাগণ বৃষ্টিরূপ যে শ্রদ্ধা-আহুতি প্রদান করেন, তাহাতেই অন্ন সমুৎপন্ন হয়।

চতুর্থাগ্নি-বিদ্যা :—হস্তপদাদি সংযুক্ত এই পুরুষই চতুর্থ অগ্নি—মুখবিবর তাহার সমিধ্—প্রাণ তাহার ধূম—বাক্ = শব্দ তাহার শিখা—চক্ষু তাহার উপশম = অঙ্গার—শ্রবণ তাহার স্ফুলিঙ্গ—এইরূপ যজ্ঞে দেবগণ যে অন্ন আহুতি প্রদান করেন, তাহাতে রেতঃ সমুৎপন্ন হয়। ইন্দ্রাদি দেবগণ ইন্দ্রিয়গণের

অধিদেবতা—দেহমধ্যে তাঁহারাই প্রাণরূপে বিরাজমান—তাঁহাদের অন্নাহুতির পরিণাম রেতঃ—শুক্র উৎপাদন।

পঞ্চমাগ্নি-বিদ্যা :—হে গৌতম, স্ত্রী পঞ্চম অগ্নি—উপস্থ তাহার সমিধ্—লোমসমূহ তাহার ধূম—যোনি তাহার শিখা—মৈথুন তাহার উপশমরূপ অঙ্গার—ক্ষুদ্র আনন্দসমূহ স্ফুলিঙ্গ—সেই পঞ্চম অগ্নিতে দেবগণ যে রেতঃ আহুতি প্রদান করেন, সেই আহুতি হইতে হস্তপদাদিযুক্ত পুরুষ আবির্ভূত হয়। যত কাল তাহার কোন কর্ম্ম থাকে, তত কাল দেহে অবস্থান করিয়া জীবিত থাকে—কর্ম্মক্ষয় হইলে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়।

মৃত্যুর পর জ্ঞাতিগণ মৃতপুরুষকে যখন অগ্নিসৎকারের জন্য লইয়া যায়, তখন সেই প্রসিদ্ধ অগ্নিই অগ্নি—ধূমই ধূম—শিখাই শিখা—স্ফুলিঙ্গই স্ফুলিঙ্গ—সেই চিতা-অগ্নিতে মৃতশরীর অন্তিম আহুতিরূপে আহুতি দিয়া যে হোম হইয়া থাকে, সেই আহুতি হইতে ভাস্বরবর্ণ পুরুষ প্রাদুর্ভূত হয়।

প্রথম ও পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর ঃ—যাঁহারা এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা-রহস্য সু-অবগত হইয়া, বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া, অরণ্যে ব্রহ্মচিন্তায় সমাহিত হইয়া সত্যব্রহ্ম—হিরণ্যগর্ভের ধ্যানে আত্মনিবেদন করেন, তাঁহারা দেহত্যাগের পর প্রথমে জ্যোতিরভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন=অর্থে তাঁহারা জ্যোতির্ম্ময় দেহ প্রাপ্ত হন—পরে সূর্য্যলোক—দেবলোক পরিভ্রমণ করিয়া ব্রহ্মলোকে বাস করেন=অর্থে মুক্তিলাভ করেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর ঃ—আর যাঁহারা সকাম-কর্ম্মের উপাসনায় যজ্ঞ, দান, তপস্যার দ্বারা স্বর্গাদিলোকলাভের কামনা করেন, অর্থে স্বর্গবাসের বাসনা করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর প্রথমে, ধূমকে প্রাপ্ত হন, ধূমের পর তাঁহারা আকাশে সমতা লাভ করেন। আকাশের পর, বায়ু—বায়ুর সাম্য হইতে বৃষ্টির সহিত মিলিত হইয়া পৃথিবীতে বর্ষিত হয়। পরে শস্যের সহিত মিলিত হইয়া, অন্নরূপে পুরুষরূপ অগ্নিতে আহুত হইয়া বীর্য্যরূপে পরিণত হয়। স্ত্রী-অগ্নিতে পুরুষবীর্য্যের আহুতিতে আবার জন্মলাভ করে। এইরূপ প্রণালীচক্রে আবর্ত্তিত হইয়া মনুষ্য, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণিজগতের বিভিন্ন যোনিতে ক্রমাগত পরিভ্রমণ করে। সুতরাং পরলোক পূর্ণ হয় না।

তৃতীয় ব্রাহ্মণে—মন্থ-বিজ্ঞান।

মহত্বলাভের জন্য মন্থহোম—মন্থ মন্ত্র—মন্থ উপকরণ—মন্থদ্রব্য-মিশ্রণ—মন্থ-ভক্ষণ বিধান—মন্থকর্ম্মের প্রশংসা—

মন্ত্রবিদ্যার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন :—

এই মন্ত্রবিদ্যা শাখাবিহীন শুষ্কবৃক্ষেও নিক্ষিপ্ত হইলে, তাহা নূতন শাখাসম্পন্ন—পল্লবিত—প্রস্ফুনিত হয়।

মন্ত্রকর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকারপ্রসঙ্গে শ্রুতি বলিতেছেন :—

পৃথিবীই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতবর্গের সারভূত রসস্বরূপ—পৃথিবীই উহাদের দেহোপাদান। জল আবার পৃথিবীর সার। জল হইতেই পৃথিবীর জন্ম। জলের সার তৃণলতা—তৃণলতার সার পুষ্পসমূহ—পুষ্পের সার ধান্য-যবাদি শস্য ও ফল। শস্য ও ফলের সার পুরুষ—কারণ, পুরুষের দেহ অন্নময়। পুরুষের সার শুক্র—শুক্র পুরুষের সর্ব্বাঙ্গ হইতে নিঃসৃত।

ইহার পর কামবিজ্ঞান—সু-প্রজনন-বিদ্যা—গর্ভাধান—গর্ভনিরোধ—অভিচার—নামকরণ—জাতকর্ম্ম—স্তন্য-অমৃতধারার স্তব। পরিশেষে স্তন্যদায়িনী মাতৃ-মূর্ত্তির উপাসনা।

হে বীরপ্রসবিনি! তুমি স্তবনীয়া সন্তান-জননী—মহর্ষি বশিষ্ঠের সহধর্ম্মিণী—অরুন্ধতীরূপে তুমি গৃহে ও হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। তোমারই অধিষ্ঠানে গৃহ মঙ্গলালয় হইয়াছে। বীরপুত্র প্রসব করিয়া, তুমি জাতিকে বীর্য্যবান্—শৌর্য্যসম্পন্ন—প্রতিভাবান্ কর। তোমার প্রসূত পুত্র, তোমার স্তন্যনিঃসৃত অমৃতধারা পানে জ্ঞানে—প্রজ্ঞানে—প্রতিভায়—বীরত্বে পুণ্যকর্ম্মভূমি ভারতবর্ষ সমুজ্জ্বল করুক।

শ্রুতি ধ্বংসরূপী মৃত্যু হইতে সূচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই কি জন্মপরিগ্রহে উপসংহার করিলেন, না—মৃত্যু ও জন্মের ক্রমবিবর্ত্তন—ধ্বংস ও সৃষ্টির লীলাবৈচিত্র্য-প্রদর্শনই শ্রুতির অভিপ্রেত?

পঞ্চম ব্রাহ্মণে—স্ত্রীশক্তি-মহিমান্বিত বংশব্রাহ্মণ।

"নারীরূপা শক্তির প্রভাবে যাঁহাদের জ্ঞান ও প্রতিভা উদ্দীপ্ত হইয়াছে, সেই আচার্য্য-পরম্পরাক্রমে বংশ-ব্রাহ্মণ—নাম-তালিকা।

সেই অনাদি অনন্ত সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রণাম।

সমাপ্তি

শতপৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ ভূমিকায় সুধীজনসমাজের ধৈর্য্যের উপর অসীম অত্যাচার করিয়াছি—প্রতিদানে ক্ষমাপ্রার্থী।

এই উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে ব্রহ্মমহিমা উচ্ছ্বসিত, ব্রহ্মজ্ঞানের অসীম রত্নাকর-স্বরূপ মহাজ্ঞান-গ্রন্থের প্রজ্ঞানরাশির সার সঙ্কলন করিয়া সংক্ষেপে—মর্ম্মবিবৃতির জন্য প্রাণপণ সাধনা—যথাজ্ঞান প্রয়াস পাইয়াছি; কিন্তু শক্তি ও ভক্তির সঙ্কীর্ণতায়—ভাষার দৈন্যে—জ্ঞান-বিদ্যার অনুভূতির নিতান্ত অভাবে—কর্ম্মবিরতির বিরল অবসরের একান্ত অভাবে—আশা পূর্ণ করিতে—প্রয়াস সার্থক করিতে পারি নাই—শাস্ত্রজ্ঞান-বিচার-নিপুণ শিক্ষিত-সম্প্রদায় সে অক্ষমতার ক্রটি অনুগ্রহ করিয়া মার্জ্জনা করিবেন।

আর এ প্রজ্ঞান-মহাসমুদ্র—যেমন গভীর—দুস্তর জ্ঞান-বিচার-সিদ্ধান্ত-তরঙ্গের পরেই আবার নূতন মহাচিন্তার তরঙ্গসঙ্কুল—সীমা নাই—সমাপ্তি নাই—আমার বিদ্যা অনুভূতি সাধনারও তেমনি অভাব—কত বিশ্লেষণ—কত সঙ্কলন করিব—ক্ষুদ্র—সঙ্কীর্ণ শক্তিতে ত' এ অসীম অনন্ত ব্রহ্মজ্ঞান-মহাসিন্ধু উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নহে! তবে যে প্রয়াস পাইয়াছি, তাহা উন্মাদনা মাত্র! পরম-ব্রহ্মের অনুপ্রেরণা ত' কেবল সেই আকাশসম সুনির্ম্মল, বৈরাগ্য-দীপ্ত, সুপবিত্র, মহান্ হৃদয়েই সম্ভব হয়—আমাদের মত সাধনা-জ্ঞানহীন, ক্রমাগত কামনাদগ্ধ, বিলাস-লালসাময়, সুপ্ত হৃদয়ে তাহার স্থান কোথায় যে, তাঁহার মাহাত্ম্য-জ্যোতি-রশ্মিরেখা সুপ্রতিভাত হইয়া সাধনা সার্থক করিবে? বাতুলের প্রয়াস শিষ্টসমাজের চিরমার্জ্জনীয়!

যিনি আমাকে এই উপহাস-অর্জ্জনে বাধ্য করিয়াছেন—যাঁহার নাম বহুশাস্ত্রগ্রন্থ—সৎসাহিত্য-গ্রন্থাবলীতে চির-সমুজ্জল—বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের সেই উৎসাহের বৈদ্যুতিক শক্তি—আমার অগ্রজ-প্রতিম শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উদ্দীপনার সিংহনাদে স্তম্ভিত—সন্ত্রস্ত—অক্ষমতা-বিস্মৃত হইয়া এই দুরূহ—দুষ্কর প্রয়াসের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি।

বিজ্ঞজনমণ্ডলী আশীর্ব্বাদ করুন—এরূপ অসমসাহসে—দাম্ভিকতার স্পর্দ্ধায়—অনিবার্য্য ভুলভ্রান্তিপূর্ণ ভূমিকাপ্রসঙ্গে আর যেন কখনও আপনাদের বিরক্তি-ভাজন না হই।

আর সুপণ্ডিত মহাশয় শঙ্কর-ভাষ্যের বিশদ অনুবাদে শ্রুতির প্রতিপদের

—প্রত্যেক সিদ্ধান্তের বিচার—তর্ক—সন্দেহ-মীমাংসা-নিপুণ শিবাবতার শঙ্করের অনন্তজ্ঞানের বিশদ অনুবাদ করিয়াছেন বলিয়া, বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক—পূর্ণচন্দ্র আমার জন্য যে স্থান নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন—তাহা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সেই সঙ্কীর্ণ স্থানে কল্পকল্পান্তরের জ্ঞানসাধনার এই বিশাল মহারণ্যের কল্পবৃক্ষের একটি শাখারও স্থান হইতে পারে না—সেই জন্যই পল্লবগ্রাহিতা-নীতির অনুসরণ করিয়া জ্ঞানকল্পতরুর শুষ্ক পত্রনিচয় সঙ্কলন করিলাম মাত্র।

এই সুপ্রকাণ্ড প্রজ্ঞান-মহীরুহের বিশালতা—বিপুল বিস্তৃতির পরিচয় পণ্ডিত মহাশয়ের বিশদ ভাষ্যানুবাদে সবিস্তারে পাইবেন।

বিশ্বসভ্যতার শৈশবে যে জ্ঞান-সূর্য্য ভারতে সমুদিত হইয়া, বিশ্বের অজ্ঞান-তমসা চিরতরে বিদূরিত করিয়াছে—সেই ভারত-সন্তান আমরা আজ পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতা-দর্শন-বিজ্ঞানের অন্ধ-উপাসক—এমন প্রজ্ঞান-সূর্য্যের চির-জ্যোতির্ম্ময় প্রভায়ও আমাদের মনের অজ্ঞান-অন্ধকার-যবনিকা অপসারিত হয় নাই। আমরা মায়ামরীচিকাবিভ্রমে—ক্ষণমাত্র স্থায়ী সুখের আপাতমধুর প্রলোভন জীবনের একমাত্র কাম্য শ্রেষ্ঠ উপাসনা জ্ঞান করিয়া আত্মবঞ্চনা করিতেছি—আর আমাদের সম্মুখে—**শান্তির অমিয় নির্ঝর—অবিরামপ্রবাহে মুক্তির অমৃতধারা** প্রবাহিত হইতেছে!

আসুন! ত্রিতাপদগ্ধ—সংসার-বিড়ম্বনায় সুখের আশায় ক্রমাগত নিরাশ—শান্তি ও মুক্তির ভিখারী—আপনার জ্ঞানতৃষা প্রশমিত করুন;—শান্তির অমিয়নির্ঝরে স্নাত হইয়া—কলুষসন্তাপের অবসান করুন—ব্রহ্মবিদ্যার সাধনায়—ব্রহ্মজ্ঞানের উপলব্ধিতে—ব্রহ্মানন্দলাভে সদা আনন্দময় হইয়া জীবন ধন্য করুন।

এ পরমানন্দ যে অসীম!—ত্যাগসমুজ্জ্বল, বৈরাগ্যদীপ্ত, সুপবিত্র হৃদয়েই সে অলৌকিক আনন্দের অনুভূতি সম্ভব হইলেও;—সে অতুল্য আনন্দে সকলের সমান অধিকার;—ধনি-নির্দ্ধন বিলাসি-ত্যাগী কাহাকেও ত' বঞ্চিত হইতে হয় না!

তিনি যে সর্ব্বভূতে বিরাজিত—অন্তর্য্যামী—বিজ্ঞান-আনন্দময়—সর্ব্বান্তর-আত্মা! তবে আর কেন অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুবিভীষিকায় সর্ব্বদা শঙ্কান্বিত হইয়া—অবিদ্যা-মায়া-বিভ্রমে—ক্রমাগত জন্ম-জরা-মৃত্যু-পাপতাপ-প্রহেলিকাময় সংসারে আবর্ত্তিত হইয়া জনমে জনমে অশেষ দুঃখ-সন্তাপ ভোগ করেন?

মৃত্যুর অধিকার-সীমা অতিক্রমণও হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞান-সিদ্ধান্তের অতীত নহে !

অমরবাঞ্ছিত মুক্তির পুণ্যতীর্থ—চিরশান্তি-পরিমল-হিল্লোলিত জ্ঞানের পুণ্য তপোবন—ব্রহ্মজ্ঞানের অনন্ত অমৃত-উৎস—বৃহদারণ্যক উপনিষদের পাদমূলে সমবেত হইয়া—পাঠে—মননে—অনুশীলনে—চিন্তায়—ধ্যানে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হইয়া—ব্রহ্মজ্ঞানের উপলব্ধিতে—ব্রহ্মানন্দের অনুভূতিতে অনন্ত মুক্তি—দিব্য প্রশান্তির অধিকারী হউন।

যজুর্ব্বেদের সেই শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আপনাদের শান্তি প্রদান করিতেছি—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
মহাষষ্ঠী—১৩৩৬
কলিকাতা

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের
বিনীত সেবক—
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

॥ ওঁ ॥ তৎ সৎ ॥ ওঁ ॥

শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয়-

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

শান্তিসূক্তম্

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

॥ ওঁ নমো ব্রহ্মণে নমঃ ওঁ ॥

ভাষ্যার্থ-বিবৃতি

ব্রহ্মাদিকে প্রণাম, যাঁহারা বংশের ঋষি এবং যাঁহারা বেদবিদ্যার সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক, তাঁহাদিগকে ও গুরুবর্গকে প্রণাম।

উষা বা অশ্বস্য, অর্থাৎ উষাই যজ্ঞীয় অশ্বের মস্তক ইত্যাদি বস্তুকল্পনামূলক যে বাজসনেয়ি-ব্রাহ্মণোপনিষৎ প্রচলিত আছে, তাহারই বৃত্তি বা ভাষ্য ক্ষুদ্রাকারে আরব্ধ হইতেছে। উদ্দেশ্য—পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর কারণ যে অবিদ্যা, তাহার নিবৃত্তির উপায় ব্রহ্ম ও আত্মা এই উভয়ের একত্বজ্ঞানরূপ বিদ্যার প্রতিপাদন। যাহারা সেই সংসার-নিবৃত্তি, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণাদি জনিত যন্ত্রণাপরম্পরার হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভে ইচ্ছুক, তাহাদিগের পক্ষে উল্লিখিত একাত্মতাজ্ঞান-বিধানের জন্য এই গ্রন্থ প্রধান অবলম্বন।

তাৎপর্য্য এই, বিনা প্রয়োজনে অত্যন্ত অজ্ঞান ব্যক্তিও কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না; সুতরাং আলোচ্য স্থলে অবশ্য কাহারও শঙ্কা হইতে পারে যে, এই বৃত্তিপাঠে লাভ কি? তাহারই উত্তরস্বরূপ বলিতেছেন,—ব্রহ্ম ও আত্মা

এই উভয়ের যে কোনরূপ প্রভেদ নাই, এই শ্রুতিপাঠে তাহা জানা যাইতে পারিবে এবং তাহা দ্বারা সংসারের মূলকারণ অবিদ্যার অচিরাৎ ধ্বংস হইবে; সুতরাং জীবকে আর পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদিজনিত-যন্ত্রণাও ভোগ করিতে হইবে না।

এই ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষৎ নামে অভিহিতা হইবার হেতু—একমাত্র ব্রহ্মই যাঁহাদিগের শরণ, উপনিষৎ বিদ্যা দ্বারা তাঁহাদের মিথ্যাজ্ঞান ও অবিদ্যা-জনিত সংসার, এই উভয়েরই এককালে নিঃশেষে ধ্বংস হয়।

উপ-নিপূর্ব্ব 'সদ্' ধাতু হইতে উপনিষৎ শব্দ নিষ্পন্ন। ইহার মুখ্য অর্থ অবসাদ বা ধ্বংস (অবিদ্যাজনিত সংসারধ্বংস) তাহা এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বলিয়া গ্রন্থও উপনিষৎ শব্দে অভিহিত। এই উপনিষৎ ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহা অরণ্যে পঠিত হয় বলিয়া আরণ্যক সংজ্ঞা এবং কলেবর বৃহৎ হেতু 'বৃহৎ' নাম প্রাপ্ত হইয়া এক কথায় বৃহদারণ্যক সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে।

এক্ষণে কর্ম্মকাণ্ডের সহিত তাহারই সম্বন্ধ কথিত হইতেছে। কেবল প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা যে ঈপ্সিতফলপ্রাপ্তি ও অনিষ্টনিবৃত্তির উপায় অবগত হওয়া যায় না, সেই উপায় প্রকাশ করা সমস্ত বেদেরই মুখ্য উদ্দেশ্য। মনুষ্যমাত্রই স্বভাবতঃ নিজের ইষ্টলাভ ও অনিষ্টপরিহারার্থ ব্যগ্র; পরন্তু ঐহিক ইষ্টলাভের ও অনিষ্ট-নিবৃত্তির উপায় প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারাই অবগত হওয়া যায়; এ জন্য তাহাতে শাস্ত্রপ্রমাণের অপেক্ষা হয় না। আবার জন্মান্তরসংশ্লিষ্ট পারলৌকিক দেহে অভিমানী আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে, জন্মান্তরীণ ইষ্টলাভ বা অনিষ্টনিবৃত্তির জন্য চেষ্টাও হইতে পারে না। দেখা যায়, স্বভাবকারণবাদী চার্ব্বাকমতাবলম্বিগণ জন্মান্তরের অস্তিত্ব-স্বীকার করে না বলিয়াই জন্মান্তরীণ ইষ্টপ্রাপ্ত্যাদি বিষয়ে ইচ্ছার অনুদয় হয়। এই কারণে—জন্মান্তরগত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের জন্য এবং জন্মান্তরীণ ইষ্টলাভ বা অনিষ্ট-নিবৃত্তির উপায়বিশেষের জ্ঞাপনার্থ এই শাস্ত্র যুক্তিপ্রদর্শক। আত্মার জন্মান্তর সম্বন্ধে কেহ বলে—"মনুষ্য মৃত হইলে পরলোকে গমন করে"; আবার কেহ বলে, "লোকান্তর নাই।" তবেই লোকান্তর আছে কি না, এইরূপ সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। এই উপক্রমের পর উত্তরে—পরলোক আছে, উপলব্ধি করা আবশ্যক ইত্যাদি নির্ণয়ানুসারে তাহা অবগত হওয়া যায়, আবার—জীব মরণকে প্রাপ্ত হইয়া কি হয়? এই প্রশ্নের পর—প্রাণিবর্গ নিজ নিজ কর্ম্ম ও জ্ঞানানুসারে শরীরলাভের জন্য কোন আত্মা মনুষ্যাদি যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে,

অপর আত্মা বৃক্ষাদি শরীর পরিগ্রহ করে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এইরূপ আত্মা "স্বয়ং জ্যোতি" এই প্রস্তাব করিয়া উপসংহারে অভিহিত হইয়াছে, যে জ্ঞান এবং ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম সেই মূর্ত্ত ব্যক্তির শরীরপ্রাপ্তির কারণ অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা পবিত্র স্বর্গীয় দেহপ্রাপ্তি ও পাপকর্ম্ম দ্বারা নারকীয় দেহলাভ ঘটে। পুনশ্চ "আত্মাসম্বন্ধে তোমাকে জানাইতেছি", এই উপক্রম করিয়া উপসংহারে "আত্মা বিজ্ঞানস্বরূপ", ইত্যাদিরূপে শরীর হইতে স্বতন্ত্র আত্মা প্রতিপাদিত হইয়াছে; সুতরাং দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। যদি বল, সেই আত্মা প্রত্যক্ষ বিষয়ীভূত, তবে উপনিষৎ শাস্ত্রের আবশ্যকতা কি? তাহা নহে, যেহেতু, তদ্বিষয়ে বাদীদিগের পরস্পর বহু বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছে। পরলোকগত দেহ-ধারী আত্মার যদি প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হইত, তবে বৌদ্ধ বা (লোকায়তিক) চার্ব্বাকগণ কথনই দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই বলিয়া আমাদের বিরুদ্ধবাদী হইত না। কেন না, ঘটাদি প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তুতে কথনই কাহারও বিসম্বাদ নাই অর্থাৎ ঘট আছে, কি নাই, এইরূপ বিরুদ্ধমত থাকে না। যদি বল, তবে প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্থাণুতে কাহারও পুরুষরূপে জ্ঞান, স্থাণুরূপে জ্ঞান কাহারও বা এইরূপ বিরুদ্ধ নানা জ্ঞান হয় কেন? এইরূপ আপত্তিও ন্যায়সঙ্গত নহে। যেহেতু, সে স্থলে লোকের বৃক্ষ-রূপে নিরূপণই হয় নাই, কাজেই কথনও পুরুষ, কথন বা স্থাণু এইরূপে নানাবিধ বিতর্ক হইয়া থাকে। যাহার বৃক্ষরূপে নিশ্চয় জন্মে, তাহার পুরুষাদিরূপে জ্ঞান কথনই হয় না, কিন্তু 'অহং' এই প্রকারে আত্মার প্রতীতি জন্মিলেও ক্ষণিক আত্ম-বাদী বৌদ্ধ বা লোকায়তিকেরা দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। অতএব প্রত্যক্ষযোগ্য ঘটাদির সহিত আত্মার বিশেষ বৈলক্ষণ্য হেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা দেহ ভিন্ন আত্মা প্রমাণিত হইতে পারে না, প্রত্যক্ষের মত অনুমান দ্বারাও ঐ আত্মা প্রমাণিত হয় না। আপত্তি হইতে পারে যে, শ্রুতি আত্মার অস্তিত্বের অনুমাপকরূপে যে ধর্ম্ম ও সুখদুঃখাদি লক্ষণের (হেতুর) উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসমুদায়ই প্রত্যক্ষের বিষয়, তবে আত্মজ্ঞান প্রত্যক্ষ দ্বারা প্রমাণিত নহে কিরূপে? উত্তর—তাহা হইলেও, আত্মার জন্মান্তরসম্বন্ধ প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণ তথায় বিমুখ, কেবল আগম-প্রমাণ দ্বারাই আত্মাকে জানিতে হইবে, ইহাই সিদ্ধান্ত। শাস্ত্রপ্রমাণ ও বেদপ্রদর্শিত লৌকিক লিঙ্গবিশেষ—শ্বাসপ্রশ্বাস প্রভৃতি দ্বারা তাদৃশ আত্মার অস্তিত্ব অবগত হইয়া বেদানুসারী মীমাংসক ও তার্কিকগণ, 'অহং' এই জ্ঞানের অনুমাপক বৈদিক হেতু সকলকে স্বকপোলকল্পিত কল্পনা করিয়া আত্মা মাত্র প্রত্যক্ষ ও অনুমেয় বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ আত্মা এক শাস্ত্রপ্রমাণ

দ্বারাই জ্ঞেয়, অন্যথা নহে। যাহা হউক, শাস্ত্র বা অনুমানাদি যে কোনপ্রকারে যিনি দেহান্তরসম্পর্কী আত্মা আছে বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারই পরলোকগত দেহে সম্ভাব্যমান অভীষ্টফললাভ ও অনিষ্টনিবৃত্তির উপায় জানিবার ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক, তাহার সেই উপায়বিশেষ বিজ্ঞাপনার্থই কর্ম্মকাণ্ডরূপ বেদভাগ প্রবর্ত্তিত আছে। পরন্তু 'আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা' এইরূপ আত্মবিষয়ক অভিমান বা অজ্ঞান—যাহা আত্মার স্বরূপকে আবরণ করিয়া আছে এবং যাহা ইষ্টলাভ ও অনিষ্টনিবৃত্তিকামনার কারণরূপে নির্ণীত, সেই অজ্ঞান যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিদ্যা বা জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান দ্বারা অপনীত না হয়, তাবৎ এই জীব নিজকৃত কর্ম্মফলে রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি স্বাভাবিক চিত্তদোষে দূষিত হইয়া শাস্ত্র-প্রতিপাদিত বিধিনিষেধ অতিক্রম করত (স্বেচ্ছাচারী হইয়া) কেবল কায়মনো-বাক্যে প্রচুর পরিমাণে ঐহিক ও পারত্রিক দুঃখজনক অধর্ম্মই অর্জ্জন করিতে থাকে। স্বভাবদোষের প্রতিকূলে দাঁড়াইবার শক্তি কাহারও নাই, এ কারণ শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ তাহাকে সংযত করিতে সমর্থ হয় না; অবশেষে সেই নিজকৃত পাপকর্ম্মের ফলভোগের জন্য বৃক্ষ-প্রস্তরাদি স্থাবরযোনি পর্য্যন্ত চরম অধোগতি প্রাপ্ত হয়। যদি কখনও নিরন্তর শাস্ত্রপর্য্যালোচনা করিয়া উক্ত দোষের প্রতিকূল সংস্কার বহুলপরিমাণে অর্জ্জন করিতে পারে, তবে মতি প্রভৃতির সাহায্যে শাস্ত্রোপদিষ্ট হিতকর প্রচুর ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। সেই ধর্ম্মকর্ম্ম দুই ভাগে বিভক্ত;—জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত। তন্মধ্যে আত্মভাবনাপূর্ব্বক অনুষ্ঠীয়মান যাগাদিই জ্ঞানকৃত কর্ম্ম, অপর আত্মভাবনা-ব্যতিরেকে কেবল অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্ম; জ্ঞানকৃত কর্ম্মদ্বারা দেবলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গতি প্রাপ্তি ও দ্বিতীয় প্রকারের ফলে পিতৃলোকাদিপ্রাপ্তি ঘটে। এ বিষয়ে শ্রুতি বলেন যে—"যিনি আত্মযাজী, তিনিই শ্রেষ্ঠ এবং যে ব্যক্তি ফল-কামনাপূর্ব্বক দেবপূজাদি করে, সে ভাগ্যহীন।" স্মৃতিতেও উক্ত আছে, "বৈদিক কর্ম্ম দুই প্রকার" ইত্যাদি। পুণ্য-পাপের সমতাস্থলেই জীবের মনুষ্যযোনিপ্রাপ্তি হয়। অতএব ইহা স্থির হইল যে, ব্রহ্মা হইতে বৃক্ষাদি স্থাবরপর্য্যন্ত সকল জীব স্বভাবসিদ্ধ অবিদ্যাদি দোষে পুণ্যপাপের ফলে নাম, রূপ ও কর্ম্মাশ্রিত সংসারগতি লাভ করিয়া থাকে। সেই এই ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত কার্য্যকারণসমষ্টিরূপী জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অনভিব্যক্ত (প্রকৃতিতে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত) ছিল। যেমন বীজের পর অঙ্কুর ও অঙ্কুর হইতে বীজ এইরূপ বীজাঙ্কুরের অনাদি কার্য্যকারণ-ধারা প্রবাহিত আছে, সেই প্রকার এই সংসারও অনাদি অবিদ্যা হইতে অবিরল

ধারায় প্রবাহিত। এই অসংখ্য অনিষ্টের কারণ শুদ্ধ চিৎস্বরূপ আত্মায় অবিদ্যাবশে ক্রিয়াসাধন ও ফলের আরোপ। যিনি এবম্বিধ সংসারে বিরক্ত, তাঁহার অবিদ্যা-নিবৃত্তির জন্য প্রতিবন্ধকীভূত ব্রহ্মবিদ্যার অর্জ্জন আবশ্যক, এই উদ্দেশ্যে এই উপনিষৎ আরব্ধ হইতেছে।

যোগীর প্রথমাবস্থায় নিরাকার ব্রহ্মে মনের একাগ্রতা স্থাপন করা কখনই সম্ভব নহে, এই জন্য—মনের স্থিরতাসাধনের নিমিত্ত লৌকিকভাবে অশ্বমেধ-যজ্ঞের অঙ্গভূত অশ্বের মস্তকাদিতে উষা-কালাদির ভাবনা প্রথম ব্রাহ্মণ দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে। অশ্বমেধ-যজ্ঞের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া এই ব্রহ্মবিজ্ঞান-কথনের দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, যে সকল ক্ষত্রিয় রাজাদিগের অশ্বমেধ-যজ্ঞে অধিকার আছে, তাহাদিগের সেই যজ্ঞানুষ্ঠানেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইবে; কিন্তু যাহাদিগের (ক্ষত্রিয় ভিন্ন ব্রাহ্মণাদির) ঐ কার্য্যে অধিকার নাই, তাহাদিগের এই বিজ্ঞান হইতেই অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল জন্মিবে। যদি বল, "বিদ্যা বা কর্ম্ম দ্বারা এই লোক জয় করা যায়।" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারা বিজ্ঞানকে কর্ম্মাঙ্গরূপেই বিহিত করা হইয়াছে, কিন্তু কর্ম্ম-নিরপেক্ষভাবে ভাবনাকে কোন ফলের জনক বলা হয় নাই। তাহা নহে, শ্রুত্যন্তরে কর্ম্ম ও জ্ঞানের বিকল্প অর্থাৎ একপক্ষাবলম্বন উপদিষ্ট আছে। কথিত আছে—যে ব্যক্তি অশ্বমেধ-যজ্ঞানুষ্ঠান করে, অথবা যে পরমাত্মাকে এইরূপে জানে, তাহারা উভয়েই শাস্ত্রোক্ত ফল প্রাপ্ত হয়। বিদ্যাপ্রকরণেও কর্ম্মাঙ্গভাবনা উপদিষ্ট হয় নাই, কেবল ব্রহ্মজ্ঞানকেই কারণ বলা হইয়াছে। কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড পরস্পর বিভিন্ন, জ্ঞান কর্ম্মাঙ্গ হইলে কখনই উহা জ্ঞানকাণ্ডে অভিহিত হইত না; পরন্তু কর্ম্ম-কাণ্ডেই নির্দ্দিষ্ট হইত। যে প্রকার অশ্বমেধযজ্ঞাঙ্গ অশ্বের মস্তকাদি অঙ্গে উষা-কালাদি ভাবনার ফল উক্ত হইয়াছে, সেই প্রকার কর্ম্মান্তরেও "এই অগ্নিই লোক" এইরূপ বিজ্ঞান ও ফল উভয় কথিত হইয়াছে, অতএব ভাবনাকে নিষ্ফল বলিয়া আশঙ্কা করা অনুচিত। সমস্ত কর্ম্ম হইতে অশ্বমেধযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। যেহেতু, ঐ যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা ব্যষ্টি ও সমষ্টিভূত লিঙ্গশরীরে আত্মাভিমানী হিরণ্যগর্ভরূপী সগুণ ব্রহ্মের স্বরূপলাভ সম্পাদিত হয়। ব্রহ্মবিদ্যার আরম্ভে সর্ব্বকর্ম্মপ্রধান সেই অশ্বমেধ-যজ্ঞের উল্লেখ করায় কর্ম্মমাত্রের সংসারবিষয়ত্ব প্রদর্শিত হইল। তাৎপর্য্য এই—অশ্বমেধ-যজ্ঞের চরম ফলস্বরূপ হিরণ্যগর্ভই যখন সংসারী, তখন তাহা অপেক্ষা ন্যূনফলসাধক অগ্নিহোত্রাদি যে অবিদ্যাবিষয়ক হইবে, ইহাতে আর বক্তব্য কি? ফল কথা, কর্ম্ম দ্বারা সংসাররূপ অনর্থনিবৃত্তি হয় না। বেদোক্ত সমস্ত কর্ম্মের সংসারবিষয়ত্ব দেখাইবার জন্যই এ স্থলে সর্ব্বকর্ম্মপ্রধান অশ্বমেধযজ্ঞের উল্লেখ ও

তাহার ফলস্বরূপ হিরণ্যগর্ভেরও সংসারিত্ব প্রদর্শন করা হইল, সুতরাং সকাম সাধকের কামনার ফলে যে মৃত্যুস্বরূপ অনিষ্টফল ঘটিবে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ।

যদি বল, নিত্যকর্ম্মের ফল সংসার নহে, তাহাও বলিতে পার না, কেন না, শ্রুতিতে সংসারকে সকল কর্ম্মের ফলরূপে উপসংহার করা হইয়াছে, আরও বলা হইয়াছে কর্ম্মমাত্রই পত্নীসম্বদ্ধ। অর্থাৎ "আমার জায়া হউক, ইহাই কাম্য" এই প্রকারে স্বভাবতই সকল কর্ম্মের কাম্যত্ব দেখাইয়া পুত্র, কর্ম্ম ও অপরা বিদ্যার ফলরূপে ইহলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক নির্দ্দেশ করত উপসংহারে বলিয়াছেন যে, যাহারা আত্মাশ্রয়ী আত্মজ্ঞানী, তাহাদের বিনাশ নাই। অর্থাৎ তাহারা মৃত্যুরূপী সংসারে প্রবিষ্ট হয় না, এইরূপে কর্ম্মমাত্রেরই সফলত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। উক্ত আছে, এই সংসার নাম, রূপ ও কর্ম্মময়, নাম রূপ ও কর্ম্মরূপে অভিব্যক্ত এই সংসারই সমস্ত কর্ম্মের ফল। সৃষ্টির পূর্ব্বে নাম, রূপ ও কর্ম্ম, এই তিন প্রকার ফল সূক্ষ্ম—অনভিব্যক্ত ভাবে কারণে লীন ছিল। পরে প্রাণীদিগের ভোগদানে উন্মুখ কর্ম্মের প্রভাবে বীজ হইতে বৃক্ষের মত ক্রমশঃ ঐ নাম, রূপ ও কর্ম্ম অভিব্যক্ত হয়। সেই অনভিব্যক্ত সূক্ষ্ম ও ব্যক্তস্বরূপ এই সংসার অবিদ্যাধীন। অবিদ্যাই ক্রিয়াসাধন ও ফলস্বরূপে বর্ত্তমান মূর্ত্তামূর্ত্ত সংস্কারময় জগৎকে আত্মাতে আত্মভাবে আরোপিত করিয়া রাখিয়াছে। অতএব আত্মা এই সংসার হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নস্বরূপ। যেহেতু, সেই আত্মা নাম, রূপ ও কর্ম্মরহিত, অদ্বিতীয়, নিত্য, পাপাদিদোষসম্পর্কহীন, চৈতন্যময়, মুক্তস্বরূপ, কিন্তু তথাপি অবিদ্যাবশতঃ ক্রিয়া, কারক ও ফলাদিভেদে বিপরীতরূপে প্রকাশিত হ'ন। এই জন্য যাঁহারা ক্রিয়া, কারক ও ফলসমষ্টিরূপী সর্ব্বথা অনর্থময় এই সংসারকে 'ইহা কতকগুলি কার্য্য-কারণের পুঞ্জ, এইমাত্র ইহার সার' এইরূপ বোধে তাহা হইতে বিরক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কামক্রোধাদি দোষ ও পুণ্য-পাপাদি কর্ম্মসমূহের মূলকারণ অবিদ্যার নিবৃত্তির জন্য—যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রান্তির অপনোদনার্থ "ইহা রজ্জু" এই প্রকার সত্যজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যার আরম্ভ হইতেছে।

সেই আরম্ভণীয় ব্রহ্মবিদ্যাতে অশ্বমেধ ভাবনার জন্য 'উষা বা অশ্বস্য' ইত্যাদি ব্রাহ্মণ দ্বারা অশ্ববিষয়ক বিজ্ঞান কথিত হইতেছে। অতএব এই ব্রহ্মবিজ্ঞান মুখ্যভাবে অশ্বের নির্ব্বাচন হেতু অশ্ববিষয়ক জানিবে। অশ্বের প্রাধান্য কথনের কারণ, অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রাজাপত্যনামে অভিহিত, অশ্বস্বরূপ প্রধান অঙ্গযুক্ত এবং অশ্বনাম দ্বারা চিহ্নিত।

উপনিষৎসু—প্রথমাধ্যায়স্য

প্রথম-ব্রাহ্মণম্

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওঁ ॥ উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ ॥ সূর্য্যশ্চক্ষুর্ব্বাতঃ প্রাণো ব্যাত্তমগ্নির্বৈশ্বানরঃ সম্বৎসর আত্মাঽশ্বস্য মেধ্যস্য। দ্যৌঃ পৃষ্ঠমন্তরিক্ষমুদরং পৃথিবী পাজস্যম্। দিশঃ পার্শ্বে অবান্তরদিশঃ পর্শব ঋতবোঽঙ্গানি মাসাশ্চার্দ্ধমাসাশ্চ পর্ব্বাণ্যহোরাত্রাণি প্রতিষ্ঠানক্ষত্রাণ্যস্থীনি নভো মাংসানি। ঊবধ্যং সিকতাঃ সিন্ধবো গুদা যকৃচ্চ ক্লোমানশ্চ পর্ব্বতা ওষধয়শ্চ বনস্পতয়শ্চ লোমানি উদ্যন্ পূর্ব্বার্দ্ধো নিম্লোচন্ জঘনার্দ্ধো তদ্বিজৃম্ভতে তদ্বিদ্যোততে যদ্বিধূনুতে তৎ স্তনয়তি তদ্বর্ষতি বাগেবাস্য বাক্ ॥ ১ ॥

উষাশব্দে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তকে বুঝায়। ঐ কাল সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ, ইহা শ্রুতিস্থ 'বৈ' শব্দ দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অহোরাত্রের ত্রিংশৎমুহূর্ত্তের মধ্যে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত অতি প্রশস্ত সময়। শরীরাবয়বের মধ্যেও মস্তক প্রশস্ত অঙ্গ, এই জন্য অশ্বমেধীয় অশ্বের মস্তককে উষাকালরূপে বর্ণনা করা হইল। তদ্রূপে ভাবনা করাই ইহার উদ্দেশ্য। যজ্ঞকর্ম্মের অঙ্গভূত পশুর সংস্কার করা আবশ্যক, এই হেতু অশ্বের মস্তকাদি অঙ্গে উষাকালাদির ভাবনা কল্পিত হইল। সেই অশ্বের প্রাজাপত্যসংজ্ঞার কারণ—তাহাতে প্রজাপতিস্বরূপ ভাবনা কাল, লোক ও দেবতাস্বরূপের আরোপ হেতু যজ্ঞীয় পশুর প্রজাপতিত্ব সিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ যেমন প্রতিমাদিতে বিষ্ণুরূপ ভাবনায় বিষ্ণুত্ব সাধিত হয়, সেইরূপ পশুতে প্রজাপতিরূপে ভাবনা বশতঃ প্রজাপতিত্ব সিদ্ধ হওয়া অসঙ্গত নহে, ইহাও একটি পশুর সংস্কারবিশেষ। এ কল্পনার উদ্দেশ্য প্রজাপতি স্বয়ং কাল, লোক ও দেবতার স্বরূপ; অতএব পশুকে প্রজাপতি, কাল ও লোকাদিরূপে কল্পনা ভাবুকের প্রজাপতিত্বলাভের কারণ।

সূর্য্যই তাহার চক্ষু। কারণ, চক্ষু মস্তকের নিকটবর্ত্তী এবং সূর্য্য দেবতা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, সুতরাং অশ্বের মস্তকরূপে কল্পিত উষাকালের অচিরপ্রকাশমান সূর্য্যকে চক্ষুরূপে ভাবনার নিমিত্ত এই উপদেশ হইল। বায়ু তাহার প্রাণ, কারণ, প্রাণ এবং বহিশ্চর বায়ু, উভয়েই বায়ুস্বরূপ, প্রাণে বায়ুর সকল প্রকৃতি বর্ত্তমান, এই হেতু অশ্বের প্রাণকে বায়ুরূপে নির্দ্দেশ করা হইল এবং অগ্নি মুখের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া অশ্বের বিস্তৃত মুখকে বৈশ্বানর বলা হইল। দ্বাদশমাস ও মলমাস এই ত্রয়োদশমাসঘটিত সংবৎসরকে অশ্বের শরীর ভাবনা করিবে। এ স্থলে শরীর অর্থে আত্মা জানিবে। যেমন দিন, মাস, ঋতু ও অয়নাদিরূপ খণ্ড খণ্ড কাল সম্বৎসরের শরীর, সেই প্রকার অশ্বেরও সম্বৎসর শরীর। শ্রুতিতে ইহা অঙ্গ সকলের মধ্যবর্ত্তী আত্মা নামে অভিহিত হইয়াছে। যজ্ঞীয় অশ্বের চক্ষুরাদির সহিত কল্পনার জন্য শ্রুতিতে "অশ্বস্য মেধ্যস্য" এই কথা পুনর্ব্বার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

স্বর্গলোক উহার পৃষ্ঠ, অর্থাৎ স্বর্গ যেমন ঊর্দ্ধে বর্ত্তমান, এইরূপ অশ্বের পৃষ্ঠও উচ্চ, এই পরস্পর-সাধর্ম্ম্য লইয়াই স্বর্গকে অশ্বের পৃষ্ঠরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এইরূপ সকল স্থলে সাধর্ম্ম্যানুসারে বিশেষ বিশেষ অশ্বাঙ্গ সেই সেই বস্তুরূপে কল্পিত জানিবে। আভ্যন্তরীণ অবকাশ সাধর্ম্ম্যহেতু আকাশ অশ্বের উদর। পৃথিবী অশ্বের পাদনিক্ষেপস্থান। অশ্বের পার্শ্বদ্বয় চতুর্দ্দিক্‌স্বরূপ। যদিও পার্শ্বদ্বয়ের সহিত চতুর্দ্দিকের সংখ্যাগত বৈষম্য আছে, তথাপি অশ্বের পূর্ব্ব ও পশ্চিমমুখে অবস্থিতিকালে দক্ষিণ ও উত্তরদিকের সহিত এবং উত্তর ও দক্ষিণমুখে অবস্থিতির সময় পূর্ব্ব ও পশ্চিম-দিকের সহিত পার্শ্বদ্বয়ের সম্বন্ধ হয়; এই সাদৃশ্য ধরিয়াই চতুর্দ্দিককে দুই পার্শ্বস্বরূপ বলা হইল। অগ্নিকোণ প্রভৃতি বিদিকসকল অশ্ব-পার্শ্বের অস্থি, যেমন ঋতু সকল সম্বৎসরের অবয়ব, সেইরূপ অশ্বের শরীররূপে কল্পিত সম্বৎসরের অবয়ব ছয় ঋতু অশ্বের অঙ্গ। মাস ও অর্দ্ধমাস সম্বৎসরের সন্ধিস্থল, এই সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত তাহারা অশ্বের অঙ্গসন্ধিরূপে নির্দ্দিষ্ট। ব্রাহ্ম, দৈব, পৈত্র্য ও মানুষ, এই চারি প্রকার অহোরাত্রই * অশ্বের চারিটি চরণ। যে প্রকার অশ্ব পাদচতুষ্টয় দ্বারা বিচরণ করে, সেইরূপ কালরূপী ব্রহ্ম অহোরাত্র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আছেন, এই সাধর্ম্ম্য ধরিয়া অশ্বের পাদচতুষ্টয় চতুর্ব্বিধ অহোরাত্ররূপে কল্পিত হইয়াছে। শুক্লবর্ণের সমতাহেতু নক্ষত্রই অস্থিরূপে নির্দ্দিষ্ট এবং মেঘের জলবর্ষণ ও মাংসের রুধিরবর্ষণ সাম্য ধরিয়া

---

* সূর্য্যের উদয় অবধি পুনরুদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মনুষ্যের এক অহোরাত্র। শুক্লপক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষস্বরূপ এক মাস পিতৃলোকের অহোরাত্র। মনুষ্যের এক বৎসরে দেবতাদের এক অহোরাত্র। দেবতাদের দুই সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক অহোরাত্র।

আকাশস্থ মেঘ মাংসরূপে কল্পিত হইয়াছে। এই স্থলে শ্রুতি 'নভঃ' শব্দে নভস্থ মেঘকে লক্ষ্য করিয়াছেন। যেহেতু, পূর্ব্বে নভকে উদররূপে কল্পনা করিয়া পুনশ্চ মাংস কল্পনা করিলে উন্মত্ত প্রলাপ হয়।

উদরস্থ অর্দ্ধজীর্ণ ভক্ষিত দ্রব্যকে সিকতা (বালুকা) ভাবনা করিবে। যেহেতু, ঐ উভয়েরই অবয়বগত বিশ্লেষণরূপ সাদৃশ্য বিদ্যমান। নদীজলের ন্যায় শরীরস্থ নাড়ী সকল দ্বারা রস-রুধিরাদির সঞ্চরণ হইয়া থাকে, এই সাদৃশ্য বশতঃ অশ্বের নাড়ীসকলকে নদীরূপে ভাবনা করিবে। হৃদয়ের অধোভাগে যে যকৃৎ ও প্লীহা নামে দক্ষিণ ও বামভাগস্থিত দুইটি মাংসপিণ্ড আছে, তাহা কঠিন ও উন্মুখ, এজন্য পর্ব্বতের সদৃশ, এই তুলনায় উহাকে পর্ব্বতরূপে কল্পনা করা হয়। লোম সকলকে (ক্ষুদ্র স্থাবর) ওষধি এবং কেশকে (বৃহৎ স্থাবর) বনস্পতি-(বৃক্ষ) রূপে ভাবনা করিবে। উদয়াবধি মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত সূর্য্য যে উদয়োন্মুখ থাকেন, তাহাই অশ্বের নাভির উর্দ্ধভাগ ও মধ্যাহ্ন হইতে অস্তময়কাল পর্য্যন্ত অস্তোন্মুখ সূর্য্যকে অশ্বের শরীরাধোভাগ ভাবনা করিবে। অশ্বের যে গাত্রচালনাপূর্ব্বক জৃম্ভণই মুখবিদারণতুল্য মেঘবিদারণজাত বিদ্যুৎস্বরূপ। অশ্বের শব্দসহকৃত শরীরকম্পন শব্দসাম্য হেতু মেঘগর্জ্জনস্বরূপ ও মূত্রত্যাগক্ষরণ সাদৃশ্য বশতঃ বৃষ্টিরূপী ভাবনা করিবে। অশ্বের হ্রেষাশব্দও শব্দবিশেষ ; সুতরাং ইহাতে কোন কল্পনার আবশ্যকতা নাই ॥ ১ ॥

অহর্ব্বা অশ্বম্পুরস্তান্মহিমান্বজায়ত তস্য পূর্ব্বে সমুদ্রে যোনী রাত্রিরেনম্পশ্চান্মহিমান্বজায়ত তস্যাপরে সমুদ্রে যোনিরেতৌ বা অশ্বং মহিমানাবভিতঃ সম্বভূবতুঃ।

হয়ো ভূত্বা দেবানবহৎ বাজী গন্ধর্ব্বানর্ব্বাঽসুরানশ্বো মনুষ্যান্ সমুদ্র এবাস্য বন্ধুঃ সমুদ্রো যোনিঃ ॥ ২ ॥

ইতি প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ॥

অশ্বমেধীয় অশ্বের অগ্রে ও পশ্চাদ্ভাগে মহিমানামক দুইটি গ্রহ (হবনীয় দ্রব্যাধারপাত্র) স্থাপিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে অগ্রে স্থাপনীয় গ্রহ সুবর্ণময়, পশ্চাৎ

স্থাপনীয় গ্রহ রজতময়। এক্ষণে সেই গ্রহদ্বয় অবলম্বন করিয়া এই বিজ্ঞান উপদিষ্ট হইতেছে। সুবর্ণময় গ্রহ ও দিন উভয়ই দীপ্তিমান্ পদার্থ, এই হেতু সুবর্ণময় গ্রহকে দিনস্বরূপ, অর্থাৎ দিনাধিপতি সূর্য্যস্বরূপ বলা হইল। যদি বল, শ্রুতিপ্রতিপাদিত অশ্বকে লক্ষ্য করিয়া দিনস্বরূপী মহিমা (যজ্ঞীয় পাত্র) উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহার কারণ কি? উত্তরে বলা যায় যে, অশ্ব প্রজাপতিস্বরূপ নির্দ্ধারিত হওয়ায় দিনস্বরূপী মহিমার আবির্ভাব, যেহেতু, আদিত্যাদিরূপী প্রজাপতিকে দিবা দ্বারা জানা যায়, সুতরাং প্রজাপতিরূপী অশ্ব দিনস্বরূপে উৎপন্ন মহিমা দ্বারা লক্ষিত হইবে, ইহা যেমন "বৃক্ষমনুবিদ্যোততে বিদ্যুৎ" এই বাক্যস্থ অনু-শব্দের লক্ষণার্থ ধরিয়া "বৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্যুৎ উদ্ভাসিত হয়, এইরূপ অর্থ-সঙ্গতি রক্ষিত হয়, সেই প্রকার এই ব্রাহ্মণান্তর্গত অনুশব্দের লক্ষণার্থ লক্ষ্য করিয়া মহিমা (গ্রহ) জায়মান হইয়াছিল, এইরূপ অর্থ করিতে হইবে।

ঐ গ্রহ যে স্থানে স্থাপিত, সেই আসাদনস্থান পূর্ব্বসমুদ্ররূপে ভাবনীয়। ঐরূপ রজতগ্রহকে রাত্রিস্বরূপ চিন্তা করিবে। যেহেতু, রজতগ্রহ শুক্লবর্ণ, রাত্রিও চন্দ্ররশ্মি-সম্পর্কে শুক্লবর্ণা, এই সাদৃশ্য হেতু, কিম্বা সুবর্ণাপেক্ষা রজত জঘন্য, রাত্রিও দিনাপেক্ষা জঘন্য, এইরূপ জঘন্যত্ব সাদৃশ্যবশতঃ অশ্বের পশ্চাৎ স্থাপিত রজতগ্রহ রাত্রিরূপে কল্পিত হইয়াছে। এইরূপে অশ্বের পশ্চাদ্ভাগে স্থাপিত রাত্রিরূপে কল্পিত রাজত-গ্রহের আসাদনস্থানকে পশ্চিমসমুদ্ররূপে কল্পনা করিবে। মহিমা অর্থে মহত্ত্ব। ইহাই অশ্বের মহতী প্রশংসা যে, মহিমানামক সুবর্ণ ও রজতময় দুইটি গ্রহ তাহার উভয় দিকে অবস্থিতির জন্য উদ্ভূত হয়। এই যজ্ঞীয় অশ্বের মহত্ত্বপ্রদর্শনার্থই শ্রুতি পুনর্ব্বার মহিমার কথা বলিলেন; অতএব "হয়ো ভূত্বা" ইত্যাদি অংশও যে অশ্বের স্তুতির নিমিত্ত অভিহিত, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। গমনবাচক 'হি'ধাতু হইতে হয়শব্দ নিষ্পন্ন। তাহার অর্থ বিশিষ্ট গতিশীল, কিম্বা হয়শব্দের অর্থ অশ্বজাতিবিশেষ। মর্ম্মার্থ এই যে, যজ্ঞীয় অশ্ব যাজককে দেবত্ব প্রাপ্ত করাইয়াছিল কিম্বা অশ্ব প্রজা-পতিস্বরূপ, এই হেতু দেবতাদিগের বহনকারী হইয়াছিল। যদি বল, অশ্বের স্তুতির পরিবর্ত্তে বাহন শব্দের উক্তি দ্বারা নিন্দা করাই হয়। এ কথা তাহা সত্য; কিন্তু ইহা দোষাবহ নহে, যেহেতু, অশ্বের বাহনত্বই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কিম্বা দেবতাদিগকে বহন করা অশ্বের উন্নতিই বলা যায়, ইহাতে অশ্বের স্তুতি ভিন্ন অন্য কি হইতে পারে?

সেই অশ্ব বাজী হইয়া গন্ধর্ব্বদিগকে, অর্ব্বা জাতিতে অসুরদিগকে ও অশ্বরূপে

মনুষ্যদিগকে বহন করিয়াছিল।* সমুদ্র (পরমাত্মাই) অশ্বের বন্ধু (স্থাপয়িতা) এবং উৎপত্তিকারণ। এই প্রকারে অশ্বের উৎপত্তিকারণ ও স্থিতির উল্লেখ দ্বারা বিশুদ্ধতা-প্রদর্শনে অশ্বের স্তুতি করাই হইল। অথবা "জলই অশ্বের উৎপত্তিস্থল" এই শ্রুতিবাক্যানুসারে সমুদ্রই অশ্বের উৎপত্তিস্থান, ইহা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ ॥ ২ ॥

প্রথম ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণ ॥ ১

উপনিষৎসু—প্রথমাধ্যায়স্য

দ্বিতীয়-ব্রাহ্মণম্

নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীৎ।

এইক্ষণে অশ্বমেধ-যজ্ঞের উপযোগী অগ্নির উৎপত্তি কথিত হইতেছে।—শ্রুতি সেই অগ্নিবিষয়ক ভাবনার উপদেশ করিবার বাসনায় অগ্নির উৎপত্তি-বর্ণনাচ্ছলে প্রশংসাই করিলেন। এই সংসারমণ্ডলে মন প্রভৃতির সৃষ্টির পূর্ব্বে নাম ও রূপাদিবিশেষে বিভক্ত কোন পদার্থই ছিল না। বৌদ্ধবাদী বলেন, তবে কি শূন্যই ছিল? শূন্য হওয়াই সঙ্গত। কেন না, "কিছুই ছিল না" এই শ্রুতি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে আর যখন সমস্ত বস্তুরই উৎপত্তি দেখা যায়, তখন তৎকালে কার্য্য বা কারণ কেহই ছিল না, ইহা স্থির। ঘট যখন উৎপন্ন হইতেছে, তখন উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব ছিল না বলিতেই হইবে। যদি বল, যাহা দৃষ্ট হয় না, তাহারই অভাব মানিতে হইবে, এই নিয়মে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য দৃষ্ট হয় না বলিয়া কার্য্যের অস্তিত্বাভাব স্বীকার করিতে পার; পরন্তু ঘটাদি কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে মৃৎপিণ্ডাদিরূপ কারণের প্রত্যক্ষসত্ত্বেও তাহার অস্তিত্ব স্বীকার না করিবার হেতু কি? ইহাও বলিতে পার না, যেহেতু, সকল পদার্থেরই উৎপত্তির পূর্ব্বে উপলব্ধি হয় না। বেশ, যদি উপলব্ধি হয় না বলিয়া বস্তুর অভাব মানিতে হয়, তবে সমুদায় জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে কার্য্য

* হয়, বাজী, অশ্ব, অর্ব্বা ইহারা অশ্বের জাতিভেদ।

ও কারণ কাহারও উপলব্ধি থাকে না, তাহা দ্বারা সমস্ত জগতেরই অভাব স্বীকার করা হউক, সুতরাং শূন্যবাদই পর্য্যবসিত। বৌদ্ধদিগের এই আপত্তি খণ্ডন করিবার জন্য বৈদান্তিকগণ শ্রৌতপ্রমাণ ও যুক্তি দেখাইতেছেন।—বৈদান্তিকগণ বলেন—শূন্যবাদী বৌদ্ধের এই সিদ্ধান্ত যুক্তি ও প্রমাণসিদ্ধ নহে, যেহেতু, এই শ্রুতিতেই কথিত হইয়াছে, "এই সমস্ত জগৎ মৃত্যু কর্ত্তৃক আবৃত ছিল।" যদি সৃষ্টির পূর্ব্বে আবরক ও আবার্য্য কিছুই না থাকিত, তাহা হইলে মৃত্যু কর্ত্তৃক সমস্ত জগৎ আবৃত ছিল, শ্রুতি এই কথা কখনই বলিত না। শ্রুতিবাক্যার্থের প্রামাণ্য-রক্ষার জন্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে বস্তু অনুপলভ্যমানভাবে ছিল। কেহ কি কখনও দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে যে, বন্ধ্যার পুত্র আকাশের পুষ্প দ্বারা শোভিত হইয়াছে ; যাহা অলীক, তাহা অলীক দ্বারা আবৃত হয় না বা অলীক বিষয় লইয়া একটি বাক্যও প্রযুক্ত হয় না। অথচ শ্রুতি বলিতেছেন যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ মৃত্যু কর্ত্তৃক আবৃত ছিল। যদি বাস্তবিকই সৃষ্টির পূর্ব্বে কোন পদার্থ না থাকিত, তবে 'মৃত্যু কর্ত্তৃক জগৎ আবৃত ছিল,' শ্রুতির এই কথা সর্ব্বথা অসঙ্গত হইত। অতএব সৃষ্টির পূর্ব্বে আবরক ও আবার্য্য উভয়ই সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান ছিল, শ্রুতিপ্রামাণ্যে ইহাই স্বীকার করিতে হয়। শুধু তাহাই নহে, অনুমান দ্বারাও সৃষ্টির পূর্ব্বে কার্য্য ও কারণের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। অন্বয়-ব্যতিরেক অর্থাৎ কারণ থাকিলেই কার্য্যের উৎপত্তি, আর কারণের অসত্তায় কার্য্যের অনুৎপত্তি হয় না, যেমন ঘটকার্য্যের কারণ মৃৎপিণ্ড, চক্র ও কুলাল প্রভৃতি থাকিলে ঘট উৎপন্ন হয়, না থাকিলে হয় না, ইহাদ্বারা এই জগৎকার্য্যেরও উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণের অস্তিত্ব অনুমিত হইতেছে। তাই বলি, কারণ না থাকিলে জগৎকার্য্য উৎপন্ন হইত না। এ স্থলে শূন্যবাদী আপত্তি করেন, যেমন মৃৎপিণ্ডরূপ কারণকে বিনাশ না করিয়া ঘটকার্য্যের উৎপত্তি হয় না, সুতরাং মৃৎপিণ্ডের ধ্বংসরূপ অভাবকে ঘটোৎপত্তির প্রতি কারণ বলিতে হইবে, এই দৃষ্টান্ত অনুসারে অভাব হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি বলা যাউক, অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে শূন্যই ছিল, ইহা সত্য, যেহেতু, জগৎকারণের অস্তিত্বানুমাপক কোনই প্রমাণ নাই। বৈদান্তিক এই বৌদ্ধমতের প্রতিবাদস্বরূপ বলেন যে, ইহা একটি কথাই নহে। কারণ, ঘটের প্রতি মৃত্তিকাই কারণ এবং রুচক (আভরণবিশেষ) কার্য্যের প্রতি সুবর্ণই কারণ, মৃৎসুবর্ণ-পিণ্ডাদি (আকারবিশেষ) কারণ নহে, যদি মৃৎপিণ্ডাদি-আকার কারণ হইত, তবে পিণ্ডাদি আকারবিশেষ না থাকিলে কেবল মৃত্তিকা ও সুবর্ণাদি হইতে ঘট ও রুচকাদির উৎপত্তি সম্ভব হইত না, যখন দেখিতেছি, ঐ আকার ব্যতিরেকেও কেবল মৃত্তিকা

হইতে ঘটোৎপত্তি সম্ভব, তখন মৃৎপিণ্ডাদি কারণপদবাচ্য নহে। বরং মৃত্তিকা ও সুবর্ণাদি না থাকিলে ঘট ও রুচকাদি কার্য্য জন্মে না, অতএব মৃৎ-সুবর্ণই ঘট-রুচকাদির কারণ বলিতে হয়। অতএব পিণ্ড-ধ্বংসের পর কার্য্যোৎপত্তি দেখিয়া পিণ্ডের কারণতা বর্ণনা করিতে পার না। আরও এক কথা, উৎপত্তির পূর্ব্বে যদি কারণ না থাকে, তবে কার্য্যোৎপত্তি হইতেই পারে না। এই হেতু উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণের সত্তা অবশ্যই স্বীকার্য্য, ইহাই সিদ্ধান্ত। আর যে বলা হইয়াছে, মৃৎপিণ্ড-ধ্বংস হইতে ঘটোৎপত্তি নিবন্ধন অভাবের কারণতা স্বীকার্য্য, ইহাও অতি তুচ্ছ কথা, সকল কারণই কার্য্য উৎপাদন করিতে যাইয়া পূর্ব্বোৎপন্ন কার্য্যকে তিরোহিত করে ও সেই স্থানে অন্য কার্য্য উৎপাদন করে। এককালে এক উপাদান কারণে বিরুদ্ধ অনেক কার্য্য একযোগে থাকিতে পারে না। অতএব মৃৎপিণ্ডরূপ পূর্ব্বকার্য্যের বিনাশ হইলে মৃত্তিকারূপ কারণের নিজের ধ্বংস হয়, এমন নহে। যদি বল, পিণ্ড ব্যতিরেকে মৃত্তিকা পৃথক্ থাকিতে পারে না, অতএব মৃত্তিকার কারণতা অযৌক্তিক, তাহাও নহে, যেহেতু, মৃৎপিণ্ড নষ্ট হইলেও মৃত্তিকা কার্য্যান্তর ঘটরূপে বর্ত্তমান থাকে; সুতরাং ঘটের মৃত্তিকাই কারণ, মৃৎপিণ্ডের বিনাশ কারণ নহে।

যদি বল, আমার এই সিদ্ধান্তই যুক্তিহীন, যেহেতু, সেই স্থলে মৃৎপিণ্ড ও ঘটাদি ভিন্ন অন্য মৃত্তিকাদি কারণের উপলব্ধি হয় না। অতএব মৃৎপিণ্ডের অভাব হইতেই ঘট উৎপন্ন হয় বলিতে হইবে। বৌদ্ধদিগের এই আপত্তিতে সিদ্ধান্তবাদী বৈদান্তিক বলেন যে, তোমাদিগের এই কথাও যুক্তিবিরুদ্ধ, কারণ, মৃৎপিণ্ড বিনষ্ট হইলেও তাহার অবয়বে মৃত্তিকায় থাকে; সুতরাং ঘটের উৎপত্তিকালে মৃত্তিকার অবস্থিতি নিয়তই আছে, অতএব স্থির কথা যে, মৃত্তিকাই ঘটের কারণ, মৃৎপিণ্ডের অভাব কারণ নহে।

বৌদ্ধগণ ঘটকার্য্যে মৃত্তিকারূপ কারণের অনুসরণ স্বীকার না করিয়া ঘটের কারণীভূত মৃত্তিকার সজাতীয় অন্য মৃত্তিকার উপলব্ধি স্বীকার করেন। তাঁহাদের অভিমত—সমস্ত পদার্থই ক্ষণকালস্থায়ী; মৃত্তিকাও ক্ষণিক, তদনুসারে উৎপত্তির পূর্ব্বে যে মৃত্তিকা ছিল, ঘটের উৎপত্তির সময়ে তাহার সত্তা নাই, এই জন্য তাহার সদৃশ অন্য মৃত্তিকা ঘটে অনুবৃত্ত হয়। সাদৃশ্যবশতঃ অন্য মৃত্তিকাকে সেই মৃত্তিকা বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে, বাস্তবিক উভয় এক মৃত্তিকা নহে। তদুত্তরে বৈদান্তিক বলেন, তোমার এই ক্ষণিকবাদও যুক্তিযুক্ত নহে। কেন না, মৃৎপিণ্ডের অবয়ব মৃত্তিকাই ঘটে প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হয়, অথচ অনুমান দ্বারা তাহার ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ করিতে

যাইয়া দুষ্টানুমান অবলম্বন করা অপেক্ষা সাদৃশ্য প্রভৃতি কল্পনা না করাই উচিত। পক্ষান্তরে, একবস্তুর একরূপে প্রত্যক্ষ ও অন্যরূপে অনুমান এইরূপ প্রত্যক্ষানুমানের পরস্পর বিরুদ্ধ ব্যভিচারও সঙ্গত নহে। যেহেতু, অনুমানাপেক্ষা প্রত্যক্ষ বলবৎ প্রমাণ। যে অনুমান প্রত্যক্ষকে আশ্রয় করিয়াই দাঁড়াইতে পারে, সেই অনুমান দ্বারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থের অন্যরূপ কল্পনা হইতেই পারে না, তাহা স্বীকার করিলে সকল স্থলেই অপ্রামাণ্যের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে, প্রত্যভিজ্ঞাস্থলে * প্রত্যক্ষ দ্বারা যে একই বস্তুর প্রতীতি হয়, তৎসদৃশ বিভিন্ন বস্তুর নহে। তোমার মতে অনুমান দ্বারা সেই বস্তুর বিভিন্নতা স্বীকার করিলে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের পরস্পর বিরোধ হইয়া পড়ে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও অনুমান পরস্পর বাধ্য-বাধকভাবে দণ্ডায়মান হয়। যদি বল, বিনিগমনার † অভাবে অনুমানই প্রত্যক্ষকে ব্যাহত করিবে, তাহাও নহে। যেহেতু, প্রত্যক্ষই অনুমানের মূল, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। আর এক কথা, যদি তোমার মতে সকল পদার্থই ক্ষণিক হয়, তবে জ্ঞানের প্রামাণ্য কাহার দ্বারা নির্ণীত হইবে? যদি তজ্জন্য অন্য জ্ঞান অপেক্ষণীয় হয়, তবে সেই জ্ঞানের প্রামাণ্য অবধারণ করিতে অপর জ্ঞান অপেক্ষিত হউক, এইরূপে অনবস্থাদোষ ঘটিয়া উঠে। এই অনবস্থাদোষপ্রযুক্ত জ্ঞানের প্রামাণ্য নিশ্চয় হইতে পারে না। যেহেতু, বৌদ্ধগণ জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। এই সব কারণে 'তাহার সদৃশ এই বস্তু,' এই জ্ঞানকে মিথ্যা জ্ঞান স্বীকার করিতে হয়। আরও এই কারণে সাদৃশ্যবুদ্ধি দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞার সঙ্গতি করা অসম্ভব। ‡ যেহেতু, ক্ষণিকবাদীর মতে পূর্ব্বজ্ঞান, এবং পরজ্ঞানের একটি স্থায়ী কর্ত্তা নাই। পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর পশ্চাদ্দর্শনে যে প্রত্যক্ষ-জড়িত স্মৃতি জন্মে, তাহাই প্রত্যভিজ্ঞা নামে অভিহিত। অনুভব ও স্মৃতি এক ব্যক্তিরই সম্ভব। কিন্তু বৌদ্ধমতে তাহা ঘটিতে পারে না। আর সাদৃশ্য বশতঃ অভেদ-বুদ্ধি হয়, তাহাদের এই সিদ্ধান্তও যুক্তিসহ নহে। যেহেতু, সাদৃশ্যমাত্রই এক পদার্থ দেখিয়া অপর পদার্থে তাহার সাধারণ ধর্ম্মজ্ঞানকে অপেক্ষা করে; সুতরাং ঐ জ্ঞানদ্বয়ের একটি স্থায়ী বিষয় ও স্থায়ী কর্ত্তা থাকা আবশ্যক। এক্ষণে সমস্ত

---

* পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তু কালান্তরে দেখিলে, এই সেই বস্তু, এই প্রকার জ্ঞানের নাম প্রত্যভিজ্ঞা।

† এক পক্ষ স্বীকার করিবার অখণ্ডাযুক্তির নাম বিনিগমনা।

‡ ক্ষণিকবাদীর মতে চিরস্থায়ী কোন পদার্থ নাই, সুতরাং পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থ চৈতন্যকালে দর্শন করিয়া, এই সেই পদার্থ, এই প্রকার প্রত্যভিজ্ঞায় যে অসঙ্গতি হইয়া পড়ে, এইজন্য পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর সদৃশ পশ্চাৎদৃষ্ট বস্তু এইরূপ সাদৃশ্যবশতঃ অভেদজ্ঞান ভ্রমাত্মক বলিতে হইবে।

ক্ষণিক স্বীকার করিলে, সাদৃশ্যবুদ্ধির সম্ভাবনা কোথায়? যদি বল, সাদৃশ্য না থাকিলেও সাদৃশ্যজ্ঞান হয়, তবে সেই এই, এই বুদ্ধিরও অসংবিষয়তা অর্থাৎ বিষয় না থাকিলেও তাদ্বিষয়ক জ্ঞান হয়, বলিতে পারি। যদি বল, তাহাও হয় হউক, আমাদের তাহা অপসিদ্ধান্ত নহে, তবে তোমার মতে সমস্ত জ্ঞানই মিথ্যা হইয়া উঠে। কেন না, জ্ঞানের সত্যতা ও মিথ্যাত্ব ব্যবহারের মূল বিষয়ের সত্তা ও অসত্তা। যেমন রজ্জুতে রজ্জুজ্ঞান সত্য ও তাহাতে সর্প-রূপবিষয়ের অভাবে সর্পজ্ঞান মিথ্যা, সেই প্রকার পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর অভাবে, 'সেই, এই' এই প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞানও মিথ্যাই হইবে। যদি বল, তাহাও হউক; তাহাতেও মহান্ দোষ আছে। অর্থাৎ তোমাদের অভিপ্রেত— বস্তুর অসত্যতা জ্ঞান হইতে মুক্তির উৎপত্তি সম্ভব হয় না, যেহেতু, সকল জ্ঞান মিথ্যা হইলে বস্তুর অসত্যতাজ্ঞানও মিথ্যা হইয়া পড়ে। তবে অলীক বস্তু দ্বারা বস্তুসিদ্ধি হইবে কিরূপে? আর উক্ত প্রণালীতে সমস্ত জ্ঞানই মিথ্যা হইলে, তাহার সত্যতাস্থাপনের জন্য প্রমাণানুসরণ করাও ক্ষণিক-বাদীর বৃথা প্রয়াস মাত্র। অতএব প্রত্যভিজ্ঞাস্থলে (ঘটে অনুবৃত্ত মৃত্তিকার অবয়বে 'সেই এই' এই জ্ঞানে) কারণের সাদৃশ্য দ্বারা কারণের অনুবৃত্তির সঙ্গতি করা ক্ষণিক বৌদ্ধবাদীর অসৎকল্পনামাত্র।

সুতরাং পূর্ব্বে যে কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কারণের অস্তিত্ব কথিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বথাই সঙ্গত হইল অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে সূক্ষ্মরূপে কারণে কার্য্য বিদ্যমান, ইহাই প্রতিপন্ন হইল। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য সদ্রূপেই বর্ত্তমান থাকে, তাহা না হইলে তাহার অভিব্যক্তি হইবে কিরূপে? অসিদ্ধ বস্তুর অভিব্যক্তি হয় না, কার্য্যের অভিব্যক্তি অর্থাৎ জ্ঞানাকারতাপ্রাপ্তি। যেমন অন্ধকারাদি দ্বারা আবৃত ঘটাদি পদার্থ আবরণনাশক প্রদীপাদির প্রভা দ্বারা উদ্ভাসিত হইলে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, সুতরাং পূর্ব্বসত্তা অতিক্রম করে না, সেই প্রকার উৎপত্তির পূর্ব্বে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত এই জগৎ কারণের ব্যাপার দ্বারা আবরণ বিনষ্ট হইলে অভিব্যক্তি লাভ করে, ইহাই আমাদের তাৎপর্য্য। অসৎ পদার্থ কখনই অভিব্যক্ত হয় না, যদি ঘট যথার্থ অবিদ্যমান হয়, তবে সহস্র সূর্য্য উদিত হইয়াও উপলব্ধি করাইতে পারে। এ স্থলে বাদী আপত্তি করে, তোমার মতে যদি কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বেও বিদ্যমান থাকে, তবে সূর্য্য উদিত হইলে বিদ্যমান ঘটের ন্যায় অনভিব্যক্ত (ভাবী) ঘটও প্রত্যক্ষ হউক। উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলেন, আমার মতে কার্য্যের আবরণ দুই প্রকার,

এক—মৃৎপিণ্ড হইতে অভিব্যক্ত ঘটাদির প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে অন্ধকার এবং প্রাচীর প্রভৃতি আবরণ, দ্বিতীয়—মৃত্তিকা হইতে ঘটের অভিব্যক্তির পূর্ব্বাবস্থায় মৃত্তিকাবয়বের মৃত্তিকাপিণ্ডরূপ বিভিন্ন কার্য্যাকারে অবস্থিতি। বাস্তবিক পূর্ব্বকার্য্যাবস্থাই পরকার্য্যের আবরণ। সেই হেতু উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য বাস্তবিক বিদ্যমান হইলেও কার্য্যান্তর দ্বারা আবৃত থাকা প্রযুক্ত উপলব্ধ হয় না। বিনষ্ট, উৎপন্ন, ভাব ও অভাববাদি দ্বারা যে নাশ, উৎপত্তি, বিদ্যমানতা ও অবিদ্যমানতা-প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থপ্রতীতি হয়, তাহা অভিব্যক্তি ও তিরোভাবের নামান্তর অর্থাৎ কপালাদি খণ্ড দ্বারা ঘটের যে তিরোভাব, তাহার নাম ঘটধ্বংস; আর পিণ্ডাদি স্বতন্ত্র মৃৎকার্য্যরূপ আবরণের অভাবে ঘটের যে অভিব্যক্তি, তাহাকে উৎপত্তি বলা যায়। প্রদীপাদি দ্বারা অন্ধকাররূপ আবরণের অপনোদনে ঘটের যে অভিব্যক্তি, তাহা ভাব বা প্রকাশ শব্দের অর্থ ও মৃৎপিণ্ডাদি দ্বারা তিরোভাব অভাবশব্দবাচ্য। যদি বল, মৃৎপিণ্ড ও কপাল ঘটের আবরণ হইতে পারে না, কেন না, যাহা যে বস্তুর আবরক হয়, তাহা সেই বস্তু হইতে বিভিন্ন স্থানে থাকে। যেমন ভিত্তি বা অন্ধকার বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া বস্তুর আবরক হয়, সেইরূপ মৃৎপিণ্ড ও কপাল ঘটের বিভিন্ন আশ্রয়স্থিত নহে, অতএব পূর্ব্বে যে মৃৎপিণ্ড ও কপালের দ্বারা আবরণপ্রযুক্ত বিদ্যমান ঘটের অনুপলব্ধি বলা হইয়াছে, ইহা যুক্তিযুক্ত নহে, অর্থাৎ মৃৎপিণ্ড ও কপাল আবরণস্বরূপই নহে। যাহা দ্বারা ঘটের অনুপলব্ধি হইবে? সুতরাং সৎকার্য্যবাদ যুক্তিসহ বলা যায় না। এই আপত্তি অকিঞ্চিৎকর, যেহেতু, আবৃত ও আবরণের যে বিভিন্ন অধিকরণই হইবে, এমন নিয়ম নাই। দেখা যায়, দুগ্ধমিশ্রিত জলে দুগ্ধের দ্বারা আবরণ সংঘটিত হয়, অথচ ঐ আবরণ বিভিন্ন অধিকরণে বর্ত্তমান নহে; সুতরাং এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। যদি বল, কার্য্যমাত্রের সর্ব্বদা সত্তা স্বীকার করিলে ঘটে কপালের মত কপাল-চূর্ণেরও অন্তর্ভাব হেতু কপাল দ্বারা আবরণই অসম্ভব? কাহা দ্বারা ঘটের উৎপত্তির পূর্ব্বে অনুপলব্ধি হইবে? উত্তর—এই আপত্তিও সঙ্গত নহে, যেহেতু, ঘট যেমন কপালের কার্য্য, ঐরূপ কপালচূর্ণও কপালের কার্য্যান্তর; সুতরাং ঘটকার্য্যে কপাল যে ভাবে থাকে, কপালচূর্ণে সে ভাবে নাই, সুতরাং ঘটকার্য্য কপাল দ্বারা আবৃত বলিয়া প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল। পুনশ্চ, বাদী বলেন, যদি উৎপত্তির পূর্ব্বেও ঘট বিদ্যমান থাকে, অথচ মৃৎপিণ্ড বা কপালাদি দ্বারা আবৃত থাকা প্রযুক্ত তাহার প্রত্যক্ষ হয় না, এই সিদ্ধান্তই বলবৎ

হয়, তবে ঘটকামী ব্যক্তি আবরণ-নাশের জন্য যত্ন না করিয়া ঘটের উৎপাদনে কি জন্য যত্ন করে? যেহেতু, দেখা যায়, লোক যাহার প্রার্থী, তদ্বিষয়েই চেষ্টাবান্ হয়; অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমান ঘট কপাল দ্বারা আবৃত বলিয়া উপলব্ধ হয় না, ইহা যুক্তিযুক্ত বাক্য নহে, অবিদ্যমান ঘটেরই উৎপত্তি বলা উচিত। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলেন, এমন কোন নিয়ম নাই যে, আবৃত বস্তুর অভিব্যক্তির জন্য কেবল আবরণবিনাশার্থই যত্ন করিতে হইবে। অন্ধকারাবৃত ঘটের প্রকাশের জন্য প্রদীপ জ্বালিতে দেখা যায়। যদিও সেই প্রদীপ প্রজ্বালনের চেষ্টা অন্ধকারনিবৃত্তির জন্য, তথাপি তাহার মুখ্যফল ঘটপ্রকাশ। প্রজ্বলিত প্রদীপ দ্বারা অন্ধকারনাশ ও ঘটের প্রকাশরূপ দুইটি ফল সাধিত হইতে দেখা যাইতেছে। আবরণনাশ দ্বারা ঘটের কোন বৈশিষ্ট্য উৎপন্ন হয় না, এমন নহে; যেহেতু, তাহার পরই প্রকাশবিশিষ্ট বলিয়া ঘটকে প্রত্যক্ষ করা হয়, যেমন প্রদীপনির্ম্মাণ দ্বারা অন্ধকারনিবৃত্তি ঘটিলে প্রকাশবিশিষ্ট ঘটের উপলব্ধি হয়, কিন্তু প্রদীপ নির্ম্মাণের পূর্ব্বে তাহা হয় না, সেইরূপ ঐ স্থলেও জানিবে। অতএব কেবল আবরণনাশের জন্য প্রদীপ জ্বালিত হয় না, কিন্তু প্রকাশই তাহার উদ্দেশ্য। এই আলোক দ্বারাই ঘট প্রত্যক্ষগোচর হয়, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

কোন কোন স্থানে আবরণনাশের জন্যও চেষ্টা হইয়া থাকে। যেমন প্রাচীরাবৃত ঘটের প্রকাশের জন্য প্রাচীর ভগ্ন করিতে দেখা যায়। অতএব অভিব্যক্তিকামীর কেবল আবরণভঙ্গের জন্যই যে যত্ন হইবে, এইরূপ নিয়ম মানিতে পারি না। নিয়ম থাকিলে তাহার একটি সার্থকতাও থাকিত, বিনা উদ্দেশ্যে নিয়মস্বীকার কোন মতসিদ্ধ নহে। মৃত্তিকারূপ কারণে বর্ত্তমান পিণ্ডাদি কার্য্য অনভিব্যক্ত ঘটাদি কার্য্যের আবরণ, ইহা আমরা বহুবার বলিয়াছি। যদি ঘটের অভিব্যক্তির জন্য পূর্ব্বাভিব্যক্ত কার্য্য মৃৎপিণ্ড বা কপালের বিনাশ নিমিত্ত যত্ন করা যায়, তাহা হইলে মৃৎপিণ্ড বা কপালের বিনাশ জন্য মৃৎপিণ্ড বিদলন ও কপালচূর্ণরূপ কার্য্যান্তরও জন্মিতে পারে, আবার ঐ কার্য্য দ্বারা আবৃত থাকাতে ঘটের উপলব্ধি হইতে পারে না; সুতরাং তাহার বিনাশের জন্য আবার যত্ন করা হউক। যখন ঘটের অভিব্যক্তির জন্য দণ্ডচক্রাদিরূপ নিমিত্ত-কারণ সকলের ব্যাপারই কার্য্যসিদ্ধির জন্য নিয়ত অপেক্ষিত হয় এবং ঘটের অভিব্যক্তিরূপ কার্য্য সম্পাদন করিয়া, করণ কারকের ব্যাপারও যখন সার্থকতা লাভ করে, তখন এই উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের সত্তাই স্বীকার করা সঙ্গত। 'ঘট হইতেছে', এই বর্ত্তমান ঘটবিষয়ক জ্ঞানের ন্যায় 'ঘট হইবে' ও 'ঘট হইয়াছিল',

এই প্রকার ভবিষ্যৎ ও অতীত ঘটবিষয়ক জ্ঞানও বিষয়ের সহিত প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিশেষতঃ অতীত ঘটজ্ঞান ও ভবিষ্যৎ ঘটজ্ঞান যখন বর্ত্তমান ঘটজ্ঞান হইতে বিভিন্ন, তখন সেই অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘটজ্ঞানের উপপত্তির জন্যও সৎকার্য্য-বাদ স্বীকার করিতে হয়। যদি অতীত ও ভবিষ্যৎকালে বিষয় বস্তুত না থাকে, তবে বর্ত্তমানঘট-বিষয়ক জ্ঞানস্থলেও বিষয়ের জ্ঞান না হউক। আর এক কথা, যদি ভবিষ্যৎ দশায় ঘট বলিয়া সদ্‌বস্তু না থাকিত, তবে আকাশকুসুমের আহরণের ন্যায় ভাবী ঘটের লাভের জন্যও কোন পুরুষ প্রযত্ন করিত না। অথচ দেখা যায়, লোক ভাবী ঘটের জন্য চেষ্টা করিতেছে। অতএব মানিতে হইবে যে, ভাবী ঘটও অনভিব্যক্তরূপে কারণে বিদ্যমান থাকে, নচেৎ ঘট অসৎস্বরূপ হইলে ঈশ্বর এবং যোগীদিগের ঐ ভাবী ঘটবিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞানও মিথ্যা হইয়া পড়ে। বাস্তবিক যোগী ও ঈশ্বরের জ্ঞান মিথ্যা নহে। যেহেতু, ঐ জ্ঞান অপেক্ষা অন্য কোনও প্রবল জ্ঞান নাই,—যাহা দ্বারা উহা বাধিত হইবে। যদি বল, অতীত ও ভবিষ্যৎ-কালে অসৎ-বস্তু-বিষয়ক যে জ্ঞান হয়, তাহা কল্পিত প্রত্যক্ষমাত্র, বাস্তবিক উহা অনুমানস্বরূপ, ইহাই আমরা বলি। তাহা নহে, পূর্ব্বেই ঐ অনুমানের প্রতিবাদকল্পে বলা হইয়াছে যে, যদি কুম্ভকার প্রভৃতি ঘটনির্ম্মাতৃ সকলকে ঘটনির্ম্মাণে ব্যাপৃত দেখিয়া, ঘট হইবে, এইরূপ নিশ্চয় প্রামাণিক হইয়া থাকে, তবে 'ঘট হইবে', এই বাক্য দ্বারা যে ভবিষ্যৎকালের সহিত ঘটের ভাবী সম্বন্ধ অভিপ্রেত, অথচ সেই ঘটের সেই কালে সত্তা নাই, এই কথা সর্ব্বথা অসঙ্গত হইতেছে না কি? অর্থাৎ কখনই ইহা হইতে পারে না যে, ভবিষ্যৎ ঘট অসৎ। যেমন বর্ত্তমান ঘটকে লক্ষ্য করিয়া 'এই ঘট বিদ্যমান নাই', এই কথা অসঙ্গত, সেই প্রকার ভাবী ঘট ভবিষ্যৎ-কালে অসৎ, এই কথাও উন্মত্ত-প্রলাপমাত্র। ইহাতে বাদী বলেন যে, ঘট নির্ম্মাণের জন্য যে প্রকার কুলালাদির চেষ্টা দেখা যায়, উৎপত্তির পূর্ব্বে সেই প্রকার ঘট নিজকার্য্য জলানয়নাদি কার্য্যসম্পাদকরূপে বিদ্যমান না থাকাই তাহার অসত্তা শব্দের অর্থ। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলেন, তুমি যে প্রকার অসৎ-শব্দের অর্থ করিতেছ, উহা আমার মতবিরুদ্ধ নয়। কারণ কি? উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘট অনভিব্যক্ত অবস্থায় থাকে, ইহা আমরাও স্বীকার করি। পরন্তু তৎকালে মৃৎপিণ্ড বা কপালের বর্ত্তমানতা থাকিলেও ঐ বর্ত্তমানতার সহিত ঘটের বর্ত্তমান-তার প্রভেদ থাকায় উহা ঘটের বর্ত্তমানতা নহে। এইরূপ ঘটের ভবিষ্যত্তাও কপালও মৃৎপিণ্ডে থাকে না। তুমি ঘটের উৎপত্তির পূর্ব্বে যদি তাহার স্বীয় কার্য্যরূপ ভবি-ষ্যত্তা স্বীকার না করিতে, তাহা হইলে তোমার সহিত আমার মতবিরোধ হইত।

যখন তুমি তাহা অস্বীকার কর না, তখন আর মতভেদ কি? সকল ক্রিয়াবান্ পদার্থেরই ভবিষ্যত্তা, বর্ত্তমানতা ও অতীতত্ব বিভিন্ন, এক নহে; যেহেতু, ঘটের বিদ্যমানতাসময়ে ঘটের ভবিষ্যত্তাই দেখা যায়, বিদ্যমানতা থাকে না; সুতরাং উহা ব্যক্তিভেদে বিভিন্নই মানিতে হইবে। আর এক কথা, চারি প্রকার অভাবেরও অভাবত্ব বা অসত্ত্বের পরিবর্ত্তে ভাবরূপত্ব বলিতে হইবে, কারণ, সেই অভাব-চতুষ্টয় বস্তুর বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ অবস্থাস্বরূপ বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রে মীমাংসিত আছে। এক্ষণে অভাবের ভাবরূপত্ব প্রমাণিত করিবার জন্য প্রথমতঃ অভাবকে চারি ভাগে বিভক্ত করিতেছেন—যথা প্রাগভাব (উৎপত্তির পূর্ব্বকালীন অভাব), ধ্বংস (বিনাশ), অত্যন্তাভাব (সর্ব্বকালীন অভাব) ও অন্যোন্যাভাব (প্রভেদ)। এই চারি প্রকার অভাবের মধ্যে অন্যোন্যাভাব, অর্থাৎ 'ঘট হইতে বিভিন্ন পট,' এই বাক্যে পটেতে ঘটের যে ভেদপ্রতীতি হয়, উহা পটস্বরূপ ভাবপদার্থ, ঘট-স্বরূপ নহে। ঘটাভাব ভাবরূপী পটস্বরূপ হইলে অবশ্যই ভাবস্বরূপ বলিতে হইবে, অভাবস্বরূপ হইতেই পারে না। এই প্রকারে ঘটাত্যন্তাভাব প্রভৃতিও ঘট হইতে বিভিন্ন বলিতে হইবে অর্থাৎ যেমন ঘটভেদ ঘটের দ্বারা বোধ্যমান বলিয়া ঘট হইতে বিভিন্ন, ঐরূপ ঘটের প্রাগভাব, ধ্বংস ও অত্যন্তাভাব ঘট হইতে পৃথক্ বস্তু ও ভাবস্বরূপ। অতএব ঘটপ্রাগভাব এই কথা বলিলে ঘট ও তাহার প্রাগভাব, এই উভয়ের সম্বন্ধ প্রতীত হইয়া থাকে, সম্বন্ধ ব্যক্তিদ্বয়নিষ্ঠ, সুতরাং ঘট ও তাহার প্রাগভাব এক পদার্থ হইতে পারে না, ঘটকে তাহার প্রাগভাবস্বরূপ বলিলে—চৈত্রের পুত্র, এই কথায় যেমন চৈত্র ও পুত্রের একটি সম্বন্ধ জ্ঞানাধীন বিভিন্নতার প্রতীতি হয়, এইরূপ উক্ত সম্বন্ধপ্রতীতির ব্যাঘাত ঘটে। যদি বল, শিলাপুত্রের শরীর, এইরূপ প্রয়োগ করিলে, শিলাপুত্র ও শরীরের ভেদ না থাকিলেও, কল্পনা করিয়া ভেদব্যবহার হয়, সেই প্রকার ঘটের প্রাগভাব, এই ব্যবহারও কাল্পনিক পার্থক্য অবলম্বন করিয়া হইবে? তাহাও নহে, কারণ, তাহা হইলে কল্পিত অভাবেরই ঘটের দ্বারা সম্বন্ধ ব্যবহৃত হইয়া পড়ে, ঘটস্বরূপের হয় না। প্রশ্ন হইতেছে, ঘটাভাব কি ঘট হইতে বিভিন্ন না অন্য পদার্থ? যাহার পূর্ব্বেই মীমাংসা হইয়াছে, অর্থাৎ ঘটের প্রাগভাব অন্যোন্যাভাবের ন্যায় অত্যন্ত বিভিন্ন, কি সূক্ষ্মরূপে কারণে বিলীন ঘটস্বরূপ? যদি অত্যন্ত বিভিন্ন হয়, তবে ঘটকারণ (মৃৎপিণ্ড) ভিন্ন অন্য যে কোন পদার্থেই ঘটের প্রাগভাব স্বীকার করিতে হয়, আপত্তি না থাকিলে

তাহাতে ঘটোৎপত্তি হয় না কেন? কারণ, যাহাতে প্রাগভাব থাকে, অবশ্যই তাহাতে কার্য্যোৎপত্তি হয়। বিভিন্ন না হইলে আমাদের অভিমত সৎকার্য্যবাদই নির্ব্বিবাদে স্থির রহিল। সৎকার্য্যবাদে আর এক যুক্তি যে, যদি উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘট অভাবস্বরূপ অসৎ হয়, তাহা হইলে যে প্রকার শশকের শৃঙ্গ অসৎপদার্থতা নিবন্ধন কোন পদার্থে সংযুক্ত হয় না, এইরূপ অসৎ ঘটও নিজ কারণ মৃৎপিণ্ড বা কপালের সহিত সম্বদ্ধ হইতে পারে না, যেহেতু, সম্বন্ধ দুইটি সৎপদার্থে থাকে, অলীক পদার্থের কোন সম্বন্ধ নাই। যদি বল, সংযোগ-সম্বন্ধের প্রতি এই নিয়ম, স্বভাবসিদ্ধ সমবায় সম্বন্ধের উহা দোষাবহ নহে। ইহাও নহে, যেহেতু, ভাব ও অভাবে সমবায়সম্বন্ধ, ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ, সমবায়বাদীরা এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, হয় দুই ভাবপদার্থেরই সংযোগ, নতুবা সমবায়সম্বন্ধ স্বীকৃত হউক, কিন্তু ভাবাভাবে কিম্বা অভাবদ্বয়ে সংযোগ কি সমবায়সম্বন্ধ নাই, অথচ কারণের সহিত কার্য্যের সমবায়সম্বন্ধ তোমার অভিমত; সুতরাং সেই অনুরোধে সৎকার্য্যবাদ তোমার মতেও সিদ্ধ হইতেছে।

অশনায়য়াশনায়া হি মৃত্যুস্তন্মনোঽকুরুতাত্মন্বী স্যামিতি। সোঽর্চ্চন্নচরত্তস্যার্চ্চত আপোঽজায়ন্তার্চ্চতে বৈ মে কমভূদিতি তদেবার্কস্যার্কত্বম্। কং হ বা অস্মৈ ভবতি য এবমেতদর্কস্যার্কত্বং বেদ ॥ ১ ॥

এইক্ষণে মৃত্যুকর্ত্তৃক এই জগৎ আবৃত ছিল, এই পূর্ব্ব-কথার আলোচনা হইতেছে, সেই মৃত্যু কে, তাহার লক্ষণ কি? এই অভিপ্রায়ে শ্রুতির উত্তর ভাগ মৃত্যু-পদের অর্থ জানাইতেছে। অশনায়া অর্থাৎ ভোগেচ্ছা, ইহার দ্বারা জগৎ আবৃত ছিল। উহাই মৃত্যুস্বরূপ (মৃত্যুর লক্ষণ)। অশনায়া শব্দের অর্থ যে মৃত্যু, শ্রুতি তাহা প্রসিদ্ধিবাচক 'হি' শব্দের দ্বারা বুঝাইয়াছেন, যেহেতু, ভোজনেচ্ছা হইলেই নিজের ভোজনযোগ্য অপর প্রাণীকে বধ করিয়া থাকে, এই জন্যই ভোজনেচ্ছা দ্বারা মৃত্যু লক্ষিত হইল। সেই অশনায়া বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত আত্মার ধর্ম্ম। অর্থাৎ বুদ্ধ্যভিমানী আত্মাই ভোগেচ্ছা করে, অশনায়া তাহারই কার্য্য, এই হেতু জীবের বুদ্ধিসমষ্টিরূপ উপাধিযুক্ত অর্থাৎ জীবসমষ্টির বুদ্ধিতে আত্মাভিমানী হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা)কে মৃত্যুশব্দে লক্ষিত করা হয়। যেমন পিণ্ডাবস্থাপন্ন মৃত্তিকা দ্বারা ঘটাদি কার্য্য

আবৃত থাকে, সেই প্রকার সেই হিরণ্যগর্ভরূপী মৃত্যু কর্ত্তৃক এই সমস্ত জগৎ আবৃত ছিল। সেই মৃত্যুশব্দবাচ্য হিরণ্যগর্ভ, এই বক্ষ্যমাণ সৃষ্টি অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ সেই সৃষ্টিকার্য্যের অনুশীলনে (ইহা সৎ, ইহা অসৎ, ইহা কর্ত্তব্য, ইহা অকর্ত্তব্য, এই প্রকার আলোচনার) দক্ষ এবং সঙ্কল্প (ইহা কর্ত্তব্যই, এই প্রকার জ্ঞান), বিকল্প (সন্দেহ) প্রভৃতি লক্ষণসমন্বিত মনোনামক অন্তঃকরণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, আমি এই মনঃস্বরূপ আত্মা দ্বারা আত্মন্বী অর্থাৎ মনস্বী হইব, এই অভিপ্রায়েই তিনি প্রথমে মনের সৃষ্টি করিলেন। ইচ্ছামাত্রে তাঁহার মন অভিব্যক্ত হইল, সেই হিরণ্যগর্ভনামা প্রজাপতি ঐ অভিব্যক্ত মনোযুক্ত হইয়া আত্মাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। এইরূপে আত্মার অনুশীলনরূপ পূজার পর সেই অর্চ্চনাকারী প্রজাপতির পূজাঙ্গভূত রসময় জল উৎপন্ন হইয়াছিল। যদিও অন্যান্য শ্রুতিতে প্রথমতঃ আকাশ, বায়ু ও তেজের সৃষ্টির পর জলের সৃষ্টি কথিত হইয়াছে, এবং সৃষ্টিক্রমে মতভেদ যদিও যুক্তিযুক্ত নহে, তথাপি এ স্থলে আকাশসৃষ্টি প্রভৃতির উল্লেখ না করিয়াই যে জলের সৃষ্টি উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা অন্য শ্রুতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আকাশাদি সৃষ্টির পরেই হইয়াছে জানিবে।

সেই প্রজাপতি এইরূপ জ্ঞান করিয়াছিলেন যে, আত্মার অনুশীলনরূপ অর্চ্চনা হেতু আমার সম্মুখে জল আবির্ভূত হইয়াছে, আর এই অর্চ্চনার জন্য অশ্বমেধযজ্ঞীয় অগ্নিরও 'অর্ক' এই প্রকৃতিপ্রত্যয়সিদ্ধ সংজ্ঞা সাধিত হইয়াছে। অর্থাৎ অগ্নির একটি নাম অর্ক, ঐ নাম হইবার গৌণ হেতু অর্চ্চনা, যাহার পূজা করিলে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তিনিই অর্ক। বাস্তবিক অর্চ্চ ধাতু হইতে করণ বাচ্যে ক্বিপ্ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন অর্ক শব্দের অর্থ অর্চ্চনার সাধন (যাহার দ্বারা অর্চ্চনা হয়), যে ব্যক্তি উক্ত প্রকার অর্কের অর্কত্ব জানিতে পারে, তাহার জল বা সুখ নিয়তই সমুদ্ভূত হয় ॥ ১ ॥

আপো বা অর্কস্তদযদপাং শর আসীৎ সমহন্যত। সা পৃথিব্যভবত্তস্যামশ্রাম্যৎ তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য তেজো রসো নিরবর্ত্ততাগ্নিঃ ॥ ২ ॥

পূর্ব্বশ্রুতিতে অশ্বমেধযজ্ঞীয় অগ্নির অর্কত্ব সাধিত হইয়াছে, পরবর্ত্তিনী শ্রুতি জলের অর্কত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। অর্ক শব্দের জলও অর্থ, পরন্তু অর্চ্চনার

অঙ্গভূত জল অর্কশব্দের গৌণ অর্থ, অর্কনামা অগ্নি জলে অবস্থিত থাকায় জলকে অর্ক বলা হইল। বাস্তবিক জল অর্ক শব্দের মুখ্য অর্থ নহে, কেন না, অগ্নির প্রকরণে জলের উল্লেখ অসঙ্গত হয়। এই হেতুই পরে বলা হইবে, "এই অগ্নিই অর্ক।" সৃষ্টিকালীন জলের উপর দধির সরের ন্যায় যে ভাসমান মণ্ড ছিল, তাহা তেজ দ্বারা বাহ্যতঃ এবং অভ্যন্তরে শুষ্ক হইয়া ঘনীভূত ও পৃথিবীরূপে পরিণত হইয়াছিল, অর্থাৎ তেজ দ্বারা অভিতপ্ত সলিল হইতে একটি দীপ্তিমান্ অণ্ড উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই অণ্ডরূপিণী পৃথিবী উৎপন্না হইলে, মৃত্যুনামা প্রজাপতি পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন। সমস্ত লোকই কার্য্যাবসানে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। পৃথিবী-সৃষ্টি প্রজাপতির একটি সুমহৎ কার্য্য; সুতরাং তাঁহার শ্রান্ত হওয়া বিচিত্র নহে। শ্রান্ত হইবার পর কি ঘটনা হইল, তাহাই এক্ষণে বিবৃত হইতেছে। অতঃপর সেই শ্রান্ত এবং তেজঃ-সন্তপ্ত প্রজাপতির শরীর হইতে তেজোরূপ সার বিনির্গত হইল। সেই তেজই অগ্নি, ঐ অগ্নিই সেই অণ্ডের মধ্যস্থিত কার্য্যকারণসমষ্টিরূপী বিরাট্‌নামা প্রথম প্রজাপতি। শ্রুতিতে উক্ত আছে, তিনিই প্রথম শরীরধারী জীব ॥ ২ ॥

স ত্রেধাত্মানং ব্যকুরুতাদিত্যং তৃতীয়ং বায়ুং তৃতীয়ং স এষ প্রাণস্ত্রেধা বিহিতঃ। তস্য প্রাচী দিক্ ছিরোঽসৌ চাসৌ চের্মৌ।

অথাস্য প্রতীচী দিক্ পুচ্ছমসৌ চাসৌ চ সক্থ্যৌ, দক্ষিণা চোদীচী চ পার্শ্বে দ্যৌঃ পৃষ্ঠমন্তরিক্ষমুদরমিয়মুরঃ স এষোঽপ্সু প্রতিষ্ঠিতো যত্র ক্বচৈতি তদেব প্রতিতিষ্ঠত্যেবং বিদ্বান্ ॥ ৩ ॥

সেই প্রজাপতি উৎপত্তির পর নিজেই কার্য্য-কারণসমষ্টিস্বরূপ নিজেকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। অগ্নি ও বায়ুক্রমে গণনা করিলে আদিত্য তৃতীয় হন। আবার অগ্নি ও সূর্য্য অপেক্ষায় বায়ু তৃতীয়, সূর্য্য ও বায়ু সংখ্যাক্রমে অগ্নি তৃতীয়, এই তিন প্রকারে আত্মাকে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এই অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য-রূপে সমস্ত লোকের প্রাণস্বরূপ সেই প্রজাপতি বিরাট্ পুরুষকে নষ্ট না করিয়া, মৃত্যুর তিন আকৃতিতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে যিনি অশ্বমেধ

যজ্ঞের অঙ্গভূত ও যিনি অর্কনামা চিন্ময় বিরাট্ প্রজাপতিস্বরূপ, সেই প্রথম শরীরধারী অগ্নির অশ্বের মত আকৃতি নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। ইতঃপূর্ব্বে অগ্নির উৎপত্তিসম্বন্ধে যে ইতিবৃত্ত বলা হইয়াছে, তাহা এই অশ্বমেধীয় অগ্নির প্রশংসার্থ জানিবে। অর্থাৎ ঐ অগ্নি এবম্বিধ পুণ্যজন্মা, তাঁহার উৎপত্তি হিরণ্যগর্ভের শরীর হইতে, সেই অগ্নির উপাসনা বিশিষ্ট ফলদায়ী, ইহাই বলিবার উদ্দেশ্য। পূর্ব্বদিক যে প্রকার দিক্ সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই প্রকার জীবের মস্তকও অঙ্গসমূহের প্রধান, এই সাম্য ধরিয়া পূর্ব্বদিক্ অগ্নির মস্তকরূপে এবং অগ্নিও ঈশানকোণ দুই বাহুরূপে ধারণার জন্য কল্পিত হইল। পশ্চিমদিক্ সেই পূর্ব্বাভিমুখ অগ্নির শরীরের পশ্চাদ্ভাগ। পূর্ব্বাভিমুখ ব্যক্তির পশ্চিমদিক্ পশ্চাদ্ভাগ হওয়া যুক্তিযুক্ত। বায়ু ও নৈঋতকোণ দুই সকথি (পৃষ্ঠস্থিত উন্নত অস্থিবিশেষ)। দক্ষিণ ও উত্তরদিক্ দুই পার্শ্ব। স্বর্গ পৃষ্ঠ, আকাশ উদর, অধোভাগের তুল্যতাহেতু পৃথিবী বক্ষঃস্থলস্বরূপ। যিনি প্রজাপতি ও সমস্ত লোকস্বরূপ, সেই অগ্নি জলে প্রতিষ্ঠিত আছেন। 'এই প্রকার এই সমস্ত লোক জলেতে প্রতিষ্ঠিত আছে', এই শ্রুতি দ্বারাও জলেই সর্ব্বময় অগ্নির প্রতিষ্ঠা প্রমাণিত হইতেছে। যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অগ্নির জলে অবস্থিতি জানিতে পারে, সে যে কোন স্থানেই গমন করুক না কেন সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবে ॥ ৩ ॥

সোঽকাময়ত দ্বিতীয়ো ম আত্মা জায়েতেতি স মনসা বাচং মিথুনং সমভবদশনায়া মৃত্যুস্তদযদ্রেত আসীৎ স সংবৎসরোঽভবৎ। ন হ পুরা ততঃ সংবৎসর আস তমেতাবন্তং কালমবিভঃ।

যাবান্ সংবৎসরস্তমেতাবতঃ কালস্য পরস্তাদসৃজত। তঞ্জাতমভিব্যাদদাৎ স ভাণকরোৎ সৈব বাগভবৎ ॥ ৪ ॥

ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ঐ মৃত্যু বা প্রজাপতি জলনির্ম্মাণ করত তন্মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিলেন ও ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে স্বয়ং কার্য্য-কারণ-সমষ্টিরূপী বিরাট্‌নামা অগ্নিরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনিই তিন প্রকারে নিজেকে বিভক্ত করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার সৃষ্টিপ্রকার কথিত হইতেছে। সেই পূর্ব্বোক্তরূপী মৃত্যু কামনা করিয়াছিলেন যে, আমার দ্বিতীয় একটি শরীর উৎপন্ন হউক,

যাহা দ্বারা আমি শরীরী হইব। এইরূপ কামনা করিয়া পূর্ব্বোৎপন্ন মনের সহিত ঋক্, যজুঃ ও সামস্বরূপ বেদের মিলন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ মনের দ্বারা বেদবিহিত সৃষ্টিক্রম সমালোচনা করিয়াছিলেন। এই আলোচনাকারী অন্য কেহ নহে, সেই অশনায়া-সমন্বিত মৃত্যু, তৎকর্ত্তৃক সংযোজিত মন ও বেদ এই মিথুনের সংযোগে যে বীজ আবির্ভূত হইয়াছিল; তাহা প্রথম শরীরধারী বিরাট্ প্রজাপতির উৎপত্তির কারণ, অর্থাৎ প্রজাপতি ত্রয়ীর আলোচনায় যে জন্মান্তরকৃত জ্ঞান ও কর্ম্মস্বরূপ বীজ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সেই বেদোক্ত সৃষ্টিক্রম-ভাবনায় ভাবিত অন্তঃকরণে জলের সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর উক্ত বীজ সেই জলে প্রবিষ্ট হইয়া অণ্ডরূপে পরিণত হয় ও তাহা সম্বৎসরকাল যাবৎ গর্ভবৎ অভ্যন্তরে ধৃত হয়। এজন্য তিনি সম্বৎসরকালের নির্ম্মাণকারী সম্বৎসরনামা প্রজাপতি হইলেন। সেই প্রজাপতির আবির্ভাবের পূর্ব্বে সম্বৎসর নামে কোন কালবিভাগ হয় নাই। লোকপ্রসিদ্ধ সম্বৎসরকাল যত দিনে পরিগণিত হয়, তাবৎ দিন পর্য্যন্ত ঐ সম্বৎসরের নির্ম্মাতা বিরাট্ প্রজাপতিকে প্রজাপতি গর্ভমধ্যে (অভ্যন্তরে) ধারণ করিয়াছিলেন। লোক-প্রসিদ্ধ সম্বৎসরের পর সম্বৎসরনামা ঐ প্রজাপতি প্রকাশিত হইলেন। অর্থাৎ সম্বৎসরের পর ব্রহ্মাণ্ড ভেদ হইল। মৃত্যু স্বাভাবিক অশনায়া হেতু সেই প্রথমশরীরী কুমার অগ্নিকে উৎপত্তিমাত্রে ভক্ষণ করিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়াছিলেন। পরে সেই অগ্নিরূপী কুমার স্বাভাবিক অবিদ্যার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ভয়ে "ভাণ্" এইরূপ শব্দ করিলেন। সেই শব্দই সৃষ্ট্যাদিকালে বাক্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল ॥ ৪ ॥

স ঐক্ষত যদি বা ইমমভিমংস্যে কনীয়োঽন্নং করিষ্য ইতি স তয়া বাচা তেনাত্মনেদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চর্চো-যজূংষি সামানি চ্ছন্দাংসি যজ্ঞান্ প্রজাঃ পশূন্।

স যদযদেবাসৃজত তত্তদত্তুমধ্রিয়ত সর্ব্বং বা অত্তীতি তদদিতেরদিতিত্বং সর্ব্বস্যৈতস্যাত্তা ভবতি সর্ব্বমস্যান্নং ভবতি য এবমেতদদিতেরদিতিত্বং বেদ ॥ ৫ ॥

ভীত এবং আর্ত্তনাদকারী সেই অগ্নিরূপ কুমারকে দেখিয়া মৃত্যু এইরূপ বিবেচনা করিলেন যে, আমি ভোজনেচ্ছাযুক্ত বটে, কিন্তু যদি কখনও এই শিশুকে ধ্বংস

করি, তবে ইহার শরীরে আমার কতটুকু আহার্য্য দ্রব্য নিষ্পন্ন হইবে? এই বিবেচনা করিয়া তাহার ভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভাবিলেন, দীর্ঘকাল ভক্ষণের উপযোগী অধিক পরিমাণে অন্ন সংগ্রহ করা আবশ্যক, অল্প অন্নে কি হইবে? বীজাবস্থায় ভক্ষণ করিলে যেমন অধিক শস্যের আশা থাকে না, সেই প্রকার এই কুমার অগ্নিকে ভক্ষণ করিলে আমার এই জগৎস্বরূপ খাদ্য উৎপন্ন হইবে না, এইরূপে প্রজাপতি খাদ্যবুদ্ধিরূপ ফল মনে মনে আলোচনা করিয়া বহু খাদ্যের সৃষ্টির জন্য মনের সহিত পূর্ব্বোক্ত ত্রয়ী বিদ্যার সংযোজন অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ বৈদিক সৃষ্টিক্রম স্মরণ করত, যাহা কিছু স্থাবর-জঙ্গম আছে, তৎসমস্তসহ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং ঋক্, যজুঃ ও সাম এই ত্রিবেদ, গায়ত্রী প্রভৃতি সপ্তপ্রকার ছন্দঃ এবং ঐ সকল ছন্দোবদ্ধ স্তোত্র, শস্ত্র প্রভৃতি কর্ম্মের অঙ্গ তিন প্রকার মন্ত্র, মন্ত্রসাধ্য যজ্ঞ, যজ্ঞকারী ব্যক্তি, যজ্ঞোপকরণ গ্রাম্যঅজাদি ও আরণ্যক গবয়াদি পশু সকলকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এ স্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, পূর্ব্বে মনের সহিত মিলিত ত্রয়ী দ্বারা অর্থাৎ বেদোক্ত সৃষ্টিক্রম আলোচনা করিয়া সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে, তবে পুনরায় ঋক্, যজুঃ ও সামরূপ বেদত্রয়ের সৃষ্টির কথা সঙ্গত কোথায়? উত্তর—তাহাতে দোষ কি? এই যে মনের সহিত ত্রয়ীর মিথুনীভাব অর্থাৎ আলোচনা, ইহা সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যক্তভাবে থাকে, তবে বিদ্যমান ঋগ্-যজুঃ-সামের যজ্ঞাদি কার্য্যে নিয়োগ তাহার বাহ্য সৃষ্টি, এই জন্য পুনরায় ঋগ্, যজুঃ আদি বেদের উৎপত্তির কথা বলা হইল। সেই প্রজাপতি বেদাদি-সৃষ্টি দ্বারা অন্নের বৃদ্ধি হইয়াছে জানিয়া যাহা কিছু ক্রিয়া, ক্রিয়ার উপকরণ বা ফল সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সে সমস্তকে গ্রাস করিবার জন্য মনকে ধারণ করিলেন অর্থাৎ সঙ্কল্প করিলেন। সৃষ্ট সমস্ত পদার্থের অত্তা অর্থাৎ ভক্ষণক্রিয়াকারী বলিয়া তাঁহার নাম অদিতি হইয়াছিল। এই ভক্ষণের জন্যই অদিতি-নামা মৃত্যুর নামে অদিতিত্ব ঘোষিত হইয়াছে। কথিত আছে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, আকাশ, মাতা, পিতা প্রভৃতি সকলই সেই অদিতিস্বরূপ। যিনি এই সমস্ত ভক্ষ্যময় জগতের ভক্ষণকর্ত্তা, তিনি অবশ্যই সর্ব্বময়, তাহা না হইলে ক্ষুদ্র কোন ব্যক্তির সর্ব্বভক্ষণকর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় না; সুতরাং তাঁহার সর্ব্বময়ত্ব বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি অদিতি-নামক মৃত্যুরূপী প্রজাপতির সর্ব্বভক্ষণকর্ত্তৃত্বরূপ অদিতিত্ব জানিতে পারে, তাহার সর্ব্ববিধ খাদ্য উপস্থিত হয়॥ ৫॥

সোঽকাময়ত ভূয়সা যজ্ঞেন ভূয়ো যজেয়েতি। সোঽশ্রাম্যৎ

স তপোঽতপ্যত তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য যশো বীর্য্য-মুদক্রামৎ।

প্রাণা বৈ যশো বীর্য্যং তৎপ্রাণেষূৎক্রান্তেষু শরীরংশ্বয়িতু-মধ্রিয়ত তস্য শরীর এব মন আসীৎ॥ ৬॥

অতঃপর অশ্ব ও অশ্বমেধ সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তিগত কারণ প্রদর্শিত হইতেছে।—সেই মৃত্যু নামা প্রজাপতি কামনা করিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বজন্মের ন্যায় ইহজন্মেও মহাযজ্ঞ অর্থাৎ অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। যেহেতু, প্রজাপতি পূর্ব্বজন্মে অশ্বমেধযাগ করিয়াছিলেন, সেই জন্য অশ্বমেধ-যজ্ঞের বাসনা (সংস্কার) তাঁহার মনে আছে, সেই সংস্কারে অনুপ্রাণিত অন্তঃকরণ লইয়াই তিনি সৃষ্টির প্রথমে আবির্ভূত হইয়াছেন। প্রজাপতি পূর্ব্বজন্মকৃত অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান, উপকরণ ও ফলস্বরূপে আজ হিরণ্যগর্ভ নামে উৎপন্ন; তিনি শরীর ধারণ করিয়া কামনা করিয়াছিলেন যে, পুনর্ব্বার মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিব। লোকে যেমন কোন কার্য্য করিয়া পরিশ্রান্ত হয়, সেইরূপ প্রজাপতিও এই মহৎ কার্য্যের সঙ্কল্প করিয়া শ্রান্ত হইয়াছিলেন, অতঃপর তিনি তপস্যাও করিলেন। সেই শ্রান্ত ও তপস্যা দ্বারা পরিতপ্ত প্রজাপতির প্রাণ-রূপী যশঃ ও বীর্য্য শরীর হইতে নির্গত হইয়াছিল। বীর্য্য ও যশকে প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়স্বরূপ বলিবার কারণ এই যে, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব কার্য্যক্ষম-ভাবে বিদ্যমান থাকিলেই প্রাণিগণ সৎকার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা যশোলাভ করে, এই হেতু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যশঃস্বরূপ। আর প্রাণবায়ুই শরীরের বল, কারণ, প্রাণহীন ব্যক্তির কোন বলই থাকে না, সুতরাং প্রাণ বীর্য্যস্বরূপ। প্রজাপতির ঐ যশঃ ও বীর্য্যরূপে বর্ণিত প্রাণ, সকল শরীর হইতে বিনির্গত হইলে, সেই শরীর স্ফীততায় উন্মুখ ও অপবিত্র হইয়াছিল। সেই প্রজাপতি শরীর হইতে নির্গত হইলেও, তাঁহার মন ঐ শরীরে নিহিত ছিল। যেমন কোন ব্যক্তি দূরগামী হইয়াও গৃহস্থিত প্রিয়বস্তুর উপর মন ছাড়িতে পারে না, ঐরূপ প্রজাপতিও আসক্তি ছাড়িতে পারেন নাই॥ ৬॥

সোঽকাময়ত মেধ্যং ম ইদংস্যাদাত্মন্ব্যনেন স্যামিতি। ততোঽশ্বঃ সমভবদ্যদশ্বত্তন্মেধ্যমভূদিতি তদেবাশ্বমেধস্যাশ্ব-মেধত্বম্।

এষ হ বা অশ্বমেধং বেদ য এনমেবং বেদ। তমনবরুধ্যৈবামন্যত। তং সংবৎসরস্য পরস্তাদাত্মন আলভত। পশূন্দেবতাভ্যঃ প্রত্যৌহৎ।

তস্মাৎ সর্ব্বদেবত্যং প্রোক্ষিতং প্রাজাপত্যমালভন্ত এষ হ বা অশ্বমেধো য এষ তপতি তস্য সংবৎসর আত্মায়মগ্নিরর্কস্তস্যেমে লোকা আত্মানস্তাবেতাবর্কাশ্বমেধৌ।

সো পুনরেকৈব দেবতা ভবতি মৃত্যুরেবাপ পুনর্ম্মৃত্যুঞ্জয়তি নৈনং মৃত্যুরাপ্নোতি মৃত্যুরস্যাত্মা ভবতি এতাসান্দেবতানামেকো ভবতি ॥ ৭ ॥

ইতি দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥

সেই প্রাণহীন শরীরে আসক্তচেতা প্রজাপতি যাহা করিয়াছিলেন, এই শ্রুতিতে তাহাই কথিত হইতেছে:—প্রজাপতি কামনা করিলেন, কি প্রকারে আমার এই শরীর যজ্ঞাধিকারী পবিত্র হইবে এবং কি প্রকারে পুনশ্চ এই শরীর দ্বারা শরীরী হইতে পারিব, এই মনে করিয়া পুনশ্চ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। যেহেতু, প্রজাপতির প্রাণ-বিয়োগে এই শরীর যশঃ ও বীর্য্যরহিত হইয়া শ্বীত হইয়াছে, অতএব শ্বিধাতুর শ্বীতি অর্থ ধরিয়া তাহার অশ্ব নাম যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। এই জন্যই আখ্যায়িকার অশ্বমেধযজ্ঞে অশ্বরূপে অশ্বনামা প্রজাপতিই প্রত্যক্ষভাবে স্তুত হইলেন। যেহেতু, অশ্বনামা প্রজাপতির ঐ শরীরে পুনঃ প্রবেশ দ্বারা যশঃ ও বীর্য্যশূন্য সেই অপবিত্র শরীর পবিত্র হইয়াছিল, এই হেতু অশ্বমেধ-যজ্ঞের অশ্বমেধ নাম সার্থক। ক্রিয়া, কারক ও ফল, এই তিনের সমষ্টিকেই যজ্ঞ বলা যায়। সর্ব্বময় প্রজাপতি ঐ তিনেরই স্বরূপ, সুতরাং সেই ক্রতুর প্রজাপতিরূপে স্তুতি করা অসঙ্গত হয় নাই। বিশেষতঃ প্রথম শ্রুতিতে ক্রতুসম্পাদক অশ্বের 'উষা বা' ইত্যাদি দ্বারা প্রজাপতিত্বই সাধিত হইয়াছে। অতঃপর সেই প্রজাপতিস্বরূপ যজ্ঞীয় অশ্ব ও পূর্ব্বোক্ত অগ্নি এই উভয়কে জন্মান্তরে অনুষ্ঠিত অশ্বমেধের ফলরূপে চিন্তা করিয়া মিলিতভাবে উপাসনা করিবার জন্য এই শ্রুতির আরম্ভ হইতেছে। যদিও পূর্ব্বশ্রুতিতে উপাসনা করিবার কোন বিধিবোধক শব্দের

নির্দ্দেশ নাই, অথচ বাক্যে ক্রিয়াপদ ব্যতিরেকে অন্বয়বোধের অসঙ্গতি হয়, তথাপি প্রকরণবলে বিধিবোধক ক্রিয়াপদ উহ্য করিয়া বাক্যার্থ নির্ব্বাহ করিতে হইবে; পূর্ব্বাপর আলোচনায় ইহাই অবগত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি এই প্রজাপতিকে অশ্ব এবং উক্ত প্রকার অগ্নিরূপী অর্ককে পশ্চাৎকথিত সংক্ষিপ্ত-ভাবে বা প্রদর্শিত বিশেষণ-যুক্তরূপে সুস্পষ্ট জানিতে পারে, সেই ব্যক্তিই অশ্বমেধযজ্ঞের মর্ম্ম জানে। অশ্বমেধ শব্দের উহাই অর্থ। অতএব অশ্বমেধ শব্দের উক্ত অভিপ্রায় সাধকের জানা উচিত। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যজ্ঞের অঙ্গ দেবতার এবং ঋত্বিক্ প্রভৃতির ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া অশ্বের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভাবনাবিধানের উদ্দেশ্য কি? তাহা বলা যাইতেছে, যেহেতু, সেই প্রজাপতি পুনশ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব, এইরূপ কামনা করিয়া নিজেকেই যজ্ঞীয় পশুকল্পনায় উৎসর্গীকৃত পশুর অবরোধ না করিয়াই ঐ পশুকে বন্ধনরজ্জু-মুক্ত ভাবিয়াছিলেন। পরে পূর্ণসম্বৎসর অতীত হইলে পশুকে আত্মার (প্রজাপতির) উদ্দেশে বধ করিয়াছিলেন এবং অন্য গ্রাম্য ও আরণ্যক পশু সকলকে বিহিত দেবতার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই হেতু অন্য যাগকর্ত্তাও প্রজাপতির কল্পনার মত উক্ত প্রণালী অনুসারে আত্মাকে অশ্বমেধীয় পশু কল্পনা করিয়া ভাবনা করিবে যে, 'আমি সর্ব্ব-দেবাধিষ্ঠিত ও সকল দেবতার উদ্দেশে প্রোক্ষিত পশু, আমি নিহত হইয়া আমার দেবতায় মিশিব, এবং ইহাও ভাবনা করিবে যে, 'অন্য গ্রাম্য ও আরণ্যক পশু সকলও যে যে দেবতার উদ্দেশ্যে নিহত হইতেছে, সেই সকল দেবতা আমারই আত্মার অবয়ব।' এইরূপ শাস্ত্রীয় উপদেশ থাকাতেই বর্ত্তমান-যুগে প্রজাপতি-দেবতাধিষ্ঠিত প্রোক্ষিত পশুকে সর্ব্বদেবময় ভাবনা করত দেবোদ্দেশে ছেদ করা যাজ্ঞিক সম্প্রদায়ের ব্যবহার দেখা যায়। অর্থাৎ প্রজাপতি সর্ব্বদেবস্বরূপ, সুতরাং এক প্রাজাপত্য পশুকেই সকল দেবতার উদ্দেশে বলিদান করা যাইতে পারে, সে জন্য বর্ত্তমান যাজ্ঞিকগণ তাহাই করেন। যে সূর্য্য সমস্ত জগৎকে প্রভা দ্বারা উদ্ভাসিত করিতেছেন, সেই সূর্য্যও জন্মান্তরে প্রজাপতির মত পশু দ্বারা অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার ফলস্বরূপ এই সূর্য্যপদ লাভ করিয়াছেন। অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান জন্য সূর্য্যও অশ্বমেধশব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকেন। সেই যজ্ঞফলরূপে পরিণত সূর্য্যের সম্বৎসররূপী কাল-বিশেষই শরীর। যেহেতু, সম্বৎসরকাল তাঁহা হইতে সম্পন্ন হয়, এই জন্য সম্বৎসরকে সূর্য্যের শরীর বলা হইল। এই প্রকার যজ্ঞস্বরূপ সেই সূর্য্য

অগ্নিস্বরূপ, কেন না, যজ্ঞ অগ্নিসাধ্য। এ কারণ যজ্ঞফলভূত সূর্য্যকে ক্রতু নামে নির্দ্দেশ করা হইল। এই অশ্বমেধযজ্ঞের সাধনভূত সেই যজ্ঞ অর্ক নামে প্রসিদ্ধ। চয়নীয় অর্কনামক অগ্নির শরীরাধার এই লোকত্রয়, "তস্য প্রাচী দিক্" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সেই অগ্নির দিগাদিরূপ অবয়ব পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সেই অগ্নি ও আদিত্য এই দুইটিকে পূর্ব্ববর্ণিত অর্ক ও অশ্বমেধ নামে এবং যজ্ঞ ও যজ্ঞফলরূপে অবগত হইবে, অর্থাৎ অর্ক নামে যে পার্থিব অগ্নি আছেন, যজ্ঞমাত্রের অগ্নিসাধ্যতা-নিবন্ধন ইনি যজ্ঞস্বরূপ অর্থাৎ ক্রিয়াত্মক। আদিত্য অশ্বমেধস্বরূপ অর্থাৎ যজ্ঞের ফল। ফল যজ্ঞসাধ্য বলিয়া তাহাকে যজ্ঞনামে অভিহিত করা হইল। এই কার্য্য ও কারণরূপী অগ্নি ও আদিত্যের ক্রিয়া ও ক্রিয়াফল, ইহারা মিলিত হইলে এক দেবতাস্বরূপ হয়, সেই দেবতা অন্য কেহ নহে, মৃত্যুরূপী প্রজাপতি। পূর্ব্বে ইঁহারা এক দেবতা ছিলেন, কেবল ক্রিয়া, কারক ও ফলের প্রভেদ দেখাইবার জন্য পরস্পর বিভক্ত হইয়াছেন। এ কথা পূর্ব্বোক্ত "স ত্রেধাত্মানং ব্যাকুরুত" এই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে। আবার ক্রিয়ানিষ্পত্তির পর অর্থাৎ বিভাগের উদ্দেশ্যসিদ্ধির অবসানে পুনর্ব্বার মৃত্যুরূপ ফলভাগী এক দেবতাতেই পর্য্যবসিত হইবেন। যে ব্যক্তি এই কথিত অশ্বমেধকে এক মৃত্যু-দেবতা হইতে অভিন্নভাবে জানিতে পারে এবং 'আমি সেই মৃত্যু-দেবতা অশ্বমেধ, সেই একই দেবতা অশ্ব নামক অগ্নিসাধ্য, আমিও অশ্ব নামা অগ্নি' এইরূপ ভাবনা করে, সে পুনর্মৃত্যুকে জয় করে, অর্থাৎ সে একবার মৃত হইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না ও পুনশ্চ মৃত্যুর কবলে পতিত হয় না। তাহার কারণ, মৃত্যু তাহার আত্মস্বরূপ হয়, অথবা ঐ ভাবনাজনিত সংস্কারে সে সেই সমস্ত দেবতার সমষ্টি মৃত্যুরূপ এক দেবতার স্বরূপ লাভ করে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, নিরন্তর উক্ত ভাবনার ফলে দৃঢ়তম সংস্কারবশে মৃত্যু-রূপী প্রজাপতির স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সুতরাং মৃত্যুজয়ের জন্য আর ভাবিতে হয় না ॥ ৭॥

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণ ॥ ২ ॥

উপনিষৎসু—প্রথমাধ্যায়স্য

তৃতীয়-ব্রাহ্মণম্

দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ।

ততঃ কনীয়সা এব দেবা জ্যায়সা অসুরাস্ত এষু লোকেস্বস্পর্দ্ধন্ত তে হ দেবা উচুর্হন্তাসুরান্ যজ্ঞ উদ্গীথেনাত্যয়ামেতি ॥ ১ ॥

জিজ্ঞাস্য হইতেছে, পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণের সহিত "দ্বয়া হ" ইত্যাদি ব্রাহ্মণের সম্পর্ক কি? যেহেতু, পূর্ব্বব্রাহ্মণে জ্ঞানসম্বলিত কর্ম্মানুষ্ঠানের চরমফল নিরূপিত হইয়াছে অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা মরণান্তে ব্রহ্মভাব লাভ হয়, তাহাও কথিত হইয়াছে, তবে আর বক্তব্য কি থাকিতে পারে? এই জিজ্ঞাসা-নিবৃত্তির জন্য এইক্ষণে মরণান্তে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির উপায়ভূত জ্ঞান ও কর্ম্মের যাহা হইতে উদ্ভব হয়, তাহার জ্ঞাপনার্থ এই উদ্গীথনামক ব্রাহ্মণ আরব্ধ হইতেছে। যদি বল, পূর্ব্বব্রাহ্মণে মৃত্যুরূপী জীবের আত্মস্বরূপভাবলাভকে জ্ঞান ও কর্ম্মের ফল বলা হইয়াছে, এই উদ্গীথ ব্রাহ্মণে—জ্ঞান ও কর্ম্মের ফল যে মৃত্যুস্বরূপের অতিক্রমণ, তাহা কথিত হইবে, অতএব ফলগত তারতম্য হেতু বিভিন্নবিষয়ক ফলের হেতুজ্ঞান ও কর্ম্মের উৎপাদক জ্ঞানের জন্য এই ব্রাহ্মণ আরব্ধ হইতেছে, ইহা বলা অসঙ্গত। উত্তরবাদী কহিলেন, ইহাতে কোন দোষ হয় নাই, যেহেতু, উভয় ফলেরই ফলতঃ ঐক্য আছে, কারণ, উদ্গীথ উপাসনার ফল অগ্নি ও আদিত্যস্বরূপলাভ, পূর্ব্ব-ব্রাহ্মণেও এই ফলই কথিত হইয়াছে। যথা—"এই উপাসনায় এই সকল দেবতার সমষ্টিরূপ একদেবতাস্বরূপ প্রাপ্ত হয়," সুতরাং অগ্নি, আদিত্য ও মৃত্যু এই সকলের স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া একই ফল বলা হইল। যদি বল, "উদ্গীথ উপাসনায় মৃত্যুকে অতিক্রমণ করে।" এই কথার সহিত পূর্ব্বফলোক্তির বিরোধ অর্থাৎ প্রভেদ আছে, তাহাও নহে, এস্থলে অতিক্রম শব্দের লোকপ্রসিদ্ধ অর্থ বক্তব্য নহে, কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ পাপসম্পর্ক-হানিই এ স্থানে অতিক্রমশব্দবাচ্য। স্বভাবসিদ্ধ পাপে অসম্পৃক্ত কে? এবং

কোথা হইতে তাহার উদ্ভব, কাহার দ্বারা তাহার অতিক্রম সাধিত হয়, তৎসমুদয় এবং সেই অতিক্রমের জন্য কি উপায় অবলম্বনীয়, তাহাও প্রকাশ করিবার জন্য এই আখ্যায়িকার আরম্ভ হইতেছে। 'হ' শব্দ দ্বারা পূর্ব্ব-বিবরণ স্মারিত হইল, অর্থাৎ বর্ত্তমান প্রজাপতির পূর্ব্বজন্মে যে কার্য্য বর্ত্তমান ছিল, হ শব্দে তাহাই সূচিত হইল। বর্ত্তমান প্রজাপতির পূর্ব্বজন্মে যে পুত্র হইয়াছিল, তাহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ;—দেবতা ও অসুর ; অর্থাৎ তাহারা সেই প্রজাপতির বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়। সেই ইন্দ্রিয়গণের দেবাসুর সংজ্ঞার হেতু এই যে, দেব শব্দের অর্থ দ্যুতিমান্, যাহারা শাস্ত্রার্থপর্য্যালোচনা দ্বারা উৎকৃষ্ট জ্ঞানলাভ ও শাস্ত্রোক্ত সৎকর্ম্মানুষ্ঠান-জনিত বিশুদ্ধচিত্ততা হেতু দীপ্যমান হয়, তাহারাই দেবশব্দে অভিহিত হয় ; আবার তাহারাই স্বভাবসিদ্ধ প্রত্যক্ষ ও অনুমানপ্রমাণ দ্বারা (শাস্ত্রজ্ঞান ব্যতিরিক্ত) ঐহিক ফলসাধক কর্ম্ম ও জ্ঞানের অনুশীলনে ব্যাপৃত থাকিলে অসুর সংজ্ঞা লাভ করে, তাহার কারণ, তাহারা নিজ নিজ 'অসু' অর্থাৎ প্রাণে রমণ করে—আসক্ত হয় বা পূর্ব্বোক্ত দেবভাবের বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী হয়। যেহেতু লৌকিক ফলসিদ্ধির নিমিত্ত প্রত্যক্ষাদি স্বভাবসিদ্ধ প্রমাণ দ্বারা সাধিত জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুষ্ঠানজনিত সংস্কারে আবদ্ধ থাকে, ও তাহা অপেক্ষা অল্প পরিমাণে শাস্ত্রার্থজ্ঞান ও তদুক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করে, এই হেতু সেই অসুরগণ, অর্থাৎ লৌকিক প্রয়োজনসাধক ইন্দ্রিয় সকল জ্যেষ্ঠ, আর শাস্ত্রজনিত জ্ঞান ও কর্ম্মসাধক ইন্দ্রিয়গণ যাহারা দেবশব্দে কথিত হইয়াছে, তাহারা কনিষ্ঠ। কারণ, তাহাদের শাস্ত্রার্থ পর্য্যালোচনার ফলে তদুক্ত কর্ম্মে প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রযত্নে বিলম্বে সাধিত হয়। এই জন্য অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহা স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ন্যায় সর্ব্বদা উন্মুক্তদ্বার নহে। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও বিবেকাধীন নিরোধের বিরোধ বশতঃ ইহলোক ও পরলোক লক্ষ্য করিয়া স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক কর্ম্ম ও জ্ঞানবিষয়ে প্রজাপতির শরীরস্থিত দেবাসুরগণের পরস্পর স্পর্দ্ধা বা বিবাদ হইয়াছিল। এ স্থলে স্পর্দ্ধা শব্দের অর্থ দেবপ্রকৃতি ও অসুরপ্রকৃতি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে একের বৃত্তির উদ্ভব ও অন্যবৃত্তির অভিভব। কখন শাস্ত্রাভ্যাস জন্য জ্ঞান ও কর্ম্মের ভাবনারূপিণী ইন্দ্রিয়বৃত্তির উদ্ভব হয় ; কিন্তু যখন সেই বৃত্তির উদ্ভব হয়, সেই সময়ে প্রত্যক্ষ ও অনুমান জন্য কর্ম্ম ও জ্ঞানের ভাবনারূপিণী স্বাভাবিকী আসুরী বৃত্তি অভিভূতা হয়। এই অবস্থায় দেবতাদের জয় ও অসুরের পরাজয় বলা যায়। আবার কখনও ঐ আসুরী বৃত্তির প্রভাবে দৈবী বৃত্তি অভিভূতা হয়। তৎকালে অসুরের জয় ও

দেবতার পরাজয় ঘোষিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়দেবতার জয় হইলে ধর্ম্মের আধিক্য নিবন্ধন প্রজাপতিপদপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত জীবের উৎকর্ষলাভ ঘটে এবং অসুরের জয় হইলে অধর্ম্মের প্রাবল্যে স্থাবরযোনিপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত অপকর্ষলাভ হয়। ধর্ম্মাধর্ম্মের সমতাস্থলে মনুষ্যযোনিলাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দেবতাদিগের অল্পতা এবং অসুরগণের প্রাচুর্য্য হেতু অসুর কর্ত্তৃক অভিভূয়মান দেবগণ পরস্পর পরামর্শ করিয়াছিলেন যে, এইক্ষণে কি প্রকারে এই জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে উদ্গীথ কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া অসুরের আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইব, অর্থাৎ অসুরদিগকে পরাজিত করত শাস্ত্রপ্রতিপাদিত নিজস্ব দেবভাব লাভ করিব। এই প্রকরণে নিরূপণীয় জ্ঞান ও জপ্যরূপে বিহিত মন্ত্রের জপ ও জ্ঞান দ্বারা উদ্গীথ কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বলাভ সম্পন্ন হয়। এইক্ষণে আপত্তি হইতেছে যে, এই প্রকরণে যে উদ্গীথের প্রশংসা করা হইল, তাহা বক্ষ্যমাণ অভ্যারোহ নামক মন্ত্রজপবিধির দৃঢ়তা সম্পাদনের স্তুতিবোধক মাত্র। ইহা দ্বারা প্রকৃতজ্ঞানের নিরূপণ হইল কি? উত্তর, তাহা নহে। যেহেতু, পরেই কথিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি উক্ত প্রকার অবগত হইতে পারিবে, সে বক্ষ্যমাণ জয়লাভ করিতে পারিবে, এই উক্তি দ্বারা জ্ঞাননিরূপণই প্রমাণিত হয়। যদি জপবিধির দৃঢ়তা প্রতিপাদনের জন্য স্তুতি করা হইত, তবে জ্ঞানের ফল বলা হইত না। ১ ॥

তে হ বাচমূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি তথেতি তেভ্যো বাগুদগায়ৎ।
যো বাচি ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়দ্ যৎ কল্যাণং বদতি

তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্গাত্রাত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাবিধ্যন্ৎ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং বদতি স এব স পাপ্মা ॥ ২ ॥

ইহাতে বাদী বলেন, যদি তাহাই হয়, তবে উদ্গীথের প্রসঙ্গে পুরাকল্পের বৃত্তান্ত শ্রুত হওয়ায় এই উদ্গীথ পাঠ্যতা হেতু বিধিবাক্যই হউক। (উদ্গীথ অর্থে সামের কোন গেয় অংশ, যাহা যাজ্ঞিক সকল যজ্ঞে গান করিয়া থাকেন)

সিদ্ধান্তী কহিলেন, ইহা উদ্গীথের প্রকরণ নহে, কর্ম্মকাণ্ডে উদ্গীথ একবার বিহিত হইয়াছে। বিহিতের পুনর্বিধান হয় না, বিশেষতঃ ব্রহ্মবিদ্যা প্রকরণে উদ্গীথের বিধি অসম্ভব; সুতরাং এই ব্রাহ্মণে জ্ঞানই উপদিষ্ট হইয়াছে, বিধি নহে। আর এক কথা, জ্ঞানী ব্যক্তির সম্বন্ধেই বক্ষ্যমাণ অভ্যারোহ-জপ বিহিত হইয়াছে, সকলের পক্ষে নহে; সুতরাং অভ্যারোহ-মন্ত্রজপ বিধেয় হইলে সকলের পক্ষেই সমান হইত এবং তাহার অনুষ্ঠানের ত্রুটিতে প্রত্যবায় জন্মিবার আশঙ্কা থাকিত। বস্তুতঃ তাহা নহে, কিন্তু বিজ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) নিত্যভাবেই শ্রুত আছে। বিজ্ঞানী ব্যক্তি ইহলোক জয় করিতে পারে, এই শ্রুতিবোধিত ফলানুসারেও বিজ্ঞানের নিত্যতা অবগত হওয়া যায়; সুতরাং উদ্গীথের বিজ্ঞান নিত্য ও জপ অনিত্য, অর্থাৎ বিজ্ঞানের অনুগামী জপ, বিজ্ঞান না হইলে কেবল জপের অনুষ্ঠান শাস্ত্রার্থ নহে; বিজ্ঞানই মুখ্য, জপ তাহার অধীন। পক্ষান্তরে, প্রাণের শুদ্ধি ও বাক্ প্রভৃতির অশুদ্ধিকথন হেতুও এই শ্রুতিতে প্রাণের উপাসনা বিহিত হইয়াছে, জানিতে হইবে। যদি প্রাণোপাসনা (বিজ্ঞান) বিহিত না হইত, তবে তাহার শুদ্ধিনিরূপণ* অর্থাৎ প্রশংসা ও বাক্ প্রভৃতির অশুদ্ধি কীর্ত্তন করা হইত না। বাক্ প্রভৃতির নিন্দা দ্বারা উপাস্য প্রাণের মুখ্যভাবে স্তুতি করাই শ্রুতির অভিমত বুঝিতে হইবে। আর 'মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া প্রকাশিত হয়,' এই ফলকীর্ত্তন দ্বারাও প্রাণোপাসনা যে মুখ্যরূপে বিহিত, ইহা প্রমাণিত হয়। মুখ্যপ্রাণের উপাসনা দ্বারা এই উপাসনার লক্ষ্য প্রাণস্বরূপ-প্রাপ্তি অর্থাৎ বাক্ প্রভৃতির অগ্ন্যাদিরূপতালাভরূপ সিদ্ধ হয়। অতএব এই সমস্ত প্রমাণ দ্বারা এই ব্রাহ্মণে প্রাণোপাসনার বিধিই প্রমাণিত হইল।

পুনশ্চ বাদী আপত্তি করেন, তোমার প্রদর্শিত যুক্তি দ্বারা প্রাণের উপাসনা বিহিত হওয়া না হয় স্বীকার করিলাম; কিন্তু বিশুদ্ধ্যাদি গুণবিশিষ্ট প্রাণের উপাসনা করিতে হইবে, এই বিষয়ে প্রমাণ কি? সিদ্ধান্তী কহিলেন, যখন শ্রুতি দ্বারা বিশুদ্ধ্যাদি গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তখন তাহাই প্রমাণ। বাদী বলিলেন, প্রাণের উপাসনা বিহিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু বিশুদ্ধ্যাদি গুণের কীর্ত্তন তাহার প্রশংসার্থ অর্থবাদস্বরূপ, বিধি নহে, এইরূপ উপপত্তিও করা যায়। সিদ্ধান্তী কহিলেন, শব্দের মুখ্য অর্থ দ্বারা যাহা প্রতিপন্ন হয়, তাহাই অবলম্বনীয় এবং তাহা দ্বারাই শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি সম্ভব, সুতরাং কল্পনা অপেক্ষা স্বাভাবিক অর্থই গ্রাহ্য। লৌকিক দৃষ্টান্তে দেখা যায়, যে ব্যক্তি যথার্থ অর্থজ্ঞান করে, সে ইষ্টসিদ্ধি প্রাপ্ত হয় বা অনিষ্ট হইতে মুক্ত হয়।

যেমন হরি শব্দের মুখ্য অর্থ শঙ্খ-চক্র-ধারী বিষ্ণুকে বুঝিয়া উপাসনা করিলে মঙ্গললাভ হয় ও নরকপাতনিবৃত্তি ঘটে, কিন্তু হরিশব্দের কাল্পনিক অর্থ অন্য কোন হরণকারী চৌর প্রভৃতিকে বুঝিয়া তাহার অনুসরণ করিলে ইষ্টফললাভ দূরের কথা, বিপৎপাতেরই সম্ভাবনা, সেইরূপ সর্ব্বত্র মুখ্যার্থ ধরিয়া প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। ভ্রমজ্ঞান দ্বারা কোন শুভফল সাধিত হইতে দেখা যায় না, সেই প্রকার এ স্থলেও শ্রুতির মুখ্য অর্থের জ্ঞানে ইষ্টফললাভ যুক্তিসঙ্গত, বিপরীত অর্থগ্রহণে নহে। আর শ্রুতিবোধিত বিজ্ঞানবিষয়ে অন্য অর্থ কল্পনা করার কোন প্রমাণও দেখা যাইতেছে না, কিম্বা শ্রুতিতে বিজ্ঞানের বাধক কিছুই উপদিষ্ট হয় নাই, অতএব মুখ্যার্থজ্ঞানেই ইষ্টফলসিদ্ধি হওয়ায় তাহারই যথার্থতা অশঙ্কিতচিত্তে স্বীকার করিব, অর্থাৎ বিজ্ঞানের উপাসনায় যখন পরম শ্রেয়োলাভ হয় দেখিতেছি, তখন সেইটিই উক্ত শ্রুতির যথার্থ প্রতিপাদ্য, ইহা আমরা স্বীকার করি। বিপরীত অর্থগ্রহণে অনেক অনর্থপ্রাপ্তিই দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন কোন ব্যক্তি পুরুষকে স্থাণু-(বৃক্ষ) রূপে ও শত্রুকে মিত্রভাবে জ্ঞান করিয়া তদনুরূপ আচরণ করিলে সে অনিষ্ট ফল পাইয়া থাকে। এইরূপ শ্রুতি হইতে যদি আত্মা, ঈশ্বর ও দেবতা প্রভৃতির অযথার্থ স্বরূপ গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে শাস্ত্র অনর্থপ্রাপ্তিরই কারণ, ইহা নিশ্চিত প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে, অর্থাৎ শাস্ত্রও প্রাকৃত ব্যক্তির মত অশ্রদ্ধেয় বচন হয়। আমাদের পরম হিতৈষী শাস্ত্র নিশ্চয়ই অনিষ্টের উপদেশক হইয়া উঠে, ইহা কাহারও অভিপ্রেত নহে। তবে এইক্ষণে এই স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে, শাস্ত্র উপাসনার জন্য আত্মা, ঈশ্বর এবং দেবতাদের যথাযথ স্বরূপ বর্ণনা করিয়া আমাদিগকে সেই ভাবে অনুপ্রাণিত করে। যদি বল, তবে জাগতিক ঘটপটাদি পদার্থে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ আছে কেন? যেহেতু, ইহা স্পষ্টই অনুভবে আসে যে, নামাদি ব্রহ্মস্বরূপ নহে, স্থাণুতে (বৃক্ষেতে) পুরুষবুদ্ধির ন্যায় নামে যদি শাস্ত্রবিপরীত ব্রহ্মবুদ্ধি প্রেম জন্মাইয়া দেয়, তবে শাস্ত্র দ্বারা যথার্থরূপে নির্ণীত বস্তু গ্রহণ করিলে সর্ব্বসম্মত ইষ্টফলপ্রাপ্তি হইবে, ইহা মিথ্যা কথা। উত্তর—তাহা নহে; স্থাণুতে পুরুষবুদ্ধি ও নামেতে ব্রহ্মবুদ্ধি এই দুইটি বিপরীত জ্ঞান হইলেও বাস্তবিক একরূপ নহে। যেহেতু, নামেতে নামরূপে জ্ঞানকালেই ব্রহ্মরূপে ভাবনা করা বিহিত হইয়াছে। যেমন প্রতিমাদিতে শিলাবুদ্ধি সত্ত্বেও বিষ্ণুজ্ঞান বিহিত করা হয়, স্থাণুতে পুরুষবুদ্ধি হওয়ার সময়ে আর স্থাণুরূপে জ্ঞান থাকে কি? নাম ও প্রতিমাদিকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম বিষ্ণু প্রভৃতি ভাবনার উপদেশ হইয়াছে,

নামাদি স্বরূপ তিরোহিত করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের বিধান হয় নাই। স্থাণুর অজ্ঞানাবস্থায়ই ইহা স্থাণু নহে, পুরুষই, এইরূপ বিপরীত জ্ঞান হইয়া থাকে। উভয়স্থলে এইরূপ বৈলক্ষণ্য থাকা প্রযুক্ত ঐ দৃষ্টান্ত দ্বারা দোষ উদ্ভাবনা করা সঙ্গত হয় নাই। ইহার উপর ব্রহ্মবিদ্বেষী কর্ম্মমীমাংসক আপত্তি করিতেছেন, শাস্ত্রে নামাদির ব্রহ্মরূপে ভাবনা করার উপদেশ আছে সত্য, উদ্দেশ্য—ঐ প্রকার শূন্য ভাবনা দ্বারা ফললাভ হইবে, কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া প্রকৃত পদার্থ কিছুই নাই, এইরূপ প্রতিমাতে বিষ্ণুভাবনা এবং শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণে পিতৃভাবনাও ইহার তুল্য, অর্থাৎ বিষ্ণু ও পিত্রাদি নামক কোন দেবতা বস্তুতঃ নাই; কেবল তদ্রূপে ভাবনা করিলেই ফল হয়। সিদ্ধান্তী (বৈদান্তিক) ইহার উত্তরে বলেন, শাস্ত্রে যে যে স্থলে এক পদার্থের অন্যরূপে ভাবনা বিহিত আছে, সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, বস্তুতঃ সিদ্ধ পদার্থেরই অন্য বস্তুতে ভাবনার বিধান, কোন স্থলেই অলীক পদার্থের ভাবনার উপদেশ হয় নাই, যেমন ঋক্ (মন্ত্রবিশেষ) প্রভৃতিতে পৃথিব্যাদি ভাবনা উপদিষ্ট হইয়াছে, এই সকল ঋগাদি সিদ্ধ পদার্থ, তদনুসারে নামাদিতে যে ব্রহ্মভাবনা উপদিষ্ট আছে, তাহাও বিদ্যমান ব্রহ্মবিষয়ক বুঝিতে হইবে। ইহা ঋগাদিতে পৃথিব্যাদি ভাবনার সাম্য দেখিয়া অনুমিত হয়। এই যুক্তি দ্বারা প্রতিমাদিতে বিষ্ণু ও শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণে পিতৃভাবনা ও সিদ্ধবস্তু-বিষয়ক স্থিরীকৃত হইল। আর এক কথা, ইহা অতীব সত্য যে, নামাদি ব্রহ্মস্বরূপ নহে, তাহাকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা করা আরোপজ্ঞান, ইহাতে কাহারও অসম্মতি নাই, পরন্তু আরোপজ্ঞানমাত্রই মুখ্যজ্ঞানসাপেক্ষ, ইহাও অস্বীকার করিবার নহে। যেমন পঞ্চাগ্নিসাধ্যযাগে স্বর্গ, মেঘ, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী এই পঞ্চ পদার্থে অগ্নিরূপে ভাবনার বিধি আছে। ঐ ভাবনার বিষয়ীভূত স্বর্গ বা মেঘের অগ্নিত্ব গৌণ অর্থাৎ আরোপিত, বাস্তব নহে, লোকপ্রসিদ্ধ মুখ্য অগ্নির এ স্থলে সত্তা কোথায়? এজন্য পদার্থের সত্তা অবশ্য স্বীকার্য্য। ইহার অভিপ্রায় এই যে, এইরূপ আরোপিত ব্রহ্মত্বও মুখ্যব্রহ্ম পদার্থের সদ্ভাব অনুমান দ্বারা বুঝাইয়া থাকে। যাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে, তাহা আরোপিত হইতে পারে না, এই জন্য আরোপ-কালে তাহার মুখ্য সত্তা অপেক্ষিত হয়। যখন শাস্ত্রে নামের ব্রহ্মরূপে জ্ঞানরূপ (ব্রহ্মত্বারোপ) উপাসনা বিহিত আছে, তখন মুখ্য ব্রহ্ম পদার্থের অস্তিত্ব নির্ব্বিরোধেই স্বীকৃত হইল, সন্দেহ নাই।

এ স্থলে কর্ম্মমীমাংসকগণ আপত্তি করেন যে, জৈমিনিমতে ক্রিয়াবোধক বাক্যেরই প্রামাণ্য সিদ্ধ, যেমন 'দর্শপৌর্ণমাস যাগ করিবে,' ইত্যাদি বাক্যের

প্রামাণ্য ; পরন্তু ব্রহ্মবোধক "তৎ ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্য কোন কার্য্যেরই প্রতিপাদক নহে, অতএব ব্রহ্মবোধক উপনিষৎবাক্য অপ্রমাণ ; সুতরাং অপ্রমাণ বাক্য দ্বারা ব্রহ্মপদার্থ প্রমাণিত হইতে পারে না। বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত করেন, কার্য্যবোধক হইলেই যে বাক্যের প্রামাণ্য হইবে, অন্যথা নহে, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু অসন্দিগ্ধ, সত্যভূত, অন্য প্রমাণ দ্বারা অজ্ঞাত পদার্থের বোধক বাক্যমাত্রই প্রমাণ। সূত্রে কথিত আছে, ক্রিয়াবোধক ও জ্ঞানবোধক বাক্যের কোন তারতম্য নাই। যে প্রকার তোমার মতে কার্য্যবোধক বাক্য প্রমাণ, সেই প্রকার ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যও প্রমাণ। যেমন দর্শপৌর্ণমাসাদি যাগ স্বর্গাদি ফলের সাধন, প্রযাজাদিবিশিষ্ট অঙ্গপরিপাটী-সমন্বিত ও ক্রমরূপঅঙ্গযুক্ত, অথচ ইহা লৌকিক প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণ দ্বারা অবগত হওয়া যায় না ; কেবল বেদবাক্য দ্বারাই উহা পরিজ্ঞাত হয়, এই জন্য সেই দর্শপৌর্ণমাসাদিবোধক বাক্য অসন্দিগ্ধ, সত্যভূত ও অজ্ঞাত পদার্থ-বোধের কারণ বলিয়া শব্দপ্রমাণরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। সেই প্রকার পরমাত্মা, ঈশ্বর ও দেবতাদি পদার্থ স্থূলত্ব, সূক্ষ্মত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম বা আকৃতিরহিত ও অশনায়াদি লক্ষণহীন, সুতরাং প্রত্যক্ষাদি কোন লৌকিক প্রমাণের বিষয় নহে, কেবল উহা বেদবাক্য দ্বারাই অধিগত হয় ; অতএব ঐ বেদবাক্যও অসন্দিগ্ধ, সত্যভূত ও অন্য প্রমাণে অজ্ঞাত বস্তুরই জ্ঞাপক, যেহেতু, ক্রিয়াবোধক বাক্যের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানো-পদেশ বাক্যের কোন তারতম্য নাই। তবে কেন প্রমাণ হইবে না? আর বেদান্তবাক্য দ্বারা এমন কোন অসন্দিগ্ধ বা ভ্রান্তবিষয়ের জ্ঞান হয় না—যাহাতে তাহা অপ্রমাণ হইবে। তাহাতে মীমাংসক বলেন যে, একটু পার্থক্য আছে, ক্রিয়াবোধক যথা—পদাংশ লিঙাদি প্রত্যয়দ্বারা ভাবনা (পুরুষের ব্যাপার, যাহা দ্বারা স্বর্গাদি ফলের উৎপত্তি হয়), নামে এক অনুষ্ঠানযোগ্য (প্রবৃত্ত) বৃত্তি প্রতিপাদিত হয়, ঐ ভাবনার তিনটি অপেক্ষিত অংশ আছে, সেই তিনটি অংশ এই—'কি ?' 'কাহার দ্বারা' ও 'কি প্রকারে,' এই আকাঙ্ক্ষাত্রয়। যেমন, 'যজেত' এই আকাঙ্ক্ষায় ইহার অর্থ কি উৎপাদন করিবে, এই আকাঙ্ক্ষায় স্বর্গাদি ফলের অন্বয় হইয়া থাকে ? কাহার দ্বারা উৎপাদন করিবে, যাগ দ্বারা উৎপাদন করিবে, ইহাতে যাগাদি ক্রিয়া করণরূপে এবং কি প্রকারে উৎপাদন করিবে, এই অপেক্ষায় অঙ্গবিধি প্রতিপাদিত ইতিকর্ত্তব্যতারূপ কর্ত্তৃব্যাপারের অন্বয় হয়। অর্থাৎ 'যজেত' এই ক্রিয়াপদ শুনিবামাত্র শ্রোতার মনে হয়, ঐ ক্রিয়াস্থিত 'ঈত' প্রত্যয় আমাকে অঙ্গসমন্বিত যাগ দ্বারা স্বর্গরূপ ইষ্টসিদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত করি-তেছে ; অতএব যেমন সেই আকাঙ্ক্ষানামক অংশত্রয়বিশিষ্ট ভাবনার প্রতিপাদন

বশতঃ বেদবাক্যের প্রামাণ্য, কিন্তু পরমাত্মা ও ঈশ্বরাদির জ্ঞাপক "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা কোন অনুষ্ঠেয়-ভাবনার প্রতিপাদন হয় না, অর্থাৎ কোন অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মায় না, সুতরাং অপ্রবর্ত্তক ক্রিয়াবোধক বাক্যের সহিত ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যের সমতা নাই, যাঁহাতে ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্য প্রমাণ হইবে। ইহার উত্তরে বৈদান্তিক বলেন, যথাভূত বস্তুজ্ঞানই প্রমা; সেই প্রমাবোধক বাক্যই প্রমাণ, অন্যথা উল্লিখিত প্রকার ভাবনা প্রতিপাদন করিলেই যে প্রমাণ হইবে, এমন কোন কথা নাই। পূর্ব্বোক্ত অংশত্রয়বিশিষ্ট ভাবনা-নামক বিষয় অনুষ্ঠেয়-রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া "যজেত" ইত্যাদি বাক্যজনিত জ্ঞান প্রমা নহে, কিন্তু বেদবাক্যরূপ প্রমাণ বোধিত হইয়াছে, এই জন্য উক্ত ভাবনাবিষয়ক জ্ঞান প্রমা, অর্থাৎ অনুষ্ঠেয়বিষয়ক করিলেই যে জ্ঞান প্রমা হয়, অন্যথা নহে, তোমার এ কথাও অযৌক্তিক। যেহেতু, বেদবাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত বিষয়ের প্রামাণিকত্ব নিশ্চয় হইলে যদি তাহা অনুষ্ঠানের যোগ্য (কর্ম্মবিশেষ) হয়, তবে সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, আর অনুষ্ঠানযোগ্য না হইলে তাহার অনুষ্ঠান হয় না। মীমাংসক বলেন, অনুষ্ঠেয়বিষয়ক না থাকিলে বাক্যের প্রমাণতা হইতে পারে না, তাহার কারণ, অনুষ্ঠেয় কোন বিষয় না থাকিলে বাক্যান্তর্গত পদসমুদায়ের অন্বয়ই হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, একটি অনুষ্ঠেয় পদার্থ কোন শব্দ দ্বারা অভিহিত হইলে তাহার সাধন, ফল ও কর্ত্তা কি ? আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতই হয়, ঐ আকাঙ্ক্ষার সমাধানার্থ অন্য পদ-বোধিত ঐ করণ প্রভৃতির দ্বারা বাক্যার্থের সঙ্গতি হয়, অর্থাৎ ইহা দ্বারা এই কার্য্য কর্ত্তব্য, এই প্রকার অন্বয় হইয়া থাকে, ঐ পরস্পর অন্বিত পদসমূহকেই কার্য্য-বাক্য বলা যায় ; ইহাই শব্দপ্রমাণ, পরন্তু অনুষ্ঠেয় না থাকিলে কেবল বস্তুস্বরূপ-প্রতিপাদক কোন শব্দ প্রয়োগ করিলে তাহাতে কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে না, কাজেই আকাঙ্ক্ষাপূরক অন্যপদ অপেক্ষিত হয় না ও তাহার অর্থ ইহাতে অন্বিত হইতে পারে না ; সুতরাং তাহার বাক্যত্ব স্বীকার করি না। দেখা যায়, 'ঐইটি' 'ইহা দ্বারা' 'এই প্রকারে' ইত্যাদি শত শত পদ প্রয়োগ করিলেও 'করা উচিত' 'কর্ত্তব্য করা হয়,' 'হওয়া উচিত' ইত্যাদি অনুষ্ঠানবোধক ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত না হইলে উক্ত পদসমুদায়ের বাক্যত্ব হয় না ও প্রামাণ্যও থাকে না। অতএব মাত্র পরমাত্মা ও ঈশ্বর প্রভৃতি প্রতিপাদক বাক্যের প্রামাণ্য নাই।

আর যদি ব্রহ্ম বাক্যপ্রতিপাদ্য স্বীকার না করিয়া পদপ্রতিপাদ্য স্বীকার কর, তবে পরমাত্মা ও ঈশ্বরাদিবাচক বেদ অপ্রমাণ হইয়া উঠে। কেন না, ঐ বেদ

প্রমাণান্তর দ্বারা জ্ঞাত পদার্থকে প্রতিপাদন করিতেছে। * সুতরাং অন্যপ্রমাণ দ্বারা ব্রহ্মের অস্তিত্ব অবগত হওয়ায় ব্রহ্মবোধক বাক্যের প্রামাণ্যস্বীকার বৈদান্তিকের মতসঙ্গত নহে। ইহার উত্তরে বৈদান্তিক বলেন, অনুষ্ঠেয়বোধক না হইলে যে বাক্যত্ব থাকে না, এমন নহে, কারণ, যেমন 'বর্ণচতুষ্টয়যুক্ত মেরুনামা পর্ব্বত আছে,' এই প্রকার অনুষ্ঠেয়শূন্য কেবল বস্তুস্বরূপ-প্রতিপাদক বাক্যও লোকে সাধারণতঃ ব্যবহার করে, কিন্তু এই বাক্য শ্রবণে কোন অনুষ্ঠেয় পদার্থের জ্ঞান হয় না, সেইরূপ "অস্তি" (আছে) এই ক্রিয়াপদের সহিত পরমাত্মা ও ঈশ্বরাদি-প্রতিপাদক পদসমুদায়ের পরস্পর বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবে অন্বয় হইবার কোন বাধা দেখা যায় না। যদি চ মেরুর অস্তিত্ব-বোধক বাক্যের অর্থজ্ঞানে যেরূপ তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর ফল সাধিত হয়, সেই প্রকার পরমাত্মাদি-প্রতিপাদক বাক্যের অর্থজ্ঞানে কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না বলিতে পার, তাহাও অযুক্ত, যেহেতু, পরমাত্মজ্ঞানবিশিষ্ট ফলই সাধিত হয়। "ব্রহ্ম জানিলে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়" হৃদয়ের গ্রন্থি (অজ্ঞানরূপ বন্ধন বিনষ্ট হয়,) ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মজ্ঞানের ফল কথিত হইয়াছে, বিশেষতঃ সংসারের আদি কারণ অবিদ্যাদি দোষনিবৃত্তি হইতে দেখা যায়, অতএব ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্ফল নহে। আর পর্ণময়ী জুহূর † ন্যায় এই সকল ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ক ফলশ্রুতি অর্থবাদ-মাত্র অর্থাৎ অপ্রমাণ, ইহাও বলা যায় না, যেহেতু, যজ্ঞে জুহূ নামক পাত্র অঙ্গরূপে গৃহীত হয়, তাহার প্রশংসার জন্য ফলের অর্থবাদ বলা যায়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান কোন কর্ম্মের অঙ্গ নহে, তাহাতে যে ফল শ্রুত হইয়াছে, তাহা যথার্থই, মিথ্যা নহে, কাজেই ঐ ফলশ্রুতি অর্থবাদ নহে। এক্ষণে বৈদান্তিক মীমাংসকের মতসিদ্ধ অনুষ্ঠেয়বোধক ভিন্ন বাক্যের অপ্রামাণ্যোক্তির প্রতিবাদ করিতেছেন।—বৈদান্তিক-গণ বলেন, যদি অনুষ্ঠেয় প্রতিপাদন না করিলে বাক্য প্রমাণ না হয়, তবে নিষিদ্ধ কর্ম্ম যে অনিষ্টফলের জনক, তাহার বোধক বাক্যও অপ্রমাণ হউক, যেহেতু, সেই নিষেধবাক্য সকল কোন অনুষ্ঠেয়কে প্রতিপাদন করে নাই। নিষিদ্ধ

* যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ, এই সূত্রানুসারে মীমাংসকগণ কার্য্যবোধক বাক্যকে শাব্দবোধের কারণ স্বীকার করেন, যেখানে কার্য্যবোধক পদ না থাকে, সে স্থলে পদ দ্বারা অর্থের স্মৃতিমাত্র হয়, ঐ স্মৃতি হইতে পদের অর্থহেতু সঙ্কেতস্মরণ হইয়াই উহা স্মরণস্বরূপ হয়, স্মরণপ্রমা নহে, এই জন্য ব্রহ্মবোধক বেদ প্রমাণ হইতে পারে না। যেহেতু, স্মৃতি অনুভূতিসাপেক্ষ, অজ্ঞাত-বোধক নহে।

† যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি ন স পাপশ্লোকং শৃণোতি। যাহার পলাশাদিপত্রনির্ম্মিত জুহূ (যজ্ঞীয়পাত্র) হয়, সে নিন্দা শ্রবণ করে না॥

কার্য্যে প্রবৃত্তিমান্ পুরুষকে নিবৃত্ত করা ভিন্ন নিষেধবিধির অন্য কোনও উদ্দেশ্য দেখা যায় না। বাস্তবিকই নিষেধবিধিবাক্যসমুদায় বোধই জন্মাইয়া থাকে, কোন অনুষ্ঠান-বিশেষ বুঝায় না। নিষিদ্ধ ব্রহ্মহত্যাদি কার্য্যের অকর্ত্তব্যতা বোধ করানই নিষেধবিধির উদ্দেশ্য, নিষেধবিধি জ্ঞানে সংস্কৃতমতি ব্যক্তির পক্ষে ক্ষুধার সময় অভোক্ষ্য কলঞ্জাদিমিশ্রিত অন্ন উপস্থিত হইলে তাহাতে স্বাভাবিক—ইহা ভোক্ষ্য, এইরূপ উৎপন্ন জ্ঞান নিষেধবিধির অর্থ-স্মরণমাত্র বাধিত হয়। যেমন কোন পিপাসিত ব্যক্তি দূর-প্রান্তরস্থিত সূর্য্যরশ্মিতে জলভ্রমে ধাবিত হইলে অন্য কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া নিবৃত্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ নিষেধবিধির প্রভাবে নিষিদ্ধ-কর্ম্মে অনুরাগাধীন ইষ্টসাধনতাভ্রম নিবারিত হইলে আর অনিষ্টকারিণী নিষিদ্ধ ভক্ষ্যভক্ষণে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় না, অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভ্রান্ত ইষ্টসাধনতা জ্ঞানাধীন প্রবৃত্তি হইবার সম্ভাবনাস্থলে নিষেধবিধির প্রামাণ্যবলে ভ্রমজ্ঞান বাধিত হয় ও কারণাভাবে প্রবৃত্তি আপনা হইতে নিবৃত্ত হয়; প্রবৃত্তির নিবারণের জন্য আর যত্ন করিতে হয় না। সেই জন্যই বলি, নিষেধবিধির নিষিদ্ধ কর্ম্মমাত্রই অনিষ্টকারক, ইহার জ্ঞাপন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। কোন পুরুষকে কোন বিষয়ে নিযুক্ত করা তাহার তাৎপর্য্য নহে। নিষেধবিধির মত পরমাত্মাদির যথার্থ স্বরূপজ্ঞাপক বাক্য সকলও তৎস্বরূপমাত্র বোধ করাইয়া থাকে, এবং সেই সকল বাক্যের দ্বারা বোধিত ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞানের সাহায্যে সংস্কৃতমতি জ্ঞানী ব্যক্তি তাহার বিপরীত আত্মার কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি জ্ঞানাধীন প্রবৃত্তি-সমুদায়ের অনিষ্টকারিত্ব স্থির করে ও তৎসমভিব্যাহারে সত্যভূত ব্রহ্মবিজ্ঞান-প্রভাবে অবিদ্যাকৃত সমস্ত অনিষ্টের কারণ দ্বৈতবিজ্ঞান বাধিত করিয়া ঐ সকল প্রবৃত্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়।

এ বিষয়ে বাদীদিগের আপত্তি এই যে, তোমার নির্দ্ধারিত কলঞ্জভক্ষণাদির প্রবৃত্তির সহিত সাংসারিক বৈধ কর্ম্মপ্রবৃত্তির সাম্য কোথায়? কারণ, কলঞ্জ-ভক্ষণাদির অনর্থহেতুতার স্মরণে ভোজনেচ্ছাধীন হইতে পারে, তাহার ভক্ষ্যত্বভ্রম তিরোহিত হয়; সুতরাং তাহাতে প্রবৃত্তি না হওয়া বিচিত্র নহে, কিন্তু তোমার মতে ব্রহ্মজ্ঞান দৃঢ় হইলে পুরুষের বৈধ কর্ম্ম যাগাদিতেও প্রবৃত্তির অভাব হইবে, হয় এমন কি কথা? কৈ, উহা কোনও নিষেধশাস্ত্র দ্বারা অনিষ্টহেতুরূপে ত বোধিত হয় নাই। সিদ্ধান্তী বলেন, তোমার এই আপত্তি যুক্তি-সহ নহে; যেহেতু, ভ্রান্তিহেতুতা আর অনিষ্টকারকতা উভয়ত্রই সমান, যেমন নিষিদ্ধ

কলঞ্জ ভক্ষণাদিতে প্রবৃত্তি ভ্রান্ত হয় এবং উহা ইষ্টসাধনতাজ্ঞানের অধীন ও অনর্থের কারণ, সেইরূপ ব্রহ্মবিদের শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি মিথ্যা জ্ঞান জন্যও অনিষ্টের হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। সুতরাং পরমাত্মবিষয়ক সত্যজ্ঞান উৎপন্ন হইলে কলঞ্জভক্ষণাদির মত প্রবৃত্তিকারণ অবিদ্যারূপ মিথ্যাজ্ঞান থাকিতে পারে না এবং তদ্বিষয়ে আর মিথ্যাজ্ঞাননাশের জন্য প্রবৃত্তিও উদিত হইবার আবশ্যকতা নাই।

যদি বল, কাম্য যাগাদি কার্য্যের অনর্থহেতুতা ও মিথ্যাজ্ঞান হইতে উৎপত্তি, কারণ, কাম্যকর্ম্মের ফল স্বর্গাদিভোগের অবসানে পুনশ্চ জীবের জন্মগ্রহণাদি অনিষ্টলাভ শ্রুত আছে এবং জীব ঐ স্বর্গকে ভ্রমক্রমে চিরস্থায়ী অত্যুৎকৃষ্ট ফল মনে করিয়াই যাগাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু নিত্যকর্ম্ম তাহা নহে, উহা কেবল শাস্ত্রবিহিত, ফলাকাঙ্ক্ষা দ্বারা অপ্রবর্ত্তিত অথচ কোন অনিষ্টের কারণ নয়, সুতরাং তদ্বিষয়ে ব্রহ্মবিদের প্রবৃত্তির অভাব হওয়া সর্ব্বথা অযুক্ত। ইহার উত্তর এই যে, উহা কেবল শাস্ত্রবিহিত নহে; কারণ, যে প্রকার স্বর্গাদি কামনারূপ দোষবান্ পুরুষের সম্বন্ধে কাম্যকর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, সেই প্রকার সকল অনিষ্টের হেতু অবিদ্যাদিদোষবান্ অথচ ইষ্টফলের প্রাপ্তি ও অনিষ্টের পরিহারকামী পুরুষের সম্বন্ধে নিত্যকর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, তবে উহাকে কেবল শাস্ত্রনিমিত্তক কিরূপে বলিব? অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, চাতুর্ম্মাস্য, পশুবন্ধ ও সোম প্রভৃতি যাগসকলের স্বতঃ কাম্যত্ব-নিত্যত্বের ব্যবস্থা হয় না, কিন্তু যাগকর্ত্তার স্বর্গাদিফলকামনারূপ দোষ থাকিলে তৎকৃত কর্ম্ম কাম্যরূপে এবং অবিদ্যাদি দোষবশতঃ স্বভাবসিদ্ধ ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টনিবৃত্তির ইচ্ছা থাকিলে, নিত্যরূপে ব্যবহৃত হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত। যেহেতু, নিত্য ও কাম্যকর্ম্ম ঐ পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাদি দোষদুষ্ট কর্ত্তার পক্ষেই বিহিত, পরমাত্মার স্বরূপাভিজ্ঞ ব্রহ্মবিদের সম্বন্ধে কোন কর্ম্মই শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয় নাই, বরং কর্ম্মনিবৃত্তির উপায়ভূত কর্ম্মই তাঁহাদের পক্ষে উপদিষ্ট হইয়াছে। দ্রব্য-দেবতা প্রভৃতি কর্ম্মের সাধনীভূত পদার্থের জ্ঞান বা দ্বৈতজ্ঞান নিবৃত্তি দ্বারাই আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। কাজেই যাহার জ্ঞান নষ্ট হইয়াছে, তাহার আর কর্ম্মে প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে ক্রিয়াই দ্বৈতবুদ্ধি সাধনাদি পদার্থের জ্ঞানকে যেহেতু অপেক্ষা করে, এইজন্য বলি, যাঁহারা দেশকালাদি-উপাধিশূন্য স্থূলত্বাদিবিরহিত অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে চিনিয়াছেন তাঁহাদের কোন কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রসঙ্গ থাকে না। যদি বল, ব্রহ্মজ্ঞের ভোজনপ্রবৃত্তির ন্যায় নিত্যকর্ম্মে প্রবৃত্তির প্রসঙ্গও হইতে পারে, তাহাও নহে, যেহেতু ভোজনপ্রবৃত্তি কেবল অবিদ্যাদিদোষ প্রযুক্তই

হয়, কামনাবানের কামনার মত ঐ দোষের উদ্ভব ও অভিভব অনিয়ত; সুতরাং তজ্জনিত প্রবৃত্তিও অনিয়ত; কাজেই তাহার অবশ্যম্ভাবিত্ব নাই। কিন্তু নিত্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান অনিয়ত (নিয়মবহির্ভূত), এইরূপ হইতেই পারে না, অথবা নিত্যকর্ম্ম শাস্ত্র এবং নিমিত্ত প্রাতরাদিকালবিশেষসাপেক্ষ। সুতরাং তাহার অনিয়তত্ব-সম্ভব কোথায়? যদি বল, দোষজন্য হইলেও যে প্রকার কাম্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম শাস্ত্রবিধান অনুসারে সায়ং প্রাতঃ প্রভৃতি নিয়তকাল অপেক্ষা করে, সেই প্রকার নিত্যকর্ম্ম, অবিদ্যা-দোষ থাকুক বা না থাকুক, শাস্ত্রোক্ত কালকে নিয়ত অপেক্ষা করিবে। যেমন ভোজনপ্রবৃত্তি কেবল দোষজন্য হইলেও 'ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের গৃহে ভিক্ষা করিবে,' এইরূপ নিয়ম ব্রহ্মজ্ঞের সম্বন্ধে বিহিত আছে, তখন নিত্যকর্ম্মে নিয়ত প্রবৃত্তি হওয়া স্বীকার করিলে ক্ষতি কি? ইহার উত্তর—নিয়ম ক্রিয়াস্বরূপ নহে এবং কোন ক্রিয়ার প্রয়োজকও নহে। অর্থাৎ নিয়ম দ্বারা অন্যনিবৃত্তিমাত্র সাধিত হয়, যেমন চতুর্ব্বর্ণেতে ভিক্ষা করিবে, ইহার অর্থ চতুর্ব্বর্ণের অন্য জাতিতে ভিক্ষা করিবে না। সেইরূপ ইহা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞের কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি বিহিত হইল না, কেবল নিবৃত্তিই বলা হইল।

সুতরাং নিয়ম জ্ঞানের বিরোধী হয় না, ইহাই স্থির হইল। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, যেমন পরমাত্মার যথাযথস্বরূপজ্ঞান দ্বারা তাহার বিপরীত 'আত্মা স্থূল অনেক' ইত্যাদি শরীরাত্মবোধ নিবৃত্ত হয়, এই যুক্তিতে ঐ পরমাত্মপ্রতিপাদকবিধির বিহিত নিত্যকাম্যাদি সকল কর্ম্মের নিষেধবিধিও প্রতিপাদিত হইল; কেন না, নিষেধশাস্ত্র এবং ব্রহ্মবোধক শাস্ত্র উভয়ই কর্ম্মপ্রবৃত্তির অভাবসাধনে সমতুল। অতএব স্থির হইল যে, নিষেধশাস্ত্রের ন্যায় ব্রহ্মবোধক শাস্ত্রও প্রমাণ; এই প্রকার উপাস্য প্রাণের বিশুদ্ধ্যাদি-গুণপ্রতিপাদক এই ব্রাহ্মণও প্রমাণ; সুতরাং বিশুদ্ধ্যাদি গুণবিশিষ্ট প্রাণই উপাস্য—ঐ গুণ প্রশংসার জন্য কল্পিত নহে।

প্রাসঙ্গিক বিচারের অবসানে শ্রুতির শেষাংশ ব্যাখ্যাত হইতেছে।—সেই দেবগণ এই প্রকার নির্ণয় করিয়া বাগভিমানিনী দেবতা (বাগ্‌দেবতাকে) বলিলেন, তুমি আমাদিগের ঔদ্গাত্র কর্ম্ম কর অর্থাৎ তাঁহারা বিবেচনা করিলেন, ঔদ্গাত্র কর্ম্ম (যজ্ঞে উদ্গাতাসংজ্ঞক ঋত্বিকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সামগান) বাগিন্দ্রিয়াভিমানিনী দেবতারই কার্য্য এবং ঐ দেবতা "অসতো মা সদ্গময়" এই জপ মন্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণোক্ত উপাসনা কর্ম্মের এবং সেই ঔদ্গাত্র কর্ম্মের কর্ত্তৃরূপে বাগাদি ইন্দ্রিয়ই শ্রুতির অভিমত, কারণ কি? যেহেতু, বাস্তবিক সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম্মের ব্যবহার বাগাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা সাধিত ও বাগাদি ইন্দ্রিয়ের

গোচর হয়, যেহেতু, আত্মা কোন কাজই করে না, তাহার বাস্তব কর্তৃত্ব নাই। এই জন্য ষষ্ঠ অধ্যায়ে "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আত্মার কর্তৃত্বাভাব বা বিস্তৃতভাবে সমস্ত জাগতিক ব্যাপারে নির্লিপ্ততা বর্ণিত হইবে, এবং এই অধ্যায়ের অন্তে উপসংহারে কথিত হইবে যে, অব্যাকৃত—অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রিয়া, কারক ও ফলরূপে অবস্থিত সমস্ত জগৎ অবিদ্যার কার্য্য, কিম্বা এই পৃথিবীতে যাহা কিছু নাম, রূপ ও কর্ম্মরূপে বিরাজ করিতেছে, তৎসমুদয়ই অবিদ্যার গোচর। কিন্তু যিনি সেই আত্মা প্রকৃতির অতীত পরমাত্মা, তিনিই কেবল নামরূপ ও কর্ম্মহীন ও বিদ্যার বিষয়। তিনি 'ইহা নহেন, উহা নহেন', ইত্যাদিরূপে সমস্ত বস্তু হইতে তাঁহার পার্থক্য উপসংহৃত হইবে। স্বস্বরূপের উপর কল্পিত সংসারে আর যিনি বাগাদি ইন্দ্রিয়োপাধিযুক্তরূপে কর্ম্মানুসারে নানাজন্ম পরিগ্রহ করিয়া জীবাত্মা নামে খ্যাত আছেন, তাঁহাকে বাগাদি ইন্দ্রিয়সমষ্টির অনুগামী বলিয়া শ্রুতি "সেই ভূতময় শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া তিনি তাহাদের সহিত বিনষ্ট হন" এইরূপে বর্ণনা করেন। সেই হেতু বাগাদি ইন্দ্রিয়েরই জ্ঞান কর্ম্মের কর্তৃত্ব ও ফলপ্রাপ্তি বলা হইয়াছে। এই প্রকারে দেবগণ কর্তৃক আদিষ্ট সেই বাগ্দেবতা সেই ফলার্থী দেবতাদের ফলসিদ্ধির জন্য তথাস্তু বলিয়া উদ্গান (উচ্চৈঃস্বরে সামগান) করিয়াছিলেন।

দেবতাদের জন্য বাগ্‌দেবী উদ্গানকর্ম্ম দ্বারা যে ফল সম্পাদিত করিয়াছেন, শ্রুতি এক্ষণে তাহার উল্লেখ করিতেছেন যে, সে প্রয়োজন কোন কার্য্যবিশেষ, অন্য কিছু নহে : যাহা বাক্‌শক্তির সাহায্যে কথনাদি ব্যাপার দ্বারা সাধিত, বাক্‌প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়ের উপকারস্বরূপ, উহাই সমস্ত দেবতার ভোগ অর্থাৎ ফল। জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে দ্বাদশটি স্তোত্র গান করিবার বিধি আছে, তন্মধ্যে পবমান নামক তিনটি স্তোত্র বাগ্‌দেবী স্বয়ং সেই ভোগফল সম্পাদন করিয়া অবশিষ্ট নয়টি স্তোত্রে যে ঋত্বিক্‌সম্বন্ধে শাস্ত্রবোধিত মঙ্গলকর ফলের উদ্গান করিয়াছিলেন অর্থাৎ বর্ণের সম্যক্ উচ্চারণরূপ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা বাগ্দেবতার নিজস্ব ভোগ, ইহাই তাঁহার অসাধারণ কর্ম্ম ; এই হেতু তাঁহাকে মঙ্গলকরী বলিয়া বিশেষিত করা হইল। সমস্ত ইন্দ্রিয় দেবতার উপকারস্বরূপ যে কথন কর্ম্ম, তাহা যজমানের অধিকৃত, অসুরগণ তাহা দেখিল, এই উচ্চারণ কার্য্যে শোভনবাক্যবাদী আত্মার অত্যাসঙ্গই দেবগণের (ইন্দ্রিয়গণের) ছিদ্র, অতএব কেন এই উদ্গাতার সাহায্যে আমাদিগকে অর্থাৎ জীবের স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্ম্মকে অভিভূত করিবে অর্থাৎ শাস্ত্রপাঠজনিত

জ্ঞান ও কর্ম্মরূপী উদ্গাতা তেজের দ্বারা অতিক্রম করিবে, এই বিবেচনা করিয়া ঐ বাগ্দেবতারূপ উদ্গাতার নিকট আগমন করত, উচ্চারণকার্য্যে তাঁহার স্বীয় ঐ অভিনিবেশরূপ পাপ দ্বারা তাঁহাকে সংযোজিত করিয়াছিল। যে পাপ প্রজাপতির পূর্ব্বজন্মে বাক্যে নিক্ষিপ্ত ছিল, সেই পাপ প্রত্যক্ষ হইল। যে পাপের প্রেরণায় লোক শাস্ত্রনিষিদ্ধ অসভ্য (স্ত্রীবর্ণনাদি) বীভৎস (কুৎসিতাদি বর্ণন) মিথ্যা ও পরাপবাদ প্রভৃতি হেয় বিষয়ের আলোচনা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলিয়া থাকে। এই অসভ্য বাক্যের উক্তি দ্বারা অনুমিত হয় যে, প্রজাপতির বাক্যে পাপ অবস্থান করিয়াছিল, অর্থাৎ তাঁহার সৃষ্ট প্রজাদিগের অশ্লীল কথনাদি দ্বারা অনুমিত হয় যে, প্রজাপতির বাক্যে নিশ্চিতই পাপ আছে, অন্যথা তাঁহার সৃষ্ট প্রজার বাক্যে সংক্রমিত হইবে কেন? দেখা যায়, কার্য্যমাত্রই কারণগুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

অথ হ প্রাণমূচুস্ত্বন্ন উদ্গায়েতি তথেতি তেভ্যঃ প্রাণ উদগায়দ্যঃ প্রাণেভোগস্তন্দেবেভ্য আগায়দ্ যৎ কল্যাণং জিঘ্রতি তদাত্মনে। তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্গাত্রাত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাবিধ্যন্ৎ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপাং জিঘ্রতি স এব স পাপ্মা ॥ ৩ ॥

অথ হ চক্ষুরূচুস্ত্বন্ন উদ্গায়েতি তথেতি তেভ্যশ্চক্ষুরুদগায়ৎ। যশ্চক্ষুষি ভোগস্তন্দেবেভ্য আগায়দ্যৎ কল্যাণং পশ্যতি তদাত্মনে। তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্গাত্রাত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাবিধ্যন্ৎ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং পশ্যতি স এব স পাপ্মা ॥ ৪ ॥

অথ হ শ্রোত্রমূচুস্ত্বন্ন উদ্গায়েতি তথেতি তেভ্যঃ শ্রোত্রমুদগায়দ্ যঃ শ্রোত্রে ভোগস্তন্দেবেভ্য আগায়দ্ যৎ কল্যাণং শৃণোতি তদাত্মনে তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্গাত্রাত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাবিধ্যন্ৎ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং শৃণোতি স এব স পাপ্মা ॥ ৫ ॥

অথ হ মন উচুস্ত্বম্ উদ্‌গায়েতি তথেতি তেভ্যো মন উদগায়দ্ যো মনসি ভোগস্তন্দেবেভ্য আগায়দ্‌যৎ কল্যাণꣳ সঙ্কল্পয়তি তদাত্মনে তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্‌গাত্রাত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্‌মনাহবিধ্যন্‌ৎ; স যঃ স পাপ্‌মা যদেবেদমপ্রতিরূপꣳ সঙ্কল্পয়তি স এব স পাপ্‌মৈবমু খল্বেতা দেবতাঃ পাপ্‌মভিরুপা-স্থজন্নেবমনাঃ পাপ্‌মনাবিধ্যন্ ॥ ৬ ॥

সেই প্রকার, ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় দেবতা উদ্‌গীথ কর্ম্মের সম্পাদক বলিয়া "অসতো মা সদ্‌গময়" এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য এবং উপাস্য, ইহা ক্রমে পরীক্ষিত হইয়াছিল, পরে দেবতাগণের এইরূপ ধারণা হয় যে, বাগাদি দেবতা ক্রমে পরীক্ষিত হইয়া শুভ ফলবিশেষে নিজের আসক্তি হেতু অসুর কর্ত্তৃক প্রয়োজিত পাপে লিপ্ত হইয়াছে; সুতরাং উদ্‌গীথ কর্ম্মসম্পাদনে অসমর্থ, এই জন্য তাহারা "অসতো মা সদ্‌গময়" এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য ও উপাস্য নহে। তাহার কারণ, তাহারা পাপসংযোগবশতঃ অশুদ্ধ এবং কার্য্যকারণ সমূহের অব্যাপক, অতএব অসৎ। এই প্রকার যে সকল ত্বগিন্দ্রিয়াদি দেবতার কথা উক্ত হয় নাই, তাহারাও বাগাদি দেবতার ন্যায় পাপলিপ্ত হইয়াছে, ইহা শুভাশুভ কার্য্য দেখিয়া অনুমান করা যায়। শ্রুতিতে "অবিধ্যন্" এই শব্দের অর্থ পাপের সহিত সংসর্গ করিয়াছিল। দেবগণ একৈকশঃ বাগাদি দেবতার উপাসনা করিয়াও মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার সময় তাহা-দের সাহায্য পাইল না ॥ ৩—৬ ॥

অথ হেমমাসন্যম্প্রাণমূচুস্ত্বন্ন উদ্‌গায়েতি তথেতি তেভ্য এষ প্রাণ উদগায়ত্তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্‌গাত্রাত্যেষ্যন্তীতি তমভি-দ্রুত্য পাপ্‌মনাবিধ্যন্‌ৎ স যথাশ্মানমৃত্বা লোষ্টো বিধ্বꣳসেতৈবꣳ হৈব বিধ্বꣳসমানং বিশ্বঞ্চো বিনেশুস্ততো দেবা অভবন্ পরাহসুরা ভবত্যাত্মনা পরাস্য দ্বিষন্ ভ্রাতৃব্যো ভবতি য এবং বেদ ॥ ৭ ॥

অনন্তর দেবতা সকল মুখের মধ্যরন্ধ্রস্থিত প্রাণকে বলিয়াছিলেন, তুমি আমাদের ইষ্টসিদ্ধির জন্য উদ্‌গান কর। তাহা করিব, ইহা স্বীকার করিয়া সেই মুখভব প্রাণ

শরণাগত দেবতাদিগের জন্য উদ্‌গান করিয়াছিল ইত্যাদি। অপর বৃত্তান্ত পূর্ব্ববৎ। অসুরগণ দোষরহিত সেই মুখ্য প্রাণকে পাপসংযুক্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল। পরন্তু বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে তাহাদের নিজ আসক্তি দোষ পাইয়া যে প্রাপ্ত প্রসারের প্রভাবে পাপসংযোগ করিতে পারিয়াছিল, তাহা এই নির্দ্দোষ মুখ্য-প্রাণের নিকটে অভ্যাসানুসারে প্রয়োগ করিবামাত্র বিনিষ্ট হইয়াছিল, এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই, যেমন লোকে ভাবে, পাষাণ চূর্ণ করিবার মানসে লোষ্ট্রখণ্ড নিক্ষেপ করিলে তাহা স্বয়ংই বিচূর্ণিত হয়, এইরূপ মুখান্তর্গত প্রাণকে পাপে লিপ্ত করিতে যাইয়া অসুরগণ স্বয়ংই নানাগতিতে লাভ করিয়া বিনষ্ট হইল; অতএব দেবত্বের প্রতিবন্ধক স্বভাবসিদ্ধ আসক্তিমূলক পাপ হইতে বিমুক্তি হেতু স্বাভাবিক সংসর্গশূন্য মুখভব প্রাণকে আশ্রয় করিয়া বাগাদি দেবগণ পূর্ব্বোক্ত ও বক্ষ্যমাণ প্রকৃত অগ্ন্যাদিরূপ স্বীয় দেবভাব তাহা লাভ করিয়াছিল। অর্থাৎ সেই বাগাদি প্রথমে পূর্ব্ববর্ণিত অবস্থায় পড়িয়া স্বভাবসিদ্ধ পাপপ্রভাবে তত্ত্বজ্ঞানহীন হইয়া দেহমাত্রে আত্মা-ভিমানী ছিল, পরে মুখ্যপ্রাণের উপাসনায় পাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া দেহাত্মাভিমান পরিত্যাগ করত শাস্ত্রপ্রতিপাদিত অগ্ন্যাদিস্বরূপাভিমানী হইয়াছিল ও আর সেই প্রতিপক্ষ অসুরগণ পরাভূত হইল। পুরাকালে যজমান যে প্রকার এই আখ্যায়িকারূপিণী শ্রুতির অর্থ আলোচনা করিয়া শ্রুত্যুক্ত রীতি অনুসারে ক্রমে বাগাদি দেবতাকে পরীক্ষা ও পরে তাহাদিগকে আসঙ্গরূপী পাপসম্পর্ক হেতু পরিত্যাগ করে, অবশেষে দোষশূন্য মুখ্য প্রাণকে আত্মরূপে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমন্বিত পরিচ্ছিন্ন শরীরের উপর আত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া বাগাদি প্রভৃতিতে অগ্ন্যাদিরূপে বিরাট অভিমান পোষণ করে, যাহা শাস্ত্রবোধিত বর্ত্তমান প্রজাপতিপদরূপে নির্ণীত আছে, সেই প্রকার এই বর্ত্তমান যজমানও যথারীতি মুখ্যপ্রাণের উপাসনা দ্বারা স্বয়ং প্রজাপতি-স্বরূপ লাভ করে এবং প্রজাপতিত্বলাভের প্রতিবন্ধক পাপরূপী শত্রু পরাভূত হয়। বাস্তবিক দ্বেষ না করিয়াও ভরত রাজার যদি অতি স্নেহাস্পদ হরিণও শত্রু (মুক্তির প্রতিবন্ধক) হইতে পারে, তখন বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের আসক্তিজনিত পাপ যে পুরুষের শত্রু এবং বিদ্বেষ্টা হইবে, ইহা বেশী কথা কি? যেহেতু, ঐ পাপ পারমার্থিক আত্মস্বরূপ প্রচ্ছাদন করে ও তজ্জন্য পুরুষের সর্ব্বানর্থ হেতু অবিদ্যার বিনাশের প্রতিবন্ধকতা করে।

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, সেই পাপ পাষাণকে প্রাপ্ত হইয়া লোষ্ট্রের চূর্ণীভাবের

মত দোষরহিত মুখ্য প্রাণের আশ্রয়ে যে বিনষ্ট হয়, এই ফল কাহার হইবে? তদুত্তরে শ্রুতি বলেন, যে ব্যক্তি পুরাকালীন যাজ্ঞিকের মত পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মুখ্যপ্রাণকে আত্মারূপে জানে, তাহারই এই ফল জন্মে ॥ ৭ ॥

তে হোচুঃ ক্ব নু সোঽভূদ্ যো ন ইত্থমসক্তেত্যয়মাস্যে-ঽন্তরিতি সোঽয়াস্য আঙ্গিরসোঽঙ্গানাং হি রসঃ ॥ ৮ ॥

এক্ষণে প্রাণোপাসনার ফল উপসংহার করিয়া কি যুক্তিতে বাগাদিকে ত্যাগ করত মুখভব প্রাণকেই আত্মারূপে আশ্রয় করিতে পারা যায়, এই বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করিবার জন্য নিম্নোক্ত আখ্যায়িকার অবতারণা হইতেছে।— যেহেতু, মুখ্যপ্রাণ বাগাদি ইন্দ্রিয়, শরীর ও তদবয়ব এই সমস্তের ব্যাপক, অর্থাৎ বাগাদি ও শরীরাদি সর্ব্বানুগত, এই জন্য তাহাকে আত্মারূপে আশ্রয় করিতে হইবে। সেই প্রজাপতির প্রাণ (ইন্দ্রিয়) সকল মুখ্যপ্রাণের উপাসনায় স্বীয় দেবভাব প্রাপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, যিনি আমাদিগকে এই প্রকারে স্বীয় দেবভাবে পরিণত করিয়াছেন অর্থাৎ আত্মভাব পাওয়াইয়াছেন, সেই প্রাণ কোথায় অবস্থিত আছেন? সংসারে এইরূপ রীতি আছে যে, কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক কেহ উপকৃত হইলে সেই উপকারী ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়া থাকে। লোকের ন্যায় ইন্দ্রিয়সকলও মুখ্যপ্রাণকে স্মরণ করিয়া অর্থাৎ কার্য্য-করণসমূহরূপ আত্মার বিচার করত জানিয়াছিল যে, মুখরন্ধ্রবর্ত্তী আকাশে এই প্রাণ প্রত্যক্ষভাবে অবস্থিত; যেহেতু, বিচার করিয়াই সকল লোক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। সেই জন্য প্রজাপতির ইন্দ্রিয় দেবতাও বিচার করিয়া প্রকৃত আত্মার সন্ধান পাইয়াছিল, এই মুখ্যপ্রাণকে দেবগণ মুখমধ্যবর্ত্তী আকাশে বাক্স্বরূপাদি. বিশেষধর্ম্মরহিতভাবে বিদ্যমান ভাবিয়াছিল, এ কারণ সেই মুখ্যপ্রাণ অয়াস্য নামে অভিহিত হয়। কোন বিশেষ উপাধি আশ্রয় না করিয়া বাগাদির অগ্ন্যাদিস্বরূপতা প্রাপণ করা হেতুও মুখ্যপ্রাণ অয়াস্যরূপে কথিত হইয়াছে। যেহেতু, মুখ্যপ্রাণ কার্য্য ও কারণসমষ্টির আত্মা, সেই হেতু আঙ্গিরস শব্দ দ্বারাও অভিহিত হয়। এই আত্মা (মুখ্যপ্রাণ) কার্য্যকারণসমূহরূপ অঙ্গের রস— সার ইহা সর্ব্বজনসিদ্ধ। যেহেতু, প্রাণ বিনির্গত হইলে সমস্ত অঙ্গ শুষ্ক হইয়া যায়, এ কথা পরে বলা হইবে। সমুদায়ার্থ এই যে, অঙ্গে কোন রস থাকে না, এই মুখ্যপ্রাণ সমস্ত অঙ্গের সার, অথচ বিশেষ উপাধিবিশিষ্ট নহে, এই জন্য

কার্য্যকরণসমূহ হইতে অভিন্ন, অথচ ব্যাপক ও বিশুদ্ধ, সুতরাং বাগাদিকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মরূপে প্রাণকেই আশ্রয় করিবে। যিনি প্রকৃত আত্মা তাঁহাকে আত্মভাবেই জ্ঞান করিতে হয়। যেহেতু সত্যজ্ঞান দ্বারাই ইষ্ট ফললাভ হয়, বিপরীত জ্ঞান দ্বারা অনিষ্ট ফল জন্মিয়া থাকে, এই হেতু আত্মাকেই যথার্থ আত্মরূপে ভাবনা করিবে ॥ ৮ ॥

সা বা এষা দেবতা দূর্নাম দূরং হ্যস্যা মৃত্যুর্দূরং হ বা অস্মান্মৃত্যুর্ভবতি য এবং বেদ ॥ ৯ ॥

এই সিদ্ধান্তের উপর পূর্ব্বপক্ষী আপত্তি করে যে, প্রাণের বিশুদ্ধি যাহা বলা হইয়াছে, তাহা প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না। যদিও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বাগাদি ইন্দ্রিয়ের শোভন উচ্চারণাদি ফলাসক্তির মত মুখ্যপ্রাণের সে আসক্তি নাই, এ জন্য তাহার পাপ সম্পর্কের অভাবে বিশুদ্ধতা স্বাভাবিক, তাহা সত্য; কিন্তু ইহাও বলা হইয়াছে যে, মুখ্যপ্রাণ আঙ্গিরসত্ব হেতু বাগাদি ইন্দ্রিয়ের আত্মা, তবেই মুখ্যপ্রাণের অশুদ্ধতা আসিয়া পড়িল না কি? যেমন শবস্পর্শকারীকে যে স্পর্শ করে, সে-ও অশুদ্ধ হইয়া থাকে। সেই প্রকার পাপী বাগাদি ইন্দ্রিয়ের সংসর্গে মুখ্য প্রাণও অশুদ্ধ, ইহা শঙ্কা করা যাইতে পারে। বাদীর এই আপত্তিনিরাসার্থ শ্রুতি স্বয়ং মুখ্য প্রাণের শুদ্ধত্ব জানাইতেছেন, যে মুখ্য প্রাণকে পাইয়া অসুর সকল পাষাণযোগে লোষ্ট্রের মত বিনষ্ট হইয়া থাকে, এবং যিনি দেবতা কর্ত্তৃক মুখরন্ধ্রমধ্যস্থিত বলিয়া অবধারিত হইয়াছেন, সেই প্রাণ উপাসনাক্রিয়ার কর্ম্মরূপে অঙ্গ হওয়ায় শ্রুতি তাহাকে দেবতাশব্দে উল্লেখ করেন। যেহেতু, সেই দেবতা 'দূর্' এই আখ্যা দ্বারা প্রসিদ্ধ, সেই জন্য তাহার বিশুদ্ধিও লোকপ্রসিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে কি জন্য তাঁহার 'দূর' এই আখ্যা হইল, তাহার কারণ শ্রুতি কহিতেছেন—যেহেতু, মৃত্যু অর্থাৎ আসক্তিরূপী পাপ এই প্রাণদেবতা হইতে অনেক দূরে থাকে। অর্থাৎ স্বতঃ আসঙ্গহীনতা নিবন্ধন মুখ্যপ্রাণ পাপসম্পর্কের অভাবেই বাগাদির সমীপস্থ হইয়াও মৃত্যুর দূরে বর্ত্তমান। সে কারণ প্রাণের 'দূর' এইরূপ লোক প্রসিদ্ধ আখ্যা তাহার বিশুদ্ধি জ্ঞাপন করে। যে ব্যক্তি এই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিশুদ্ধিগুণবিশিষ্ট প্রাণের উপাসনা করে, মৃত্যু সেই প্রাণোপাসকের দূরগামী হয়। শ্রুতিস্থ "এবং বেদ" দ্বারা পূর্ব্বকথিত বিশুদ্ধাদি গুণবিশিষ্টরূপে প্রাণকে যে উপাসনা করে, এইরূপ অর্থ অবগত

হওয়া যায়। উপাসনা অর্থে প্রশংসাবাক্যে উপাস্য দেবতার যে প্রকার স্বরূপ এবং গুণাদি বর্ণিত আছে, মনের দ্বারা সেই প্রকার স্বরূপ ও গুণাদি প্রাপ্ত হইয়া চিন্তা করা, অর্থাৎ লৌকিক জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া উপাস্য দেবতার স্বরূপে আত্মাভিমানের উদয় পর্য্যন্ত ধ্যানের সাক্ষাৎকারই উপাসনাপদবাচ্য। যেমন আমি স্থূল বা কৃশ, দ্রষ্টা বা শ্রোতা ইত্যাদিরূপে শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মাভিমান প্রত্যক্ষবৎ অভিব্যক্ত হয়, সেই প্রকার ভাবনা দ্বারা দেবতাদিতেও ঐ অভিমানের প্রগাঢ়তা সম্পাদন করিতে হইবে। এ বিষয়ে "ভাবনাবলে দেবতাভিমানী হইয়া দেবতাকে প্রাপ্ত হয়, তুমি কোন দেবতাভিমানী হইয়া পূর্ব্বদিকের আধিপত্য করিতেছ।" ইত্যাদি শ্রুতিই প্রমাণ॥ ৯॥

সা বা এষা দেবতৈতাসাং দেবতানাং পাপ্মানং মৃত্যুমপহত্য যত্রাসাং দিশামন্তস্তদ্ গময়াঞ্চকার তদাসাং পাপ্মনো বিন্যদধাত্তস্মান্ন জনমিয়ান্নান্তমিয়ান্নেৎ পাপ্মানং মৃত্যুমন্ববায়ানীতি ॥ ১০ ॥

পূর্ব্ব-শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তি এই প্রকারে ভাবনা করে, মৃত্যু তাহার দূরে যায়। কিন্তু মৃত্যু কেন দূরগামী হয়, তাহা বলা হয় নাই; এক্ষণে তাহা বর্ণিত হইতেছে।—প্রাণাত্মবিদের সহিত পাপের বিরোধ বা অসম্পর্কই তাহার কারণ অর্থাৎ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক হইতে পাপ উৎপন্ন হয়। যিনি প্রাণকে আত্মা বলিয়া জানেন, তাঁহার পক্ষে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে না; কেন না. বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের আত্মত্বাভিমান হইতেই আসঙ্গরূপ পাপের উৎপত্তি হয় ও স্বাভাবিক অজ্ঞানই তাহার কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে; সুতরাং. শাস্ত্রবোধিত প্রাণাত্মাভিমানীর ঐ অজ্ঞানমূলক পাপের সম্পর্ক হইতে পারে না, এই জন্যই বলা হইয়াছে, শাস্ত্রজ্ঞানের ফলে প্রাণে আত্মাভিমানী পুরুষের পাপরূপ মৃত্যু অসহযোগ হেতু যে দূরগামী হয়, ইহাই ঐ শ্রুতিতে প্রদর্শিত হইতেছে। স্বাভাবিক অজ্ঞানবশতঃ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়। ঐ আসক্তির ফলে যে পাপ উৎপন্ন হয়, তৎকর্ত্তৃক সমস্ত প্রাণী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। এই কারণে ঐ পাপ মৃত্যুনামে অভিহিত। সেই প্রাণদেবতা বাগাদি ইন্দ্রিয়ের প্রাণাত্মাভিমান জন্মাইয়া পাপরূপ মৃত্যুর হন্তা হন অর্থাৎ বিরোধ প্রযুক্ত স্বতই পাপ উৎপন্ন হইতে দেয় না। অনুৎপত্তিকেই দূরগমন বলিয়া নির্দ্দেশ করা

হইয়াছে। বাগাদি দেবতার পাপরূপ মৃত্যুকে নাশ করিয়া প্রাণদেবতা কি করিয়াছিলেন? ইহার উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন। যে স্থানে ঐ সকল পূর্ব্বাদি দিকের অবসান হয়, সেই স্থানে ঐ পাপকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

আশঙ্কা হইতে পারে যে, দিকের অন্তই নাই; তবে কিরূপে দিগন্তে প্রেরণ সম্ভব? কারণ, দিক্ সর্ব্বব্যাপী।

ইহার উত্তর এই—বৈদিক বিজ্ঞানবিৎ লোকের যত দূর পর্য্যন্ত সীমা অর্থাৎ যত দূর বৈদিক অধিকার, তাবৎপর্য্যন্ত প্রদেশকে দিক্‌রূপে কল্পনা করা হইয়াছে, আর ঐ বৈদিক আচারের অতিক্রমী লোকের আবাসদেশই দিগন্ত নামে অভিহিত। যেমন অরণ্যকে দেশান্তরূপে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। সুতরাং দিগন্তশব্দের উল্লেখে কোন দোষ নাই। প্রাণদেবতা সেই বৈদিক দিকের অন্তে বাগাদি দেবতার পাপকে প্রেরিত করিয়া নানা প্রকারে অধোগতিতে স্থাপন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ সেই পাপকে যাহাদের প্রাণে আত্মাভিমান একেবারে নাই, সেই অজ্ঞানাবৃত অন্ত্যজজাতিতে স্থাপন করিয়াছিলেন। যেহেতু, ইন্দ্রিয়ের বিষয়সংসর্গ হইতে পাপ জন্মে, এই জন্য ইন্দ্রিয়বান্ প্রাণীতেই পাপের অবস্থান বলা সঙ্গত। যথাশ্রুত অচেতন দিগন্তে ঐ পাপের বিদ্যমানতা সম্ভব নহে। এই জন্য অন্ত্যজগণের সহিত সম্ভাষণ, দর্শন প্রভৃতি ব্যাপারে সংসর্গী হইতে নাই। তাহারা পাপী, পাপীর সংসর্গ করিলে, পাপের সংসর্গ করা হয়; অতএব তাহাদের বাসস্থান জনশূন্য হইলেও গন্তব্য নহে, এবং ঐ দেশবিযুক্ত অন্ত্যজগণেরও সংসর্গ করণীয় নহে। ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়। পাপীর সংসর্গে আমিও পাপী হইব, এইরূপ ভয় যাঁহার আছে, তিনি ঐ নিষিদ্ধ দেশগমন ও পাপি-সংসর্গ ত্যাগ করিবেন ॥ ১০ ॥

সা বা এষা দেবতৈতাসাং দেবতানাং পাপ্মানং মৃত্যু-মপহত্যাথৈনাং মৃত্যুমত্যবহৎ ॥ ১১ ॥

প্রাণে আত্মারূপে ভাবনার ফলে বাগাদির অগ্ন্যাদিভাব ঘটে, ইহা শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইতেছে। অর্থাৎ পাপরূপী মৃত্যু অসীম আত্মার পরিচ্ছেদ (সীমা) সম্পাদন করে। অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয়রূপ পরিচ্ছিন্ন পদার্থে আত্মারূপে অভিমানের উৎপত্তি জন্মাইয়া থাকে। কিন্তু প্রাণাত্মজ্ঞান দ্বারা ঐ পরিচ্ছেদজ্ঞান লুপ্ত হইয়া আত্মার অসীমত্ববোধ উৎপাদিত হয়, এই জন্য প্রাণকে পাপরূপী মৃত্যুর হন্তা বলা হইয়াছে। সেই প্রাণ বাগাদি দেবতাকে পাপরূপ

মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া নিজ নিজ অপরিচ্ছিন্ন অগ্ন্যাদি দেবতাস্বরূপে পরিণত করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

স বৈ বাচমেব প্রথমামত্যবহৎ সা যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত সোঽগ্নিরভবৎ সোঽয়মগ্নিঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তো দীপ্যতে ॥ ১২ ॥

প্রাণ-দেবতা প্রথমতঃ বাগিন্দ্রিয়কে মৃত্যু অতিক্রম করাইয়া নিজ স্বরূপ পাওয়াইয়াছিলেন। কারণ, অন্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বাগিন্দ্রিয় উদ্গীথ কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সাধন। যে সময়ে বাগিন্দ্রিয় পাপরূপ মৃত্যু হইতে মোচিত হইয়াছিল, সেই সময়ে স্বয়ংই অগ্নিস্বরূপ হইয়াছিল, অর্থাৎ পূর্ব্বে এই বাক্ অগ্নিস্বরূপই ছিল, মধ্যে পাপরূপ মৃত্যুর আক্রমণে অন্যথাভাব প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে মৃত্যুর অতিক্রম হেতু পুনশ্চ সেই নিজ অগ্নিস্বরূপতা লাভ করিয়াছিল। তবে এইমাত্র প্রভেদ যে, মৃত্যুর প্রতিবন্ধকতায় অহং অভিমান হেতু বাগিন্দ্রিয়-দেবতা সাংসারিক জীবের ন্যায় বদ্ধ ছিলেন। এক্ষণে মৃত্যুবিয়োগ হওয়াতে স্বীয় অগ্নিস্বরূপে দেদীপ্যমান হইলেন ॥ ১২ ॥

অথ হ প্রাণমত্যবহৎ স যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত স বায়ুরভবৎ সোঽয়ং বায়ুঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তঃ পবতে ॥ ১৩ ॥

সেই প্রকার ঘ্রাণেন্দ্রিয়-দেবতা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া প্রাণবায়ু হইলেন এবং প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। শ্রুতির অন্যান্য অংশের অর্থ পূর্ব্ববৎ জ্ঞাতব্য ॥ ১৩ ॥

অথ চক্ষুরত্যবহৎ তদ্‌যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত স আদিত্যোঽভবৎ সোঽসাবাদিত্যঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তস্তপতি ॥ ১৪ ॥

সেই প্রকার চক্ষুরিন্দ্রিয়-দেবতা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া সূর্য্যস্বরূপে তাপপ্রদানে নিযুক্ত হইলেন ॥ ১৪ ॥

অথ শ্রোত্রমত্যবহত্তদ্‌যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত তা দিশোঽভবংস্তা ইমা দিশঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তাঃ ॥ ১৫ ॥

সেই প্রকার কর্ণেন্দ্রিয়-দেবতা মৃত্যুকে অতিক্রম করত দিক্‌স্বরূপ হইয়া পূর্ব্বাদিবিভাগে অবস্থিত ছিলেন ॥ ১৫ ॥

অথ মনোঽত্যবহত্তদ্‌যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত স চন্দ্রমা অভবৎ সোঽসৌ চন্দ্রঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তো ভাত্যেবং হ বা এনমেষা দেবতা মৃত্যুমতিবহতি য এবং বেদ ॥ ১৬ ॥

সেই প্রকার মনোরূপিণী ইন্দ্রিয়-দেবতা মৃত্যুবিমুক্ত হইয়া চন্দ্রস্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। যে প্রকার প্রাণদেবতা বাগাদি ইন্দ্রিয়কে মৃত্যু অতিক্রম করিয়া অগ্ন্যাদি-স্বরূপতায় পরিণত করিয়াছিলেন, সেই প্রকার যজমানকেও অর্থাৎ প্রাণাত্মাভিমানী পুরুষকেও মৃত্যু অতিক্রমণ করিয়া অগ্ন্যাদি স্বরূপতা লাভ করাইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি বাক্, ঘ্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও মন এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়যুক্ত প্রাণের উপাসনা করে, অর্থাৎ প্রাণকে উক্ত পঞ্চস্বরূপে জানে, তাহার এই ফল হয়। শ্রুত্যন্তরে কথিত আছে, তাহাকে যে যে ভাবে উপাসনা করে, তাহার সেই ফল উৎপন্ন হয় ॥ ১৬ ॥

অথাত্মনেঽন্নাদ্যমাগায়দ্যদ্ধি কিঞ্চান্নমদ্যতেঽনেনৈব তদদ্যত ইহ প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ১৭ ॥

যে প্রকার বাগাদি ইন্দ্রিয় আত্মার উপাসনার্থ উদ্গীথ গান করিয়াছিল, সেই প্রকার মুখ্য সম্ভূত প্রাণও তিনটি পবমানে (মন্ত্রবিশেষ) সকল ইন্দ্রিয়ের সাধারণ প্রাজাপত্যরূপফল ঘোষণা করিয়া, অতঃপর অবশিষ্ট নয়টি স্তোত্রে নিজের জন্য ভক্ষ্য অন্নফল কামনা করিয়া গান করিয়াছিল। যজ্ঞে ঋত্বিক্-প্রার্থিত ফল যজমানেরই হইয়া থাকে। কিন্তু এ স্থলে শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা ঋত্বিকেরও কাম্যফললাভ কথিত হইল। প্রাণ যে নিজের জন্য ভক্ষণীয় অন্নের কামনা করিয়াছে, ইহার প্রমাণ কি? এই আশঙ্কায় শ্রুতি তাহার প্রমাণ দেখাইতেছেন,—যেহেতু, এই জগতে প্রাণিসকল যে কিছু ভক্ষণীয় দ্রব্য ভক্ষণ করে, তাহা প্রাণ-কর্ত্তৃকই ভক্ষিত হয়। প্রাণের "অন" এই নামটি সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। "অনস্" এই সকারান্ত শব্দের অর্থ শকট, কিন্তু অকারান্ত "অন" শব্দ প্রাণশব্দের একপর্য্যায়ভুক্ত। প্রাণ কর্ত্তৃক ভক্ষণীয় দ্রব্যসকল

কেবল ভক্ষিত হয়, এমন নহে, কিন্তু ঐ ভক্ষিত অন্ন শরীরাকারে পরিণত হইলে, তাহাতে প্রাণ অবস্থানও করিয়া থাকে। সেই জন্যই বলা হইয়াছে যে, প্রাণ আত্মাতে অবস্থানের জন্য ভক্ষ্য দ্রব্যের কামনায় উপাসনা করিয়াছিল। বলিতে কি, প্রাণ যে অন্নাদি ভক্ষণ করিয়াছে, তাহা তাহার স্থিতির জন্যই। অতএব বাগাদি ইন্দ্রিয়ের যেরূপ নিজের মঙ্গল-কামনায় উপাসনা দ্বারা আসক্তিজনিত পাপসম্পর্ক ঘটে, সেই প্রকার নিজের অন্ন-কামনায় উপাসনা করায় প্রাণেরও আসঙ্গজন্য পাপ হইবার সম্ভাবনা নাই। যেহেতু, প্রাণের অন্ন-কামনায় উপাসনা করা তাহার স্থিতির জন্য, প্রাণের স্থিতি বাগাদি সকল ইন্দ্রিয়েরই উপকারক। যখন প্রাণ না থাকিলে কোন ইন্দ্রিয়ই থাকিতে পারে না, অতএব প্রাণে স্বার্থের আসক্তিজনিত পাপ-সম্পর্ক নাই ॥ ১৭ ॥

তে দেবা অব্রুবন্নেতাবদ্বা ইদꣳ সর্ব্বং যদন্নং তদাত্মন আগাসীরনু নোঽস্মিন্নং আভজস্বেতি তে বৈ মাভিসংবিশতেতি তথেতি তꣳ সমন্তং পরিণ্যবিশন্ত।

তস্মাদ্ যদনেনান্নমত্তি তেনৈতাস্তৃপ্যন্ত্যেবꣳ হ বা এনꣳ স্বা অভিসংবিশন্তি ভর্ত্তা স্বানাꣳ শ্রেষ্ঠঃ পুর এতা ভবত্যন্নাদোঽধিপতির্য এবং বেদ য উ হৈবম্বিদꣳ স্বেষু প্রতিপতিৰ্বুভূষতি ন হৈবালং ভার্য্যেভ্যো ভবত্যথ য এবৈতমনুভবতি যো বৈ তমনুভার্য্যান্ বুভূষতি স হৈবালং ভার্য্যেভ্যো ভবতি ॥ ১৮ ॥

আপত্তি হইতে পারে যে, উক্ত শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, প্রাণ-কর্তৃকই অন্ন ভক্ষিত হয়, কিন্তু তাহা যুক্তিযুক্ত হয় নাই, যেহেতু, বাগাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই ঐ অন্ন দ্বারা উপকার দেখা যাইতেছে। অতএব তাহারাও ঐ অন্নের ভোক্তা স্বীকৃত হউক। ইহার উত্তরে বলা যায়,—যেহেতু, প্রাণই সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভোজন করে ও তাহা দ্বারা বাগাদি ইন্দ্রিয়েরও উপকার হইয়া থাকে। সুতরাং সাক্ষাৎ ভোক্তা প্রাণের উল্লেখেও পরম্পরায় ভোক্তা বাক্ প্রভৃতির অনুল্লেখে দোষ কি আছে? কি প্রকারে প্রাণ কর্তৃক ভক্ষিত অন্ন দ্বারা বাগাদির উপকার হয়, এক্ষণে শ্রুতি সে বিষয় বলিতেছেন, সেই

বাগাদিরূপ দেবতা (স্ব স্ব বোধ্যবিষয়কে দ্যোতিত—প্রকাশিত করে বলিয়া ইহারা দেবস্বরূপ) প্রাণকে কহিয়াছিল, এই সমস্ত কি সত্য? লোকে প্রাণের স্থিতির নিমিত্ত যে আহার করিয়া থাকে, তুমি সেই সমস্ত অন্ন নিজের জন্য প্রার্থনা করিয়াছ, অর্থাৎ উদ্গীথ দ্বারা আত্মসাৎ করিয়াছ; কিন্তু আমরা অন্ন ব্যতিরেকে স্থিতি লাভ করিতে পারিতেছি না, এই জন্য বলি, অতঃপর তুমি তোমার সেই অন্নে আমাদিগকেও অংশী কর। প্রাণ কহিল, যদি তোমাদের অন্নের কামনা থাকে, তবে সর্ব্বতোভাবে আমাকে আশ্রয় কর। প্রাণ এই কথা বলিলে, ইন্দ্রিয়সকল 'তথাস্তু' বলিয়া সর্ব্বতোভাবে প্রাণকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থান করিয়াছিল। ইন্দ্রিয়বর্গ সেই ভাবে অবস্থিত হইলে প্রাণের অনুজ্ঞাক্রমে প্রাণ কর্তৃকই ভক্ষিত ও প্রাণের স্থিতিকারক সেই অন্ন দ্বারা তাহাদেরও তৃপ্তি হইতে থাকিল। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ স্বতন্ত্রভাবে অন্ন ভক্ষণ করিল না; অতএব এক প্রাণ কর্তৃকই অন্ন ভক্ষিত হয়, এইরূপ নির্ব্বন্ধ-সহকারে উক্তি যুক্তিযুক্ত হইয়াছে; শ্রুতিও সেই কথারই অনুমোদন করিতেছেন—যেহেতু, প্রাণের অনুজ্ঞাক্রমে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকল সন্নিবিষ্ট অর্থাৎ প্রাণকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, সেই হেতু লোকে যে প্রাণসাহায্যে ভক্ষ্যদ্রব্য ভক্ষণ করে, সেই প্রাণভক্ষিত অন্ন দ্বারা ইহারা পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রাণকে বাগাদির আশ্রয় এবং বাক্ প্রভৃতিকে প্রাণের আশ্রিত বলিয়া জানিতে পারে, তাহাকে জ্ঞাতিবর্গ আশ্রয় করে, অর্থাৎ বাগাদির আশ্রয়ণীয় প্রাণের মত তিনিও স্বীয় অন্ন দ্বারা জ্ঞাতিবর্গের ভরণপোষণ হেতু অবলম্বনীয় হন। যেমন প্রাণ বাগাদির অগ্রগামী, এই প্রকার তিনি জ্ঞাতিবর্গের শ্রেষ্ঠ ও অগ্রণী হন, প্রাণের মত তিনি নীরোগ, সুস্থ ও অধিষ্ঠিত থাকিয়া পোষ্য-বর্গকে স্বাধীনভাবে প্রতিপালন করেন। সেই জ্ঞাতিদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি ঐ প্রাণবেত্তার প্রতিকূল হইতে ইচ্ছা করে, সে প্রাণের প্রতিপক্ষ অসুরবর্গের মত নিজ পোষ্যবর্গের ভরণপোষণ-কার্য্যে অক্ষম হয়। পক্ষান্তরে, জ্ঞাতিদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রাণবিদের অনুকূল হয় অর্থাৎ যেমন বাগাদি প্রাণের অনুবৃত্তি দ্বারা আত্মার ভরণে উদ্যত, সেই প্রকার প্রাণবিদের অনুগত থাকিয়া আত্মীয়বর্গের ভরণপোষণকার্য্যে নিযুক্ত থাকে, সে তাহার পোষ্যবর্গের ভরণে সমর্থ হয়, কিন্তু প্রাণের আনুগত্য ব্যতিরেকে স্বতন্ত্রভাবে থাকিলে পোষ্যবর্গের প্রতিপালনে সমর্থ হয় না॥ ১৮॥

সোঽয়াস্য আঙ্গিরসোঽঙ্গানাং হি রসঃ । প্রাণো বা অঙ্গানাং রসঃ প্রাণো হি বা অঙ্গানাং রসস্তস্মাদ্‌যস্মাৎ কস্মাচ্চাঙ্গাৎ প্রাণ উৎক্রামতি তদেব তচ্ছুষ্যত্যেষ হি বা অঙ্গানাং রসঃ ॥ ১৯ ॥

পূর্ব্বশ্রুতিতে প্রাণের গুণ পরিজ্ঞাত হইলে যে সকল ফল হয়, তাহা কথিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রাণ শরীর ও ইন্দ্রিয়স্বরূপ, ইহা জানাইবার জন্য প্রাণের আঙ্গিরসত্ব প্রতিপাদন করা হইতেছে। প্রাণকে আঙ্গিরস বলা হইল, কিন্তু তাহার হেতু কি, তাহা বলা হইল না; অতএব সেই হেতু প্রতিপাদন করার নিমিত্ত এই শ্রুতির আরম্ভ হইতেছে। যেহেতু, ঐ হেতু-সিদ্ধির উপর প্রাণের কার্য্যকারণরূপতা নির্ভর করে। অতঃপর বাগাদি ইন্দ্রিয় যে প্রাণের অধীন, এই উক্তিও সঙ্গত করা কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্যে "সোঽয়াস্য আঙ্গিরস" এই পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির একাংশ যথোক্তভাবেই উদ্ধৃত করা হইল। ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ যে, প্রাণ অঙ্গের রস-সার। বাগাদি ইন্দ্রিয় অঙ্গের রস নহে। কি জন্য প্রাণের অঙ্গরসত্ব প্রসিদ্ধ? তদুত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন, যেহেতু, অবশিষ্ট যে-কোন অঙ্গ হইতে প্রাণ অপসৃত হইলে সেই সকল অঙ্গ তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া যায়। সেই হেতু প্রাণই অঙ্গরস, ইহা অবধারিত হইল। এই হেতু প্রাণ যে কার্য্য—শরীর ও করণ—ইন্দ্রিয়ের আত্মা, ইহা সিদ্ধ হইল। যখন আত্মা না থাকিলে শরীরের শোষণ বা মরণ হয়, তখন প্রাণসংজ্ঞা দ্বারা প্রাণী সকল যে জীবিত থাকিবে, ইহা নিশ্চিত। অতএব বাগাদি ইন্দ্রিয়ের উপাসনা না করিয়া, প্রাণের উপাসনা করিবে, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য ॥ ১৯ ॥

এষ উ এব বৃহস্পতির্ব্বাগ্‌ বৈ বৃহতী তস্যা এষ পতিস্তস্মাদু বৃহস্পতিঃ ॥ ২০ ॥

এই প্রাণ আকৃতিবিশিষ্ট শরীরেরও ক্রিয়াস্বরূপ, ইন্দ্রিয়ের কেবল আত্মা নহে, পরন্তু নামস্বরূপ ঋক্, যজুঃ ও সামেরও আত্মা, অর্থাৎ নামরূপ যাহা কিছু বিকার আছে, তৎসমুদয়েরই প্রাণ আত্মা জানিবে। অতএব শ্রুতি সর্ব্বাত্মভাবে প্রাণকে প্রশংসা করিয়া উপাসনার জন্য তাহার মহত্ত্ব প্রখ্যাপন করিতেছেন। এই পূর্ব্বোক্ত আঙ্গিরস শব্দে অভিহিত প্রাণ বৃহস্পতিস্বরূপ, বৃহতী নামে

ষট্‌ত্রিংশদক্ষরে নিবদ্ধ একটি ছন্দ আছে। বাক্যই সেই বৃহতী। এই প্রকার অনুষ্টুপ্‌ছন্দও বাক্যস্বরূপ, বাক্যই "অনুষ্টুপ্‌ছন্দ", ইহা শ্রুতির অনুমোদিত। কিন্তু সেই অনুষ্টুপ্‌ছন্দ বৃহতীচ্ছন্দের অন্তর্ভূত। অতএব বাক্যই বৃহতী, ইহা প্রসিদ্ধভাবে বলা অযুক্ত হয় নাই। এই বৃহতীকে প্রাণ শব্দে স্তুতি করা হেতু সমস্ত ঋক্ তাহার অন্তর্ভূত জানিবে। উক্ত আছে "প্রাণই বৃহতী, প্রাণই ঋক্, এই প্রকারে জানিবে।" ঋক্‌মাত্রই বাক্যস্বরূপ বলিয়া প্রাণের অন্তর্ভুক্ত। প্রাণকে বৃহস্পতি বলা হইল কেন, এক্ষণে তাহার কারণ প্রদর্শিত হইতেছে। যেহেতু, এই প্রাণ বাক্‌স্বরূপ বৃহতী ছন্দোবদ্ধ ঋকের পতি; অর্থাৎ যেহেতু, প্রাণ সেই ঋকের উদ্ভাবক, কারণ, উদরাগ্নি প্রেরিত বায়ু দ্বারা বাক্যস্বরূপ ঋকের আবির্ভাব হয়। অতএব সেই বাক্যের পালনকারী বলিয়া প্রাণ বৃহস্পতি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। যাহার প্রাণ নাই, তাহার শব্দোচ্চারণ করিবার শক্তি থাকে না, অতএব প্রাণই যে বাক্যের পালক ও ঋক্-সকলের আত্মা, ইহা যুক্তিসিদ্ধ ও প্রাণ বৃহস্পতি নামে কথিত, ইহাও সঙ্গত ॥ ২০ ॥

এষ উ এব ব্রহ্মণস্পতির্বাগ্বৈ ব্রহ্ম তস্যা এষ পতিস্তস্মাদু ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥ ২১ ॥

কেবল ঋকের নহে, প্রাণ যজুর্মন্ত্রেরও পালক ও আত্মা। কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন, সেই প্রাণ ব্রহ্মস্বরূপ যজুর্বেদের অধিপতি, ঐ ব্রহ্ম বা যজুর্মন্ত্র বাক্যবিশেষ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে—সেই বাক্ যজুর্ব্রহ্মের পতি বলিয়া ব্রহ্মণস্পতি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। যদি বল, পূর্ব্বশ্রুতিস্থ বৃহতী শব্দের অর্থ ঋক্ ও প্রস্তাবিত শ্রুতিস্থ ব্রহ্মশব্দের অর্থ যজুর্বেদ, ইহা কি যুক্তিতে অবগত হওয়া যাইবে? তাহার উত্তর এই যে, ইহার পরবর্ত্তী শ্রুতিতে "ব্রহ্ম বৈ সাম" এই উক্তি দ্বারা বাক্যকে সামস্বরূপ বলা হইয়াছে, সুতরাং ত্রিবেদের মধ্যে পরিশিষ্ট ঋক্ ও যজুকে উক্ত স্থানীয় বৃহতী ও ব্রহ্মশব্দের তাৎপর্য্যার্থ অবগত হওয়া অযৌক্তিক নহে। যদি সাধারণ বাক্যের স্বরূপ বলা শ্রুতির অভিপ্রেত হইত, তবে পরম্পর তিনটি শ্রুতিতেই এক বাক্যকে অবিশেষিতভাবে উল্লেখ করিয়া পৌনরুক্ত্য দোষ উদ্ভাবন করা হইত না; সুতরাং তাহার নিরাসার্থ প্রত্যেক শ্রুতিস্থ বাক্যকে বিশেষভাবে নিরূপণ করা আবশ্যক, এই জন্যই পরবর্ত্তী শ্রুতিতে উল্লিখিত সামকে উদ্গীথরূপে নিরূপণ

করা হইয়াছে, এইরূপ বৃহতী ও ব্রহ্মশব্দের বিশেষাভিধান কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ ঋক্ ও যজুঃ ইহারা বাক্যবিশেষ; সুতরাং বাক্যের সহিত তাহাদের অভিন্নভাবে নির্দ্দেশ করা অযুক্ত হয় নাই। বৃহতী ও ব্রহ্মশব্দের অর্থবিশেষ না ধরিলে, তাহার উপাসনা করা নিরর্থক হইয়া উঠে এবং ঐ শব্দ দুইটির বাক্যমাত্র অর্থ স্বীকার করিলে পুনরুক্তিদোষ হয়। যেহেতু, বাক্‌শব্দ দ্বারাই ঐ অর্থ প্রতিপাদিত হইয়া থাকে, শ্রুতিতেও ঋক্, যজুঃ, সাম, উদ্গীথ এই শব্দচতুষ্টয়ের ক্রমে ক্রমে উল্লেখ দেখা যাইতেছে; অতএব পূর্ব্ব দুই শ্রুতিস্থ বৃহতী ও ব্রহ্মশব্দের ঋক্, যজুঃ অর্থ পর্য্যবসিত হইতেছে, জানিবে॥ ২১॥

এষ উ এব সাম বাগ্বৈ সামৈষ সা চামশ্চেতি তৎ সাম্নঃ সামত্বম্।

যদ্বেব সমঃ প্লুষিণা সমো মশকেন সমো নাগেন সম এভিস্ত্রিভির্লোকৈঃ সমোঽনেন সর্ব্বেণ তস্মাদ্বেব সামাশ্নুতে সাম্নঃ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি য এবমেতৎ সাম বেদ॥ ২২॥

এই প্রাণ সামস্বরূপ। তাহার কারণ—'সা,' 'অম' এই দুইটি শব্দের যোগে সাম শব্দটি নিষ্পন্ন হয়, তাহার মধ্যে 'সা' এই শব্দের অর্থ বাক্, যেহেতু, সা এই সর্ব্বনাম শব্দ দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গ সকল বস্তুই বোধিত হইতে পারে। সুতরাং বাক্ এই স্ত্রীলিঙ্গ শব্দটি ও তাহার অর্থ বাক্য, ইহা 'সা'শব্দ দ্বারা অভিহিত হওয়া অযুক্ত নহে, এবং এই প্রাণ অমস্বরূপ, যেহেতু, অম-শব্দ দ্বারা সমস্ত পুংলিঙ্গ শব্দের প্রতিপাদ্য বস্তু অভিহিত হয়। শ্রুত্যন্তরে আছে, "তুমি কাহার দ্বারা আমার পুরুষবাচক নাম সকল অবগত হও?" ইহার উত্তরে 'প্রাণ দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছি' এবং "কাহা দ্বারা আমার স্ত্রীবাচক নাম প্রাপ্ত হও", এই জিজ্ঞাসায় "বাক্য দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছি" এই উত্তর প্রদত্ত হয় ইত্যাদি। অতএব প্রাণ ও বাক্ পুরুষ ও স্ত্রীবাচক পদার্থ-মাত্রই প্রকাশ করে বলিয়া সাম শব্দে বাক্ ও প্রাণকে অবগত হইবে। সেই প্রকার সামশব্দের দ্বারা প্রাণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত স্বর (উদাত্ত অনুদাত্ত, স্বরিত বা সমাহার) প্রভৃতির সমুদয়াত্মক গীতিরূপ অর্থ প্রকাশিত হয়। এই হেতু প্রাণ ও বাক্ ব্যতিরেকে অন্য কোন সাম নামে পদার্থ নাই। স্বর ও অকারাদি বর্ণ প্রাণ হইতে উৎপন্ন হয়, সুতরাং প্রাণের অধীন, এ জন্য এই প্রাণই

সাম। যেহেতু, সাম উক্ত প্রকারে 'সা' 'অম' এই দুই শব্দের প্রতিপাদ্য বাক্ ও প্রাণস্বরূপ, সেই হেতু গীতিরূপ স্বরাদি সমুদয়ের উক্তরূপ সাম হইতে উৎপত্তি নিবন্ধন গৌণ সামত্ব সিদ্ধ হইল। এইরূপে সামের সামত্ব পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ আছে। যেহেতু, প্রাণ বক্ষ্যমাণরূপে সর্ব্বত্র সমান, সেই হেতুতেও তাহাকে সাম বলা অনুচিত নহে। "যদ্বে" এই স্থলে শ্রুতিস্থ 'বা' শব্দ, সাদৃশ্য বুঝাইয়া প্রকারান্তরের ইঙ্গিত করিতেছেন। ইহা না বলিলে প্রাণের সামত্ব নির্দ্দেশের প্রকারান্তর অবগত হইবার অন্য কোন উপায় পাওয়া যায় না। এই প্রকারান্তর অবগত হওয়া যায় বলিয়াই শ্রুতি সেই প্রকারান্তরের উল্লেখ করিতেছেন—কোন্ প্রকারে প্রাণের সর্ব্বত্র একরূপতা? ইহার উত্তরে শ্রুতি কহিতেছেন, প্রাণ পুত্তিকর (পোকা) শরীর, মশকশরীর ও হস্তিদেহ, সকলের সমান এই লোকত্রয়রূপ শরীরাভিমানী প্রজাপতিরও এই জগদ্রূপী হিরণ্যগর্ভের শরীরের সহিত সমান অর্থাৎ যে প্রকার গোত্বাদি জাতি, গবাদি শরীরে পরিসমাপ্ত, সেই প্রকার প্রাণও সকল শরীরে পরিসমাপ্ত। কুত্রাপি তাহার শূন্যতা নাই, প্রাণ শরীরমাত্র পরিমাণযুক্ত নহে, যেহেতু, প্রাণের কোন মূর্ত্তি নাই, অথচ প্রাণ সর্ব্বগত, তাহার শরীরমাত্র পরিমাণ হওয়া অসম্ভব। যদি বল, যে প্রকার ঘট বা গৃহাদিমধ্যস্থ প্রদীপালোক গৃহ বা ঘটাদির পরিমাণানুসারে সঙ্কোচ ও বিকাশ লাভ করে, সুতরাং তাবৎপরিমাণ বলিয়া অনুভূত হয়, সেই প্রকার প্রাণও শরীরমাত্রপরিমিত বলা যাউক। ইহার উত্তরে এই বলিব যে, শ্রুতিতে "সেই এই প্রাণ সকলেরই তুল্য" এবং "সর্ব্বত্রই অনন্ত (সর্ব্বব্যাপী)" এই প্রকার উল্লেখ থাকাতে প্রাণ সর্ব্বগত, ইহা জানিতে পারা যায়। পরন্তু, আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত প্রাণের শরীর পরিমাণে অবস্থিতি বিরুদ্ধ নহে। এইরূপ সর্ব্বশরীরে সমত্ব হেতু, প্রাণ সামশব্দে অভিহিত হয়। যে ব্যক্তি মহত্ত্ববিশিষ্ট হইয়া প্রাণের ভাবনা করে, তাহারই এই বক্ষ্যমাণ ফল বলা হইতেছে, অর্থাৎ প্রাণে আত্মাভিমানের (প্রাণই আত্মা, এই প্রকার দৃঢ় জ্ঞানের) অভ্যুদয় পর্য্যন্ত ঐরূপ নিরন্তর ভাবনা করিলে, প্রাণের সাযুজ্য (শরীর ও ইন্দ্রিয়ে সমান প্রাণাভিমানিতা) এবং সালোক্য (সমান লোক) ফল লাভ হয়॥ ২২॥

এষ উ বা উদ্গীথঃ প্রাণো বা উৎপ্রাণেন হীদং সর্ব্বমুত্তব্ধং বাগেব গীথোচ্চগীতা চেতি স উদ্গীথঃ॥ ২৩॥

এই প্রাণ উদ্গীথস্বরূপ। সামের গেয় অংশবিশেষের নাম উদ্গীথ। এ স্থলে উচ্চৈঃস্বরে গান উদ্গীথ শব্দের তাৎপর্য্য নহে। কারণ, যখন সামপ্রকরণে উদ্গীথের উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন সাম ও গান যে এক বস্তু নহে, ইহা বলাই বাহুল্য। এক্ষণে উদ্গীথ শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্বারা প্রাণের উদ্গীথরূপতা প্রকাশ করিতেছেন। যেহেতু, প্রাণ কর্তৃক এই সমস্ত জগৎ ঊর্দ্ধে বিধৃত আছে। সেই জন্য প্রাণকে উৎশব্দে অভিহিত করা হয়। উৎশব্দ উত্তব্ধ অর্থের প্রকাশক, সুতরাং প্রাণের উত্তম্ভনরূপ গুণবিশেষের পরিচায়ক। আর গীথা শব্দে বাক্যকে বুঝা যায়। কারণ, গীথাশব্দটি শব্দার্থক গৈ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। যখন উদ্গীথ ভজনা শব্দব্যতিরিক্ত অন্য কোন প্রকার স্বরূপ অবধারণ করা যায় না; সুতরাং বাক্যই গীথা, এইরূপ সনির্ব্বন্ধ নির্দ্দেশ করাই উচিত হইয়াছে। উপসংহারে এক উদ্গীথ শব্দ দ্বারা উৎশব্দে উচ্চ প্রাণ ও গীথা শব্দেপ্রাণাধীন বাক্য; এই উভয়ই অভিহিত হইল॥ ২৩॥

তদ্ধাপি ব্রহ্মদত্তশ্চৈকিতানেয়ো রাজানং ভক্ষয়ন্নুবাচায়ং ত্যস্য রাজা মূর্দ্ধানং বিপাতয়তাদ্যদিতোঽয়াস্য আঙ্গিরসোঽন্যেনোদগায়দিতি বাচা চ হ্যেব স প্রাণেন চোদগায়দিতি ॥২৪॥

এক্ষণে প্রাণের উদ্গীথস্বরূপতার দৃঢ়ীকরণার্থ আখ্যায়িকা আরম্ভ হইতেছে। উক্ত বিষয়ে একটি প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা শুনা যায়—ব্রহ্মদত্ত নামে চেকিতানেরতরুণ-বয়স্ক একটি পৌত্র যজ্ঞে সোমরস পান করত শপথ করিয়াছিল, যদি আমি মিথ্যাবাদী হই, অর্থাৎ উদ্গীথের প্রাণ ভিন্ন অন্য দেবতা জ্ঞান করি, তবে ভক্ষিত চমসস্থিত এই সোম আমার মস্তক চূর্ণ করিবে। যদি বল, মিথ্যাবাদী হইবার সম্ভাবনা কি? তাহার উত্তরে শ্রুতিই বলিতেছেন, যেমন পূর্ব্বকালীন বিশ্বসৃক্নামা ঋষিদের সত্রনামক যজ্ঞে যিনি উদ্গাতা ছিলেন, তিনি বাক্য ও প্রাণ ব্যতিরিক্ত অন্য দেবতা ধারণা করিয়া উদ্গান করিয়াছিলেন সেই প্রকার ভ্রমবশতঃ যদি অন্য দেবতা জ্ঞান করি, তবে আমিও মিথ্যাবাদী হইব, এবং ঐ বিপরীত জ্ঞানরূপ অপরাধে সোম আমার মস্তক পাতিত করিবে। এই আখ্যায়িকা দ্বারা, উদ্গীথে বাক্ ও প্রাণ-দেবতার বিজ্ঞানে দৃঢ়প্রত্যয় করণীয়, ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে। এক্ষণে শ্রুতি আখ্যায়িকা-প্রতিপাদ্য বিষয় বাক্য দ্বারা উপসংহার করিতেছেন। অতঃপর সেই ব্রহ্মদত্ত এই প্রাণপ্রধান বাক্য ও নিজের আত্মভূত প্রাণ এই উভয় দেবতার

জ্ঞানপূর্ব্বক উদ্‌গান করিয়াছিলেন। তিনি আঙ্গিরসও উদ্গীথ মনে করিয়া প্রাণকে উপাসনা করিয়াছিলেন। এই কথাটি আখ্যায়িকাতে ব্রহ্মদত্তের শপথ দ্বারা অবধারিত হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

তস্য হৈতস্য সাম্নো যঃ স্বং বেদ ভবতি হাস্য স্বং তস্য বৈ স্বর এব স্বং তস্মাদার্ত্বিজ্যং করিষ্যন্ বাচি স্বরমিচ্ছেত তয়া বাচা স্বরসম্পন্নয়ার্ত্বিজ্যং কুর্য্যাত্তস্মাদ্‌যজ্ঞে স্বরবন্তং দিদৃক্ষন্ত এব। অথো যস্য স্বং ভবতি ভবতি হাস্য স্বং য এবমেতৎ সাম্নঃ স্বং বেদ ॥ ২৫ ॥

সেই এই প্রস্তাবিত সামবাচ্য মুখ্য প্রাণের সর্ব্বস্ব (ধন) যে ব্যক্তি জানিতে পায়, তাহার ধনলাভ হয়। এইরূপ ফলকথন দ্বারা পুরুষকে শ্রবণেচ্ছু প্রলোভিত করিয়া শ্রবণবিষয়ে অভিমুখ করত শ্রুতি কহিতেছেন।—সেই সামের স্বরই সর্ব্বস্ব। কণ্ঠের মাধুর্য্যের নাম স্বর। উহাই সামের ভূষণ, সেই স্বরে অলঙ্কৃত হইলেই উদ্‌গান (উচ্চৈর্গান) পরিপুষ্ট অর্থাৎ শ্রুতিসুখপ্রদ হয়। যেহেতু, স্বর সামের ভূষণ ও স্বরভূষিত উদ্‌গানেরই উৎকর্ষ, সেই জন্য উদ্গাতা ঋত্বিক্ সকল উদ্গান ক্রিয়ার পূর্ব্বে স্বরের শিক্ষা করিবেন। তাহা হইলেই সাম স্বররূপ ধনে অলঙ্কৃত হইয়া শ্রুতিমধুর হইবে। অর্থাৎ যে উদ্গাতা স্বর দ্বারা সামকে ধনী করিতে চাহেন, তিনি বাক্যে মধুর স্বর সংযোগ করিতে চেষ্টিত থাকিবেন। বিজ্ঞানপ্রস্তাবে উদ্গাতার কর্ত্তব্য-উপদেশ যদিও অপ্রস্তাবিক, তথাপি প্রসঙ্গক্রমে উদ্গাতার কর্ত্তব্য এ স্থলে বিহিত হইল, বাস্তবিক সামকে সুস্বর দ্বারা স্বরবান্ বিজ্ঞান করিতে হইলে যথারীতি দন্তধাবন তিলপানাদি কর্ত্তব্য কেবল ইচ্ছা-মাত্রে সামকে সুস্বরসম্পন্ন করা যায় না। উক্তরূপে স্বরসম্পন্ন বা সংস্কারযুক্ত বাক্য দ্বারা ঋত্বিক্ উদ্গান কার্য্য করিবেন। যেহেতু, সামের স্বরই ধন এবং সেই স্বররূপ ধন দ্বারা সাম ভূষিত হয়, এই জন্য লোক যজ্ঞে উত্তম স্বরবান্ উদ্গাতাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে, জগতে যাচক ব্যক্তি ধনবান্‌কে দেখিতে ইচ্ছা করে, যাহার ধন থাকে, সকলে তাহাকে দেখিতে চায় ইহা স্বাভাবিক। এক্ষণে এই সামের প্রসিদ্ধ গুণবিজ্ঞানের ফল উপসংহারে বলিতেছেন যে, যে ব্যক্তি সামের স্বররূপ ধন জানে, তাহার ধন হয়, এই সামের গুণবিজ্ঞানের ফল প্রসিদ্ধ ॥ ২৫ ॥

তস্য হৈতস্য সাম্নো যঃ সুবর্ণং বেদ ভবতি হাস্য সুবর্ণং তস্য বৈ স্বর এব সুবর্ণং ভবতি হাস্য সুবর্ণং য এবমেতৎ সাম্নঃ সুবর্ণং বেদ ॥ ২৬ ॥

সামের সুবর্ণ নামে আর একটি গুণবিধান হইতেছে। যদিও ঐ সুবর্ণ সুস্বরস্বরূপ, তথাপি পূর্ব্ব হইতে এইমাত্র প্রভেদ যে, পূর্ব্ব-শ্রুতিতে কণ্ঠের মাধুর্য্য-বশতঃ সুস্বর বলা হইয়াছে। এই শ্রুতিতে লাক্ষণিক অর্থাৎ সুবর্ণ শব্দের বাচ্য যে কণ্ঠ্য দন্ত্য তালব্যাদি শ্রুতিমধুর বর্ণের সামে সন্নিবেশবশতঃ সুস্বরতা, তাহাই অভিহিত হইল। সেই সামের সুবর্ণ যে ব্যক্তি জানে, তাহার সুবর্ণ হয়। সুবর্ণ শব্দটি স্বর এবং স্বর্ণের বোধক, শব্দের সাম্য হেতু লৌকিকসুবর্ণ, এই গুণবিজ্ঞানে ফলস্বরূপ কীর্ত্তিত হইল। শ্রুতি বলিতেছেন, সেই সামের স্বরই সুবর্ণ। যে ব্যক্তি সামের সুবর্ণ জানে, তাহার সুবর্ণ হয়, উপসংহারার্থ পুনর্ব্বার কথিত হইল ॥ ২৬ ॥

তস্য হৈতস্য সাম্নো যঃ প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রতি হ তিষ্ঠতি তস্য বৈ বাগেব প্রতিষ্ঠা বাচি হি খল্বেষ এতৎপ্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতো গীয়তেঽন্ন ইত্যুহৈক আহুঃ ॥ ২৭ ॥

পুনশ্চ সামের প্রতিষ্ঠাফল জ্ঞাপন করিবার জন্য শ্রুতি সামের প্রতিষ্ঠাগুণ বলিতেছেন।—যে ব্যক্তি সামের বাক্যরূপ প্রতিষ্ঠাগুণ জানিতে পারে, সে জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রুত্যন্তরে কথিত আছে, "যে যে গুণযুক্তরূপে সামের উপাসনা করা যায়, উপাসক সেই সেই গুণ প্রাপ্ত হয়"; সুতরাং প্রতিষ্ঠাগুণের উপাসনায় প্রতিষ্ঠালাভ অসঙ্গত নহে। পূর্ব্বের মত এক্ষণে প্রতিষ্ঠাফলশ্রবণে প্রলোভিত এবং সামের প্রতিষ্ঠাজ্ঞানেচ্ছু উপাসককে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন,—বাক্যই সামের প্রতিষ্ঠা। এ স্থলে বাক শব্দদ্বারা জিহ্বামূলীয়াদি অষ্টপ্রকার বর্ণের উচ্চারণ-স্থান অভিপ্রেত। সেই অষ্ট স্থানেই অর্থাৎ বক্ষঃস্থল, কণ্ঠ, মস্তক, জিহ্বামূল, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ ও তালু এই সমুদায়ে সাম প্রতিষ্ঠিত। যেহেতু, জিহ্বামূলীয়াদি স্থান আশ্রয় করিয়াই প্রাণবায়ু উচ্চৈঃস্বরে গানাকারে পরিণত হয় ও তাহাকেই সাম শব্দে অভিহিত করা হয়, সেই জন্যই জিহ্বামূলীয়াদিরূপ বাক্যই সামের প্রতিষ্ঠা-(আশ্রয়)রূপে কীর্ত্তিত হইল। কেহ বলেন, প্রাণ অন্নেতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই

গীতিভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্য অন্নই প্রাণের প্রতিষ্ঠা। যিনি এইরূপ অন্নকে প্রাণের প্রতিষ্ঠা বলিয়া জানেন, তাঁহার অন্নের ভাবনা থাকে না। এই উভয় পক্ষই আমাদের অনুমোদিত, ইহার যে কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রতিষ্ঠারূপ গুণের ভাবনা, অর্থাৎ বাক্যই প্রতিষ্ঠা কিম্বা অন্নই প্রতিষ্ঠা, প্রাণের এইরূপ ভাবনা করিবে॥ ২৭॥

অথাতঃ পবমানানামেবাভ্যারোহঃ স বৈ খলু প্রস্তোতা সাম প্রস্তৌতি স যত্র প্রস্তুয়াত্তদেতানি জপেৎ।

অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়েতি স যদাহাসতো মা সদ্গময়েতি মৃত্যুর্বা অসৎ সদমৃতং মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়ামৃতং মাকুর্ব্বিত্যেবৈতদাহ তমসো মা জ্যোতির্গময়েতি মৃত্যুর্ব্বৈ তমো জ্যোতিরমৃতং মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়ামৃতং মা কুর্ব্বিত্যেবৈতদাহ মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়েতি নাত্র তিরোহিতমিবাস্তি। অথ যানীতরাণি স্তোত্রাণি তেষ্বাত্মনেঽন্নাদ্যমাগায়েত্তস্মাদু তেষু বরং বৃণীত যং কামং কাময়েত তং স এষ এবম্বিদুদ্গাতাত্মনে বা যজমানায় বা যং কামং কাময়েত তমাগায়তি তদ্ধৈতল্লোকজিদেব ন হৈবালোক্যতায়া আশাঽস্তি য এবমেতৎ সাম বেদ॥ ২৮॥

ইতি তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্॥ ৩॥

অধুনা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রাণ বিজ্ঞানকারীর প্রতি জপকার্য্যের উপদেশ করিবার মানসে শ্রুতি বলিতেছেন—যে বিজ্ঞান জন্মিলে জপকর্ম্মে অধিকার জন্মে, সেই বিজ্ঞান উপদেশ করা হইয়াছে। অধুনা জপের সার্থক্য প্রদর্শিত হইতেছে, যেহেতু, পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানী ব্যক্তি যথাবিধি জপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে দেবভাবে উপনীত হন, এই জন্য জপকর্ম্ম বিধেয়। উদ্গীথের কথন-প্রস্তাবে এই জপকর্ম্ম বিহিত হওয়ায় সকল উদ্গানকালেই এই জপকর্ম্ম অনুষ্ঠেয় হইতে পারে, এই আশঙ্কায় শ্রুতিই কালবিশেষে জপের অনুষ্ঠান জানাইবার জন্য "পবমানানাং" এই শব্দ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ ঐ পবমান উক্তি দ্বারা ত্রিবিধ পবমান নামক

স্তোত্রের মধ্যেই অভ্যারোহ মন্ত্রজপ কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। এই জন্য শ্রুতি জপকালকে আরও সঙ্কুচিত করিতেছেন। প্রস্তোতা (সামগানকর্ত্তা ঋত্বিগ্‌বিশেষ) যৎকালে সামগান আরম্ভ করিবেন, সেই সময়ে এই সকল অভ্যারোহ মন্ত্র জপ করিবেন। এই জপকর্ম্মের অভ্যারোহ আখ্যা শাস্ত্রে আছে। তাহার কারণ, এই জপকর্ম্ম দ্বারা প্রাণ তত্ত্ববেদী আত্মাকে দেবভাবে উপনীত করেন। অভি ও আরোহ এই দুই শব্দের যোগে অভ্যারোহ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অভি শব্দের অর্থ আভিমুখ্য ও আরোহ শব্দের অর্থ আরোহণের (প্রাপ্তির) হেতু। সমুদায়ার্থ—যে মন্ত্রজপ করিলে প্রাণতত্ত্ববেদী আত্মাকে দেবতার অভিমুখে উপনীত করে, তাহাই অভ্যারোহশব্দবাচ্য। শ্রুতিস্থ "এতানি" এই বহুবচন দ্বারা "অসতো মা সদ্গম" ইত্যাদি তিনটি যজুঃসংজ্ঞক মন্ত্র জপ্য বলিয়া জানিবে। "এতানি" এই স্থলে দ্বিতীয়া বিভক্তির নির্দ্দেশ থাকায়, অথচ এই মন্ত্রত্রয় সংহিতায় পঠিত না হইয়া ব্রাহ্মণ নামক বেদাংশে পঠিত হওয়ায়, যথানির্দ্দিষ্ট স্বরে পাঠ করিবে। কিন্তু মান্ত্র স্বরে, অর্থাৎ বৈভাসিক নামক গ্রন্থে কথিত মন্ত্রবিশেষীয় স্বরবিশেষে পাঠ করিবে না। যদি ঐ স্বরে পাঠ করা শ্রুতির অভিমত হইত তবে, শ্রুতি "উচ্চৈর্ঋগ্‌ ক্রিয়তে" ইত্যাদি স্থলের ন্যায় "এতানি" ইহাও দ্বিতীয়ান্ত না বলিয়া তৃতীয়া বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দেশ করিতেন। এই অভ্যারোহ জপ যজমানের কার্য্য, ইহার ফল যজমান প্রাপ্ত হয়। ঋত্বিক্ ইহার ফল প্রাপ্ত হয় না। শ্রুতিস্থ 'অসতোমা সদ্গময়' ইত্যাদি মন্ত্রত্রয়ই সেই যজুঃ। এই মন্ত্রত্রয়ের অর্থ অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন, সাধারণ শব্দের মুখ্যবৃত্তি দ্বারা সেই অর্থ প্রকাশিত হয় না, এই জন্য শ্রুতি স্বয়ং মন্ত্রার্থ প্রকাশ করিতেছেন। "অসতোমা" ইত্যাদি মন্ত্রস্থ অসৎ শব্দের অর্থ মৃত্যু; কারণ, জীবের স্বাভাবিক কর্ম্ম ও জ্ঞান মৃত্যুর হেতু, এই জন্য মৃত্যু নামে অভিহিত হয়। জীবের অত্যন্ত অধোগতির কারণ বলিয়া তাহাকে অসৎ বলা হইয়াছে। আর সৎশব্দের অর্থ অমৃত (সৎ-শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্ম ও তজ্জনিত জ্ঞান, এই উভয় শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও কর্ম্ম জীবের মরণের নিবৃত্তিকারণ, অর্থাৎ মোক্ষহেতু বলিয়া অমৃত নামে অভিহিত। সমুদায়ের অর্থ এই—হে মুখ্য প্রাণ! তুমি আমাকে প্রাকৃতিক অসৎকর্ম্ম ও অজ্ঞান হইতে সৎশাস্ত্রীয়জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ অমৃতে উপনীত কর, অর্থাৎ দেবতালাভের উপায়ভূত আত্মভাব পাওয়াইয়া দাও। শ্রুতিই মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ বলিতেছেন, আমাকে অমৃত কর, এই কথা মন্ত্রে প্রকাশ করিয়াছে। এই প্রকার দ্বিতীয় মন্ত্রস্থ তমঃ শব্দের অর্থ অজ্ঞান, আবরণস্বরূপ

সাধর্ম্ম্য ধরিয়া ঐ অর্থ প্রকাশ পায় অর্থাৎ তমঃ যেরূপ বস্তু সকলের আবরক, ঐরূপ অজ্ঞানও আত্মস্বরূপের আবরণ এবং উহা মরণের হেতু বলিয়া মৃত্যুনামে অভিহিত হয়। জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ অমৃত, অর্থাৎ শাস্ত্রীয়বিজ্ঞান প্রকাশরূপ সাধর্ম্ম্যবশতঃ জ্যোতিঃস্বরূপ, এবং অবিনাশিত্বপ্রযুক্ত অমৃত নামে কথিত। উহা পূর্ব্বোক্ত অসুর-স্বভাবের বিপরীত দেবভাব। সমুদায় মন্ত্রের অর্থ এই,—হে মুখ্য প্রাণ! তুমি আমাকে তমোরূপ অজ্ঞান হইতে জ্যোতিঃস্বরূপ বিজ্ঞানে লইয়া যাও। আমাকে অমৃত অর্থাৎ প্রাজাপত্য-ভাবযুক্ত কর। এইরূপে শ্রুতিই মন্ত্রের ভাবার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রভেদ এই, পূর্ব্ব মন্ত্রের তাৎপর্য্য—স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্ম্ম, যাহা স্বভাবতই দেবভাব-প্রাপ্তির বিরোধী, তাহাকে সেই ভাব হইতে শাস্ত্রীয় জ্ঞান-কর্ম্মরূপ সাধনের পথে উপনীত করা। দ্বিতীয় মন্ত্র দ্বারা অজ্ঞানকার্য্য উপাস্য উপাসকাদি ভেদজ্ঞানঘটিত সাধনভাব হইতে সাধ্যভাবে পরিণত করা। তৃতীয় মন্ত্র দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের অর্থই মিলিতরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অর্থাৎ মৃত্যু শব্দ দ্বারা অসৎ ও তম, অমৃত শব্দ দ্বারা সৎ ও জ্যোতিঃ অভিহিত হওয়ায় পূর্ব্ব-মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ একত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্র দুইটির মত তৃতীয় মন্ত্রের কোন শব্দের অর্থ নিগূঢ় নহে, এই জন্য শ্রুতি তাহার ব্যাখ্যা করেন নাই, তাহার যথাশ্রুত অর্থই ধর্ত্তব্য। প্রাণতত্ত্বাভিজ্ঞ উদ্‌গাতা, পবমাননামক উক্ত তিনটি স্তোত্রে যজমানের ফলকীর্ত্তন (উচ্চৈঃস্বরে গান দ্বারা আশংসা) করিয়া অবশিষ্ট নয়টি স্তোত্রে নিজের জন্য অগ্ন্যাদি ফলের কামনা করিবে। যে প্রকার প্রাণ, বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অভিলষিত ফলের সাধন করিতে সমর্থ, সেই-রূপ প্রাণবিৎ উদ্‌গাতাও সমস্ত ফলসাধনে সমর্থ। সেই হেতু যজমান ঐ সকল পবমান স্তোত্রের উচ্চারণকালে নিজের অভিলষিত ফলের প্রার্থনা করিবে। প্রাণবিৎ উদ্‌গাতা নিজের জন্য বা যজমানের জন্য যে ফল কামনা করুক না কেন, তাহা উদ্‌গান দ্বারা সম্পন্ন করিতে পারিবে। অর্থাৎ আগান দ্বারা যজমানের বা নিজের কাম্যফল সিদ্ধি করা যায়। এই প্রকারে মন্ত্র জপ কর্ম্ম ও প্রাণ-বিজ্ঞান দ্বারা যে প্রাণাত্মভাবলাভ উক্ত হইল, যদিও ইহাতে কোনই আশঙ্কার সম্ভাবনা নাই; পরন্তু কর্ম্মক্ষয় হইলে কেবল জ্ঞান দ্বারা প্রাণাত্মভাব লাভ করা যায় কি না, ইহাই আশঙ্কার বিষয়, সেই আশঙ্কার নিবৃত্ত্যর্থ শ্রুতি বলিতেছেন, জপ-কর্ম্মরহিত কেবল প্রাণবিজ্ঞানও লোকপ্রাপ্তির সাধন হয়। কিন্তু লোকস্পৃহাও থাকে না, ইহা হইতে পারে না, কারণ, প্রাণাত্মভাব প্রাপ্ত হইলে লোক

লাভের প্রার্থনা ভিন্ন অন্য কি প্রার্থনীয় হইতে পারে? যেমন গ্রামস্থ ব্যক্তি কথন্ গ্রাম পাইব, এইরূপ অরণ্যস্থ ব্যক্তির ন্যায় আকাঙ্ক্ষা করে না, সেইরূপ প্রাণাত্মতালাভ কাম্য হইয়াও, অসঙ্গত, যেহেতু, নিজের অনায়ত্ত দুর্লভ বস্তু বিষয়েই জীবের আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে, নিজ আত্মায় সে আশংসা সম্ভব নহে। সেই হেতু বলি, প্রাণাত্মভাবলাভ হইলে, তদ্বিষয়েও আকাঙ্ক্ষা হয় না। অতঃপর উক্ত ফল প্রাণাত্মবিদেরই সম্ভব, ইহা প্রকাশিত হইতেছে। যিনি পূর্ব্বোক্ত মহিমাসম্পন্ন প্রাণকে যথার্থরূপে অবগত আছেন, অর্থাৎ যিনি মনে করেন যে, আমিই সেই প্রাণ, রূপাদি ইন্দ্রিয়বিষয়ে আসক্তি বা অসুরভাবে আক্রান্ত নহি, সুতরাং বিশুদ্ধ; বাক্ প্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয় আমার আশ্রয় লাভ করিয়া স্বাভাবিক বিজ্ঞানের কুফল বিষয়াসক্তি-পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বীয় অগ্নি প্রভৃতির স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং আমার আশ্রিত অন্নাদি আহার্য্য বস্তুর উপভোগে উজ্জীবিত আছে, আঙ্গিরসত্ব হেতু আমি সকল ভূতের আত্মা, অথচ ঋক্ যজুঃ সাম ও উদ্গীথরূপী বাক্যের আমি আত্মা, যেহেতু, আমি সেই বাক্যের ব্যাপক ও নির্ব্বাহকর্ত্তা। আমি যখন সামগীতিতে পরিণত হই, তৎকালে আমার বাহ্যভূষণ সুস্বরতা ও আভ্যন্তরিক ভূষণ সুবর্ণ অর্থাৎ সুন্দররূপে বর্ণোচ্চারণ এবং কণ্ঠাদি স্থান, প্রতিষ্ঠা। এই প্রকার গুণসম্পন্ন আমি, ক্ষুদ্র পুত্তিকাদি শরীরে কি বৃহৎ হস্তিশরীরেও সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত। যেহেতু, আমার মূর্ত্তি (পরিচ্ছিন্ন শরীর) নাই, অথচ সকল স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছি। এই প্রকারে প্রাণে আত্মাভিমানের অভিব্যক্তি পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি উপাসনা করিবে, তাহারই এই ফল কথিত হইল ॥ ২৮ ॥

তৃতীয় ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ-ব্রাহ্মণম্

আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরত্ততোঽহন্নামাভবৎ তস্মাদপ্যেতর্হ্যামন্ত্রিতোঽহময়মিত্যেবাগ্র উক্ত্বাথান্যন্নাম প্রব্রূতে যদস্য ভবতি স যৎপূর্ব্বোঽস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বান্ পাপ্মন ঔষত্তস্মাৎ পুরুষ ঔষতি হ বৈ স তং যোঽস্মাৎ পূর্ব্বো বুভূষতি য এবং বেদ ॥ ১ ॥

ইতঃপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয় দ্বারা প্রজাপতিত্বলাভ হয়। আবার পূর্ব্ব-শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কেবল প্রাণবিজ্ঞান দ্বারা ঐ প্রজাপতির জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারবিষয়ে স্বতন্ত্রতা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য জন্মে, এক্ষণে বৈদিক জ্ঞান ও কর্ম্মের ফলাতিশয় জানাইবার জন্য এই ব্রাহ্মণের আরম্ভ হইতেছে। তাহা দ্বারা কর্ম্মকাণ্ডবিহিত জ্ঞান ও কর্ম্মের স্তুতি করা হইবে, যেহেতু, জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা তাদৃশ ফলই জন্মিয়া থাকে। অভিপ্রায় এই—প্রজাপতিপদ পর্য্যন্ত জ্ঞান কর্ম্মের সমস্ত ফলই সংসারের অন্তর্ভূত। যেহেতু, উক্ত সকল ফলেই নাশভয় ও অরতি (অসন্তোষ বা অভিলষিত বস্তুর অলাভজনিত মনের আকুলতা) প্রভৃতি দোষ বর্ত্তমান এবং উহা কার্য্যকরণ (শরীর ও ইন্দ্রিয়)-সমষ্টিস্বরূপ, বিশেষতঃ উহা স্থূল, অভিব্যক্ত ও অনিত্যবিষয়ক ; পরন্তু এক ব্রহ্মবিদ্যাই মুক্তির কারণ। এই পরবর্ত্তী গ্রন্থের উপযোগিতা-প্রদর্শনার্থও এই ব্রাহ্মণের আরম্ভ হইতেছে। সাধ্য-সাধনাদি দ্বৈতভাবাপন্ন এই সংসার হইতে যিনি বিরক্ত হয়েন নাই, তাঁহার তৃষ্ণাহীন ব্যক্তির জলপানপ্রবৃত্তির মত আত্মার একত্বজ্ঞানে অধিকার নাই। সেই জন্যই বলি, জ্ঞান কর্ম্মের উৎকৃষ্ট ফল প্রজাপতিপদেও অনিত্যতাদিদোষ দেখিয়া যদি সাধকের বৈরাগ্যোদয় হয়, তবেই মুক্তি করাবলম্বী, এই উদ্দেশেই ঐ উৎকর্ষবর্ণন করা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। পরে কথিত হইবে, এই ফল ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারিতা-প্রকাশক বৈরাগ্য সম্পাদনের জন্যই অভিহিত।

এই সকল অভিলষণীয় ফলের মধ্যে আত্মতত্ত্বই প্রাপ্য, "সেই আত্মতত্ত্ব পুত্র অপেক্ষায়ও প্রিয়তর ইত্যাদি।" সুবর্ণময় অণ্ড হইতে প্রথম নির্গত শরীরধারী প্রজাপতিই আত্মা, বৈদিক জ্ঞানকর্ম্মের ফলস্বরূপ, অন্য শরীরের উৎপত্তির পূর্ব্বে সেই প্রজাপতির শরীরে অপৃথগ্‌রূপে সমস্ত দেবতা প্রভৃতির শরীর সূক্ষ্মাবস্থায় ছিল। সেই প্রজাপতি, হস্ত-মস্তকাদিরূপ পুরুষাকারবিশিষ্ট হইয়া প্রথমে বিরাটরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তৎপরে সেই 'প্রজাপতি,' আমি কে? আমার স্বরূপই বা কি? এইরূপ অনুসন্ধান করিয়াও নিজের প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও অবয়বসমষ্টিস্বরূপ শরীর ভিন্ন অন্য কোন বস্তু দেখিতে পাইলেন না। কেবল নিজেকেই সর্ব্বময় দেখিয়াছিলেন। জন্মান্তরীণ শ্রৌত-বিজ্ঞানের সংস্কারে প্রথম উচ্চারণ করিলেন যে, আমিই সেই সর্ব্বময় প্রজাপতি। যেহেতু, জন্মান্তরীণ সংস্কারফলে নিজেকে অহং বলিয়া অভিধান করিয়াছিলেন, সেই হেতু প্রজাপতি অহং নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। সেই আধ্যাত্মিক পুরুষের 'অহং' এই গোপনীয় নাম শ্রুতিতে কথিত হইবে। যেহেতু, সমস্ত জগতের কারণস্বরূপ প্রজাপতির অহং নাম হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহার কার্য্যভূত সমস্ত প্রাণীরও অধুনা অহং নাম প্রচলিত আছে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক তুমি কে, এই প্রকার জিজ্ঞাসিত হইলে সে বলে, এই আমি, এই প্রকার অগ্রে কারণাত্মার উল্লেখ দ্বারা আত্মাকে প্রকাশ করে, পরে বিশেষ নাম-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে আমি দেবদত্ত বা—যজ্ঞদত্ত, এইরূপ মাতা পিতা কর্ত্তৃক কল্পিত বিশেষ নামের উল্লেখ করে। সেই প্রজাপতি ইতঃপূর্ব্ব জন্মে সাধকাবস্থায় সম্যক্‌রূপে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভাবনার অনুষ্ঠান দ্বারা যে প্রজাপতিপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা প্রজাপতিপদলাভেরচ্ছু সাধকগণের অগ্রগণ্য, এ কারণ, আত্মার প্রজাপতিত্ব-প্রতিপাদনেচ্ছু ব্যক্তি সমুদায়ের মধ্যে তিনিই অগ্রে প্রজাপতিপদপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধকস্বরূপ আসঙ্গ বা অজ্ঞানজনিত সমস্ত পাপের বিনাশ করিয়াছিলেন। যেহেতু, তিনিই পূর্ব্বে আসক্তিরূপ পাপকে দগ্ধ করিয়াছিলেন; এ জন্য তিনি পুরুষ নামে অভিহিত হন। যে প্রকার প্রজাপতিপদাভিলাষী সেই পুরুষ পূর্ব্ব-জন্মে প্রতিবন্ধকস্বরূপ পাপ সকলকে বিনাশ করিয়া পরজন্মে প্রজাপতি হইয়া-ছিলেন, সেই প্রকার অন্য সাধকও জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভাবনার অনুষ্ঠানরূপ অগ্নি দ্বারা কিম্বা কেবল জ্ঞানাগ্নি দ্বারাই তাহাকে ভস্মীভূত করে। এই উৎকৃষ্ট জ্ঞানী ও ভাবুক (আত্মজ্ঞ) অপেক্ষা ন্যূনসাধনযুক্ত হইয়াও যে প্রথমতঃ প্রজাপতি হইতে ইচ্ছা করে, সেই অল্পজ্ঞানসম্পন্ন প্রজাপতিত্বকামীকে তিনি (জ্ঞানী ও ভাবুক)

দগ্ধ করিবেন্। যদি জ্ঞান ও ভাবনার প্রকর্ষশালী ব্যক্তি প্রজাপতিত্ব-কামীকে দগ্ধ করে, তাহা হইলে, প্রজাপতিত্বপ্রাপ্তি-কামনা অনর্থের মূল বলিতে হইবে, অর্থাৎ যখন প্রজাপতিপদকামী, ঐ পূর্ব্বোক্ত উৎকৃষ্ট জ্ঞানবান্ কর্ত্তৃক ভস্মীকৃত হয়, তখন কে ঐ পদকামনা করিবে? এই আশঙ্কা অমূলক, যেহেতু, দাহ শব্দের যথাশ্রুত অর্থেই এইরূপ দোষ উদ্ভাবিত হইয়াছে; বাস্তবিক, এ কথাতে কোন দোষ সম্ভাবিত হয় না। যেহেতু, এখানে দাহ শব্দের অর্থ—জ্ঞান ও ভাবনার উৎকর্ষাভাববশতঃ প্রজাপতিপদ-প্রাপ্তির ব্যাঘাত। অভিপ্রায় এই যে, যিনি জ্ঞানভাবনার উৎকর্ষরূপ সাধনসম্পন্ন হইয়াছেন, তিনিই প্রথমতঃ প্রজাপতিপদ প্রাপ্ত হয়েন এবং যিনি তাহা অপেক্ষা ন্যূনসাধন, তাঁহার প্রজাপতিপদলাভ হয় না। একফলার্থী ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে সাধনোৎকর্ষের দ্বারা এক জন পূর্ণমনোরথ হইলে, ন্যূনসাধনসম্পন্ন অপর ব্যক্তি দুঃখিত হইয়া থাকে, ইহা স্বাভাবিক; এ স্থলে ইহাই দাহ শব্দের তাৎপর্য্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উৎকৃষ্টসাধনসম্পন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ন্যূনসাধনসম্পন্ন ব্যক্তি দগ্ধ হয় না, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। লৌকিক ঘটনায়ও দেখা যায়, যুদ্ধার্থী ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রথমতঃ যে যুদ্ধক্ষেত্রে উপগত হয়, সে অপর ধাবমান ব্যক্তিদিগকে দগ্ধ করে, অর্থাৎ তাহাদিগের সামর্থ্য হরণ করে। ইহার বাস্তব অর্থ পরাজয়জনিত মনস্তাপ সম্পাদন, সেই প্রকার এ স্থলেও দাহশব্দ ঔপচারিক জানিবে॥ ১॥

সোঽবিভেত্তস্মাদেকাকী বিভেতি স হায়মীক্ষাঞ্চক্রে যন্মদন্যন্নাস্তি কস্মান্নু বিভেমীতি তত এবাস্য ভয়ং বীয়ায় কস্মাদ্ধ্যভেষ্যৎ দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ম্ভবতি ॥ ২ ॥

আপত্তি হইতেছে এই যে, কর্ম্মকাণ্ডোক্ত জ্ঞান ও কর্ম্মের ফল প্রাজাপত্যপদ-প্রাপ্তি, শ্রুতিতে যাহার ভূয়সী প্রশংসা প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই প্রাজাপত্য পর্য্যন্ত সংসার-বিষয় অতিক্রম করিতে পারে নাই; অর্থাৎ প্রজাপতিও সংসারের অন্তর্গত; তবে তাহার উৎকর্ষ কি? ইহার উত্তরে শ্রুতি কহিতেছেন, হাঁ, তাহা সত্য; প্রজাপতিপদও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল নহে। সেই প্রথম শরীরী পুরুষাকারবিশিষ্ট প্রজাপতিও আমাদের ন্যায় ভীত হইয়াছিলেন। যেহেতু, প্রজাপতি সাধারণ পুরুষের ন্যায় শরীরেন্দ্রিয়ধারী ও অবিনাশী আত্মার ভ্রান্ত বিনাশ ভাবনা করিয়া ভীত, সেই জন্যই তাঁহার একাকী থাকাতে ভয় হইয়াছিল; তদনুসারে

এখনও একাকী থাকিলে লোক সকল ভীত হইয়া থাকে। আর এক কথা— যেমন লোকের রজ্জুকে রজ্জুরূপে জানিতে পারিলে সর্পভয় নিবৃত্ত হয়, ঐরূপ প্রজাপতির সেই ভীতিকারণ ভ্রান্ত আত্মজ্ঞানের অপনোদনের জন্য প্রজাপতির যথার্থ জ্ঞান জন্মিয়াছিল। তখন তিনি অনুশীলন করিলেন, আমার যথার্থ স্বরূপ কি? এই সমস্ত জগতে আত্মার প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য কোন বস্তু নাই; সুতরাং আত্মার বিনাশকর্ত্তা নাই। কাহার ভয় করিব? এই প্রকারে সেই আত্মার যথার্থ স্বরূপজ্ঞান জন্মিলে প্রজাপতির ভয় বিশেষরূপে বিনষ্ট হইল। প্রজাপতির যে মৃত্যুভয় হইয়াছিল, তাহা কেবল অবিদ্যা-দোষেই ঘটিয়াছিল। যখন পরমাত্মার স্বরূপদর্শন হইল, তখন আর অবিদ্যাজনিত ভয়সম্ভব কি, শ্রুতি ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন। পরতত্ত্ব নিরূপিত হইলে, অর্থাৎ আত্মাই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা, এই প্রকার জ্ঞান হইলে ভয় হইতে পারে না; কারণ, ভয় দ্বিতীয় বস্তু হইতেই হয়, অথচ সেই দ্বিতীয় বস্তু এক অবিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। আত্মতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অবিদ্যার নাশ হইলে, দ্বিতীয় বস্তু দৃশ্যমান হয় না, সুতরাং তখন অদৃশ্য বস্তু ভয়ের কারণও হয় না। মন্ত্রবর্ণেও দেখিতে পাওয়া যায়,"যাহার একাত্মজ্ঞান হইয়াছে, তাহার মোহই বা কি শোকই বা কি" অতএব আত্মৈক্যজ্ঞান দ্বারা একাত্মজ্ঞানে প্রজাপতির যে ভয় বিনষ্ট হইয়াছিল, ইহা যুক্তিযুক্ত। কারণ, ভয়ের কারণ দ্বিতীয় বস্তুজ্ঞান, এক ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা তিরো-হিত হইলে ভয়ের কারণ থাকিতে পারে না। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, প্রজাপতির এই আত্মৈকত্বজ্ঞান কোথা হইতে আসিল? কেই বা ইঁহাকে উপদেশ করিয়াছে? যদি বল, উপদেশ ব্যতিরেকে স্বতই আত্মৈকত্বজ্ঞান আবির্ভূত হইয়াছিল, তবে আমাদেরও তাহা হয় না কেন? জন্মান্তরীণ সংস্কার বশতই হইয়াছিল, ইহাও বলা যায় না; কেন না, তাহা হইলে আত্মৈকত্ববিজ্ঞানের সার্থকতা থাকে না। কারণ, দেখা যায় যে, জন্মান্তরে আচার্য্যোপদেশাদিজনিত প্রজাপতির আত্মৈকত্ব-জ্ঞান এই জন্মের সংস্কার দ্বারা অনুমিত হইলেও অবিদ্যারূপ বন্ধনকারণকে অপনীত করিতে পারে নাই অর্থাৎ যদি প্রাক্তনীয় আত্মৈকত্বজ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা-নিবৃত্তি হইত, তবে প্রজাপতির এই জন্মলাভ হইত না। যেহেতু, প্রজাপতি অবিদ্যামুক্ত নহে বলিয়াই ভীত হইয়াছিল, তাহার ন্যায় সকলেরই এ জন্মের নহে, আত্মৈকত্বজ্ঞান নিষ্ফল বলিতে পারি। পূর্ব্বজন্মীয় আত্মজ্ঞান নিষ্ফল, আবার প্রাক্তন আত্মজ্ঞান নিষ্ফল, এতজ্জন্মীয় ঐ জ্ঞান সফল, এইরূপ কল্পনার কোন ভিত্তি নাই, কাজেই আত্মজ্ঞান নিষ্ফল বলা যাউক। যদি

মরণকালীন আত্মৈক্যজ্ঞান অবিদ্যানিবৃত্তির হেতু বলা যায়, তাহাও নহে, যেহেতু, প্রজাপতির পূর্ব্বজন্মে মরণকালীন ঐ জ্ঞানেই ইহার ব্যভিচার আছে। সেই হেতু, ইহাই অবধারিত হইল যে, আত্মৈকত্বজ্ঞান নিষ্ফল। সিদ্ধান্তী উত্তরে বলিতেছেন, ইহাতে কোন দোষ নাই। প্রজাপতির ঐ একত্বজ্ঞান জন্মান্তরীণ সুকৃতি হইতেই উৎপন্ন, উহা কাহারও দ্বারা উপদিষ্ট নহে; যে প্রকার সাধারণ লোক জন্মান্তরীয় পুণ্যকর্ম্মপ্রভাবে বিশুদ্ধদেহ ও অবিকল ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট জন্ম লাভ করিয়া বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতিশক্তির উৎকর্ষ লাভ করে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই প্রকার প্রজাপতিরও ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের বিপরীত—অর্থাৎ অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্যের কারণীভূত সমস্ত পাপ বিনষ্ট হওয়ায় বিশুদ্ধ-দেহেন্দ্রিয়বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট জন্মলাভ হইয়াছে, তাহা হইতেই আচার্য্যোপদেশ ব্যতিরেকেও ইহজন্মে আত্মৈক্যজ্ঞান উৎপন্ন হওয়া যুক্তিযুক্ত। স্মৃতিতে কথিত আছে যে, অপ্রতিহত জ্ঞান, ধর্ম্ম, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এই চারিটি প্রজাপতির জন্মসহজাত। যদি বল, প্রজাপতির এই চারিটি স্বভাবসিদ্ধ হইলে তাহার ভয় হওয়া অসম্ভব। সূর্য্যের সহিত অন্ধকারের একদা অবস্থিতির মত প্রজাপতিরও জ্ঞানের সহিত ভয় থাকা বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহাও নহে। এ স্থলে সহসিদ্ধশব্দের অর্থ অন্যের অনুপদিষ্ট, ঐ জ্ঞানোদয়ের প্রাক্কালে প্রজাপতির ভয় হওয়া অসঙ্গত নহে। আপততঃ মনে হয় বটে —জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ হইলে শ্রদ্ধা, তৎপরতা, গুরুসেবা প্রভৃতি শাস্ত্রকথিত জ্ঞানোপায় সকলের কারণতা নির্দ্দেশের সার্থকতা থাকে না। কথিত আছে, শ্রদ্ধাবান্, একাগ্রচিত্ত এবং ইন্দ্রিয়ের সংযমনকারী ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করে, জ্ঞান গুরুর প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা ব্যতিরেকে হয় না, ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিবাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত শ্রদ্ধা প্রভৃতির জ্ঞানকারণতা রক্ষিত হয় না, অর্থাৎ শাস্ত্রকথিত কারণগুলি অকারণ হইয়া পড়ে। অতএব প্রজাপতির মত আমাদেরও জন্মান্তরীণ পুণ্যই আত্মজ্ঞানের হেতু বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা নহে, যেহেতু, আত্মজ্ঞানের কারণরূপে শাস্ত্রে যে সকল উপায় অভিহিত হইয়াছে, কোন স্থলে তাহার সমুদায়ই, কোন স্থলে বৈকল্পিক, অর্থাৎ যে কোন একটি অথবা কতিপয় কারণই আত্মজ্ঞান সাধন করে, তন্মধ্যে কেহ মুখ্য ও কেহ গৌণভাবে কারণ হয়। তাৎপর্য্য এই—যাহার জন্মান্তরীয় প্রচুর পরিমাণে পুণ্য সঞ্চিত আছে, তাহার ঐ পুণ্যপ্রভাবে গুরূপদেশাদি কারণ ব্যতিরেকেও আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার হয়। যাহার তদপেক্ষা অল্প পুণ্য সঞ্চিত আছে, তাহার জন্মান্তরীয়

পুণ্যসহকৃত ঐহিক গুরুসেবাদি কতিপয় কারণ এবং যাহার তদপেক্ষাও অল্প পুণ্য, তাহার পক্ষে সমুদায় কারণ অপেক্ষিত হয়। লৌকিক অবস্থায়ও দেখা যায়, নানাকারণ দ্বারা নিষ্পাদনীয় কার্য্যে নিমিত্ত সমুদায় অনেকরূপে বিকল্পিত হয় অর্থাৎ কারণসমষ্টির মধ্যে যে কোন একটি কারণ মুখ্য ও অপরটি গৌণভাবে কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে ; নিমিত্ত সমুদায়ও তাহাই। সকলের পক্ষেই গৌণ-মুখ্যভাবোক্ত প্রভেদ স্থিরীকৃত হয়। যেমন রূপ দর্শন করা একটি কারণসাধ্য কার্য্য, উহা নক্তঞ্চর (যাহারা রাত্রিতে বিচরণ করে, পেচক প্রভৃতি) প্রাণীর পক্ষে অন্ধকারে আলোক ব্যতিরেকে কেবল চক্ষুর সহিত রূপের সম্বন্ধ হইলেই হইয়া থাকে, এবং যোগী সকল কেবল মনের দ্বারাই রূপ দর্শন করেন, কিন্তু আমাদের পক্ষে আলোক সংযোগ, চক্ষুর সহিত রূপের সম্বন্ধ ও তৎসহকৃত মনদ্বারা রূপ প্রত্যক্ষ হয়। আবার সেই আলোক, সূর্য্য, চন্দ্র ও প্রদীপাদিভেদে অনেক প্রকার। ইহার যে কোন একটি আলোকের সহিত চক্ষুঃ প্রভৃতি কারণ মিলিত হইয়া রূপের প্রত্যক্ষসাধন করে। উক্ত বিভিন্ন আলোকের সহকারিতায় কারণ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে এবং আলোকবিশেষের উৎকর্ষাপকর্ষ প্রযুক্তও কারণ সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন হয়। এই প্রকার আত্মৈকত্বজ্ঞানেও কোন স্থলে জন্মান্তরকৃত পুণ্য কারণ হয়, ইহার উদাহরণ পূর্ব্বোক্ত প্রজাপতি। কোন স্থলে তপস্যা দ্বারা ব্রহ্ম-জ্ঞানেচ্ছা জন্মে, স্থলবিশেষে আচার্য্যোপদেশ দ্বারা আত্মজ্ঞান সম্পন্ন হয়। যেহেতু, শ্রুতি ও স্মৃতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে,'শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে', সেই ব্রহ্মজ্ঞান গুরুর প্রণতি দ্বারা প্রশ্ন ও সেবা করিলে পাওয়া যায় জানিবে। "আচার্য্য হইতেই ব্রহ্ম জানিবে।" "আত্মাকে সাক্ষাৎ করিবে এবং বেদান্তবাক্যের দ্বারা আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিবে।" তবেই স্থির হইল, শ্রদ্ধা প্রভৃতিই আত্মৈকত্বজ্ঞানলাভের হেতু। যেহেতু, শ্রদ্ধা ও তপস্যাদি দ্বারা অধর্ম্মাদি প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তি হয়, তাহার অভাব হইলে প্রতিবন্ধকের অভাবে আত্মৈকত্বজ্ঞান নির্ব্বিরোধেই হইতে পারে। গুরুমুখ হইতে বেদান্তপ্রতিপাদ্য আত্মতত্ত্ব শ্রবণ, মনন (তাহা যুক্তি দ্বারা অনুশীলন) ও নিদিধ্যাসন অর্থাৎ নিরন্তর ধ্যান এই সমস্তই সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে জ্ঞেয় পরমব্রহ্মবিষয়ক। অতএব আচার্য্যোপদেশ যে জ্ঞানের হেতু, ইহা আর বক্তব্য কি? পাপাদি প্রতিবন্ধক সমুদায়ের অভাব হইলে আত্মা ও মন স্বভাবতই যথার্থ (ব্রহ্ম) বস্তুজ্ঞানের কারণ হয়; অতএব শ্রদ্ধা, তপস্যা, গুরুপ্রণিপাত, গুরুসেবা প্রভৃতি জ্ঞানের অহেতু, ইহা বলা যায় না॥ ২॥

স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ।

স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ত্ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং তস্মাদিদমর্দ্ধবৃগলমিব স্ব ইতি হ স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তস্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্য্যত এব তাং সমভবত্ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত ॥ ৩ ॥

প্রজাপতি যে সংসারী জীবের অন্তর্গত, সে বিষয়ে আরও যুক্তি এই যে, সেই প্রজাপতি একাকী অবস্থায় রতি অনুভব করেন নাই, অর্থাৎ আমাদের ন্যায় অরতিযুক্ত হইয়াছিলেন, প্রজাপতি একাকী অবস্থায় অরতিযুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া এখনও অন্য ব্যক্তিও একাকী অবস্থায় রতিলাভ করে না; এক একাকিত্বই তাহার কারণ। অভিলষিত বস্তুর সম্পর্কজনিত ক্রীড়াকে রতি বলে। আর সেই ক্রীড়ানুরক্ত ব্যক্তির সেই অভিলষিত বস্তুর বিচ্ছেদে মনের যে ব্যাকুলীভাব, তাহাকে অরতি কহে। সেই প্রজাপতি সেই অরতির দূরীকরণের জন্য ঐ অরতিনাশক্ষম স্ত্রী-নামক দ্বিতীয় সেই বস্তুকে কামনা করিয়াছিলেন। সেই প্রজাপতির স্ত্রীবিষয়ে অভিলাষ বশতঃ, অন্তঃকরণ, কামিনী-কামুক পুরুষের অন্তঃকরণের ন্যায় একান্ত স্ত্রীবশীভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, প্রজাপতি সত্যকাম হেতু স্ত্রীসংসক্ত জীবের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ যেমন সংসারে অরতির বিনাশের জন্য স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে সম্মিলিত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তিনি সেই সময়ে সেই দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই অবস্থায় পড়িয়া তিনি নিজেকে দুই প্রকারে —স্ত্রী ও পুরুষরূপে বিভক্ত করিয়াছিলেন। শ্রুতিস্থ "ইমমেব" এই 'এব' শব্দ দ্বারা যে অবধারণ করা হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পরস্পর মিলিত স্ত্রী পুরুষ শরীরকে বিরাট পুরুষের বিশেষণভাবে প্রতিপাদন অর্থাৎ যেমন দুগ্ধের সর্ব্বথা অবস্থাপরিবর্ত্তন দ্বারা দধির উৎপত্তি হয়, সেইরূপ মূল কারণ বিরাটের মিলিত অর্দ্ধ-নারী-পুরুষ মূর্ত্তি গ্রহণে স্বরূপপরিবর্ত্তন ঘটে নাই। স্বরূপে অবস্থিতভাবেই বিরাটের সত্যকামতা হেতু নিজ হইতে অতিরিক্ত পরস্পর সংসক্ত একটি স্ত্রীপুরুষ-শরীর উৎপন্ন হইয়াছিল। 'সহৈতাবান্‌,' ইত্যাদি শ্রুতিতে 'স' 'এতাবান্‌' পদদ্বয়ের সামানাধিকরণ্য (অভেদান্বয়) নির্দ্দিষ্ট থাকায় ঐ তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়। সেই বিরাট্‌ প্রজাপতিই দুই প্রকারে পাতন, অর্থাৎ বিভাগকরণ হেতু পতি এবং

পত্নী, এই উভয়রূপী হইয়াছিলেন। এ স্থলে পতি-পত্নী-শব্দ লৌকিক পতি-পত্নী অর্থের বোধক, কিন্তু দ্বিধাপতিত প্রজাপতি-শরীরের বাচক জানিবে। যেহেতু, পত্নী নিজ শরীরের পৃথগ্‌ভূত অর্দ্ধাংশ, সেই হেতু পতিও অর্দ্ধশরীর। যেমন মুদ্গ, মাষ প্রভৃতি শস্তকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলে দ্বিধাকরণ হইলে প্রত্যেক অংশ বিদলরূপে ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ পুরুষও বিবাহ করিবার পূর্ব্বসময়ে অর্দ্ধশরীরে অবস্থিত থাকে, এই জন্য বৃগল-(বিদল) নামে অভিহিত হয়। দেবরাত-নামা যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রকার বলিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য অর্থে যিনি যজ্ঞের বল্ক—বক্তা, তাঁহার পুত্র, অথবা যজ্ঞবল্ক ব্রহ্মা, তাঁহার পুত্র। যেহেতু, পুরুষরূপ অর্দ্ধ, বিবাহের পূর্ব্বসময়ে স্ত্রীরূপ অর্দ্ধশূন্য এই জন্য আকাশ অর্থাৎ শূন্য শব্দে অভিহিত হয়। বিবাহের পর স্ত্রীরূপ অর্দ্ধ অঙ্গের সহিত সম্মিলিত হওয়ায় বিদলার্দ্ধ পূর্ণতা লাভ করে। সেই প্রজাপতি মনুনামা পুরুষ হইয়া নিজের শতরূপা-নাম্নী কন্যাকে পত্নীরূপে কল্পনা করিয়া তাহাতে মৈথুনাসক্ত হইয়াছিলেন, সেই মনু হইতে উৎপন্ন হইয়া জীব মনুষ্য সংজ্ঞা লাভ করে ॥ ৩ ॥

সা হেয়মীক্ষাঞ্চক্রে কথং নু মাত্মান এব জনয়িত্বা সম্ভবতি হন্ত তিরোঽসানীতি সা গৌরভবদৃষভ ইতরস্তাং সমেবাভবত্ততো গাবোঽজায়ন্ত বড়বেতরাঽভবদশ্ববৃষ ইতরো গর্দ্দভীতরা গর্দ্দভ ইতরস্তাং সমেবাভবত্তত একশফমজায়তাঽজেতরাভবদ্বস্ত ইতরোঽবিরিতরা মেষ ইতরস্তাং সমেবাভবত্ততোঽজাবয়োঽজায়ন্তৈবমেব যদিদং কিঞ্চ মিথুনমাপিপীলিকাভ্যস্তৎ সর্ব্বমসৃজত ॥ ৪ ॥

সেই শতরূপানাম্নী কন্যা কন্যাগমনে শাস্ত্রোক্ত দোষ স্মরণ করিয়া মনে মনে আলোচনা করিলেন, কেন পিতা এই অকার্য্য করিলেন, তিনি আমাকে নিজ হইতে উৎপন্ন করিয়া আবার আমাতেই রত্যাসক্ত হইলেন, এই স্রষ্টা নির্লজ্জ, ধিক্ ইঁহাকে! এইক্ষণে আমি জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া নিজেকে তিরোহিত করিব। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি গোরূপা হইয়াছিলেন; কিন্তু কর্ম্ম জীবের সঙ্গী, এ কারণ গোজন্মেও প্রাক্তন কর্ম্মবশে শতরূপা ও মনুর পুনঃ পুনঃ ঐরূপ বুদ্ধি হইয়াছিল। শতরূপা গোমূর্ত্তি ধারণ করিলে মনু বৃষরূপী হইয়া তাহাতে মৈথুনাসক্ত হইয়াছিলেন, তাহা হইতে গো সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। তৎপরে শতরূপা

ঘৃণায় ও লজ্জায় অশ্বাকৃতি ধারণ করিলে মনুও অশ্ববৃষ (পুরুষ অশ্ব) হইলেন, এবং শতরূপা গর্দ্দভী হইলে মনু গর্দ্দভরূপে তাহাতে রমণশীল হইয়াছিলেন, সেই সংযোগে একখুরবিশিষ্ট জাতি অর্থাৎ অশ্ব, গর্দ্দভ, অশ্বতর নামে ত্রিবিধ পশু উৎপন্ন হইয়াছিল। পরে শতরূপা পূর্ব্বোক্ত কারণে অজা হইলে মনু ছাগরূপে এবং শতরূপা অবি (মেষস্ত্রী) হইলে মনু মেষরূপে তাহাতে উপগত হইয়াছিলেন, তাহাতে ছাগ ও মেষজাতীয় পশুর উৎপত্তি হইল। এই প্রকারে এই জগতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত যাহা কিছু স্ত্রীপুরুষলক্ষণযুক্ত প্রাণিজাতি দেখা যায়, তৎসমস্তই উক্ত প্রকারে প্রজাপতি হইতে সৃষ্ট ॥ ৪ ॥

সোঽবেদহং বাব সৃষ্টিরস্ম্যহꣳ হীদꣳ সর্ব্বমসৃক্ষীতি ততঃ সৃষ্টিরভবৎ সৃষ্ট্যাꣳ হাস্যৈতস্যাম্ভবতি য এবং বেদ ॥ ৫ ॥

সেই প্রজাপতি এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, আমিই এই সৃষ্ট জগৎস্বরূপ। যেহেতু, এই জগৎ আমা কর্ত্তৃক সৃষ্ট ; সুতরাং আমা হইতে অভিন্ন ; অভিন্ন বলিয়া আমিই এই জগৎস্বরূপ, জগৎ আমা হইতে স্বতন্ত্র নহে। প্রজাপতি এইরূপ আলোচনার পর নিজকে 'সৃষ্টি' শব্দ দ্বারা অভিধান করায় এই জগতে তাঁহার সৃষ্টি এই নামটি প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যে ব্যক্তি প্রজাপতির প্রদর্শিত প্রকারে নিজ হইতে অভিন্নরূপে এই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক * সমগ্র জগৎকে "আমিই সমগ্র জগৎস্বরূপ" 'জগৎ আমা হইতে পৃথক্ নহে', এই প্রকারে ভাবনা করে, সে এই প্রজাপতির সৃষ্ট জগতে প্রজাপতির ন্যায়, নিজের অভিন্নরূপে এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হয় ॥ ৫ ॥

অথেত্যভ্যমন্থৎ স মুখাচ্চ যোনের্হস্তাভ্যাঞ্চাগ্নিমসৃজত তস্মাদেতদুভয়মলোমকমন্তরতোঽলোমকা হি যোনিরন্তরতঃ।

তদ্যদিদমাহুরমুং যজামুং যজেত্যেকৈকন্দেবমেতস্যৈব সা বিসৃষ্টিরেষ উ হ্যেব সর্ব্বে দেবাঃ।

অথ যৎকিঞ্চেদমার্দ্রং তদ্রেতসোঽসৃজত তদু সোম এতাবদ্বা

---

* শরীরস্থ ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদি অধ্যাত্ম শব্দে কথিত, অধিভূত শব্দে প্রাণিসমূহও অধিদেব শব্দে ইন্দ্রাদি দেবলোক উক্ত হয়।

ইদংহ সর্ব্বমন্নঞ্চৈবান্নাদশ্চ সোম এবান্নমগ্নিরন্নাদঃ সৈষা ব্রহ্মণো-হতিসৃষ্টিঃ ।

যচ্ছ্রেয়সো দেবানসৃজতাথ যন্মর্ত্ত্যঃ সন্নমৃতানসৃজত তস্মাদতিসৃষ্টিরতিসৃষ্ট্যাংহ হাস্যৈতস্যাং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৬ ॥

এই প্রকারে সেই প্রজাপতি স্ত্রী ও পুরুষময় এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া অতঃপর ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের নিয়ন্তা অগ্নি প্রভৃতি দেবতাবিশেষের সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায় করিলেন। উক্ত প্রকারে প্রথমতঃ মুখে হস্তদ্বয় প্রক্ষেপ করিয়া সম্মুখীনভাবে মন্থন করিয়াছিলেন, প্রজাপতি কিরূপে মুখে হস্তপ্রদান করিয়াছিলেন, শ্রুতি তাহা 'অথ' ও 'ইতি' এই দুইটি শব্দ দ্বারা অভিনয় করিয়া দেখাইলেন। প্রজাপতি উভয় হস্তে মুখমন্থন করিবার পর মুখ ও হস্তদ্বয়রূপ উৎপত্তিস্থান হইতে ব্রাহ্মণজাতির প্রাধান্যের জন্য অগ্নির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যেহেতু, দাহশীল অগ্নির উৎপত্তিস্থান হস্ত ও মুখ, সেই জন্য মুখ ও হস্তদ্বয় অদ্যাবধি কেবল অভ্যন্তরে লোমশূন্য। এ কারণ উৎপত্তিস্থানমাত্রই যোনিশব্দবাচ্য। মুখ ও হস্ত অগ্নির উৎপত্তিস্থান বলিয়া স্ত্রীযোনিবৎ অভ্যন্তরে নির্লোম হইয়াছে। ব্রাহ্মণজাতিও প্রজাপতির মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, এজন্য অগ্নি ও ব্রাহ্মণ উভয়েই এককারণ হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া জ্যেষ্ঠকর্ত্তৃক অনুগৃহীত কনিষ্ঠের মত অগ্নি কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ অনুগৃহীত হয়। আর এই কারণেই শ্রুতি ও স্মৃতিতে ব্রাহ্মণজাতি অগ্নিদেবতার উপাসক ও মুখবীর্য্যসম্পন্ন (মুখ দ্বারা শাপ ও বরপ্রদানস্বরূপ নিগ্রহানুগ্রহক্ষম) বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। অতঃপর উক্ত প্রকারে বলের আধার বাহুদ্বয় হইতে বলিভিৎ (ইন্দ্র) প্রভৃতি ক্ষত্রিয়জাতির নিয়ন্তা দেববর্গ ও ক্ষত্রিয়জাতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই হেতু ক্ষত্রিয়জাতি যাগাদি দ্বারা ইন্দ্র দেবতার উপাসক ও বাহুবীর্য্যসম্পন্ন, ইহাও শ্রুতি-স্মৃতিতে বিশেষরূপে প্রতিপাদিত আছে। সেই প্রকার চেষ্টাশক্তিসম্পন্ন নিজ উরুদ্বয় হইতে বৈশ্যজাতির নিয়ন্তা বসু প্রভৃতি দেবতা এবং বৈশ্যজাতির সৃষ্টি করিলেন, সেই হেতু অদ্যাপি বৈশ্যজাতি বসু প্রভৃতি দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে ও কৃষ্যাদিপরায়ণ হয়। তৎপরে পাদদ্বয় হইতে পূষান্নামক দেবতা এবং পরিচর্য্যাকার্য্যে সমর্থ শূদ্রজাতির সৃষ্টি হইল। সে জন্য শূদ্রগণ পৃথিবী-দেবতার উপাসক ও ত্রিবর্ণের সেবকরূপে শ্রুতি ও

স্মৃতিতে ঘোষিত আছে। যদিও এই শ্রুতিতে ক্ষত্রিয়াদি নিয়ন্তা ইন্দ্রাদির ও ক্ষত্রিয়াদির সৃষ্টি কথিত হয় নাই, পরে কথিত হইবে; তথাপি একপ্রসঙ্গে সকল সৃষ্টির উল্লেখের জন্য উপসংহারে অনুক্ত বিষয়ও উক্ত বোধে কথিত হইল। এই শ্রুতির ব্যবস্থানুসারে ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে, এক প্রজাপতিই সর্ব্বদেবময়, কারণ, জাগতিক সকল সৃষ্টবস্তুই স্রষ্টা হইতে অভিন্ন। ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই প্রজাপতি-সৃষ্ট, ইহা প্রতিপাদিত আছে। যদিও এই প্রকরণ আলোচনায় অবগত হওয়া যায় যে, 'যিনি উক্তরূপে প্রজাপতিকে জগদভিন্ন জ্ঞান করেন, তিনি স্রষ্টা হন,' এই প্রশংসা দ্বারা অপরের নিন্দা প্রতিপাদিত হইতেছে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। ইহার উদ্দেশ্য অন্যবিধ, কেবল যজ্ঞপরায়ণ কর্ম্মবাদিগণ সেই সেই কর্ম্মপ্রকরণে যে 'অগ্নিকে যাগ কর' 'ইন্দ্রকে পূজা কর' ইত্যাদিরূপে অন্য দেবতার স্তুতির জন্য উপাসনা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা উক্ত দেবগণের নাম, শস্ত্র, স্তোত্র ও ক্রিয়ার প্রভেদ নির্দ্দেশ থাকায় এক একটি বিভিন্ন দেবতার প্রতিপাদন হেতু ভ্রান্তিমূলক। বাস্তবিক সেই সকল দেবতাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ জ্ঞান করিতে নাই, পরন্তু ঐ সকল বিভিন্ন দেবতা প্রজাপতিরই সৃষ্ট, এই জন্য ঐ সমস্ত দেবতাই প্রজাপতি স্বরূপ, ভিন্ন নহে। এই প্রজাপতিই উঁহাদিগের প্রাণস্বরূপ; সুতরাং তিনি সর্ব্বদেবময়, ইহাই ভাবনা করিবে। বাদিগণ এই বিষয়ে নানাপ্রকার বাদানুবাদ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন, হিরণ্যগর্ভই পরমব্রহ্ম। অপরে কহেন, হিরণ্যগর্ভ সংসারী, অর্থাৎ অবিদ্যাযুক্ত জীবমাত্র। তন্মধ্যে প্রথম বাদী হিরণ্যগর্ভের পরব্রহ্মত্ব শ্রুতি ও স্মৃতি-প্রমাণ দ্বারা প্রতিপাদিত করেন, তিনি বলেন, 'পর এব' ইত্যাদি মন্ত্রে ইন্দ্রং মিত্রং' ইত্যাদি নিম্নোক্ত শ্রুতিতে তাঁহাকে সর্ব্বময় ব্রহ্ম বলা হইয়াছে।' যথা—"এই প্রজাপতিকে ইন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ ও অগ্নিরূপে শাস্ত্রকার সকল বর্ণনা করেন। 'এই পরমাত্মাই ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রজাপতি ও সমস্ত দেবতা।' স্মৃতিতে কথিত আছে, ইঁহাকে কেহ অগ্নি বলিয়া থাকেন, কেহ মনু ও প্রজাপতি নামে নির্দ্দেশ করেন। "যে আত্মা বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর, জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারাও যিনি অগ্রাহ্য (অজ্ঞেয়), সূক্ষ্মরূপী, যাঁহার বীজাঙ্কুরাদির ন্যায় ব্যক্ত অবস্থা নাই, যিনি নিত্য, সর্ব্বপ্রাণীর আত্মাস্বরূপ চিন্তার অবিষয়, সেই পরমাত্মা স্বয়ং বিরাটরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন," এই স্মৃতিদ্বয়েও হিরণ্যগর্ভের পরমাত্মার সহিত অপ্রভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং হিরণ্যগর্ভ পরমাত্মাস্বরূপই বলিতে হইবে। দ্বিতীয় বাদীর যুক্তি এই শ্রুতিতে কথিত আছে, 'তিনি সমস্ত পাপ দগ্ধ করিয়াছিলেন।' হিরণ্যগর্ভ সংসারী না হইলে, অর্থাৎ নির্লিপ্ত হইলে তাঁহার পাপদাহের প্রসঙ্গ

কোথায় ? পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রুতিতে তাঁহার ভয় ও অরতির কথা শ্রুত হয়। সংসারী না হইলে তাহাই বা কিরূপে সম্ভব ? মন্ত্রেও শুনা যায়,"তিনি মর্ত্ত্য হইয়া অমৃতকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।" "যিনি হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি নিরন্তর দেখিতেছেন।" এই সকল মন্ত্র ও শ্রুতিবাক্য দ্বারা তাঁহার সংসারিত্বই প্রতিপাদিত হয়, বিশেষতঃ কর্ম্মবিপাক প্রকরণে স্মৃত হয় যে, "ব্রহ্মা, মন্বাদি প্রজাপতি, যম, মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতি এই কয়েকটি জীবের সাত্ত্বিক উত্তম গতি পণ্ডিত সকল বলিয়াছেন।" অতএব হিরণ্যগর্ভ সংসারী, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। উত্তর—এই উভয় মত শ্রবণ করিয়া মনে হয়, উল্লিখিত শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্যের পরস্পর অর্থের বিরোধ হেতু উহারা অপ্রমাণ। পরন্তু তাহা নহে, কল্পনাবিশেষের দ্বারা উভয় বাদীর উক্তিই সঙ্গতিপূর্ণ করা যায়। অর্থাৎ এক হিরণ্যগর্ভই উপাধিবিশেষের সম্বন্ধ ও তদভাব বশতঃ দ্বিবিধ অবস্থাযুক্ত হন, এ কথা স্বীকার করিলে আর বিরোধ থাকিতে পারে না। শ্রুতিতেও উপাধিবিশেষের সম্পর্ক বশতঃ এক নিষ্ক্রিয় আত্মার নানা অবস্থা অভিহিত হইয়াছে। যথা—"যিনি উপবিষ্ট থাকিয়াও দূরে গমন করেন, অর্থাৎ মনের শীঘ্রগামিতাপ্রযুক্ত সেই উপাধি দ্বারা আত্মার দূর-গমন কল্পিত হয়। 'তিনি সর্ব্বব্যাপী এবং নিদ্রিত থাকিয়াও সর্ব্বস্থানে গমন করিয়া থাকেন,' অর্থাৎ নিদ্রাবস্থাতেও মনের গতিভ্রম প্রযুক্ত আত্মাও গমন করেন বলিয়া প্রতীত হয় এবং কল্পিত মানসিক হর্ষশোকাদি বিকারে বিকৃত মনে হয়, তাঁহার স্বাভাবিক হর্ষ-শোকাদি নাই। 'সেই পরমাত্মাকে আমি ব্যতিরেকে কে জানিতে সমর্থ হইবে?' তাহা হইলেই বুঝা গেল যে, উপাধিসম্বন্ধবশতঃ তাঁহার সংসারিত্ব ব্যবহার হয়, বাস্তবিক অসংসারিত্বই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ। এই প্রকার হিরণ্যগর্ভের একত্ব ও নানাত্ব বিষয়ে শ্রুতিতে যে উল্লেখ আছে, তাহাও উপাধি ও তাহার অভাব অবলম্বন করিয়াই সঙ্গত হইবে। সেই প্রকার অন্তঃকরণরূপ উপাধির নানাত্ব অবলম্বন করিয়া জীবের নানাত্ব ব্যবহার। বস্তুতঃ জীব পরমাত্মা হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। যেহেতু, শ্রুতিতে জীবকে লক্ষ্য করিয়া "তত্ত্বমসি" তুমি সেই সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার স্বরূপ, এইরূপে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ নির্দ্দেশ আছে ; সুতরাং জীবের নানাত্ব ব্যবহার কাল্পনিক ভিন্ন অন্য কি বলা যাইতে পারে ? তবে হিরণ্যগর্ভকে পরমাত্মা বলিয়া যে শ্রুতিতে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে, বিশুদ্ধসত্ত্বগুণপ্রধান মায়ারূপী ঈশ্বরোপাধির, অবিদ্যা-(মলিনসত্ত্বপ্রধানা) রূপী জীবোপাধি অপেক্ষা উৎকর্ষ ও বিশুদ্ধি হেতু হিরণ্যগর্ভ অস্মদাদি জীব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, অথচ সৃষ্ট্যাদি শক্তিসম্পন্ন ;

সুতরাং পরমাত্মাকল্প। এই জন্য শ্রুতি ও স্মৃতি তাঁহাকে প্রায় পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আবার কোন কোন স্থানে শ্রুতি তাঁহাকে ঐ অবিদ্যা উপাধি অবলম্বন হেতু সংসারী বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু জীবের অবিদ্যারূপ উপাধিতে প্রচুরপরিমাণে অশুদ্ধি (তমোগুণ) থাকায় তাহারা প্রায়ই সংসারী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রুতি-স্মৃতিবাদের তাৎপর্য্য এই যে, যিনিই যাবতীয় উপাধি হইতে মুক্ত হইয়া অসাধারণ্য লাভ করিয়াছেন, তিনিই পরমাত্মরূপে নির্দ্দিষ্ট হন, ইহাতে ব্যক্তিবিশেষের নিয়ম নাই। তার্কিকগণ বেদের প্রামাণ্য ত্যাগ করত জগৎকর্ত্তার অস্তিত্ব-নাস্তিত্বাদি বিষয়ে নানা-প্রকার কুতর্ক উদ্ভাবন করিয়া শাস্ত্রের বাস্তবিক অর্থকে সন্দেহসঙ্কুল করিয়া তুলেন; সুতরাং প্রকৃত শাস্ত্রার্থ নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু যাহারা গর্ব্বশূন্য হইয়া কেবল শাস্ত্রের উক্তির অনুসরণ করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে দেবতাদিবিষয়ে শাস্ত্রার্থ প্রত্যক্ষদৃষ্টের ন্যায় নিশ্চিতরূপে পরি-জ্ঞাত হয়। পূর্ব্বদর্শিত যুক্তি ও শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারা প্রজাপতির ঔপাধিক সংসারিত্ব ও উপাধিসম্পর্কাভাবে বিশুদ্ধত্ব অবধারিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই একই প্রজা-পতির অন্নাদিউপাধিভেদে স্বরূপভেদ-প্রদর্শন শ্রুতির অভিপ্রেত। পূর্ব্বে অন্নাদি অগ্নিস্বরূপ বলা হইয়াছে, এইক্ষণে সোমস্বরূপে বর্ণিত হইতেছে। এই জগতে যে কোন দ্রবময় পদার্থ দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই পরমাত্মা (প্রজাপতি) নিজ বীর্য্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্রুতিতে জলই পরমাত্মার বীর্য্য বলিয়া উক্ত আছে। সোমও সেই জলময়। সেই হেতু প্রজাপতির বীর্য্য হইতে উৎপন্ন যে কোনও দ্রবময় পদার্থ সোমস্বরূপ। সংক্ষেপে বিশ্বকে এইমাত্র অবধারণ করা যায় যে, দৃশ্যমান সকল পদার্থই অন্ন ও অন্নাদের অন্তর্ভূত, ইহা অপেক্ষা অতিরিক্ত পদার্থ আর নাই। সোমদেবতা দ্রবাত্মক ও জীবের তৃপ্তিকারক, এ জন্য তিনি সেই অন্নস্বরূপ এবং রুক্ষত্ব ও উষ্ণত্ব হেতু অগ্নিই অন্নাদ অর্থাৎ অন্নভোক্তা। এ স্থলে এইরূপ অবধারণ করার উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবীতে যাহা কিছু খাদ্য আছে, তৎসমস্তই সোমস্বরূপ এবং যে ভক্ষণ করে, সেই অগ্নি। শ্রুতিকথিত একটি 'এব' শব্দ দ্বারা এই দুই প্রকার অবধারণ অর্থাধীন জ্ঞাত হইল। যদিচ অগ্নি সংহারকর্ত্তা, সংহরণীয় পদার্থ সোম, আর ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য, তথাপি লোকপ্রসিদ্ধ অগ্নি জলাদি দ্বারা আহুত হইলে পারিভাষিক সোম বলিয়া গণ্য হয়। এই প্রকার যখন যাগে সোমদেবও যজ্ঞীয় হবিঃ ভক্ষণ করেন, সেই স্থলে সোমও অগ্নিরূপেই অভিহিত হইয়া থাকেন। সুতরাং উক্তপ্রকারে বর্ণিত অগ্নি ও সোমময় জগৎকে

আত্মারূপে জ্ঞানকারী ব্যক্তি কোন দোষে লিপ্ত হয় না এবং প্রজাপতিপদ প্রাপ্ত হয়, ইহাই প্রজাপতির অতিসৃষ্টি, অর্থাৎ নিজ হইতে উৎকৃষ্ট সৃষ্টি। সেই সৃষ্টি কি? এক্ষণে তাহাই বলিতেছেন,—যেহেতু, প্রশস্ততর অবস্থায় উপনীত হইয়া প্রজাপতি নিজস্বরূপ হইতে এই দেবতাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই হেতু এই দেবসৃষ্টিকেই অতিসৃষ্টি বলা যায়। কেন নিজ হইতে দেবসৃষ্টি উৎকৃষ্ট, সম্প্রতি তাহাই শ্রুতি দ্বারা বর্ণিত হইতেছে। যেহেতু, প্রজাপতি স্বয়ং মরণধর্ম্মী হইয়াও কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা স্বকীয় সমস্ত পাপ দগ্ধ করত অমর দেবতাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই হেতু ইহাকে অতিসৃষ্টি অর্থাৎ উৎকৃষ্ট জ্ঞানের ফলস্বরূপ বলা যায়। এই দেবসৃষ্টিকে প্রজাপতির আত্মা বলিয়া যে জানিতে পারে, সে এই অতিসৃষ্টি কার্য্যে প্রজাপতির তুল্য হয়, অর্থাৎ প্রজাপতির ন্যায় এক জন স্রষ্টা হয়॥ ৬॥

তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ।

তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তাসৌ নামায়মিদংরূপ ইতি তদিদমপ্যেতর্হি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তেঽসৌ নামায়মিদং রূপ ইতি স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ।

আনখাগ্রেভ্যো যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানেঽবহিতঃ স্যাদ্বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভরকুলায়ে তন্ন পশ্যন্তি।

অকৃৎস্নো হি স প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি।

বদন্ বাক্ পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃণ্বন্ শ্রোত্রং মন্বানো মনস্তান্যস্যৈ-তানি কর্ম্মনামান্যেব।

স যোঽত একৈকমুপাস্তে ন স বেদাকৃৎস্নো হ্যেষো-ঽত একৈকেন ভবত্যাত্মেত্যেবোপাসীতাত্র হ্যেতে সর্ব্ব একং ভবন্তি।

তদেতৎ পদনীয়মস্য সর্ব্বস্য যদয়মাত্মানেন হ্যেতৎ সর্ব্বং বেদ।

যথা হ বৈ পদেনানুবিন্দেদেবং কীর্ত্তিং শ্লোকং বিন্দতে য এবং বেদ॥ ৭॥

এই কার্য্য-কারণ-সমষ্টিরূপী জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অব্যক্তাবস্থায় থাকে, পরে ইহার কার্য্য ও কারণরূপে অভিব্যক্তি হয়। বেদোক্ত উপায় সকল জ্ঞান বা কর্ম্মস্বরূপ এবং কর্ত্তা প্রভৃতি অনেক সহায়-সাপেক্ষ, ইহার চরম ফল' প্রজাপতিত্ব-লাভ, ইহাই ঐ জ্ঞান-কর্ম্ম-সাধনের সাধ্য। এই অভিব্যক্ত সাধ্যসাধনময় জগৎকে সংসার বলা যায়। এই জগতের অভিব্যক্তির পূর্ব্বে যে বীজাবস্থা (অব্যক্তাবস্থা) ছিল, তাহার নির্দ্দেশই এই শ্রুতির অভিপ্রেত। যেমন বীজমধ্যে সূক্ষ্মরূপে বৃক্ষের বিদ্যমানতা অঙ্কুরাদি কার্য্য দ্বারা অনুমান করা যায়, সেই প্রকার এই জগৎও ব্যাকৃত হইবার পূর্ব্বে সূক্ষ্মরূপে কারণে বিদ্যমান ছিল, ইহা পরবর্ত্তিনী অভিব্যক্তি দ্বারা অনুমান করিয়া লইতে হইবে। এই সংসাররূপ বৃক্ষ অবিদ্যারূপ ক্ষেত্রে ধর্ম্মাধর্ম্মস্বরূপ বীজ হইতে উৎপন্ন, ইহাকে সমূলে উৎপাটন করা উচিত, অর্থাৎ কর্ম্মবাসনা পর্য্যন্ত উচ্ছেদ করিবে, তাহা না হইলে পুনরায় সংসার-বৃক্ষের উৎপত্তির সম্ভাবনা। আর তাহার উদ্ধার হইলেই মোক্ষরূপ পুরুষার্থলাভও করায়ত্ত জানিবে। এ বিষয়ে কাঠক শ্রুতি বলিয়াছেন যে, "সংসার-বৃক্ষের মূল উর্দ্ধ-দিকে, শাখা অধোদিকে রহিয়াছে।" ভগবদ্গীতাতেও উক্ত আছে; "যাহার উর্দ্ধে মুল ও অধোদিকে শাখা।" পুরাণও কহিয়াছেন, "ব্রহ্মরূপ বৃক্ষ সদা বিরাজমান।" উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ-বৃক্ষ বীজাবস্থায় (সূক্ষ্মাবস্থায়) ছিল। অতঃপর শ্রুতির ব্যাখ্যা হইতেছে—সেই সময়ে অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অগোচর দশায় জগৎ অব্যক্ত ছিল। শ্রুতি প্রত্যক্ষের অগোচর কালকে 'তর্হি' শব্দের প্রকৃতীভূত পরোক্ষবাচক 'তৎ' শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন ও 'হ' শব্দ দ্বারা অতীতকালে অব্যাকৃতভাবে অবস্থিত জগতের ভাবী উৎপত্তি অনায়াসে বুঝাইবার জন্য ঐতিহ্য শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। যেমন 'যুধিষ্ঠিরো হ রাজাসীৎ' বলিলে, যুধিষ্ঠির নামে এক জন রাজা ছিল, এই পরোক্ষ বৃত্তান্ত লোকে অনায়াসে বুঝিতে পারে, সেইরূপ 'হ তদাসীৎ' এই কথায়ও পরোক্ষ জাগতিক অবস্থা' 'হ' শব্দ দ্বারা লোক এক প্রকার হৃদয়ঙ্গম করিয়া লয়। শ্রুতিস্থ 'ইদং' শব্দ দ্বারা নাম ও রূপে অভিব্যক্ত, সাধ্যসাধনময়, পূর্ব্বকথিত এই জগৎ অভিহিত হইয়াছে। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ দুইটি অবস্থাবিশিষ্ট জগৎ শ্রুতিস্থ 'তৎ' ও 'ইদং' এই দুই শব্দ দ্বারা প্রতিপাদিত হওয়ায়, ঐ অবস্থাদ্বয়যুক্ত জগতের একত্বই অবগত হওয়া যায়। তাহা না হইলে তৎ ও ইদং এই প্রকার ভিন্নার্থ-বোধক শব্দদ্বয়ের সামানাধিকরণ্য (ঐক্যভাবে অন্বয়) নির্দ্দেশ করা সঙ্গত হইত না। এই দৃশ্যমান জগৎ সেই অব্যাকৃত অবস্থাপন্ন, সেই অব্যাকৃতাবস্থাপন্ন জগৎই এই দৃশ্যমান, ইহারই অব্যাকৃতাবস্থা ছিল, এইরূপ সামানাধিকরণ্য-নির্দ্দেশ

দ্বারা উক্তরূপে জগতের উভয় অবস্থাতে অভিন্নতাই বাধিত হইতেছে। শ্রুতির এইরূপ সামাধিকরণ্য বা ঐক্যনির্দ্দেশের ফলে 'অসতের উৎপত্তি নাই, সতের বিনাশ নাই,' এই সিদ্ধান্তই স্থিরীকৃত হয়।

এই পূর্ব্বোক্ত প্রকার অব্যাকৃত জগৎ নাম ও রূপ এই দুই অবস্থাবিশিষ্টরূপে স্বয়ং অভিব্যক্ত হইয়াছিল। "ব্যাক্রিয়ত" এই ক্রিয়াপদটি কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্যে (কর্ম্মই যে স্থানে কর্ত্তৃরূপে ব্যবহৃত) নিষ্পন্ন হওয়াতে জগৎ স্বয়ংই ব্যাকৃত হইয়াছিল, এইরূপ অর্থ অবগত হওয়া যায়। 'ব্যাক্রিয়ত' শব্দকে বিশ্লেষণ করিলে 'বি-আ অক্রিয়ত' এইরূপ পদভঙ্গ হয়, তন্মধ্যে বিশব্দের অর্থ বিস্পষ্ট, আশব্দের অর্থ নাম ও রূপস্বরূপ বিশেষধর্ম্মের জীবকর্তৃ অবধারণাবধি এবং কৃ ধাতুর অর্থ অভিব্যক্তি। সমুদায়ার্থ—এই জগৎ বিস্পষ্ট দেবদত্তাদি নাম ও শুক্লাদি আকৃতি দ্বারা বিশেষ বিশেষভাবে জীবের অবধারণ যোগ্যরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। কার্য্যমাত্রই কারণজন্য। ব্যাকৃত হওয়াও একটি কার্য্য; সুতরাং তাহারও কারণাপেক্ষা আছে, এই যুক্তিবলে নিয়ন্তা, কর্ত্তা, সাধন ও ব্যাপাররূপ কারণ সমুদায়, এই জগতের অভিব্যক্তিকার্য্যে অপেক্ষিত হইবে। যেমন "অসৌ নামা" বলিলে অসৌ এই সর্ব্বনাম শব্দ (অদস্) দ্বারা সাধারণ নামমাত্র নির্দ্দিষ্ট হয় এবং দেবদত্ত বা যজ্ঞদত্ত এইরূপ নামধারী ব্যক্তিই এই অসৌনামা শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, সেই প্রকার 'ইদং' এই সর্ব্বনাম শব্দ দ্বারা অবিশেষে শুক্ল বা কৃষ্ণাদিরূপ প্রতিপাদিত হয়, পরন্তু শুক্ল বা কৃষ্ণরূপ যাহার আছে, ইদং শব্দে তাহাকেই বুঝাইবে। এইরূপ দৃষ্টান্তে কারণে অব্যাকৃতরূপে স্থিত, অঙ্কুরাদি বস্তু বর্ত্তমান সময়ে নাম ও রূপ দ্বারা ব্যাকৃত হয়, অর্থাৎ তখন তাহাকে বলা যায়, এই নামধারী এই আকৃতিবিশিষ্ট যে পরমাত্মার অবগতি সাধনের জন্য সকল শাস্ত্রের উদ্যম এবং স্বভাবসিদ্ধ অবিদ্যাবলে যাঁহার উপর কর্ত্তা, ক্রিয়া ও ক্রিয়াফল সুখদুঃখভোগের আরোপ করা হয়, যিনি সমস্ত জগতের কারণ-স্বরূপ, যে প্রকার নির্ম্মল জল হইতে মলের ন্যায় ফেন সকল উত্থিত হয়, অথচ ঐ ফেন জল হইতে পৃথক্ নহে, ঐ প্রকার এই নাম-রূপাত্মক জগৎও যৎস্বরূপ থাকিয়াই ব্যাকৃত হইয়া আছে। অথচ যিনি সেই ব্যাকৃত নাম-রূপ হইতে স্বতন্ত্র, স্বাভাবিক নিত্য (উৎপত্তিবিনাশরহিত), শুদ্ধ (রাগ-দ্বেষাদি-মলহীন), বুদ্ধ (জ্ঞানস্বরূপ), মুক্ত (অবিদ্যাদি-দোষশূন্য) প্রকৃতিসম্পন্ন, সেই পরমাত্মা নিজের আত্মভূত, অর্থাৎ নিজ হইতে অভিন্ন, এই নাম ও রূপাত্মক জগৎকে ব্যাকৃত করত হিরণ্যগর্ভ হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জীবশরীরে প্রবিষ্ট আছেন

অর্থাৎ যে শরীর প্রাক্তন কর্ম্মের ফল সুখ বা দুঃখ ভোগের আয়তন ও যাহা অশনায়াদি ধর্ম্ম সম্পন্ন তাহাতেই জীবরূপে প্রবিষ্ট আছেন।

শ্রুতিকথিত অব্যাকৃত জগতের নামরূপে অভিব্যক্তি সম্বন্ধে নানা বিতর্ক উত্থিত হয়, কোন বাদী বলেন, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অব্যাকৃত জগৎ স্বয়ং ব্যাকৃত হইল অথচ এক্ষণে পরমাত্মাকে অব্যাকৃতের অভিব্যক্তির কর্ত্তা ও তন্মধ্যে প্রবিষ্ট বলা হইতেছে ইহাতে পূর্ব্বোক্তির সহিত পরোক্তির সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। সিদ্ধান্তবাদী তাহার উত্তরে বলেন, তাহাতে দোষ নাই, তুমি যে পূর্ব্ব ও পর বাক্যের অসামঞ্জস্য দোষ দেখাইতেছ, ইহা তোমার ভ্রম। বাস্তবিক ঐ দোষ এস্থলে হয় না, যেহেতু এস্থলে পরমাত্মাই অব্যাকৃত জগৎরূপে শ্রুতির বিবক্ষিত। কারণ, অব্যাকৃত জগৎ স্বয়ং ব্যাকৃত হইয়াছে, এই কথায় অভিব্যক্তি ক্রিয়ার নিয়ন্তা, কর্ত্তা ও ব্যাপার রূপ কারণসমূহ অবশ্যই অপেক্ষিত হয়, ইহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। কার্য্যমাত্রই কারণজন্য, সুতরাং অভিব্যক্তি কার্য্যের নিয়ত কারণাপেক্ষা হেতু ফলতঃ অনুমিত কর্ত্তার ব্যাপার হইতে যে এই অব্যাকৃত জগৎ ব্যাকৃত হইয়াছে এই অর্থই আসিয়া পড়ে, ইহাই আমাদের অভিপ্রেত। ইদং শব্দের সহিত ব্যাকৃত শব্দের সামানাধিকরণ্য নির্দ্দেশ হেতুও কারণাপেক্ষা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, যেহেতু ব্যাকৃতাবস্থা কার্য্যস্বরূপ। তবে স্বয়ং ব্যাকৃত হইয়াছে, এই কথার তাৎপর্য্য এই যে, যেমন লোকে অনায়াসে ক্রিয়া-নিষ্পত্তির স্থলে বলিয়া থাকে, 'গোবৎস স্বয়ং মুক্ত হইয়াছে,' 'অন্ন স্বয়ংই পক্ক হইয়াছে,' সেই প্রকার এই স্থলেও ব্যাকৃতি ক্রিয়া অনায়াসে নির্ব্বাহিত হওয়ায় বলা হইয়াছে যে, জগৎ স্বয়ং ব্যাকৃত হইয়াছে। বাস্তবিক কারণাপেক্ষা এখানেও বর্ত্তমান। যে প্রকার এই জগৎ নিয়ন্তা প্রভৃতি কারক ও উপাদানাদি কারণসমূহ যুক্ত হইলেই ব্যাকৃত নামে ব্যবহৃত হয়, সেই প্রকার ঐ কারণবিযুক্ত অবস্থায় অব্যাকৃতনামে অভিহিত হয়। বাস্তবিক একই পদার্থ, কেবল ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত রূপ অবস্থা মাত্রই তাহার বিশেষ। লৌকিক ব্যবহারেও বক্তার তাৎপর্য্যানুসারে যথেচ্ছ শব্দ প্রয়োগ করিতে দেখা যায়—যেমন গ্রামস্থ সকল মনুষ্যের আগমন বুঝাইবার জন্য 'গ্রাম আগত' এইরূপ শব্দ প্রযুক্ত হয়, আবার 'গ্রাম শূন্য' এইরূপ প্রয়োগ করিলে গ্রামশব্দ জননিবাসভূমিকে প্রতিপাদন করে। কখনও গ্রাম শব্দে গ্রামনিবাসী ও গ্রাম এই উভয়ার্থ প্রতিপাদনের জন্য কেবল গ্রাম শব্দও প্রযুক্ত হয়, যেমন 'গ্রামে মিশিও না' বলিলে গ্রামে প্রবেশ ও গ্রামবাসীর সহিত সম্পর্ক উভয় নিষিদ্ধ হয়। সেই প্রকার, এই শ্রুতিতেও 'এষ

দৃশ্যমান জগৎ অব্যাকৃত ও ব্যাকৃত এই উভয় প্রকার উক্তি দ্বারা আত্মা ও অনাত্মার অভেদ কল্পনা করা যায়। কিন্তু যখন এই জগৎ উৎপত্তি ও বিনাশশীল এই কথা বুঝাইতে আবশ্যক হয়, তখন কেবল জগৎশব্দ ব্যবহার করে। আবার "সর্ব্বব্যাপী, জন্মরহিত, স্থূলও নহে সূক্ষ্মও নহে, সেই আত্মা এতৎস্বরূপ নহে, তৎস্বরূপ নহে," ইত্যাদিরূপে নির্দ্দেশ শুদ্ধ উপাধি বিনির্ম্মুক্ত আত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই হইয়া থাকে। অতঃপর বাদীর দ্বিতীয় আশঙ্কা এই— শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, পরমাত্মা এই জগৎকে অভিব্যক্ত করিয়াছেন ও তাহাই ওতপ্রোতভাবে সর্ব্বদা ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, তাহা যদি হয় তবে তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন এই কথা সঙ্গত হইতে পারে কিরূপে? কেন না যে স্থান অন্যের অনধিকৃত, সেই স্থান তাহা হইতে ক্ষুদ্রপরিমাণ বিশিষ্ট ব্যক্তি অধিকার করিতে পারে ইহাই যুক্তিসিদ্ধ; পরমাত্মা অসীম ও সর্ব্বদা জগতের সর্ব্বাংশে পরিব্যাপ্ত সুতরাং তাহাতে পরমাত্মার প্রবেশের সম্ভাবনা কি? যেমন, 'পুরুষ গ্রামে প্রবেশ করিতেছে,' বলিলে ঐ গ্রামে পুরুষের পূর্ব্বে সম্বন্ধ ছিল না, এইক্ষণে হইল এইরূপ প্রতীতি হয়। কিন্তু 'আকাশ গ্রামে প্রবেশ করিতেছে,' এরূপ একটি বাক্য হয় না। যেহেতু, আকাশ সকল কালেই সকল স্থান ব্যাপিয়া থাকে সুতরাং গ্রামেও তাহার সম্বন্ধ চিরদিন আছে। সেই প্রকার আত্মাও সর্ব্বব্যাপী; সকল কালে জগতের সর্ব্বাংশ ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহার অনধিকৃত কোন স্থানই নাই; তবে তাঁহার তাহাতে প্রবেশ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। যদি বল, যেমন পাষাণের অভ্যন্তরে উৎপন্ন সর্প, কিম্বা নারিকেল ফলের মধ্যস্থিত জল পাষাণ ও নারিকেলে প্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া ব্যবহৃত হয়, সেই প্রকার নিত্য সম্বদ্ধ পরমাত্মাও জীবনামক বিভিন্নরূপে জায়মান হওয়ায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। ইহাও বলা সঙ্গত নহে, যেহেতু শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, "তিনি সেই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন" তবেই যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি রূপান্তর গ্রহণ না করিয়াই কার্য্য সৃষ্টির পর তাহাতে প্রবেশ করিলেন, ইহাই শ্রুতি দ্বারা অবগত হওয়া যায়। যেমন 'ভোজন করিয়া যাইতেছে' বলিলে পূর্ব্বকালে ভোজন তদনন্তর গমন এইরূপ ক্রিয়া দুইটির পর পর প্রতীতি হয়, এবং একই কর্ত্তা অনুভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ এস্থানেও প্রতীতি হওয়া উচিত। কিন্তু রূপান্তর অবলম্বন করিয়া প্রবেশ-উক্তি কোনরূপই সঙ্গত হইতে পারে না। বিশেষতঃ যখন একস্থান হইতে বিয়োগের পর স্থানান্তর সংযোগকে প্রবেশ বলা যায়, তখন অবয়বশূন্য অথচ সর্ব্বব্যাপী (পরমাত্মা)র সেই

প্রবেশ কুত্রাপি সম্ভব কি? সাবয়ব পদার্থেরই প্রবেশ ব্যবহার সঙ্গত। যদি বল, শ্রুতি যখন আত্মার জগতে প্রবেশ বলিয়াছেন তখন ঐ আত্মাকে সাবয়ব স্বীকার করা হউক। তাহাও নহে, যেহেতু, শ্রুতি দ্বারাই আত্মা নিরবয়ব অভিহিত হইয়াছেন। যথা,—'তিনি অলৌকিক, অবয়বশূন্য ও পূর্ণ' "অবয়বশূন্য ও ক্রিয়ারহিত"। এবং লোক যে সকল ধর্ম্ম দ্বারা চৈত্র, মৈত্র, ঘট, পট নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে পরমাত্মা সেই সকল ধর্ম্ম রহিত, ইহাও শ্রুতিতে উক্ত আছে। সাবয়ব হইলে ঐ নিষেধ সঙ্গত হইত না। যদি আত্মার প্রবেশ অর্থে জলে সূর্য্য-মণ্ডলাদির প্রতিবিম্বরূপে প্রবেশের ন্যায় প্রতিবিম্বরূপে প্রবেশ বলা যায় তবে তাহা যুক্তিবহির্ভূত হইয়া পড়ে, যেহেতু প্রতিবিম্বপাত ভিন্নস্থানস্থিত বস্তুদ্বয়ের পক্ষে সম্ভব, যেমন সূর্য্যমণ্ডল ও জলাশয়। যখন আত্মা সকল স্থানে সম্বদ্ধ, তখন কিরূপে তাহার প্রতিবিম্ব সম্ভব হইবে? দ্রব্যেতে গুণপ্রবেশের ন্যায় আত্মার জীব-শরীরে প্রবেশ বলিলেও তাহা দৃষ্টান্তবৈষম্য-দোষদুষ্ট হয়, অর্থাৎ গুণ দ্রব্যে নিত্য আশ্রিত সুতরাং দ্রব্যপরতন্ত্র, আত্মা কোন বস্তুতে আশ্রিত নহে, তিনি স্বতন্ত্র। আশ্রিতের আশ্রয়ে স্থিতি প্রবেশরূপে কল্পিত হয়। ফলে বীজের প্রবেশের ন্যায় আত্মার প্রবেশও বলিতে পার না, তাহা হইলে বীজের ন্যায় আত্মারও সাবয়বত্ব, বৃদ্ধি, ক্ষয়, উৎপত্তি ও বিনাশের আশঙ্কা হয়; ইহার অনুমোদন করিলে, আত্মা জন্মরহিত ও জরাশূন্য ইত্যাদি শ্রুতি ও যুক্তির বিরোধ অনিবার্য্য। পর-মাত্মাব্যতিরিক্ত অন্য কোন সংসারী ক্ষুদ্র পরিমাণ বিশিষ্ট ব্যক্তি এই জগতে প্রবেশ করিয়াছিল, ইহাই পূর্ব্বোক্ত আত্মার প্রবেশের তাৎপর্য্য, ইহাও বলা যায় না। যেহেতু "সেই দেবতা মনে পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন" ইত্যাদি পূর্ব্বে উপক্রম করিয়া তাহার পরে "অব্যক্ত জগৎকে নাম ও রূপে ব্যাকৃত করিব" এই ইচ্ছার উক্তি দ্বারা প্রতীত হয়। যে, যিনি পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন তিনিই এই জগৎ ব্যাকৃত করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন. অন্যথা উপক্রম ও উপসংহারের সহিত বিরোধ ঘটে। কারণ, "সেয়ং দেবতৈক্ষত" এই উপক্রম হইতে "নামরূপে ব্যাকর-বাণি" এই উপসংহার বাক্য পর্য্যন্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য আলোচনা করিলে স্পষ্টই জানা যায় যে, যে দেবতা সৃষ্টিবিষয়ে ঈক্ষণ (আমি বহু হইব, আমি জন্মিব এইরূপ পর্য্যালোচনা) করিয়াছিলেন, সেই দেবতাই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া নামরূপে বিস্তার করিয়াছেন, অন্যের প্রবেশ বলিলে উহা সঙ্গত হয় না। শুধু ইহাই নহে, এই প্রকার বহু শ্রুতিতে সৃষ্টি ও প্রবেশের এক কর্ত্তাই প্রতীয়মান হইতেছে। যথা—"সেই আত্মা জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন।"

'সেই আত্মা এই সীমা বিদীর্ণ করিয়া সেই দ্বারে তাহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন।' "ধীর আত্মা সমস্ত রূপ, বিচয়ন (সৃষ্টি) করিয়া তাহাদের নাম-সৃষ্টি ও সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করত বিদ্যমান আছেন," "তুমি কুমার বা কুমারী, তুমি বৃদ্ধ দণ্ড অবলম্বন করিয়া ভ্রমণ করিতেছ" "সেই আত্মা অগ্রে রূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন," এই সকল শ্রুতি ও মন্ত্র দ্বারা পরমাত্মারই প্রবেশ প্রতিপাদিত হইয়াছে অন্যের নহে। যদি বল—পরমাত্মা প্রবেশ করিলে জীবের পরস্পর বিভিন্নতা হেতু পরমাত্মার বহুত্ব হইয়া পড়ে। তাহাও নহে; কেন না, পরমাত্মার বাস্তবিক নানাত্ব নাই, বহু উপাধি-ভেদে এক আত্মাই নানারূপে প্রতীত হইয়া থাকেন, ইহা শ্রুতি দ্বারাই প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা,—"এক দেবতাই বহু প্রকারে প্রবিষ্ট হইয়াছেন" "আত্মা এক হইয়াও বহুপ্রকার বিচরণ করিয়াছিলেন," "তুমি এক হইয়াও বহুতে প্রবিষ্ট হইয়াছ," "একদেবতা সমস্ত প্রাণীতে প্রচ্ছন্নভাবে আছেন," "তিনি সর্ব্ব-ব্যাপক ও সর্ব্বপ্রাণীর অন্তরাত্মাস্বরূপ"। পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনর্ব্বার আশঙ্কা করেন—সর্ব্বব্যাপী ও নিরবয়ব আত্মার প্রবেশ যৌক্তিক কি না সে বিচার এক্ষণে থাকুক; কিন্তু তুমি যে বলিতেছ, এক পরমাত্মাই বহুপ্রকারে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়—প্রবিষ্ট আত্মামাত্রই সংসারী, অথচ পরমাত্মা তাহা হইতে বিভিন্ন নহে, ইহাও তোমার অবশ্যই বলিতে হইবে, তাহা হইলে তোমার মতে পরমাত্মাও সংসারী হইল। সিদ্ধান্তী কহিল, জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা অভিন্ন বটে, কিন্তু তিনি সংসারী নহেন; কারণ, তিনি বুভুক্ষা প্রভৃতির অতীত, ইহা শ্রুতির মত। যদি বল—তবে তাঁহাকে সুখী বা দুঃখী দেখিতেছি কেন? উত্তর—তাহা নহে, শ্রুতি বলিয়াছেন তিনি নির্লিপ্ত, শোক-দুঃখ বাহ্য-পদার্থ, তিনি তৎসমুদায় দ্বারা অসংস্পৃক্ত। যদিও প্রত্যক্ষত জীবকে সুখ বা দুঃখে লিপ্ত দেখা যায়, তথাপি উহা কেবল অন্তঃ-করণরূপ উপাধি আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন-চিৎপ্রতিবিম্বেরই সুখ-দুঃখাদিই প্রত্যক্ষ প্রমাণে অনুভূত হয়। আত্মা, অজ্ঞেয় পদার্থ। সুখ-দুঃখাদি, তাঁহার ধর্ম্ম হইলে উহাও নিশ্চয় অজ্ঞেয় হইত, কিন্তু তাহা নহে, অতএব আত্মধর্ম্ম নহে। আত্মা যে অজ্ঞেয় তাহা শ্রুতি বলিয়াছেন। যথা,—"অন্তঃকরণবৃত্তির সাক্ষিস্বরূপ আত্মাকে দেখিতে পাইবে না।" 'সকলের বিজ্ঞাতা আত্মাকে কোন্ প্রমাণ দ্বারা জানিবে।' "আত্মা অন্যের অজ্ঞেয় ও সকলের বিজ্ঞাতা" এই সকল শ্রুতি দ্বারা আত্মা যে বিজ্ঞানের অবিষয় এবং আত্মভিন্ন সমস্তই বিজ্ঞেয়, ইহা প্রমাণিত হইতেছে। এইক্ষণে এই নিশ্চিত হইল যে, আমি সুখী বা দুঃখী

ইত্যাদি প্রত্যক্ষজ্ঞান, অন্তঃকরণোপাধিস্থ আত্মপ্রতিবিম্বকেই লক্ষ্য করে, আত্মাকে নহে। 'এই আমি,' এই প্রকার শরীর ও আত্মাকে মিশ্রিত করিয়া যে জ্ঞান হইয়া থাকে, উহা অবিদ্যাকৃত ভ্রমমাত্র। শরীর ব্যতিরেকে কেবল আত্ম-বিষয়ক জ্ঞান কাহারও হয় না। যদি শুদ্ধ আত্মাকে সুখ-দুঃখাদি বিশিষ্টরূপে জানা হইত, তবে আত্মার সংসারিত্ব আপত্তি করা সঙ্গত হইত। অস্থূলত্বাদি বিশেষণবিশিষ্ট আত্মার উপক্রম করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন, "ইহা অপেক্ষা অন্য জ্ঞাতা কেহ নাই।" এই শ্রুতি দ্বারাও অন্যসংসারী আত্মার অস্তিত্বাভাব প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং, হস্ত পদ ও মস্তকাদি শরীরাবয়ববিশিষ্ট অভিমানী জীবকে লক্ষ্য করিয়াই সুখ বা দুঃখানুভব প্রতিপন্ন হইয়াছে; সুতরাং উহা বিষয়ের ধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম নহে। যদি বল, "আত্মার কামের জন্যই পতি পত্নীর প্রিয় হয়।" ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ শ্রুতি দ্বারা আত্মারই সুখ প্রতীয়মান হইতেছে; সুতরাং সুখকে বিষয়ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না, এবং এই কারণেই আত্মার সংসারিত্বও স্বীকার করিতে হয়। তাহার উত্তর—অবিদ্যা-ক্রান্ত জীবেই পতি-পত্নী প্রিয়াদি ব্যবহার হইয়া থাকে। শ্রুতি ঐ সংসারী জীবকে লক্ষ্য করিয়াই আত্মার পরম প্রীতিবিষয়ত্ব দেখাইয়া নিরতিশয় আনন্দস্বরূপতা জানাইয়াছেন। আবার পক্ষান্তরে শ্রুতি দেখাইয়াছেন যে, যখন তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অবিদ্যানিবৃত্তি ঘটে, তখন ভেদজ্ঞান থাকে না, ঐ অবস্থায় পতিপত্নী-ব্যবহারও নষ্ট হইয়া যায়। "যে অবস্থায় আত্মা এক হইলে ভিন্নের ন্যায় প্রতীয়-মান হয়।" এই শ্রুতিতে অবিদ্যাশ্রিত আত্মার জন্য অন্য ভোগসাধনের প্রয়ো-জনীয়তা প্রতিপাদিত হইয়াছে। "কাহা দ্বারা কাহাকে দেখিবে" "এই জগতে নানা পদার্থ নাই" 'যখন এক আত্মা জানিয়াছি, তখন শোক কি, মোহ কি?' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা আত্মার নানাত্ব প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং সুখ-দুঃখাদি আত্মধর্ম্ম নহে ইহাই স্থির হইল। বাদী কহিল—তার্কিকগণ সুখ-দুঃখকে আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন সুতরাং সে মতের সহিত বিরোধ হওয়ায় তোমার এই উত্তর যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। সিদ্ধান্তী কহিল,—যুক্তিমাত্রজীবী তার্কিকগণ যে আত্মার সুখ-দুঃখ সিদ্ধান্ত করেন, যুক্ত্যন্তরে তাহার খণ্ডনও করা যায়। যথা—যে দ্রব্য যে গুণবিশিষ্ট হয়, তাহাকে সেই গুণবিশিষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করা হইয়া থাকে, যেমন শুক্লঘট। দুঃখ আত্মার গুণ হইলে আত্মা দুঃখবিশিষ্টরূপে প্রতীয়মান হইত। কিন্তু দুঃখ ইন্দ্রিয়গোচর, আর আত্মা অজ্ঞেয় পদার্থ, প্রত্যক্ষবিষয়ীভূত দুঃখ দ্বারা প্রত্যক্ষের অবিষয়ীভূত আত্মা বিশেষিত

হইতে পারে না। যদি বল—তবে আকাশ অপ্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষবিষয় রূপগুণ দ্বারা বিশেষিত হইল কেন? এইরূপ আত্মারও দুঃখিত্ব সিদ্ধ হইবে। ইহার উত্তর এই যে, দুঃখ যে প্রতীতির বিষয় আত্মা সে প্রতীতিবিষয় নহে, সুতরাং উভয়ের গুণগুণীভাব অসম্ভব, অর্থাৎ সুখ বা দুঃখ প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়, আর আত্মা নিয়ত অনুমেয়, প্রত্যক্ষের বিষয় নহে; কাজেই সুখবিষয়ক জ্ঞান দ্বারা আত্মাকে বিষয় করিতে পারা যায় না। যদি তাহাই স্বীকার কর, তবে আত্মা বিষয়শ্রেণীতে পরিগণিত হয়, বিষয়ী মধ্যে নহে বলিতে হইবে। যেমন প্রদীপ অন্যের প্রকাশক হইয়াও স্বয়ং প্রকাশিত হয়, সেই প্রকার আত্মা, বিষয় ও বিষয়ী উভয়স্বরূপ হইবে। ইহাও বলা যায় না, কারণ, এককালে এক ক্রিয়ার কর্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব এক পদার্থে থাকিতে পারে না। আত্মা অবয়বরহিত, এইজন্য তাহাতে অংশভেদেও কর্তৃত্ব সম্ভাবিত নহে; সুতরাং আত্মা জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বলিয়া মানা যায় না। এই যুক্তি দ্বারা গ্রাহ্য ও গ্রাহক স্বরূপ একবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতও খণ্ডিত হইল; কারণ, যে গ্রাহ্য সে গ্রাহক হইতে পারে না, অবয়বভেদে উহা সম্ভব হইলেও নিরবয়বের পক্ষে তাহা দুর্ঘট; যেহেতু তাহাদের মতসিদ্ধ বিজ্ঞান নিরবয়ব। দুঃখ প্রত্যক্ষের ও আত্মা অনুমানের এইরূপ বিভিন্ন জ্ঞানের বিষয় হইলেও দুঃখ ও আত্মার পরস্পর গুণগুণীভাব অনুমান দ্বারা নিরূপিত হউক। ইহাও বলা যায় না; কারণ, যে বস্তুর নিশ্চয় জ্ঞান থাকে, তাহার অনুমান অপসিদ্ধান্ত। দুঃখ নিয়তই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়, কিরূপে তাহার অনুমান সম্ভব? রূপাদির অধিকরণ শরীরাবয়বেই দুঃখের অনুভব হওয়ায়, দুঃখ আত্মার ধর্ম্ম বলা অযৌক্তিক। আত্মা ও মনের সংযোগ হইলে আত্মাতে দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু তথাপি তাহা আত্মার গুণ বলি কি প্রকারে? কারণ, তাহা হইলে আত্মার অবয়ব, বিকার ও অনিত্যত্বের প্রসঙ্গ হয়। যেহেতু, সংযোগবিশিষ্ট দ্রব্যকে বিকৃত না করিয়া কোন গুণই উপস্থিত বা অপগত হইতে কোথাও দেখা যায় না। আবার অবয়বরহিত দ্রব্য কখনও বিকৃত হয়, ইহাও দৃষ্টিগোচর নহে। বিশেষতঃ নিত্য পদার্থে অনিত্য গুণও বর্তমান ইহা সর্ব্বথা অদৃষ্ট। এক নিত্য আকাশের অনিত্য গুণ শব্দ প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া ব্যভিচারদোষ দেখাইতে পার, কিন্তু বেদবিদ্‌গণ কদাচ আকাশকে নিত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকারই করেন না, তবে উক্ত নিয়মের ব্যভিচার কোথায়? এতদ্ভিন্ন নিত্যপদার্থে অনিত্যগুণ থাকার অন্য দৃষ্টান্তও নাই। যদি বল, বস্তু বিকৃত হইলেও যখন 'ইহা সেই বস্তু,' এইরূপ তুল্য ভাবেই প্রতীতি থাকে, তখন তাহা নিত্যস্বরূপই মানিব, অর্থাৎ আত্মাতে দুঃখজনক মনঃসংযোগের কারণ

ক্রিয়া জন্মিলেও, যখন পূর্ব্ববৎ আত্মার জ্ঞান অক্ষুণ্ণ থাকে তখন তাহার নিত্যত্ব-ব্যাঘাত হইবে না। এ কথাও সঙ্গত নহে। যেহেতু, দ্রব্যের অবয়বের রূপান্তর না হইলে, বিকৃতি স্বীকার করি না। আত্মা অবয়বশূন্য দ্রব্য, তাহার উক্তরূপ বিকৃতি সর্ব্বথাই অসম্ভব। যদি আত্মাকে সাবয়ব স্বীকার করিয়া, নিত্য বলিয়া মানিতে ইচ্ছা কর, তাহাও যুক্তিবিরুদ্ধ। যেহেতু, সাবয়ব দ্রব্যমাত্রই যখন দুই বা বহু অবয়বের সংযোগে উৎপন্ন, অন্যথা তাহার বিভাগের উপপত্তি হয় না, কারণ, অবয়বান্তরের সহিত অবয়বান্তরের সংযোগনাশ হইতেই ঐ বিভাগের উৎপত্তি, এরূপ হইলে অবয়বের সংযোগধ্বংসেই অবয়বীর ধ্বংস মানিতে হয়, তাহাতে আত্মার নিত্যত্ব রহিল কই? যেহেতু, তুমি সাবয়ব আত্মার ধ্বংস স্বীকার করিতেছ। যদিও বজ্রাদি সাবয়ব পদার্থের অবয়বজন্যত্ব নিয়মের ব্যতিক্রম আছে সত্য, কিন্তু বহু সাবয়ব দ্রব্যের অবয়বসংযোগ হইতে উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যদি দুই এক স্থলে তাহা দৃষ্ট না হয়, তথাপি সেই স্থলে অবয়বসংযোগ-হইতে উৎপত্তি অনুমান করিয়া লইতে হইবে, অর্থাৎ সাবয়ব বজ্রেও অবয়বসংযোগ-জন্যত্ব অনুমানসিদ্ধ, সুতরাং উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। অতএব উপসংহারে ইহা স্থিরীকৃত হইল যে, আত্মাতে সুখ-দুঃখাদি অনিত্য গুণ নাই। বাদী বলেন, আত্মাতে দুঃখ না থাকিলে, দুঃখবান্ অন্য কোন বস্তুসৎ না হওয়ায় কাহার দুঃখনিবৃত্তির উপায় দেখাইবার জন্য শাস্ত্র এত বদ্ধপরিকর হইয়াছে? তাহার উত্তর এই যে, অবিদ্যা দ্বারা কল্পিত আত্মার দুঃখিত্ব-ভ্রমের দূরীকরণ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। যেমন দশ সংখ্যার গণনায় ব্যাপৃত পুরুষ দশমসংখ্যার পূরণবিষয়ে ভ্রমে পড়িয়া ব্যাকুল হয়, পরে উপদেশবাক্যানুসারে আপনাকে দশম জানিয়া ভ্রম হইতে বিমুক্ত হয়, তদ্রূপ আত্মাতে কল্পিত দুঃখ স্বীকার করা হইয়াছে। বাস্তবিক আত্মা সুখ-দুঃখশূন্য। অপরিচ্ছিন্ন আত্মার শরীরাদিতে প্রবেশোক্তির সঙ্গতিও এই প্রকারে হইতে পারে যে,— যে প্রকার জলাশয়াদিতে সূর্য্যমণ্ডলাদির প্রতিবিম্বের প্রবেশ উপলব্ধিবিষয় হয়। এই জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে আত্মার উপলব্ধি হইত না। অভিব্যক্তির পর বুদ্ধিরূপ দর্পণমধ্যে প্রতিবিম্বের ন্যায় তাহার উপলব্ধি হওয়ায়, আত্মা যেন প্রবিষ্টরূপে উপলব্ধ হন। "এই সেই জীবরূপী আত্মা, এই কার্য্যজগতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।" 'সেই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।' 'তিনি এই সীমা বিদারণ করিয়া তাহা দ্বারা অভ্যন্তরে গমন করিয়াছেন।' "সেই এই দেবতা মনে মনে আলোচনা করিয়াছিলেন যে, আমি এই অগ্নি প্রভৃতি তিন দেবতামধ্যে এই জীবাত্মরূপে প্রবেশ করিয়া নাম ও

রূপ ব্যাকৃত করিব" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে আত্মার যে প্রবেশ বলা হইয়াছে, তাহাও উক্তপ্রকার ঔপচারিক, বাস্তবিক নহে। সর্ব্বব্যাপী এবং অবয়বশূন্য আত্মার, এক দিক, এক স্থান এক কাল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, অন্য দিক অন্য স্থান ও অন্য কালে সংযোগস্বরূপ প্রবেশ কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। পরমাত্মা ভিন্ন আর কোন আত্মপদার্থ নাই যে, তাহার প্রবেশ বলা হইবে। যেহেতু, শ্রুতি 'পরমাত্মা ভিন্ন দ্রষ্টা (দর্শনকর্ত্তা) নাই', "পরমাত্মা ভিন্ন শ্রবণকর্ত্তা নাই" এইরূপে পরমাত্মা ব্যতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি। আত্মার সৃষ্টি, প্রবেশ, স্থিতি ও প্রলয়বোধক শ্রুতিবাক্য সকল উপলব্ধি অর্থে পর্য্যবসিত এতদ্ভিন্ন ঐরূপ ঔপচারিক প্রবেশাদি কীর্ত্তনের অন্য প্রয়োজনও নাই এবং স্বার্থেও তাৎপর্য্য নাই। এই উপলব্ধিকেই পুরুষার্থ বলিয়া ফলশ্রুতি অভিধান করিয়াছেন। যথা—"তিনি আত্মাকেই জানিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার সকলই ব্রহ্মময় হইয়াছে," "ব্রহ্ম জানিলেই ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়", "যে পুরুষ সেই পরমব্রহ্মকে জানিতে পারে, সে ব্রহ্মই হয়" যে পুরুষ ব্রহ্মজ্ঞ গুরু লাভ করিয়াছে, সেই ব্রহ্ম জানিয়াছে," "সেই আত্মসাক্ষাৎকারকারী পুরুষের যে পর্য্যন্ত দেহপাত না হয়, তাবৎকাল ব্রহ্মস্বরূপে বিলয়ের বিলম্ব থাকে" ইত্যাদি। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে, "সেই ভক্তিযোগ প্রযুক্ত আমাকে স্বরূপতঃ জানিয়া পশ্চাৎ আমাতে প্রবিষ্ট হয়। সেই ব্রহ্মজ্ঞান সমস্ত বিদ্যা হইতে শ্রেষ্ঠ, যেহেতু, তাহা হইতেই মোক্ষলাভ সম্ভব" ইত্যাদি। আর এক কথা, শ্রুতিতে বিশ্বপ্রপঞ্চের আত্মা হইতে পার্থক্যের খণ্ডন করা প্রযুক্ত আত্মার সৃষ্টিপ্রবেশাদিবোধক শ্রুতি সকলের একাত্মজ্ঞানবোধনই উদ্দেশ্য সঙ্গত হয়। এইক্ষণে উপসংহারে ইহাই পর্য্যবসিত হইল যে, বুদ্ধিরূপ কার্য্যপদার্থে প্রতিবিম্বের ন্যায় আত্মচৈতন্যের উপলভ্যমানতাই আত্মার ঔপচারিক প্রবেশ, অর্থাৎ নির্লিপ্ত আত্মার অবিদ্যাবশতঃ অন্তঃকরণোপাধি অবলম্বনে যখন কার্য্যে লিপ্ততা উপলব্ধ হয়, তখনই সেই আত্মা প্রবিষ্ট বলিয়া কল্পিত হয়। ইহাই পূর্ব্বোক্ত ব্যাকৃত জগতে আত্মার প্রবেশের অর্থ।

যখন শরীরে নখাগ্র পর্য্যন্ত আত্মচৈতন্যের অনুভব হইয়া থাকে, তখন শরীরে তাহা কিরূপে প্রবিষ্ট হইতে পারে, এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য শ্রুতির এই ভাগ উত্থিত হইয়াছে,—যেমন লৌকিকভাবে নাপিতের ক্ষুর ক্ষুরাধার পাত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশিত বলিয়া উপলব্ধ হয়, অথবা কাষ্ঠের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট অগ্নি মন্থন দ্বারা অভিব্যক্ত হইলে জায়মান হয়, অর্থাৎ ক্ষুর আধারপাত্রের একদেশে ও অগ্নি কাষ্ঠের সমস্ত ভাগে অবস্থিতরূপে পরিজ্ঞাত হয়, এই প্রকার আত্মাও

সামান্য ও বিশেষরূপে সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন, অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্নদশায় স্থূলশরীর এবং লিঙ্গশরীররূপ বিশিষ্ট দুই শরীরে বিশেষ-রূপে স্থিতি ও সুষুপ্তিকালে অবিদ্যারূপ (সামান্য) কারণ-শরীরে আত্মার সামান্যরূপ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি-বিযুক্তভাবে অবস্থিতি হয়। সেই দুই অবস্থায় আত্মা প্রাণসঞ্চারণাদি ক্রিয়া ও দর্শনাদি ক্রিয়াবিশিষ্টরূপে জ্ঞাত হইয়া থাকেন। সেই জন্য শরীরে উক্তরূপে প্রবিষ্ট ও সেই প্রাণসঞ্চারণাদি ক্রিয়াবিশিষ্ট আত্মাকে যথাস্বরূপে জানিতে পারা যায় না, অর্থাৎ শরীরাদি হইতে পৃথক্‌রূপে কেবল শুদ্ধবুদ্ধ মুক্তাদিস্বরূপে অবগত হওয়া যায় না।

ইহাতে বাদী আপত্তি করেন যে, "তন্ন পশ্যন্তি" এই ইতঃপূর্ব্বোক্ত শ্রুতি দ্বারা যে আত্মদর্শনের প্রতিষেধ করা হইয়াছে, তাহা অপ্রাপ্তের প্রতিষেধ বলিয়া সঙ্গত হয় না। যখন ইহা আত্মদর্শনের প্রকরণ নহে, তখন অপ্রস্তাবিতের প্রতিষেধ করা সর্ব্বথাই অসঙ্গত। সিদ্ধান্তী বলেন, তোমার উদ্ভাবিত এই দোষ দোষই নহে, তাহার কারণ এই যে, পূর্ব্বে আত্মার সৃষ্টি ও প্রবেশাদি যাহা অভিহিত হইয়াছে, তাহার মুখ্য তাৎপর্য্য একাত্মতার জ্ঞাপন; সুতরাং আত্মজ্ঞান প্রস্তাবিত বলিতেই হইবে, অতএব তাহার প্রতিষেধ অপ্রস্তাবিতের প্রতিষেধ-দোষে দুষ্ট হয় নাই। "সেই পরমাত্মা প্রত্যেক রূপের সদৃশ অর্থাৎ যাদৃশ দ্বিপাদ-চতুষ্পাদাদি আকৃতি, তাদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট হইয়াছেন এবং নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিবার জন্যই তাঁহার রূপ গৃহীত হইয়াছে" এই মন্ত্র দ্বারা সর্ব্বশরীরেই আত্মার একত্ব প্রতিপাদিত হয়। এক্ষণে কেন যে সঞ্চারণাদি ক্রিয়াবিশিষ্ট আত্মাকে জানিতে পারা যায় না, তাহা কথিত হইতেছে—প্রাণনাদি (প্রাণসঞ্চারণাদি) ক্রিয়াবিশিষ্ট আত্মা অসম্পূর্ণ। তাহার কারণ, আত্মা প্রাণসঞ্চারণক্রিয়া দ্বারাই প্রাণ নাম প্রাপ্ত হয়, যেমন লোকে ছেদনক্রিয়া দ্বারা ছেদক ও পাকক্রিয়া বশতঃ পাচক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইপ্রকার আত্মা প্রাণক্রিয়া করিয়া প্রাণনামে অভিহিত হইয়াছে; প্রাণসঞ্চারণ ভিন্ন অন্য ক্রিয়া করিয়া আত্মা প্রাণসংজ্ঞা লাভ করে না, এই ক্রিয়ান্তরবিশিষ্টরূপে আত্মার অনুল্লেখ হেতু আত্মা সম্পূর্ণ বলিয়া কথিত হয় নাই। ঐরূপে আত্মাকে জানিলেও বাস্তবিক আত্মজ্ঞান হয় না; সুতরাং "আত্মাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারে না" শ্রুতির এই উল্লেখ সুসঙ্গত হইল।

সেই প্রকার উচ্চারণক্রিয়া করিয়া বাক্‌নামে, দর্শনক্রিয়া দ্বারা চক্ষুঃ সংজ্ঞা ও শ্রবণ হেতু শ্রোত্রশব্দে অভিহিত হয়, এই স্থলে প্রাণসঞ্চারণ ও কথনক্রিয়া দ্বারা

আত্মা প্রাণ ও বাক্ নামে কথিত হইয়াছে। এই উক্তি দ্বারা আত্মা যে গমনাদি ক্রিয়াশক্তির আধার, তাহা প্রদর্শিত হইল এবং দর্শন ও শ্রবণক্রিয়ার অভিধান হেতু চক্ষু ও শ্রোত্ররূপে বিজ্ঞানশক্তিমাত্রের আত্মা হইতে উৎপত্তি দেখান হইল। যেহেতু, সকল বিজ্ঞানশক্তিই নাম ও রূপকে বিষয় করে, নাম ও রূপব্যতিরিক্ত কোন বিজ্ঞেয় পদার্থ নাই, সেই নাম ও রূপের কারণ চক্ষুঃ ও শ্রোত্র, সমস্ত ক্রিয়াই নাম-রূপ দ্বারা নিষ্পাদনীয় অথচ প্রাণে সমবেত, সেই হেতু সেই প্রাণাশ্রিত ক্রিয়ার অভিব্যক্তি বিষয়ে বাগিন্দ্রিয় কারণ। ইহা দ্বারা হস্ত, পদ, পায়ু ও উপস্থ এই কর্ম্মেন্দ্রিয়সকলের বিষয়ও বলা হইল অর্থাৎ কেবল বাক্ নহে, অন্যান্য কর্ম্মেন্দ্রিয়বর্গও প্রাণে আশ্রিত বুঝিতে হইবে। ইহার নামই সমস্ত ব্যাকৃত জগৎ, অথবা এই নাম, এই রূপ ও এই কর্ম্ম, এই তিনই ব্যাকৃত জগৎ। ইহা পরে কথিত হইবে। তিনি মনন (জ্ঞান) করেন বলিয়া মন নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই স্থলে মনঃশব্দ জ্ঞানকর্ত্তাকে বুঝাইতেছে। যাহা দ্বারা কর্ত্তা মনন অর্থাৎ জ্ঞান করেন, এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানশক্তিবিকাশের সাধারণ করণ মন, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ। এই শ্রুতিতে প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ইত্যাদি আত্মার যে নাম বলা হইল, তাহা পুরুষের পাচক, লাবকাদি (ছেদক) নামের ন্যায় কর্ম্ম নাম (ক্রিয়াকৃত নাম)। জাগতিক বস্তুমাত্র প্রকাশক নহে। অতএব ইহারা আত্মার সমস্ত স্বরূপ প্রকাশ করে না, ইহা নিশ্চিত। এইরূপে এই আত্মা প্রাণনাদি ক্রিয়া ও তজ্জনিত প্রাণাদি নাম ও রূপ দ্বারা ব্যাকৃত অর্থাৎ প্রকাশিত হইয়াও সর্ব্ব-স্বরূপে পরিজ্ঞাত হন না, ইহাই অবধারিত হইল।

যে পুরুষ সম্পূর্ণ আত্মাকে অসম্পূর্ণভাবে অর্থাৎ প্রাণনাদি ক্রিয়া সমুদায় হইতে এক এক ক্রিয়াবিশিষ্ট প্রাণ বা চক্ষুঃ এইরূপ বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াবিশিষ্টভাবে মনে করে, সে ব্রহ্ম জানিতে পারে না, কেন না, এই এক একটি ক্রিয়াবিশিষ্ট আত্মা সম্পূর্ণ শক্তিমান্ নহে। ঐরূপে ভাবনা করিলে, সকল-ক্রিয়াবিশিষ্ট আত্মার উপাসনা করা হয় না। সকল ক্রিয়ার উপসংহার (সম্মিলন) না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাণনাদি ক্রিয়া সমুদায় হইতে এক একটি ক্রিয়ারূপ বিশেষণ দ্বারা আত্মা পৃথক্কৃত হয়। যাবৎকাল পর্য্যন্ত ঐ পুরুষ "আত্মাকে শ্রবণ করি, স্পর্শ করি" এইরূপ স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবিশিষ্টভাবে জানিতে থাকে, তাবৎ কোন প্রকারে সম্পূর্ণ আত্মাকে জানিতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মারূপে অর্থাৎ প্রাণনাদি সমস্ত ক্রিয়া-বিশিষ্ট ও সর্ব্বব্যাপিভাবে আত্মাকে উপাসনা করে, সেই সম্পূর্ণ আত্মার উপলব্ধি করে। কেন না, প্রাণনাদি সমুদয় বিশেষণবিশিষ্ট সেই আত্মাই কৃৎস্ন

অর্থাৎ সম্পূর্ণ নামে উক্ত হইয়াছে। সমস্ত বিশেষণের সম্মিলন যাহাতে আছে, সেই কৃৎস্নশব্দে অভিহিত হয়। সেই আত্মাই জাগতিক পদার্থরূপে প্রাণ, চক্ষুঃ প্রভৃতি উপাধিবিশেষের প্রাণন, দর্শনাদি ক্রিয়া দ্বারা সম্পাদিত যাবতীয় ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা পরে "ধ্যায়তীব" "লেলায়তীব" এই শ্রুতিতে কথিত হইবে। অতএব সেই কৃৎস্ন আত্মার এইরূপেই উপাসনা করিলে স্বীয়রূপে সমস্ত আত্মা পরিজ্ঞাত হন।' এক্ষণে কি জন্য এই আত্মার সম্পূর্ণতা, তাহা বিবৃত হইতেছে, যখন এই উপাধিশূন্য আত্মাতে প্রাণাদি উপাধিকৃত বিশেষধর্ম্ম সকল এবং প্রাণনাদি কর্ম্মজনিত নামসমূহ আত্মার সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যেমন জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত নানা সূর্য্যমণ্ডল প্রকৃত সূর্য্যের সহিত একতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ উপাধিভেদে বিভিন্ন আত্মা যখন নিরুপাধি ব্রহ্মের সহিত একতা প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহার সম্পূর্ণতা। সেই হেতু আত্মারূপেই উপাসনা কর্ত্তব্য।

'আত্মা এই বোধে আত্মার উপাসনা কর্ত্তব্য' এই বিধিবিষয়ে নানা বিতর্ক উত্থিত হয়। কেহ বলেন, এই যে উপাসনা কর্ত্তব্য বলিয়া বিধি করা হইল, ইহা কোন্ বিধি? অপূর্ব্বাদি নানা বিধির মধ্যে ইহা অপূর্ব্ব বিধি নহে। অর্থাৎ যে কার্য্য কোন প্রমাণ দ্বারা পূর্ব্বে জানা যায় নাই, তাহাই অপূর্ব্ব বিধির বিষয়, যেমন 'অগ্নিহোত্র হোম করিবে'। কারণ, এই বিধিব্যতিরিক্ত অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা অগ্নিহোত্রের কর্ত্তব্যতা জানা যায় নাই। সেই অবোধিত পদার্থের বোধক বিধিই অপূর্ব্ব বিধি। কিন্তু আত্মোপাসনা সেই অজ্ঞাতজ্ঞাপক বিধির বিষয় হইতে পারে না। যেহেতু, 'সেই ব্রহ্ম সাক্ষাৎ ও অসাক্ষাৎ জ্ঞেয়' 'সেই আত্মা কতম (কিংস্বরূপ)' 'যিনি এই বিজ্ঞানময়' ইত্যাদি আত্মপ্রতিপাদক শ্রুতি-বাক্যসমূহ দ্বারা সামান্যরূপে আত্মা বোধিত হইয়াছে এবং সেই আত্মার স্বরূপজ্ঞান দ্বারাই যখন সেই আত্মবিষয়ক অবিদ্যা অর্থাৎ কর্তৃত্ব, যাগাদি ক্রিয়া ও স্বর্গাদি ফলের কল্পনারূপ দ্বৈতভ্রম নিবর্ত্তিত হয়। আবার অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে কামাদি দোষের সম্ভাবনা থাকে না; তখন আত্মা ভিন্ন বিষয়ের ভাবনা কর্ত্তব্য নহে, ইহা প্রতিপন্ন হইলে পরিশেষে আত্মজ্ঞানের কর্ত্তব্যতা স্বতই প্রতীত হয়। সেই হেতুই বলিয়াছি, আত্মোপাসনার (চিন্তার) বিধান করিতে হয় না, উহা যুক্তিবলেই প্রাপ্ত আছে। এ বিষয়ে বাদী আপত্তি করেন যে, বেশ, ইহা পাক্ষিক আত্মোপাসনা প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু যাহারা বিষয়াসক্তচিত্ত, তাহাদের আত্মচিন্তা স্বারসিক হয় না, সুতরাং তাহাদের নিয়ত প্রবৃত্তি হওয়ার জন্য আত্মোপাসনার বিধি হইবে। যেহেতু, উপাসনা ও আত্মজ্ঞান একই পদার্থ, কারণ, জ্ঞান মানসিক ক্রিয়াবিশেষ, তাহার

নিরন্তর আবৃত্তিই উপাসনা, তাহা এই বিধিবাক্য ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকারে কর্ত্তব্যরূপে পাওয়া যায় নাই বলিয়াই এই বাক্যটি অপ্রাপ্তপ্রাপক বিধি বলিব, "ন স বেদ" এই শ্রুতিতে বিজ্ঞানের উপক্রম করিয়া "আত্মেত্যেবোপাসীত" এই শ্রুতির নির্দ্দেশ করা হেতুও জ্ঞান ও উপাসনাশব্দের একার্থবাচকতা প্রতীত হইতেছে এবং "ইহা দ্বারা এই সমস্ত জানিবে," "আত্মাকেই জানিবে" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারাও বিজ্ঞানকে উপাসনার স্বরূপ বলিয়া অবগত হওয়া যায়। সেই আত্ম-বিজ্ঞান প্রমাণান্তর দ্বারা প্রাপ্ত না হওয়া প্রযুক্ত বিধেয় হইবার যোগ্য। কর্ত্তব্যতা না বুঝাইয়া কেবল বস্তুস্বরূপ প্রতিপাদন করিলে তাহাতে পুরুষের প্রবৃত্তি হইতে পারে না, এই পুরুষপ্ররোচনার জন্য উপাসনার বিধিই স্বীকার করিতে বাধ্য। বিশেষতঃ কর্ম্মের বিধির সহিত উপাসনাবিধিবাক্যের সাদৃশ্য, আছে, অর্থাৎ যেমন "যজেত "জুহুয়াৎ" ইত্যাদি কর্ম্মবিধি যাদৃশ লিঙ্ তব্যাদি প্রত্যয়যুক্ত, সেই প্রকার "আত্মেত্যেবোপাসীত" "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য" ইত্যাদি বাক্যও লিঙ্ তব্যাদি প্রত্যয়যুক্ত ও ক্রিয়বোধক, এই দুই প্রকার বাক্যের কোন তারতম্য দেখা যায় না, এই জন্য উপাসনাবাক্য বিধিবাক্যেই পরিগণিত হইল। আর আত্মবিজ্ঞানও যখন মানসিক ক্রিয়াবিশেষ, তখন তাহার কর্ত্তব্যতাবোধনার্থ কর্ম্মবিধির ন্যায় ইহাও বিধি হওয়াই উচিত।

যেমন "যে দেবতার জন্য হবিগ্রহণ করা হয়, হোম করার সময় সেই দেবতাকে মনে ভাবনা করিবে" ইত্যাদি শ্রুতিতে হোমের অঙ্গস্বরূপ মানসী ক্রিয়ার বিধান আছে, সেই প্রকার "আত্মেত্যেবোপসীত" "মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জ্ঞানস্বরূপ মানসী ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে। কারণ, উপসংহারে বলিয়াছেন, জ্ঞান ও উপাসনা একই পদার্থ। এরূপ হইলে পূর্ব্বোক্ত শাব্দী ভাবনার অংশত্রয়ের উপপত্তি হয়। অর্থাৎ মীমাংসকগণ বিধিলিঙ্, তব্য প্রভৃতির অর্থরূপে ভাবনা নামক একটি পদার্থ স্বীকার করেন, ঐ ভাবনায় তিনটি আকাঙ্ক্ষা বা অংশ আছে, যথা—কিং? কেন ? কথম্ ? যেমন 'যজেত' বলিলেই যে ভাবনা উপস্থিত হয়, তাহাতে ভাব্য-স্বর্গাদি-আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তিকারক অংশত্রয় অবগত হওয়া যায়। যথা—'কিং' আকাঙ্ক্ষায় স্বর্গাদি ফল, 'কেন' এই আকাঙ্ক্ষায় যাগ এবং 'কথং' এই আকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রযাজাদি ইতিকর্ত্তব্যতার বিধীয়মান ভাবনাতে অন্বয় হইয়া থাকে। এই প্রকার "উপাসীত" এই বিধিতে বিহিত ভাবনার কিং, কেন, কথম্ তিনটি অংশ বা আকাঙ্ক্ষা আছে। তন্মধ্যে 'কিং' আকাঙ্ক্ষার নিবারক আত্মা, 'কেন' আকাঙ্ক্ষানিবারক মন, 'কথং' এই আকাঙ্ক্ষায়

নিবারক ত্যাগ বা বৈরাগ্য, ব্রহ্মচর্য্য, শম, দম, উপরতি (নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য পরিত্যাগ), তিতিক্ষা প্রভৃতি ইতিকর্ত্তব্যতা। ইহাদের ভাবনার সহিত অন্বয় হইলে, কর্ম্মবিধি ও উপাসনাবিধির অংশত্রয় এক প্রকারই বোধগম্য হয়। যে প্রকার দর্শপৌর্ণমাসাদি যাগবিধির অঙ্গরূপে অর্থবাদ অর্থাৎ প্রশংসাবাক্যসকলের উপযোগিতা, সেই প্রকার বিধিপ্রত্যয়শূন্য উপনিষৎ-বাক্যপ্রতিপাদ্য আত্মোপাসনাপ্রকরণে আত্মোপাসনা বিধির ও অঙ্গরূপে "নেতি নেতি" "অস্থূলম্" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "অশনায়াদ্যতীতঃ" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য উপাস্য আত্মার স্বরূপবিশেষ প্রকাশ করিয়া উপযোগী হইবে, উপাসনার ফল, মোক্ষ বা অবিদ্যানিবৃত্তি।

অপর বাদী বলেন, আত্মার উপাসনা দ্বারা আত্মবিষয়ক একটি বিশেষ জ্ঞান উৎপাদিত হয়, তাহাই ঐ লিঙ্‌প্রতিপাদ্য ভাবনার ভাব্য। তাহা দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার ও অবিদ্যার নিবৃত্তি ঘটে, কিন্তু বেদবাক্যজনিত আত্মবিজ্ঞান দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তিরূপ ফল সাধিত হয় না। এই বিষয়ে 'বিজ্ঞান করিয়া আত্মসাক্ষাৎকার করিবে,' 'মনন করিয়া ধ্যান করিবে,' 'তাহাকে অন্বেষণ করিবে,' 'তাহার বিজ্ঞান করা কর্ত্তব্য' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য প্রমাণরূপে জাগরূক আছে। অতঃপর সিদ্ধান্তবাদী প্রথমোক্ত মতের খণ্ডনাভিপ্রায়ে বলেন যে, না, তাহা নহে, 'আত্মেত্যেবোপাসীত,' এই বাক্য উপাসনার বিধি হইতে পারে না, কারণ, যে স্থলে বিধিবাক্য শ্রবণের পর শাব্দজ্ঞান ভিন্ন কোন একটি ক্রিয়া বিহিত বলিয়া মনে হয়, সে স্থলে বিধির সাফল্য। যেমন "স্বর্গকামী ব্যক্তি দর্শপৌর্ণমাস যাগ করিবে" এই বিধির অর্থজ্ঞান ও তাহার প্রতিপাদ্য যাগ, এইরূপ দুইটি পদার্থ বিদ্যমান, সেইরূপ এ স্থলে আত্মস্বরূপকথন দ্বারা আত্মভিন্নের নিষেধজনিত আত্মবিজ্ঞান ভিন্ন অন্য কোনও মানসিক বা বাহ্য অনুষ্ঠানের বিষয় নাই—যাহার বিধান সম্ভব হইবে? যেমন দর্শপূর্ণমাস বিধিবাক্যের অর্থজ্ঞান ও দর্শপূর্ণমাস যাগানুষ্ঠান এক নহে, সেই জন্য দর্শ-পূর্ণমাস যাগ কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হওয়া সম্ভব হইল, কিন্তু 'আত্মেত্যেবোপাসীত' এই বাক্য দ্বারা বিধ্যর্থ জ্ঞান ভিন্ন কোন কার্য্য অবগত হওয়া যায় না, কিরূপে উপাসনাবিধি বলিয়া স্বীকার করিব? বিশেষতঃ সেই বিধি দ্বারা অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম অধিকারাদি অপেক্ষা করে। আবার "নেতি নেতি" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আত্মার পরিচ্ছিন্নতার খণ্ডন করা হেতু ঐ বাক্যে অর্থজ্ঞানব্যতিরিক্ত পুরুষের কোন ব্যাপারও সম্ভাবিত হয় না, যেহেতু, ঐরূপ জ্ঞান হইলে পুরুষের সমস্ত

ব্যাপারই তিরোহিত হইয়া যায়। তবে বিধি কাহাতে প্রবৃত্ত করিবে! অপ্রবর্ত্তক বাক্যজনিত-জ্ঞানাধীন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া দূরের কথা, অপ্রবর্ত্তক বাক্যজনিত জ্ঞান পুরুষের প্রবৃত্তিজনকই হইতে পারে না। ঘটপটাদি বিভিন্ন বস্তুর জ্ঞান যেমন কখনও আত্মোপাসনার প্রবর্ত্তক হয় না, ঐরূপ আত্মবিজ্ঞানও আত্মোপাসনার প্রবর্ত্তক বলিতে পার না। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বেদান্তবাক্য দ্বারা কেবল অব্রহ্ম ও অনাত্মজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় মাত্র, অনাত্মজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে পুরুষের প্রবৃত্তিই উদিত হয় না। যেহেতু, অনাত্মজ্ঞানের নিবৃত্তি ও আত্মোপসনার প্রবৃত্তি ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ, কেন না, প্রবৃত্তিমাত্রই অনাত্মবিজ্ঞানের কার্য্য, আর অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞান প্রবৃত্তিমাত্রের মূলোচ্ছেদক। যদি বল, কেবল বেদান্তবাক্যজনিত বিজ্ঞান হইলে অব্রহ্ম ও অনাত্মবিষয়ক বিজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না। ইহাও বলা যায় না।

যেহেতু, তত্ত্বমসি, "নেতি নেতি," "আত্মৈবেদম্," "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "ব্রহ্মৈবেদমমৃতম্," "নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ," "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি" ইত্যাদি বেদান্তবাক্যই অনাত্মবিজ্ঞানের নিবৃত্তিবোধে একমাত্র প্রমাণ। যদিচ "আত্মা দ্রষ্টব্যঃ" এই আত্মদর্শন বিধির প্রতিপাদ্য আত্মার স্বরূপপ্রকাশ করাই উক্ত শ্রুতিবাক্য-সমূহের অভিপ্রেত, উহারা অনাত্মবিজ্ঞানের নিবর্ত্তক নহে বল, তথাপি উহা আত্মজ্ঞানের বিধি হইতে পারে না, ইহা বলা হইয়াছে, তাহাতেই তোমার এই আপত্তির উত্তর হইয়াছে, অর্থাৎ উদাহৃত শ্রুতিবাক্য দ্বারা আত্মস্বরূপের জ্ঞান বিহিত করা হইলে তদতিরিক্ত অন্য অনুষ্ঠেয়ের অভাব থাকাতে আত্মদর্শনের বিধি অসম্ভব হয়, এমত অবস্থায় তাহার বিষয়জ্ঞাপনের জন্য উল্লিখিত শ্রুতি-সমূহকে বিধির অঙ্গকল্পনা করাও অযৌক্তিক। বিধিব্যতিরেকে কেবল আত্মার স্বরূপ প্রতিপাদন করিলে তাহাতে পুরুষের প্রবৃত্তি হইবে কেন? এইরূপ আপত্তিও করিতে পার না, যেহেতু, আত্মবোধক বাক্যের শ্রবণ দ্বারাই আত্মবিজ্ঞান জন্মিয়া থাকে, তবে আর বিধিবাক্য কাহার জ্ঞান বিধান করিবে, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান অপ্রাপ্ত নহে, তাহার বিধিও সঙ্গত নহে। যদি বল, বিধি না থাকিলে বেদান্তবাক্যের শ্রবণেও আত্মজ্ঞানে পুরুষের প্রবৃত্তি হইবে না। তাহার উত্তরে বলি যে, তাহা হইলে আত্মবোধক বিধিবাক্যের শ্রবণেও পুনশ্চ তাহার বিধিব্যতিরেকে প্রবৃত্তি না হউক, এইরূপ সেই বিধিবাক্যের প্রবর্ত্তকতার জন্য অপরবিধির অপেক্ষা করিতে হয়, এই ক্রমে আবার সেই বেদান্তবাক্যের শ্রবণ বা তাহার অর্থজ্ঞানের পর আবার বিধ্যন্তরের অপেক্ষা, এইরূপে

অনবস্থাদোষের প্রসক্তি ঘটে। যদি বল, বিধিবাক্যজনিত আত্মজ্ঞানের ধারাবাহী স্মরণই আত্মশ্রবণজনিত বিজ্ঞান হইতে বিভিন্ন বিষয়, সুতরাং উক্ত বিধিবাক্য তাহারই প্রবর্ত্তক বলিব। তাহাও নহে, কারণ, সেই স্মৃতিধারাও শ্রুতির তাৎপর্য্য হইতে অনবগত অর্থাৎ অপ্রাপ্ত নহে, যাহার দ্বারা বিধি-বাক্যের সাফল্য হইবে। ইহার ভাবার্থ এই যে, যৎকালে আত্মার স্বরূপবোধক বাক্যশ্রবণ দ্বারা আত্মবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তৎকালেই আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া যায়, আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে সেই মিথ্যাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন অনাত্মবিষয়ক স্বাভাবিক স্মৃতি সমুদায়ও আর জন্মিতে পারে না, সুতরাং আত্মবিষয়ক স্মৃতিধারাই জন্মিতে থাকে, তাহার জন্য বিধির অপেক্ষা করিতে হয় না। আত্মার অবগতি হইলে সমস্ত বস্তুই অনর্থরূপে প্রতীয়মান হয়, যেহেতু, তখন অনাত্মবস্তু অনিত্য, দুঃখ, অশুদ্ধি প্রভৃতি বহু দোষদুষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ, আত্মা তাহার বিপরীত, অর্থাৎ নিত্য, সুখ, শুদ্ধি প্রভৃতি ধর্ম্মযুক্ত, ইহা শ্রুতিসিদ্ধ।

এক্ষণে উপসংহারে ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, আত্মসাক্ষাৎকার হইলে, অনাত্ম-বস্তুর বিজ্ঞানজন্য স্মৃতি সকলের অভাব ঘটে, পরিশেষে আত্মৈকত্ববিজ্ঞান হইতে স্মৃতিধারাই নিরন্তর উৎপন্ন হইতে থাকে ; সুতরাং ইহা বিধি ব্যতিরেকেই উৎপন্ন হওয়ায় বিধেয় নহে। আর এক কথা, আত্মার স্মরণ দ্বারা শোক, মোহ, আয়াসাদি দুঃখজনক দোষ-সমূহের নিবৃত্তিরূপ ঐহিক ফলই জন্মিয়া থাকে, সে জন্য আত্মজ্ঞান বিধেয় হইতে পারে না। অর্থাৎ যাগাদির ন্যায় আত্মজ্ঞান বিধেয় হইলে তাহার স্বর্গাদির ন্যায় অদৃষ্ট ফল হইত। শোক-মোহাদি দোষ আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানবশতই জন্মিয়া থাকে, মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি বশতঃ উৎপত্তিই তাহাদের হইতে পারে না, ইহা শ্রুতিতে অভিহিত হইয়াছে। যথা—'সেই অবস্থাতে মোহ কি,' 'শোকই বা কি,' 'আত্মজ্ঞ কোন বস্তু হইতে ভীত হয় না,' 'হে জনক! তুমি অভয় প্রাপ্ত হইয়াছ।' 'তখন হৃদয়ের গ্রন্থি ছিন্ন হয়' ইত্যাদি। ইহাতে বাদী বলেন, যখন চিত্তবৃত্তির নিরোধ আত্মজ্ঞান অপেক্ষা ভিন্ন পদার্থ, তখন মুক্তির সাধনরূপে চিত্তবৃত্তির নিরোধই ঐ বিধির বিধেয় হউক, যোগশাস্ত্রেও চিত্তবৃত্তির নিরোধ কর্ত্তব্যরূপে অভিহিত হইয়াছে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন, তোমার এই বাক্য যুক্তিসহ নহে। যেহেতু, চিত্তবৃত্তিনিরোধ মোক্ষসাধন, ইহা কোন শ্রুতিতে কথিত হয় নাই। বেদান্তবাক্যে আত্মার ব্রহ্মবিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কেহই মোক্ষসাধনরূপে নির্ণীত নহে। 'আত্মাকেই জানিবে' 'সেই হেতু তাহার সকল ব্রহ্মময় হইবে,' 'ব্রহ্মজ্ঞ পরমব্রহ্ম

জানিতে পারে, সে ব্রহ্ম হয়,' 'যে পুরুষ ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্য লাভ করে, সেই পুরুষ ব্রহ্ম জানিতে পারে,' 'সেই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের তাবৎকাল পর্য্যন্ত মুক্তিপ্রাপ্তির বিলম্ব,' 'যে ব্রহ্ম জানে, সে অভয়ব্রহ্মময় হয়' ইত্যাদি বহু শ্রুতিতে ব্রহ্মাত্মজ্ঞান মোক্ষের উপায় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। আবার আত্মজ্ঞান ও তজ্জন্য স্মৃতি-ধারাই চিত্তবৃত্তিনিরোধের কারণ,এতদ্ভিন্ন অন্য কারণ নাই,ইহাও তোমার মত গ্রহণ করিয়া বলা হইল। বাস্তবিক ব্রহ্মাত্মজ্ঞান ভিন্ন মোক্ষের অন্য কোনও কারণ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট নহে। আর যে পূর্ব্বে আকাঙ্ক্ষাত্রয়বিশিষ্ট ভাবনাকে বিধির প্রতিপাদ্য বলা হইয়াছে, সেই আকাঙ্ক্ষাও এখানে নাই, সুতরাং ভাবনাও প্রতিপাদ্য হইতে পারে না। তুমি যে বলিয়াছিলে, 'যজেত' ইত্যাদি বিধিবাক্যে ভাবনার কিং, কেন, কথং এই তিন প্রকার আকাঙ্ক্ষার স্বর্গাদি ফল যাগাদিরূপ সাধন ও প্রযাজাদি ইতিকর্ত্তব্যতা দ্বারা যেমন নিরাকরণ হয়, সেই প্রকার আত্মবিজ্ঞানের বিধির বিধেয় ভাবনার তিনটি আকাঙ্ক্ষাপূরণের জন্য ঐরূপ অংশত্রয়ের অন্বয় হইবে, ইহা সমীচীন যুক্তি নহে।

যেহেতু, "সেই ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়" "তুমি সেই পরমাত্মা" বলিয়া পরে 'নেতি নেতি'রূপে সকল প্রতিষেধ করিয়া কথিত হইয়াছে যে, "এই পরমাত্মা স্থূল নহেন, সূক্ষ্মও নহেন।" "অন্তর ও বাহ্যশূন্য" "এই আত্মাই ব্রহ্ম" ইত্যাদি বেদান্তবাক্যের অর্থজ্ঞানসমকালেই সমস্ত আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়। এই সকল শ্রুতিবাক্যের প্রতি-পাদ্য ব্রহ্মবিজ্ঞানে ভাবনাবাচক লিঙ্‌তব্যাদির অভাব বশতঃ বিধি প্রয়োগ নাই বুঝিতে হইবে। আবার ঐ সকল বাক্যের অর্থজ্ঞানে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য অন্য বিধির অপেক্ষা করিলে ঐ প্রবর্ত্তক বিধির অর্থজ্ঞানেও আর একটি প্রবর্ত্তক বিধির আবশ্যকতা আসে, এই ক্রমে অনবস্থাদোষ হয়, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কৈ? "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদিবাক্যে ত বিধিবোধক প্রত্যয় অবগত হওয়া যায় না। তবে বিধি বলি কিরূপে। যদি বল, কেবল আত্মার স্বরূপ প্রতিপাদন করিয়াই যদি ঐ বাক্য বিরত হয়, অর্থাৎ কাহাকেও কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত না করে, তবে কেবল বস্তুর স্বরূপপ্রতিপাদক বাক্যের প্রামাণ্য কোথায়? কারণ, প্রবর্ত্তক বাক্যই প্রমাণ, যেমন "তিনি রোদন করিয়াছিলেন, যেহেতু,রোদন করিয়াছেন, এই হেতু তাঁহার নাম রুদ্র হইয়াছে।" এই সকল বাক্য কেবল বস্তুর স্বরূপ প্রতিপাদন করে, প্রবর্ত্তক নহে, এই জন্য প্রমাণ হয় নাই। এই প্রকার আত্মবোধক বাক্য সকলও অপ্রমাণ হইয়া পড়ে? উত্তর—এই আপত্তিও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, এই উভয়ের প্রভেদ আছে, যেহেতু, বাক্যের প্রামাণ্য

ব্যবস্থার প্রতি ক্রিয়ার প্রতিপাদন বা বস্তুর প্রতিপাদন কারণ নহে, কিন্তু যে বাক্য নিশ্চিতরূপে অর্থ প্রতিপাদন করে, অর্থাৎ যাহার অর্থজ্ঞান দ্বারা নিশ্চিত ফল সাধিত হয়, সেই বাক্যই প্রমাণ। যে বাক্য তাহা করে না, সে অপ্রমাণ। বেশী কথা কি? এইক্ষণে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আত্মার স্বরূপপ্রতিপাদক বাক্য দ্বারাও নিশ্চিত সফল বিজ্ঞান হয় কি না, যদি তাঁহা হয়, তবে ঐ বাক্য কি হেতু অপ্রমাণ হইবে? তুমি দেখিতেছ না কি, যে, এক আত্মবিজ্ঞান জন্মিলে অবিদ্যা, শোক, মোহ, ভয় প্রভৃতি সংসারকারণস্বরূপ সকল দোষের নিবৃত্তি ফল জন্মে? তুমি কি শুনিতেছ না? "ব্রহ্মাত্মৈক্যদর্শীর শোক কি, মোহই বা কি" "আমি মন্ত্রবেত্তামাত্র, আত্মাকে জানি না, এই জন্য শোক করি। হে ভগবন্! আপনি আমাকে শোকের পরপারে লইয়া যান" ইত্যাদি শত শত উপনিষদ্‌বাক্য আত্মবিজ্ঞানের শোকমোহাদিনিবৃত্তি ফল ঘোষণা করিতেছে। 'সে রোদন করিয়াছিল,' ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত অর্থবাদ বাক্যের অর্থজ্ঞান কি নিশ্চিত ফলসাধক হইয়া থাকে? যদি উহার ফল না থাকে, তবে ঐ সকল বাক্য অপ্রমাণ হউক, আপত্তি নাই, কিন্তু ইহা অপ্রমাণ হয় বলিয়া ফলবান্ নিশ্চিত-বিজ্ঞানবোধক বাক্যও অপ্রমাণ হইবে, এমন কথা কি? আবার ফলবান্ নিশ্চিত বিজ্ঞান-বোধক বাক্যের অপ্রামাণ্য যদি স্বীকার কর, তবে দর্শ-পূর্ণমাস-যাগবোধক বিধিবাক্যের বা প্রামাণ্য কোথায়? তাহারই বা প্রামাণ্যে বিশ্বাস কি?

তদুত্তরে বাদী বলেন, দর্শপৌর্ণমাসাদি ক্রিয়াবোধক বাক্য পুরুষের প্রবৃত্তি-জনক জ্ঞানের কারণ বলিয়া, তাহার প্রামাণ্য স্বীকার করিব। আত্মবোধক বাক্য তাহা না হওয়ায় উহা প্রমাণ বলিব না। সিদ্ধান্তী বলেন, তাহা সত্যই, কিন্তু তুমি যে দোষ দিয়াছ, তাহা ঠিক হয় নাই, কারণ, আত্মবোধক বাক্যে প্রামাণ্যের কারণ বর্ত্তমান। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ফলবান্ অথচ নিশ্চিত অর্থের জ্ঞান জন্মাইলেই বাক্যের প্রামাণ্য হয়, প্রামাণ্যনিরূপণের অন্য কারণ নাই। আত্মবোধক বাক্যসমুদয় যে সর্ব্ববিধ প্রবৃত্তিজনক-মিথ্যাজ্ঞানাদি দোষের নিবৃত্তি দ্বারা সকল জ্ঞানের উৎপাদন করে, ইহা অপ্রামাণ্যের কারণ নহেই, পরন্তু গুণই বলিতে হইবে। আর যে বলিয়াছ, "উপনিষদ্বাক্য দ্বারা আত্মাকে জানিয়া তাহার সাক্ষাৎকার করিবে," ইত্যাদি বেদান্তবাক্যের অর্থজ্ঞান ব্যতিরিক্ত উপাসনাবোধসম্পাদন অন্যতর উদ্দেশ্য, ইহাও সত্যই বলিয়াছ, কেবল যাগাদি বিধির ন্যায় উহা অপ্রাপ্তের বিধি হইতে পারে না, তবে পক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া নিয়ম-বিধি হইতে পারে। যদি বল, আত্মার উপাসনা কিরূপে

পক্ষপ্রাপ্ত হইল? কারণ, আত্মার বিজ্ঞান হইলে, অনাত্ম-বিজ্ঞানের নিবৃত্তি এবং তজ্জন্য অনাত্মবিষয়ক স্মরণেরও অনুৎপত্তি হয়; সুতরাং পরিশেষে আত্মবিষয়ক স্মৃতিধারাই নিয়তরূপেই জন্মিতে থাকে। তবে আর কখনও হয়, কখনও হয় না, এইরূপ পক্ষপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কৈ? উত্তর—হাঁ, তাহাও বলিতেছি, যদিচ এই প্রকারে আত্মস্মৃতিধারা নিয়তই সম্ভাবনীয়, তথাপি শরীরারম্ভক কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী, এই জন্য সম্যক্‌রূপে আত্মজ্ঞানলাভ হইলেও, শরীরারম্ভক কর্ম্মবশে বাক্য, মন ও কায়ের প্রবৃত্তি জন্মিতেই হইবে, যেহেতু, ফলোন্মুখ কর্ম্মের শক্তি অত্যন্ত বলবতী। যেমন বাণনিক্ষেপকারীর প্রযত্ন-নিবৃত্তি হইলেও, নিক্ষিপ্ত বাণ বেগবশে দূরগামী হইয়া থাকে, সেই প্রকার আত্মজ্ঞান দ্বারা অবিদ্যানিবৃত্তি হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে ধ্যানের অন্তরালে অন্য প্রবৃত্তি অবশ্যই সম্ভাবনীয়। সেই হেতু জ্ঞানপ্রবৃত্তি দুর্ব্বল অথচ পাক্ষিক। অতএব ত্যাগ ও বৈরাগ্য প্রভৃতি সাধনবল অবলম্বন করিয়া আত্মবিজ্ঞানের স্মৃতিধারা নিয়ন্ত্রিত করা উচিত, ইহাই নিয়মবিধি। কিন্তু যাগাদি বিধির ন্যায় উপাসনাবিধি অপূর্ব্ববিধি হইতে পারে না। যেহেতু, উহা উপায়ান্তরে প্রাপ্ত আছে; ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এইক্ষণে উপসংহারে ইহাই অবধারিত হইল যে, "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উপায়ান্তরে প্রাপ্ত আত্মবিজ্ঞানের স্মৃতিধারার নিয়ম করিবার জন্যই প্রযুক্ত হইয়াছে। অন্য উদ্দেশ্যে তাহা প্রযুক্ত হইবার নহে।

বাদী বলেন, "আত্মেত্যেবোপাসীত" এই শ্রুতিতে ইতিশব্দ প্রয়োগ করা হেতু অনাত্মার আত্মভাবে উপাসনাবিধান তাৎপর্য্য। যেমন "প্রিয়-ভাবে উপাসনা করিবে" এ কথা বলিলে প্রীতিগুণের উপাসনা বিহিত হয় না, কিন্তু প্রিয়াদি গুণবিশিষ্ট প্রাণাদির উপাসনারই বিধান হইয়াছে বুঝিতে হয়, সেই প্রকার এই স্থলেও আত্মশব্দের পর ইতি শব্দের প্রয়োগ হেতু আত্মার গুণযুক্ত অনাত্মবস্তুর উপাসনাই প্রতীত হইতেছে। কারণ, আত্মার উপাস্যতাবোধক বাক্য অপেক্ষা এই শ্রুতিবাক্যের বৈলক্ষণ্য হেতু উহা অনাত্মার উপাসনাবোধক বলিয়াই প্রমাণিত হয়। যেহেতু, পরে কথিত হইবে, "এই জগৎকে আত্মরূপেই উপাসনা করিবে", এই বাক্যেও আত্মা উপাস্যরূপে অভিমত হইয়াছেন; তাহার প্রমাণ আত্মশব্দের পরে দ্বিতীয়া বিভক্তি, কিন্তু "আত্মেত্যেব" এই শ্রুতিতে দ্বিতীয়া বিভক্তির নামগন্ধও নাই, বরং আত্মশব্দের পর ইতি শব্দ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা 'আত্মা-ইতি-এব-উপাসীত,' অর্থাৎ ইহা আত্মাই, এই ভাবে উপাসনা করিবে। এইরূপ নির্দ্দেশ

থাকাতে মনে হয়, উক্ত বাক্য দ্বারা আত্মাকে উপাস্য বলা হয় নাই, পরন্তু আত্মার গুণবিশিষ্টরূপে অনাত্মাই উপাস্য বলা হইয়াছে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন, তুমি শ্রুতির তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া এইরূপ বলিতেছ, যেহেতু, পরবাক্য দ্বারা আত্মাই উপাস্য বলিয়া এই শ্রুতির তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়। যথা—"তদেতৎ পদনীয়মস্য সর্ব্বস্য যদয়মাত্মানেন সর্ব্বং বেদ" অর্থাৎ এই সমস্ত জগতের মধ্যে সেই এই আত্মতত্ত্বই জ্ঞাতব্য, এই যে আত্মা, ইহাকে জানিলে সমস্ত জানিতে পারিবে। এই যে "আত্মা ইনি অন্তরন্তর" "আত্মাকেই জানিবে" ইত্যাদি। যদি বল, 'তন্ন পশ্যন্তি' তাঁহাকে দেখিতে পায় না। এই ভাবী উক্তি দ্বারা শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট আত্মারই দর্শন নিষেধ করা হইয়াছে, কারণ, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহার অন্বয়ই সুসঙ্গত। তবেই আত্মার দর্শনাভাব বশতঃ অনুপাস্যত্বই বলা হইল। উত্তর—তাহা বলিতে পার না, আত্মার যে দর্শনাভাব বলা হইয়াছে, তাহা তাহার অসম্পূর্ণতা হেতু, উপাস্যতা নিবারণের জন্য নহে। পরে প্রাণনাদি এক একটি ক্রিয়াবিশিষ্ট-রূপে যে আত্মার পরিচয় দেওয়া হইবে, তাহারই অসম্পূর্ণতা শাস্ত্র প্রমাণিত করিয়াছেন, তাহারই দর্শন প্রকৃতপ্রস্তাবে যথার্থ দর্শন নহে। এই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, তাহার দর্শন হয় না। আর যে আত্মশব্দের পর ইতি শব্দ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ইহার উদ্দেশ্য—বাস্তবিক আত্মতত্ত্ব, আত্মা এই শব্দের ও জ্ঞানের অবিষয় ইহার জ্ঞাপন। যদি আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের বিষয় হইত, তবে "আত্মানমুপাসীত" এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইত; এবং 'আত্মা' শব্দও জ্ঞানের বিষয়রূপে শাস্ত্রানুজ্ঞাত হইত, কিন্তু তাহা শাস্ত্রাভিমত নহে, যেহেতু, "আত্মা এতৎস্বরূপ নহেন" "তৎস্বরূপ নহেন" "সকলের বিজ্ঞাতা আত্মাকে কোন্ প্রমাণে জানিবে" "আত্মা অন্যের অবিজ্ঞেয় এবং সকলের বিজ্ঞাতা," "যাঁহাকে জানিতে না পারিয়া মনের সহিত বাক্য নিবৃত্ত হয়," ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা আত্মার অবিজ্ঞেয়ত্বই প্রমাণিত হইয়াছে। তবে যে "আত্মাকে লোকস্বরূপ ভাবিয়া উপাসনা করিবে," এই বাক্যে ইতি শব্দ প্রযুক্ত না হইয়া দ্বিতীয়া বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য অন্যরূপ—অনাত্মার উপাসনার প্রসঙ্গনিবৃত্তি, ইহা আত্মার উপাসনার বিধায়ক বাক্যান্তর নহে।

যে প্রকার, আত্মা অজ্ঞাত, এই জন্য তাহা জ্ঞাতব্য, সেই প্রকার অনাত্মাও অজ্ঞাত, তাহারও জ্ঞান আবশ্যক, তবে কি জন্য কেবল আত্মার উপাসনার্থ প্রযত্ন করা হইতেছে? কেন অনাত্মার বিজ্ঞানবিষয়ে যত্ন বিহিত হইল না, শ্রুতি কেবল আত্মাকেই উপাসনা করিতে বলিয়াছেন কেন? এইরূপ

আশঙ্কার সমাধান, অতঃপর শ্রুতি স্বয়ংই করিতেছেন—পূর্ব্বে উপক্রান্ত আত্মতত্ত্বই এই সমস্ত জগতের মধ্যে একমাত্র গমনীয় (জ্ঞেয়)। শ্রুতিতে 'অস্য সর্ব্বস্য' এই স্থলেতে যে ষষ্ঠীবিভক্তি নির্দ্দেশ আছে, তাহা নির্দ্ধারণ অর্থ-প্রকাশক অর্থাৎ এই সমস্ত বস্তুর মধ্যে আত্মতত্ত্বই জ্ঞাতব্য। আপত্তি হইতে পারে, তবে কি আত্মা ব্যতীত অন্য কিছুই জ্ঞাতব্য নহে? তাহা নহে, অনাত্মা জ্ঞাতব্য হইলেও, আত্মা হইতে সে সমুদয় স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞেয় নহে। যেহেতু, আত্মবিৎ পুরুষ আত্মজ্ঞান দ্বারা অনাত্ম সমস্ত বস্তুই জানিতে পারে। তবে যে আপত্তি করিবে, একের জ্ঞান দ্বারা অন্যের জ্ঞান সম্ভব কি? ইহার উত্তর—দুন্দুভ্যাদি গ্রন্থে বলা হইবে। এক্ষণে কি প্রকারে এই আত্মতত্ত্ব জ্ঞেয়, তাহা বলা হইতেছে—যে প্রকার পালক গবাদি পশু প্রাপ্ত না হইলে তাহার অন্বেষণ করত পদচিহ্ন দ্বারা তাহার স্থিতি জানিয়া তাহাকে প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার এক আত্মাকে লাভ করিয়া অলব্ধ সমস্ত পদার্থ-ই প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ এক আত্মজ্ঞান দ্বারাই অজ্ঞাত সকল বস্তুর জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

এ বিষয়ে বাদী আপত্তি করেন, যদি আত্মা বিজ্ঞাত হইলে অন্য সকল পদার্থ জ্ঞাত হইয়া থাকে, ইহাই প্রস্তাবিত ও বক্তব্য, তবে শ্রুতি তাহা না বলিয়া অপ্রস্তাবিত লাভশব্দের উল্লেখ করিলেন কেন? ইহার উত্তর—লাভ ও জ্ঞানের একার্থতা অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে। যেহেতু, আত্মার অলাভই বাস্তবিক অজ্ঞান, সুতরাং আত্মার জ্ঞানই লাভ, লাভের জ্ঞানরূপতা না বলিলে, অনাত্মবস্তুর ন্যায় অপ্রাপ্তের প্রাপ্তিস্বরূপ লাভ সর্ব্বময় আত্মার কোনরূপেই সম্ভাবিত হইতে পারে না। কারণ, সর্ব্বময় আত্ম-তত্ত্বের বিচারে লব্ধা (লাভকর্ত্তা) ও লব্ধব্য (যাহার লাভ হয়) এই উভয়ের ভেদ থাকে না। যে স্থলে আত্মা হইতে অনাত্মার লাভ বা জ্ঞান সম্পাদন করিতে হইবে, সেই স্থলে আত্মা লব্ধা, অনাত্মা লব্ধব্য। যেহেতু, সেই অনাত্মা পূর্ব্বে জ্ঞাত নহে, পরে কারকবিশেষের সাহায্যে ক্রিয়াবিশেষকে উৎপাদন করিয়া প্রাপ্ত বা জ্ঞাত হয়, এই জন্য লব্ধব্য, সেই লব্ধব্যের লাভ অপ্রাপ্তপ্রাপ্তিস্বরূপ, অতএব অনিত্য; কারণ, মিথ্যাজ্ঞান-জনিত সঙ্কল্পের ক্রিয়া হইতেই তাহার উৎপত্তি। যেমন স্বপ্নে অসত্যভূত-পুত্রাদিলাভ ঘটে। কিন্তু এই লব্ধ আত্মা তাহার বিপরীত; যেহেতু, আত্মা উৎপাদ্যাদি ক্রিয়া দ্বারা ব্যবহিত নহে, আত্মার ইহাই স্বরূপ। এই জন্য আত্মা নিত্য লব্ধস্বরূপ হইলেও কেবল অবিদ্যামাত্র দ্বারা ব্যবহিত আছেন, এই জন্য অজ্ঞাত। যেমন লোকে শুক্তি পাইয়াও কেবল রজত-ভ্রমে

তাহার স্বরূপ জানিতে পারে না, এ স্থলে বিপরীতজ্ঞানই স্বরূপের আচ্ছাদক, সেই প্রকার গ্রহণ বা লাভ জ্ঞানই অন্য কিছু নহে ; জ্ঞানের ফলই বিপরীত জ্ঞানের নিবৃত্তি। এই স্থলে আত্মার অলাভ কেবল অবিদ্যার আবরণবশতঃই নিষ্পন্ন। বিদ্যা দ্বারা তাহার দূরীকরণ কর্ত্তব্য, তাহাই প্রকৃত লাভের স্বরূপ, অন্য প্রকার লাভ কখনই আত্মার সম্ভবে না ; সেই হেতু এই নিশ্চিত হইল যে, জ্ঞান দ্বারা আত্মার প্রাপ্তি হইলে অন্য কোনও সাধারণ প্রয়োজনের আবশ্যকতা নাই, ইহা পরে কথিত হইবে। সেই হেতু শ্রুতি জ্ঞান ও লাভ শব্দের একার্থতা নিঃশঙ্করূপে বলিবার অভিপ্রায়ে জ্ঞানের প্রস্তাবে "অনুবিন্দেৎ" এই শব্দ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রুতিস্থ 'বিদ'ধাতু লাভ অর্থের বাচক। ইহার দ্বারা আত্মার গুণবিজ্ঞানের ফল বলা হইতেছে যে, এই আত্মা নাম-রূপে বিশ্বে প্রবেশ করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন এবং নামরূপ দ্বারা প্রাণাদি সমূহের সহিত সম্বন্ধরূপ শ্লোক (যশ) প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি এই প্রকার ভাবনা করেন, তিনি কীর্ত্তি (খ্যাতি) ও শ্লোক (প্রিয়বস্তুর সহিত সম্মিলন) লাভ করেন, অথবা উক্ত প্রকার আত্মাকে যে জানিতে পারে, সে মুমুক্ষুর অভিলষিত জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানরূপ কীর্ত্তি এবং শ্লোক শব্দে বোধিত ঐ জ্ঞানফল— মুক্তি প্রাপ্ত হয় ॥ ৭ ॥

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা ।

স যোঽন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীতীশ্বরো হ তথৈব স্যাদাত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকম্ভবতি ॥ ৮ ॥

কি জন্য অন্য অনাত্মবস্তুর আদর না করিয়া কেবল আত্মতত্ত্বই জ্ঞাতব্য বলিতেছেন, এ বিষয়ে শ্রুতিই হেতুদর্শনাভিপ্রায়ে কহিতেছেন, এই জগতে সমস্ত প্রিয় বস্তু অপেক্ষা পুত্র প্রিয়, ইহা প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু এই আত্মা পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়তর। এই স্বর্ণ-রত্নাদি বিত্ত হইতে এবং লোকপ্রসিদ্ধ অন্য সকল প্রিয় বস্তু হইতেও আত্মা প্রিয়তর। কি জন্য আত্মা প্রিয়তর, প্রাণাদি প্রিয়তর নহে ? ইহার উত্তরে শ্রুতি বলিয়াছেন, যেহেতু, বাহ্য (শরীর হইতে পৃথগ্‌ভূত) পুত্র ও বিত্তাদি হইতে প্রাণ ও শরীর আভ্যন্তর অর্থাৎ আত্মার সন্নিকৃষ্ট, আবার তাহা

হইতেও আত্মা আভ্যন্তরতর। যে সকল পদার্থ অতিশয় প্রিয়, তাহাই লাভ করিবার জন্য লোকে যত্ন করিয়া থাকে। এই আত্মা লৌকিক সকল পদার্থ হইতে প্রিয়তম, সেই হেতু তাহার লাভের জন্য অতিযত্ন কর্ত্তব্য, অন্য প্রিয়লাভে আস্থা করণীয় নহে। এক্ষণে কি জন্য আত্মা ও অনাত্মা দুই প্রকার প্রিয়পদার্থের মধ্যে একপ্রকার প্রিয়ে অনাদর করিয়া অপর প্রকার প্রিয় পদার্থে যত্ন করা হইবে, অর্থাৎ আত্মারূপ প্রিয়পদার্থের উপাদান করিবে ও অন্য ত্যাগ করিবে, এইরূপ মীমাংসা করা হইল? আর ইহার বিপরীত করিলে অর্থাৎ আত্মার পরিত্যাগ ও অনাত্মার উপাদান করিলে ক্ষতি কি? এই আপত্তির উত্তরে শ্রুতিই কহিতেছেন—

সেই আত্মপ্রিয়বাদী, অনাত্ম পুত্রাদি প্রিয়বাদীকে অর্থাৎ যে আত্মা হইতেও পুত্রাদিকে প্রিয় বলিয়া থাকে, তাহাকে বলিবে যে, তুমি কি তোমার প্রিয় পুত্রাদিকে রোধ করিয়া রাখিতে পারিবে? তাহা নহে, সে বিনাশপ্রাপ্ত হইবেই। সেই আত্মপ্রিয়বাদী কেন এই প্রকার বলিবে? (উত্তর) যেহেতু, সে এই প্রকার বলিতে সমর্থ, কারণ, সে সত্যবাদী, পুত্রাদি প্রিয়পদার্থ যে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, তাহা যথার্থ হইবে, তাহার কারণ এই যে, সেই ব্যক্তি যথাভূত-বাদী, অর্থাৎ বস্তু যে প্রকার হয়, তাহাই বলিয়া থাকে, অন্যরূপ বলে না, সেই হেতু সেই ব্যক্তিই বলিতে সমর্থ। কেহ বলে, ঈশ্বর শব্দ ক্ষিপ্র (শীঘ্র) অর্থের বাচক, তাহা নহে, যদি ঐ অর্থে ঈশ্বর শব্দের লোকপ্রসিদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে তাহা স্বীকার্য্য হইত। অতঃপর শ্রুতি উপসংহারে বলিয়াছেন, অন্য প্রিয় পরিত্যাগ করিয়া আত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে। যে ব্যক্তি আত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করে, অর্থাৎ আত্মাই প্রিয়, অন্য প্রিয় নাই, লৌকিক সকল প্রিয়পদার্থই অপ্রিয়, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া উপাসনা (চিন্তা) করে, তাহার প্রিয়পদার্থ ধ্বংসশীল (বিনশ্বর) হয় না। এই যে ফল বলা হইল, তাহা নিত্যের অনুবাদ মাত্র, যেহেতু, আত্মজ্ঞ ব্যক্তির অন্য প্রিয় বা অপ্রিয় কিছুই থাকে না। অথবা আত্মার প্রিয়রূপে জ্ঞানের প্রশংসার জন্য কিম্বা আত্মার প্রিয়তারূপ গুণ-ফলের বিধানের জন্য এই বাক্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতিতে "প্রমায়ুকম্" এই পদটি প্রপূর্ব্বক মা ধাতুর উত্তর উকঞ প্রত্যয় দ্বারা সাধিত হইয়াছে। ঐ প্রত্যয়ের অর্থ তাচ্ছীল্য (সেই ক্রিয়ারূপ স্বভাব), তাহা হইলে প্রমায়ুক শব্দের অর্থ মরণরূপ স্বভাববিশিষ্ট। যাহারা মন্দাত্মদর্শী, অর্থাৎ আত্মার যথাস্বরূপের অনভিজ্ঞ, তাহারা প্রিয়গুণবিশিষ্টরূপে আত্মার উপাসনা করিলে ঐ ফল (অবিনশ্বর পুত্রাদি) প্রাপ্ত হইবে, ইহাই শ্রুতি ইঙ্গিত করিতেছেন ॥ ৮ ॥

তদাহুর্যদ্‌ব্রহ্মবিদ্যয়া সর্ব্বং ভবিষ্যন্তো মনুষ্যা মন্যন্তে।
কিমু তদ্‌ব্রহ্মাবেদ্ যস্মাত্তৎ সর্ব্বমভবদিতি ॥ ৯ ॥

যে ব্রহ্মবিদ্যা সমস্ত উপনিষদের অভিপ্রেত, সেই ব্রহ্মবিদ্যাই 'আত্মেত্যেবোপাসীত' এই বাক্য দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে সেই ব্রহ্মবিদ্যাসূত্রের ব্যাখ্যানাভিপ্রায়ে প্রথমতঃ তাহার প্রয়োজন বলিবার জন্য উপোদ্ঘাত সঙ্গতি দেখাইতেছেন। শ্রুতিস্থ "তৎ" শব্দের অর্থ তাহা, অর্থাৎ অব্যবহিত পরবাক্যে প্রকাশ্য বস্তু। সেই সকল ব্রহ্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু—যাঁহারা জন্ম-জরা-মরণরূপ প্রবাহ-চক্রে নিরন্তর ভ্রমণকৃত প্রয়াস ও দুঃখময় অপার মহাসমুদ্রের তরণোপায়-স্বরূপ গুরুকে লাভ করিয়া তাহার পরপারে যাইতে চাহেন, যাঁহারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ সাধন ও স্বর্গ-নরকাদিরূপ তৎসাধ্য ফলে বিরক্ত হইয়া কেবল যাহা সাধ্যসাধন হইতে বিলক্ষণ, নিত্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃস্বরূপ, তাহারই প্রার্থী, তাঁহারাই বলেন, যে বিদ্যা দ্বারা ব্রহ্ম পরিজ্ঞাত হয়, সেই ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা আমরা সর্ব্বময় হইব। এই প্রকার মনুষ্য সকলে মনে আশা করে। যদিচ দেবতা-দিগেরও মোক্ষলাভের ইচ্ছা হইয়া থাকে, তথাপি শ্রুতিতে যে মনুষ্যশব্দ বলা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে, মনুষ্যই বিশেষতঃ অভ্যুদয় ও মোক্ষের সাধন-কার্য্যে অধিকারী, ইহার জ্ঞাপন। যে প্রকার তাহারা কর্ম্ম হইতে নিশ্চিতই স্বর্গাদি ফলের লাভ হয়, মনে করিয়া থাকে, সেই প্রকার ব্রহ্মবিদ্যা হইতেও সর্ব্বস্বরূপতা অর্থাৎ ব্রহ্মরূপতা নিয়তই লাভ হয়, ইহাও মনে করে। যেহেতু, বেদই উক্ত দুই প্রকার ফলের উল্লেখ করিয়াছেন, কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয় বিষয়েই বেদের সমান প্রামাণ্য।

আপত্তি হইতেছে যে, সেই মনুষ্যপ্রার্থিত ফল বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়, এই জন্য জিজ্ঞাসা করি, যাহার বিজ্ঞানপ্রভাবে মনুষ্য সর্ব্বময় হইবে মনে করে, সেই ব্রহ্ম কি? যেহেতু, এই প্রশ্ন শ্রুতিতেও আছে যে, যাহার বিজ্ঞানে সর্ব্বময় অর্থাৎ ব্রহ্মময় হয়, উহা কি-স্বরূপ? আর যদি কাহাকে না জানিয়াই সর্ব্বময় হওয়া যায়, তবে অন্যেরও তাহা হইতে পারে, ব্রহ্মবিদ্যার আবশ্যকতা কি? আবার যদি কাহাকে জানিয়াই সর্ব্বময়ত্বলাভ হয়, তবে বিজ্ঞানরূপ কারণ দ্বারা নিষ্পাদ্য ব্রহ্মস্বরূপতা-লাভ কর্ম্ম-নিষ্পাদ্য স্বর্গাদি ফলের ন্যায় অনিত্য হইয়া পড়ে এবং সর্ব্বময়ভাবকে যে ব্রহ্মবিদ্যার ফল বলা হইয়াছে, তাহার অনবস্থাদোষও হইয়া উঠে, অর্থাৎ যে বিজ্ঞানবশতঃ সর্ব্বময়ভাব

লব্ধ হয়, ঐ বিজ্ঞান কোন বিজ্ঞান বশতঃ জন্মে, আবার সে বিজ্ঞানও অন্যবিজ্ঞান-সাপেক্ষ। এই প্রকারে অনবস্থাদোষ ঘটিয়া উঠে। যদি ব্রহ্ম না জানিয়াই ব্রহ্ম সর্ব্বময় হইয়াছে, এইরূপ বলা যায়, তাহা হইলেও শাস্ত্রার্থবৈরূপ্য দোষাধীন সর্ব্বময়ত্ব-ফল অনিত্য হইয়া পড়ে অর্থাৎ অস্মদাদির সর্ব্বময়তালাভেই ব্রহ্মজ্ঞানের অপেক্ষা, ব্রহ্মের সর্ব্বময়তার প্রতি ব্রহ্মজ্ঞানের অপেক্ষা নাই, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে, শাস্ত্রার্থের বিরূপতাদোষ হয়। ব্রহ্মেরও ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারাই সর্ব্বময়তা-লাভ হইয়াছে বলিলে সর্ব্বময়তাজ্ঞানজন্য বলিতে হয়, তাহা হইলেই ব্রহ্মের সর্ব্বময়ত্বও অনিত্য হইয়া উঠে।

সিদ্ধান্তী কহিল, তুমি যে কয়েকটি দোষ দেখাইয়াছ, ইহার একটিও সঙ্গত হয় না, যেহেতু, অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য সংসারের বিলয়সাধন ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সম্পন্ন হয়। অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ স্বপ্রকাশ, ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন পদার্থ বস্তুসৎ না থাকায় অবিদ্যাকল্পিত সকলই ব্রহ্মজ্ঞানে তিরোহিত হইয়া যায়। যদি ব্রহ্ম কোন পদার্থ-বিশেষকে জানিয়া সর্ব্বময় হইয়া থাকেন, তবে জিজ্ঞাস্য, সেই পদার্থটি কি ? যাহা জানিয়া ব্রহ্ম সর্ব্বময় হইয়াছেন ; শ্রুতিই "কিমু তৎ" এই অংশ দ্বারা ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীত্তদাত্মানমেবাবেৎ।

অহং ব্রহ্মাস্মীতি।

তস্মাত্তৎসর্ব্বমভবৎ।

তদ্ যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবত্তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাং তদ্ধৈতৎ পশ্যন্নৃষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবꣳ সূর্য্যশ্চেতি।

তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদꣳ সর্ব্বং ভবতি তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে।

আত্মা হ্যেষাꣳ স ভবতি।

অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবꣳ স দেবানাম্।

যথা হ বৈ বহবঃ পশবো মনুষ্যং ভুঞ্জ্যুরেবমেকৈকঃ পুরুষো দেবান্‌ ভুনক্ত্যেকস্মিন্নেব পশাবাদীয়মানেঽপ্রিয়ং ভবতি কিমু বহুষু তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যুঃ ॥ ১০ ॥

এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রুতিই পূর্ব্বোক্ত দোষরহিত উত্তর করিতেছেন। অপর ব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভই ব্রহ্মশব্দের অর্থ, যেহেতু, তাঁহারই বিজ্ঞানসাধ্য সর্ব্ব-স্বরূপতা ফল কথিত হইয়াছে, পরব্রহ্মের সর্ব্বস্বরূপতা বিজ্ঞানসাধ্য নহে, স্বাভাবিক, "তস্মাত্তৎ সর্ব্বমভবৎ" এইশ্রুতিতে বিজ্ঞানসাধ্য সর্ব্বস্বরূপতা অপর ব্রহ্মেরই অভিহিত আছে। তবেই ইহাই বলিতে হইবে যে, "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" শ্রুতিতে ব্রহ্মশব্দের অপর ব্রহ্মই অর্থ। অথবা পূর্ব্বশ্রুতিতে মনুষ্যের প্রস্তাব আছে, এবং মনুষ্যই অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স ফলসাধনে বিশেষরূপে অধিকারী, এই হেতু ব্রহ্মশব্দে পরব্রহ্ম বা অপরব্রহ্ম (প্রজাপতি)-কে না বুঝাইয়া, যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মময় হইবে, তাহাকেই বুঝাইয়াছে. অতএব ইহা নিষ্কর্ষ হইল যে, যে ব্রাহ্মণ নিত্য, নৈমিত্তিক ও নিষ্কাম কর্ম্ম সহিত দ্বৈতৈকত্ব (সর্ব্বদ্বৈতের ঐক্য) জ্ঞান বা অপর ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা অপরব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত ভোগে বিরত এবং সকল অভিলষিত ফলের লাভবশতঃ কাম্য কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন ও ক্রমশঃ পরব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া ভবিষ্যতে পরব্রহ্মভাব লাভ করিবেন, সেই ব্রাহ্মণই এই শ্রুতিতে ব্রহ্মশব্দের লক্ষ্য। লৌকিকভাবেও দেখা যায় যে, অবশ্যম্ভাবী অবস্থা ধরিয়া শব্দবিশেষের প্রয়োগ ব্যবহার আছে, যেমন "অন্ন পাক করিতেছে," যদিও পাক দ্বারা অন্ন নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তথাপি এ স্থলে অন্ন হইবে বলিয়াই তণ্ডুলকে অন্নশব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হইয়াছে। শাস্ত্রেও প্রয়োগ আছে, পরিব্রাজক (যে ভিক্ষুকাশ্রম গ্রহণ করিবে) সকল প্রাণীকে অভয়দান করিবে, এই স্থলে ভাবী পরিব্রাজকে পরিব্রাজক শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই প্রকার এই স্থলেও যাহার ব্রহ্মভাব অবশ্যম্ভাবী, সেই ব্রহ্মশব্দে উক্ত হইয়াছে, এইরূপ কেহ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, কিন্তু ঐ ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা। তাঁহার কারণ এই যে, এইরূপ হইলে সর্ব্বময়তা অনিত্য-দোষদুষ্ট হইয়া পড়ে, কারণ, এই জগতে বাস্তবিক এমন কোন পদার্থ নাই যে কারণাধীন ভাবান্তর প্রাপ্ত হয় অথচ নিত্য ; তবেই সর্ব্বভাবাপত্তি ব্রহ্মবিজ্ঞান সাধ্য অথচ নিত্য, এই কথা সর্ব্বথাই বিরুদ্ধ। পক্ষান্তরে, অনিত্য বলিয়া স্বীকার করিলে স্বর্গাদিরূপ কর্ম্মফলের ন্যায় সর্ব্বময়তাও বিনশ্বর হইতে পারে, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দোষই

রহিয়া যায়। যদি বল, অবিদ্যাজনিত অসর্ব্বময়তানিবৃত্তিই সর্ব্বভাবাপত্তিস্বরূপ, তাহাই ব্রহ্মবিদ্যার ফল, তাহা হইলে ব্রহ্মশব্দের পূর্ব্বোক্ত 'ব্রহ্মভাবাপন্ন' পুরুষ অর্থ নিষ্প্রয়োজন হয় না কি ? কারণ, ব্রহ্মবিজ্ঞানের পূর্ব্বেও যখন সমস্ত প্রাণী বাস্তবিক সর্ব্বভাবাপন্ন, সুতরাং সর্ব্বময়ত্ব তাহাদের নিয়তই আছে, কেবল তাহাতে অব্রহ্মত্ব ও অসর্ব্বময়ত্ব অবিদ্যা দ্বারা আরোপিতমাত্র। যেমন শুক্তিতে রজতভাব এবং আকাশের তলমালিন্য প্রভৃতি কল্পিত, সেই প্রকার ব্রহ্মেও অব্রহ্মত্ব ও অসর্ব্বময়ত্ব অবিদ্যা দ্বারা আরোপিত। তাহাই ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা নিবর্ত্তিত হয়, ইহাই যদি স্বীকার কর, তবে যে পরব্রহ্ম পারমার্থিক সত্তাবান্, অথচ ব্রহ্মশব্দেরও মুখ্য অর্থ, তাহাই "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মশব্দের অর্থ বলাই যুক্তিযুক্ত। যেহেতু, বেদ যথার্থ অর্থেরই প্রতিপাদন করিয়া থাকে, তবে কি জন্য মুখ্যার্থের বিপরীত 'ভাবী ব্রহ্মভাবাপন্ন পুরুষ'-রূপ অর্থ কল্পনা করিতে যাইবে ? অতি মহৎ প্রয়োজন ব্যতিরেকে যথাশ্রুত অর্থের পরিত্যাগ এবং অশ্রুত অর্থের কল্পনা শাস্ত্রে অতি অন্যায্য বলিয়া পরিগণিত আছে। অব্রহ্মত্ব ও অসর্ব্বময়ত্ব স্বভাবসিদ্ধ, উহা অবিদ্যা-কৃত নহে, এইরূপ বলিতেও পারিবে না। যেহেতু, ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা তাহার নিবৃত্তি শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ অভিহিত হইয়াছে। যদি অব্রহ্মত্ব ও অসর্ব্বময়ত্ব বাস্তবিক সত্য হয়, তবে ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে না, কোন কালেই বিদ্যা সত্যভূত বস্তুধর্ম্মের বিপক্ষতা করিতে বা উৎপাদন করিতে পারে, এমন দেখা যায় না, সকল স্থলে অবিদ্যা (মিথ্যাজ্ঞান)-কেই নিবৃত্তি করে দেখা যায়। অতএব এই অবিদ্যাকৃত অব্রহ্মত্ব ও অসর্ব্বময়ত্বই ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা নিবর্ত্তিত হয় জানিবে। যেহেতু, ব্রহ্মবিদ্যা পারমার্থিক বস্তুর উৎপাদন করিতে বা (সত্যভূত বস্তু) নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হয় না, সেই হেতু বলি, তুমি যে ব্রহ্মশব্দের যথাশ্রুত অর্থ ত্যাগ করিয়া অশ্রুত অর্থ করিয়াছ, তাহা নিরর্থক। যদি বল, ব্রহ্মবিষয়ে অবিদ্যা সম্ভব কি ? তাহাও নহে, যেহেতু, ব্রহ্মবিষয়ে বিদ্যার বিধান আছে, অতএব বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মে নিশ্চয়ই অবিদ্যারও সম্পর্ক আছে। তাহার নিবৃত্তির জন্য বিদ্যা আবশ্যক। শুক্তিতে রজতভ্রম যাহার নাই, তাহাকে কেহ 'ইহা শুক্তি' এইরূপে জানাইয়া থাকে না, অর্থাৎ তুমি যাহা দেখিতেছ, ইহা শুক্তি, রজত নহে, এইরূপ কেহ অভ্রান্ত পুরুষকে বলিয়া থাকে না। কিন্তু শ্রুতিতে ব্রহ্মবিষয়ে সেই প্রকার উপদেশ আছে, যথা—"এই সমস্ত জগৎ সৎব্রহ্মময়" "এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম" "এই সমস্ত জগৎ আত্মা।" যদি ব্রহ্মে অবিদ্যাপ্রযুক্ত কাহারও অধ্যারোপ না থাকিত, তবে ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বৈতের অভাবে এই প্রকারে ব্রহ্মবিষয়ে একত্ববিজ্ঞান বিহিত হইত না। বাদী বলিলেন, আমরা এ কথা বলিতেছি না যে,

যেমন শুক্তিতে রজতের অধ্যারোপ হইয়া থাকে, ব্রহ্মে সেই প্রকার জগতের অধ্যারোপ নাই, তবে ব্রহ্ম নিজের উপর জগতের অধ্যারোপের কারণ নহে ও অবিদ্যার কর্ত্তা নহে, এইমাত্র বলিতেছি। সিদ্ধান্তী বলেন, এই প্রকার হউক, তাহাতে আপত্তি নাই। ব্রহ্ম অবিদ্যার কর্ত্তা অর্থাৎ ভ্রান্ত নহেন, ইহা আমাদেরও স্বীকার্য্য, কিন্তু ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন অবিদ্যার কর্ত্তা ভ্রান্ত, চেতন আত্মা আছে, ইহা শাস্ত্রানুসারে আমরা মানি না। "ইহা ভিন্ন অন্য বিজ্ঞাতা কেহ নাই" "ইহা হইতে অন্য বিজ্ঞানসাধন কিছু নাই" "তুমি সেই পরব্রহ্ম স্বরূপ" "আত্মাকেই জানিবে" "আমি ব্রহ্ম" "ব্রহ্ম অন্য, আমি তাহা অপেক্ষা অন্য," "এই প্রকার যে জানে, সে ব্রহ্ম জানিতে পারে না" এবং "আমি সমস্ত প্রাণীতে সমান" "হে অর্জ্জুন ! আমি আত্মা," "কুক্কুর ও চণ্ডালে যাঁহারা সমদর্শী" ইত্যাদি স্মৃতি ও মন্ত্রবর্ণে ব্রহ্মাতিরিক্ত চেতন পদার্থের নাস্তিত্বই প্রমাণিত হয়।

যদি বল যে, 'সবই যদি ব্রহ্ম হয় ও ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় চেতন না থাকে, তবে শাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ করিবার প্রয়োজন কি ? তদুত্তরে বলা যায় যে, হাঁ, ব্রহ্ম অবগত হইলে শাস্ত্রের আনর্থক্য ঘটে, অন্যথা নহে। ব্রহ্ম অবগত হওয়ারই বা ফল কি ? এ কথাও বলিতে পার না, কেন না, অবগতি দ্বারা অবগতির অভাব-নিবৃত্তিই আপাত ফল বলি। তাহাতেও যদি বল যে, তোমার মতে যখন এক ব্রহ্মমাত্রই পদার্থ, অবগমাভাবের নিবৃত্তিই বা কিরূপে সঙ্গত হয় ? উত্তর—তাহা নহে, একত্ব-বিজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ে অবগমাভাবের নিবৃত্তি দৃষ্ট হইতেছে। প্রত্যক্ষ দৃষ্ট পদার্থ অনুপপন্ন বলিলে, দৃষ্টবিরোধদোষ হয়, কেহই দৃষ্টবিরোধদোষ স্বীকার করেন না, যাহা দৃষ্ট হয়, তাহাতে অনুপপত্তি থাকিতে পারে না। যদি যুক্তিবিরুদ্ধ হয় বলিয়া দৃষ্টেতে অনুপপত্তি বলিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে দৃষ্টবিরুদ্ধ যুক্তিই অসঙ্গত, ইহা বলিব।

পূর্ব্বে এই শ্রুতিস্থ ব্রহ্মশব্দের অর্থ ব্রহ্মভাবী পুরুষ, এই মত খণ্ডন করা হইয়াছে। এইক্ষণে অন্যপ্রকারে ঐ মত খণ্ডন করিবার জন্য ভাষ্যকার ঐ পূর্ব্বপক্ষের পুনরুত্থাপন করিতেছেন, বাদী বলেন—"পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা উৎকৃষ্ট ফলবান্ হয়," সেই পুরুষকে, ব্রহ্মবিদ্যা এবং কর্ম্ম, অনুসরণ করে ; "পুরুষ বিজ্ঞানময়, ক্রিয়াবান্ এবং মনন ও বোধের আশ্রয়" এই সকল শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, সংসারী আত্মা পরমাত্মা অপেক্ষা বিলক্ষণ ধর্ম্মাক্রান্ত। এই প্রকার, 'সেই পরমাত্মা এতৎস্বরূপ নহেন, তৎস্বরূপ নহেন' "তিনি অশনায়াদি ধর্ম্ম

অতিক্রম করিয়াছেন," "যে আত্মা পাপশূন্য, জরা-মৃত্যুরহিত" "এই অবিনশ্বর পরমাত্মার শাসনে স্বর্গ ও পৃথিবী বিধৃত আছে," এই সকল শ্রুতিবাক্য দ্বারা সংসারী জীব হইতে বিলক্ষণ পরমাত্মা প্রতিপাদিত হইয়াছে। কণাদ ও অক্ষপাদ স্বকৃত তর্কশাস্ত্র সমূহে নানা যুক্তি দ্বারা সংসারী হইতে বিলক্ষণভাবে ঈশ্বরসিদ্ধি করিয়াছেন। আর ইহাও যুক্তিযুক্ত যে, সংসারী জীবের সংসার-দুঃখের অপনয়নের জন্যই কর্ম্মে প্রবৃত্তি দৃষ্টিগোচর হয়, ঈশ্বরের তাহা হয় না; সুতরাং স্পষ্টই জানা যায় যে, ঈশ্বরাপেক্ষা সংসারী বিভিন্ন। "এই তিন লোকে আমার কর্ত্তব্য কিছু নাই," এই ভগবানের উক্তি দ্বারা ঈশ্বরের ফলাভিলাষে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির অভাবই প্রতিপাদিত হইয়াছে। "সেই আত্মার অন্বেষণ করিবে ও তাহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবে;" "সেই আত্মাকে জানিয়া পুণ্য ও পাপে লিপ্ত হইতে হয় না," "ব্রহ্মবেত্তাই পরব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়," "সেই আত্মাকে একরূপেই জানিতে হয়" "গার্গি! এই অবিনশ্বর ব্রহ্ম জানিলে (দুঃখভোগ করিতে হয় না)" "ধীর সেই আত্মাকে জানিয়া" "প্রণব ধনু, আত্মা বাণ, সেই ব্রহ্মই লক্ষ্য" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মকে কর্ম্মরূপে ও জীবাত্মাকে জ্ঞানের কর্ত্তৃরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; তবেই ব্রহ্মাতিরিক্ত চেতন কোন পদার্থ না থাকিলে ইহা সঙ্গত হইতে পারে না। যেহেতু, এক ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব একপদার্থে বিরুদ্ধ; আবার মুমুক্ষু পুরুষের গতি ও পথ-বিশেষের উপদেশ থাকায় জীব ও ব্রহ্মের বিভিন্নতাই প্রতীয়মান হয়, অর্থাৎ যদি জীব ও ব্রহ্মের ভেদ না থাকে, তবে কাহার কোন্ স্থান হইতে গমন হইবে? এজন্য অবশ্যই ব্রহ্মাতিরিক্ত জীবের সত্তা স্বীকার্য্য। এইরূপ কর্ম্মীর দক্ষিণমার্গ ও জ্ঞানীর উত্তরমার্গ, এই প্রকার মার্গবিশেষের উপদেশ এবং গন্তব্য স্থানেরও অনুপপত্তি হয়। কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের ভেদ স্বীকার করিলে, এই সমস্তই সুসঙ্গত হইতে পারে। শুধু তাহাই নহে, উহাতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সস্বরূপ ফলের সাধনরূপে কর্ম্ম ও জ্ঞানের উপদেশ করাও যুক্তিযুক্ত হয়। এক ব্রহ্ম মানিলে পূর্ণকাম ঈশ্বরের ফলকামনার অভাবে ঐ উপদেশ সর্ব্বথাই অসঙ্গত হইয়া উঠে। অতএব এইক্ষণে ইহাই স্থির হইল যে, এই শ্রুতিস্থ ব্রহ্মশব্দ, ব্রহ্মভাবী পুরুষকেই বুঝাইয়াছে, পরব্রহ্মের বাচক নহে। সিদ্ধান্তী তদুত্তরে বলেন, তাহাও নহে, জীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থ হইলে, ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ অনর্থক হয়। তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মভাবী সংসারী পুরুষ স্বয়ং অব্রহ্ম হইয়া "তিনি আমিই ব্রহ্ম, এই প্রকারে আত্মাকে জানিয়া সর্ব্বময় হইয়াছিলেন" এই শ্রুতিবোধিত আত্মবিজ্ঞান হইতেই সংসারী আত্মার সর্ব্বময়তারূপ ফলসিদ্ধি হওয়ায় পরব্রহ্ম বিজ্ঞানের উপদেশ নিশ্চিতই

ব্যর্থ হইয়া পড়ে। কেন না, পরব্রহ্মবিজ্ঞান কোন পুরুষার্থসাধনেই উপযোগী হয় না। বাদী বলেন—সংসারী জীবের ব্রহ্মত্বসম্পাদনের জন্য যখন 'আমি ব্রহ্ম,' এইরূপ শাস্ত্রে উপদেশ আছে, সুতরাং উহা দ্বারাই সার্থক্য রক্ষিত হইবে,' যেহেতু পূর্ব্বে ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান না থাকিলে 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ ব্রহ্মাত্মবোধ সম্পাদন (অন্যরূপে অন্যের ভাবনা) করা যায় না, ব্রহ্ম জানিলেই তাহা করা সম্ভব হয়; এই জন্যই শাস্ত্রে ব্রহ্মের স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে। সিদ্ধান্তী বলেন, এইরূপ শ্রুতির তাৎপর্য্য বর্ণনা করা অতীব অন্যায়, কারণ—"এই আত্মা ব্রহ্ম" "যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ এবং অসাক্ষাৎ প্রকাশিত আছেন," "যে আত্মা সেই সত্য ব্রহ্মস্বরূপ," "সেই এই আত্মা" "ব্রহ্মবেত্তা, পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়" এই উপক্রম করিয়া "এই সেই আত্মা" ইত্যাদি উল্লিখিত বহু-শ্রুতিতে ব্রহ্ম ও আত্মশব্দের অভিন্নতা নির্দেশ হেতু ঐ শব্দদ্বয়ের একার্থবাচকতা অবগত হওয়া যায়। যদি আত্মা ভিন্ন অন্য পদার্থ যথার্থ থাকিত, তবে তদ্রূপে উপাসনাই বিহিত হইত, ঐক্য থাকিলে তাহার সম্পত্তি অর্থাৎ তদ্রূপপ্রাপ্তি কি হইতে পারে? উপাসনা দ্বারা অন্য পদার্থের অন্যরূপে ভাবনাই সম্পত্তি বা সম্পাদন নামে শাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক পদার্থে তাহা সম্ভবে না। পক্ষান্তরে "এই যে সমস্ত জগৎ, ইহা আত্মা," এই উপক্রম করিয়া সাক্ষাৎকরণীয় আত্মারই একত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। তবেই ইহাই নিশ্চিত হইল যে, ব্রহ্মশব্দে যে ব্রহ্মভাবী পুরুষের ব্রহ্মরূপ ভাবনা বা ব্রহ্মসম্পৎ বলা হইয়াছে, এ কথা উপপন্ন হইতে পারিল না এবং ব্রহ্মোপদেশের এতদ্ভিন্ন অন্য প্রয়োজনও দেখা যায় না। ব্রহ্মরূপে ভাবনা যে ব্রহ্মসম্পৎ নহে, এ বিষয়ে আরও যুক্তি এই যে, "ব্রহ্মবেত্তা ব্রহ্ম হয়" "অভয় ব্রহ্মস্বরূপ হয়" এই সকল শ্রুতিতে ব্রহ্মবিজ্ঞানের ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্তিই ফলরূপে কথিত আছে। যদি ঐ ভাবনা সম্পৎস্বরূপ হয়, তবে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিরূপ আপত্তির কথন অসঙ্গত হইত। যেহেতু, ভাবনা দ্বারা এক পদার্থ, অন্য পদার্থে পরিণত হওয়া কোথাও দেখা যায় না ও সম্ভব হয় না।

বাদী বলেন;—যখন শাস্ত্রে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি ফল উক্ত আছে, তখন সম্পদ্রূপ ভাবনা দ্বারাই ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি হইবে, শাস্ত্রই তাহার জ্ঞাপক। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন, সম্পত্তি কেবল জ্ঞানবিশেষমাত্র, জ্ঞান কেবল মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া থাকে, ইহা ভিন্ন কোন পদার্থের উৎপাদক হয় না, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বলিতে কি, শাস্ত্রবাক্য কোন বস্তুর সামর্থ্য জন্মাইতে পারে না। শাস্ত্র কেবল জ্ঞাপকই হয়, কারক নহে, এইরূপ স্থিরসিদ্ধান্ত আছে। সুতরাং জীবের "আমি ব্রহ্ম," এই প্রকার ভাবনা দ্বারা ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি যে তুমি কহিয়াছ, তাহা সর্ব্বথাই অসঙ্গত।

আর তোমার কথিত ব্রহ্মশব্দের ব্রহ্মভাবী পুরুষ অর্থও হইতে পারে না, এ বিষয়ে আরও যুক্তি এই যে, "সেই সৃষ্টিকর্ত্তা এই জগতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন," ইত্যাদি বাক্যে পরব্রহ্মের সৃষ্ট জগৎমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বে অবধারিত হইয়াছে। সেই পরব্রহ্মের প্রকরণে ব্রহ্মশব্দের ব্রহ্মভাবী পুরুষ অর্থ কল্পনা করা নিতান্তই অনুচিত এবং তাহা করিলে উপনিষদ্বাক্য সকলের অভিমতার্থের বাধাও হইয়া উঠে। "গাঢ়সৈন্ধবের ন্যায় অবকাশরহিত এবং বাহ্যশূন্য, একমাত্র আনন্দময় ব্রহ্ম," এই প্রকার বিজ্ঞান, সকল উপনিষদের একমাত্র প্রতিপাদ্যরূপে অভিপ্রেত অর্থ। তাহা মধুকাণ্ড ও মুনিকাণ্ডরূপ কাণ্ডদ্বয়ের অন্তে কথিত অবধারণ দ্বারা অবগত হওয়া যায়; যথা—মধুকাণ্ডের অন্তে "ইহাই শাস্ত্রোপদেশ," মুনিকাণ্ডের অন্তে "ইহাই অমৃতত্ব", এই প্রকার অবধারণের নির্দ্দেশ আছে। শুধু ইহাই নহে—আবার সকল শাখীয় উপনিষদ্বাক্যের এক ব্রহ্মৈকত্ববিজ্ঞানই প্রধান প্রতিপাদ্যরূপে নির্ণীত। এক্ষণে যদি উক্ত শ্রুতির "ব্রহ্মভিন্ন সংসারী চেতন আত্মাকে জানিয়াছিল" এইরূপ অর্থ কল্পনা করা যায়, তবে শাস্ত্রের অভিপ্রেতার্থের বাধ করা হয় না কি? এবং উপক্রম ও উপসংহারের বিভিন্নতাপ্রযুক্ত শাস্ত্রের অসামঞ্জস্যের প্রশ্রয় দেওয়াও হয়। যদি সংসারী আত্মাই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য হয়, তবে উপনিষদ্ শাস্ত্রের ব্রহ্মবিদ্যা ব্যপদেশ (সংজ্ঞা) সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। যেহেতু, "আত্মানমেবাবেৎ" এই শ্রুতিতে তোমার মতে সংসারী আত্মারই জ্ঞেয়ত্ব উপপন্ন হয়। যদি বল, "আত্মাকে জানিবে," এ কথায় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় আত্মা দুইটি বিভিন্নই বুঝা যায়, তাহাও নহে; কারণ, আমি ব্রহ্ম, এই বলিয়া নিজেকেই ব্রহ্মরূপে বিশেষ করা হইয়াছে। যদি জ্ঞাতা অপেক্ষা জ্ঞেয় আত্মা অন্য হইত, তবে ঐরূপ নির্দ্দেশ না করিয়া, 'এই অমুক' এই প্রকারে বিশেষ করা হইত; কিন্তু 'আমিই সেই ব্রহ্ম' এইরূপ বিশেষোল্লেখ হইত না। "অহমস্মীতি" "এই বিশেষ করা হেতু ও "আত্মানমেব" এই এব শব্দ দ্বারা অবধারণ করায় নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, আত্মাই ব্রহ্ম। এইরূপ হইলে শাস্ত্রের ব্রহ্মবিদ্যা এই নামটিও সুসঙ্গত হয়, কিন্তু তোমার অভিপ্রেত অর্থ করিলে উপনিষৎকে ব্রহ্মবিদ্যা না বলিয়া সংসারিবিদ্যা বলাই উচিত হয়। এক পদার্থের ব্রহ্মত্ব ও অব্রহ্মত্ব এই বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়, সূর্য্যের অন্ধকার এবং প্রকাশের ন্যায় বাস্তবিকরূপে উপপন্ন হয় না এবং ব্রহ্ম ও অব্রহ্ম উভয় নিমিত্তক হইলে শাস্ত্রের ব্রহ্মবিদ্যা এইরূপ নিশ্চিতরূপে উল্লেখ করাও উচিত হয় না; পরন্তু ব্রহ্মবিদ্যা ও সংসারিবিদ্যা এই দুইটি শাস্ত্রের সংজ্ঞা হইয়া পড়ে। অতএব 'অব্রহ্মের ব্রহ্মোপদেশ' এইরূপ অর্থ সর্ব্বথা অগ্রাহ্য।

অর্দ্ধজরতীয়ত্ব ন্যায়ে, অর্থাৎ যেমন এক বস্তুর কোন অংশ জীর্ণ, কোন অংশ তরুণ, এইরূপ এক বিদ্যার সংসারিবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা এই দুই প্রকার কল্পনাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, তাহা হইলে শ্রোতার সংশয় হইতে পারে, যাহাতে সংশয় থাকে, তাহা পুরুষার্থসাধক হয় না; যেহেতু, নিশ্চিত জ্ঞানই পুরুষার্থের সাধন বলিয়া শাস্ত্রের অভিমত। "যাহার নিশ্চয় হয়, সংশয় থাকে না," এইরূপ শ্রুতি ও "সন্দিহান চিত্ত বিনাশ প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি স্মৃতি দ্বারা সংশয়জ্ঞান নিন্দিতই হইয়াছে। এই জন্য পরহিতৈষী লোক, কদাচ বাক্যে সংশয়িত অর্থবাচক শব্দের প্রয়োগ করিবেন না। আমাদের ন্যায় ব্রহ্মের জ্ঞানকর্তৃত্ব কল্পনা করাও সমীচীন নহে। বাদী বলেন, কেন? "তদাত্মানমেবাবেৎ" "তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ" এই বাক্যদ্বয় দ্বারা ব্রহ্মের কর্তৃত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে; সুতরাং ঐ শ্রুতি ব্রহ্মের প্রতিপাদক নহে, ব্রহ্মভাবী পুরুষকেই বুঝাইয়াছে বলিব। সিদ্ধান্তী বলেন, তাহা হইলে শাস্ত্রের তিরস্কার করা হয়। কারণ, পূর্ব্বোক্ত কল্পনা আমাদের নিজকৃত নহে, শ্রুতিই তাহার কল্পনা করিয়াছেন; সুতরাং তোমার এই দোষোদ্ভাবন শাস্ত্রের প্রতি হইতেছে। অপৌরুষেয় বেদবাক্যে দোষ শঙ্কা করাও নিতান্ত মূর্খতা, ইহাও উচিত নহে যে, লোকের ইষ্টকারী ব্যক্তি শাস্ত্রার্থের বিপরীত কল্পনা দ্বারা ব্রহ্মের প্রকৃত অর্থ পরিত্যাগ করিবে। তোমার এতাবন্মাত্র অসহিষ্ণুতাও যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ, ব্রহ্মেতে সকল দ্বৈতভাবই কল্পিত। ইহার ভাব এই যে—উক্ত শ্রুতিতে ব্রহ্মের কর্তৃত্ব-কল্পনা করা হইয়াছে বলিয়াই তোমার এত অসহ্য হইল কেন? ইহা ত আমাদের কল্পিত নহে, ইহা শ্রুতি দ্বারাই কল্পিত। বিশেষতঃ সকলই যে, ব্রহ্মে কল্পিত, 'এক প্রকারেই দেখিব,' 'ইহ-জগতে নানা কিছুই নাই', যে অবস্থাতে নানারূপের ন্যায় প্রতিভাত হয়।" 'ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়,' ইত্যাদি শত শত শ্রুতিবাক্য দ্বারা একমাত্র ব্রহ্ম সত্য, আর সমস্তই কল্পিত, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সকল লৌকিক ব্যবহার ব্রহ্মে কল্পিত, জগতে বাস্তবিক সৎপদার্থ কিছুই নাই। ব্রহ্মে কর্তৃত্বকল্পনা, ইহা অতি সামান্য কথা, আমি যে ব্রহ্মশব্দের অর্থ করিয়াছি, তাহাই সুসঙ্গত, সেই হেতু ইহাই অবধারিত হইল যে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্ম জগতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম-শব্দে সেই প্রকৃত ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রুতিস্থ 'বৈশব্দ' অবধারণবাচক। তাহার অর্থ—জ্ঞানের পর শরীরে অবস্থিত যে আত্মা ব্রহ্মরূপে জ্ঞাত হ'ন, জ্ঞানের পূর্ব্বেও তিনি সেই ব্রহ্মই ছিলেন এবং এই সমস্ত জগৎও সেই ব্রহ্মই।

কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান উদয়ের পূর্ব্বে 'আমি ব্রহ্ম নহি ও অসর্ব্বময়,' এই প্রকারে আত্মাতে অনাত্মভাবের আরোপ করা প্রযুক্ত 'আমি কর্ত্তা,' ক্রিয়াবান্ ও ফলের

ভোক্তা ; আমি সুখী, দুঃখী ও সংসারী এইরূপ আরোপ করিয়া থাকে। বাস্তবিক যিনি কল্পনাকারী, তিনি ব্রহ্মই, আর জাগতিক যাহা কিছু ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ভাবে অনুভূত হয়, তাঁহাও ব্রহ্মই। তবে যদি কেহ কখনও সুকৃতিবলে কোন দয়াবান্ গুরু কর্ত্তৃক প্রবোধিত হয় যে, 'তুমি সংসারী নও,' তবেই সে প্রকৃত আত্মাকে জানিতে পারে। এব শব্দ দ্বারা, "আত্মা স্বভাবসিদ্ধ, অবিদ্যাকল্পিত ও নামরূপাদিবিশেষধর্ম্ম-শূন্য" এই অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বাদী জিজ্ঞাসা করিল, বল দেখি, সেই স্বাভাবিক আত্মা কে, যাহাকে ব্রহ্মরূপে জানিয়াছিলে? সিদ্ধান্তী কহিল, তোমার কি সেই আত্মাকে স্মরণ হয় না? তাঁহাকে পূর্ব্বেই তোমাকে দেখাইয়াছি; যিনি এই শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান নামক বায়ুর ক্রিয়া করিতেছেন। বাদী কহিল, যেমন লোকে এইটি গো, এটি অশ্ব এইরূপ শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করে, তুমি সেই প্রকার এই আত্মা, এইরূপ শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিতেছ, কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারিতেছ না। সিদ্ধান্তী বলিল, যদি এইরূপ জানিতে ইচ্ছা কর, তবে তাহাই দেখাইতেছি, যিনি এই শরীরে দ্রষ্টা (দৃষ্টিকর্ত্তা), শ্রোতা (শ্রবণকর্ত্তা), মন্তা (মননকারী), বিজ্ঞাতা (নিশ্চয় জ্ঞানবান্), তিনিই আত্মা। পুনর্ব্বার বাদী আপত্তি করিল, যিনি দর্শনাদি ক্রিয়া করিতেছেন, তাঁহার আকৃতি প্রত্যক্ষ করাইতেছ না কেন? কেবল ক্রিয়া দ্বারা পরিচয় দিতেছ মাত্র, যেমন গন্তা বা ছেত্তা বলিলে, গমন ও ছেদন-ক্রিয়াই প্রতীত হয়, কর্ত্তার স্বরূপ জানা যায় না, যেহেতু, ঐ গমনাদি ক্রিয়া কর্ত্তা-স্বরূপ নহে। সিদ্ধান্তী কহিল, যিনি দৃষ্টির দ্রষ্টা, শ্রবণের শ্রোতা, মননের মন্তা ও বিজ্ঞানের বিজ্ঞাতা, তিনিই আত্মা। ইহার ভাব এই যে, দর্শনাদিরূপ ইন্দ্রিয়বৃত্তি-সমূহের সাক্ষী চেতনই আত্মা। বাদী জিজ্ঞাসা করিল, দৃষ্টির দ্রষ্টা ও ঘটের দ্রষ্টা এই উভয় স্থলেই দ্রষ্টা একরূপই প্রতীয়মান হইতেছে, কেবল ঘট ও দৃষ্টিরূপ দ্রষ্টব্য পদার্থেরই পার্থক্য লক্ষিত হইতেছে মাত্র। তুমি কি সেই দ্রষ্টব্যের বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করিয়া পার্থক্য করিতেছ? সিদ্ধান্তী কহিল, হাঁ, ঘটের দ্রষ্টা অপেক্ষা দৃষ্টির দ্রষ্টাতে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যে দৃষ্টির দ্রষ্টা, যদি সে দৃষ্টিস্বরূপ হয়, তবে সে সর্ব্বদাই দৃষ্টিকে দেখিতে পায়, কখনই তাহার দৃষ্টি দর্শনের অভাব হয় না। সেই স্থলে দ্রষ্টার দৃষ্টি নিত্য হয়। যদি দ্রষ্টার দৃষ্টি অনিত্য হয়, তবে সেই স্থলে দৃশ্যাদৃষ্টির কোন না কোন সময়ে দর্শন না হইতে পারে, যেমন ঘটাদি বস্তু অনিত্য দৃষ্টি দ্বারা সর্ব্বদা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু দৃষ্টির দ্রষ্টা কোন এক সময়েই দৃষ্টিকে দেখিতে পায় না, এমন হয় না, বাস্তবিক সকল সময়েই দৃষ্টিকে দেখিতে পায়। তবেই এই বিশেষ হইল যে, ঘটাদির দৃষ্টি কদাচিৎ, আর দৃষ্টির দৃষ্টি (আত্মার দৃষ্টি)। অতএব তুমি যে

বলিয়াছিলে, ঘটের দৃষ্টি ও দৃষ্টির দৃষ্টি উভয়ের কোন বিশেষ নাই, তাহা সর্ব্বথাই খণ্ডিত হইল।

বাদী ইহাতে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার মতে এক নিত্য অদৃশ্য দৃষ্টি এবং অপর অনিত্য দৃশ্য দৃষ্টি, এই দুই প্রকার দৃষ্টি মানিতে হইবে কি? সিদ্ধান্তী তাহা স্বীকার করিয়া বলিতেছেন—হাঁ, অনিত্য দৃষ্টি সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ, তাহা না থাকিলে কেহ অন্ধ, কেহ চক্ষুষ্মান্, এইরূপ ব্যবহার থাকিত না। যদি সকলের দৃষ্টিই নিত্য হইত, তবে সকলেই চক্ষুষ্মান্ হইত। এই যুক্তিবলে অনিত্যদৃষ্টি সাধিত হইল বটে, পরন্তু দ্রষ্টার (আত্মার) দৃষ্টি নিত্য। দ্রষ্টার দৃষ্টির কদাচ অভাব হয় না, এই শ্রুতি অনুসারে নিত্যা দৃষ্টিও প্রমাণিত হইয়াছে। আবার অনুমান দ্বারাও নিত্যা দৃষ্টি সাধিত হয়। যেহেতু, অন্ধেরও স্বপ্নে ঘটাদি-বিষয়ক দৃষ্টিজ্ঞান হওয়া দেখা যায়, সেই দৃষ্টি বাহ্যদৃষ্টির কারণ সমুদায় অসত্ত্বেও নষ্ট হয় না। এইক্ষণে ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে, আত্মার নিজস্বরূপ যে নিত্যদৃষ্টি অর্থাৎ যাহা বাহ্যদৃষ্টি সামগ্রী না থাকিলেও বিনষ্ট হয় না, আত্মা সেই স্বয়ংজ্যোতির্নামক দৃষ্টি দ্বারা স্বপ্নাবস্থাতেও উদ্বুদ্ধ থাকে অথচ সেই দৃষ্টিদ্বয়ের বাসনাপ্রত্যয়-(সংস্কারজন্য জ্ঞান) রূপ অনিত্যদৃষ্টিকে নিয়তই দর্শন করত দৃষ্টির দ্রষ্টা বলিয়া অভিহিত হয়। অতএব দৃষ্টিই (প্রকাশ) আত্মার স্বরূপ। যেমন অগ্নি ও তাহার উষ্ণতা বিভিন্ন নহে অর্থাৎ উষ্ণতাস্বরূপই অগ্নি, সেই প্রকার দৃষ্টিই দ্রষ্টার স্বরূপ; কিন্তু নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক মতসিদ্ধ দৃষ্টি হইতে বিভিন্ন অর্থাৎ দৃষ্টির আশ্রয়স্বরূপ অন্য চেতন পদার্থই দ্রষ্টা, ইহা স্বীকার করি না। এতাবতা শ্রুতির অর্থ এইরূপ নিশ্চিত হইল যে, সেই ব্রহ্ম নিজ-স্বরূপকে কল্পিত অনিত্য দৃষ্ট্যাদি-শূন্য, অর্থাৎ নিত্যদৃষ্টিস্বরূপই জানিয়াছিলেন। বাদী আপত্তি করেন, "বিজ্ঞানের বিজ্ঞাতাকে জানিতে পারিবে না।" এই শ্রুতি-বাক্যে বিজ্ঞাতার অবিজ্ঞেয়ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। তবে তোমার এই ব্যাখ্যা বিরুদ্ধ নহে কি? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন, আমি আত্মার জ্ঞেয়ত্ব (জ্ঞানবিষয়ত্ব) বলিতেছি না, কিন্তু আত্মার এই উক্তরূপ অর্থাৎ কল্পিত অনিত্য দৃষ্ট্যাদির নিবৃত্তিরূপ জ্ঞান বলিয়াছি। তাহা হইলে আর তোমার দর্শিত শ্রুতির সহিত কোন বিরোধ থাকিল না, যেহেতু, ঐ শ্রুতি দ্বারা আত্মার জ্ঞেয়ত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই প্রকার আত্মা জ্ঞানের সাক্ষিস্বরূপ, ইহাও শাস্ত্র দ্বারা প্রতিপাদিত আছে। শ্রুত্যন্তরে আত্মার যে অবিজ্ঞেয়ত্ব কথিত হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে, আত্মা স্বপ্রকাশ, তাঁহার জ্ঞানে অন্যজ্ঞানের অপেক্ষা থাকে না। দ্রষ্টার দৃষ্টি নিত্য, ইহা জানিলে আর দ্রষ্টৃ বিষয়ক অন্য দৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা থাকে না। অসম্ভব প্রযুক্তই দ্রষ্টৃ বিষয়ক

আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয়। যেহেতু, যে বস্তুর বাস্তব সত্তা নাই, তদ্বিষয়ে কাহারই আকাঙ্ক্ষা জন্মে না। আবার দৃশ্যদৃষ্টিও দ্রষ্টাকে বিষয় করিতে সমর্থ নহে যে, তাহার আকাঙ্ক্ষা হইবে। নিজস্বরূপ বিষয়ের আকাঙ্ক্ষাও নিজের পক্ষে অসম্ভব, সুতরাং "আত্মানমেবাবেৎ" ইহা দ্বারা অজ্ঞান প্রযুক্ত যে আত্মাতে অনাত্মভাবের আরোপ, তাহার নিবৃত্তিরূপ জ্ঞান কথিত হইয়াছে, কিন্তু আত্মাকে বিষয় করা হয় নাই। সেই আত্মবিষয়ক জ্ঞান কি প্রকার হইয়াছিল, অতঃপর এই প্রশ্নের শ্রুতি সমাধান করিতেছেন—আমি দৃষ্টির দ্রষ্টা ব্রহ্মস্বরূপ, যে ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ, সকলের অন্তরাত্মা, অশনায়া ভোগেচ্ছা প্রভৃতি রহিত এবং স্থূল-সূক্ষ্মাদিরূপে অনির্দ্দেশ্য, আমিই সেই ব্রহ্মস্বরূপ।

আমি সেই ব্রহ্মই, তদ্‌ভিন্ন সংসারী নহি অর্থাৎ তুমি যে প্রকার বলিতেছ, আমি তৎস্বরূপ নহি। এই প্রকার জ্ঞানবলে সেই সর্ব্বময় ব্রহ্মরূপ হইয়াছিল। অর্থাৎ অধ্যারোপিত অব্রহ্মভাবের অপগম হওয়ায় তাহার কার্য্যভূত অসর্ব্বভাবের নিবৃত্তি হইয়াছিল, সুতরাং সর্ব্বময়তাই আবির্ভূত হইয়াছিল। সুতরাং মনুষ্য সকলে যে মনে করে, আমরা ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সর্ব্বময় হইব, ইহা যুক্তিযুক্তই বটে। পূর্ব্বে যে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল, সেই ব্রহ্ম কি? যাঁহাকে জানিয়া সর্ব্বময় হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার মীমাংসা হইল। সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ ব্রহ্মরূপে বর্ত্তমান ছিল, তাহাকেই আত্মভাবে জানিয়া সর্ব্বময় ভাবপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। দেবতাদিগের মধ্যে যিনি সেই ব্রহ্ম বিষয়ে প্রতি-বোধপ্রাপ্ত, অর্থাৎ যথাবিধি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মময় হইয়াছেন, সেই প্রকার ঋষিদের মধ্যে বা মনুষ্যগণের মধ্যে যে আত্মজ্ঞ হয়, সে ব্রহ্মময়তা লাভ করে। এই যে ভেদনির্দ্দেশ করা হইল, ইহা লৌকিক দৃষ্টি অনুসারে জানিবে। ব্রহ্মজ্ঞানে ঐরূপ বলা হয় নাই। যেহেতু, "পুরুষ (পরমাত্মা) পুরে (শরীরে) প্রবেশ করিয়াছিলেন" ইত্যাদি সকল শ্রুতিতে ব্রহ্মই অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট আছেন, তাহাদের পরস্পর ভেদ অলীক, ইহা পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি। অতএব শরীরাদি উপাধিধারী আত্মার ঔপাধিক ভেদ ধরিয়া লৌকিক দৃষ্টি অনুসারে দেব, মনুষ্য প্রভৃতি পার্থক্য কল্পিত হইল। বাস্তবিক সেই সেই দেবাদি-শরীরেও আত্মজ্ঞানের পূর্ব্বাবস্থায় অন্যরূপে প্রতীয়মান ব্রহ্মই বিরাজমান ছিলেন। "সেই আত্মাকেই জানিয়াছিল," ও "সেই জ্ঞানপ্রভাবে সর্ব্বময় হইয়াছিল।" এই শ্রুতিতে ব্রহ্মবিদ্যার সর্ব্বময়তারূপ ফল কথিত হইয়াছে। এইক্ষণে তাহার দৃঢ়তার নিমিত্ত শ্রুতিই মন্ত্রের উল্লেখ

করিতেছেন।—আমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ, এই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞান-প্রভাবে বামদেবনামা ঋষি 'অহং মনুঃ' ইত্যাদি মন্ত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

'সেই এই ব্রহ্ম জানিয়া' এই কথা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মবিদ্যাই ঘোষিত হইল। 'আমি মনু হইয়াছিলাম, আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম,' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার সর্ব্বময়তারূপ ফলের কথা বলা হইল, "ব্রহ্ম দর্শন করিয়া সর্ব্বস্বরূপতারূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিল।" এই বাক্য দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা অন্য সাধন-নিরপেক্ষভাবে মোক্ষের সাধন হয়, ইহা প্রদর্শিত হইল। যেমন ভোজন করিয়া তৃপ্ত হয়, এই কথা বলিলে ভোজন তৃপ্তিসাধন বলিয়া বোধ হয়, সেই প্রকার ব্রহ্ম জানিয়া সর্ব্বময় হয়, এই স্থলেও ব্রহ্মজ্ঞানই সর্ব্বময়তার সাধনরূপে প্রতীত হয়। মহামহিম দেবতাদিগের বীর্য্যাতিশয় প্রযুক্ত ব্রহ্মবিদ্যা প্রভাবে সর্ব্বময়তারূপ ফল সম্পন্ন হইয়াছিল, কিন্তু এই বর্ত্তমান কালে এতদ্‌যুগের জীবগণের পক্ষে তাহা দুর্লভ, বিশেষতঃ মনুষ্যদিগের অল্পসামর্থ্য হেতু ব্রহ্মবিদ্যালাভ এবং তাহা দ্বারা সর্ব্বময়তালাভ কখনই সম্ভবপর নহে, যদি কেহ এইরূপ আশঙ্কা করে, তাহার নিবৃত্তির জন্য শ্রুতি বলিতেছেন যে, সেই এই ব্রহ্ম, যাহা সর্ব্বভূতে প্রবিষ্ট, কেবল দৃষ্টিক্রিয়াদি দ্বারা অনুমেয়, তাঁহাকে এই বর্ত্তমান সময়েও যদি কোন মনুষ্য বহির্মুখী প্রবৃত্তি ত্যাগ করত আত্মাকে আমি ব্রহ্ম, এইরূপ জানিতে পারে, তবে সেও অবিদ্যাকৃত পরিচ্ছিন্নতা হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মবিজ্ঞানবশে সর্ব্বময়তাই লাভ করে অর্থাৎ যিনি অবিদ্যারূপ উপাধি দ্বারা উৎপাদিত ভ্রান্তিজ্ঞানের প্রভাবে আত্মায় কল্পিত বিশেষ বিশেষ সংসারধর্ম্ম—শোক, মোহ, সুখ-দুঃখাদি অগ্রাহ্য করিয়া আমি সংসারধর্ম্মে অসম্বদ্ধ ও বাহ্য অভ্যন্তর শূন্য ব্রহ্মস্বরূপ কেবল (অদ্বিতীয়), এই প্রকার জানিতে পারে, তবে সেই ব্যক্তি সেই ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা অবিদ্যাকৃত অসর্ব্বভাবের নিবৃত্তি হওয়াতে সর্ব্বময় হয়। ইহাতে মহাপ্রভাব বামদেব প্রভৃতি ঋষি বা অল্পসামর্থ্যশালী ইদানীন্তন মনুষ্যের সম্বন্ধে ব্রহ্ম বা ব্রহ্মবিজ্ঞানের কোন বিশেষত্ব নাই, যে জন্য ইদানীন্তন পুরুষের ব্রহ্মবিদ্যা ও তাহার ফললাভের ব্যতিক্রম আশঙ্কিত হইবে, ইহাই জানাইবার জন্য শ্রুতি কহিতেছেন, যথোক্ত নিয়মে সেই ব্রহ্মবিজ্ঞাতা পুরুষের সম্বন্ধে ব্রহ্মস্বরূপলাভের প্রতিবন্ধকতা করিতে মহাবীর্য্য দেবতাগণও সমর্থ নহেন; অন্যে আর কি করিবে। যদি বল, ব্রহ্মবিদ্যার ফল-প্রাপ্তিবিষয়ে দেবতা প্রভৃতির বিঘ্ন করিবার সামর্থ্য কোথায়? ইহার উত্তর এই যে, যেহেতু, দেবতা প্রভৃতির নিকট মনুষ্য ঋণবান্ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

যথা—মনুষ্য "ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষিদের, যজ্ঞ দ্বারা দেবতাগণের, সন্তান দ্বারা পিতৃলোকের ঋণ হইতে মুক্ত হয়।" এই শ্রুতি জন্মমাত্রে পুরুষকে ঋণবান্ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছে। মনুষ্য, দেবাদির সম্বন্ধে পশুর তুল্য, এইরূপ বেদের নিদর্শন থাকা হেতু এবং "এই আত্মা সকল প্রাণীর ভোগ্য," এই শ্রুতিহেতুও দেবতাসকল স্বীয় বৃত্তি রক্ষা করিবার ইচ্ছায় অধমর্ণের ন্যায় পরাধীন মনুষ্যদিগের অমরত্বলাভের প্রতিবন্ধকতা করে। সুতরাং এইরূপ আশঙ্কা করা অন্যায় হয় নাই। বিশেষতঃ যখন দেবতাগণ স্বীয় শরীরের ন্যায় স্বীয় পশুগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন, এ জন্য শ্রুতিও দেখাইবেন যে, মনুষ্যগণ যে সকল যাগযজ্ঞ করে, দেবতাদিগের তাহাই মহীয়সী জীবিকা, দেবতাদের পক্ষে এক এক মনুষ্য বহু পশুর সমান। সেই হেতু মনুষ্য যে ব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া মুক্ত হইবে, ইহা দেবতাদিগের কখনই প্রিয় হইতে পারে না। ইহাও পরে অভিহিত হইবে যে, যে প্রকার নিজ লোক রক্ষার জন্য দেবগণ নিরাপদ কামনা করে, সেই প্রকার আমি সর্ব্বভূতময়, এইরূপ জ্ঞানবানেরও সমস্ত প্রাণী বিঘ্ন করত ভোজ্য বিষয়ে নিরাপদ ইচ্ছা করে; কেন না, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সেই পরাধীনতা নিবৃত্ত হওয়াতে আর ইহার স্বলোকত্ব ও পশুত্ব থাকে না। ইহাই অপ্রিয় ও অরিষ্টি-বোধক শ্রুতিদ্বয়ের অভিপ্রায় জানা যায়। এক্ষণে উপসংহারে ইহাই অবধারিত হইল যে, প্রভাবশালী দেবগণ যে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের ব্রহ্মবিদ্যার ফলপ্রাপ্তিবিষয়ে বিঘ্ন করিবে, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে বাদী আপত্তি করেন যে, যদি দেবগণ মনুষ্যের ব্রহ্মবিদ্যাফলের প্রাপ্তিতে বিঘ্নকারী হন, তবে মনুষ্যকৃত অন্য যাগাদি কর্ম্মের স্বর্গাদি-ফলপ্রাপ্তিতেও তাঁহারা অনায়াসে বিঘ্ন করিতে পারেন; কেন না, ইহা তাঁহাদিগের চিরাচরিত পন্থা। তাহা হইলে স্বর্গাদি অভ্যুদয় ও মোক্ষের সাধনকার্য্যের অনুষ্ঠানে কাহারও আর বিশ্বাস স্থাপিত না হউক, এই প্রকার অচিন্ত্যশক্তিময় ঈশ্বরেরও যখন বিঘ্ন করিবার সামর্থ্য আছে এবং কাল, কর্ম্ম, মন্ত্র, ওষধি ও তপস্যার ও জীবের ফলপ্রাপ্তিবিষয়েও বিঘ্ন সম্পাদন করিতে যখন প্রভুত্ব শাস্ত্রে দেখা যায়, তখন তাঁহারাও যে বিঘ্ন করেন না কেন, ইহার হেতু কি? এবং শাস্ত্রবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে যে ফললাভ হইবে, এ বিষয়ে বিশ্বাস বা কোথায়?

বেদপ্রামাণ্য-পরাঙ্মুখ স্বভাববাদীর ঐ মত খণ্ডন করিবার জন্য সিদ্ধান্তী বলেন, সকল পদার্থেরই উৎপত্তি বিষয়ে একটি কারণ আছে মানিতে হইবে অর্থাৎ দধি প্রস্তুত করিতে দুগ্ধের ও ঘট করিতে মৃত্তিকার অপেক্ষা দেখিতে পাওয়া যায়, এই প্রকার জগতে সুখ-দুঃখের তারতম্যবশতঃ বৈচিত্র্যানুভূতির কারণ অবশ্যই

আছে, স্বীকার করিতে হয়। যদি কারণাপেক্ষা না করিয়া স্বভাববশেই কার্য্য হইত, তবে উহা হইত না; অতএব সুখ-দুঃখাদি ফলের একমাত্র নিমিত্ত কর্ম্ম, এই পক্ষই শ্রুতি, স্মৃতি, যুক্তি ও মহাজনপরিগৃহীত; সুতরাং দেবতা, ঈশ্বর, বা কাল ইঁহারা কেহই কর্ম্মফলের বিঘ্ন করিতে পারেন না। যেহেতু, বৈধ কর্ম্মমাত্রই আকাঙ্ক্ষিত ফল প্রদান করিবে, ইহাতে যদি দেবতা প্রভৃতি বিঘ্ন করিতেন, তবে কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী হইত না। বিশেষতঃ যখন পুরুষের শুভ বা অশুভকর্ম্ম, অদৃষ্ট, কাল ও ঈশ্বরাদিরূপ সাধারণ কারণকে অপেক্ষা না করিয়া আত্মলাভ করিতে পারে না অর্থাৎ উহার উৎপত্তি ও স্থিতি হয় না এবং উৎপন্ন হইয়াও ফলসাধনে সমর্থ হয় না; কারণ, ক্রিয়ামাত্রই কারকাদি বহু নিমিত্তসাপেক্ষ, ইহাই স্বভাবসিদ্ধ। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, অদৃষ্ট, কাল, ঈশ্বর প্রভৃতি কর্ম্মের অনুকূলই হইয়া থাকে, প্রতিকূল নহে: সুতরাং কর্ম্মের ফলোৎপত্তিবিষয়ে কোনই শঙ্কা নাই। জীবের কর্ম্মনিচয়ও দৈব, কাল ও ঈশ্বরাদির অধীন। সকল স্থলেই তাহাদের স্বীয় সামর্থ্য অপ্রতিহত বলিয়া কর্ম্ম, কাল, দৈব ও স্বভাব ইহাদের মধ্যে কে কোন্ সময়ে প্রধান ও কে অপ্রধান হইবে, ইহার কোন নিয়ম নির্দ্ধারণ করা যায় না ও তাহা জানিবার উপায়ও নাই। তৎপ্রযুক্তই লোকের মোহ অর্থাৎ কে কারণ, কে কারণ নহে, ইহা নিশ্চয় করিতে অসামর্থ্য হয়। কেহ বলে, ফলপ্রাপ্তির প্রতি কর্ম্মই কারণ, অন্য কারণ নাই। অন্যে বলে, দৈব (অদৃষ্ট) কারণ। অপরে বলে, কালই কারণ। কোন বাদী দ্রব্যাদির স্বভাবকেই কারণ বলে। আবার কেহ কেহ বলেন, এই কালাদি সমস্ত মিলিত হইয়া কারণরূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াই বেদ ও স্মৃতি-বাক্য সকল প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই জন্যই কথিত হইবে, (বেদবাক্য) পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা পুণ্য—উৎকৃষ্ট গতি এবং পাপ কার্য্য দ্বারা পাপ—নিকৃষ্ট গতি হয়, ইত্যাদি। যদিচ কাল, কর্ম্মাদির মধ্যে স্বীয় স্বীয় কার্য্যে কাহারও প্রাধান্য এবং তৎকালে অন্যের প্রাধান্যশক্তির প্রতিরোধ দেখা যায়, যেমন সূর্য্যোদয়ের প্রতি কালেরই প্রাধান্য, এই প্রকার দাহকার্য্যে আগ্নেয়-দ্রব্যের স্বভাবের প্রাধান্য ও সেচন-ক্রিয়াতে জলের প্রাধান্য দৃষ্ট হইতেছে, তথাপি ফলোৎপত্তির প্রতি কর্ম্মের যে প্রাধান্য, তাহা শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা নির্দ্ধারিত হওয়ায় ব্যতিক্রমের আশঙ্কা করা উচিত নহে।

সিদ্ধান্তী পূর্ব্বপক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, "তুমি যে বলিয়াছ, দেবতাগণ ব্রহ্ম-প্রাপ্তিফলের প্রতিবন্ধকতা করিবে, কিন্তু বাস্তবিক দেবতাদিগের সেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির

বিঘ্ন করিবার সামর্থ্য নাই ; কারণ, ব্রহ্মবিদ্যা হইলে পরক্ষণেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি ফল হয়। অবিদ্যার অপগম না হইলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্ভব হয় না, বিঘ্নাদি কার্য্যমাত্রই অবিদ্যার কার্য্য, যেমন লৌকিক ভাবে যৎকালে আলোকের সহিত চক্ষুঃসংযোগ হয়, তৎকালে অন্ধকারের তিরোধানের সহিত রূপের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, এই প্রকার যৎকালে আত্ম-বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তৎকালেই আত্মবিষয়ক অজ্ঞানের অভাব হইয়া যায় ও ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশ পায়। এই জন্যই ব্রহ্মবিদ্যা হইলে অবিদ্যার কার্য্য সম্ভাবিত হয় না। এ বিষয়ে প্রদীপ প্রজ্বলিত হইলে অন্ধকারের তিরোধান উপযুক্ত দৃষ্টান্ত : অতএব বল দেখি, ব্রহ্মবিজ্ঞানের পর দেবগণ কাহা দ্বারা কাহার বিঘ্ন করিবেন ? কারণ, সেই অবস্থায় ব্রহ্মবেত্তা দেবতাদের পক্ষে আত্মস্বরূপ হইয়া যায়। তাহাই এই শ্রুতি বলিয়াছেন, 'যে আত্মস্বরূপ ব্রহ্মবিদের চিন্তনীয় ও যাহা সকল শাস্ত্র দ্বারা বিজ্ঞেয়, সেই ব্রহ্মই ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ও তাহাই দেবতাদিগেরও আত্মস্বরূপ হয়। ব্রহ্মবিদ্যার উদয়ের সমকালেই অবিদ্যারূপ আবরণের অপগম হওয়ায় ব্রহ্মস্বরূপ উদ্ভাসিত হয়। যেমন রজতাকারে প্রকাশমান শুক্তিতে রজতভ্রমনিবৃত্তি হওয়ামাত্রই শুক্তিস্বরূপ প্রকাশ পায়, ইহা পূর্ব্বেই বলা আছে ; অতএব ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে, আত্মার প্রতিকূলতা করিতে দেবতাদিগের চেষ্টা আসে না। কিন্তু যে কার্য্যের ফল আত্মভূত নহে ও যাহা দেশ-কালসাপেক্ষ, সেই অনাত্মরূপ ফলে বিঘ্ন করিতে দেবতাদের প্রযত্ন সম্ভাবিত ও সফল হইতে পারে। তদ্‌ভিন্ন দেশ কাল ও নিমিত্তনিরপেক্ষ অথচ ব্রহ্মবিদ্যার সমকালেই প্রকাশমান ব্রহ্মাত্মভাবে প্রতিবন্ধকতা আচরণের অবকাশ কোথায় ? বাদী আশঙ্কা করিতেছেন, এরূপ হইলে, যখন ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞানের ধারা মরণাবধি নিয়ত থাকে না, বরং সময়ে সময়ে বিপরীত জ্ঞান ও তাহার কার্য্য হওয়াও দেখা যায়, তখন চরম আত্মজ্ঞানই অবিদ্যার নিবর্ত্তক হউক, পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞান নহে, ইহা বলা উচিত। সিদ্ধান্তী বলেন, তাহা নহে ; কারণ, আত্মজ্ঞান অবিদ্যার নিবর্ত্তক বলিলে অথচ প্রথম আত্মজ্ঞান অবিদ্যার নিবর্ত্তক নহে, ইহা স্বীকার করিলে, প্রথম আত্মজ্ঞানে ব্যভিচার হইয়া উঠে। ইহার ভাব এই যে, যদি প্রথম আত্মজ্ঞান অবিদ্যানিবর্ত্তক না হয়, তবে চরম আত্মজ্ঞানও অবিদ্যানিবর্ত্তক হইতে পারে না ; কারণ, উভয় জ্ঞানই এক ব্রহ্মবিষয়ক, উভয়ের পার্থক্য কিছু নাই।

যদি বল, এরূপ হইলে অবিরামস্থায়ী ব্রহ্মজ্ঞান অবিদ্যার নিবর্ত্তক হউক, বিচ্ছিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান অবিদ্যার নিবর্ত্তক না হইতে পারে, ইহাও বলা যায় না ; যেহেতু, জীবিত ব্যক্তির শরীররক্ষণের জন্য প্রযত্নে মনোযোগ নিয়তই অপেক্ষিত, সুতরাং

ঐ জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সময়ে সময়ে বিচ্ছিন্ন হইবেই সন্দেহ নাই। তবে আর জীবন হেতু জ্ঞানসত্ত্বে ব্রহ্মজ্ঞানের ধারা উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা কোথায়? যেহেতু, উহা পরস্পরবিরুদ্ধ। জীবনহেতুভূত জ্ঞানকে তিরোহিত করিয়া আমরণান্তকাল ব্রহ্মজ্ঞানধারাই প্রবৃত্ত থাকিবে, এইরূপ আশাও করা যায় না। যেহেতু প্রথমতঃ ব্রহ্মজ্ঞানধারারই অবধারণ না থাকায় শাস্ত্রার্থের অনবধারণদোষ হইয়া উঠে, অর্থাৎ এতগুলি ব্রহ্মজ্ঞানধারা অবিদ্যার নিবর্ত্তক হইবে, ইহার ন্যূনাধিক নহে; এইরূপ ইহার কোন ইয়ত্তা না থাকায় অবধারণ থাকিতে পারে না: এজন্য শাস্ত্রার্থেরও অবধারণ রক্ষিত হয় না। এইরূপ অনবধারণ বা অনিয়ত্তা শাস্ত্রেরই অভিপ্রেত নহে। যদি বল, ব্রহ্মবিদ্যাধারামাত্রই অবিদ্যানিবর্ত্তক; ইহা শাস্ত্রে অবধারিত আছে বলিব, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, আদিমত্তা অন্তিম ব্রহ্মজ্ঞানের পরস্পর কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ নাই বলিয়াই প্রথম ধারা বা চরম ধারা অবিদ্যার নিবর্ত্তক, এইরূপ বিশেষাভাব হেতু প্রথমোৎপন্ন ব্রহ্মজ্ঞান ও চরমোৎপন্ন ব্রহ্মজ্ঞান, উভয়কেই অবিদ্যার নিবর্ত্তক বলিতে হয়, অথচ উহা বলিলেও সেই পুর্ব্বোক্ত ব্যভিচার-দোষের প্রসক্তি হয়। ইহার ভাব এই যে, চরম জ্ঞান অবিদ্যানিবর্ত্তক বলিলে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব, আত্মবিষয়ক জ্ঞান হইয়াছে বলিয়াই যদি উহা স্বীকার কর, তবে প্রথমোৎপন্ন জ্ঞানও আত্মবিষয়ক, কিন্তু তাহা অবিদ্যানিবর্ত্তক না হওয়ায়, তাহাতে ব্যভিচার হয়। এ জন্য তাহাকে অবিদ্যানিবর্ত্তক বলিতে পারা যায় না। বাদী কহিল, তবে ব্রহ্মজ্ঞান অবিদ্যার নিবর্ত্তক নহে, ইহাই স্থিরীকৃত হউক। সিদ্ধান্তী বলেন, তাহাই বা কিরূপে বলি? যেহেতু, "সেই ব্রহ্মজ্ঞান হইতে অবিদ্যানিবৃত্তি দ্বারা সর্ব্বময়তা লাভ হইয়াছিল", এই শ্রুতিই ব্রহ্মবিদ্যাকে অবিদ্যানিবর্ত্তক বলিয়াছেন। বিশেষতঃ হৃদয়ের গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সেই অবস্থাতে শোক কি? মোহ কি? ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের অবিদ্যানিবৃত্তিফল বিস্পষ্টরূপে অভিহিত হইয়াছে। যদি বল, এই সকল শ্রুতিবাক্য, অর্থবাদমাত্র, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের স্তাবক মাত্র, যথার্থ স্বরূপবোধক নহে, ইহাও বলিতে পার না। তাহা হইলে সকল শাখার উপনিষদ্বাক্যই অর্থবাদ হইয়া উঠে, কিন্তু সকল শাখার উপনিষদই ব্রহ্মজ্ঞানের অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ ফল প্রতিপাদন করিয়াই বিরত হইয়াছে। অন্য কোন অর্থে তাহাদের তাৎপর্য্য নাই। যদি বল, অহং-প্রতীতির বিষয়ীভূত জীবত্মাকেই বিষয় করিয়া সমস্ত উপনিষদ্-বাক্যের সার্থকতা, ইহাও বলিতে পারা যায় না। এই দোষের পরিহার পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্থাৎ সংসারী আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া জ্ঞানের উপদেশ হইলে

ঐ বিদ্যার ব্রহ্মবিদ্যা সংজ্ঞা নিরর্থক হয়, ইত্যাদি বিশেষতঃ যখন জ্ঞানের উপদেশ হইলে ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা, শোক, মোহ ও ভয়াদি নিবৃত্তি প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন উপনিষদ্বাক্যের অর্থবাদরূপতা বলি কিরূপে? এইক্ষণে ইহা নিশ্চিত হইতেছে, ব্রহ্ম-বিদ্যার অবিদ্যাদোষনিবৃত্তিরূপ ফল হওয়াই চরম। যাহা হউক, যে জ্ঞান অবিদ্যা-দোষের নিবর্ত্তক, উহা আদ্য বা চরম ধারাবাহিক কি বিচ্ছিন্ন যাহাই হউক, তাহাই ব্রহ্মবিদ্যা-পদবাচ্য, এইং সকল শোক-মোহাদি অবিদ্যাদোষের নিবৃত্তি যাবৎ জ্ঞানধারা দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাবৎ জ্ঞানধারাই ঐ ফলের কারণ, ইহাতে আদ্য বা অন্ত্য জ্ঞান ও তাহার সন্ততি (ধারা) কি অসন্ততি, এইরূপ কোন বৈশিষ্ট্যের অপেক্ষা নাই; সুতরাং আদ্য অন্ত্য সন্তত বা অসন্তত ব্রহ্মজ্ঞান অবিদ্যা-নিবৃত্তির কারণ। এইরূপ আপত্তি অমূলক। যে ব্রহ্মজ্ঞান অবিদ্যানিবৃত্তি করিবে, তাহাই ব্রহ্মবিদ্যা, তাহাই আমাদের স্থিরসিদ্ধান্ত। আর যে তুমি বলিয়া-ছিলে, ব্রহ্মজ্ঞানের ধারার মধ্যে তাহার বিপরীত জ্ঞান ও তাহার কার্য্য দৃষ্ট হওয়ায় ব্রহ্মজ্ঞানের ধারা-বিশেষকেই কারণ বলা উচিত, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানমাত্রই কারণ হইতে পারে না। অর্থাৎ যদি আদ্য জ্ঞানে অবিদ্যা নিবৃত্তি হয়, তবে অন্তরাল সময়ে বিপরীত জ্ঞান হয় কেন? অতএব ঐ পূর্ব্বজ্ঞান কারণ নহে বল। এই আশঙ্কা কিছুই নহে, যে শুভাশুভ কর্ম্ম দ্বারা এই শরীরের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই কর্ম্মই বিপরীত জ্ঞানের হেতু। সুতরাং সেই কর্ম্মই বিপরীত জ্ঞানরূপ দোষ-সহকারে পুরুষের শুভাশুভ ফলপ্রদানে সমর্থ, এই জন্যই তাহার শরীরপাত হওয়া পর্য্যন্ত প্রারব্ধানুরূপ সুখ-দুঃখাদি ফলভোগের কারণরূপে বিপরীত জ্ঞান এবং রাগাদিদোষ সেই পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। যেমন বাণনিক্ষেপকারী পুরুষ প্রযত্নশূন্য হইলেও নিক্ষিপ্ত বাণ স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, সেই প্রকার পুরুষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারা অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ ফললাভ করিলেও প্রারব্ধ কর্ম্ম ফলদানে উন্মুখতা হেতু ব্রহ্মবিদ্যার অন্তরালসময়ে অবিদ্যা ও তৎকার্য্যের পুনঃ আক্ষেপ করে; ব্রহ্মবিদ্যা সেই কর্ম্মের নিবৃত্তি করিতে পারে না, যেহেতু, তাহার সহিত ঐ কর্ম্মের কোন প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধক ভাব নাই। তবে জ্ঞানের বিরোধী যে অবিদ্যার কার্য্য অথচ ভাবী জন্মোৎপাদনে উন্মুখ অনারব্ধ কর্ম্ম অবিদ্যারূপ আশ্রয় হইতে ফলস্বরূপে প্রকাশিত হইবে, তাহাই আত্মতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিনাশিত হয়, যেহেতু, উহা অনাগত। প্রারব্ধ কর্ম্মভোগ ব্যতিরেকে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। বেশী কি, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের বিপরীতজ্ঞানই হয় না; কারণ, ঐ সময়ে কোন জ্ঞেয় বিষয় থাকে না। বিষয়ের বিশেষ ধর্ম্ম অবধারণ

না করিয়া, কেবল সাধারণ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াই বিপরীত জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। যেমন শুক্তিতে রজতজ্ঞান। কিন্তু যে পুরুষের বিষয়ের বিশেষাবধারণ হইয়াছে, তাহার পক্ষে সমস্ত বিপরীত জ্ঞানের আশ্রয় (অবিদ্যা) বিনষ্ট হওয়ায় ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্বাবস্থার ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানকালে আর বিপরীত জ্ঞান উদিত হইতে পারে না ;—যেমন শুক্তিকার যথার্থ শুক্তিকারূপে প্রমাজ্ঞান জন্মিলে আর রজতরূপে বিপরীত জ্ঞান হইতে দেখা যায় না। স্থান-বিশেষে ব্রহ্মবিদ্যা জন্মিবার পূর্ব্বকালীন বিপরীত জ্ঞানজন্য-সংস্কারবশে ব্রহ্মবিদ্যা দশায়ও বিপরীতজ্ঞানরূপ স্মৃতি উৎপন্ন হইয়া অকস্মাৎ বিপরীতজ্ঞান উৎপাদন করে ;—যেমন দিগ্‌ভ্রান্তের দিক্‌বিবেকের পরও দিক্‌ভ্রম নষ্ট হয় না। পরন্তু যাহার সম্যক্ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারও যদি পূর্ব্বের ন্যায় মিথ্যা জ্ঞান জন্মে, স্বীকার করিতে হয়, তবে সম্যক্ জ্ঞানে কাহারও আর বিশ্বাস থাকিবে না এবং তজ্জন্য শাস্ত্রপ্রতিপাদিত ব্রহ্মজ্ঞানাদিতে প্রবৃত্তিও অসম্ভব হইয়া উঠিবে। তদ্‌ভিন্ন সমস্ত প্রমাণই অপ্রমাণরূপে পরিণত হইবে ; কারণ, তখন প্রমাণ ও অপ্রমাণের কোনও বৈলক্ষণ্য থাকিবে না। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের মূলোচ্ছেদ হয়, ইহা অতীব সত্য কথা। সম্যক্‌জ্ঞানোৎপত্তির পরক্ষণেই ব্রহ্মজ্ঞানীর শরীরপাত হয় না কেন, এই প্রশ্ন ও এই কথা দ্বারা অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্ম অবশ্যই ভোক্তব্য, এই কথা দ্বারাই মীমাংসিত হইল। এইক্ষণে কোন্ কোন্ কর্ম্মের ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা ক্ষয় হয়, উপসংহারে তাহাই প্রমাণিত করিতেছেন।—জ্ঞানোৎ-পত্তির পূর্ব্বে, পরে ও সমকালে কৃত এবং জন্মান্তরে সঞ্চিত, অনারব্ধ কর্ম্ম সকলের ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা ক্ষয় হয়। নিম্নোক্ত ব্রহ্মবিদ্যালাভের প্রতিবন্ধক ও কর্ম্মের ক্ষয়শ্রুতি হইতেই তাহা অবগত হওয়া যায়। যথা,—"এই ব্রহ্মজ্ঞের সকল কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।" "ব্রহ্মজ্ঞের তাবৎকালই বিলম্ব," "সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়।" "সেই ব্রহ্ম জানিয়া পাপকর্ম্মে লিপ্ত হয় না।" "এই ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা যিনি এই সংসার হইতে উত্তীর্ণ হ'ন, তাঁহাকে পুণ্য-পাপ আবদ্ধ করে না," "এই ব্রহ্মজ্ঞকে তাপিত করে না," "সে কোন বিভীষিকায় ভীত হয় না," ইত্যাদি শ্রুতি এবং জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্ম্ম ভস্ম করে, ইত্যাদি স্মৃতি ইহার প্রমাণ। আর যে বলিয়াছ, "সে দৈব, পৈত্র্য ও আর্ষ ঋণ দ্বারা বদ্ধ হয়," তাহাও নহে। যেহেতু, ঐ ঋণ অবিদ্যাক্রান্তকে আশ্রয় করে, অবিদ্যাবান্ পুরুষই ঋণী। কারণ, তাহারই কর্তৃত্ব সম্ভব হয়। শ্রুতিতেই কথিত আছে "যে অবস্থাতে এক আত্মা অন্যের (অনাত্মার) ন্যায় হয়, সেই অবস্থায় অন্য অন্যকে দেখে।" কিন্তু

আত্মানামক সৎ বস্তু অনন্য অর্থাৎ তাহার দ্বিতীয় নাই, ইহাও পরে কথিত হইবে। আর যে অবস্থাতে অবিদ্যাসম্পর্কে সদ্বিতীয়বৎ হয়, যেমন তিমির-দোষে চন্দ্র সদ্বিতীয়বৎ প্রতীত হইয়া থাকে ; সেই অবস্থায় অবিদ্যাকৃত অনেক-চক্ষুরাদি সাধন-সাপেক্ষ দর্শনাদি ক্রিয়া এবং তাহার ফল "তত্রান্যোহন্যং পশ্যেৎ" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু যখন তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে অবিদ্যাজনিত অনেকত্বভ্রম দূরীভূত হয়, সেই অবস্থায় কোন ক্রিয়াই থাকে না। "তৎ কেন কম্পশ্যেৎ" ইত্যাদি শ্রুতিই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। উপসংহারে ইহা নিশ্চিত হইল যে, দৈবাদি ঋণ অবিদ্যাবান্ পুরুষের পক্ষেই সম্ভব, ব্রহ্মজ্ঞের নহে। যেহেতু, তাহারই কর্ম্ম সম্ভব হয়, ইহা পরে ব্যাখ্যা দ্বারা বিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত হইবে। যাহা হউক, উহা যে প্রকার, এক্ষণে তাহা এই শ্রুতিতে কথিত হইতেছে। যে অব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ—আত্মা হইতে বিভিন্ন যে কোন দেবতাকে উপাসনা করে, অর্থাৎ স্তুতি, প্রণাম, যাগ, বলি, উপহার, সমাধি ও ধ্যানাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করে, এবং ঐ দেবতার অধীনতা স্বীকার করিয়া অবস্থিত হয়, অর্থাৎ "সেই উপাস্য দেবতা ও আমি ভিন্ন, উপাসনাধিকারী—আমি ও ঐ দেবতা অপর ব্যক্তি, আমি উহার কাছে ঋণী, এই দেবতার ঋণ পরিশোধ আমার কর্ত্তব্য" এইরূপ ধারণা লইয়া উপাসনা করিয়া থাকে, সে এই প্রকার জ্ঞানবশতঃ প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারে না। সেই পুরুষ যে কেবল অবিদ্যাদি দোষে আক্রান্ত, ইহা নহে, কিন্তু দেবতাদিগের সে এক একটি উপকার করিতে বাধ্য, সুতরাং তাহাদের উপভোগ্য গবাদি পশু, যেমন মনুষ্যের বহন-দোহনাদি উপকার দ্বারা উপভুক্ত হইয়া থাকে, ঐরূপ ঐ পুরুষ পশুর ন্যায়, যজ্ঞ, ব্রহ্মচর্য্য, সন্তান প্রভৃতি উপকার দ্বারা দেব, ঋষি ও পিতৃগণের উপভোগ্য, অর্থাৎ পশুর ন্যায় সর্ব্বভোগজনক কর্ম্মে অধিকৃত। শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থ এই যে, যে ব্রহ্মবিৎ নহে, তাহারই বর্ণ ও আশ্রমাদি বিভাগে অধিকার ; তাহার পক্ষে বিদ্যাসহকৃত বা তদ্রহিত শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের উৎকৃষ্টফল—মনুষ্যত্ব হইতে ব্রহ্মত্ব পর্য্যন্ত সদ্গতিলাভ এবং শাস্ত্রোক্তের বিপরীত অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ স্বাভাবিক কর্ম্মের মনুষ্যত্ব হইতে স্থাবর যোনি পর্য্যন্ত নিকৃষ্ট ফললাভ হয়। ইহা যে প্রকার, তাহা "অথ ত্রয়ো বাব লোকাঃ" ইত্যাদি অবশিষ্ট অধ্যায়ভাগ দ্বারা পশ্চাৎ কথিত হইবে। এতাবৎসন্দর্ভে বিদ্যার ফল সর্ব্বাত্মতালাভ সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। সমস্ত উপনিষদ্বাক্যই বিদ্যা ও অবিদ্যার বিভাগ দেখাইয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন।

যে প্রকারে সমস্ত উপনিষদের ইহাই প্রতিপাদ্য, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে। এক্ষণে প্রকৃত কথা এই যে, যেহেতু, দেবতাদের পক্ষে মনুষ্য পশুর সদৃশ, সেই জন্য দেবতা সকল অবিদ্যাবান্ পুরুষের বিঘ্ন বা অনুগ্রহ করিতে সমর্থ জানিবে; যে প্রকার এই জগতে গো অশ্বাদি নানাবিধ পশু সকল নিজ প্রভুকে (মনুষ্যকে) বহনাদি দ্বারা রক্ষা করিয়া থাকে, সেই প্রকার বহু দেব, ঋষি প্রভৃতি উত্তমর্ণের বাহকস্বরূপ অব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ দেবতা ও পিতৃ প্রভৃতিকে সেই সেই যজ্ঞাদি কার্য্য দ্বারা রক্ষা করে। শ্রুতিতে "দেবান্" এই স্থলে বহুবচন নির্দ্দেশ থাকায় দেবশব্দ কেবল দেবতা নহে, পিত্রাদিকেও বুঝাইয়াছে। অভিসন্ধি এই যে, ইন্দ্রাদি দেবগণ আমা হইতে বিভিন্ন ও আমার নিয়ন্তা, আমি ভৃত্যের ন্যায় ইঁহাদিগকে স্তুতি, নমস্কার, যাগ প্রভৃতি দ্বারা সন্তুষ্ট করত তাঁহাদের প্রদত্ত ঐহিক উন্নতি ও অন্তে মোক্ষরূপ ফল পাইব, এই অভিসন্ধিতেই তাহারা দেবাদির উপাসনা করে। যেমন এই জগতে বহু পশুবিশিষ্ট পুরুষের এক একটি গবাদি পশু ব্যাঘ্রাদি কর্তৃক অপহৃত হইলে, পশু-স্বামীর অত্যন্ত কষ্ট হয়, সেই প্রকার এক একটি পুরুষ পশুভাব হইতে মুক্তিলাভের জন্য প্রযত্নবান্ হইলে যে দেবতাদের অপ্রীতি হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? গৃহস্থের বহু পশুর অপহরণ হইলেও কষ্ট হয় দেখা যায়। বলিতে কি, মনুষ্য কোনরূপে আত্মতত্ত্ব জানিতে পায়, ইহা দেবতাদিগের কখনই প্রীতির বিষয় হইতে পারে না। অনুগীতাতে ভগবান্ ব্যাসের ইহারই অনুরূপ উক্তি স্মরণ হয় যে,—"হে কৌন্তেয়! সমস্ত দেবলোক ক্রিয়াবান্ ব্যক্তিগণ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। মনুষ্য যে দেবতাদিগের উপরে বর্ত্তমান হইবে, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ করিবে, ইহা দেবতাদের ইষ্ট নহে।" এই জন্য দেবগণ গো প্রভৃতি পশুকে ব্যাঘ্র কবলের মত ব্রহ্মবিদ্যার আসক্তি হইতে মনুষ্যদিগকে পরিচ্যুত করিবার জন্য বিঘ্নাচরণ করিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই কামনা করেন যে, মনুষ্যগণ আমাদিগের উপভোগ্যতা হইতে পরিচ্যুত না হয়; কিন্তু তাঁহারা যে মনুষ্যকে মুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে শ্রদ্ধাদিসাধনযুক্ত করিয়া থাকেন এবং যাহাকে মুক্ত করিতে চাহেন না, তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যায় অশ্রদ্ধাদি দোষে আক্রান্ত করেন। অতএব মনুষ্যের প্রতি দেবাদির এইরূপ স্বাতন্ত্র্য হেতু মুক্তিকামী পুরুষকে সাবধান করা যাইতেছে, যদি তাহারা দেবতার আরাধনে তৎপর ও ব্রহ্মবিদ্যায় শ্রদ্ধা-অনুরাগযুক্ত থাকে, তবে ব্রহ্মবিদ্যার প্রাপ্তির বিষয়ে সাবধান হইবে। ইহা দেবাপ্রিয় বাক্য—উচ্চারণ দ্বারা প্রদর্শিত হইল ॥ ১০ ॥

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব তদেকꣳ সন্ন ব্যভবত্তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি ।

তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মধস্তাদুপাস্তে রাজসূয়ে ক্ষত্র এব তদযশো দধাতি সৈষা ক্ষত্রস্য যোনির্যদ্‌ব্রহ্ম ।

তস্মাদযদ্যপি রাজা পরমতাং গচ্ছতি ব্রহ্মৈবান্তত উপনিশ্রয়তি স্বাং যোনিং য উ এনꣳ হিনস্তি স্বাꣳ স যোনিমৃচ্ছতি স পাপীয়ান্ ভবতি যথা শ্রেয়াꣳসꣳ হিꣳসিত্বা ॥ ১১ ॥

পূর্ব্বে "আত্মেত্যেবোপাসীত" এই বাক্য দ্বারা উপনিষৎ-শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য আত্মতত্ত্বোপাসনা সূত্রিত হইয়াছে। পরে তাহার ব্যাখ্যা করিবার অভিপ্রায়ে "তদাহুর্যদ্‌ব্রহ্মবিদ্যয়া" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা অর্থবাদের সহিত শাস্ত্রের সম্বন্ধ এবং প্রয়োজন কথিত হইয়াছে, এবং সংসারী জীবই অবিদ্যায় অধিকারী, ইহা "অথ যোহন্যাং দেবতামুপাস্তে" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রতিপাদন করিয়া ঐ বাক্যের—অবিদ্যাবান্ সংসারী জীব ঋণী, দেবতাদের কর্ম্ম করিতে বাধ্য, সুতরাং পশুর ন্যায় পরাধীন, এই তাৎপর্য্যও কথিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, অবিদ্যাক্রান্ত জীবের সম্বন্ধে দেবতা প্রভৃতির কর্ম্মে বাধ্যতা কি? তদুত্তরে বর্ণ ও আশ্রম বলা যায়। তন্মধ্যে বর্ণ কি? এই জিজ্ঞাসায় এই শ্রুতি আরব্ধ হইতেছে—যে বর্ণরূপ নিমিত্তানুসারে কর্ম্মবিশেষে এই সংসারী জীব পরাধীনভাবে অধিকৃত, তাহা প্রদর্শন করাইবার জন্যই অগ্নির সৃষ্টি কথনের পর ইন্দ্রাদি দেবতার সৃষ্টি বলা হয় নাই। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে অগ্নির সৃষ্টি বলা হইয়াছে, তাহা প্রজাপতিসৃষ্টির অকথিত অংশ পরিপূরণের জন্য। আর এই ইন্দ্রাদির সৃষ্টিও সেই প্রকরণে জানিবে। কারণ, ইন্দ্রাদি সৃষ্টিও প্রজাপতিসৃষ্টিরই অঙ্গ, তথাপি এই প্রকরণে যে তাহার অভিধান করা যাইতেছে, উহা কেবল অবিদ্বান্ ব্যক্তির কর্ম্মাধিকারের প্রতি হেতুপ্রদর্শনার্থই। এই শ্রুতিস্থ ব্রহ্মশব্দের অগ্নি অর্থ গ্রহণীয়, অর্থাৎ সেই প্রজাপতি অগ্নি সৃষ্টি করিয়া অগ্নি হইতে ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই অর্থই এখানে ধর্ত্তব্য। সেই অগ্নিরূপপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ স্বীয় জাত্যভিমান হেতু ব্রহ্মশব্দে অভিহিত হন। তৎকালে এই ক্ষত্রিয়াদি জাতি ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন ছিল;

এ জন্য ব্রহ্ম একাকী অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়াদিরূপ পালকের সহানুভূতির অভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন।

সেই হেতু "সেই ব্রহ্ম, আমি ব্রাহ্মণ, আমারই এই প্রকার কর্ম্ম কর্ত্তব্য," এই মনে করিয়া, ব্রাহ্মণজাতির অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম নির্ব্বাহের ইচ্ছায় ও নিজের কর্তৃত্ব রক্ষার জন্য একটি প্রশস্ত পদার্থের বিশেষরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই সৃষ্ট পদার্থ কি? ক্ষত্র, ক্ষত্রিয়জাতি। শ্রুতি তাহাই ব্যক্তি-ভেদ করিয়া দেখাইতেছেন। যাহারা এই লোকে দেবতাদের মধ্যে ক্ষত্রিয়রূপে প্রসিদ্ধ, তাহারা সৃষ্ট হইল। এ স্থলে জাতির আখ্যানে বৈয়াকরণ-মতে বৈকল্পিক বহুবচনের অনুশাসন বশতঃ অথবা ব্যক্তির বহুত্ব প্রযুক্ত ক্ষত্রজাতিতে বহুবচন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই ক্ষত্রিয় কে? শ্রুতি তদুত্তরে বলিতেছেন যে, সেই ক্ষত্রিয়ের মধ্যে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। যে প্রকার ইন্দ্র দেবতাগণের রাজা, বরুণ জলজন্তুসমূহের অধিপতি, সোম ব্রাহ্মণদিগের প্রভু, এই প্রকার রুদ্র পশু-সকলের, মেঘ বিদ্যুৎসমূহের, যম পিতৃলোকের, মৃত্যু রোগাদির, ঈশান প্রভানিচয়ের অধিপ, সেই প্রকার অন্য দেবতার মধ্যে প্রভুরূপে ক্ষত্রিয়জাতি সৃষ্ট হইয়াছিল। তৎপরে ইন্দ্রাদি ক্ষত্রিয় দেবাধিষ্ঠিত মনুষ্যক্ষত্রিয় চন্দ্র ও সূর্য্যবংশে মনুষ্যলোকে পুরূরবা প্রভৃতি নামে সৃষ্ট হইয়াছিল। ইহা দেখাইবার জন্য দেবতাক্ষত্রিয়ের সৃষ্টির কথা এ স্থলে প্রস্তাবিত হইয়াছে।

যেহেতু, সেই ব্রহ্ম কর্তৃক প্রযত্ন সহকারে ক্ষত্রিয়জাতি সৃষ্ট হইয়াছে, সেই হেতু ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জাতি নাই; কারণ, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণজাতিরও নিয়ন্তা। সেই হেতু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়জাতির জন্মদাতা হইয়াও, ক্ষত্রিয়ের অধঃস্থিত এবং উপরিস্থিত ক্ষত্রিয়কে উপাসনা করিয়া থাকেন। কোথায় এইরূপ উপাসনা করেন? এই জিজ্ঞাসায় শ্রুতি বলিতেছেন যে, রাজসূয়ে ক্ষত্রিয়ই ব্রহ্ম আখ্যা স্থাপন করে অর্থাৎ ব্রাহ্মণস্বরূপ বলিয়া প্রথিত হন। রাজসূয়যজ্ঞে অভিষিক্ত এবং আসন্দীতে (মঞ্চিকা) উপবিষ্ট রাজা যখন ঋত্বিক্‌কে 'ব্রহ্মন্' এই নামে আমন্ত্রণ করিবেন, তখন ঋত্বিকই রাজাকে বলিবেন যে, হে রাজন্! তুমিই ব্রহ্ম, তবেই এই ক্ষত্রিয়ই যে সেই ব্রহ্মরূপে খ্যাতি স্থাপন করে, ইহা শ্রুতি দ্বারা প্রতিপাদিত হইল। ইহার তাৎপর্য্য—পূর্ব্বোক্ত প্রকার। ব্রহ্ম যে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি-কারণ, তাহা যুক্তিযুক্ত।

সেই হেতু যদিও রাজা প্রাধান্য অর্থাৎ রাজসূয়যজ্ঞে অভিষেকের জন্য বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হন, তথাপি নিজের জন্মদাতাস্বরূপ ব্রাহ্মণজাতিকেই কর্ম্মসম্পূর্ণতার জন্য যজ্ঞাদিকার্য্যে উপনিহিত, অর্থাৎ পুরোহিতরূপে নিযুক্ত করিবেন। যে ক্ষত্রিয়

বলগর্ব্বপ্রযুক্ত নিজের জন্মদাতা ব্রাহ্মণজাতিকে হিংসা করে, অর্থাৎ হেয় জ্ঞান করে, সে নিজের পিতাকেই বিনাশ করিয়া থাকে। সে এই কার্য্যের দ্বারা পাপিষ্ঠ হয়। যদিচ পূর্ব্ব হইতেই ক্ষত্রিয়জাতি স্বাভাবিক ক্রূরতা প্রযুক্ত পাপী আছে, তথাপি এক্ষণে নিজের জন্মদাতা ব্রাহ্মণজাতির হিংসা করা হেতু অত্যন্ত পাপী হয়। যে প্রকার লোকে প্রশস্ততর ব্যক্তিকে পরাভব করিয়া অত্যন্ত পাপী হয়, উহাও সেইরূপ ॥ ১১ ॥

স নৈব ব্যভবৎ স বিশমসৃজত যান্যেতানি দেবজাতানি গণশ আখ্যায়ন্তে বসবো রুদ্রা আদিত্যা বিশ্বেদেবা মরুত ইতি ॥ ১২ ॥

সেই ব্রাহ্মণত্বাভিমানী ব্রহ্ম, ক্ষত্রিয়জাতি সৃষ্ট হইলেও পূর্ণতা অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানে সামর্থ্য লাভ করেন নাই; কারণ, তাঁহার কর্ম্মসাধক ধনোপার্জ্জকের অভাব। সেই হেতু কর্ম্মনিষ্পাদক ধনের উপার্জ্জনের জন্য বৈশ্যজাতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই বৈশ্য কে? উত্তরে বলা যায়, যে দেবসমূহ সঙ্ঘ নামে কথিত হয়, অর্থাৎ যাহারা এক গণরূপে কথিত হইয়া থাকে, তাহারা দেববৈশ্য। বৈশ্যজাতিও প্রায়ই সংহত হইয়া ধন উপার্জ্জনে সমর্থ হয়; একাকী সমর্থ হয় না। যেমন বসুগণ অষ্টসংখ্যায় সঙ্ঘবদ্ধ, এই প্রকার একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ত্রয়োদশ বিশ্বদেব (ইহারা বিশ্বার অপত্য, সেই জন্য ইহাদের বিশ্বদেব সংজ্ঞা হইয়াছে) ঊনপঞ্চাশৎ মরুৎদেব; (যাহাদের সাত সাত করিয়া সাতটি গণ প্রসিদ্ধ আছে) ইহারা সকলেই বৈশ্য ॥ ১২ ॥

স নৈব ব্যভবৎ স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত পূষণমিয়ং বৈ পূষেয়ং হীদ সর্ব্বং পুষ্যতি যদিদং কিঞ্চ ॥ ১৩ ॥

পরে সেই পুরুষ পরিচারকের অভাবে পুনর্ব্বার কর্ম্মানুষ্ঠানে অসমর্থ হইয়াছিলেন, এই জন্য শূদ্রবর্ণের সৃষ্টি করিলেন। শ্রুতিতে শৌদ্র এই যে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা শূদ্রশব্দের উত্তর স্বার্থে অণ্ প্রত্যয় ও ঊকার স্থানে ঔকাররূপ বৃদ্ধি দ্বারা নিষ্পন্ন। উহা শূদ্রের সমানার্থক সৃষ্ট শূদ্রবর্ণ কে? এই জিজ্ঞাসায় শ্রুতি কহিতেছেন, পূষাই শূদ্রবর্ণ এবং পূষাই [illegible] কে? ইহার উত্তরের শ্রুতি পূষন্‌শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্বারা বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ

করিতেছেন, এই পৃথিবীই পূষা। যেহেতু, এই পৃথিবী দৃশ্যমান এই সকলকে পোষণ করে, এই জন্য পৃথিবীর পূষা সংজ্ঞা সার্থক হয় ॥ ১৩ ॥

স নৈব ব্যভবত্তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ধর্ম্মং তদেতৎ ক্ষত্রস্য ক্ষত্রং যদ্ধর্ম্মস্তস্মাদ্ধর্ম্মাৎ পরং নাস্ত্যতো ;অবলীয়ান্ বলীয়াংস সমাশংসতে ধর্ম্মেণ যথা রাজ্ঞৈবং, যো বৈ স ধর্ম্মঃ সত্যং বৈ তত্তস্মাৎ সত্যং বদন্তমাহুর্ধর্ম্মং বদতীতি বা বদন্তং সত্যং বদতীত্যেতদ্ধ্যেবৈতদুভয়ং ভবতি ॥ ১৪ ॥

সেই ব্রহ্মপুরুষ চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াও, ক্ষত্রিয়জাতির স্বাভাবিক অসংযতভাব আশঙ্কা করত কর্ম্মানুষ্ঠানে সমর্থ হইতে পারিলেন না। পরে যত্নপূর্ব্বক ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই ধর্ম্ম কি? না—যাহা মঙ্গলস্বরূপ। সেই সৃষ্ট ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়েরও শাসক, এ জন্য উগ্র হইতেও উগ্রতর। যেহেতু, ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়েরও নিয়ন্তা, সেই হেতু ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শাসক কিছু নাই। কারণ, সেই ধর্ম্মকর্ত্তৃক সকলই নিয়ন্ত্রিত হয়। তাহার কারণ—দুর্ব্বলতর ব্যক্তিও ধর্ম্মবলে নিজাপেক্ষা বলীয়ান্ ব্যক্তিকে জয় করিতে কামনা করিয়া থাকে। যে প্রকার দেখা যায়, জগতে সংসারী ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা বলবত্তম রাজার সহায়তা লাভ করিয়া অন্যের সহিত স্পর্দ্ধা করে, এইরূপ ধর্ম্মবল জানিবে। তবেই এইক্ষণে ইহা প্রমাণিত হইল যে, ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা বলীয়ান্. এই জন্য সকলের নিয়ন্তা। সেই ধর্ম্ম লৌকিক ব্যবহারে সত্য নামে পরিচিত অর্থাৎ লোকে যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া ব্যবহার করে, শাস্ত্রানুসারে তাহা সত্যই, সত্যের অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মানুচরণ ফলতঃ একই বস্তু। কেবল অনুষ্ঠীয়মান অবস্থায় ধর্ম্মরূপে এবং শাস্ত্রার্থজ্ঞানকালে সত্যনামে ব্যবহৃত হয়। বাস্তবিক ধর্ম্ম আর সত্য একই পদার্থ। এই জন্য অনুষ্ঠানকালে যথাশাস্ত্র উক্তিকারক ব্যক্তিকে সত্য ও ধর্ম্ম এই উভয়ের প্রভেদজ্ঞ সমীপস্থ ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন—"ইনি ধর্ম্মবাদী," এই প্রকার ইহার বৈপরীত্যে অর্থাৎ ধর্ম্ম কিম্বা লৌকিক ব্যবহারবাদী পুরুষকে 'বলিয়া থাকেন, "ইনি সত্যবাদী" অর্থাৎ শাস্ত্রের অবিরুদ্ধবাদী। তবে ইহাই নিরূপিত হইল যে, জ্ঞায়মান বা অনুষ্ঠীয়মান সত্য উভয়ই ধর্ম্মস্বরূপ, সেই হেতু জ্ঞান বা অনুষ্ঠানাত্মক সেই ধর্ম্ম শাস্ত্রজ্ঞ ও অশাস্ত্রজ্ঞ সকলকেই নিয়ন্ত্রিত করে। এই জন্যই বলা হইয়াছে, সেই ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়েরও ক্ষত্রিয় (নিয়ন্তা)। অতএব সেই ধর্ম্মাভিমানী অবিদ্যাচ্ছন্ন

প্রজাপতি (সগুণ ব্রহ্ম) পুরুষ ধর্ম্মবিশেষের অনুষ্ঠানের জন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্রের উৎপত্তির কারণাভিমানী হন। কারণ, ঐ সকল জাত্যুৎপত্তির নিমিত্ত সকল স্বভাবতই ধর্ম্মাধিকারের নিমিত্ত ॥ ১৪ ॥

তদেতদ্ব্রহ্ম ক্ষত্রং বিট্ শূদ্রস্তদগ্নিনৈব দেবেষু ব্রহ্মাভবদ্ ব্রাহ্মণো মনুষ্যেষু ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যেন বৈশ্যঃ শূদ্রেণ শূদ্রস্তস্মাদগ্নাবেব দেবেষু লোকমিচ্ছন্তে ব্রাহ্মণে মনুষ্যেম্বেতাভ্যাং হি রূপাভ্যাং ব্রহ্মাভবৎ।

অথ যো হ বা অস্মাল্লোকাৎ স্বং লোকমদৃষ্ট্বা প্রৈতি স এনমবিদিতো ন ভুনক্তি যথা বেদো বাহননূক্তোহন্যদ্বা কর্ম্মাকৃতং যদিহ বা অপ্যনেবংবিদ্ মহৎ পুণ্যং কর্ম্ম করেতি তদ্ধাস্যান্ততঃ ক্ষীয়ত এবাত্মানমেব লোকমুপাসীত স য আত্মানমেব লোকমুপাস্তে ন হাস্য কর্ম্ম ক্ষীয়তে।

অস্মাদ্ধ্যেবাত্মনো যদ্যৎ কাময়তে তত্তৎ সৃজতে ॥ ১৫ ॥

এই যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ররূপ বর্ণচতুষ্টয়ের সৃষ্টির কথা উপসংহার করা হইয়াছে, উহার উদ্দেশ্য পরে দেখান হইবে। সেই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্ম অগ্নিরূপেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অন্যরূপে নহে। তন্মধ্যে দেবতাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণজাতি হইয়াছিলেন। মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণস্বরূপে ব্রহ্ম হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়াদি জাতিমধ্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্ম উৎপন্ন হন নাই, পরন্তু অন্যবিকার প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। ক্ষত্রিয় দ্বারা ক্ষত্রিয় হইলেন, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, ইন্দ্রাদিদেবতা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত; এই প্রকার বৈশ্যও বৈশ্য-দেবতাধিষ্ঠিত, শূদ্র শূদ্রদেবাধিষ্ঠিত হইয়া উৎপন্ন হইলেন। যেহেতু, স্রষ্টা—ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়াদিতে বিকারাপন্ন এবং অগ্নিরূপী ব্রাহ্মণ জাতিতে অবিকৃত, সেই হেতু দেবতাদের মধ্যে কেবল অগ্নিতেই পণ্ডিতগণ আহুতি দ্বারা কর্ম্মফল পাইতে ইচ্ছা করেন, অর্থাৎ অগ্নিসাহায্যে যাগাদি কর্ম্ম করিয়া স্বর্গাদি ফল কামনা করেন। এই জন্যই ব্রহ্ম কর্ম্মের আধার অগ্নিরূপে অবস্থিত এবং সেই জন্য সেই অগ্নিতে কর্ম্ম করিয়া যাজক ব্রাহ্মণগণ তাহার ফলপ্রার্থীও হইয়া থাকেন। ইহা মনুষ্য-উচিত কার্য্য। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণজাতির যে হোমের কথা বলা হইয়াছে, উহা দেবলোকে ব্রাহ্মণত্বলাভের জন্য, নতুবা মনুষ্যলোকে

কর্ম্মফললাভের কামনা থাকিলে আর অগ্নি প্রভৃতিতে হোমাদি ক্রিয়া অপেক্ষিত হয় না, কিন্তু ব্রাহ্মণত্বজাতিলাভ দ্বারাই ইষ্টসিদ্ধি হয় অর্থাৎ সেই ব্রাহ্মণোচিত জপাদি ক্রিয়া দ্বারাই তাহা সাধিত হয়, কারণ,—যে স্থলে পুরুষার্থলাভ দেবতার অধীন হইবে, সেই স্থলেই অগ্ন্যাদি দেবতার সহায়তায় হোমাদি ক্রিয়ার অপেক্ষা থাকে। স্মৃতিতেও ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে যে,—ব্রাহ্মণ কেবল বেদমন্ত্রের জপ দ্বারাই নিশ্চিত সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁহারা যাগাদি অন্য কার্য্য করুন্ বা না করুন, তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তবে এ স্থলে ইহাও বক্তব্য, যে ব্রাহ্মণ সকল প্রাণীকে আত্মবৎ দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। এক ব্রাহ্মণের সম্বন্ধেই ভিক্ষুকাশ্রমের বিধান হেতু মোক্ষরূপ ফলও তাঁহাদের পক্ষেই শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। সেই হেতু বলি, মনুষ্যলোকে ব্রাহ্মণ কর্ম্মফলপ্রার্থী হইয়া থাকেন। যেহেতু—ব্রাহ্মণরূপে কর্ম্মের কর্ত্তা ও অগ্নিরূপ কর্ম্মের অধিকরণরূপে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্ম সাক্ষাৎ প্রকাশ পাইয়াছেন, অতএব মনুষ্য ব্রাহ্মণসাহায্যেই কর্ম্মের ফলপ্রাপ্তির আশা করিয়া থাকে।

কোন বাদী উক্ত শ্রুতির এইরূপ তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়া থাকেন যে, লোকে অগ্নিতে হোম এবং ব্রাহ্মণে দান করিয়া, পরমাত্মারূপ লোক প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, অর্থাৎ বাদী শ্রুতিস্থ "লোক" শব্দের কর্ম্মফল অর্থ না করিয়া পরমাত্মারূপ লোক অর্থ করেন, ইহা অসঙ্গত। কারণ—অবিদ্যার প্রকরণে যাগাদি কর্ম্মে অধিকারের জন্য ব্রাহ্মণাদি বর্ণের বিভাগ প্রস্তাবিত হইয়াছে। অথচ বাদীর তাৎপর্য্যে ঐ লোককে ঐ কর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্য পরমাত্মলোকরূপে বর্ণনা করা অতীব অন্যায়। বিশেষতঃ পরবাক্যে "স্বলোকমদৃষ্ট্বেতি" এই বিশেষণ থাকাতেও ঐরূপ বর্ণনা হইতেই পারে না। কারণ—যদি এ স্থলে লোকশব্দে পরমাত্মা অভিহিত হয়, "তবে স্বলোক না দেখিয়া (পরমাত্মাকে না জানিয়া)" ইত্যাদি পরবর্ত্তিবাক্যে লোক শব্দের বিশেষণরূপে স্বশব্দের নির্দ্দেশ করা ব্যর্থ হয়। তাৎপর্য্য এই—স্বশব্দের অর্থই পরমাত্মা, কারণ—স্বত্ব ও পরমাত্মতা এই উভয়ের ব্যভিচার কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, তবেই লোককে আর পর বা পরম বলিয়া বিশেষিত করিবার আবশ্যকতা কি? কিন্তু যদি স্বলোক (পরমাত্মা)-ভিন্ন প্রার্থনীয় ও অগ্নির আরাধনায় প্রাপ্য কোন লোক থাকিত, তবে 'স্ব' এই বিশেষণটি ঐ পরলোকের ব্যাবৃত্তিকারক বলিয়া সার্থক হইত। যেহেতু, পরমাত্মাতিরিক্ত কোন বস্তু বাস্তবসৎ না থাকায় সমস্তই স্বলোকের

অন্তর্বর্ত্তী, ইহার ব্যভিচার নাই। কিন্তু অবিদ্যাকৃত লোক যদি লোক-শব্দের অর্থ বলা যায়, তাহা হইলে তাহাতে স্বত্বের ব্যভিচার হেতু, 'স্ব' এই বিশেষণ সার্থক হইতে পারে। অতঃপর "ক্ষীয়ত এব" এই বাক্যশেষ দ্বারা শ্রুতি কর্ম্মকৃত ফলের ব্যভিচারই প্রতিপাদন করিবেন। এক্ষণে আশঙ্কা হইতেছে যে, যদি ব্রহ্মকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য সৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সেই ধর্ম্মনামক কর্ম্ম কর্ত্তব্যবিষয়ে সকল ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে ও পুরুষার্থের সাধন হয়, তাহা হইলে সেই কর্ম্ম দ্বারা পরমাত্মারূপ লোক জ্ঞাত না হইয়াও প্রাপ্ত হওয়া উচিত, তবে কি জন্য পরমাত্মা জ্ঞেয়স্বরূপে নির্দ্ধারিত হইবে, এই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য শ্রুতিতে 'অথ' শব্দ নির্দিষ্ট হইয়াছে। যদি কোন পুরুষ অবিদ্যা, কামনা ও কর্ম্মজনিত শরীরধারণরূপ সাংসারিক লোক হইতে প্রস্থান করে, অর্থাৎ অগ্নিসাধ্যকর্ম্মের অভিমানে বা কেবল ব্রাহ্মণজাতিসাধ্য কর্ম্মের অভিমানিতাপ্রযুক্ত অবাস্তব অব্রহ্মরূপ এই লোক হইতে পরমাত্মা-নামক লোক—যাহা আত্মরূপে সকলের অব্যভিচারী, তাহা না দেখিয়া অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্ম' এই প্রকারে না জানিয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই পরমাত্মারূপ স্বলোক, অবিদ্যার ব্যবধানে অজ্ঞাত হওয়াতে তাহাকে পালন করে না। এ স্থলে দৃষ্টান্ত এই—যেমন দশ জন লোক কোন এক নদী পার হইলেও তাহার মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে বিস্মৃতিবশে পরিত্যাগ করত অপর নয় জনকে গণনা করিয়া, দশম ব্যক্তির অদর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ নিজেই দশম সংখ্যার পূরণ, ইহা না জানিয়া শোক-মোহাদি দুঃখে নিপতিত হয়, তবে তাহার আত্মা ঐ ভ্রম দূর করিয়া, তাহাকে পালন করিতে পারে না। কিম্বা যে প্রকার পৃথিবীতে অনধীত বেদ যাগাদি কর্ম্মের উপদেশ দ্বারা পুরুষকে প্রতিপালন করে না, অথবা যে প্রকার লৌকিক কৃষ্যাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠিত না হইলে, তাহা শস্যাদি ফল দ্বারা কৃষককে পালন করে না, এই প্রকার পরমাত্মারূপী নিজলোকও নিত্য আত্মরূপে প্রকাশিত না হইয়া, অবিদ্যানিবৃত্তি দ্বারা সংসারী জীবকে সাংসারিক শোক-মোহাদিজনিত কষ্ট হইতে রক্ষা করে না। এ বিষয়ে বাদী আশঙ্কা করেন যে, জ্ঞানীর পক্ষে যখন পরমাত্মারূপী স্বলোক দর্শনাধীন, তখন আত্মরক্ষার আবশ্যকতা কি? অর্থাৎ যখন অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী এবং অভীষ্ট ফলসাধক কর্ম্মও অনন্ত, তখন সেই অনুষ্ঠিত কর্ম্মই জীবের রক্ষক হইবে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? শ্রুতিই এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন

যে হেতু, কৃতকর্ম্মের ক্ষয় অনিবার্য্য তাহা চিরস্থায়ী হয় না, অতএব অক্ষয় ফলের জন্যই পরমাত্মার জ্ঞান অপেক্ষিত। যদি এই সংসারে যথোক্ত নিয়মে পরমাত্মার স্বরূপ-অনভিজ্ঞ কোন মহাত্মা অত্যাশ্চর্য্যময় বহু অশ্বমেধাদি যজ্ঞস্বরূপ ইষ্টফলসাধক পুণ্যকর্ম্ম নিরন্তর আচরণ করে এবং ইহা মনে করে যে, এই কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই আমার অনন্ত ফল হইবে, তবে সেই অবিদ্যাভিভূত ব্যক্তির সেই কর্ম্ম অবিদ্যাধীন-কামনা হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্বপ্নদর্শনকালে উৎপন্ন সম্পদের ন্যায় ফলভোগের অন্তে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ, ঐ কর্ম্মের নিমিত্ত—অবিদ্যা ও কামনা, উভয়ই অস্থায়ী; সুতরাং তজ্জনিত কর্ম্মফলেরও নিয়ত ক্ষয় হইবে, ইহা যুক্তি দ্বারাই স্থিরীকৃত হইতেছে। অতএব পুণ্যকর্ম্মের ফল দ্বারা জীবের পালনের অবশ্যম্ভাবিতা আশা করা বৃথা। এই কারণেই আত্মারূপ স্বলোকের উপাসনা কর্ত্তব্য। এই শ্রুতিতে স্বশব্দের প্রয়োগ না থাকিলেও পূর্ব্বে স্বলোকের প্রস্তাব থাকায় এ স্থলে স্বলোক অর্থে আত্মাশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে জানিবে। যে ব্যক্তি আত্মারূপ লোকের উপাসনা করে, তাহার কি ফল? শ্রুতি তাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন—তাহার কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, তাহার কর্ম্ম অলীক বলিয়াই ক্ষয় সম্ভব হয় না, ইহা সিদ্ধ কথার উল্লেখ করা হইল মাত্র। যে প্রকার অব্রহ্মবিৎ ব্যক্তির কর্ম্মক্ষয় বশতঃ সাংসারিক দুঃখ সর্ব্বদাই হইয়া থাকে, আত্মজ্ঞ ব্যক্তির সেই প্রকার হয় না; ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থ। যেমন মিথিলা দগ্ধ হইলে আমার কিছুই দগ্ধ হয় না, এইরূপ উক্তি আছে, সেই প্রকার অবিদ্বানের কর্ম্মক্ষয় হইলেও বিদ্বানের কিছুই ক্ষতি আসে যায় না।

"স্বাত্মারূপ লোকের উপাসক বিদ্বান্ ব্যক্তির অবিদ্যাসম্বন্ধজনিত কর্ম্মের ক্ষয় অলীক"। এইরূপ শ্রুতির অর্থ কেহ বর্ণনা করেন, তাঁহার মতে লোক শব্দের অর্থ দুই প্রকার, উভয়ই কর্ম্মাশ্রিত। তাহার মধ্যে একটি ব্যক্তাবস্থাপন্ন হিরণ্যগর্ভ নামক কর্ম্মের আশ্রয়। অপর—প্রসিদ্ধভোগ্য স্থান। যে ব্যক্তি সেই পরিচ্ছিন্ন হিরণ্যগর্ভনামক লোকের উপাসনা করে, সেই পরিচ্ছিন্ন কর্ম্মরূপ-আত্মদর্শীর কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আর যিনি সেই লোককে অব্যাকৃত অবস্থাপন্ন অর্থাৎ জগৎকারণরূপে অবগত হইয়া উপাসনা করেন, সেই অপরিচ্ছিন্ন কর্ম্মরূপ-আত্মদর্শীর কর্ম্ম উৎপন্ন হয় না। কেন না, তাঁহার উপাস্য কর্ম্মাত্মা অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মস্বরূপ। সিদ্ধান্তী কহিল, হাঁ, এইরূপ কল্পনা সাধ্বী বটে, পরন্তু উহা শ্রুতি দ্বারা প্রতিপাদিত হয় নাই। শ্রুতিতে স্বলোকশব্দে প্রস্তাবিত পরমাত্মাই কথিত হইয়াছে।

বিশেষতঃ শ্রুতিতে 'স্বলোক' এইরূপ উপক্রম করিয়া পরবাক্যে স্বশব্দ পরিত্যাগ করত আত্মশব্দের নির্দ্দেশ, দ্বারা পুনশ্চ সেই লোকের প্রতি-নির্দ্দেশ হেতু "আত্মা ভাবিয়া লোকের উপাসনা করিবে," এই অর্থই প্রতীয়মান হইতেছে; সুতরাং ইহার মধ্যে কর্ম্মসমবায়ী লোকরূপে লোকশব্দের অর্থ-কল্পনা করার প্রসক্তিই নাই। পরবাক্যে কেবল বিদ্যার বিশেষণ করা হেতুও লোকশব্দ পরমাত্মার বাচক বলিয়া নিশ্চিত হইতেছে অর্থাৎ "আমাদের যে এই আত্মা, ইহাই লোক," এই বাক্য দ্বারা পুত্র, কর্ম্ম ও অপরা বিদ্যাজনিত লোক হইতে বিদ্যার বৈশিষ্ট্য করা হইয়াছে। আবার "এই আত্মা আমাদের লোক" "এই আত্মজ্ঞ পুরুষের লোক কোন কর্ম্ম দ্বারা পরিমিত হয় না।" "এই আত্মজ্ঞের ইহাই পরমলোক" এইরূপ বিশিষ্টভাবে বোধক বাক্য সকলের সহিত একবাক্যতা করিয়া এই শ্রুতিতেও লোকশব্দের পরমাত্মা অর্থ করাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। এই শ্রুতিতেও "স্বলোক" এইরূপ বিশেষণ দৃষ্ট হইতেছে। বাদী কহিল, যদি এই শ্রুতিতে স্বলোক দর্শন-অর্থে পরমাত্মার উপাসনা অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার উপাসনা দ্বারা পরমাত্মস্বরূপতাফলই প্রতিপাদিত হইত, কথনই 'যে যে কামনা করে, তাহাই এই আত্মা হইতে প্রাপ্ত হয়', এই প্রকার আত্মপ্রাপ্তি ভিন্ন অন্য ফলের কীর্ত্তন করা শ্রুতির সঙ্গত হইত না। অতএব স্বলোকের অর্থ পরমাত্মা, শ্রুতির অভিপ্রেত নহে। সিদ্ধান্তী কহিল, পরমাত্মস্বরূপ লোকের উপাসনার প্রশংসার জন্যই ইহা কথিত হইয়াছে। ইহার ভাব এই যে,—উক্ত স্বলোক হইতে সকল অভিলষিত ফল সম্পন্ন হয়। আত্মোপাসনা দ্বারা পূর্ণকাম হওয়ায় জীবের আর কোনও প্রার্থনীয় ফল থাকে না। আত্মা হইতে প্রাণ, আত্মা হইতে দিক্ ইত্যাদি শ্রুতিতেও আত্মা হইতেই সকল ফললাভ উক্ত হইয়াছে। অথবা পূর্ব্বে যে প্রকার ব্রহ্মের সর্ব্বস্বরূপতা কথিত হইয়াছে, সেই প্রকার এই শ্রুতিতেও স্বলোকের সর্ব্বময়তা প্রদর্শন করিবার জন্যই স্বর্গলোক-উপাসকের সকল কাম্যফল লাভ বলা হইল। যদি "এই স্বলোকোপাসনা দ্বারা জীব পরমাত্মারূপে পরিণত হয়," এইরূপ অর্থ করা যায়, তাহা হইলেই "অস্মাদ্ধ্যেবাত্মনঃ" এই স্থলে আত্মশব্দের প্রয়োগ এবং স্বলোক শব্দের প্রস্তাবিত আত্মারূপ লোক এই প্রকার অর্থ সঙ্গত হয়, কিন্তু তোমার কথিত লোকশব্দের অব্যাকৃতাবস্থাপন্ন কর্ম্মসমবায়ি-লোক, এই প্রকার অর্থ অভিমত হইলে, শ্রুতিতেও ঐরূপ বিশেষণ নির্দ্দিষ্ট থাকিত, কারণ, তাহা দ্বারা পরমাত্মরূপ লোক এবং

হিরণ্যগর্ভস্বরূপ ব্যাকৃতাবস্থা, এই উভয়েরই ব্যাবৃত্তি হইত। বাস্তবিক তাহা নহে, পরমাত্মাই প্রস্তাবিত এবং লোক শব্দ দ্বারাও তিনিই বিশেষিত হইয়াছেন, অতএব শ্রুতিতে অনুক্ত সেই অব্যাকৃত মধ্যবর্ত্তী অবস্থাবিশেষ, লোক শব্দের অর্থ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না ॥ ১৫ ॥

অথো অয়ং বা আত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং লোকঃ স যজ্জুহোতি যদ্ যজতে তেন দেবানাং লোকোঽথ যদনুব্রূতে তেন ঋষীণামথ যৎ পিতৃভ্যো নিপৃণাতি যৎ প্রজামিচ্ছতে তেন পিতৃণামথ যন্মনুষ্যান্বাসয়তে যদেভ্যোঽশনং দদাতি তেন মনুষ্যাণামথ যৎ পশুভ্যস্তৃণোদকং বিন্দতি তেন পশূনাং যদস্য গৃহেষু শ্বাপদা বয়াংস্যাপিপীলিকাভ্য উপজীবন্তি তেন তেষাং লোকো যথাহ বৈ স্বায় লোকায়ারিষ্টিমিচ্ছেদেবꣳ হৈবংবিদে সর্ব্বাণি ভূতান্যরিষ্টিমিচ্ছন্তি তদ্বা এতদ্বিদিতং মীমাꣳসিতম্ ॥ ১৬ ॥

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের অভিমানী অবিদ্বান্ পুরুষ ধর্ম্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া দেবাদিসম্বন্ধী কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা হেতু পশুর ন্যায় পরাধীন হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, সেই কর্ম্ম সমুদয় কি? যাহার অনুষ্ঠানের জন্য পুরুষ পশুর ন্যায় পরাধীন হয়। সেই দেব প্রভৃতিই বা কাহারা? যাহাদের কার্য্য দ্বারা জীব গবাদি পশুর ন্যায় উপকারসাধন করে। এই প্রকরণে সেই দুইটি জিজ্ঞাস্য বিস্তৃতরূপে মীমাংসিত হইতেছে। অথো এই শব্দটি অন্য বাক্য আরম্ভের সূচক। শ্রুতিস্থ আত্মা শব্দে প্রস্তাবিত কর্ম্মাধিকারী অবিদ্বান্ ও শরীর-ইন্দ্রিয়াদিসমূহযুক্ত গৃহাশ্রমী জীব অর্থ অভিপ্রেত। ঐ আত্মা দেবতা হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত প্রাণিসকলের লোক অর্থাৎ ভোগ্য। যেহেতু, অবিদ্বান্ জীবমাত্রই বর্ণ ও আশ্রমবিহিত কর্ম্ম দ্বারা অন্য আত্মার উপকার করে। এক্ষণে কোন কর্ম্মবিশেষ দ্বারা উপকার করত কোন্ প্রাণিবিশেষের লোক বলিয়া অভিহিত হয়, তাহাই বলিতেছেন। সেই গৃহস্থ যে হোম ও যাগ করে, (দেবতার উদ্দেশ্যে স্বীয় বস্তুর ত্যাগ যাগ নামে ও অগ্ন্যাদিতে প্রক্ষেপ-সংকৃত স্বীয় বস্তু ত্যাগ হোম) সেই হোম ও যাগরূপ কর্ম্ম দ্বারা

অবশ্যকর্ত্তব্যতাপ্রযুক্ত দেবসম্বন্ধে পশুর ন্যায় পরাধীন হয়, এই জন্য দেবলোক নামে কথিত হয়। এইরূপে গৃহী প্রতিদিন যে বেদাধ্যয়ন করে, তাহা দ্বারা ঋষিলোক, পিণ্ডদান ও তর্পণ দ্বারা যে পিতৃদিগকে প্রীত করে, সেই হেতু ও সন্তান উৎপাদনের জন্য যে উদ্যম করে, সেই জন্যও পিতৃলোক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। (শ্রুতিতে যে প্রজালাভের ইচ্ছার উক্তি আছে, উহা উৎপাদনেরও বোধক)। সেই অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম দ্বারা পিতৃদিগের ভোগ্যত্বপ্রযুক্ত জীবের আত্মা পরাধীন হয়, এই হেতু তাহাদের লোক বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। গৃহী বাসস্থান ও উদকাদি দান দ্বারা যে নিরাশ্রয় মনুষ্যদিগকে নিজ গৃহে বাস করাইয়া তৃপ্ত করে কিম্বা সেই সকল স্বগৃহে অবস্থিত অতিথি বা আশ্রিত ব্যক্তিকে যে ভোজন করাইয়া থাকে, তাহা দ্বারা ঐ আত্মা মনুষ্যলোকরূপে শাস্ত্রে উক্ত হয়। এইরূপ পশুদিগকে যে তৃণ ও জল প্রদান করে, তাহা দ্বারা পশুলোক, শ্বাপদ (কুক্কুরাদি) পক্ষী ও পিপীলিকা পর্য্যন্ত যে অন্নকণা, বলি ও পাকভাণ্ডাদি প্রক্ষালনের জল দ্বারা প্রতিপালিত হয়, তাহা দ্বারা তাহাদিগেরও লোক নামে অভিহিত হয়। যেহেতু, এই গৃহী এই পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সকল করত দেবতা প্রভৃতির উপকার করে, এই জন্য তাহার ভোগ্যত্ব বশতঃ দেবলোক প্রভৃতি সংজ্ঞা সার্থক। যে প্রকার এই সংসারে প্রাণিমাত্রই নিজ শরীরের অবিনাশ (স্বভাব হইতে অচ্যুতি) ইচ্ছা করিয়া থাকে এবং নিজ স্বভাব হইতে চ্যুত হইবার ভয়ে পোষণ, রক্ষণ প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা সকল আপৎ হইতে নিজেকে পরিপালন করে, এই প্রকার এবংবিৎ অর্থাৎ "আমি সর্ব্বভূতের ভোগ্য, আমি এই প্রকারে ঋণীর ন্যায় অবশ্যই দেবতা প্রভৃতির ঋণের প্রতীকার করিব," এই প্রকারে আত্মাকে দেবতা প্রভৃতির অধীন বলিয়া যে কল্পনা করে, পূর্ব্বোক্ত দেবতা প্রভৃতি সকলই তাহার স্বত্ব হইতে প্রচ্যুতি নিবারণ কামনা করেন। যেমন গৃহস্থ গৃহপালিত পশুদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে, সেইরূপ তাহাকে সর্ব্বভূত হইতে রক্ষা করে। সেই হেতু বলা হইয়াছে, ইহা উহাদিগের প্রিয়কার্য্য নহে। কারণ, ইহাতে তরপনেয় বন্ধন বর্ত্তমান। এই যথোক্ত কর্ম্মসকল ঋণপরিশোধের ন্যায় অবশ্য কর্ত্তব্য। ' ইহা পঞ্চ মহাযজ্ঞপ্রকরণে কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্ধারিত এবং অবদান প্রকরণে বিচারিত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাদথ প্রজায়েয়াথ বিত্তং মে স্যাদথ কর্ম্ম কুর্ব্বীয়েত্যেতাবান্

বৈ কামো নেচ্ছংশ্চন নাতো ভূয়ো বিন্দেত্তস্মাদপ্যেতর্হ্যেকাকী কাময়তে জায়া মে স্যাদথ প্রজায়েয়াথ বিত্তং মে স্যাদথ কর্ম্ম কুর্ব্বীয়েতি স যাবদপ্যেতেষামেকৈকং ন প্রাপ্নোত্যকৃৎস্ন এব তাবন্মন্যতে তস্যো কৃৎস্নতা মন এবাস্যাত্মা বাগ্ জায়া ।

প্রাণঃ প্রজা চক্ষুর্ম্মানুষং বিত্তং চক্ষুষা হি তদ্বিন্দতে শ্রোত্রং দৈবঙ্ শ্রোত্রেণ হি তচ্ছৃণোত্যাত্মৈবাস্য কর্ম্মাত্মনা হি কর্ম্ম করোতি স এষ পাঙ্ক্তো যজ্ঞঃ পাঙ্ক্তঃ পশুঃ পাঙ্ক্তঃ পুরুষঃ পাঙ্ক্তমিদঙ্ সর্ব্বং যদিদং কিঞ্চ তদিদঙ্ সর্ব্বমাপ্নোতি য এবং বেদ ॥ ১৭ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থ-ব্রাহ্মণম্ ॥ ৪ ॥

আপত্তি হইতে পারে—যদি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ কর্ত্তব্যতা-বন্ধন-রূপ পশুভাব হইতে মুক্তিলাভ করে, তবে কাহার প্রেরণায় পরাধীনের ন্যায় কর্ম্মবন্ধনের অধিকারে পতিত হয়? এবং কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার উপায় ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণাদিরূপ বিদ্যাধিকারে প্রবৃত্ত হয় না? যদি বল, দেবতারাই তাহাদের প্রেরক ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, "তাঁহারাই রক্ষা করেন।", তাহাও সত্য, দেবতা প্রভৃতি নিজ নিজ কর্ম্মাধিকারে প্রবৃত্ত পুরুষকেই রক্ষা করেন, অর্থাৎ মোক্ষোপায়ে প্রবৃত্ত হইতে দেন না; কিন্তু তাঁহারা সাধারণ পুরুষকে রক্ষা করেন না অর্থাৎ স্বস্বজাত্যুচিত বিশেষ বিশেষ অধিকারে অপ্রবৃত্ত পুরুষকে রক্ষা করেন না। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে অকৃতাভ্যাগম (যে কর্ম্ম করা হয় নাই, তাহার ফললাভ), কৃতনাশ (কৃতকর্ম্মের ফল না পাওয়া) দোষ হইয়া উঠিত। ইহার ভাব এই যে, ব্রহ্মজ্ঞ যদি কর্ম্মবন্ধনে দেবতা কর্ত্তৃক নিয়োজিত হ'ন, তবে ব্রহ্মবিদ্যার মোক্ষরূপ ফল না পাওয়ায় কৃতনাশ দোষ এবং তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সমস্ত কার্য্যের পূর্ব্বে বিনাশ হইলেও এইক্ষণে পুনর্ব্বার কর্ম্মবন্ধনে প্রবৃত্তিরূপ ফল ফলিলে, অকৃতাভ্যাগম দোষের প্রসক্তি হয়। পুরুষের প্রবৃত্তি বিষয়ে কর্ম্মরূপ কারণের অপেক্ষা স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই স্থলে কর্ম্মের অভাবেও পুরুষের প্রবৃত্তি স্বীকার করিলে, অকৃতাভ্যাগম দোষ ঘটে; অতএব এমন কোন কারণ বিশেষ স্বীকার করিতেই হইবে—যাহা দ্বারা প্রেরিত হইয়া পুরুষ পরাধীনের ন্যায় স্বলোক (ব্রহ্মাত্মলোক) হইতে বহির্ম্মুখ হইয়া

কর্ম্মবন্ধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তবে অবিদ্যাকে কারণ বলিতে পার, কেন না, জীব অবিদ্যাবশেই বহির্ম্মুখী প্রবৃত্তির অধীন হয়, কিন্তু তাহাও সম্ভব কি ? যেহেতু, সেই অবিদ্যাও সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রবৃত্তির কারণ হয় না ; তাহার কারণ, অবিদ্যা বস্তুর স্বরূপকে আবরণ করিয়া থাকে মাত্র, কিন্তু যে প্রকার গর্ত্তাদিতে পতনের প্রতি অন্ধত্ব হেতু হইয়া থাকে, সেই প্রকার অবিদ্যাও ব্রহ্মস্বরূপ আবরণ করিয়া ক্রিয়াকারকাদি দ্বৈতবিজ্ঞান উৎপাদন করত পরম্পরায় প্রবৃত্তির হেতু হইতে পারে। তবেই বল, সাক্ষাৎ প্রবৃত্তির হেতু কি ? এই আশঙ্কার উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন—এষণাই (কামনা) তাহার প্রবর্ত্তক। স্বাভাবিকী অবিদ্যার বশবর্ত্তী হইয়া মূঢ়গণই প্রবৃত্ত হয়, ইহা "বহির্ম্মুখী প্রবৃত্তিশালী ব্যক্তি সকল কামের অনুগামী হয়" এই কাঠক শ্রুতিতে এবং "কাম এষ" ইত্যাদি গীতাস্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে। মনুসংহিতাতেও "সমস্ত প্রবৃত্তিই কাম হইতে উৎপন্ন" বলিয়া কথিত হইয়াছে, এই কথা এই অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত সবিস্তারে অভিহিত হইবে।

স্বভাবতঃ অবিদ্যাগ্রস্ত, দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিরূপী ও ব্রাহ্মণাদি বর্ণাভিমানী এই আত্মা জায়া গ্রহণের পূর্ব্বে একাকীই ছিল, শ্রুতিতে আত্মশব্দে এই আত্মাই উক্ত হইয়াছে ; অতএব তখন আত্মা বলিতে আত্মার অভিলষণীয় পৃথক্ বস্তুর অভিমানে জায়া-পুত্রাদির সহিত পৃথগ্ভূত স্বরূপে ছিল না, ইহাই প্রতিপন্ন হইল অর্থাৎ যে স্বাভাবক অবিদ্যাবশে নির্লিপ্ত আত্মায় কর্ত্তৃত্ব করণত্বাদি কারক, ক্রিয়া ও ক্রিয়াফল আরোপিত, যে অবিদ্যা বাসনা হইতে জায়াদি কামনা জন্মে ; সেই বাসনাবাসিত অন্তঃকরণে তখন আত্মা কেবল অবিদ্যাবিশিষ্ট হইয়া একাকীই ছিল, জায়া-পুত্রাদি তৎকালে কেহই ছিল না, সেই বাসনাই মাত্র আত্মার অনুগামিনী হইয়া ছিল। পরে সেই বাসনাবশে আত্মা কামনা করে যে, "আমি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে অধিকারী সুতরাং আমার ঐ কর্ম্মে অধিকার-সম্পাদনী জায়া কি প্রকারে হইবে, যেহেতু সেই ভার্য্যা ব্যতিরেকে আমি কর্ম্মে অনধিকারী, অতএব কর্ম্মাধিকার সম্পাদনের জন্য আমার জায়া হউক, তৎপরে আমি সন্ততি-রূপে তাহাতে উৎপন্ন হইব। আমার কর্ম্মসাধনের উপায়—গো প্রভৃতি ধন হউক, তাহা হইলে আমি অভ্যুদয় ও মোক্ষের সাধন কর্ম্ম করিতে পারিব, যাহা দ্বারা আমি সমস্ত দেব-পিতৃ-মনুষ্যাদির নিকট অনৃণী হইয়া প্রশস্ত লোক প্রাপ্ত হইব এবং পুত্র, ধন ও স্বর্গাদি ফলের সাধন কাম্য কর্ম্ম করিব, এই পর্য্যন্ত আমার কাম্য, ইহার অধিক কাম্য বিষয় নাই।" বাস্তবিক কামনাই সাধনস্বরূপ, আর জায়া, পুত্র, ধন ও কর্ম্ম, ইহাই কামনার বিষয় ;

মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক এই লোকত্রয়, ঐ সাধনৈষণার ফলভূত। এই ফলসিদ্ধির জন্যই জায়া, পুত্র, ধন ও কর্ম্মস্বরূপ সাধনৈষণা উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই হেতু ঐ উভয় এষণা একই ; কারণ, যে লোকৈষণা, উহাই সাধনসাপেক্ষ হইয়া ফলপ্রদ, এই জন্য লোকৈষণা ও সাধনৈষণা এই দুই প্রকার এষণাই এ স্থলে কথিত হইয়াছে। এই জন্য পরে অবধারিত হইবে যে, এই দুইটিমাত্র এষণা জীব সমস্ত কার্য্যেরই ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশে করে, এই জন্য লোকৈষণা স্বতন্ত্রভাবে উক্ত না হইলেও অর্থাধীন লভ্য হইল, যেহেতু ইহা বুঝাইবার জন্যই অবধারণ করা হইয়াছে। কামনার ইহাই সীমা ; যেমন ভোজন করিয়াছে বলিলে, "তৃপ্ত হইয়াছে," ইহা আর পৃথক্ বলিতে হয় না ; কারণ, তৃপ্তির জন্যই ভোজন করা হইয়া থাকে, সেইরূপ কার্য্য ও কারণরূপ এষণাদ্বয় এক কামশব্দের উল্লেখ দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহার প্রবর্ত্তনার বশবর্ত্তী হইয়া, অবিদ্বান্ পুরুষ কোশকারের (মাকড়শা) ন্যায় আত্মাকে বেষ্টিত করে, অর্থাৎ কর্ম্মমার্গে আত্মাকে নিয়োজিত করত বহির্মুখ হইয়া স্বর্লোক পরিজ্ঞাত হয় না। ইহা তৈত্তিরীয়ক শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, "ধূমাকুলিতনেত্র ব্যক্তি অন্য বস্তুতে অগ্নির ভ্রমে প্রকৃত অগ্নিতে আহুতি দানের অভাবে স্বর্লোক যাইতে পারে না।" এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, অনন্ত কাম্যবিষয় থাকিতে এই কয়টি মাত্র কাম্যবিষয় কথিত হইল কেন ? তদুত্তরে শ্রুতি কহিতেছেন—যেহেতু, ইচ্ছা না করিলেও, এই ফল ও সাধন ব্যতিরিক্ত অধিকতর ফল প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ এই জগতে ফল ও সাধন ব্যতিরিক্ত দৃষ্ট বা অদৃষ্ট কোন প্রাপ্তব্য বিষয় নাই— যাহার কামনা হইতে পারে। যেহেতু, যাহা প্রাপ্তব্য বিষয়, তাহাতেই কামনা হয়, এই জন্য বলা হইয়াছে, ইহাই কামনার অবধি। অভিপ্রায় এই—এই জগতে যাহা কিছু ঐহিক কি পারত্রিক কাম্য বিষয় আছে, সমুদায়ই সাধ্য কি সাধনের অন্তর্গত এবং অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবের অধিকারভুক্ত, এই জন্য এই দুই কামনা হইতে বিদ্বান্ ব্যক্তি বিমুক্ত হইতে চেষ্টা করিবেন। যেহেতু, এই প্রকারে অবিদ্বান্ আত্মাই পূর্ব্বে কামী হইয়া কামনা করিয়াছিল, এইরূপ তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী আত্মাও কামনা করিয়াছে। ইহা লৌকিক নিয়ম, প্রজাপতির এই সৃষ্টিও ঐ প্রকারে হইয়াছিল। এই জন্য সেই প্রজাপতি অবিদ্যা হইতে ভীত হইয়াছিলেন। তৎপরে একাকী অবস্থায় রমণের অসম্ভাবনা হেতু অরতি বিনাশের জন্য স্ত্রী কামনা করিয়াছিলেন এবং সেই স্ত্রীতে যে উপগত হইয়াছিলেন, তাহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছিল ; ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "প্রজাপতি

জগৎ সৃষ্টি করিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন।" সেই জন্য বর্ত্তমান সময়েও বিবাহক্রিয়ার পূর্ব্বে জীব একাকী অবস্থায় কামনা করিয়া থাকে, "আমার জায়া হউক," আমি সেই জায়াতে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব ; আমার ধন হউক, তাহা দ্বারা কর্ম্ম করিব।" ইহার তাৎপর্য্য পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। সে এই প্রকার কামনাবশে জায়া প্রভৃতি সমস্ত কাম্য পদার্থের সিদ্ধি লাভ করত আত্মাকে সম্পূর্ণ বলিয়া মনে করে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত ইহার এক একটি অপ্রাপ্ত থাকে, তাবৎপর্য্যন্ত আত্মাকে অসম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করে, পরিশেষে যৎকালে এই সমস্তের সম্পূর্ণতা হয়, সেই সময়েই তাহার পূর্ণতা আসে। আর যে সময়ে পূর্ণতা সম্পাদন করিতে সমর্থ না হয়, সেই সময়ে তাহার অসম্পূর্ণতা। তৎকালে তাহার কৃৎস্নত্ব (পূর্ণত্ব) সম্পাদনের জন্য শ্রুতি কহিতেছেন, সেই অসম্পূর্ণতাভিমানী পুরুষের এই প্রকারে পূর্ণতা হয়। কি প্রকারে? তাহা দেখান হইতেছে— প্রথমতঃ এই কার্য্যকারণসমূহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করা হউক। সকল ইন্দ্রিয় এবং শরীর মনের অনুগামী, এ জন্য মনই প্রধান, এই প্রাধান্যবশতঃ মনকে আত্মার সদৃশ বলিয়া, আত্মা নামে অভিহিত করা হয় ; যে প্রকার ভার্য্যা, পুত্র প্রভৃতির মধ্যে গৃহস্বামী আত্মারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যেহেতু জায়া ও পুত্রাদি তাহারই অনুগামী হয়, এই প্রকার—এই স্থলেও পূর্ণতাসম্পাদনের নিমিত্ত মন আত্মারূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। এইরূপ বাক্ও জায়ারূপে কল্পিত হইয়াছে। যে প্রকার জায়া গৃহপতির অনুসরণ করে, সেই প্রকার বাক্যও মনের অনুসরণ করিয়া থাকে। অনুসরণকারিত্বরূপ সাধর্ম্ম্যবশতঃ বাক্‌কে জায়া বলা হইল। এই স্থলে বাক্‌শব্দ বৈদিক-প্রবর্ত্তক বাক্যস্বরূপ, মন শ্রবণাদি সাহায্যে উহাকে ধারণা করে ও তদুপদিষ্ট অনুষ্ঠান দ্বারা তাহার সম্মান রক্ষা করে, এই জন্য বাক্‌কে মনের জায়া অর্থাৎ জায়াসদৃশ বলা হইল।

সেই জায়াপতিস্থানীয় বাক্ ও মন হইতে কর্ম্মানুষ্ঠানার্থ প্রাণ সন্ততির ন্যায় উৎপন্ন হয়। প্রাণের চেষ্টা প্রভৃতি কর্ম্ম, চক্ষুরূপ প্রত্যক্ষ বিত্ত দ্বারা নিষ্পাদনীয় বলিয়া, চক্ষুই মানুষ-বিত্ত নামে কথিত আছে। বিত্ত দুই প্রকার ;— মানুষ ও অমানুষ। অমানুষ-বিত্তের ব্যাবৃত্তির জন্য 'মানুষ' বিশেষণ দ্বারা বিত্তকে বিশেষিত করা হইল। মনুষ্যসম্বন্ধী গো প্রভৃতি বিত্ত কর্ম্মের সাধন ও চক্ষু দ্বারাই জ্ঞেয়, এই জন্য চক্ষু বিত্তস্থানীয় অর্থাৎ ঐ বিত্তের সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত চক্ষুই মানুষ-বিত্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যেহেতু,

গবাদিরূপ মানুষ-বিত্ত চক্ষুর্দ্বারাই উপলব্ধ হয়, এই জন্য চক্ষু মানুষ-বিত্ত। অতঃপর অমানুষ-বিত্ত কি, এই জিজ্ঞাসায় বলা হইতেছে, শ্রোত্রই দৈববিত্ত; কারণ, শ্রোত্রজন্য বিজ্ঞান দৈববিষয়ক। বিজ্ঞান দেবসম্বন্ধী বিত্ত। ইহলোকে শ্রোত্রই সেই সম্পত্তির বিষয়। কি হেতু? তাহা শ্রুতি বলিতেছেন—যেহেতু, বিজ্ঞানস্বরূপ দৈববিত্ত শ্রোত্র দ্বারাই শ্রুত হইয়া থাকে, এই জন্য (শ্রোত্রাধীন বিজ্ঞান দৈববিত্ত হওয়ায়) শ্রোত্রকেই এই বিত্তরূপে বলা হইল। এতাবতা আত্মা হইতে বিত্ত পর্য্যন্ত উক্তি দ্বারা কোন্ কর্ম্ম বিহিত হইল, অতঃপর ইহাই কথিত হইতেছে। শ্রুতিস্থ "আত্মৈব" এই আত্ম শব্দের অর্থ শরীর. শরীরই নিষ্পাদ্য কর্ম্ম, আত্মাই কর্ম্মস্থানীয়। যেহেতু, শরীর কর্ম্মের হেতু, অর্থাৎ শরীর দ্বারা কর্ম্ম সাধিত হইয়া থাকে, এই জন্য আত্মা বা শরীর কর্ম্মস্বরূপ জানিবে। এইরূপে সেই অপূর্ণত্বাভিমানী পুরুষের পূর্ণতা সম্পন্ন হয়, যে প্রকার বাহ্য জায়া-পুত্রাদিসম্পন্ন হইলে পুরুষ পূর্ণ হয়। সেই হেতু এই আত্মা বস্তুতঃ অকর্ম্মী (কর্ম্মের অননুষ্ঠাতা) হইলেও কেবল শরীরাদির উপর আত্মাভিমান বশতঃই পূর্ব্বোক্ত আত্মা, জায়া প্রভৃতি পঞ্চ দ্বারা সম্পাদিত পাঙ্‌ক্ত নামক যজ্ঞ সংজ্ঞা লাভ করে। উক্তরূপে আত্মার পঞ্চরূপতা সম্পাদনমাত্রে যজ্ঞত্ব উক্ত হইল কেন? উত্তর—যেহেতু, লৌকিক যজ্ঞও পশু ও পুরুষনিষ্পাদ্য, সেই পশু ও পুরুষ উভয়ই পাঙ্‌ক্ত (পঞ্চবিধ সাধনের সাধ্য) কারণ—মন আদি পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ পদার্থের সহিত তাহাদের সম্পর্ক আছে। শ্রুতিই তাহা কহিতেছেন, গবাদি পশু ও পুরুষ পাঙ্‌ক্ত। পুরুষের পশুত্ব থাকিলেও পুরুষত্ব (কর্ম্মের অনুষ্ঠানকর্তৃত্ব) রূপ বৈশিষ্ট্য হেতু তাহার পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করা সঙ্গত হইয়াছে। বেশী কি! যাহা কিছু দৃশ্যমান কর্ম্মসাধন ও ফল, এই সমস্তই পাঙ্‌ক্ত। যে ব্যক্তি এই প্রকারে আত্মাকে পাঙ্‌ক্ত (পঞ্চনিষ্পাদনীয়) যজ্ঞরূপে সম্পাদন করে, অর্থাৎ যে পুরুষ এই প্রকার জ্ঞান করিতে পারে, সে এই সমস্ত জগৎকে আত্মারূপে প্রাপ্ত হয় ॥ ১৭ ॥

প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম-ব্রাহ্মণম্

যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাঽজনয়ৎ পিতা। একমস্য সাধারণং দ্বে দেবানভাজয়ৎ। ত্রীণ্যাত্মনেঽকুরুত পশুভ্য একং প্রায়চ্ছৎতস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ ন কস্মাত্তানি ন ক্ষীয়ন্তেঽদ্যমানানি সর্ব্বদা। যো বৈ তামক্ষিতিং বেদ সোঽন্নমত্তি প্রতীকেন স দেবানপি গচ্ছতি স ঊর্জ্জমুপজীবতীতি শ্লোকাঃ॥ ১॥

পূর্ব্ব হইতে অবিদ্যার প্রকরণ আরব্ধ হইয়াছে। সেই অবিদ্যাভিভূত পুরুষ যে অন্য দেবতাকে উপাসনা করে, "আমি উপাসক, উপাস্য দেবতা হইতে স্বতন্ত্র এবং আমার উপাস্য দেবতাও আমা অপেক্ষা বিভিন্ন" এইরূপ জ্ঞান করে, সেই বর্ণাশ্রমাভিমানী পুরুষ কর্ত্তব্য কর্ম্মের বাধ্য অথচ কামপ্রেরিত হইয়া হোমাদি কর্ম্ম দ্বারা দেবতা প্রভৃতির উপকার করত সর্ব্বপ্রাণীর লোক অর্থাৎ ভোগ্য হয়, ইহাও কথিত হইয়াছে। যেমন দেবতা প্রভৃতি সকলেই জীবের নিজ নিজ এক একটি কর্ম্ম দ্বারা উপকার বিধায় তাহাকে ভোগ্যরূপে কল্পনা করে, ঐরূপ সেই পুরুষ হোমাদি পাঙ্‌ক্ত কর্ম্ম দ্বারা সমস্ত প্রাণী ও সমস্ত জগৎকে নিজের ভোগ্যরূপে সৃষ্ট করিয়াছিল। এই প্রকারে এক এক পুরুষ স্বীয় কর্ম্ম ও বিদ্যানুসারে সমস্ত জগতের ভোক্তা ও ভোজ্য এবং সকলের কর্ত্তা ও কার্য্যস্বরূপ হয়, ইহা বিদ্যাপ্রকরণে মধুবিদ্যাপ্রস্তাবে বলা হইবে। আত্মার একত্ববিজ্ঞানের জন্যই "সমস্তই সমস্তের কার্য্য মধু," ইহা বর্ণিত হইবে। ঐ আত্মা কাম্য হোম প্রভৃতি পাঙ্‌ক্ত কর্ম্ম দ্বারা নিজের ভোগ্যরূপে যে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই সমস্ত জগৎ বিজ্ঞান-দৃষ্টিতে সপ্তপ্রকারে বিভক্ত হয় এবং কার্য্য ও কারণাত্মক সাত প্রকার অন্নরূপে কথিত হয়; কারণ, সমস্তই আত্মার অন্ন অর্থাৎ ভোগ্য, সেই হেতু এই আত্মা ঐ অন্নের পিতা। বিনিয়োগের সহিত এই সকল অন্নের সংক্ষেপে প্রকাশ করা হেতু এই মন্ত্রগুলি সূত্রস্থানীয়।

"যৎ সপ্তান্নানি" ও 'যদজনয়ৎ' এই দুই স্থলে 'যৎ' শব্দ দুইটি ক্রিয়াবিশেষণরূপে প্রযুক্ত। এই শ্রুতিতে মেধা (বিজ্ঞান) ও তপঃ (কর্ম্ম) শব্দ দ্বারা জ্ঞান ও কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে; কারণ, উহাই পূর্ব্বে প্রস্তাবিত; এ স্থলে লোকপ্রসিদ্ধ মেধা এবং তপস্যা ঐ শব্দদ্বয়ের বিবক্ষিত অর্থ নহে; কারণ, ইহাদের প্রকরণ ইহা নহে; যেহেতু, জায়াদি সাধননিষ্পাদ্য কর্ম্মকে পাঙ্ক্ত বলিয়া পরে "য এবং বেদ" এই ভাগ দ্বারা জ্ঞানই প্রস্তাবিত হইয়াছে, এই হেতু লোকপ্রসিদ্ধ মেধা ও তপঃ এই স্থলে মেধা ও তপঃশব্দের অর্থ আশঙ্কা করা উচিত নহে। শ্রুতিতে—"যে সাত প্রকার অন্ন বিজ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা পিতা উৎপাদন করিয়াছিলেন," এইমাত্র থাকিলেও বাক্যের সঙ্গতির জন্য "তাহা প্রকাশ করিব।" এই ক্রিয়ার অধ্যাহার কর্ত্তব্য॥ ১॥

যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাঽজনয়ৎ পিতেতি—মেধয়া হি তপসাঽজনয়ৎ পিতৈকমস্য সাধারণমিতীদমেবাস্য তৎসাধারণমন্নং যদিদমদ্যতে।

স য এতদুপাস্তে ন স পাপ্মনো ব্যাবর্ত্ততে মিশ্রং হ্যেতদ্।

দেবানভাজয়দিতি হুতঞ্চ প্রহুতঞ্চ তস্মাদ্দেবেভ্যো জুহ্বতি চ প্র চ জুহ্বত্যথো আহুর্দ্দর্শপূর্ণমাসাবিতি।

তস্মান্নেষ্টিযাজুকঃ স্যাৎ পশুভ্য একং প্রাযচ্ছদিতি তৎ পয়ঃ। পয়ো হ্যেবাগ্রে মনুষ্যাশ্চ পশবশ্চোপজীবন্তি তস্মাৎ কুমারং জাতং ঘৃতং বৈবাগ্রে প্রতিলেহয়ন্তি স্তনং বানুধাপয়ন্ত্যথ বৎসং জাতমাহুরতৃণাদ ইতি। তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ নেতি। পয়সি হীদং সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ ন।

তদযদিদমাহুঃ সংবৎসরং পয়সা জুহ্বদপ পুনর্মৃত্যুং জয়তীতি ন তথা বিদ্যাদ্যদহরেব জুহোতি তদহঃ পুনর্মৃত্যুমপজয়ত্যেবং বিদ্বান্ৎ সর্ব্বং হি দেবেভ্যোঽন্নাদ্যং প্রযচ্ছতি।

কস্মাত্তানি ন ক্ষীয়ন্তেঽদ্যমানানি সর্ব্বদেতি পুরুষো বা অক্ষিতিঃ স হীদমন্নং পুনঃ পুনর্জ্জনয়তে ।

যো বৈ তামক্ষিতিং বেদেতি পুরুষো বা অক্ষিতিঃ স হীদমন্নং ধিয়া ধিয়া জনয়তে । কর্ম্মভির্যদ্ধৈতন্ন কুর্য্যাৎ ক্ষীয়েত হ সোঽন্নমত্তি প্রতীকেনেতি মুখং প্রতীকং মুখেনেত্যেতৎ স দেবানপি গচ্ছতি স ঊর্জ্জমুপজীবতীতি প্রশংসা ॥ ২ ॥

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের অর্থ প্রায় তিরোহিত হওয়ায় দুর্ব্বিজ্ঞেয়, এ জন্য ব্যাখ্যা-করণের অভিপ্রায়ে এই পঞ্চম ব্রাহ্মণ আরব্ধ হইল। সেই মন্ত্র সকলের মধ্যে "যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাঽজনয়ৎ পিতা" এই মন্ত্রের অর্থ কি, তাহা কথিত হইতেছে। 'হি' শব্দ প্রসিদ্ধ অর্থের দ্যোতক, তাহার নির্দ্দেশপূর্ব্বক শ্রুতিই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেছেন। এই মন্ত্রের অর্থ যে প্রসিদ্ধ, তাহা "হি" শব্দ দ্বারা সূচিত হইল। "যে উৎপাদন করিয়াছিল," এই কথা দ্বারা পূর্ব্বসিদ্ধের অনুকথন হেতু উৎপত্তির ও মন্ত্রের অর্থ যে প্রসিদ্ধ, ইহা প্রকাশিত হইয়াছে, এই জন্য এই ব্রাহ্মণ নিঃশঙ্ক-ভাবে কহিতেছেন, মেধা ও তপের দ্বারা সপ্তবিধ অন্ন পিতা উৎপাদন করিয়াছিলেন। কি হেতু শ্রুতির অর্থ প্রসিদ্ধ? উত্তর—যেহেতু আত্মার জায়া প্রভৃতি কর্ম্ম পর্য্যন্ত লোকরূপ ফলসাধনে জনকত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ অর্থাৎ 'আমার জায়া হউক, আমার পশু হউক,' এই সকল কামনা হইতে ক্রমে যখন তাহাদের উৎপত্তি দেখা যায়, তখন ঐ সকলের পিতা আত্মাই বক্তব্য। শ্রুতিও পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছেন। সেই পূর্ব্ব-শ্রুতিতে দৈব, বিত্ত, বিদ্যা, কর্ম্ম ও পুত্র, ইহারা সৃষ্টিকার্য্যে লোকরূপ ফলসাধন এবং যাহা পশ্চাৎ বলা হইবে, তাহাও প্রসিদ্ধ। সেই হেতু "মেধয়া" ইত্যাদি যে বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্ত। কামনা যে ফলবিশেষ লক্ষ্য করিয়া উদ্ভূত হয়, ইহাও লোকপ্রসিদ্ধ। 'এই পর্য্যন্তই কাম,' এই কথা দ্বারা জায়াদির কাম্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ে অদ্বৈতভাব বর্ত্তমান, এই জন্য তাহাতে কামনা সম্ভব হয় না; কারণ, যখন দ্বিতীয় নাই, কাহার কামনা হইবে? সে যাহা হউক, এই যে প্রজাপতির জগৎসৃষ্টি, উহা অশাস্ত্রীয় অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান ও তপস্যা সাহায্যে প্রতিপাদিত হইল। যেহেতু, কর্ম্মবিজ্ঞানাধীন স্থাবর-যোনি পর্য্যন্ত সকলই জীবের অনিষ্ট ফল। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার উপযোগী শাস্ত্রবোধিত সাধ্যসাধন ভাবই বিবক্ষিত। তবে যে

অস্বাভাবিক সৃষ্টি বলা হইল, উহা ব্রহ্মজ্ঞান জন্মাইবার জন্য অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা-বিধানের ইচ্ছায় সেই জগদ্বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদনই ঐরূপ বলার উদ্দেশ্য। যেহেতু, এই ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপী সমস্ত সংসার অশুদ্ধ ও অনিত্য, সাধ্যসাধনস্বরূপ দুঃখময় ও অবিদ্যার অধিকারভুক্ত। এই সংসারে বিরক্ত পুরুষের পক্ষে ব্রহ্মবিদ্যা অবলম্বনীয়। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত সেই সপ্তপ্রকার অন্নের আম্নায়ের (মন্ত্রের) বিভাগ অনুসারে কার্য্যে বিনিয়োগ কথিত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত "একমস্য সাধারণম্" এই মন্ত্রস্থ পদের ব্যাখ্যা—'ইদমেবাস্য তৎ' ইত্যাদি। তাহা কি? উত্তর—যাহা সকল প্রাণী প্রতিদিন ভোজন করে, তাহা সকল ভোক্তার জন্য পিতা সৃষ্টি করিয়া সাধারণ অন্নরূপে কল্পনা করিয়াছেন।

যে পুরুষ, সকল প্রাণীর শরীরের ভরণ ও স্থিতির কারণ, ভুজ্যমান এই সাধারণ অন্নের উপাসনা করেন, তিনিই অন্নপরায়ণ হন। এ স্থলে উপাসনাশব্দের অর্থ তৎপরতা। লৌকিক কথায়ও দেখা যায় যে, "গুরুর উপাসনা করে, রাজার উপাসনা করে" ইত্যাদি স্থলে উপাসনাশব্দের তৎপরতা অর্থ। সেই উপাসনার ফলে অন্নোপাসকের কেবল নিজ শরীরস্থিতির জন্যই মুখ্যরূপে অন্নভোগ সম্পন্ন হয়, কিন্তু কোন পুণ্য কর্ম্মের জন্য প্রবৃত্ত হয় না। এই জন্য অন্নভোগনিরত সেই পুরুষ অধর্ম্ম হইতে মুক্ত হয় না। মন্ত্র বর্ণেও ইহা কথিত হইয়াছে যে, "সেই পুরুষ ব্যর্থই অন্ন লাভ করে।" স্মৃতিও উহা নিষেধ করিয়াছেন, যথা—"নিজের জন্য অন্ন পাক করিবে না।" "অতিথিদিগকে অন্ন না দিয়া যে ভোজন করে, সে চোর।" "ভ্রূণহত্যাকারী তাহার পাপ আত্মম্ভরির উপর অর্পণ করে" ইত্যাদি। কি জন্য পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হয় না, ইহার হেতু শ্রুতিই বলিতেছেন,—যেহেতু, ঐ অন্ন সকল প্রাণীর স্বত্বমিশ্রিত (অবিভক্ত) অর্থাৎ অধিকারভুক্ত, কারণ—যাহা প্রাণী সকল ভোগ করে, উহা সকলের ভোজ্যহেতু অবিভক্ত। স্বয়ং যে অন্নের গ্রাস মুখে নিক্ষেপ করা যায়, তাহা পরের পীড়াকর; যেহেতু, "ইহা আমারও হইতে পারিত," এই প্রকার ঐ অন্নে সকলের আশা নিরুদ্ধ থাকে। সেই জন্যই বলি, পরের পীড়া না করিয়া জীব এক গ্রাসমাত্রও অন্ন ভক্ষণ করিতে পারে না। । স্মৃতিতেও কথিত আছে, মানুষের পাপ অন্ন আশ্রয় করিয়া থাকে। কেহ বলেন, গৃহিগণ প্রতিদিন যে অন্ন দ্বারা বৈশ্বদেবাখ্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন, তাহাই সাধারণ অন্ন; কারণ, ঐ কর্ম্ম দ্বারা সকলকেই অন্ন দেওয়া হয়; কিন্তু ঐ অর্থ সঙ্গত নহে, যেহেতু, বৈশ্বদেব কর্ম্মসম্বন্ধী অন্ন, সকল ভোক্তৃসাধারণ নহে এবং তাহা সকল প্রাণী

কর্ত্তৃক ভুজ্যমান অন্নের ন্যায় প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় না ; এই জন্যই "যাহা সকল প্রাণী কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়" এই বাক্যটি এ স্থলে অনুরূপ হয় না। বৈশ্বদেবসম্বন্ধী অন্ন সর্ব্বপ্রাণিভুজ্যমান অন্নের অন্তর্ভুক্ত হয়, সুতরাং তাহা দ্বারা শ্ব (কুকুর) ও চাণ্ডালাদির ভক্ষণীয় অন্নেরও বোধ হওয়া উচিত ; পরন্তু বৈশ্বদেব কার্য্য ব্যতিরেকেও শ্ব-চাণ্ডালাদির ভক্ষণীয় অন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তবেই "যাহা সকলে ভক্ষণ করে, সেই ভক্ষণীয় অন্ন সাধারণ" এই উক্তিই সঙ্গত, কিন্তু বৈশ্বদেবকর্ম্ম-সম্বন্ধী অন্ন সাধারণ-অন্ন নামে পরিচিত হইতে পারে না। যদি যাহা ভক্ষিত হয়, তাহা সাধারণ শব্দে গৃহীত না হয়, তাহা হইলে ঐ অন্নের পিতা কর্ত্তৃক অসৃষ্টি এবং অবিনিয়োগের প্রসক্তি হইতে পারে। কিন্তু পিতার সমস্ত অন্নের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব ও তৎকর্ত্তৃক বিনিয়োগপ্রদর্শন শাস্ত্রের অভিপ্রেত। আর এক কথা—শাস্ত্র-বিহিত বৈশ্বদেবকর্ম্ম যে করে, তাহার পাপ হইতে অব্যাবৃত্তি বা অমুক্তিরূপ শ্রুতি-কথিত দোষ বলা নিতান্তই অনুচিত, কেন না, শাস্ত্রে সেই বৈশ্বদেবকর্ম্মের প্রতিষেধ করা হয় নাই। যাহাতে তাহার অনুষ্ঠানে পাপ হইতে মুক্তি না হইবে ? আর মৎস্যবন্ধনাদির ন্যায় উহা স্বভাবতঃও নিন্দিত নহে, পরন্তু উহা শিষ্ট সকলের অনুষ্ঠেয় অথচ না করিলেও তাহাতে প্রত্যবায় শ্রুত আছে ; বরং ইহার অন্য অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণীর ভুজ্যমান অন্নই সাধারণ শব্দের অর্থ করিলে, প্রত্যবায়-কীর্ত্তন করা উপপন্ন হয়। যথা—"অর্থীদিগকে অন্নদান না করিয়া যে ভোজন করে, আমি তাহাকে ভক্ষণ করি," এই মন্ত্রবর্ণে দোষ উক্ত হইয়াছে। অতএব সাধারণ শব্দের বৈশ্বদেব কর্ম্মসম্বন্ধী অন্ন অর্থ না করিয়া সকল প্রাণীর উপভোগ্য অন্ন অর্থই গ্রহণীয়। এক্ষণে "দ্বে দেবানভাজয়ৎ" এই মন্ত্রের একাংশ ব্যাখ্যাত হইতেছে—প্রজাপতি দুই অন্ন সৃষ্টি করিয়া দেবতাদিগকে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই দুই অন্ন কি ? 'হুত' ও 'প্রহুত'। হুতশব্দের অর্থ হোম, প্রহুত শব্দের অর্থ হোমান্তে বলি প্রদান ; যেহেতু পিতা এই "হুত" ও "প্রহুত" দুই প্রকার অন্ন দেবতাদিগকে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই জন্য এই বর্ত্তমানকালেও গৃহস্থ সকল দেবতাদের হোম করিয়া থাকে এবং "আমরা দেবতাদিগকে এই অন্ন দিতেছি," এই প্রকার মনে অভিসন্ধি করিয়া, হোমকরণানন্তর বলি প্রদান করে। অন্যে বলে—পিতা দেবতা-দিগকে যে দুই অন্ন দান করিয়াছেন, উহা হুত-প্রহুত নহে, কিন্তু দর্শ ও পৌর্ণমাস নামক যাগদ্বয় ; উভয়ত্রই দ্বিবচন সমান দৃষ্ট হয়, কোন বিশেষ নাই ও অন্য স্থলে উহা প্রসিদ্ধ আছে ; হুত ও প্রহুত, ইহা একটি পক্ষ। যদিও হুত ও প্রহুত এই দুই

পদার্থে দ্বিত্বসংখ্যার অন্বয়সম্ভব আছে, তথাপি দর্শ এবং পৌর্ণমাস যাগ যে দেবতাদের অন্ন, ইহা শ্রুতিতে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ; কারণ, উহা মন্ত্র দ্বারা প্রকাশিত। যুক্তি এই যে,—যে স্থলে গৌণ ও মুখ্য উভয়েই যোগ্যার্থের সম্ভাবনা হয়, সে স্থলে প্রথমতঃ প্রধানেরই অবগম হইয়া থাকে। দর্শ ও পৌর্ণমাসের "হুত", "প্রহুত" অপেক্ষা প্রাধান্য আছে, সুতরাং "দ্বে দেবানভাজয়ৎ" এই স্থলে ঐ অর্থই গ্রহণ হওয়া উচিত। যেহেতু, পিতা দেবতাদের জন্যই দর্শ ও পৌর্ণমাস নামক দুইটি অন্ন কল্পনা করিয়াছেন, সেই হেতু এই—অন্নের দেবভোগ্যত্ব রক্ষার জন্য পুরুষ ইষ্টি-যজনশীল হইবে না, অর্থাৎ কাম্যযাগানুষ্ঠানে তৎপর হইবে না। ইষ্টিশব্দে কাম্য ইষ্টি অর্থ শতপথব্রাহ্মণে প্রসিদ্ধ আছে। 'ইষ্টিযাজুক' এই স্থলে তাচ্ছীল্য অর্থে উকঞ্ প্রত্যয়ের প্রয়োগ হেতু, কাম্য ইষ্টিপরায়ণ হইয়া নিত্যানুষ্ঠেয় দর্শপৌর্ণমাস পরিত্যাগ করিবে না, ইহা শ্রুতির তাৎপর্যার্থ।

পশুর উদ্দেশ্যে যে এক অন্ন প্রদান করিয়াছিলেন, সেই অন্ন কি ? উত্তর—পয়ঃ, কিরূপে তাহা অবগত হওয়া যায় ? উত্তর—পশুই পয়োরূপ অন্নের স্বামী। যেহেতু, বাল্যকালে মনুষ্য ও পশু উভয়েই দুগ্ধ দ্বারাই জীবিত হয়, এই জন্য তাহাদের দুগ্ধ 'অন্ন' বলা উচিত। তাহা না হইলে, জন্মিয়াই জীব কেন তাহা দ্বারা নিয়তই জীবিত হয়। অদ্য পর্যান্তও মনুষ্য ও পশু সেই দুগ্ধরূপ অন্ন দ্বারাই শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করে, যেহেতু, পূর্ব্বে পিতা পয়ঃ (ঘৃত ও দুগ্ধ) বিনিয়োগ করিয়াছিলেন, সেই হেতু ত্রৈবর্ণিক (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) জাত বালককে জাতকর্ম্ম-সংস্কার করিবার সময় সুবর্ণসংযুক্ত ঘৃত প্রাশন করাইয়া থাকে ও তদনন্তর জননীর স্তন্য দুগ্ধ পান করায়। ত্রৈবর্ণিকের ন্যায় অন্য মনুষ্য ও পশুজাতির সম্বন্ধে যাহার সম্ভব, তাহাকে প্রথমতঃ স্তন্য দুগ্ধই পান করাইতে দেখা যায়। আর এই কারণেও দুগ্ধকে তাহাদের অন্ন বলা হয় যে, যখন 'শিশু জাত হইলে তাহাকে বৎস বলে, কি পরিমিত বয়স্ক শিশু বৎস বলিয়া ব্যবহৃত হয় ?' এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া লোক উত্তর করিয়া থাকে এ 'অতৃণাদ' অর্থাৎ এখনও তৃণভক্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই অর্থাৎ দুগ্ধপোষ্য, দুগ্ধ দ্বারাই জীবিত হয়, সেই অবস্থাতেই 'বৎস' শব্দ প্রযুক্ত হয়। যেহেতু, প্রথমতঃ জাতকর্ম্মসংস্কারকালে জীব ঘৃত ভক্ষণ করে, এবং মনুষ্য ভিন্ন অন্য প্রাণী দুগ্ধ পান করে, সেই হেতু সর্ব্বপ্রকারেই জীবের দুগ্ধই উপজীবিকা হইতেছে। যদিও পয়ঃ-অর্থ দুগ্ধ, ঘৃত নহে, তথাপি ঘৃতও দুগ্ধেরই বিকার, এই জন্য উহাও পয়ঃ বলিয়া মানিত হইল। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, শ্রুতিতে পশুর অন্ন সপ্তম বলিয়া বর্ণিত আছে, অথচ এ স্থলে কি জন্য

চতুর্থরূপে ব্যাখ্যাত হইল? উত্তর—কর্ম্মের সাধন হেতু এই স্থলে প্রথমতই চতুর্থ অন্ন পয়ঃ ব্যাখ্যাত হইল, অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম, পয়ঃস্বরূপ হোমোপকরণ আশ্রয় করিয়া নিষ্পন্ন হয়, সেই কর্ম্ম, বিত্ত (ধন) সাধ্য অথচ বক্ষ্যমাণ তিন প্রকার অন্নের সাধন। যে যুক্তি দর্শ ও পৌর্ণমাস অন্ন মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, সেই যুক্তিতে কর্ম্মান্তঃপাতিতাহেতু কর্ম্মের সহিত মিলিতরূপে পয়ন্ন এই স্থলে উপদিষ্ট হইল। যে প্রকার দর্শ ও পৌর্ণমাস বক্ষ্যমাণ ত্রিবিধ অন্নের সাধন, সেই প্রকার অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসম্পাদন দ্বারা পয়ঃ তাহার সাধন। যেহেতু. এই সাধনত্বের কোন বৈলক্ষণ্য নাই এবং পাঠক্রম অপেক্ষা অর্থের ক্রম বলবান্ অর্থাৎ শব্দ দ্বারা যেরূপ ক্রম অবগত হওয়া যায়, তাৎপর্য্যানুসারে অবগত ক্রম তাহা অপেক্ষা বলবত্তর অর্থাৎ গ্রাহ্যতর; এই হেতু পাঠক্রম বিবক্ষিত নহে। অন্য যুক্তি এই যে—ব্যাখ্যা ও প্রতিপত্তির (জ্ঞানের) সৌকর্য্যের জন্যও চতুর্থ অন্নরূপে পয়ন্ন পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহার স্পষ্টার্থ—অন্ন পদার্থ একোপক্রমে ব্যাখ্যা করিতে হইলেই সুখে ব্যাখ্যা করা যায় এবং ঐরূপে ব্যাখ্যা করিলে, অনায়াসে বোধগম্যও হইতে পারে। অতঃপর "তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্," "যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ ন" এই মন্ত্রভাগের অর্থ কি, তাহা কথিত হইতেছে। সেই পয়ন্নস্বরূপ দুগ্ধে এই সমস্ত অর্থাৎ অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব, এই ত্রিবিধ জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং যাহারা প্রাণবায়ুর সঞ্চরণরূপ চেষ্টাযুক্ত অথচ যাহারা তদ্রূপ নহে, অর্থাৎ স্থাবর—পর্ব্বতাদি, তাহারাও ঐ অন্নে প্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধির জ্ঞাপক "হি"শব্দ দ্বারা ঐরূপ অর্থ প্রকাশিত হইল। কি জন্য দুগ্ধ সকল স্থাবর অস্থাবর জগতের প্রতিষ্ঠাস্থল হইল? উত্তর—যেহেতু উহা সকলের কারণ অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের সমবায়ি-কারণ পয়ঃ (ঘৃত-দুগ্ধ) এবং এই সকল জগৎও অগ্নিহোত্রাদি আহুতির পরিণামস্বরূপ, এইরূপ পরম্পরাসম্বন্ধে পয়ঃ সমস্ত জগতের কারণ। এই বিষয়ে শত শত শ্রুতি এবং স্মৃতিবাক্য প্রমাণরূপে দণ্ডায়মান আছে। অতএব এই ব্রাহ্মণে ঐ তাৎপর্য্য হিশব্দ দ্বারা প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে।

আর যে অন্য ব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে, সম্বৎসরব্যাপী পয়ের দ্বারা হোম করিলে অপমৃত্যু জয় করে। সম্বৎসর শব্দে তিন শত ষষ্টি দিবস অভিপ্রেত সেই ৩৬০ দিবসে দুই দুই আহুতি গণনায় সাত শত বিশ আহুতি সম্পন্ন হয়, ইহা দ্বারা সম্বৎসরের দিবস সংখ্যায় অর্থাৎ তিন শত ষষ্টি সংখ্যায় একটি যাজুষ্মতী ইষ্টকা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। "সম্বৎসররূপী প্রজাপতিকেও চিত্যাগ্নিরূপে

ভাবনা করিয়া সম্বৎসরকালব্যাপক হোম করিলে, অপমৃত্যু জয় করিতে পারা যায় অর্থাৎ ইহলোক হইতে গমন করিয়া, দেবমধ্যে সম্ভূত হয়, পুনর্ব্বার মৃত হয় না।" এই প্রকার ব্রাহ্মণবাদিগণ বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য নহে; বাস্তবিক, যে দিনে হোম করিবে, সেই দিনেই অপমৃত্যু জয় হইবে, ইহাতে সম্বৎসরকাল ব্যাপক হোম-ক্রিয়ার আবশ্যকতা নাই। এই প্রকার জানিয়াই হোম করিবে। যাক্, প্রকৃত কথা—দুগ্ধতেই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে, ইহা বলা হইয়াছে, তাহার কারণ, পয়ের দ্বারা যে আহুতি দেওয়া হয়, তাহার পরিণাম এই সমস্ত জগৎ; এক দিন হোমের ফলেই সেই জগৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জন্যই বলা হইয়াছে, ঐ হোমকর্ত্তা পুনমৃ ত্যুকে জয় করে, অর্থাৎ সেই বিদ্বান্ পুরুষ একবার মৃত হইয়া—শরীরপরিত্যাগের পর সর্ব্বময় হয়, সে পুনর্ব্বার মরণের জন্য অসর্ব্বময় পরিচ্ছিন্ন শরীর গ্রহণ করে না। প্রশ্ন হইতে পারে, সর্ব্বময়তালাভ দ্বারা পুনর্ম্মরণ জয়ের কথা কি? উত্তর—যেহেতু সকল দেবতার উদ্দেশে এই সমস্ত জগৎকে অন্ন ও ভক্ষণীয়রূপে সায়ং ও প্রাতঃকালে আহুতি প্রদান করত অন্ন ও ভোগ্যবস্তু প্রদান করে, সেই হেতু আত্মাকে সকল দেবতার অন্নরূপে আহুতিময় করিয়া, তাহার ফলে সকল দেবতার সহিত একাত্মতালাভ ও সর্ব্বদেবময়তাপ্রাপ্তি বশতঃ পুনর্মৃত্যু জয় করে; ইহা ব্রাহ্মণেও উক্ত হইয়াছে যথা—স্বয়ম্ভু নামক ব্রহ্মা তপস্যা করিয়াছিলেন, তৎকালে তিনি বিবেচনা করিলেন, "তপস্যার অন্ত নাই, অহো! আমি সমস্ত প্রাণীর উদ্দেশে আত্মাকে আহুতি দিব অর্থাৎ যখন আমার এই আত্মাতেই সমস্ত প্রাণী অবস্থিত, অতএব সেই প্রাণীতেই আত্মাকে বিলাইয়া দিব।" এইরূপ মনে করিয়া ঐ প্রজাপতি সমস্ত প্রাণীতে আত্মাহুতি করিয়া এবং আত্মাতে সমস্ত প্রাণীর আহুতি প্রদান করিয়া পরে সর্ব্বপ্রাণীর শ্রেষ্ঠতার উপর স্বর্গরাজ্য ও আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন।

অতঃপর শ্রুতিই আশঙ্কা করিতেছেন যে—কি জন্য সেই সর্ব্বদা ভক্ষ্যমাণ অন্ন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না? যদি পিতা সপ্তবিধ অন্ন সৃষ্টি করিয়া, পৃথক্ পৃথক্ ভোক্তাদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই দিন হইতে, সেই সকল ভোক্তৃগণ প্রতিদিন সেই অন্ন ভক্ষণ করিতেছে এবং সেই অন্নভক্ষণের ফলে তাহারা অক্ষুণ্ণভাবে শরীর ধারণ করিয়া আছে, তবেই নিরন্তরভাবে সেই অন্নের ভক্ষণ দ্বারা তাহার সর্ব্বথা ক্ষয় হওয়াই উচিত, কিন্তু তাহা হয় না কেন? অন্যথা—জগতের অন্ন ক্ষয় পাইলে, জগতের বিভ্রংশ ঘটিত। যখন জগতের বিভ্রংশ দেখা যাইতেছে না, অতএব অন্ন ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, ইহাই বলিতে হইবে;

তবেই ক্ষয় না হওয়ার কারণ অবশ্যই একটি আছে, মানিতে হইবে ; সেই হেতু জিজ্ঞাসা হইতেছে, কি জন্য সেই অন্নের ক্ষয় হয় না, সে কারণ কি ? এই কথার উত্তরে শ্রুতি বলেন—যেহেতু পুরুষ অক্ষয়, এই জন্য তাহার অন্ন ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। তাৎপর্য্য এই—যে প্রকার পিতা পুরাকালে সেই অন্নের স্রষ্টা ছিলেন এবং মেধা ও জায়াদি সম্পৃক্ত পাঙ্ক্তকর্ম্ম দ্বারা তাহার ভোক্তা হইয়াছিলেন, এই প্রকার তিনি যাহাদিগকে সেই অন্ন দিয়াছিলেন, তাহারাও সেই অন্নের ভোক্তা হইয়াও পিতৃরূপে মেধা ও তপের দ্বারা সেই অন্নের উৎপাদন করে, এই জন্য ইহাই বলা হইতেছে—যে পুরুষ ঐ অন্নের ভোক্তা, সে অক্ষিতি (অক্ষয়ের হেতু)। কি জন্য তাহার অক্ষিতিত্ব ? তাহা কথিত হইতেছে—যেহেতু, সেই পুরুষ বার বার কথন কারণময় ও কথনও ক্রিয়াফলস্বরূপ, ভুজ্যমান সপ্তপ্রকার অন্ন, তাৎকালিক প্রজ্ঞা এবং কায়মনোবাক্যের উৎপত্তিহেতু-চেষ্টারূপ কর্ম্ম দ্বারা উৎপাদন করে, অতএব ধারাবাহিকরূপে উহা অক্ষয় বলিতে হইবে। যদি প্রজ্ঞা ও কর্ম্ম দ্বারা ঐ পূর্ব্বোক্ত সপ্তপ্রকার অন্ন ক্ষণকালও উৎপাদিত না হইত, তবে পূর্ব্বজাত অন্ন সকল সতত ভুক্ত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে পারিত। সেই জন্য বলা হইতেছে, যে প্রকার এই পুরুষ অন্নের ভোক্তা এবং প্রজ্ঞা ও কর্ম্মানুসারে নিরন্তর অন্নের উৎপাদনকর্ত্তা, সেই হেতু পুরুষ অক্ষিতি শব্দে কথিত হইয়াছে। আর যেহেতু তাহার সর্ব্বদাই অন্নের কর্তৃত্ব রহিয়াছে, সেই হেতু তাহা কর্তৃক ভুজ্যমান অন্নও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। অতএব উপসংহারে বলা হইতেছে যে, এই সংসার ধারাবাহিক প্রজ্ঞা ও ক্রিয়ার ফলরূপ বন্ধনে আবদ্ধ, সাধ্য ও সাধনময় এবং ক্রিয়া ও ফলরূপী, বিশেষতঃ পরস্পর সহায়কভাবে অবস্থিত। প্রাণীদিগের অনন্তকর্ম্মের বাসনাসমূহে নিবদ্ধতা হেতু উহা ক্ষণিক, (আশু বিনশ্বর) অশুদ্ধ ও সারশূন্য। নদীর স্রোত ও প্রদীপশিখাপরম্পরার মত সন্তানবাহী, কদলী-স্তম্ভের ন্যায় অন্তঃসারশূন্য সন্তানবাহী সংসার জলবুদ্বুদ, মায়া, মরীচিকা স্বপ্নের মত মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত : কেবল সেই আত্মবিষয়ক বিজ্ঞানের অভাবপ্রযুক্ত অনিত্য হইয়াও সারবানের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য ইহা কথিত হইতেছে যে, পুরুষ নিজ প্রজ্ঞা (কল্পনা) ও কর্ম্ম দ্বারাই সমস্ত সৃষ্টি করে। বস্তুতঃ সমস্ত অসার, সেইহেতু বিরক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধেই ব্রহ্মবিদ্যা চতুর্থ অধ্যায় হইতে আরব্ধ হইবে। শ্রুতি মনে করিলেন—পরে বক্তব্য অবশিষ্ট ত্রিবিধ অন্নও এই উপক্রমে এক প্রকার বর্ণিতই হইল, এই মনে করিয়া, সেই অন্নের যথাস্বরূপ বিজ্ঞানের ফল,—"যো বৈ তামক্ষিতিং বেদ" এই

বাক্য দ্বারা উপসংহার করিতেছেন—যে পুরুষ সেই পূর্ব্বোক্ত অক্ষয়ের হেতু "সেই জীব এই অন্ন কল্পনা দ্বারা সৃষ্টি করে ও তাহা দ্বারা বদ্ধ হয়, যে তাহা না করে, তাহার অন্ন (জগৎ) ক্ষীণ হয়" ইহা যে জানে, সে অন্ন ভোগ করিতে পারে। "সোঽন্নমত্তি প্রতীকেন" ইহার অর্থ শ্রুতিই কহিতেছেন, মুখশব্দের অর্থ প্রাধান্য। এই প্রাধান্য বশতই অন্নের পিতার অক্ষিতিত্ব (অক্ষয়) যে জানে, সে অন্ন ভক্ষণ করে; কিন্তু অজ্ঞ পুরুষ যে প্রকার অন্নের অধীন হইয়া থাকে, বিদ্বান্ তাহার ন্যায় হয় না, বরং অন্নের আত্মস্বরূপ হইয়া ভোক্তাই হয়, কদাচ ভোজ্যতা প্রাপ্ত হয় না। "সে দেবাত্মভাব ও মোক্ষপদ লাভ করে" এই যে শ্রুতিতে বলা হইল, ইহা প্রশংসার জন্য মাত্র, বাস্তবিক এইরূপ জ্ঞানের জন্য কোন পুণ্যলাভের সম্ভাবনা নাই ॥ ২ ॥

ত্রীণ্যাত্মনেঽকুরুতেতি মনো বাচং প্রাণং তান্যাত্মনেঽকুরুতান্যত্রমনা অভূবম্নাদর্শমন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষমিতি মনসা হ্যেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি।

কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব তস্মাদপি পৃষ্ঠত উপস্পৃষ্টো মনসা বিজানাতি যঃ কশ্চ শব্দো বাগেব সা।

এষা হ্যন্তমায়ত্তৈষা হি ন প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমানোঽন ইত্যেতৎ সর্ব্বং প্রাণ এবৈতন্ময়ো বা অয়মাত্মা বাঙ্ময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বে পাঙ্‌ক্তকর্ম্মের ফলস্বরূপ যে অবশিষ্ট তিন প্রকার অন্নের উল্লেখ করা হইয়াছে, উহারা কার্য্য এবং ইহাদের বিষয়ও বিস্তীর্ণ, এ জন্য পূর্ব্ব অন্ন হইতে উৎকৃষ্টরূপে তাহারা উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত এই পরবর্ত্তী গ্রন্থ তাহার ব্যাখ্যার্থ জানিবে। অতঃপর "ত্রীণ্যাত্মনেঽকুরুত" এই শ্রুতিভাগের অর্থ কি, তাহা বলা যাইতেছে।—পিতা প্রথমতঃ জগৎ সৃষ্টি করিয়া, নিজের জন্য মন, বাক্য ও প্রাণ এই তিন অন্ন কল্পনা করিয়াছিলেন। সেই তিনের মধ্যে মনের অস্তিত্ব এবং স্বরূপ সম্বন্ধে বাদিগণের যে মহান্ সংশয় আছে, তাহার নিরাকরণ আবশ্যক; সেইজন্য বলা হইতেছে—চক্ষুঃ-শ্রোত্রাদি বাহ্য ইন্দ্রিয়

অপেক্ষা অতিরিক্ত মন নামে একটি ইন্দ্রিয় আছে, ইহা মানিতে হইবে। ইহা খুবই প্রসিদ্ধ যে, বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সহিত আত্মার সম্বন্ধ হইলেও আত্মা কোন কোন সময়ে সম্মুখস্থিত পদার্থ গ্রহণ করে না এবং অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক "রূপ দেখিয়াছ কি?" এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে, ঐ ব্যক্তি বলিয়া থাকে যে, "ঐ সময়ে আমার মন অন্য বিষয়ে আকৃষ্ট ছিল, আমি দেখিতে পাই নাই।" আবার—"তুমি কি আমার এই কথা শুনিয়াছ?" এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করিয়া থাকে যে, "আমি অন্যমনা ছিলাম; আমি তোমার কথা শুনিতে পাই নাই।" তবেই এক্ষণে এইরূপ অনুমান করিতে হইবে যে, যাহার অসন্নিধানপ্রযুক্ত রূপাদিগ্রহণে সমর্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, নিজ নিজ রূপাদি বিষয়ে সংযুক্ত হইয়াও প্রত্যক্ষ দর্শন করাইতে পারে না এবং যাহার সন্নিধান ঘটিলে ঐ প্রত্যক্ষ হয়, সেই চক্ষুরাদি অপেক্ষা অতিরিক্ত অবশ্যই একটি জ্ঞানকারণ আছে, ইহা অন্বয়ব্যতিরেক দেখিয়া অনুমিত হইবে। সেই অনুমিত পদার্থই অন্তঃকরণ (অন্তরিন্দ্রিয়) মন, বাহ্য ঐন্দ্রিয়িক বিষয়বোধের একমাত্র উপযোগী অর্থাৎ মনের সহিত সম্বদ্ধ হইয়াই বাহ্য ইন্দ্রিয় জ্ঞান উৎপাদন করে: অতএব সমস্ত লোকই মনের দ্বারা দর্শন করে ও মনের দ্বারাই শ্রবণ করে, ইহা সিদ্ধ হইল; কারণ,—মন অন্য বিষয়ে আসক্ত থাকিলে চাক্ষুষাদি জ্ঞান হয় না, এই যুক্তি দ্বারা প্রথমতঃ মননামক পদার্থ সিদ্ধ হইল। অতঃপর তাহার স্বরূপ জানাইবার জন্য কথিত হইতেছে।

কাম অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গাভিলাষ প্রভৃতি, সঙ্কল্প অর্থাৎ দৃষ্ট বিষয়ের শুক্ল-নীলাদি ভেদে বিকল্পন (বিশেষরূপে অবধারণ) বিচিকিৎসা অর্থাৎ সংশয় জ্ঞান, শ্রদ্ধা অর্থাৎ পাপ ও পুণ্যজনক কর্ম্মসমূহে এবং দেবতাদিতে বিশ্বাস, অশ্রদ্ধা তাহার বিপরীত জ্ঞান অর্থাৎ অবিশ্বাস, ধৃতি অর্থাৎ শরীরেন্দ্রিয়ের শ্রমাদি জন্য অবসাদ হইলেও তাহার স্থিরীকরণ (স্বকার্য্যে আভিমুখ্যকরণ), অধৃতি অর্থাৎ ইহার বিপরীত—অধৈর্য্য, হ্রী—লজ্জা, ধী—বুদ্ধি, ভী—ভয়, এই সমস্তই মন অর্থাৎ মননামক অন্তঃকরণের পরিণাম-বিশেষ। মনের অস্তিত্ববিষয়ে ইহাও আর একটি কারণ অভিহিত হইল। অতএব মননামক অন্তঃকরণ যে আছে, ইহা প্রমাণিত হইল। মনের অস্তিত্ববিষয়ে শ্রুতিই অন্য যুক্তি দেখাইতেছেন—কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকর্ত্তৃক চক্ষুর অবিষয়ে অর্থাৎ পৃষ্ঠদেশে স্পৃষ্ট হইয়া, "ইহা হস্তের স্পর্শ," "ইহা জানুর স্পর্শ," এইরূপে বিশেষ করিয়া জানিতে পায়, ঐ বিবেক মনেরই কার্য্য। যদি ঐ বিবেচনাকারী মন-নামক পদার্থ না থাকিত, তবে কেবল ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা ঐরূপ বিশেষ জ্ঞান জন্মিত না, অতএব

সেই বিবেকের কারণ মন, ইহা মানিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত যুক্তি দ্বারা মনের অস্তিত্ব সাধিত হইয়াছে এবং তাহার পূর্ব্বোক্ত কাম, সঙ্কল্পাদির স্বরূপও প্রদর্শিত হইয়াছে। মন, বাক্য ও প্রাণনামক যে তিনটি অন্ন কর্ম্মের ফলস্বরূপ আছে, উহারা অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈবরূপে বিভক্ত; অতঃপর শ্রুতি ইহাদের ব্যাখ্যা করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ আধ্যাত্মিক মন, বাক্ ও প্রাণের মধ্যে আধ্যাত্মিক মনের ব্যাখ্যা করিয়া এক্ষণে আধ্যাত্মিক বাক্যের ব্যাখ্যা করিবার উপক্রম করিতেছেন—এই যে কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সংযোগ হইতে অভিব্যক্ত অকারাদি বর্ণস্বরূপ ধ্বনি এবং মৃদঙ্গাদি বাদ্য ও মেঘাদিজনিত যে অন্য প্রকার ধ্বনি শ্রুত হয়, এই সমস্তই আধ্যাত্মিক বাক্ অর্থাৎ বাক্যের প্রপঞ্চ, ইহাই বাক্যের স্বরূপ বলা হইল।

অনন্তর তাহার কার্য্য বলা হইতেছে। যেহেতু, এই বাক্য, অন্ত অর্থাৎ অভিধেয়ের নির্ণয় পর্য্যন্ত অনুগত থাকে অর্থাৎ অভিধেয় ঘটপটাদির প্রকাশ করিয়া তবে বিরত হয়, এই জন্য সেই বাক্য অভিধেয়ের ন্যায় প্রকাশ্য নহে, কিন্তু প্রদীপাদির ন্যায় অভিধেয়ের প্রকাশকস্বরূপ। যেমন প্রদীপাদির প্রকাশ অন্য প্রকাশকের অপেক্ষা না করিয়াই প্রকাশিত হয়, সেই প্রকার বাক্যও স্বয়ং প্রকাশিত, অন্যের প্রকাশ্য নহে। এ বিষয়ে এই প্রকারে অনবস্থাদোষের পরিহার শ্রুতিই করিয়াছেন—যে বাক্য অর্থের প্রকাশক, সে বাক্যের প্রকাশক অন্য আর একটি মানিলে তাহারও অন্য প্রকাশক মানিতে হয়, এইক্রমে অনবস্থাদোষ হইয়া উঠে। স্বয়ং-প্রকাশ বলিলে, ঐ দোষ হয় না, ইহাই বাক্যের স্বপ্রকাশতার হেতু। অতঃপর আধ্যাত্মিক প্রাণের বিষয় কথিত হইতেছে—মুখ ও নাসিকা দ্বারা সঞ্চরণযোগ্য হৃদয়বৃত্তিই প্রাণ। প্রণয়ন হেতু তাহাকে প্রাণ বলা হইয়াছে। মলমূত্রাদির অপনয়ন (নির্গমন) করা হেতু অধোবৃত্তি বায়ু অপান নামে অভিহিত। এইরূপ নাভি পর্য্যন্ত স্থায়ী এবং প্রাণ ও অপানের নিয়মনকর্ত্তা অথচ প্রাণ ও অপানের সন্ধিস্থিত বীর্য্যবিশিষ্ট কর্ম্মের (অরণীতে অগ্নির উৎপাদন প্রভৃতি কর্ম্মের) হেতু ব্যান। দেহের পুষ্টি ও ঊর্দ্ধগমন প্রভৃতির হেতু, পাদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত স্থায়ী ঊর্দ্ধবৃত্তি বায়ু উদান। ভুক্ত অন্নাদি ও পীত জলাদির সমতাপ্রাপ্তির একমাত্র কারণ, এ জন্য সম ও অন্নের পরিপাকহেতু অন, মিলিত অর্থে কোষ্ঠস্থানস্থিত বায়ু সমান নামে কথিত হয়। প্রাণাদি বায়ুর সাধারণ কার্য্যকে অন বলা যায়। উহা সমস্ত শরীরের চেষ্টা সম্পাদন করে। এই পূর্ব্বোক্ত প্রকার

প্রাণাদি বায়ুর বৃত্তিসমূহ এক প্রাণশব্দেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এ স্থলে প্রাণশব্দ দ্বারা বৃত্তিমান্ আধ্যাত্মিক বায়ু কথিত হওয়ায় পুনরুক্তিদোষ ঘটিল না। বৃত্তি-বিশেষের জ্ঞাপন দ্বারাই এই প্রাণের কর্ম্ম উক্ত হইল। এতাবতা আধ্যাত্মিক মন, বাক্ ও প্রাণস্বরূপ তিন প্রকার অন্ন ব্যাখ্যাত হইল। এই যে আত্মা (শরীর), যাহা অবিবেকী ব্যক্তি কর্ত্তৃক আত্মারূপে অভিমত, ইহা এই মন, বাক্ ও প্রাণের বিকারস্বরূপ অর্থাৎ প্রজাপতির মন, বাক্ ও প্রাণের দ্বারা উৎপাদিত, কার্য্য ও কারণসমষ্টিরূপী। 'এতন্ময়,' এই শব্দ দ্বারা সামান্যরূপে কীর্ত্তন করিয়া পরে বাঙ্ময়, মনোময় ও প্রাণময় এইরূপে বিশেষ করিয়া, প্রাণের বিবৃতি করা হইয়াছে ॥ ৩ ॥

ত্রয়ো লোকা এত এব বাগেবায়ং লোকো মনোঽন্তরিক্ষ-লোকঃ প্রাণোঽসৌ লোকঃ ॥ ৪ ॥

অতঃপর প্রজাপতির সেই মন, বাক্ ও প্রাণরূপ তিনপ্রকার অন্নের আধি-ভৌতিক বিস্তার অভিহিত হইতেছে। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ নামক তিন লোক, ইহারা বাক্, মন ও প্রাণস্বরূপ। তন্মধ্যে ভূলোকই বাক্, মনই ভুবর্লোক আর প্রাণ স্বর্লোক ॥ ৪ ॥

ত্রয়ো বেদা এত এব বাগেবর্গ্বেদো মনো যজুর্ব্বেদঃ প্রাণঃ সামবেদঃ ॥ ৫ ॥

সেই প্রকার তিন বেদ বাক্, মন ও প্রাণস্বরূপ। তন্মধ্যে বাক্ই ঋগ্বেদ, মনই যজুর্ব্বেদ ও প্রাণ সামবেদস্বরূপ ॥ ৫ ॥

দেবাঃ পিতরো মনুষ্যা এত এব বাগেব দেবা মনঃ পিতরঃ প্রাণো মনুষ্যাঃ ॥ ৬ ॥

দেব, পিতৃ, মনুষ্য ইহারা যথাক্রমে প্রজাপতির বাক্, মন ও প্রাণস্বরূপ ॥ ৬ ॥

পিতা মাতা প্রজৈত এব মন এব পিতা বাঙ্মাতা প্রাণঃ প্রজা ॥ ৭ ॥

পিতা, মাতা ও সন্তান ইহারাও উক্ত বাগাদিস্বরূপ। মনই পিতা, বাক্ই মাতা ও প্রাণ সন্তানরূপে কথিত হয় ॥ ৭ ॥

বিজ্ঞাতং বিজিজ্ঞাস্যমবিজ্ঞাতমেত এব যৎ কিঞ্চ বিজ্ঞাতং বাচস্তদ্রূপং বাগ্‌ঘি বিজ্ঞাতা বাগেনং তদ্‌ভূত্বাঽবতি ॥ ৮ ॥

যাহা কিছু জ্ঞাত, জিজ্ঞাসিত (জ্ঞানেচ্ছার বিষয়ীভূত) ও অবিজ্ঞাত, ইহারাও বাগাদিস্বরূপ; তন্মধ্যে যাহা কিছু বিজ্ঞাত, (বিস্পষ্টরূপে জ্ঞাত) তাহা বাক্যের রূপ। এ বিষয়ে শ্রুতি স্বয়ংই হেতু প্রদর্শন করিতেছেন, যেহেতু অন্যের প্রকাশক, এ জন্য বাক্ বিজ্ঞাতা। যে অন্যের বিজ্ঞাপক, সে কি প্রকারে অবিজ্ঞাত হইবে? "বাক্য দ্বারাই সম্রাট্ বা বন্ধু পরিজ্ঞাত হয়", ইহা পরে কথিত হইবে। এক্ষণে বাক্যের বিশেষত্ববিৎ পুরুষের ফল বলা হইতেছে— এই যথোক্ত প্রকার বাক্যের মহিমা যে জানিতে পারে, তাহাকে বাক্ বিজ্ঞাত হইয়া পালন করে অর্থাৎ বাক্ বিজ্ঞাতরূপে তাহার উপভোগ্য হয়, ইহা শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থ ॥ ৮ ॥

যৎকিঞ্চ বিজিজ্ঞাস্যং মনসস্তদ্রূপং মনো হি বিজিজ্ঞাস্যং মন এনং তদ্ভূত্বাঽবতি ॥ ৯ ॥

এই প্রকার যাহা কিছু অস্পষ্ট বিষয়কে স্পষ্টভাবে জানিতে বাসনা হয়, তৎসমস্তই মনের রূপ। যেহেতু, মন সর্ব্বদাই সন্দিগ্ধ বিষয়াকারে থাকে, এই জন্য বিজিজ্ঞাস্য শব্দে কথিত হয়। বাক্যের মত মনের বিভূতিবেত্তা পুরুষের ফল এই যে—মন বিজিজ্ঞাস্যস্বরূপ হইয়া ঐ পুরুষকে পালন করে, অর্থাৎ বিজিজ্ঞাস্যস্বরূপে অন্নাকারে পরিণত হয় ॥ ৯ ॥

যৎ কিঞ্চাবিজ্ঞাতং প্রাণস্য তদ্রূপং প্রাণো হ্যবিজ্ঞাতঃ প্রাণ এনং তদ্‌ভূত্বাঽবতি ॥ ১০ ॥

সেই প্রকার যাহা কিছু বস্তু অবিজ্ঞাত (বিজ্ঞানের অবিষয়) অথচ সন্দেহের বিষয়ও নহে, তাহাই প্রাণের রূপ। এ বিষয়ে শ্রুতিই হেতু নির্দ্দেশ করিতেছেন।— যেহেতু, প্রাণ অবিজ্ঞাত অর্থাৎ শ্রুতিতে অনিরুক্ত-(অনিরূপিত) রূপে উক্ত হইয়াছে, এ জন্য অবিজ্ঞাতস্বরূপ। বিজ্ঞাত, বিজিজ্ঞাস্য ও অবিজ্ঞাতরূপে বাক্, মন ও প্রাণের স্পষ্ট বিভাগ থাকিতে যে "ত্রয়ো লোকা" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বিভাগ করা হইয়াছে, তাহা বাচনিক; ধ্যানের জন্য সকল স্থলেই

বিজ্ঞাতাদি রূপবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব লোকত্রয়াদিরূপ বিভাগের যে কীর্ত্তন করা হইয়াছে, উহার উদ্দেশ্য—তদ্রূপে নিয়মিত ধ্যান। প্রাণ উক্ত প্রকার অবিজ্ঞাতস্বরূপে প্রাণবিৎ পুরুষের অন্ন হয়। যেমন আচার্য্য বা পিত্রাদি গুরুজন, শিষ্য ও পুত্রাদির অজ্ঞাতভাবে উপকার করিয়া থাকেন কিন্তু তাহা শিষ্য-পুত্রাদির সন্দেহের বিষয় হয়, অর্থাৎ ইঁহারা আমাদের উপকার করিয়াছেন কি না, এইরূপ তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে, সেই প্রকার সন্দিহ্যমান মন ও অবিজ্ঞাত প্রাণের অন্নত্ব উপপন্ন হয়। ইহার ভাব এই যে,—ভোগ্যত্বলাভের জন্য বিজ্ঞানের আবশ্যকতা নাই, উপকার করিলেই বস্তু ভোগ্য হইতে পারে। যে প্রকার বাল্যাবস্থাদিতে পুত্রাদির পিত্রাদিকৃত উপকারের জ্ঞান থাকে না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা সেই উপকারে উপকৃত হইয়া থাকে, সেই প্রকার মন ও প্রাণ সন্দিহ্যমান ও অবিজ্ঞাত হইয়াও ভোগ্য হইতে পারে, ইহা অসঙ্গত নহে ॥ ১০ ॥

তস্যৈ বাচঃ পৃথিবী শরীরং জ্যোতী রূপময়মগ্নিস্তদ্যাবত্যেব বাক্ তাবতী পৃথিবী তাবানয়মগ্নিঃ ॥ ১১ ॥

বাক্, মন ও প্রাণের আধিভৌতিক বিস্তার ব্যাখ্যাত হইল। অতঃপর আধিদৈবিক বিস্তার জানাইবার জন্য এই শ্রুতির আরম্ভ হইতেছে। প্রজাপতির অন্নরূপে প্রস্তাবিত সেই এই, বাক্যের পৃথিবী শরীর (বাহ্য আধার), এই অগ্নি, বাক্যের প্রকাশময়, জ্যোতিঃস্বরূপ ইন্দ্রিয় ; ইহা পৃথিবীর আধেয়, এই পার্থিব অগ্নি দুই প্রকার অর্থাৎ প্রজাপতির বাক্যের কার্য্য দুই প্রকার ;—একটি অপ্রকাশরূপ আধার এবং অপর প্রকাশময় ইন্দ্রিয় আধেয়। সুতরাং পৃথিবী ও অগ্নি, এই উভয় প্রজাপতির বাক্স্বরূপ। অধ্যাত্ম ও অধিভূতরূপে বিভক্ত বাক্ অপেক্ষা বিভিন্ন এই আধিদৈবিক বাক্ যাবৎপরিমাণবিশিষ্ট হয়, তাবৎস্থলেই আধাররূপে পৃথিবী তাবৎপরিমাণে অবস্থিত থাকে। এই ইন্দ্রিয়রূপ আধেয় অগ্নিও জ্যোতিঃস্বরূপে পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাবৎপরিমাণ হয়। উত্তর বাক্যে এইরূপ সমপরিমাণবিশিষ্টতা জানিতে হইবে ॥ ১১ ॥

অথৈতস্য মনসো দ্যৌঃ শরীরং জ্যোতী রূপমসাবাদিত্যস্তদ্যা-বদেব মনস্তাবতী দ্যৌস্তাবানসাবাদিত্যস্তৌ মিথুনং সমৈতাং ততঃ

প্রাণোঽজায়ত স ইন্দ্রঃ স এষোঽসপত্নো দ্বিতীয়ো বৈ সপত্নো নাস্য সপত্নো ভবতি য এবং বেদ ॥ ১২ ॥

প্রজাপতির অন্নরূপে কথিত সেই মনের শরীর দ্যুলোক, উহা কার্য্যভূত আধার ও জ্যোতিঃস্বরূপ ইন্দ্রিয় আধেয়। সেই জ্যোতিঃ আদিত্য। অধ্যাত্ম ও অধিভূত মন যাবৎপরিমাণবিশিষ্ট, তাবৎপরিমাণে বিস্তৃত, ঐ জ্যোতির্ম্ময় ইন্দ্রিয়-রূপী দ্যুলোক মনের আধাররূপে অবস্থিত এবং জ্যোতিঃস্বরূপী ইন্দ্রিয়াত্মক আধেয় আদিত্যও তাবৎপরিমাণ। সেই অগ্নি ও আদিত্য—যাহা আধিদৈবিক বাক্ ও মন রূপে প্রতিপাদিত হইল, উহারা মাতাপিতার মত পরস্পর সঙ্গত হইয়া আছে। "মনোরূপী আদিত্যনামক পিতা কর্ত্তৃক উৎপাদিত এবং বাক্‌স্বরূপা অগ্নিনাম্নী মাতা কর্ত্তৃক প্রকাশিত কার্য্য করিব," এই প্রকার প্রত্যেকে অভি-সন্ধি করিয়া এই পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে সেই আদিত্য ও অগ্নি পরস্পর সঙ্গত হইয়াছিল। সেই মিলন হইতে প্রাণবায়ুর উৎপত্তি হয়,—জীব যাহার সাহায্যে কর্ম্মের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে, সেই জাত প্রাণই ইন্দ্র অর্থাৎ পরমেশ্বর; কেবল ইন্দ্র নহে, অসপত্নও বটে অর্থাৎ অজাতশত্রু। প্রতিপক্ষরূপী দ্বিতীয় ব্যক্তিকেই সপত্ন বলা যায়। দ্বিতীয় বর্ত্তমান থাকিলেও অর্থাৎ বাক্ ও মন দ্বিতীয় বর্ত্তমান থাকিলেও তাহারা শত্রুতা করে না; বরং প্রাণের অনুকূলতাই করে—বাক্য ও মন অধ্যাত্ম-প্রাণের মতই আনুকূল্য করিয়া থাকে। এক্ষণে প্রাসঙ্গিকরূপে প্রাণের অসপত্নত্ববিজ্ঞানের ফল কথিত হইতেছে।—যে ব্যক্তি এই অসপত্নজ্ঞানী হয়, তাহার প্রতিপক্ষতা কেহ করে না ॥ ১২ ॥

অথৈতস্য প্রাণস্যাপঃ শরীরং জ্যোতী রূপমসৌ চন্দ্রস্তদ্-যাবানেব প্রাণস্তাবত্য আপস্তাবানসৌ চন্দ্রস্ত এতে সর্ব্ব এব সমাঃ সর্ব্বেঽনন্তাঃ স যো হৈতানন্তবত উপাস্তেঽন্তবন্তং স লোকং জয়ত্যথ যো হৈতাননন্তানুপাস্তেঽনন্তং স লোকং জয়তি ॥১৩॥

এই প্রজাপতির অন্নরূপে প্রস্তাবিত প্রাণের শরীর জল, কিন্তু পরবাক্যে প্রজা-রূপে বক্ষ্যমাণ প্রাণের শরীর জল, ইহা বলা বক্তব্য নহে। শরীর কার্য্যকারণের আশ্রয়, পূর্ব্ববৎ জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্র ইন্দ্রিয় আধেয়। প্রাণ যে পরিমাণে অধ্যাত্ম-অধিভূতাদিরূপে, বিভিন্ন, সেই শরীরে তাবৎপরিমাণবিশিষ্ট জল বর্ত্তমান, চন্দ্রও

তাবৎপরিমাণ সেই জলরূপী শরীরে আধেয়রূপে প্রবিষ্ট আছে। সেই ইন্দ্রিয়রূপী চন্দ্র, অধ্যাত্ম ও অধিভূত তাবৎশরীরব্যাপক। পিতা পাঙ্‌ক্ত কর্ম্ম দ্বারা বাক্, মন ও প্রাণ এই তিন অন্ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই তিন প্রকার অন্ন দ্বারা অধ্যাত্ম ও অধিভূত জগৎ ব্যাপ্ত আছে। এতদ্ভিন্ন কার্য্য বা কারণস্বরূপ আর কিছুই নাই। সুতরাং এই সমস্তই প্রজাপতিস্বরূপ। এই বাক্, মন ও প্রাণ ইহারা সকলেই তুল্যভাবে ব্যাপক অর্থাৎ অধ্যাত্ম ও অধিভূত সমস্ত প্রাণীর ব্যাপক। এই জন্য ইহারা অনন্ত—সংসারের চরমকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী। যেহেতু, কার্য্য ও কারণ ব্যতিরেকে সংসারের পৃথক্ সত্তা থাকে না, এই জন্য বলা হইয়াছে, উক্ত প্রাণ প্রভৃতি সকলই কার্য্য-কারণস্বরূপ। যে ব্যক্তি প্রজাপতির আত্মস্বরূপ এই বাক্, মন ও প্রাণকে পরিচ্ছিন্নজ্ঞানে—অধ্যাত্ম বা অধিভূতরূপে উপাসনা করে, সে সেই প্রকার উপাসনার অনুরূপ নশ্বর লোক জয় করে, অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নরূপে জন্মগ্রহণ করে। ইহার অর্থ—ইহাদের আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয় না। আর যে সকল পুরুষ এই সকল বাক্, মন প্রভৃতিকে সর্ব্বপ্রাণীর আত্মস্বরূপ ও অপরিচ্ছিন্ন মনে করিয়া উপাসনা করে, সে অনন্ত-লোকই জয় করে॥ ১৩॥

স এষ সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ ষোড়শকলস্তস্য রাত্রয় এব পঞ্চদশকলা ধ্রুবৈবাস্য ষোড়শী কলা স রাত্রিভিরেবা চ পূর্য্যতেঽপ চ ক্ষীয়তে সোঽমাবাস্যাꣳ রাত্রিমেতয়া ষোড়শ্যা কলয়া সর্ব্বমিদং প্রাণভৃদনুপ্রবিশ্য ততঃ প্রাতর্জায়তে তস্মাদেতাꣳ রাত্রিং প্রাণ-ভৃতঃ প্রাণং ন বিচ্ছিন্দ্যাদপি কৃকলাসস্যৈতস্যা এব দেবতায়া অপচিত্যৈ॥ ১৪॥

ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পিতা পাঙ্‌ক্ত কর্ম্ম দ্বারা সাত প্রকার অন্ন সৃষ্টি করিয়া পরে নিজের জন্য তিন প্রকার অন্ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই সকল বিত্তাদি অন্ন পাঙ্‌ক্ত কর্ম্মের ফলস্বরূপ, ইহাও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, উহারা কিরূপে পাঙ্‌ক্ত কর্ম্মের ফল? উত্তর,—যেহেতু, সেই তিনেরও পাঙ্‌ক্ততা অবগত হওয়া যায়; কারণ, তাহাতে বিত্ত, কর্ম্ম, আত্মা, জায়া ও প্রজার অন্তর্ভাব আছে। তন্মধ্যে পৃথিবী এবং অগ্নি মাতা, (জায়া) দিব (আকাশ) ও আদিত্য পিতা (আত্মা) এবং এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী

প্রাণ, তাহা প্রজ্ঞা, ইহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে বিত্ত এবং কর্ম্মের অন্তর্ভাব কিরূপে হইতে পারে? তাহাই দেখাইতে হইবে; এই জন্য এই শ্রুতির আরম্ভ হইয়াছে। যে পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার অন্নময় প্রজাপতি, ইনিই সম্বৎসরস্বরূপ অর্থাৎ সম্বৎসররূপে বিশেষ করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন। ইঁহার ষোলটি কলা (অবয়ব) বর্ত্তমান, এ জন্য তিনি ষোড়শকল সম্বৎসরকালরূপী। সেই কালরূপী প্রজাপতির রাত্রি অর্থাৎ পঞ্চদশ তিথিরূপ অহোরাত্রই কলা। আর যে ষোড়শী (ষোড়শ সংখ্যার পূরণীভূত) কলা, ইহা নিত্যরূপেই অবস্থিত, ইহার ক্ষয়-বৃদ্ধি নাই। সেই চন্দ্রমাপ্রজাপতি তিথিস্বরূপ পঞ্চদশকলা বা রাত্রির দ্বারা পূর্ণ হয় এবং ক্ষীণ হয় অর্থাৎ শুক্লপক্ষে প্রতিপদাদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কলা দ্বারা তাবৎপর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকেন, যাবৎপর্য্যন্ত পৌর্ণমাসীতে সম্পূর্ণমণ্ডল না হন এবং কৃষ্ণপক্ষে ক্ষীয়মাণ কলা দ্বারা অমাবস্যাতে নিত্য অবশিষ্যমাণ অমানাম্নী ষোড়শী কলার অবস্থিতি পর্য্যন্ত ক্ষীণ হইতে থাকেন। সেই কালরূপী প্রজাপতি প্রতি অমাবস্যা-রাত্রিতে সেই ষোড়শী নিত্যকলার সহিত এই সমস্ত প্রাণীতে প্রবেশ করিয়া যে জল পান এবং ওষধি ভক্ষণ করেন, সেই সমুদয়কে ওষধিরূপে ব্যাপিয়া, অমাবস্যার রাত্রিতে অবস্থিতি করত পরদিন প্রাতঃকালে দ্বিতীয় কলাসংযুক্তরূপে উৎপন্ন হন। এই প্রকারে সেই প্রজাপতি পাঙ্‌ক্তস্বরূপতা প্রাপ্ত হন। তাৎপর্য্য এই যে—প্রজাপতির যে মন, বাক্ ও প্রাণ এই ত্রিবিধ অন্ন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে দিব্‌ ও আদিত্যরূপী মন সেই প্রাণের পিতা, পৃথিবী ও অগ্নি—বাগ্‌রূপিণী জায়াপ্রাণের মাতা, প্রাণ তাহাদের পুত্র, আর যে চন্দ্রের পঞ্চদশ তিথিরূপিণী কলা, তাহাই তাঁহার বিত্ত জানিবে; যেহেতু, বিত্তের ন্যায় চন্দ্রের কলা বৃদ্ধিক্ষয়যুক্ত। সেই কলারূপী কালাবয়ব জগতের পরিণামকার্য্য সম্পাদন করে, এই জন্য কলার ক্রিয়া কর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। এই প্রকারে প্রজাপতি সম্পূর্ণতা লাভ করেন, "আমার জায়া হউক, আমি জন্মিব; আমার বিত্ত হউক, আমি কর্ম্ম করিব;" এই প্রকার কামনার অনুরূপ পাঙ্‌ক্ত কর্ম্মের ফলরূপে তিনি পরিণত হন। কার্য্যমাত্রই কারণের অনুগামী, এইরূপ লৌকিক নিয়মও আছে; সুতরাং তাঁহার কার্য্যরূপে বর্ত্তমান থাকা অসম্ভব নহে। এই চন্দ্র অমাবস্যার রাত্রিতে অমানাম্নী একটি ধ্রুবকলাবিশিষ্ট হইয়া সমস্ত প্রাণীতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকেন, এই হেতু অমাবস্যার রাত্রিতে কোন প্রাণীর হত্যা করিতে নাই। এমন কি, কৃকলাসেরও প্রাণবিয়োগ কর্ত্তব্য নহে। যদিও

কৃকলাস স্বভাবতই পাপাত্মা এবং তাহার দর্শন অমঙ্গলসূচক, এই জন্য লোকে তাহার দর্শনমাত্রে হিংসা করিয়া থাকে, তথাপি অমাবস্যায় তাহারও হত্যা নিষিদ্ধ। এই স্থলে বাদী আপত্তি করেন যে, যখন প্রাণিমাত্রের হিংসাই শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে, যথা,—"সৎ অতিথিসমাগম ব্যতিরেকে সমস্ত প্রাণীর হিংসা না করিয়া" ইত্যাদি কথা দ্বারা কেবল অমাবস্যায় কৃকলাসের হিংসা নিষিদ্ধ; পরন্তু অন্য তিথিতে কৃকলাসের হিংসা শাস্ত্রের অনুমত, ইহা সূচিত হইয়া থাকে। তাহা হইলে 'কোন প্রাণীর হিংসা করিবে না,' এই সামান্য শাস্ত্রার্থের সহিত বিরোধ হইয়া উঠিল। সিদ্ধান্তবাদী তাহা স্বীকার করিয়া কহিতেছেন, প্রাণিমাত্রের হিংসাই সামান্যতঃ নিষিদ্ধ হইয়াছে সত্য, পরন্তু অমাবস্যাতে হিংসার নিষেধবাক্য—অন্য তিথিতে হিংসার কর্ত্তব্যতাবোধক নহে এবং কৃকলাসের হিংসাবিষয়েও ঐরূপ মীমাংসা নহে। তবে এই পূর্ব্বোক্ত সোমদেবতার মাহাত্ম্য-প্রদর্শনার্থ ই ঐরূপ বলা হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

যো বৈ স সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ ষোড়শকলোঽয়মেব স যোঽয়মেবংবিৎ পুরুষস্তস্য বিত্তমেব পঞ্চদশকলা আত্মৈবাস্য ষোড়শী কলা স বিত্তেনৈবা চ পূর্য্যতেঽপ চ ক্ষীয়তে তদেতন্নভ্যং যদয়মাত্মা প্রধির্বিত্তং তস্মাদ্যদ্যপি সর্ব্বজ্যানিং জীয়ত আত্মনা চেজ্জীবতি প্রধিনাগাদিত্যেবাহুঃ ॥ ১৫ ॥

প্রশ্ন হইতেছে—পূর্ব্বে যাঁহাকে পরোক্ষভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, যিনি পূর্ব্বে সম্বৎসররূপে বর্ণিত ষোড়শ কলাযুক্ত প্রজাপতি, তিনি নিতান্ত পরোক্ষ নহেন, মনে করা উচিত; কারণ, তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধ করা যাইতেছে। তবে তিনি কে? উত্তর—যিনি নিজেকে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ অন্নময় প্রজাপতিস্বরূপে জানেন, তিনিই সেই প্রাজাপত্য আত্মবিৎ পুরুষ। পুনশ্চ প্রশ্ন এই যে—কোন্ সাধারণ ধর্ম্মানুসারে সেই সম্বৎসরকে প্রজাপতি বলা হইল? উত্তরে বলা যায়—ঐ জ্ঞানবান্ পুরুষের গবাদি বিত্তই পঞ্চদশ কলা। যেহেতু, চন্দ্রের পঞ্চদশ কলার ন্যায় ঐ বিত্তেরও বৃদ্ধি এবং ক্ষয়রূপ ধর্ম্ম আছে। বিত্তসাধ্য কর্ম্মও পুরুষের কৃৎস্নতা-(পূর্ণতা) সাধনের জন্য অনুসৃত হইয়া থাকে। এই জ্ঞানবান্ পুরুষের এই শরীরই ষোড়শী কলা, চন্দ্রের নিত্যা কলার তুল্য। পুরুষ চন্দ্রের ন্যায় বিত্ত দ্বারা বৃদ্ধি-ক্ষয়যুক্ত হয়, ইহা জগতে প্রসিদ্ধ আছে। শরীর যে নিত্য-কলা-স্থানীয়, ইহা রথচক্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা

স্পষ্টীকৃত হইতেছে। ইহাই নভ্য নাভির হিত বা নাভির (চক্রদণ্ডের মধ্য) যোগ্য। কে সে? উত্তর—যে এই আত্মা শরীর। ইহার ভাব এই যে, শরীর-পিণ্ড চক্রস্থানীয়। বিত্তই তাহার প্রধি, (চক্রপ্রান্ত) পরিবারস্থানীয়, যেহেতু বাহ্য। যেমন চক্রের অর, নেমি প্রভৃতি কাষ্ঠখণ্ড চক্রকে বহির্ভাগে বেষ্টন করিয়া থাকে, সেইরূপ এই শরীর আত্মাকে বিত্ত ধারণ করিয়া রাখে; সেই হেতু যদি ধনীর সর্ব্বস্বের অপহরণ হয়, তবে আত্মা গ্লানিপ্রাপ্ত হয়, পরন্তু যদি চক্রনাভিস্থানীয় শরীরমাত্রে জীবিত থাকে, তবে ঐ কালে আত্মা "এই ব্যক্তি ক্ষীণ," এই বোধে প্রধিস্থানীয় পরিবার-বর্গ ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিযুক্ত হয়, যে প্রকার চক্র অর নেমি বিযুক্ত হইলে দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত হয়। ইহা শাস্ত্রকারগণ বলিয়া থাকেন, জীব জীবিত থাকিলে অর-নেমি-স্থানীয় বিত্ত দ্বারা পুনর্ব্বার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে ইহা শ্রুতির অভিপ্রায় ॥ ১৫ ॥

অথ ত্রয়ো বাব লোকা মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইতি সোঽয়ং মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণৈব জয্যো নান্যেন কর্ম্মণা কর্ম্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোকো দেবলোকো বৈ লোকানাং শ্রেষ্ঠস্তস্মাদ্বিদ্যাং প্রশংসন্তি ॥ ১৬ ॥

এই প্রকারে দৈব, বিত্ত এবং বিদ্যার সহিত মিলিত পাঙ্‌ক্ত কর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া প্রজাপতি ত্রিবিধ অন্নময়স্বরূপ প্রাপ্ত হন, ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তৎপরে জায়াদি বিত্ত পরিবারস্থানীয়, ইহা বলা হইয়াছে। সেই স্থলে পুত্র, কর্ম্ম ও অপরা বিদ্যা কেবল লোকপ্রাপ্তির প্রতি কারণ, ইহা সামান্যভাবে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু পুত্রাদির লোকপ্রাপ্তিরূপ ফলবিষয়ে বিশেষ কার্য্যকারণভাব উক্ত হয় নাই; অতএব পুত্রাদিরূপ সাধনের কার্য্যবিশেষের সহিত সম্বন্ধ বলা উচিত। এই জন্য এই উত্তর-কাণ্ডিকার অবতারণা হইতেছে। শ্রুতিস্থ 'অথ' শব্দ বাক্যান্তর-উপন্যাসের সূচক। "বাব" এই শব্দ অবধারণের জন্য প্রযুক্ত। শাস্ত্রোক্ত সাধননিষ্পাদ্য লোক তিন প্রকারই, অর্থাৎ তাহা হইতে ন্যূন বা অধিক নহে। সেই লোক কি কি? ইহা কহিতেছেন—মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক। সেই তিন লোকের মধ্যে মনুষ্যলোক পুত্ররূপ সাধন দ্বারা অর্জ্জন করা যায়। যে প্রকারে মনুষ্যলোক পুত্ররূপ সাধন দ্বারা প্রাপ্য, কর্ম্ম বা বিদ্যারূপ অন্য সাধনসাধ্য নহে, ইহা পরে বলা হইবে। একমাত্র অগ্নিহোত্রাদিরূপ কর্ম্ম দ্বারাই পিতৃলোক লাভ করা যায়, উহা পুত্র বা বিদ্যাসাধ্য নহে। দেবলোক বিদ্যা-(জ্ঞান)

মাত্র সাধ্য, পুত্র বা কর্ম্ম তাহার সাধন নহে। এই লোকত্রয়ের মধ্যে দেবলোকই প্রশস্ততম। এই দেবলোকের সাধন বলিয়াই পণ্ডিতগণ বিদ্যার প্রশংসা করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

অথাতঃ সম্প্রত্তির্যদা প্রৈষ্যন্মন্যতেঽথ পুত্রমাহ ত্বং ব্রহ্ম ত্বং যজ্ঞস্ত্বং লোক ইতি স পুত্রঃ প্রত্যাহাহং ব্রহ্মাহং যজ্ঞোঽহং লোক ইতি যদ্বৈ কিঞ্চানূক্তং তস্য সর্ব্বস্য ব্রহ্মেত্যেকতা। যে বৈ কে চ যজ্ঞাস্তেষাꣳ সর্ব্বেষাং যজ্ঞ ইত্যেকতা যে বৈ কে চ লোকাস্তেষাꣳ সর্ব্বেষাং লোক ইত্যেকতৈতাবদ্বা ইদꣳ সর্ব্বমেতন্মা সর্ব্বꣳ সন্নয়মিতোঽভুজনদিতি তস্মাৎ পুত্রমনুশিষ্টং লোক্যমাহুস্তস্মাদেনমনুশাসতি স যদেবংবিদস্মাল্লোকাৎ প্রৈত্যথৈভিরেব প্রাণৈঃ সহ পুত্রমাবিশতি। স যদ্যনেন কিঞ্চিদক্ষ্ণয়া কৃতং ভবতি তস্মাদেনꣳ সর্ব্বস্মাৎ পুত্রো মুঞ্চতি তস্মাৎ পুত্রো নাম স পুত্রেণৈবাস্মিঁল্লোকে প্রতিতিষ্ঠত্যথৈনমেতে দেবাঃ প্রাণা অমৃতা আবিশন্তি ॥ ১৭ ॥

এইরূপে সাধ্য লোকত্রয়রূপ বিভিন্ন ফল অনুসারে পুত্র, কর্ম্ম ও বিদ্যারূপ সাধনত্রয় শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পুত্র ও কর্ম্মসিদ্ধির জন্যই জায়ার প্রয়োজন, সুতরাং স্বতন্ত্র সাধনরূপে উহা উল্লিখিত হয় নাই এবং বিত্তও কর্ম্মের সাধন, স্বতন্ত্র সাধন নহে। এক্ষণে আপত্তি হইতেছে যে, বিদ্যা ও কর্ম্ম যে লোকত্রয়-জয় করিয়া থাকে, তাহা স্বরূপলাভ দ্বারাই অর্থাৎ বিদ্যা ও কর্ম্ম নিজে সিদ্ধ হইলেই সঙ্ঘটিত হয়, ইহা প্রসিদ্ধ, কিন্তু পুত্র ক্রিয়াস্বরূপ নহে, তবে কি প্রকারে তাহার লোকজয় করিবার শক্তি জানা যাইবে? অতএব তাহাই বলা উচিত, এই জন্য পরবর্ত্তী শ্রুতির আরম্ভ হইতেছে। শ্রুতিস্থ সম্প্রত্তিশব্দের অর্থ সম্প্রদান। সম্প্রত্তি শব্দটি বক্ষ্যমাণ কর্ম্মবিশেষের নাম। পিতা পুত্রের উপর এই প্রকারে আত্মব্যাপার অর্পণ করিয়া থাকেন। এই জন্য এই কর্ম্ম সম্প্রত্তি নামে কথিত হইয়াছে। ঐ কর্ম্ম কখন কর্ত্তব্য? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রুতি কহিতেছেন, সেই পিতা যৎকালে মৃত্যুসূচক অরিষ্ট—দুঃস্বপ্নাদি দর্শন করিয়া "আমি মরিব," এই প্রকার মনে করেন, সেই সময়ে পুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিয়া থাকেন, "তুমি ব্রহ্ম," "তুমি যজ্ঞ," "তুমি লোক।"

পুত্র পিতা কর্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া বলে—"আমি ব্রহ্ম," "আমি যজ্ঞ, আমি লোক," যেহেতু, ঐ পুত্র পূর্ব্বেই পিতা কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া জানিয়াছে যে, ইহা আমার বক্তব্য অর্থাৎ পিতার উচ্চারিত ঐ শব্দত্রয়ের প্রতিবচন দ্বারা পিতাকে প্রতিবোধন করা আমার কর্ত্তব্য। তাৎপর্য্য এই—পিতা যে অধ্যয়নাদি ব্যাপার সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই, তাঁহা আমার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। পুত্র এইরূপ জানিয়াই প্রতিবচনে "আমি ব্রহ্ম," ইত্যাদি তিনটি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে। এই বাক্যত্রয়ের অর্থ তিরোহিত (অস্পষ্ট), এই বিবেচনা করিয়া, শ্রুতিই তাহার ব্যাখ্যার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছে। যে কিছু অবশিষ্ট, অনুক্ত, অধীত বা অনধীত তৎসমস্তই 'ত্বং ব্রহ্ম' এই উক্তির অন্তর্গত ব্রহ্মপদে মিশিয়া আছে। পিতার ঐরূপ উক্তির অভিপ্রায় এই—"এতাবৎকাল আমার বেদশাস্ত্রে যে অধ্যয়নরূপ ব্যাপার কর্ত্তব্য ছিল, তাহা আমার এই মরণের পর তোমারই হউক।

সেই প্রকার, যে কোন যজ্ঞ অনুষ্ঠেয় হইয়াও, আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত বা অননুষ্ঠিত আছে, সেই সকল যজ্ঞ (যজ্ঞ এই একপদে সকলকেই সংগ্রহ করা হইয়াছে) আমার কর্ত্তব্য ছিল, এক্ষণে আমার মরণের পর তৎসমস্ত তোমার কর্ত্তব্য হউক। যে সকল লোক আমার জেতব্য হইয়াও, আমা কর্তৃক জিত বা অজিত, সেই সমস্ত লোক, (লোক এই শব্দে সকল লোকের একত্ব বলা হইল) আমার মৃত্যুর পর তোমার জেতব্য। আমি তোমার উপর অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও লোকজয়রূপ কর্ত্তব্য কার্য্য অর্পণ করিলাম। আমি এক্ষণে ক্রতু অর্থাৎ কর্ত্তব্যতা-বন্ধনের বিষয় হইতে মুক্ত হইলাম। পুত্র পূর্ব্বে শিক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া, পিতার উক্ত সমস্ত কার্য্য সেই প্রকারই স্বীকার করিল। সাধারণতঃ পিতার এই প্রকার অভিপ্রায় হইয়া থাকে, ইহা কল্পনা করিয়া শ্রুতি কহিতেছেন—এই সকল এই প্রকারই হইয়া থাকে অর্থাৎ যাহা গৃহীর কর্ত্তব্য, বেদের অধ্যয়ন, যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও লোকজয়, সে বিষয়ে গৃহী ভাবিয়া থাকে, "পুত্র আমার কর্ত্তব্য এই সমস্ত ভার, আমা হইতে অপসরণ করিয়া নিজের উপর স্থাপন করত, এই লোক হইতে আমাকে পালন করিবে।" যদিও শ্রুতিস্থ "অভুনজৎ" এই পদে ভবিষ্যৎকাল অর্থে অতীতকালবাচী লঙ্ প্রত্যয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তথাপি তাহা বেদে কালের নিয়মাভাববশতঃ অসঙ্গত হইল না। যেহেতু, এই প্রকার উপদিষ্ট পুত্র, কর্ত্তব্যতা-বন্ধনরূপ লোক হইতে পিতাকে মুক্ত করিবে, এই জন্য ব্রাহ্মণ সকল বলিয়া থাকেন যে, অনুশিষ্ট (শিক্ষিত) পুত্র পিতার লোকসাধক। এই জন্যই—"পুত্র

আমাদের লোকসাধক হইবে," এই মনে করিয়া, পিতা পুত্রকে শিক্ষিত করেন। সেই পিতা যৎকালে পূর্ব্বোক্তরূপে শিক্ষিত পুত্রে কর্ত্তব্যতা-ক্রতু অর্পণ করিয়া, ইহলোক হইতে প্রস্থান করে, সেই সময় ঐ প্রস্তাবিত নিজ বাক্, মন ও প্রাণের সহিত সে পুত্রে প্রবিষ্ট হয়। কারণ, তখন শরীররূপ উপাধিতে সর্ব্বব্যাপী আত্মার পরিচ্ছেদের (সীমাবদ্ধতা) হেতু—মিথ্যাজ্ঞানাদির অভাবে পিতার বাক্, মন ও প্রাণ স্বীয় আধিদৈবিকরূপে অর্থাৎ পৃথিবী, অগ্নি ও আদিত্যস্বরূপে এই সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হয়; যেমন ঘটের মধ্যস্থিত প্রদীপ ঘট ভিন্ন হইলে সমস্ত দিক্ প্রকাশিত করে। প্রাণের সহিত পিতা পুত্রমধ্যে প্রবেশ করে, তাহার কারণ—যেহেতু পূর্ব্বে পিতা বাক্, মন ও প্রাণকে, "আমি অনন্ত, বাক্, মন ও প্রাণস্বরূপ, প্রত্যেক শরীরভেদে বহু বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছি," এই প্রকার আত্মভাবনা করিয়াছিলেন, সেই হেতু প্রাণের পিতার অনুসরণ করা অসঙ্গত হয় নাই এবং যেহেতু, ঐরূপ ভাবনাকারী পিতা সর্ব্বময়ত্বনিবন্ধন সকলের আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং পুত্রের আত্মভূত হওয়া বিচিত্র নহে। যে পিতা কর্ত্তৃক পুত্র এই প্রকারে উপদিষ্ট হয়, সে মৃত হইয়াও, পুত্ররূপে ইহলোকে বিদ্যমান থাকে। তাহার মৃত্যু অবধারণ করা কোনরূপে উচিত নহে। অন্য শ্রুতিতেও এই প্রকার উক্ত হইয়াছে, "এই পিতার পুত্ররূপী অন্য আত্মা পুণ্যকর্ম্মের জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে।" অতঃপর পুত্রশব্দের নির্ব্বচন (ব্যুৎপত্তি) উক্ত হইতেছে। যদি পিতা কখন অবশ্যকর্ত্তব্য করিতে না পারে, তবে সেই লোকপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইতে সেই পুত্র পিতাকে মোচন করে অর্থাৎ পিতার অসমাপিত সমস্ত কর্ম্ম স্বয়ং পূর্ণ করিয়া, পিতাকে ত্রাণ করে, সেই জন্য পুত্রনামে প্রসিদ্ধ হয়। পিতার ছিদ্র (অসমাপিত কর্ম্ম) স্বয়ং সংশোধন করিয়া, পিতাকে যে ত্রাণ করা হয়, ইহাই পুত্রের প্রকৃত পুত্রত্ব। পিতাও মৃত হইয়াও এই প্রকারে পুত্র দ্বারাই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ইহলোকে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই প্রকারে পিতা পুত্র দ্বারা এই মনুষ্যলোক জয় করিতে পারে, কিন্তু বিদ্যা ও কর্ম্ম দ্বারা দেবলোক ও পিতৃলোক জয় এই প্রকার নহে; কারণ, বিদ্যা ও কর্ম্মের সিদ্ধি এবং সত্তা দ্বারাই ঐ লোকদ্বয় সাধিত হয়; বিদ্যা-কর্ম্মস্বরূপসিদ্ধি ব্যতীত পুত্রের ন্যায় অপরের অর্জ্জিত বিদ্যা বা কৃত কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া লোক-জয়ের কারণ হয় না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পুত্র কর্ম্ম দ্বারা পরিত্রাত পিতার সূক্ষ্মশরীরে প্রাজাপত্য অবিনাশী বাগাদি ইন্দ্রিয় প্রবেশ করে, কিন্তু তাহারা কিরূপে প্রবেশ করে, তাহা বলা হয় নাই. অতঃপর "পৃথিব্যৈ চৈনং" ইত্যাদি

শ্রুতিতে বলা হইবে। এই প্রকারে পুত্র, কর্ম্ম এবং অপরা বিদ্যা দ্বারা যথাযথভাবে যে মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোকরূপ ফল সাধিত হয়, শ্রুতি স্বয়ং তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। এ বিষয়ে কোন কোন বাবদুক বাদী শ্রুতির তাৎপর্য্য বিশেষ বুঝিতে না পারিয়া পুত্রাদি দ্বারা মোক্ষফলও সাধিত হয়, বলেন। শ্রুতিই তাহাদের মুখমুদ্রণ করিতেছেন। যেহেতু, "জায়া মে স্যাৎ" ইত্যাদি বাক্যে কাম্য পাঙ্‌ক্ত কর্ম্মের উপক্রম করিয়া, পরে উপসংহারে পুত্রাদিরূপ সাধনের মনুষ্যলোকাদিরূপ সাধ্য-বিশেষে বিনিয়োগ করিয়াছেন অর্থাৎ পুত্রের কার্য্য মনুষ্যলোক জয় নির্দ্ধারণ করিয়া মোক্ষসাধনতার বৈপরীত্যই প্রতিপাদন করা হইয়াছে, অতএব উপসংহারে ইহাই নিশ্চিত হইল যে, ঋণের শ্রুতি অবিদ্বান্ পুরুষ-বিষয়ক, ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক নহে। এই জন্য পরে বলা হইবে, "আমরা প্রজা দ্বারা কি করিব, যে আমাদের সম্বন্ধে এই আত্মাই একমাত্র প্রাপ্য লোক।" কেহ কেহ বলেন,—পিতৃলোক ও দেবলোকের যে জয় বলা হইয়াছে, উহার অর্থ পিতৃলোক ও দেবলোক হইতে মুক্তিই এবং তাহা হইলে মিলিতরূপে অনুষ্ঠিত পুত্র, কর্ম্ম ও অপরা বিদ্যা দ্বারা এই তিন লোক হইতে মুক্ত হইয়া, জীব পরমাত্মার বিজ্ঞানপ্রভাবে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়; সুতরাং এইরূপে পরম্পরাসম্বন্ধে পুত্রাদি সাধনও মোক্ষফল সম্পাদন করে, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়। এইক্ষণে তাহাদেরও মুখমুদ্রণের জন্য এই পরশ্রুতি আরব্ধ হইতেছে।—ইহার অভিপ্রায়,—যে পিতা পুত্রের উপর কর্ত্তব্য ভার অর্পণ করিয়াছেন, সেই পুত্রবানের অথবা কর্ম্মীর কিম্বা যাগাদি ত্রিবিধ অন্নকে যিনি আত্মজ্ঞান করেন, তাঁহার সম্বন্ধে আত্মবিদ্যার ফল-প্রদর্শন। তাহা হইলে ইহা কখনই বলা যায় না যে, ইহাই মোক্ষফলস্বরূপ; কারণ, যখন ঐ বিজ্ঞানে ত্রিবিধ অন্নের সম্বন্ধ বর্ত্তমান এবং ঐ অন্ন জ্ঞান ও কর্ম্মসাধ্য, অথচ তাহার পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট; বিশেষতঃ যখন "যদ্ধৈতন্ন কুর্য্যাৎ ক্ষীয়েত" এই স্থলে ক্ষয় শ্রবণ; "শরীরং জ্যোতীরূপং" এই স্থলে কার্য্য-করণভাবের উপপত্তি; "এবং বা ইদম্" এই স্থলে নামরূপে ও কর্ম্মরূপে উপসংহার করা হইয়াছে, সুতরাং এ সমস্তই অসঙ্গত হইয়া পড়ে, তখন নিত্য মোক্ষফল ঐ মিলিত পুত্র, কর্ম্ম ও বিদ্যার সাধ্য, বলা সম্পূর্ণ ভ্রম। আর এক কথা—এই পুত্র, কর্ম্ম ও বিদ্যারূপ সাধনত্রয় মিলিত হইয়া কোন ব্যক্তির মোক্ষফল আবার কোন ব্যক্তির ত্রিবিধ অন্নময়তালাভ ফল সম্পাদন করে, এইরূপ ফলদ্বয় একবাক্য হইতে প্রতিপাদিত হইতে পারে না; কারণ, পুত্রাদি সাধনের ত্রিবিধ অন্নময়তালাভরূপ ফলপ্রদর্শন করাইয়াই শ্রুতিবাক্য নিবৃত্ত হয়॥ ১৭॥

পৃথিব্যৈ চৈনমগ্নেশ্চ দৈবী বাগাবিশতি সা বৈ দৈবী বাগ্ যয়া যদযদেব বদতি তত্তদ্ভবতি ॥ ১৮ ॥

পৃথিবী এবং অগ্নির অধিদেবতা বাক্ এই কৃতসম্প্রত্তিক (পুত্রে নির্ভরকারী) পুরুষে প্রবিষ্ট হয়, যেহেতু, বাক্ সকলেরই উপাদানস্বরূপ, এজন্য দৈবী বাক্ পৃথিবী ও অগ্নিস্বরূপ। সেই বাক্, আধ্যাত্মিক আসঙ্গ প্রভৃতি দোষে আক্রান্ত। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সেই দোষ অপগত হইলে পূর্ব্বোক্ত দৈবী বাক্ সর্ব্বব্যাপিকা হয়, যেমন জল ও প্রদীপ-প্রকাশ প্রতিবন্ধক আবরণ নষ্ট হইলে সকল দিকে বিস্তৃত হয়। এই জন্য বলা হইতেছে যে, পৃথিবী এবং অগ্নির অধিদেবতা বাক্, এই কৃতসম্প্রত্তিক পুরুষে প্রবিষ্ট হয়। সেই বাক্ মিথ্যাদি দোষশূন্য হইলেই, শুদ্ধা বলিয়া অভিহিত হয়। দৈবী বাক্ সাহায্যে আত্মার্থে বা পরার্থে বক্তা যাহা কিছু বলিয়া থাকেন, তাহা অব্যর্থ। এজন্য ঐ পুরুষের বাক্ অমোঘ হয়, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রেত অর্থ ॥ ১৮ ॥

দিবশ্চৈনমাদিত্যাচ্চ দৈবং মন আবিশতি তদ্বৈ দৈবং মনো যেনানন্দ্যেব ভবত্যথো ন শোচতি ॥ ১৯ ॥

সেই প্রকার মন দিব্ ও আদিত্যের অধিদেবতাস্বরূপ, তাহা এই কৃতসম্প্রত্তিক পুরুষে প্রবিষ্ট হয়, সেই মনঃস্বভাবতই নির্ম্মল ; এই হেতু উহা দৈবশব্দে কথিত হইল। এই পুরুষ মনের দ্বারাই সুখী হয় এবং শোকাদি কারণের অসম্পর্ক হেতু শোকযুক্ত হয় না ॥ ১৯ ॥

অদ্ভ্যশ্চৈনং চন্দ্রমসশ্চ দৈবঃ প্রাণ আবিশতি স বৈ দৈবঃ প্রাণো যঃ সঞ্চরংশ্চাসঞ্চরংশ্চ ন ব্যথতেঽথো ন রিষ্যতি স এবংবিৎ সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মা ভবতি যথৈষা দেবতৈবং স যথৈতাং দেবতাং সর্ব্বাণি ভূতান্যবন্ত্যেবং হৈবংবিদং সর্ব্বাণি ভূতান্যবন্তি।

যদু কিঞ্চেমাঃ প্রজাঃ শোচন্ত্যমৈবাসাং তদ্ভবতি পুণ্যমেবামুং গচ্ছতি ন হ বৈ দেবান্ পাপং গচ্ছতি ॥ ২০ ॥

এই কৃতসম্প্রত্তিক পুরুষে দৈব প্রাণ, জল ও চন্দ্র হইতে উত্থিত হইয়া প্রবেশ করে। সেই দৈব প্রাণের স্বরূপ কি? তাহা বলা হইতেছে—যে প্রাণ প্রাণিবিশেষে কিংবা ব্যষ্টিসমষ্টিরূপে সঞ্চারী ও অসঞ্চারী অথবা জঙ্গম প্রাণীতে সঞ্চারী এবং স্থাবরে অসঞ্চারী, যাহা দুঃখের কারণে ব্যথিত হয় না, ভয় যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, যাহার বিনাশ বা আঘাত করা অসম্ভব, তাহাই দৈব প্রাণ। যে পুরুষ এই উক্ত প্রকার ত্রিবিধ বাক্, মন ও প্রাণরূপী আত্মাকে জানে, সে সকল প্রাণীর আত্মা হয় অর্থাৎ প্রাণ, মন ও বাক্‌স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে সকল প্রাণীর আত্মস্বরূপলাভ হেতু সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকে। যে প্রকার পূর্ব্বোৎপন্ন হিরণ্যগর্ভ দেবতা সকলের কর্ত্তা, সেই প্রকার এই পুরুষের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বকর্তৃত্বের ব্যাঘাত হয় না। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে—যে প্রকার সকল প্রাণী এই হিরণ্যগর্ভ দেবতাকে যাগাদি ক্রিয়া দ্বারা রক্ষা করে, অর্থাৎ পূজা করে, সেই প্রকার ঐ জ্ঞানবান্ পুরুষকেও সকল প্রাণী সর্ব্বদাই পূজা করে।

"সকল প্রাণীর আত্মা হয়," ইহা শ্রুতি বলিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে—যদি ঐ পুরুষ সকল প্রাণীর আত্মা হয়, তবে অবশ্যই কার্য্যকারণ-(দেহেন্দ্রিয়) সমষ্টিরূপী হয়, এবং নিশ্চিতই সকল প্রাণীর সুখ-দুঃখের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে। ইহার উত্তর,— ঐ জ্ঞানবান্ পুরুষের জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন নহে, যাহাতে ঐ শোকাদি সম্পর্ক হইবে? যাহারা পরিচ্ছিন্ন শরীরাদিতে আত্মজ্ঞান করে, তাহাদেরই আক্রোশাদি কারণে দুঃখ উদিত হয়। যেহেতু, আক্রোশিত ব্যক্তিই বলিয়া থাকে যে, "আমি এই ব্যক্তি হইতে আক্রোশ প্রাপ্ত হইয়াছি," কিন্তু এই বিদ্বান্ পুরুষ সকলের আত্মা। যে সর্ব্বাত্মরূপে আক্রুষ্ট হয় বা সর্ব্বাত্মা ধরিয়া আক্রোশ করিতে পারে, সেই উভয় ব্যক্তিরই প্রকৃত আত্মবুদ্ধি নাই—সে জন্য তাহাদের দুঃখ হইতে পারে, কিন্তু ঐ সর্ব্বাত্মবিদের দুঃখ উৎপন্ন হয় না। যেমন কোন ব্যক্তির মরণ হইলে ব্যক্তিবিশেষরই দুঃখ হয়। যেহেতু, পুত্রাদি-রূপে অভিমানই মরণজনিত দুঃখের কারণ। আমার ভ্রাতা বা পুত্র মরিয়াছে, এইরূপ সম্বন্ধবিশেষের জ্ঞান থাকিলেই শোক-দুঃখাদি উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। কিন্তু যে ব্যক্তির পুত্র বা ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ নাই, তাহার মরণ দেখিলেও দুঃখ হয় কি? সেই প্রকার অসীমাত্মদর্শী ঈশ্বরের মমতাদিরূপ দুঃখের হেতু,—মিথ্যা-জ্ঞানাদি দোষের অভাবে দুঃখ জন্মে না, ইহাই এই শ্রুতিতে কথিত হইতেছে—এই সকল প্রাণী যে কিছু শোক করে, সেই শোকনিমিত্তক দুঃখ ঐ প্রাণীদিগের সহিত সংযুক্ত থাকে। যেহেতু, তাহাদের বুদ্ধি পরিচ্ছিন্ন, কিন্তু

যিনি সর্ব্বাত্মদর্শী পুরুষ, তাঁহার সহিত কি সংযুক্ত বা বিযুক্ত হইবে? সর্ব্বদাই সকলের সহিত তাঁহার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বিদ্যমান, পরন্তু প্রাজাপত্যপদে বর্ত্তমান এই পুরুষকে নিরতিশয় পুণ্য অর্থাৎ অভিপ্রেত শুভফলই প্রাপ্ত হয়। দেবতাকে কখন পাপ আক্রমণ করে না, তাহার পাপফল হওয়ার অবসর নাই; তজ্জন্য দুঃখ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না॥ ২০॥

অথাতো ব্রতমীমাꣳসা, প্রজাপতির্হ কর্ম্মাণি সসৃজে তানি সৃষ্টান্যন্যোন্যেনাস্পর্দ্ধন্ত বদিষ্যাম্যেবাহমিতি বাগদধ্রে দ্রক্ষ্যাম্যহমিতি চক্ষুঃ শ্রোষ্যাম্যহমিতি শ্রোত্রমেবমন্যানি কর্ম্মাণি যথাকর্ম্ম। তানি মৃত্যুঃ শ্রমো ভূত্বোপযেমে তান্যাপ্নোত্তান্যাপ্ত্বা মৃত্যুরবারুন্ধত্তস্মাচ্ছ্রাম্যত্যেব বাক্ শ্রাম্যতি চক্ষুঃ শ্রাম্যতি শ্রোত্রমথেমমেব নাপ্নোদ্যোঽয়ং মধ্যমঃ প্রাণস্তানি জ্ঞাতুং দধ্রিরে।

অয়ং বৈ নঃ শ্রেষ্ঠো যঃ সঞ্চরꣳশ্চাসঞ্চরꣳশ্চ ন ব্যথতেঽথো ন রিষ্যতি হন্তাস্যৈব সর্ব্বে রূপমসামেতি ত এতস্যৈব সর্ব্বে রূপমভবꣳস্তস্মাদেত এতেনাখ্যায়ন্তে প্রাণা ইতি তেন হ বাব তৎকুলমাচক্ষতে যস্মিন্ কুলে ভবতি য এবং বেদ য উ হৈবংবিদা স্পর্দ্ধতেঽনুশুষ্যত্যনুশুষ্য হৈবান্ততো ম্রিয়ত ইত্যধ্যাত্মম্॥২১॥

এক্ষণে আশঙ্কা হইতেছে, ইতঃপূর্ব্বে শ্রুতির "ইহারা সকলেই সমান, সকলেই অনন্ত" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বাক্, মন ও প্রাণের সমান উপাসনা কথিত হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে অন্যতমের কোন বৈশিষ্ট্য বলা হয় নাই। তবে কি এই প্রকারেই অর্থাৎ বাক্, মন ও প্রাণকে সমানভাবেই জ্ঞান করা কর্ত্তব্য? অথবা বিচার দ্বারা উপাসনা বিষয়ে কোনও বিশেষ প্রতিপত্তি হইবে? এইরূপ শঙ্কায় শ্রুতি উত্তর করিতেছেন—অনন্তর ব্রতের (উপাসনা কর্ম্মের) মীমাংসা (বিচার) করা যাইতেছে। প্রথমতঃ এই পূর্ব্বোক্ত প্রাণসমূহের মধ্যে কাহার কর্ম্ম ব্রতরূপে ধারণীয়, ইহার মীমাংসা আরব্ধ হইতেছে। শ্রুতিস্থ 'হ' শব্দ 'কিল' শব্দের সমানার্থক, অর্থাৎ পুরাবৃত্তের সূচক। প্রজাপতি জীব সৃষ্টি করিয়া, কর্ম্মসাধক বাগাদি ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শ্রুতিস্থ কর্ম্মশব্দ কর্ম্মসাধক অর্থে প্রযুক্ত, সুতরাং কর্ম্ম শব্দেই ঐ ইন্দ্রিয় সকল প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই

সৃষ্ট বাগাদি ইন্দ্রিয়গণের পরস্পর সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। কি প্রকার ? তাহা কথিত হইতেছে,—বাক্ ইন্দ্রিয় বলিল, "আমি বলিব, আমার নিজ কার্য্য—কথন, তাহা হইতে আমি কখন উপরত হইব না," বাগিন্দ্রিয় এই প্রকার ব্রত ধারণ করিয়াছিল যে, যদি অন্য কেহ আমার তুল্য থাকে, তবে সে নিজ কার্য্য হইতে কদাচ উপরত না হওয়ার শক্তি জানাইয়া, নিজের বীর্য্য প্রদর্শন করুক। অনন্তর চক্ষুও সেই প্রকার মনে করিল, 'আমি দেখিব,' সে এইরূপ ব্রত ধারণ করিয়াছিল যে, আমার কার্য্য হইতে আমি বিরত হইব না ইত্যাদি। এই প্রকার আমি শ্রবণ করিব, শ্রবণ এই ব্রত ধারণ করিয়াছিল। অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকলও এইরূপ স্বীয় কর্ম্মরূপ ব্রত ধারণ করিয়াছিল। তৎপরে মৃত্যু শ্রমরূপী হইয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিল। নিজ নিজ কার্য্যে রত ইন্দ্রিয়গণকে মৃত্যু কিরূপে প্রাপ্ত হইতে পারে ? তাহা বলা হইতেছে—মৃত্যু শ্রম বা অবসাদ-রূপে ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে আত্মপ্রদর্শন করিল। পরে ইন্দ্রিয়গণকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে অবরোধ করিয়াছিল, অর্থাৎ স্বীয় কর্ম্ম হইতে চ্যুত করিয়াছিল। সেই হেতু অদ্যাপি ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইয়া বাগিন্দ্রিয় কোন কোন সময়ে শ্রান্ত হয়, অর্থাৎ শ্রমরূপী মৃত্যুর সহিত সংযুক্ত হইয়া স্বকর্ম্মচ্যুত হয়। সেই প্রকার চক্ষুঃশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ও শ্রান্ত হইয়াছিল। সেই জন্য আজ পর্য্যন্ত চক্ষুঃশ্রোত্রাদি স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কখন শ্রান্ত হয়। এইরূপ শ্রমরূপী মৃত্যুর সহিত সম্বদ্ধ হইয়া একে একে ইন্দ্রিয়-গণ সকলেই স্বীয় কর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়াছিল, কিন্তু শ্রমরূপী মৃত্যু একমাত্র মুখবর্ত্তী প্রাণকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। যে মধ্যম প্রাণ, সেই মুখবর্ত্তী প্রাণ। সেই হেতু অদ্য পর্য্যন্তও ঐ প্রাণ অশ্রান্তভাবে স্বকর্ম্ম—শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়ায় প্রবৃত্ত থাকে। সেই বাগাদি ইন্দ্রিয়সকল সেই মুখ্য প্রাণকে জানিবার জন্য মনকে আশ্রয় করিয়াছিল।

তাহারা মনে করিল, আমাদের মধ্যে এই মুখবর্ত্তী প্রাণ শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী, যেহেতু, ঐ প্রাণ সঞ্চরণক্রিয়া করিয়া কিম্বা না করিয়া কদাপি ব্যথাযুক্ত হয় না এবং শ্রমকর্ত্তৃক হিংসিত বা আক্রান্ত হয় না, এইক্ষণে আমরা সকলে এই প্রাণের রূপ প্রাপ্ত হইব অর্থাৎ এই প্রাণকে আত্মারূপে জ্ঞান করিয়া আশ্রয় করিব। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, ইহারা সকলে প্রাণের রূপকেই আত্মরূপে জ্ঞান করিয়া আশ্রয় করিয়াছিল, অর্থাৎ "আমাদের নিজ নিজ ব্রত মৃত্যুকে বারণ করিতে সমর্থ নহে" এই মনে করিয়াই তাহারা প্রাণের ব্রত ধারণ করিয়াছিল। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—যেহেতু, বাগাদি ইন্দ্রিয়

চলনাত্মক প্রাণরূপে ও প্রকাশস্বরূপ নিজরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কারণ, প্রাণ ব্যতিরিক্ত অন্য পদার্থে চলন-ক্রিয়ার সম্ভাবনা হয় না, যখন এই ইন্দ্রিয় সকলও স্বীয় স্বীয় ব্যাপারে চলনক্রিয়াপূর্ব্বক নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় দেখা যায়, তখন অবশ্যই বাগাদি ইন্দ্রিয়ও প্রাণরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছে মানিতে হইবে। যে পুরুষ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রাণরূপতা ও ইন্দ্রিয়েই প্রাণ শব্দের তাৎপর্য্য জানিতে পারে, সেই পুরুষ যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই কুল সেই বিদ্বানের নাম দ্বারা "ইহা অমুকের কুল" এইরূপে জগতে বিখ্যাত হয়। যেমন 'তাপতা' এই নাম দ্বারা কুরুকুল প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যে পুরুষ বাগাদি ইন্দ্রিয়ের প্রাণস্বরূপত্ব এবং প্রাণনাম জানে, তাহার এই ফল বলা হইল; কিন্তু যে পুরুষ এই প্রাণাত্ম-দর্শীর সহিত স্পর্দ্ধা করে, সে এই শরীরেই শোষ প্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে ক্রমশঃ প্রাণ শোষ প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অর্থাৎ কোন আকস্মিক উপদ্রবে তাহার প্রাণবিয়োগ হয় না। এই প্রকারে অধ্যাত্মপ্রাণবিজ্ঞান প্রদর্শিত হইল, এই যে উপসংহার করা হইল, ইহা পরশ্রুতিতে অধিদৈবত প্রাণ প্রদর্শনার্থ জানিবে ॥ ২১ ॥

অথাধিদৈবতং জ্বলিষ্যাম্যেবাহমিত্যগ্নির্দধ্রে তপ্স্যাম্যহমিত্যাদিত্যো ভাস্যাম্যহমিতি চন্দ্রমা এবমন্যা দেবতা যথাদৈবতং স যথৈষাং প্রাণানাং মধ্যমঃ প্রাণ এবমেতাসাং দেবতানাং বায়ুর্ম্লোচন্তি হ্যন্যা দেবতা ন বায়ুঃ সৈষাহনস্তমিতা দেবতা যদ্বায়ুঃ ॥ ২২ ॥

ইহার পর অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতাবিষয়ক দর্শন কথিত হইতেছে।—কোন্ দেবতার ব্রতাবলম্বনে শ্রেয়োলাভ হয়, ইহার মীমাংসা করা হইতেছে। অধ্যাত্ম বাগাদির ন্যায় এই শ্রুতিতে সকল দেবতার কার্য্য বুঝিতে হইবে। "আমি জ্বলিব," অগ্নি এই প্রকার ব্রত ধারণ করিয়াছিল। এই প্রকার সূর্য্য "তাপিত করিব," চন্দ্র—"প্রকাশ করিব," এই প্রকার অন্য দেবতাও স্বীয় স্বীয় কার্য্যে অবিরতিরূপ ব্রত ধারণ করিয়াছিল। এক্ষণে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।—সেই বাগাদির মধ্যে যে প্রকার মধ্যম প্রাণ শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল এবং মৃত্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় নাই, অর্থাৎ স্বকর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত হয় নাই, এই প্রকার অগ্ন্যাদি দেবতার মধ্যে বায়ু শ্রেষ্ঠ জানিবে। যেমন শরীরে বাগাদি ইন্দ্রিয় অস্তপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ

স্বকর্ম্ম হইতে বিরত হয়, সেই প্রকার অগ্ন্যাদি দেবতাও স্বস্বকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে। পরন্তু যে প্রকার মধ্যমপ্রাণ অস্তপ্রাপ্ত হয় না. সেই প্রকার বায়ুও অনস্তমিত থাকে অর্থাৎ কদাচ স্বকার্য্য হইতে বিরত হয় না। এই বায়ুই অনস্তমিত দেবতা। এই প্রকারে অধ্যাত্মপ্রাণও অধিদেব বায়ুর বিচার দ্বারা প্রতিপন্ন হইল. যে বায়ুতে আত্মদর্শীর ব্রত অচ্যুত হয় অর্থাৎ তাহার ঐ ব্রতের কদাচ ভঙ্গ হয় না॥ ২২॥

অথৈষ শ্লোকো ভবতি যতশ্চোদেতি সূর্য্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতীতি প্রাণাদ্বা এষ উদেতি প্রাণেঽস্তমেতি তং দেবাশ্চক্রিরে ধর্ম্মং স এবাদ্য স উ শ্ব ইতি যদ্বা এতেঽমুর্হ্যধ্রিয়ন্ত তদেবাপ্যদ্য কুর্ব্বন্তি।

তস্মাদেকমেব ব্রতং চরেৎ প্রাণ্যাচ্চৈবাপান্যাচ্চ নেন্মা পাপ্মা মৃত্যুরাপ্নবদিতি যদ্যু চরেৎ সমাপিপয়িষেত্তেনো এতস্যৈ দেবতায়ৈ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি॥ ২৩॥

ইতি পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্॥ ৫॥

এই অর্থের প্রকাশক একটি মন্ত্র আছে—বায়ুর প্রেরণায় সূর্য্য উদিত হয় ও শরীরে যে প্রাণরূপ বায়ুর সাহায্যেই চক্ষুরূপে সূর্য্য উন্মীলিত হয় এবং যে বায়ুতে সূর্য্য সায়ংকালে ও যে প্রাণে পুরুষ নিদ্রাসময়ে অস্তপ্রাপ্ত হয়, দেবতা সকল তাহাকে ধর্ম্মভাবে ধারণ করিয়াছিলেন ; অর্থাৎ পূর্ব্বকালে অধ্যাত্ম বাগাদি ইন্দ্রিয় পূর্ব্বাপর বিচারকরিয়া প্রাণব্রত ধারণ করিয়াছিল ও অধিদৈব অগ্ন্যাদি দেবতা বায়ুব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। ঐ দেবতাগণ এই বর্ত্তমান সময়ে এবং ভবিষ্যৎকালে ইহারই অনুসরণ করিতেছেন ও করিবেন, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়। সেই বিষয়টি সংক্ষেপে এই ব্রাহ্মণবাক্যই এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন—যে প্রাণ হইতে এই সূর্য্য উদিত হয় এবং প্রাণেই অস্তমিত হয়, দেবতারা তাহাকে ধর্ম্মরূপে ধারণ করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্ম বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যৎকালেও অনুবর্ত্তিত হইতেছে ও হইবে। এই অনুসরণের অর্থ কি, তাহা শ্রুতি কহিতেছেন। এই বাগাদি ও অগ্ন্যাদি দেবতা পূর্ব্বকালে প্রাণব্রত ও বায়ুব্রত ধারণ করিয়াছিলেন। তাহা এই সময়েও হইয়া থাকে ও ভাবিসময়েও ঐ ব্রতের অনুবর্ত্তন হইবে, অর্থাৎ দেবতাদিগের ঐ

ব্রতভঙ্গ কদাচ হইবে না, কারণ, ঐ প্রাণ ও বায়ুর ব্রত অক্ষুণ্ণই আছে; কিন্তু বাগাদি ইন্দ্রিয়ের যে নিজ ব্রত, তাহার প্রচ্যুতি আছে। যেহেতু, তাহাদের অস্তগমন-সময়ে বায়ু এবং প্রাণে বিলয় দেখা যায়।

শ্রুতিস্থ 'অথ' শব্দ দৃষ্টান্তপ্রদর্শনের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ অন্য শ্রুতিতেও ইহা উক্ত হইয়াছে। যে সময়ে পুরুষ সুষুপ্তি প্রাপ্ত হয়, সেই সময়ে বাক্, মন, চক্ষু ও শ্রোত্র প্রাণে বিলীন হইয়া থাকে। আবার যে সময়ে জাগরিত হয়, তৎকালে প্রাণ হইতে উহারা উত্থিত হয়। এইরূপ শরীরমধ্যে বায়ুর কার্য্য বলা হইল। অনন্তর বহির্জগতে বায়ু-দেবতার কার্য্য বলা হইতেছে।—যে সময়ে অগ্নি বায়ুর অনুগমন করে, অর্থাৎ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, সেই সময়ে বায়ুতেই অন্তর্গত হয়। যে সময়ে সূর্য্য বা চন্দ্র অস্তপ্রাপ্ত হন, সেই কালে বায়ুতেই লীন হন। দিক্ সকলও বায়ুতেই প্রতিষ্ঠিত। বায়ু হইতেই তাহারা পুনর্ব্বার উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেহেতু, এই ব্রত বাগাদিতে এবং অগ্ন্যাদিতে অনুগত রহিয়াছে অর্থাৎ বায়ু এবং প্রাণের পরিস্পন্দনরূপ ব্রত সকল দেবতাই অনুসরণ করিয়া থাকে, সেই হেতু অন্য পুরুষও ঐ এক ব্রতই আচরণ করিবে। সেই ব্রত কি? তাহার উত্তর—প্রাণন ব্যাপার ও অপানন ব্যাপারই ঐ আচরণীয় ব্রত; কারণ, প্রাণন ও অপাননরূপ এক প্রাণব্যাপারের কদাচ বিরাম নাই। সেই হেতু অন্য ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র প্রাণব্যাপারেরই আশ্রয় লাভ করা উচিত। তাহা হইলে আমাকে আর পাপিষ্ঠ শ্রমরূপী মৃত্যু আক্রমণ করিতে পারিবে না। "নেৎ" এই শব্দের অর্থ পরিভয়, অর্থাৎ যদি আমি এই ব্রত হইতে চ্যুত হই, তবে নিশ্চিতই মৃত্যুগ্রস্ত হইব, এই প্রকার ত্রাসযুক্ত হইয়াই প্রাণব্রত ধারণ করিবে, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়। যদি কেহ কখন প্রাণব্রত আরম্ভ করে, তবে তাহার সমাপন করিতেও চেষ্টা করিবে। অন্যথা যদি এই প্রাণব্রত হইতে বিরত হয়, তবে তৎকর্ত্তৃক প্রাণ ও ইন্দ্রিয়-দেবতা পরিভূত হইবে। সেই হেতু বলি, অবশ্যই ইহা সমাপন করা কর্ত্তব্য। সেই প্রাণের আত্মতাবোধরূপ ব্রত দ্বারা অর্থাৎ "সর্ব্বপ্রাণীতে বাগাদি ইন্দ্রিয় ও অগ্ন্যাদি ভূতবর্গ মৎস্বরূপই এবং এই প্রাণ সমস্ত জড়ের পরিস্পন্দনের একমাত্র কারণ আত্মাই" এই প্রকার ব্রত ধারণ করিলে জীব এই প্রাণদেবতার সাযুজ্য (একাত্মতা) ও সলোকতা ফল (একস্থানত্ব) জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে প্রাপ্ত হয়॥ ২৩॥

ইতি পঞ্চম ব্রাহ্মণ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ-ব্রাহ্মণম্

ত্রয়ং বা ইদং নাম রূপং কর্ম্ম তেষাং নাম্নাং বাগিত্যেতদেষা-মুক্থমতো হি সর্ব্বাণি নামান্যুত্তিষ্ঠন্তি।

এতদেষাং সামৈতদ্ধি সর্ব্বৈর্নামভিঃ সমমেতদেষাং ব্রহ্মৈ-তদ্ধি সর্ব্বাণি নামানি বিভর্ত্তি ॥ ১ ॥

পূর্ব্বে প্রস্তাবিত হইয়াছে যে, এই কার্য্য-কারণময় জগৎ অবিদ্যার অধিকৃত আর অবিদ্যারাজ্যে প্রাণাত্মজ্ঞানে প্রাণাত্মপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট ফল, কিন্তু এই প্রকৃতির ব্যাকৃত অবস্থার পূর্ব্বে বৃক্ষবীজের ন্যায় যে সূক্ষ্ম, অব্যাকৃত শব্দবাচ্য অবস্থা, সেই অবস্থায় পতিত এই বিশ্বপ্রপঞ্চ সমস্তই বক্ষ্যমাণ তিন প্রকার স্বরূপ। সেই তিন প্রকার কি, তাহা বলা হয় নাই, এই ব্রাহ্মণে বলা হইতেছে। নাম, রূপ ও কর্ম্ম, ইহারা অনাত্মস্বরূপ, অর্থাৎ আত্মা হইতে বিভিন্ন। যাহা সাক্ষাৎ ও পরোক্ষতঃ জ্ঞায়মান ব্রহ্ম, তাহাই আত্মা, এই জন্য যাহা অনাত্মভূত, তাহা হইতে জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি বিরক্ত হইবে। ইহা জানাইবার জন্যও "ত্রয়ং বা" এই শ্রুতির আরম্ভ হইয়াছে। এই অনাত্মভূত জগৎ হইতে যাহার অন্তঃকরণ নিবৃত্ত হয় নাই, তাহার বুদ্ধি আত্মাকে 'আমি ব্রহ্ম,' এই বোধে উপাসনা করিতে কখনই প্রবৃত্ত হয় না; কারণ, বাহ্যপ্রবৃত্তি ও আভ্যন্তর আত্ম-বিষয়ক প্রবৃত্তি পরস্পর বিরুদ্ধ। কাঠক শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে—স্বয়ম্ভু "বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয় সকলকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই জন্য বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয় অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না।" "কোন এক সাধক বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় প্রত্যাহার করিয়া অমৃতত্ব-(মোক্ষ) কামনায় অন্তরাত্মাকে দেখিয়াছিল" ইত্যাদি। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, কি প্রকারে ক্রিয়া, কারণ ও ফলস্বরূপ এই ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত সংসারের নাম, রূপ ও কর্ম্মস্বরূপতা, আত্মরূপতা নহে, ইহা সম্ভাবনা করা যায়? এই বিষয়ে শ্রুতি বলিতেছেন—যথাযথ উপন্যস্ত ঐ নাম সকলের 'বাক্' এই শব্দ সাধারণ সংজ্ঞা, কেন না, যে কোন শব্দই উচ্চারিত হউক না কেন,

তাহাই বাক্‌রূপী, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। বাক্ এই শব্দের অর্থও সাধারণ শব্দ-মাত্র। এই সাধারণ বাক্‌ই সকল নামবিশেষের উক্‌থ (উপাদানকারণ)। যেমন সৈন্ধবাচল, সৈন্ধব লবণকণা সমূহের উপাদান কারণ, এইরূপ সামান্য নাম হইতে 'দেবদত্ত' ও 'যজ্ঞদত্ত' ইত্যাদি সমস্ত নাম উৎপন্ন হয় এবং ইহা হইতেই বিভাগসৃষ্টি হয়। কার্য্যের কারণের সহিত কোন প্রভেদ নাই, সুতরাং সকল বিশেষ ধর্ম্মেরও সামান্য ধর্ম্মে অন্তর্ভাব সম্ভব। তবে কিরূপে সামান্য ও বিশেষের বিভাগ হয় ? তাহা কথিত হইতেছে। বাক্ এই সামান্য শব্দ, সকল নামবিশেষের সাম অর্থাৎ সমতা প্রযুক্ত সাধারণ আশ্রয়। যেহেতু, এই সামান্য শব্দ সকল নামরূপ বিশেষের সহিত তুল্য। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে,—যখন নামবিশেষের আত্মলাভ-(স্বরূপোৎপত্তি) রূপ বৈশিষ্ট্যাভাব প্রযুক্ত সামান্যরূপতা বলা যাইতে পারে—কারণ, যে যাহা হইতে আত্মলাভ করে, সে তাহা হইতেও অবিভক্তরূপে দৃষ্ট হয়, যেমন ঘটাদি কার্য্যের মৃত্তিকার সহিত পার্থক্য দেখা যায় না, তখন নামবিশেষের কিরূপে আত্মলাভ (স্বরূপতঃ পার্থক্যবোধ) হয়, তাহা বলা উচিত, এক্ষণে তাহাই বলিতে-ছেন। যেহেতু, এই বাক্‌শব্দ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম এই নাম সকলের আত্মা এবং তাহা হইতে নাম সকলের আত্মলাভ, অন্যথা নামবিশেষের শব্দাতিরিক্ত স্বরূপ উপপন্ন হয় না, এই জন্য নাম সকলের বাক্ তুল্যতা জানিবে। এতৎশব্দ দ্বারা তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন অর্থাৎ যেহেতু এই সামান্য শব্দ সকল নাম-বিশেষকে স্বরূপ-প্রদান দ্বারা ধারণ করে। এইরূপে শব্দসামান্য ও নামবিশেষের পরস্পর কার্য্যকারণভাবের উপপত্তি দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এই সামান্য বিশেষভাবের উপপত্তি এবং আত্মপ্রদানের উপপত্তি হেতুকই নামবিশেষের শব্দরূপতা সিদ্ধ হইল। এই প্রকারে রূপ ও কর্ম্মের সম্বন্ধেও যথোক্ত যুক্তিসমুদায় যোজনা করিবে ॥ ১ ॥

অথ রূপাণাং চক্ষুরিত্যেতদেষামুক্‌থমতো হি সর্ব্বাণি রূপা-ণ্যুত্তিষ্ঠন্ত্যেতদেষাং সামৈতদ্ধি সর্ব্বৈ রূপৈঃ সমমেতদেষাং ব্রহ্মৈতদ্ধি সর্ব্বাণি রূপাণি বিভর্ত্তি ॥ ২ ॥

এইক্ষণে রূপসম্বন্ধে সাম্য বলা হইতেছে—শুক্ল, কৃষ্ণ প্রভৃতি রূপ সকলের চক্ষুই সাধারণ সংজ্ঞা, অর্থাৎ চক্ষুই তাহাদের উক্‌থ উপাদান কারণ। যাবতীয় চক্ষুগ্রাহ্য-বিষয় শ্রুতিতে চক্ষুঃশব্দে কথিত হইয়াছে অর্থাৎ রূপসামান্য (একাত্ম্য সামান্য) কেবল চক্ষুঃশব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। এই চক্ষু হইতে সমস্ত রূপ উত্থিত

হইয়া থাকে। ইহাই রূপ সকলের সাম সাধারণ্য। কারণ, ইহা সমস্ত রূপের সহিত তুল্য। কারণ, চক্ষুকে সমস্ত রূপের কারণ বলিয়া আত্মা স্বীকার করা হইয়াছে ॥ ২ ॥

অথ কর্ম্মণামাত্মেত্যেতদেষামুক্থমতো হি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণ্যুত্তিষ্ঠন্ত্যেতদেষাꣳ সামৈতদ্ধি সর্ব্বৈঃ কর্ম্মভিঃ সমমেতদেষাং ব্রহ্মৈতদ্ধি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি বিভর্ত্তি তদেতত্ত্রয়ꣳ সদেকময়মাত্মাত্মোএকঃ সন্নেতত্রয়ং তদেতদমৃতꣳ সত্যেন চ্ছন্নং প্রাণো বা অমৃতং নামরূপে সত্যং তাভ্যাময়ং প্রাণশ্ছন্নঃ ॥ ৩ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকে উপনিষৎসু প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্ ।

রূপপ্রকরণের পর মনন, দর্শন প্রভৃতি আন্তরক্রিয়া এবং চলনাদি সকল কর্ম্মবিশেষের সাধারণ ক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্ভাব কথিত হইতেছে। কি প্রকারে অন্তর্ভাব হয়, শ্রুতি তাহা বলিতেছেন—সকল ক্রিয়াবিশেষের আত্মা অর্থাৎ শরীর সাধারণ আশ্রয়। এ স্থলে আত্মসম্বন্ধী কর্ম্ম আত্মশব্দ দ্বারা উক্ত হইল। কারণ, শরীররূপ আত্মা দ্বারাই জীব কর্ম্ম করিয়া থাকে, শরীরেই সমস্ত ক্রিয়া অভিব্যক্ত হয়। এই জন্য শরীরে কর্ম্মসত্তা নিবন্ধন শরীরবাচী আত্মশব্দ, লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা কর্ম্মের বাচক। সাধারণ কর্ম্ম সকল কর্ম্মবিশেষের উক্থ, উপাদান কারণ। শ্রুতির অবশিষ্ট ভাগের অর্থ পূর্ব্বশ্রুতির ন্যায় জানিবে। পূর্ব্বোক্ত নাম, রূপ, কর্ম্ম ইহাদের প্রত্যেকটি পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া থাকে, প্রত্যেকটি অপরের অভিব্যক্তির কারণ ও ইহারা পরস্পরে বিলয় প্রাপ্ত হয়। মিলিতাবস্থায় ঐ তিনটি সর্ব্বদা দণ্ডের ন্যায় এক হইয়া থাকে। এক্ষণে কোন্ আত্মার সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা কথিত হইতেছে।—কার্য্যকারণ-সমূহস্বরূপ এই, পিণ্ড (শরীর) আত্মা এক। কিরূপে উহার একত্ব, তাহা পূর্ব্বে অন্নত্রয়ের ব্যাখ্যা ও "এই আত্মা এতৎস্বরূপ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা কথিত হইয়াছে। অতএব ইহাই স্থির হইল যে, এই ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত সমস্ত জগতের এই মাত্র স্থিতি। আর এই যে নাম,রূপ ও কর্ম্ম, ইহারা কার্য্য-কারণসজ্জাতময় এক আত্মা। ঐ নাম, রূপ ও কর্ম্ম অধ্যাত্ম, অধিভূত ও

অধিদৈবরূপে ব্যবস্থিত আছে। বক্ষ্যমাণ শ্রুতিতে যে অমৃতকে সত্য দ্বারা আচ্ছন্ন বলা হইবে, এক্ষণে সেই কথার অবতারণা হইতেছে।—প্রাণই অমৃত, ইহা সাধনবিশেষ, তাহার কার্য্য শরীরাভ্যন্তরে উপষ্টম্ভন (শরীরধারণ), ইনি আত্মস্বরূপ ও অমৃত (অবিনাশী)। সত্য অর্থে—নাম ও রূপ অর্থাৎ শরীরের অবস্থাদ্বয় কার্য্যমাত্র। ক্রিয়াময় প্রাণ সেই নাম-রূপের উপষ্টম্ভক (ধারক), উৎপত্তি ও বিনাশশীল এবং বাহ্য শরীরস্বরূপ সুতরাং মরণধর্ম্মী। ঐ নামরূপ দ্বারা প্রাণ সততই আচ্ছন্ন (অপ্রকাশীকৃত)। এইরূপে অবিদ্যাবিষয় সংসার প্রদর্শিত হইবে। তৎপরে চতুর্থাধ্যায়ে বিদ্যার বিষয় আত্মার জ্ঞানোপায় প্রদর্শিত হইবে। প্রাণের সত্য নামক নামরূপ দ্বারা আচ্ছন্নতারূপ সংসারদশা দেখাইবার জন্য অতঃপর দ্বিতীয় অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীশঙ্করভগবৎকৃত-বৃহদারণ্যকভাষ্যানুবাদে প্রথম অধ্যায়।

ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণ।

উপনিষৎস্থ—দ্বিতীয়াধ্যায়স্থ

প্রথম-ব্রাহ্মণম্

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

॥ ওঁ ॥ দৃপ্তবালাকির্হানূচানো গার্গ্য আস স হোবাচাজাতশত্রুং কাশ্যং ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি, স হোবাচাজাতশত্রুঃ সহস্রমেতস্যাং বাচি দদ্মো জনকো জনক ইতি বৈ জনা ধাবন্তীতি ॥ ১ ॥

পূর্ব্ব অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, 'আত্মা' এই ভাবেই আত্মার উপাসনা করিবে, আর সেই আত্মার অনুসন্ধান করিলে সকলের অন্বেষণ করা হইবে, অর্থাৎ তাহার লাভ হইলেই সমস্ত কামনা চরিতার্থ হইবে। সেই আত্মতত্ত্ব সকল প্রিয় বস্তু অপেক্ষা প্রিয়তম, এই জন্য তাহার অন্বেষণ কর্ত্তব্য। "আমি ব্রহ্ম", এইরূপে আত্মাকেই জানিবে, ইহাই আত্মতত্ত্বজ্ঞানের একমাত্র বিষয়; কিন্তু যাহা ভেদজ্ঞানের বিষয়, অর্থাৎ "সে অন্য আমি তাহা হইতে স্বতন্ত্র," "এই প্রকার যে জানে, সে আত্মাকে জানিতে পারে না", ইত্যাদি নানাত্মজ্ঞান, তাহা অবিদ্যার বিষয়। "একরূপেই সমস্ত বস্তু দর্শন করিবে।" "এই জগতে যে পৃথক্‌ভাবে দর্শন করে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়", ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা সকল উপনিষদে বিদ্যা ও অবিদ্যার বিষয় বিভক্ত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে যাহা অবিদ্যার বিষয়, সেই সমস্ত কার্য্যকারণাদি বিভাগবিশেষে ব্যবস্থা করিয়া তৃতীয় অধ্যায়ের সমাপ্তি পর্য্যন্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, দুই প্রকার অবস্থার বিষয় সকল ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই সকল ব্যাখাত অবিদ্যার বিষয় দ্বিবিধ প্রাণভেদে দ্বিপ্রকার জানিবে। এক শরীরের অভ্যন্তরবর্ত্তী উপষ্টম্ভক প্রাণ। যে প্রকার স্তম্ভ প্রভৃতি গৃহের উপষ্টম্ভক (ধারক) হইয়া থাকে, এই প্রকার ঐ প্রাণও শরীরের উপষ্টম্ভক, উহা জড়শরীরাদির প্রকাশক ও অমৃত (অবিনাশ)। আর বাহ্য প্রাণ কার্য্যস্বরূপ ও অপ্রকাশক; তাহা উৎপত্তি ও বিনাশশীল। গৃহের ঐ তৃণ, কুশ, মৃত্তিকার তুল্য বাহ্যপ্রাণ অন্তঃপ্রাণের আবরক; উহাই সত্য শব্দে

অভিহিত করা হয়, পরন্তু উহা মর্ত্ত্য (ধ্বংসশীল), সেই মর্ত্ত্য প্রাণ দ্বারা অমৃত-শব্দবাচ্য প্রাণ সতত আচ্ছন্ন থাকে। ইহাও পূর্ব্বাধ্যায়ে উপসংহৃত হইয়াছে। সেই বাহ্য প্রাণ বিভিন্ন আধারে অনেকরূপে বিস্তৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রাণরূপ দেবতা একই। তাহার বাহ্য সাধারণ শরীর এক আত্মা। বিরাট্, বৈশ্বানর, আত্মা, পুরুষবিধ, প্রজাপতি, ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি দেহবাচক শব্দ দ্বারা অভিহিত হয়। চন্দ্র-সূর্য্যাদি তাঁহার পৃথক্ পৃথক ইন্দ্রিয়, শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে।

সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে ব্রহ্মও এইরূপ এক ও অনেক। সমষ্টিরূপে ব্রহ্ম এক ও অসীম; ইঁহার দ্বিতীয় নাই, কিন্তু ব্যষ্টিরূপী ব্রহ্ম প্রত্যেক শরীরবিশেষে বিভিন্ন, সুতরাং পরিচ্ছিন্ন; চেতনাযুক্ত কর্ত্তা ও ভোক্তা এই প্রকার অবিদ্যাচ্ছন্ন চেতনকে যিনি আত্মারূপে জানিয়াছেন, সেই গার্গ্যনামা ব্রাহ্মণ এই ব্রাহ্মণে বক্তারূপে উপস্থাপিত হইয়াছেন। তাহার বিপরীত আত্মদর্শী অজাতশত্রু শ্রোতা। ইহার উদ্দেশ্য এইরূপ,—যেহেতু, পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তযুক্ত আখ্যায়িকা দ্বারা বক্তব্য অর্থের প্রকাশ করিলেই শ্রোতা অনায়াসে বুঝিতে সমর্থ হয়, অন্যথা তর্কশাস্ত্রের ন্যায় কেবল অর্থজ্ঞাপক বাক্য দ্বারা অর্থ অভিহিত হইলে, শ্রোতার দুর্ব্বোধ হইয়া উঠে; কারণ, প্রতিপাদ্য বস্তু (ব্রহ্মতত্ত্ব) অত্যন্ত সূক্ষ্ম। কাঠক শ্রুতিতে—"যে আত্মা বাক্য দ্বারা বহু শ্রবণেও জ্ঞেয় হয় না," ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আত্মা যে সুসংস্কৃত-দেব-বুদ্ধিজ্ঞেয় অর্থাৎ পরিশুদ্ধ-সাত্ত্বিক-বুদ্ধিজ্ঞেয়, সামান্যমাত্র বৈষয়িক বুদ্ধি (তামস বা রাজস বুদ্ধি) দ্বারা, কি মূর্খ দ্বারা জ্ঞেয় নহে, ইহা সবিস্তারে দর্শিত হইয়াছে। যাঁহার আচার্য্য আছে, তিনিই এই ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারেন। কারণ, "আচার্য্য হইতে বিদ্যালাভ হয়," ইহাও ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। "তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে জ্ঞানোপদেশ করিবেন", ইহাও ভগবদ্গীতাতে উপদিষ্ট হইয়াছে, এই উপনিষদেও শাকল্য ও যাজ্ঞবল্ক্য-সম্বাদে ব্রহ্মের অত্যন্ত দুর্ব্বোধত্ব মহাবিচার দ্বারা প্রতিপাদিত হইবে, সুতরাং এই ব্রাহ্মণের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি শ্লিষ্ট, কেবল বোধসৌকর্য্যের জন্য 'পূর্ব্বপক্ষ এবং সিদ্ধান্তানুগত আখ্যায়িকা দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ করিবার অভিপ্রায়ে তাহার আরম্ভ হইতেছে। শুধু ইহাই নহে, ব্রহ্মবিদ্যাগ্রহণে যে সকল আচার পালনীয়, তৎসমুদায়ের বিধানও ইহার অন্যতর উদ্দেশ্য। প্রতিপাদ্য হইবে যে, 'এইরূপ ব্রতাবলম্বী গুরুর নিকটে এতাদৃশ বিনয়াদিগুণসম্পন্ন শিষ্যের

ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণ কর্ত্তব্য। এই আখ্যায়িকা বিতণ্ডা বা বাদাত্মক তর্কবুদ্ধির প্রতিবাদার্থও প্রবৃত্ত জানিবে। কেন না, শ্রুতি, স্মৃতি উভয়ই স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে, "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" অর্থাৎ অমূলক তর্ক দ্বারা আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানের (জীব-ব্রহ্মের অভেদজ্ঞানের) প্রতিরোধ করা উচিত নহে এবং "ন তর্কশাস্ত্রদগ্ধায়" অর্থাৎ শুষ্কতর্ক (১) দ্বারা যাহার হৃদয় দগ্ধ (নীরস-শ্রদ্ধাবিহীন) হইয়াছে, তাহাকেও এই তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ করিতে নাই ইত্যাদি ; সুতরাং এই আখ্যায়িকা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, একমাত্র শ্রদ্ধাই ব্রহ্মজ্ঞানলাভের মুখ্য উপায়। এই আখ্যায়িকাতেও গার্গ্য এবং অজাতশত্রুর ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে বিলক্ষণ শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়।

স্মৃতি আরও বলিতেছেন যে, "প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন।"

শ্রুতি স্বয়ংই তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যার্থ আখ্যায়িকার অবতারণা করিতেছেন। পুরাকালে অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবে ব্রহ্মাভিমানী, সুতরাং (প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে) অতিগর্ব্বিত গার্গ্যবংশাবতংস বালাকি (বলাকার পুত্র) নামে এক জন সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনিই এই আখ্যায়িকায় পূর্ব্বপক্ষবাদী। কোন এক সময়ে তিনি অজাতশত্রু-নামক কাশীরাজের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আমি তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ করিব" ; এই কথা শ্রবণমাত্র অজাতশত্রুও বলিয়াছিলেন, ব্রহ্মন্! ,তোমার এই কথাতেই আমি তোমাকে সহস্র গো দান করিতেছি। অর্থাৎ যখন "তুমি আমাকে ব্রহ্মোপদেশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ, তখন উহাতেই আমি তোমাকে সহস্র গো দান করিব" ঐ উক্তিই গো-সহস্রদানের কারণ ; কিন্তু সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ কারণ নহে। যদি বল, সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশকেই গোদানের কারণ না বলিয়া গার্গ্যের ঐ বচনমাত্রকেই গোদানের কারণ বলা হইল কেন? শ্রুতিই তাহার উত্তরে

(১) বৈদান্তিকগণ যে কোন তর্কই স্বীকার করেন না, এমন নহে, কিন্তু তাঁহারা বলেন যে, তর্ক করিতে হইলে শ্রুতির অনুকূলেই তর্ক করিও, প্রতিকূলে নহে। কারণ, মনুষ্যমাত্রই ভ্রম-প্রমাদাদিতে পরিপূর্ণ, সুতরাং কখনই তাহার মনঃকল্পিত তর্ক স্বতঃপ্রমাণ হইতে পারে না। বিশেষতঃ—যিনি যত অধিক বুদ্ধিমান্, তিনি তদপেক্ষা হীনবুদ্ধি জনের তর্কে রাশি রাশি দোষারোপ করিয়া স্বকীয় তর্কের অক্ষুণ্ণতা-সম্পাদনে তৎপর হন, ইহাই স্বাভাবিক। ঈদৃশরূপে বুদ্ধিমানেরও অন্ত নাই, তর্কেরও বিশ্রাম হয় না। অন্ত নাই বলিয়াই অমূলক তর্ক প্রমাণ নহে। এইজন্য ব্যাসদেবও "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" এই সূত্রে তর্কের প্রতিষ্ঠা-বিশ্রাম অর্থাৎ শেষ নাই বলিয়া শুষ্কতর্ককে অপ্রমাণ করিয়াছেন।

রাজার অভিপ্রায় বলিতেছেন। যেহেতু, "জনকো দাতা, জনকঃ শ্রোতা" অর্থাৎ জনক রাজা প্রসিদ্ধ দাতা এবং প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম-শ্রোতা। শ্রুতিতে যে জনক-পদ দুইবার আবৃত্ত হইয়াছে, উহা "জনক দাতা" "জনক শ্রোতা" এই অর্থে প্রযুক্ত জানিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অজাতশত্রু এক জন প্রসিদ্ধ দাতা এবং প্রসিদ্ধ শ্রোতা, তাঁহার পক্ষে "আমি তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ করিব" এই বচন শ্রবণমাত্রেই সহস্র-গোদান করা সম্পূর্ণ উপযুক্ত। জনক মনে করিয়াছিলেন, যাহারা ব্রহ্মোপদেশ-শ্রবণেচ্ছু বা ব্রহ্মোপদেশ-করণেচ্ছু এবং সৎপ্রতিগ্রহাভিলাষী, সেই সকল ব্যক্তিই প্রধাবিত হইয়া থাকে; "আমি ব্রহ্মশ্রবণেচ্ছু ও দাতা" এই সংবাদ পাইয়া "ব্রাহ্মণ! তুমি আমাতেও এই সকল দাতৃত্বাদিগুণের সম্ভাবনা করিয়াছ, অতএব তোমাকে সহস্র গোদান করিব", এই মনে করিয়া ঐরূপ উক্তি করিলেন॥ ১॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবাসাবাদিত্যে পুরুষঃ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রু-র্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা অতিষ্ঠাঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মূর্দ্ধা রাজেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তেঽতিষ্ঠাঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মূর্দ্ধা রাজা ভবতি॥ ২॥

এইরূপে রাজা অজাতশত্রুকে ব্রহ্ম-শ্রবণ-লালসায় অভিমুখীভূত (উৎসুক) দেখিয়া সেই গার্গ্য বলিয়াছিলেন যে, এই যে আদিত্যে ও চক্ষুতে এক পুরুষ আছেন, যিনি ইহাতে আত্মাভিমানী, চক্ষুর্দ্বার দিয়া হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবিষ্ট ও কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি অভিমানের আশ্রয়, আমি ইঁহাকেই ব্রহ্মভাবে অবলোকন করিয়া থাকি এবং হস্ত-পদবিশিষ্ট দেহাভ্যন্তরস্থ এই ব্রহ্মেরই নিয়তরূপে উপাসনা করিয়া থাকি। (অতএব তোমাকেও বলিতেছি, তুমিও এই ব্রহ্মপুরুষের উপাসনা কর)।

অজাতশত্রু গার্গ্যের উক্ত কথা শ্রবণমাত্রই দুই হস্ত দ্বারা নিবারণ করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন যে, না—না, এইরূপে জ্ঞেয় ব্রহ্মের উপাসনার নিমিত্ত আমায় অনুরোধ করিও না।

বিশেষতঃ, যখন আমাদের উভয়ের বিজ্ঞান সমান, তখন তুমি আমাকে

একটা মূর্খ স্থির করিয়া অযথা-কল্পিত ব্রহ্মকে প্রকৃত ব্রহ্ম বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছ; ইহা দ্বারা আমি প্রতারিত হইব; অতএব তুমি আমার প্রতি এইরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞানোপদেশের প্রস্তাবও করিও না। যদি অন্যবিধ ব্রহ্মের সন্ধান পাইয়া থাক, তবে তাহাই উপদেশ কর; কিন্তু আমি যাহা জানি, অনর্থক তাহার উপদেশ করিয়া কি হইবে? যদি বল যে, তুমি ব্রহ্মমাত্রই জান, কিন্তু তাহার বিশেষ স্বরূপ এবং তদুপাসনার ফল প্রভৃতি কিছুই জান না। উত্তর—ইহা মনে করা ভ্রান্তি মাত্র। কারণ, তুমি যাহা বলিতেছ, আমি তাহা সমস্তই অবগত আছি। আমিও জানি যে, ত্বদুক্ত ব্রহ্ম "অতিষ্ঠা" অর্থাৎ সকল প্রাণীকে তিনি শৌর্য্যবীর্য্যাদি মহিমায় অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান, যেমন সমস্ত অঙ্গের মধ্যে মস্তক নিজ দীপ্তি-গুণে প্রাণীর অতিষ্ঠা, তদ্রূপ ত্বদুক্ত ব্রহ্মও সমস্ত ভূতকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করে। অতএব তোমার কথিত অতিষ্ঠা বিশেষণবিশিষ্ট, দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির অভিমানী এই ব্রহ্মকে আমি স্থূলদেহের কর্ত্তা ও ভোক্তারূপে উপাসনা করিয়া থাকি। এইরূপ বিশিষ্ট ব্রহ্মোপসনার যে ফল, তাহাও বলিতেছি। যিনি উক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি সমস্ত ভূতের শীর্ষণ্য হন। কারণ, যে যে ভাবে ব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহার তদনুরূপই ফললাভ হইয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) যে যেরূপে উপাসনা করে, ফলও তদনুরূপই প্রাপ্ত হয়॥" ২॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবাসৌ চন্দ্রে পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রু-র্মামৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা বৃহন্ পাণ্ডরবাসাঃ সোমো রাজেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তেঽহরহর্হ সুতঃ প্রসুতো ভবতি নাস্যান্নং ক্ষীয়তে॥ ৩॥

অজাতশত্রু এইরূপে গার্গ্যোক্ত আদিত্য-ব্রহ্মের প্রত্যাখ্যান করিলে পর গার্গ্য পুনরপি চন্দ্রে অবস্থিত অন্যবিধ ব্রহ্ম-প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন। গার্গ্য বলিলেন, কর্ত্তা ও ভোক্তাস্বরূপ এই যে একটি পুরুষ চন্দ্রে ও চন্দ্রাধিষ্ঠিত মনোমধ্যে অবস্থান করিতেছেন, আমি ইঁহাকেই ব্রহ্মবোধে উপাসনা করিয়া থাকি। (তুমিও ইঁহার উপাসনা কর)। এই কথা শ্রবণমাত্রই অজাতশত্রু পুনরপি বলিলেন যে, না—না, এরূপ কথা আর আমাকে বলিও না। আমি ইহাকে বৃহৎ

শুক্ল-বস্ত্র-পরিধায়ী (১) চন্দ্র অথবা সোমলতা বলিয়া জানি—যাহা যজ্ঞে অভিষেক (সংস্কার) প্রাপ্ত হয়, ইহা দেবতার খাদ্যবিশেষ, আমি সেই সোমলতা ও চন্দ্রকে একই কল্পনা করিয়া ব্রহ্মভাবে উপাসনা করিয়া থাকি, এবং যিনি এইরূপে উক্তগুণসম্পন্ন ব্রহ্মের উপাসনা করেন, সেই অন্নময় ব্রহ্মোপাসকের সোমলতা প্রতিদিন যজ্ঞে সুসংস্কৃত হয় ও উৎপন্ন হয় এবং প্রকৃতি-বিকৃতি উভয়-ভাবেই তাঁহার অন্ন-সম্পত্তি কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না ॥ ৩ ॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবাসৌ বিদ্যুতি পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রু-র্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা-স্তেজস্বীতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে তেজস্বী হ ভবতি, তেজস্বিনী হাস্য প্রজা ভবতি ॥ ৪ ॥

পুনশ্চ গার্গ্য বলিলেন, এই যে বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ-অধিষ্ঠিত ত্বগিন্দ্রিয় এবং হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত পুরুষ আছেন, আমি ইঁহাকেই ব্রহ্ম জানিয়া উপাসনা করিয়া থাকি, (অতএব তুমিও ইঁহার উপাসনা কর)। এ কথা শ্রবণমাত্রই অজাতশত্রু বলিয়া উঠি-লেন, না—না, এরূপ ব্রহ্মের প্রস্তাব দ্বিতীয়বার করিও না। যেহেতু আমি ইঁহাকে তেজস্বী বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি। এরূপে যিনি উপাসনা করেন, তিনি নিজে অতি তেজস্বী হন এবং তাঁহার সন্তানবর্গ তেজস্বী হয়। এ স্থলে উপাস্য বিদ্যুৎ সংখ্যায় বহু, সুতরাং তদুপাসনার ফলও অনেক। সেই হেতুই বিদ্যুৎ-উপাসনার ফল দুইটি বলা হইল। শ্রুতি বলিয়াছেন, উপাসক স্বয়ং এবং তাঁহার সন্তানগণও উভয়েই তেজস্বিত্বরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মাকাশে পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রু-র্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ পূর্ণমপ্রবর্ত্তীতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেব-মুপাস্তে পূর্য্যতে প্রজয়া পশুভির্নাস্যাস্মাল্লোকাৎ প্রজোদ্ব-র্ত্ততে ॥ ৫ ॥

---

(১) তাৎপর্য্য এই—প্রাণপুরুষ শরীররূপ বস্ত্র দ্বারা আবৃত, তাহাতেও প্রাণ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে জলরূপ বস্ত্র দ্বারা আবৃত, জল শুভ্র, সুতরাং প্রাণের "পাণ্ডরবাসাঃ" এই বিশেষণটি সুসঙ্গত হইতেছে।

গার্গ্য বলিলেন, যে পুরুষ বহিরাকাশে ও হৃদয়াকাশে অবস্থিতি করিতেছেন, আমি ইঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি ; (অতএব তুমিও ইঁহার উপাসনা কর) এই কথা শ্রবণে অজাতশত্রু হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক বলিলেন যে, না—না, এইরূপ উল্লেখ আর কর্ত্তব্য নহে ; কারণ, আমি ইহাকে পূর্ণ এবং অপ্রবর্ত্তী বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি। যিনি এই হৃদয়াকাশের উক্তরূপে উপাসনা করেন, তিনি সন্তানবর্গ এবং পালিত পশ্বাদি সহযোগে পরিপূর্ণ থাকেন। ইহলোকে কখনও তাঁহার সন্তান-বিচ্ছেদ হয় না। এ স্থলে আকাশের দুইটি বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, একটি 'পূর্ণ', অপরটি "অপ্রবর্ত্তী", তন্মধ্যে প্রজাপূর্ণভাবে অবস্থিতি পূর্ণ বিশেষণের ফল এবং "অপ্রবর্ত্তী" বিশেষণের ফল—সন্তানোচ্ছেদের অভাব ॥ ৫ ॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং বায়ৌ পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাঽজাতশত্রু-র্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা ইন্দ্রো বৈকুণ্ঠোঽপরাজিতা সেনেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে জিষ্ণু-র্হাপরাজিষ্ণুর্ভবত্যন্য-তস্ত্যজায়ী ॥ ৬ ॥

পুনর্ব্বার গার্গ্য বলিলেন, এই যে পুরুষ, বাহ্যবায়ু ও বায়ু-দেবতাধিষ্ঠিত প্রাণে এবং হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত আছেন, আমি ইঁহাকেই ব্রহ্মবোধে উপাসনা করিয়া থাকি। অজাতশত্রু পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ বলিলেন যে, না—না, এ কথা আর উত্থাপন করিও না ; আমি ইঁহাকে ইন্দ্র অর্থাৎ পরমেশ্বর ও বৈকুণ্ঠ কিম্বা অপরাজেয় বা অপরাজিতা (পূর্ব্বতন পরপক্ষ কর্তৃক অপরাজিতা) সেনাবোধে উপাসনা করিয়া থাকি। যিনি এই বায়ুকে ব্রহ্মবোধে উপাসনা করেন, তিনি জিষ্ণু অর্থাৎ জয়শীল ও অপরাজিষ্ণু অর্থাৎ অন্যের অপরাজেয়-স্বভাব এবং শত্রুপক্ষ-পরাভবকারী হন। এ স্থলেও উপাস্য বায়ু বহুসংখ্যক, এ জন্য তদুপাসনার ফলও অনেক পরিমাণে নির্দ্দিষ্ট হইল ॥ ৬ ॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মগ্নৌ পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাঽজাতশত্রু-র্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা বিষাসহিরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স

য এতমেবমুপাস্তে বিষাসহির্হ ভবতি, বিষাসহির্হাস্য প্রজা ভবতি ॥ ৭ ॥

গার্গ্য বলিলেন, এই যে অগ্নিতে বা চিন্ময়হৃদয়ে পুরুষ বর্ত্তমান, আমি ইঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানি ও ইঁহার উপাসনা করিয়া থাকি, (অতএব তুমিও ইঁহার উপাসনা কর)। এই কথা শুনিয়া অজাতশত্রু পুনরপি বলিলেন যে, তুমি অতঃপর আমায় ইহার উপদেশ করিও না। আমি ইঁহাকে 'বিষাসহি' (১) অর্থাৎ পরপরাভবকারী বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি এই অগ্নির উপাসনা করেন, তিনি এবং তাঁহার সন্তানবর্গ সকলেই শত্রুদমন ফললাভ করিয়া থাকেন। এ স্থলেও অগ্নির বহুত্বহেতু ফলবাহুল্য কথিত হইল ॥ ৭ ॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মপ্সু পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাঽজাতশত্রু-র্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ প্রতিরূপ ইতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে প্রতিরূপং হৈবৈনমুপগচ্ছতি নাপ্রতিরূপমথো প্রতিরূপোঽস্মাজ্জায়তে ॥ ৮ ॥

গার্গ্য বলিলেন, এই যে জলে, জলাধিষ্ঠিত শুক্রে ও হৃদয়ে পুরুষ বিরাজমান, আমি ইঁহাকে প্রকৃত ব্রহ্মবোধে উপাসনা করিয়া থাকি। (অতএব তুমিও ইঁহার উপাসনা কর)। তখন অজাতশত্রু গার্গ্যকে পূর্ব্ববৎ নিষেধ করিয়া বলিলেন যে, না—না—এরূপ প্রসঙ্গও আনিও না। আমি ইঁহাকে 'প্রতিরূপ' অর্থাৎ শ্রুতি-স্মৃতি শাসনের অনুকূল বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি। যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি শ্রুতি-স্মৃতির উক্তির অনুরূপ পুত্রাদি লাভ করেন এবং কেহই ইঁহার প্রতিকূলে থাকে না ॥ ৮ ॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মাদর্শে পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাঽজাতশত্রু-র্মা মৈতস্মিন্

(১) অগ্নিবিষয়াত্তে ক্ষিপ্যতে, তৎসর্ব্বং ভস্মীকরণেন সহতে যঃ স বিষাসহিঃ—অগ্নিঃ। ইহার তাৎপর্য্য—অগ্নিতে যাহা যাহা প্রক্ষেপ করা যায়, তৎসমস্তই অগ্নি সহ্য করিয়া ভস্মীভূত করেন বলিয়া অগ্নিকে বিষাসহি বলে।

সংবদিষ্ঠা রোচিষ্ণুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এত-মেবমুপাস্তে রোচিষ্ণুর্হ ভবতি রোচিষ্ণুর্হাস্য প্রজা ভবত্যথো যৈঃ সন্নিগচ্ছতি সর্ব্বাংস্তানতিরোচতে ॥ ৯ ॥

পুনশ্চ গার্গ্য বলিলেন, এই যে স্বভাব-সুনির্ম্মল দর্পণ ও খড়্গাদিতে এবং বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-(চিত্তের নির্ম্মলতাসম্পাদক গুণবিশেষ) ময় হৃদয়ক্ষেত্রে প্রতিফলিত একটি পুরুষ দেখা যায়, আমি এই (প্রতিবিম্বোপলক্ষিত) ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকি ; (অতএব তুমিও ইঁহার উপাসনা কর) অজাতশত্রু তৎক্ষণাৎ গার্গ্যকে নিবারণ করিবার জন্য বলিলেন যে, না—না, এই সগুণ-ব্রহ্মের উপাসনার নিমিত্ত আমায় উপদেশ দিও না। কারণ, আমি স্বচ্ছ ব্রহ্মকে রোচিষ্ণু পদার্থ (উজ্জ্বলস্বভাব) বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি। অন্য যে কেহ এইরূপে উল্লিখিত ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি ও তাঁহার সন্তানগণ অত্যন্ত দীপ্তিশীল হন , এবং তাহার প্রভাব সমস্ত লোককে অতিক্রম করিয়া থাকে। এ স্থলেও প্রতিবিম্বের আধার অনন্ত বলিয়া বহুফল নির্দ্দিষ্ট হইল ॥ ৯ ॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং যন্তং পশ্চাচ্ছব্দোঽনূদেত্যে-তমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাঽজাতশত্রু-র্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা অসুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি, স য এতমেবমুপাস্তে সর্ব্বং হৈবাস্মিঁল্লোক আয়ুরেতি নৈনং পুরা কালাৎ প্রাণো জহাতি ॥ ১০ ॥

গার্গ্য বলিলেন, লোকসকলের গমনকালে, তাহাদের পাদদেশে যে একরূপ শব্দ উত্থিত হয় এবং জীবনধারণের উপায়—প্রাণবায়ুর যে শরীরাভ্যন্তরে এক প্রকার শব্দ (কর্ণরন্ধ্র রুদ্ধ করিলে) অনুভূত হয়, আমি সেই শব্দ-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মের উপাসনা করি, (অতএব তুমিও তাঁহার উপাসনা কর)। তদনন্তর অজাত-শত্রু তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, না—না, এরূপ প্রস্তাব আর আমার কাছে করিও না ; আমি এই শব্দ-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মকে 'অসু'রূপে উপাসনা করিয়া থাকি, ইঁহার কার্য্য জীবনরক্ষা। যে কেহ এই শব্দ-পুরুষকে অসুরূপে উপাসনা করেন, তিনিই ইহলোকে পূর্ণ আয়ুঃ লাভ করেন, পূর্ব্ব-কর্ম্মানুসারে

তাঁহার যেরূপ আয়ুঃ লাভ হইয়াছে, সেই কর্ম্মফলভোগের কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে অত্যুৎকট পীড়াদি দ্বারা প্রপীড়িত হইলেও কখনই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয় না॥ ১০॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং দিক্ষু পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাহজাতশত্রু-র্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা দ্বিতীয়োঽনপগ ইতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেব-মুপাস্তে দ্বিতীয়বান্ হ ভবতি, নাস্মাদ্ গণশ্ছিদ্যতে॥ ১১॥

গার্গ্য বলিলেন, এই যে দশদিকে, দিগধিষ্ঠিত কর্ণদ্বয়ে এবং হৃদয়ে সর্ব্বদা অবি-যুক্ত স্বভাবসম্পন্ন অশ্বিনীকুমার নামক দেবতাদ্বয় অবস্থান করিতেছেন, আমি এই দিগ্-দেবতা অশ্বিনীকুমারদ্বয়কেই ব্রহ্মভাবে উপাসনা করি; (সুতরাং তুমিও ইঁহাদের উপাসনা কর)। তখন অজাতশত্রু বলিলেন যে, না—না, ইহা অতি অগ্রাহ্য কথা। আমি ইঁহাকে 'সদ্বিতীয়' ও 'অনপগ'—অর্থাৎ অবিযুক্তস্বভাবী বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি। যিনি এইরূপে আশ্বিনদ্বয়ের উপাসনা করেন, তিনি নিয়তই দ্বিতীয়বান্ অর্থাৎ সহায়সম্পন্ন থাকেন, এবং তাঁহার স্বজনগণও কখন উচ্ছিন্ন হন না। কারণ, তাঁহার উপাস্য দেবতা দিগ্ব্রহ্ম ও আশ্বিনের ঐরূপ গুণবৈশিষ্ট্যহেতু উপাসকের ঐরূপ ফল হওয়া সঙ্গত॥ ১১॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং ছায়াময়ঃ পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাহজাতশত্রু-র্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা মৃত্যুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে সর্ব্বং হৈবাস্মিল্লোঁক আয়ুরেতি নৈনং পুরা কালান্ মৃত্যু-রাগচ্ছতি॥ ১২॥

গার্গ্য বলিলেন, বাহ্য অন্ধকারে, আবরণাত্মক অজ্ঞানে ও হৃদয়ে যে একটি দেবতা অবস্থিত আছেন, আমি তাঁহাকেই ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করিয়া থাকি, (অতএব তুমিও ইঁহার উপাসনা কর।) এই কথা শ্রবণমাত্রই অজাতশত্রু বাধা দিয়া বলিলেন যে, না—না, ইহা হইতেই পারে না, আমি ইঁহাকে মৃত্যু বলিয়া জানি ও সেইভাবে উপাসনা করিয়া থাকি।

যিনি এই ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি পূর্ব্ববৎ ইহলোকে পূর্ণ আয়ুঃ প্রাপ্ত হন এবং কাল পূর্ণ না হইলে করাল কালও ইঁহার সমীপে উপস্থিত হইতে পারে না। পূর্ব্ব হইতে বিশেষ এই যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে কোনরূপ উৎকট পীড়াও তাঁহার শরীর স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ১২ ॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মাত্মনি পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রু-র্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা আত্মন্বীতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে আত্মন্বীহ ভবত্যাত্মন্বিনী হাস্য প্রজা ভবতি স হ তূষ্ণীমাস গার্গ্যঃ ॥ ১৩ ॥

গার্গ্য বলিলেন, এই যে আত্মায় অর্থাৎ প্রজাপতির বুদ্ধি ও হৃদয়েতে এক দেবতা আছেন, আমি ইঁহাকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করি ; (অতএব তুমিও ইঁহার উপাসনা কর)। এ কথা শ্রবণমাত্র অজাতশত্রু বলিলেন, না—না, এ প্রস্তাব আর কর্ত্তব্য নহে। আমি ইঁহাকে আত্মন্বী (সংযতাত্মা অর্থাৎ যিনি নিজ আত্মাকে বশীভূত করিয়াছেন) বলিয়া উপাসনা করি।

যে জন ইঁহাকে উপাসনা করেন, তাঁহার আত্মা (বুদ্ধি) বশীভূত হয় এবং তাঁহার সন্তানগণও আত্ম-বশীকরণে সমর্থ হয়।

অজাতশত্রু স্বয়ং প্রকৃত ব্রহ্মবিজ্ঞানপ্রভাবে এইরূপে গার্গ্যকে প্রত্যাখ্যান করিলে পর গার্গ্য নিরুত্তর হইয়া মৌনভাবে অধোমুখে রহিলেন ॥ ১৩ ॥

স হোবাচাজাতশত্রুরেতাবন্নু ইত্যেতাবদ্ধীতি নৈতাবতা বিদিতং ভবতীতি স হোবাচ গার্গ্য উপ ত্বায়ানীতি ॥ ১৪ ॥

অনন্তর অজাতশত্রু গার্গ্যের তথাবিধ অবস্থা অবলোকন করিয়া গার্গ্যকে বলিলেন, কি, এ পর্য্যন্তই (সগুণ) ব্রহ্ম অবগত, না ইতঃপরও কিছু বিজ্ঞাত আছে? এ প্রশ্নোত্তরে গার্গ্য বলিলেন, না—এইমাত্রই, অর্থাৎ আমি যতটুকু ব্রহ্ম জানি, তৎসমস্তই বলিয়াছি, আমি ইহার অধিক আর কিছুই জানি না। তখন অজাতশত্রু বলিলেন যে, এ অতি

সামান্য জ্ঞান, এতাবন্মাত্র জানিলেই কখনও ব্রহ্ম জানা হয় না; সুতরাং এরূপ জ্ঞান জ্ঞানই নয়। তবে কেন গর্ব্বিত হইয়া আমায় বলিয়াছিলে যে, 'আমি তোমায় ব্রহ্মোপদেশ করিব।' তবে ঈদৃশ জ্ঞান যে জ্ঞানই নয়; এ কথা আমি বলিতেছি না, এইমাত্র বলিতেছি, ঈদৃশ জ্ঞান কখনই ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে না, কেন না, যেহেতু, পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক বিজ্ঞানে (উপাসনাতে) রাশি রাশি ফলশ্রুতি শ্রুত হইতেছে, কিন্তু ব্রহ্মবিজ্ঞান ফলশ্রুতির গন্ধমাত্রহীন হয়। আর ঐ সকল ব্রহ্ম-বোধক বাক্য ব্রহ্মবোধের প্রশংসাপর বা অর্থবাদস্বরূপ বলাও যাইতে পারে না, কেন না, পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক উপাসনাবাক্যেই অপূর্ব্ব (অপ্রাপ্ত) বস্তুর বিধান অবগত হওয়া যায় এবং যখন সর্ব্বত্রই তত্তৎ উপাসনার অনুরূপ "অতিষ্ঠা হইবে," "জিষ্ণু হইবে," ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ফলেরও উল্লেখ রহিয়াছে; সুতরাং ঐ সকল ফলবোধিকা শ্রুতি কখনই অর্থবাদমধ্যে (১) পরিগণিত হইতে পারে না। অর্থবাদ হইলে বিধায়ক বাক্য অসঙ্গত হইয়া পড়ে।

তবে যদি বল, কেন তাহা হইলে "এতাবন্মাত্রে জ্ঞাত হয় না" অজাতশত্রু এইরূপ উক্তি করিল? অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপাসনা-প্রতিপাদক বাক্যকলাপের অতিষ্ঠা প্রভৃতি ফলরূপেই যদি স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে "ঈদৃশ জ্ঞান জ্ঞানই নয়" এই পূর্ব্বোক্ত বাক্যের সঙ্গতি কি? কেন না,—গার্গ্যোক্ত জ্ঞান যদি মিথ্যা জ্ঞান বলিয়াই সিদ্ধান্তিত হয়, তাহা হইলে তাহার বাস্তব ফল কোথায়? যেহেতু, মিথ্যা বস্তু কখনও ফল প্রসব করে না। উত্তর—হাঁ, এখানে এরূপ দোষ ঘটিতে পারে না; কারণ, যাঁহার যতদূর পর্য্যন্ত অধিকার, তাহা লক্ষ্য করিয়াই দোষ প্রদত্ত হইয়া থাকে। এ স্থলে অমুখ্য (সগুণ)-ব্রহ্ম-মাত্র-দর্শী গার্গ্য, পরমব্রহ্ম-তত্ত্বশ্রবণোৎসুক অজাতশত্রুকে ব্রহ্মোপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অথচ তিনি স্বয়ং পরব্রহ্ম সম্বন্ধে মুখ্যভাবে কিছুই জানেন না; সুতরাং মুখ্য ব্রহ্মবিৎ অজাতশত্রু অমুখ্য ব্রহ্মজ্ঞ গার্গ্যকে অবশ্যই বলিতে পারেন যে, তুমি যখন এইরূপ হইয়াও আমাকে মুখ্য ব্রহ্মোপদেশ করিতে

(১) গুরুপরম্পরা শ্রুত হইয়া আসিতেছে বলিয়া বেদকে "শ্রুতি" বলে, সেই শ্রুতি সামান্যতঃ দ্বিবিধ,—বিধি ও অর্থবাদ। কোন ক্রিয়া-প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য বিধি, যেমন "স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত" অর্থাৎ স্বর্গকামী পুরুষ অশ্বমেধ যাগ করিবে। এ স্থলে যাগরূপ ক্রিয়া বুঝাইয়াছে বলিয়া এই বাক্যটি বিধি। আর যেখানে কোনরূপ ক্রিয়াবোধক বাক্য নাই, কেবল বিধির স্তুতিপর বাক্য থাকে, সেখানে অর্থবাদ, যেমন নিত্যকর্ম্মের ফলবোধক বাক্যসকল অর্থবাদ। অর্থবাদের কোন প্রামাণ্য নাই।

প্রবৃত্ত হইয়াছ, অতএব আমার বোধ হইতেছে যে, তোমার (গার্গ্যের) সে ব্রহ্মজ্ঞান নাই।

এ স্থলে যদি "নৈতাবতা বিদিতং ভবতি" এই বাক্য দ্বারা গার্গ্যের সগুণ ব্রহ্মজ্ঞানও প্রত্যাখ্যাত হইত, তবে অজাতশত্রু "তুমি কিছুই জান না," এইরূপই বলিতেন, কখনই 'এ জ্ঞান জ্ঞানই নয়,' এইরূপ সামান্যাকারে বাক্য প্রয়োগ করিতেন না। অতএব গার্গ্যোক্ত ব্রহ্ম সমুদয় অবিদ্যা সম্বন্ধেই বোদ্ধব্য— অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত জীবগণ অবিদ্যাধিকারে বাস করে, তাবৎকাল তাহাদের পক্ষে গার্গ্য-কথিত ব্রহ্মই ব্রহ্ম এবং নিষ্কামভাবে এই সকল সগুণ ব্রহ্মোপাসনাই পরব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারস্বরূপ, ব্রহ্মজ্ঞান ইহারও অনেক উচ্চে; এজন্যই অজাতশত্রু ঈদৃশ বিজ্ঞানকে নিন্দা করিয়াছেন।

বিশেষতঃ গার্গ্যোক্ত আদিত্য প্রভৃতি বিষয় অবিদ্যাধিকারে বিজ্ঞেয় এবং নাম, (কৃষ্ণ, বিষ্ণু প্রভৃতি) রূপ (দ্বিভুজ চতুর্ভুজ প্রভৃতি), কর্ম্মাত্মক (যাগাদি) ইহা তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে। এ স্থলেও অজাতশত্রু "নৈতাবতা বিদিতং ভবতি" এ কথা দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছেন যে, ইহা হইতে উৎকৃষ্ট ব্রহ্মই উক্ত সগুণ ব্রহ্মের অতীত, যিনি নিরাকার নির্ব্বিকার ব্রহ্ম আছেন, তিনিই জীবগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য। গার্গ্য জানেন, যে শিষ্য গুরুর নিকট উপসন্ন না হয়েন অর্থাৎ যথাবিধি স্নানাচমন পূর্ব্বক কুশহস্তে শ্রোত্রিয় গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া, "ভগবন্! আমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করুন," এইরূপ প্রার্থনা না করেন, তাঁহাকে ব্রহ্মতত্ত্বোপদেশ করিতে নাই, এজন্য বেদবিধিজ্ঞ গার্গ্য স্বয়ংই অজাতশত্রুকে বলিলেন যে, অপরাপর শিষ্যগণ যে ভাবে গুরু-সমীপে উপস্থিত হন, আমি তদ্রূপে ব্রহ্ম-তত্ত্বলাভার্থ আপনার সমীপে উপস্থিত হইতেছি, অতএব আপনি আমাকে পরব্রহ্ম-তত্ত্ব উপদেশ করুন॥ ১৪॥

স হোবাচাঽজাতশত্রুঃ প্রতিলোমং চৈতদ্ যদ্‌ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মুপেয়াদ্ "ব্রহ্ম মে বক্ষ্যতীতি" ব্যেব ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামীতি, তং পাণাবাদায়োত্তস্থৌ তৌ হ পুরুষং সুপ্তমাজগ্মতুস্ত-মেতৈর্নামভিরামন্ত্রয়াঞ্চক্রে—বৃহন্ পাণ্ডরবাসঃ সোম রাজন্নিতি স নোত্তস্থৌ তং পাণিনা পেষং বোধয়াঞ্চকার স হোত্তস্থৌ॥ ১৫॥

অজাতশত্রু গার্গ্যকে বলিলেন যে, তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ সর্ব্ব-বর্ণোত্তম ব্রাহ্মণ বেদদীক্ষাদি-আচার্য্য-কার্য্যে অধিকারী, তাঁহার পক্ষে স্বভাবতঃ অনাচার্য্য ক্ষত্রিয়ের নিকট শিষ্যবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক "আমাকে ইনি ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ দিবেন", এই উদ্দেশ্যে উপস্থিত হওয়া বড়ই বিপরীত কার্য্য এবং বেদদীক্ষাদি আচার-প্রতিপাদক শাস্ত্রসমূহেও ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। * অতএব তুমি আচার্য্যভাবেই অবস্থান কর, যাহা অবগত হইলে অবশ্যজ্ঞাতব্য সেই পরমব্রহ্ম পর্য্যন্ত অবগত হইতে পারা যায়, আমি তোমাকে সেই মুখ্য ব্রহ্মের উপদেশ করিবই। এই বলিয়া অজাতশত্রু গার্গ্যকে লজ্জিত দেখিয়া তাঁহার বিশ্বাস-উৎপাদনের জন্য করগ্রহণ-পূর্ব্বক উঠিলেন। পরে গার্গ্য ও অজাতশত্রু সমবেত হইয়া একটি রাজ-গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং ঐ গৃহস্থিত এক সুপ্ত পুরুষকে 'বৃহন্' 'পাণ্ডরবাসঃ' 'সোম' 'রাজন্' প্রভৃতি (পূর্ব্বোক্ত সগুণব্রহ্মবাচক) নামে সম্বোধন করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই নিদ্রিত পুরুষ কিছুতেই আর জাগরিত হইল না। যখন কিছুতেই সেই পুরুষ জাগরিত হইল না, তখন তাহাকে হস্ত দ্বারা তাড়িত করিতে লাগিলেন, তাহার ফলে সেই সুপ্ত-পুরুষ জাগরিত হইল ও উত্থিত হইল। ইহা দ্বারা এই অর্থই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, পূর্ব্বে গার্গ্য যে সকল পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, এই শরীরমধ্যস্থিত সেই সকল প্রাণাদি পুরুষ কখনই ব্রহ্ম নহে।

এখানে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, গার্গ্য ও অজাতশত্রু সুপ্ত পুরুষ-সমীপে গমন করিলেন ও তাহাকে নাম ধরিয়া সম্বোধন করিলেন, কিন্তু তথাপি সেই সুপ্তপুরুষ নিদ্রা-ত্যাগ করিয়া উঠিল না ; এইমাত্র ঘটনায় গার্গ্যের প্রস্তাবিত ব্রহ্ম যে ব্রহ্মই নহে, ইহা কিরূপে নিরূপিত হইল ? উত্তর—তাহাও বলা যাইতেছে।—যিনি জাগ্রদ্দশায় এই দেহেকর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাভিমানী প্রাণপুরুষ, তিনিই ব্রহ্ম ; ইহাই গার্গ্যের অভিপ্রেত, কিন্তু এই গার্গ্যাভিপ্রেত ব্রহ্ম এবং অজাতশত্রু-সম্মত প্রকৃত ব্রহ্ম, এই উভয়ই জাগরিত সময়ে স্বামী ও ভৃত্যের মত

* অব্রাহ্মণাদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে। অনুব্রজ্যা চ শুশ্রূষা যাবদধ্যয়নং গুরোঃ। ন ব্রাহ্মণে গুরৌ শিষ্যো বাসমাত্যন্তিকং বসেদিত্যাদীনি আচারবিধিশাস্ত্রাণি। ইহার তাৎপর্য্য এই—ব্রাহ্মণজাতি আপৎকাল উপস্থিত হইলেই (উপযুক্ত ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের অভাবে) ব্রাহ্মণ ভিন্ন বর্ণের নিকট অধ্যয়ন স্বীকার করিবে, অধ্যয়নকাল পর্য্যন্ত গুরুর অনুগমন ও শুশ্রূষা করিবে, এবং শিষ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণ ভিন্ন গুরুর সমীপে দীর্ঘকালব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে না।

(অর্থাৎ ভৃত্য যেমন প্রতিনিয়তই স্বামীর পার্শ্ববর্ত্তী থাকে, ঠিক তেমন) প্রতিনিয়তই ইন্দ্রিয়গণের সহিত সম্বন্ধ থাকে; সুতরাং তৎসময়ে স্বামী ও ভৃত্যস্থানীয় উভয়বিধ ব্রহ্মকে পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করা অতীব দুষ্কর। বিশেষতঃ যিনি আত্মা, তাঁহার দ্রষ্টত্ব, দৃশ্যত্ব নহে এবং যিনি প্রকৃত অভোক্তা, তাঁহার দৃশ্যত্ব, দ্রষ্টৃত্ব নহে; এই উভয়বিধ ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম জাগরণকালে পরস্পর বিমিশ্রিত-ভাবে থাকায় উভয়কে পৃথক্ করিয়া দেখান নিতান্তই অসম্ভব হয়, এজন্য অজাত-শত্রু জাগ্রৎপুরুষ পরিত্যাগ করিয়া সুপ্তপুরুষসমীপে গমন করিয়াছেন। যদি বল যে, সুপ্তপুরুষ-সমীপে যাইয়া "বৃহন্", "পাণ্ডরবাসিঃ" প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ নামে সম্বোধন করায় ভোক্তাপুরুষ (চেতন)কেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, অভোক্তা ব্রহ্ম কখনই নামের লক্ষ্য হইতে পারে না; সুতরাং ইহা দ্বারাই বা কিরূপে নির্ণয় হইতে পারে? উত্তর—হাঁ, এই কথা দ্বারাও গার্গ্যাভিপ্রেত ব্রহ্মের বিশেষত্ব বা প্রকৃত ব্রহ্ম হইতে প্রভেদ নির্দ্ধারিত হইয়াছে; কেন না, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্রাণময়, অবিনশ্বর আত্মা, ইনি সত্য দ্বারা আবৃত, বাগাদি ইন্দ্রিয় সকল অস্তমিত হইলেও প্রকাশময়, যাঁহার জলময় শরীর, যাঁহার নাম পাণ্ডরবাসা, যিনি অসপত্ন অর্থাৎ প্রতিপক্ষবিহীন, যিনি বৃহন্ অর্থাৎ ব্যাপক এবং ষোড়শ-কলা-সমন্বিত সোমরাজ চন্দ্র ও সোমলতা নামে অভিহিত, সেই প্রাণাত্মা অর্থাৎ গার্গ্যাভিমত প্রাণ-ব্রহ্ম, স্বকর্ত্তব্য-(শ্বাস-প্রশ্বাস) তৎপর হইয়া সর্ব্বদা জাগরূক আছেন। গার্গ্যের মতে নিদ্রাকালে ঐ প্রাণব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোন বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বীর ক্রিয়া থাকে না, অর্থাৎ গার্গ্য যে প্রাণ-দেবতাকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই প্রাণদেবতাই কেবল নিদ্রাকালে চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতির ক্রিয়ালোপ হইলেও স্বয়ং বিদ্যমান থাকিয়া নিয়মিতরূপে নিশ্বাস-প্রশ্বাসাদিক্রিয়া-সম্পাদন করিতেছেন; অথচ অজাতশত্রুর শত 'অতিষ্ঠাঃ, বৃহন্, পাণ্ডরবাসঃ' প্রভৃতি সম্বোধনেও জাগরিত হইলেন না; অতএব বুঝিতে হইবে যে, যদি বিদ্যমান প্রাণ-দেবতাই প্রকৃত ব্রহ্ম হইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই স্বনাম-সম্বোধনে জাগরিত হইতেন; যখন প্রাণ বিদ্যমান থাকিয়াও স্বনাম শ্রবণে প্রবোধ প্রাপ্ত হইলেন না, তখন তিনি এই দেহের কর্ত্তা বা ভোক্তা ব্রহ্ম নহে। বিশেষতঃ ভোগ করা যদি প্রাণ-ব্রহ্মের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে ভোগ্যবিষয় প্রাপ্তিমাত্র অবশ্যই তিনি ভোগ করিবেন, কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না, কারণ, স্বভাব দুর্নিবার। এমন কি কখন দেখা যায় যে, দাহ-স্বভাবসম্পন্ন ও প্রকাশশীল বহ্নি দাহ্য তৃণ, উলপ প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়াও

দগ্ধ করে না এবং প্রকাশ্য বস্তুকে প্রকাশ করে না? বহ্নি যদি প্রাপ্ত তৃণপুঞ্জকে দগ্ধ না করিত এবং সম্মুখস্থ ঘটপটাদি প্রকাশ্য বস্তুকেও নিবিড় তমোরাশি ভেদ করিয়া প্রকাশিত না করিত, তাহা হইলে দাহ এবং প্রকাশ কখনই তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইত না। সেই প্রকার গার্গ্যকথিত প্রাণ-ব্রহ্ম শব্দাদি-বিষয়-ভোগ-স্বভাবসম্পন্ন হইলে বৃহন্, পাণ্ডরবাসঃ প্রভৃতি নিজ সম্বোধন-শব্দসকল (যাহা নিজের ভোগ্য) অবশ্যই গ্রহণ (ভোগ) করিত। যখন গ্রহণ করে নাই, তখন সে (প্রাণ) আত্মাও নহে। কারণ, স্বভাবের স্বভাব এই—যে বস্তুর (স্বভাবের আধারে) সমস্থা[?] বস্তু যতকাল থাকে, স্বভাবও ততকাল তাহার শরীরে অক্ষুণ্ণভাবে জড়িত থাকে, ইহা অব্যভিচরিত কথা। দাহ এবং প্রকাশ অগ্নির স্বভাবও হইবে, অথচ কস্মিন্‌কালেও অগ্নির সহিত তাহাদের সাক্ষাৎসম্বন্ধ নাই, ইহা হইতেই পারে না। এ স্থলেও অবশ্য-শ্রোতব্য "বৃহন্" প্রভৃতি শব্দ শ্রবণ না করায় স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে যে, প্রাণ কখনও শব্দাদি বিষয়-ভোগের কর্ত্তা নহে। যদি বল যে, একত্র সমবেত বহুলোকের মধ্যে কোন এক জনকে নাম ধরিয়া সম্বোধন করিলেও সে যেমন কলরব-বিমিশ্রিত অপরিস্ফুট সেই সম্বোধন-শব্দ স্বনামান্তরূপে শুনিয়াও "অমুক আমাকে ডাকিতেছে" এই সম্বন্ধবিশেষের উপলব্ধি করিতে পারে না অর্থাৎ সম্বন্ধ-গ্রহণের অভাবেই উত্তর প্রদান করে না, প্রাণও সেইরূপ "বৃহন্" "পাণ্ডরবাসা" প্রভৃতি নিজ সম্বোধন-শব্দের 'অমুক আমায় ডাকিতেছে' এই বিশেষ সম্বন্ধ গ্রহণ না করায় জাগরিত হয় নাই; ইহা দ্বারা প্রাণ-দেবতার জ্ঞানশক্তির অভাব প্রতিপন্ন হয় কি প্রকারে? উত্তর—না, এ কথা বলিতে পার না। কারণ, যে প্রাণকে দেবতা বলা হইয়াছে, সেই প্রাণ-দেবতার নিজ নামে উচ্চারিত সম্বোধন অবশ্য পরিজ্ঞাত হওয়া উচিত, যদি প্রাণ-দেবতা এই শব্দের সহিত সম্বন্ধ গ্রহণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার দেবত্ব কোথায়?

আর এক কথা—চন্দ্রাভিমানিনী দেবতা—যিনি দেহাভ্যন্তরে প্রাণ নাম প্রাপ্ত হইয়া বিষয় সম্ভোগ করিতেছেন, তাঁহার পক্ষে সেই দেবতার সাহায্যে অন্ততঃ লৌকিক ব্যবহার-সম্পাদনের জন্যও বিশেষ নামের সহিত সম্বন্ধগ্রহণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সম্বোধনের উত্তর প্রদান করা প্রাণ-দেবতার একান্ত উচিত কার্য্য ছিল: কিন্তু যদি সম্বোধনবাক্য শ্রুত হইয়াও কেহই উত্তর প্রদান না করে, তাহা হইলে এই সংসারে লোকযাত্রা-নির্ব্বাহের উপায় কি?

এ স্থলে এ কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যাহার (অজাতশত্রুর) মতে আত্মা প্রাণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং কর্ত্তা ও ভোক্তারূপে অভিমত, তাঁহার মতে কর্ত্তা ও ভোক্তা আত্মা দেহে বিদ্যমান থাকিয়াও উপস্থিত "বৃহন্" "পাণ্ডরবাসঃ" প্রভৃতি সম্বোধন গ্রহণ করেন নাই কেন? যদি গ্রহণ করিতেন, তবে নিশ্চয়ই প্রবুদ্ধ হইবার পর তৎকালে প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইত, এবং ইহাও সত্য যে, বৃহন্, পাণ্ডরবাসঃ প্রভৃতি নামে সম্বোধন করিলে প্রাণ ব্যতিরিক্ত' অন্য কেহই (আত্মা) কখনই প্রতিবোধিত হয় না। অতএব সম্বোধন সত্ত্বে প্রতিবোধের অভাব অভোক্তৃত্বের অনুমাপক হইতে পারে না।

উত্তর—এ কথাও নিতান্ত যুক্তিহীন। কেন না, যিনি বৃহত্ত্বাদি লক্ষণসম্পন্ন, তিনি কেবল ঐ পরিচ্ছিন্ন প্রাণাভিমানী নহেন, তিনি ব্যাপক পুরুষ, অর্থাৎ অজাতশত্রু যাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনি প্রাণাদিময় সমস্ত শরীরের অধিপতি, কেবল প্রাণমাত্রে তাঁহার অভিমান নাই, সুতরাং প্রাণ-বাচক শব্দে সম্বোধন করিলে তিনি প্রবুদ্ধ হইবেন কেন? কেহ কি কখনও দেখিয়াছে, আত্মার হস্ত-পদাদি সমস্ত অবয়বে অধিকার (অভিমান) থাকা সত্ত্বেও 'ওহে হস্ত! ওহে পদ! ওহে চক্ষু!' বলিয়া সম্বোধন করিলে সর্ব্বশরীরাভিমানী আত্মা প্রতিবোধিত হন বা ঐ কথার উত্তর উত্তর দিয়া থাকেন? সেইরূপ কেবলমাত্র প্রাণের নাম ধরিয়া সম্বোধন করায় সর্ব্বাভিমানী প্রাণধারী আত্মা কখনও প্রবোধিত হইতে পারেন না।

বিশেষতঃ আত্মার চন্দ্রাদি দেবতায় আত্মাভিমান না থাকায় 'বৃহন্' 'পাণ্ডরবাসঃ' ইত্যাদি সম্বোধনে আত্মা প্রবোধিত হইতে পারেন না। যদি বল, যেমন সুষুপ্তিকালে সম্বোধনে সুষুপ্ত পুরুষের নিজ (রাম, শ্যাম প্রভৃতি) নামে সম্বোধন করিলেও তাঁহার চৈতন্যোদয় হয় না, সেইরূপ প্রাণ ভোক্তা হইয়াও এমন কোন একটি অজ্ঞেয় কারণ আছে—যাহার জন্য তাহার প্রবোধ হয় না। উত্তর—ইহাও বলিতে পার না, কারণ, আত্মা ও প্রাণ, ইঁহাদের মধ্যে নিদ্রাসম্বন্ধে বিশেষ বৈলক্ষণ্য আছে। আত্মার নিদ্রা আছে, দেখা যায়, নিদ্রাকালে ইন্দ্রিয়গণ প্রাণগ্রস্ত হইয়া স্ব স্ব কার্য্য হইতে বিরত হয়, এবং তৎকালে আত্মা কোন ভোগ করে না, সুতরাং তৎকালে আত্মার নিদ্রা কল্পনা করা যায়। কিন্তু প্রাণের সে নিদ্রা নাই, প্রাণ নিরন্তরই নিশ্বাসপ্রশ্বাসাদি নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর। যখন প্রাণের ব্যাপার রুদ্ধ হয়, তখন এ দেহের কার্য্যও সমাপ্ত হয়। অতএব প্রমাণিত হইল যে,

নিদ্রাবস্থায় আত্মার কার্য্য-সম্পাদক ইন্দ্রিয় সকল নিষ্ক্রিয় থাকে ; সুতরাং তদবস্থায় আত্মা বর্ত্তমান থাকিয়াও নিজের গ্রাহ্য বা ভোগ্য বিষয় গ্রহণ করিতে পারেন না, কিন্তু তদবস্থায়ও জাগরূক ভোক্তারূপে অভিমত প্রাণের শব্দাদি বিষয় গ্রহণ না করা কোনরূপেই সঙ্গত হয় না।

পুনশ্চ যদি বল যে, প্রাণ ভোক্তা সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রাণ প্রভৃতিই প্রসিদ্ধ নাম, তাহা পরিত্যাগ করিয়া অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ "বৃহৎ" প্রভৃতি নামে আহ্বান অপ্রতি-বোধের কারণ। এজন্য প্রাণ ভোক্তা এবং কর্ত্তা হইয়াও প্রবোধ লাভ করে নাই। লৌকিক অবস্থায় দেখা যায় যে, অপ্রসিদ্ধ নামে সম্বোধিত ব্যক্তি সম্মুখীন হয় না। উত্তর—না, অজাতশত্রু কর্ত্তৃক সুষুপ্ত পুরুষের অমুত্তরব্যাপার প্রদর্শনের তাৎপর্য্য কেবল প্রাণদেবতার আত্মত্বনিরাকরণ—অর্থাৎ যদিও যে কোন প্রাণের প্রসিদ্ধ নামে সম্বোধন দ্বারা অনুত্থান দেখাইয়া নিদ্রাগত রাজার দেহস্থ প্রাণের অকর্ত্তৃত্ব ও অভোক্তৃত্ব গার্গ্যের নিকট প্রতিপন্ন হইতে পারিত, তথাপি বিশেষ করিয়া চন্দ্রদেবতা-বাচক "বৃহন্, পাণ্ডরবাসঃ" প্রভৃতি নামে সম্বোধন করার তাৎপর্য্য এই যে, গার্গ্য বলিয়াছেন যে, চন্দ্রদেবতাধিষ্ঠিত প্রাণই এই দেহের কর্ত্তা এবং ভোক্তা। সুতরাং গার্গ্যের এই ভ্রান্তসিদ্ধান্ত অপনয়ন করিবার জন্যই প্রাণের প্রসিদ্ধ প্রাণাদি নাম পরিত্যাগ করিয়া প্রাণাধিষ্ঠাত্রী চন্দ্রদেবতার নামে সম্বোধন করা হইয়াছে ; শুধু ইহাই নহে, প্রাণের আত্মত্বনিরাকরণ দ্বারা প্রাণাধীন অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তির অনুপপত্তি হেতু ভোক্তৃত্ব শঙ্কা নিবারিত হইল।

বিশেষতঃ চন্দ্রদেবতা ভিন্ন অন্য এমন কোন দেবতাও নাই, যিনি ভোক্তা বা কর্ত্তা হইতে পারেন। যদি বল, পূর্ব্বে প্রত্যেক উপাসনাতেই "অতিষ্ঠা" হইতে আরম্ভ করিয়া "আত্মন্বী" পর্য্যন্ত বিভিন্ন ভাবাপন্ন অনেক সগুণ দেবতার নামোল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইলে দ্বিতীয় দেবতা নাই, এই উক্তির সঙ্গতি কোথায় ? তাঁহার মীমাংসা এই—সকল শ্রুতিতে প্রাণকে শকটচক্রের অর-নাভি দৃষ্টান্তে সমস্ত দেবতা হইতে অভিন্ন বলা হইয়াছে। অর্থাৎ শকটের চক্র ও তদবয়ব-সকল নাভিশলাকায় (যে নাভিকাষ্ঠে চক্র আবদ্ধ থাকে) অবস্থিত ও তাহা হইতে অপৃথক্‌ভাবে গৃহীত হয়, সেই প্রকার সমস্ত দেবতা প্রাণাধীন, প্রাণে অবস্থিত, সুতরাং তাঁহারা প্রাণের অন্তর্গত বলা হইয়াছে এবং "প্রাণ সত্য দ্বারা আচ্ছন্ন, এবং প্রাণ অক্ষয়," এ কথা দ্বারাও প্রাণব্যতিরিক্ত অন্যের ভোক্তৃত্বনিরাস হেতু এক প্রাণেরই ভোক্তৃত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। বিশেষতঃ বক্ষ্যমাণ জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে জনকরাজা যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, মহাশয় !

"কতি দেবাঃ" সমস্ত দেবতার সংখ্যা কত? তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন যে, "এষ উ হ্যেব সর্ব্বে দেবাঃ" সমস্ত দেবতাই এক দেবতারই বিস্তারমাত্র। পুনশ্চ জনক জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই এক দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "প্রাণ ইতি"—সেই এক দেবতা প্রাণ। সুতরাং শ্রুতিই প্রমাণ করিতেছেন যে, প্রাণাতিরিক্ত দেবতা নাই; সমস্ত দেবতাই একমাত্র প্রাণ-দেবতার অন্তর্ভূত, তদ্ব্যতীত তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা নাই।

যেমন প্রাণ ভিন্ন অন্য দেবতাতে ভোক্তৃত্বের সম্ভাবনা করা যায় না, সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদিতেও কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের অর্থাৎ আত্মত্বের আশঙ্কা হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে এক ব্যক্তির অনুভূত পদার্থের অপর ব্যক্তি কর্তৃক স্মরণাদির মত নিজ অনুভূত বস্তুরও সময়ান্তরে স্মরণাদি অসম্ভব হইয়া পড়ে অর্থাৎ যেমন এক জনের পরিদৃষ্ট, শ্রুত বা স্পৃষ্ট বস্তু কখনও অন্য জন স্মরণ, জ্ঞান বা ইচ্ছা করিতে পারে না, তেমন এক (চক্ষু) ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিজ্ঞাত বস্তুর অনুভবকারী ইন্দ্রিয়ের অভাবে কখনই অন্য ইন্দ্রিয় স্মরণ বা জ্ঞান করিতে পারে না; অথচ সকল লোকেরই "আমি দশ বৎসর পূর্ব্বে যে হস্তীকে অরণ্যমধ্যে অবলোকন করিয়াছিলাম, অদ্য অন্ধ অবস্থায় আমি সেই হস্তীকে স্মরণ করিতেছি," এইরূপ স্মৃতি হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় কর্ত্তা হইলে এরূপ স্মৃতি ঘটিতে পারে না; কেন না, পূর্ব্বে যে চক্ষুরিন্দ্রিয় হস্তি-দর্শন করিয়াছিল, এক্ষণে অন্ধ অবস্থায় আর সেই দ্রষ্টা চক্ষু নাই; সুতরাং দৃষ্ট হস্তীর স্মরণ কে করিবে? অন্য দৃষ্ট বস্তু যে অন্যের স্মরণযোগ্য নহে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এইরূপ বৌদ্ধানুমত ক্ষণিক বিজ্ঞানও আত্মা হইতে পারে না। কারণ, বিজ্ঞান-বাদিগণের মতে জ্ঞানমাত্রই ক্ষণিক ও আত্মা, এতদ্ভিন্ন অন্য আত্মা নাই। এই মতও উক্ত যুক্তিতে নিরাকৃত হইল অর্থাৎ যখন দেখিতেছি, প্রতিনিয়তই এক ব্যক্তিরই অনুভব, স্মরণ ও অনুসন্ধান হয়, তখন বিভিন্ন জ্ঞানস্বরূপ বিভিন্ন আত্মার অন্য-দৃষ্টের মত স্মৃতিসম্ভব কোথায়? মনে কর, যে আত্মা রূপ দেখিল, সে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়াছে; অথচ তৎপরক্ষণে সমস্ত লোকেরই অনুভব হইয়া থাকে যে, আমিই ইতঃপূর্ব্বে রূপ দেখিয়াছি এবং এক্ষণে শব্দ শ্রবণ করিতেছি, কিন্তু এইরূপ জ্ঞানের উপপত্তি কি? কারণ, রূপদর্শনকালে যে আমি (বিজ্ঞান) ছিলাম, এক্ষণে ত আর সেই আমি (বিজ্ঞান) নাই; সেই "আমি" পূর্ব্বেই বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব অন্য কর্তৃক দৃষ্ট বা অনুভূত বস্তু অন্যের স্মরণের যর হইবে কেন?

যদি বল—প্রাণ, ইন্দ্রিয়সমষ্টি ও শরীর এই সমুদায়কে ভোক্তা আত্মা বলা যাউক, এতদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র আত্মা কল্পনা করিবার আবশ্যকতা নাই? উত্তর—না, তাহাও নহে। যদি প্রাণাদি সহিত এই শরীর কর্ত্তা ও ভোক্তা হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত রাজা পুনঃ পুনঃ পেষণ ব্যতীতই বোধিত হইত। কারণ, সেই শরীর প্রাণ-ইন্দ্রিয় এই সমুদায়ই পেষণ ও অপেষণ সকল সময়েই সমানভাবে বর্ত্তমান। তবে ঐ জাগরণ পেষণকে অপেক্ষা করিবে কেন?

পক্ষান্তরে, ভোক্তা আত্মা যদি ঐ প্রাণাদিসমষ্টি হইতে পৃথক্ হয়, তাহা হইলে আর পূর্ব্বোক্ত দোষের প্রসঙ্গ হয় না; কারণ, দেহ ও আত্মার পরস্পর সম্বন্ধ বিচিত্র; সম্বন্ধবৈচিত্র্যবশতই আত্মাতে সুখদুঃখেরও তারতম্য আছে; সুখ-দুঃখ-মোহের তারতম্যবশতঃ পেষণে ও অপেষণে (অতাড়না) কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্যই অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, অর্থাৎ আত্মা যত প্রকার সুখদুঃখাদি ভোগ করে, তৎসমস্তই এই স্থূলদেহের অভেদ সম্বন্ধকৃত; সুতরাং দেহের আঘাতবশতঃ দেহাভিমানী আত্মাতে এমন কোনরূপ সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, যাহা হইতে আত্মা প্রবোধিত হইয়াছে। যুক্তি এই, যখন দেহ শব্দ শ্রবণকালেও ঠিক পূর্ব্ববৎ আছে, কাজেই পেষণ দ্বারা দেহের কোন বিশেষ অবস্থা ঘটে নাই। দেহে যেমন তাড়না-কৃত কোন বিশেষত্ব নাই, তেমন উচ্চ নীচ শব্দকৃতও কোনরূপ বৈশিষ্ট্য উৎপন্ন হয় নাই। তবে এইমাত্র দেখা যাইতেছে যে, অজাতশত্রু স্পর্শমাত্রে অপ্রবুদ্ধ সুপ্ত পুরুষকে পুনঃ পুনঃ হস্ততাড়নে জাগরিত করিয়াছিলেন। অতএব ইহাই জানা যাইতেছে যে, হস্ততাড়নের পর তিনি যেন জাজ্বল্যমান, যেন প্রস্ফুটিত, যেন এক স্থান হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন বলিয়া দ্রষ্টার অনুভূত হয়, তিনিই এই শরীর-চেষ্টা ও বোধাদি-নির্ব্বাহক আত্মা এবং এই আত্মাই গার্গ্য-কথিত ব্রহ্মসমূহ হইতে বিভিন্ন অজাতশত্রুর অভিপ্রেত ব্রহ্ম।

বিশেষতঃ গৃহ, ঘট প্রভৃতি সংহত (মিলিত) পদার্থমাত্রই যেমন পরার্থ, *

* প্রাণ-সংহত, সংহত অর্থ একত্রিত, মিলিত, বা সাবয়ব, অরনাভিবৎ (চক্রের মধ্যস্থ ছিদ্রের ন্যায়) প্রাণে সমস্ত শরীর সমর্পিত রহিয়াছে, এই শ্রুতিই শরীরসম্বন্ধবশতঃ প্রাণের সংহতত্বের পক্ষে সাক্ষ্যপ্রদান করেন, বিশেষতঃ প্রাণাপানাদি পঞ্চ বায়ুর সমষ্টি বলিয়াও প্রাণ সংহত। সংহত হইলেই সে পরার্থ অর্থাৎ পরের ভোগসম্পাদনই তাহার প্রয়োজন, উহা ভিন্ন কোন স্বতন্ত্র প্রয়োজন নাই। যেমন বৃক্ষ, লতা, গৃহ প্রভৃতি সংহত অর্থাৎ পরস্পর মিলনে সৃষ্ট বস্তু সকল নিজের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও কেবল পরের (জীবের) উদ্দেশ্যে ফল, পুষ্প, ছায়াদান প্রভৃতি প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত বর্ত্তমান আছে। এ জন্য জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ কপিলও

অর্থাৎ পরের ভোগাদি সাধনে নিযুক্ত, ইন্দ্রিয়াদি-সংমিলিত শরীরধারক, প্রাণও সেইরূপই পরার্থ অর্থাৎ পরের ভোগসাধনে তৎপর, ইহারা ভোগ্য ভিন্ন কথনই নিজে ভোক্তা হইতে পারে না। তাহা হইলেই সেই পর বলিতে আত্মা নামে একটি স্বতন্ত্র কর্ত্তা অবশ্যই স্বীকার্য্য। অতএব ইহাই সিদ্ধ হইল যে, প্রাণ যখন ভোক্তা নহে, তখন সে আত্মাও নহে। যেমন স্তম্ভ, ভিত্তি প্রভৃতি অবয়ব গৃহের ধারক, সেইরূপ প্রাণ শরীরের অভ্যন্তরে থাকিয়া সমস্ত শরীরকে ধারণ করিয়া আছে। এইরূপে প্রাণ শরীরাদির সহিত সংহত, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর যেমন চক্রের নেমি (প্রান্ত) কাষ্ঠ ও অর-কাষ্ঠ সমুদায়ও নাভিকাষ্ঠে প্রোত থাকিয়া শকটকে স্থির রাখে, ঐরূপ প্রাণেতে সমস্ত নিহিত। অতএব গৃহের মত প্রাণও নিজ অবয়ব সমুদায় হইতে বিভিন্ন অন্য কোন ভোক্তার জন্য অবয়বের সহিত মিলিত হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

আর যেমন স্তম্ভ, ভিত্তি, তৃণ, কাষ্ঠ প্রভৃতি গৃহাবয়ব সমুদায় নিজের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, হ্রাস, নাশ, নাম ও শরীর সংগঠন প্রভৃতি কোনও বিষয়ই অপেক্ষা না করিয়া স্বতন্ত্র এক জন গৃহস্বামীর ভোগ্যত্বরূপে সত্তালাভ করিয়া আছে মনে করা হয় অর্থাৎ ঐ গৃহাবয়ব সমুদায়ের গৃহ ভিন্ন স্বতন্ত্র কোন দ্রষ্টা, শ্রোতা, অভিমন্তা পুরুষের জন্যই সত্তা স্বীকার করিতে হয়, এই দৃষ্টান্তবলে এখানেও অনুমান করিতে হইবে যে, প্রাণাবয়ব এবং তাহার সমষ্টি এমন কোন এক পদার্থের ভোগ্য যে, যে পদার্থটির কোন সময়েও প্রাণ বা তদবয়ব-সকলের অপেক্ষা করিয়া আত্মসত্তা লাভ করিতে হয় না। এরূপ পদার্থ একমাত্র আত্মা; সুতরাং অনিচ্ছাপূর্ব্বকও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, আত্মাই প্রাণের ভোক্তা এবং প্রাণই আত্মার ভোগ্য।

আর যদি বল, 'বৃহন্' 'পাণ্ডরবাসঃ' প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ নামে যখন প্রাণের সম্বোধন করা হইয়াছে, অতএব নিশ্চিতই প্রাণ চেতন, তাহা না হইলে কেহ অচেতনের সম্বোধন করে না। এই যুক্তিতে আত্মার চেতনত্ব নিবন্ধন পরার্থতা অস্বীকারের মত চেতন প্রাণেরও আমরা পরার্থতা স্বীকার করি না। উত্তর—এইরূপ আশঙ্কার মূল্য কি? কেন না, এ স্থলে নিরুপাধিক নির্ব্বিকার

"সংহতপরার্থত্বাৎ" এই সাংখ্য-সূত্রেই নিঃশঙ্কভাবে বলিয়াছেন যে, এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবীমণ্ডলে যত কিছু সংহত অর্থাৎ সাবয়ব বস্তু আছে, তৎসমস্তই পরার্থ, পরের ভোগের নিমিত্ত; অতএব প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র ভোক্তা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

নিরঞ্জন ব্রহ্মস্বরূপ-নিরূপণ করাই অজাতশত্রুর একমাত্র উদ্দেশ্য, কিন্তু নাম-রূপ-উপাধিকৃত ক্রিয়াকারক ফল প্রভৃতি অবিদ্যা-সমুদ্ভাসিত আত্মধর্ম্ম সকল কথনই তাঁহার প্রতিপাদ্য নহে। বরং মহামোহময় সংসারসাগরে নিরন্তর নিমগ্ন মানবমণ্ডলীর উদ্ধারের নিমিত্ত অবিদ্যা-প্রসূত কর্ম্ম-কর্ত্তৃত্ব—ভোক্তৃত্বাভিমান প্রভৃতি সংসার-বীজসকল যে নিরুপাধি নিষ্কল আত্মস্বরূপনিরূপণ দ্বারা সমূলে বিনষ্ট হয়, তাহাই কর্ত্তব্যরূপে অভিপ্রেত। এই জন্য প্রথমতঃই "ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি" শ্রুতি উপক্রম করিয়া "নৈতাবতা বিদিতং ভবতীতি" বলিয়া নিরাস করিয়াছেন। যেমন উপক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এইরূপ উপসংহারকালেও বলা হইয়াছে যে, "এতাবদরে খল্বমৃতত্বং" অর্থাৎ অরে (হে) মৈত্রেয়ি! ইহাই প্রকৃত মোক্ষস্বরূপ (ব্রহ্ম), এই বাক্য দ্বারাও প্রতীত হইতেছে যে, যখন আদি ও অন্তে ব্রহ্মজ্ঞানের কথাই হইয়াছে, অতএব ইহার মধ্যে যে সকল কথা উক্ত হইল, তৎসমস্তই ব্রহ্মপ্রতিপাদনার্থই প্রযুক্ত হইয়াছে, অন্য উদ্দেশ্যে নহে; যেহেতু, উপক্রম এবং উপসংহারের বাক্য দ্বারা তন্মধ্যস্থ সন্দিগ্ধবাক্যসমূহের অর্থ নিরূপণ করাই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। *

অতএব প্রাণ ও আত্মার তুল্যতা-নিবন্ধন প্রাণের গৌণাত্মতা স্বীকার করা হউক, এই আশঙ্কার অবসরই নাই। বিশেষতঃ গুণগুণিভাব অর্থাৎ মুখ্য ও গৌণ-ভাব (যেমন ভোক্তা মুখ্য ও ভোগ্য গৌণ) কেবল সোপাধিক পদার্থসম্বন্ধে সম্ভবপর, কিন্তু নাম বা রূপাদি উপাধি-বিরহিত আত্মার পক্ষে তাহা চিরদিনই দুর্ঘট। সকল উপনিষদেই "স এষ নেতি নেতি" অর্থাৎ সেই নিরুপাধিক নিরঞ্জনই আত্মা, কিন্তু উপাধিসমন্বিত এই প্রাণাদি কেহই আত্মা নহে, এই উপসংহার দ্বারা নিরুপাধি ব্রহ্ম ঐ প্রতিপাদ্যরূপে অভিপ্রেত হইয়াছেন।

---

* উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্ অর্থবাদোপপত্তিশ্চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে" ইতি মীমাংসা। ইহার অর্থ এই—উপক্রম—প্রথম, উপসংহার-শেষ, অভ্যাস—(পুনঃ পুনঃ কথন) অপূর্ব্বতা—কথিত উপায় ভিন্ন অন্য উপায়ে অপ্রাপ্যের কথন, ফল—কথিত বহু বিষয়ের মধ্যে কোন এক বিষয়ের ফলোল্লেখ অর্থাৎ (বিধিব প্রশংসা) এবং উপপত্তি—যুক্তি, এই সমস্ত উপায়ে সন্দিগ্ধ শ্রুতির অর্থ বিনির্ণয় করিতে হয়। অর্থাৎ যদি কোন শ্রুতির অর্থের উপর সন্দেহ হয় যে, এখানে অর্থ এইরূপ না অন্যরূপ, সে সময়ে দেখিতে হয় যে, সেই গ্রন্থে উপক্রম ও উপসংহারে কি অর্থ হইয়াছে, আর ঐ গ্রন্থের মধ্যে বারম্বার কোন্ বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে, কোন বিষয়টি শাস্ত্রান্তর বা উপায়ান্তর দুর্ল্লভ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কোন্ বিষয়ে ফলসম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে; কোন্ বিষয়ের প্রশংসা রহিয়াছে এবং কোন্ বিষয়ের সম্বন্ধে অনুকূল যুক্তি রহিয়াছে সেই বিশিষ্ট শ্রুতিরও তদনুরূপ অর্থ কল্পিত হইবে।

অতএব পূর্ব্ব পূর্ব্ব কথিত অবিজ্ঞানময় আদিত্য ব্রহ্ম প্রভৃতি হইতে যিনি সম্পূর্ণরূপে পৃথক্, অনাদি, অনন্ত, নির্গুণ, নির্ব্বিকার, পরিপূর্ণ, বিজ্ঞানঘন, তিনিই আত্মা বা ব্রহ্ম—জ্ঞাতব্যরূপে নির্ণীত হইল ॥ ১৫ ॥

স হোবাচাঽজাতশত্রুর্যত্রৈষ এতৎসুপ্তোঽভূদ্ য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ ক্বৈষ তদাঽভূৎ কুত এতদাগাদিতি তদু হ ন মেনে গার্গ্যঃ ॥ ১৬ ॥

অজাতশত্রু এইরূপে প্রাণাদির অনাত্মত্ব ও তদতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া গার্গ্যকে বলিলেন যে, যে সময়ে (হস্ত-তাড়নার পূর্ব্বে) এই বিজ্ঞানময় পুরুষ নিদ্রিত অবস্থায় শায়িত ছিল, তখন ইনি কোথায় ছিলেন ? (বিজ্ঞান অর্থে যাহার দ্বারা জ্ঞান করা যায়, সেই জ্ঞান-কারণ বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ কথিত হয়, তন্ময় অর্থাৎ বহুলভাবে প্রায় তৎস্বরূপ)। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে,আত্মার বিজ্ঞান-প্রায়ত্ব বা তন্ময়ত্ব কি প্রকার ? উত্তর—যিনি বুদ্ধিতে উপলব্ধ হন, বা বুদ্ধি দ্বারা যিনি উপলব্ধ হন এবং স্বয়ং জ্ঞানকর্ত্তা, তিনিই সেই বুদ্ধি বা বিজ্ঞানপ্রায়। (ময়ট্ প্রত্যয়ের অনেকার্থতা হেতু এ স্থলে 'প্রায়ার্থত্বই' অবগত হওয়া যায়। 'সেই এই আত্মা ব্রহ্মবিজ্ঞানময় মনোময়' ইত্যাদি শ্রুতিতে ময়ট্ প্রত্যয়ের 'প্রায়ার্থতা' লক্ষিত হয়। কিন্তু ময়টের বিকার অর্থ এ স্থলে সম্ভব নহে, কারণ, নিরুপাধি নিত্য আত্মা বিজ্ঞানের বিকার নহে)।

যেহেতু, আত্মার বিজ্ঞানময় নামের যে প্রসিদ্ধি আছে, শ্রুতি তাহারই পুনরুল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু পরমাত্মা বিজ্ঞানের বিকার বলিয়া কোন প্রসিদ্ধি নাই। আর ময়ট্ প্রত্যয়ের অবয়ব ও সাদৃশ্য নামে যে দুইটি অর্থ প্রসিদ্ধ আছে, তাহাদেরও এ স্থলে সম্ভাবনা নাই, অগত্যা 'প্রায়' অর্থই স্বীকার্য্য।

অতএব অন্তঃকরণ এই সঙ্কল্প-বিকল্পস্বভাবসম্পন্ন পুরুষও সেই অন্তঃকরণোপাধিবশে তন্ময় সংজ্ঞা লাভ করেন। সেই পুরুষ * নিদ্রাকালে কোথায় ছিল ? অজাতশত্রু আত্মস্বরূপ বুঝাইবার জন্যই গার্গ্যকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন। আর সেই নিদ্রাকালে পুরুষ যে ক্রিয়া, কর্তৃত্ব, কর্ম্মত্ব প্রভৃতি কারক ও তাহার ফল—সুখদুঃখাদিবিবর্জ্জিত কেবল শুদ্ধরূপে অবস্থিত, তাহা তৎকালীন

* জীব হৃদয়পুরে শয়ন (অবস্থান) করে, এ জন্য তাঁহাকে পুরুষ বলে। অথবা পূর্ণ পরমাত্মরূপে [illegible] জীব পুরুষ নামে অভিহিত হয়।

কার্য্যাভাব দেখাইয়া গার্গ্যকে বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন, সেই জন্যই পুরুষের জাগরণের পূর্ব্বাবস্থা প্রদর্শিত হইল।

তাৎপর্য্য এই—নিদ্রিত পুরুষ জাগরিত হইবার পূর্ব্বে কোনরূপ ক্রিয়া বা কোন সুখাদি অনুভব করে না, অতএব সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়াদিপরিশূন্য বলিয়া নিদ্রাকালীন অবস্থাই আত্মার প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়া যায়। তখন অজাতশত্রু অপ্রতিভ গার্গ্যের তত্ত্ব-জ্ঞান উৎপাদনের জন্য বিজ্ঞানময় আত্মা নিদ্রাকালে যাদৃশ স্বভাবসম্পন্ন ছিলেন এবং নিদ্রার অবসানে যে স্বভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া সংসারী নামে অভিহিত হইয়াছেন, সেই সমুদায় বুঝাইবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন। যদিও এই প্রশ্নের পরক্ষণেই "সেই সময়ে (নিদ্রাকালে) এই বিজ্ঞানময় আত্মা কোথায় ছিলেন এবং কোন্ স্থান হইতেই বা পুনশ্চ (জাগরণকালে) প্রত্যাগত হইলেন," এরূপ প্রশ্ন গার্গ্যেরই উপযুক্ত হয়, তথাপি পরোপকারপরায়ণ উদারচেতাঃ অজাতশত্রু—গার্গ্যের অজিজ্ঞাসায় অভিমান বা উপেক্ষা করেন নাই, বরং 'আমি নিশ্চয়ই তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান দিব' এই পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা-পূরণের নিমিত্ত অজাতশত্রু স্বয়ংই বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু অজাতশত্রু এইরূপে পুনঃপুনঃ বুঝাইলেও গার্গ্য, নিদ্রাকালে এই বিজ্ঞানময় আত্মা যে স্থানে ছিল এবং প্রবোধকালে বা যে স্থান হইতে আগত হইয়াছে, এই উভয় বৃত্তান্ত বলিতে বা প্রশ্ন করিতে সমর্থ হয়েন না ॥ ১৬ ॥

স হোবাচাঽজাতশত্রু-র্যত্রৈষ এতৎসুপ্তোঽভূদ্ য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষস্তদৈষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায় য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে তানি যদা গৃহ্নাত্যথ হৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম তদ্গৃহীত এব প্রাণো ভবতি গৃহীতা বাগ্ গৃহীতঞ্চক্ষু গৃহীতꣳ শ্রোত্রং গৃহীতং মনঃ ॥ ১৭ ॥

সেই অজাতশত্রু পূর্ব্বোক্ত বাক্যের তাৎপর্য্যপ্রকাশার্থ পুনশ্চ গার্গ্যকে বলিলেন যে, ব্রাহ্মণ! এই বিজ্ঞানময় পুরুষ নিদ্রাকালে যে স্থানে ছিলেন, এবং জাগ্রদ্দশায় যে স্থান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, যাহা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ এই বিজ্ঞানময়

পুরুষ যে স্থানে সুপ্ত থাকেন, তাহা বলিতেছি। যে সময়ে এই সকল বাক্, পাণি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের উপাধির স্বভাব হইতে উৎপন্ন ও অন্তঃকরণে অভিব্যক্ত বিশেষ বিজ্ঞানবলে ইন্দ্রিয়বর্গের অন্তঃকরণে বিষয়-সমর্পণ এবং নিজ নিজ বিষয়-গ্রহণ-সামর্থ্য (শক্তি) হরণ করিয়া এই পুরুষ অন্তঃকরণস্থ হৃদয়াকাশে অর্থাৎ সাংসারিক সুখদুঃখাদিবর্জ্জিত স্বাভাবিক আনন্দময় স্বভাবে অবস্থান করেন, এ স্থলে আকাশ অর্থে—সেই পরমাত্মারূপী আকাশই অভিপ্রেত, সাধারণ ভূতাকাশ নহে। অন্য শ্রুতিতে ইহাই কথিত আছে। ভাবার্থ এই—সুষুপ্তাবস্থায় "সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি" অর্থাৎ হে সৌম্য! জীব সে সময়ে (সুষুপ্তি-সময়ে) সৎসম্পন্ন হন, অর্থাৎ সৎ-ব্রহ্মের সহিত একীভাব প্রাপ্ত হন। এই শ্রুতিই বলিতেছেন যে, সুষুপ্তিসময়ে জীবাত্মা ঔপাধিক (লিঙ্গশরীররূপ * উপাধি সংসর্গে উৎপন্ন) সমস্ত সাংসারিক অবস্থা পরিহার করিয়া নির্ব্বিশেষে পরমানন্দময় পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হন। যদি বল, জীব যে সময়ে শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির অধ্যক্ষতা (সাক্ষিভাব) পরিত্যাগ করেন, সে সময়ে যে স্বস্বরূপ পরমাত্মাতে অবস্থান করেন, ইহার প্রমাণ কি? উত্তর—প্রসিদ্ধিই তাহার প্রমাণ, প্রসিদ্ধি এই যে, বিজ্ঞানময় জীবাত্মা যে সময়ে বাক্ পাণি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের বিজ্ঞানশক্তি হরণ করেন, তৎসময়ে (সুষুপ্তিকালে) এই বিজ্ঞানময় আত্মা 'স্বপিতি' অর্থাৎ নিদ্রিত এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন; যদি চ আত্মা নামরূপহীন, তথাপি ঐ নাম তাঁহার গৌণ, বস্তুতঃ স্বপিতি শব্দের অর্থ "স্বং আত্মস্বরূপং অপিতি অপিগচ্ছতি" অর্থাৎ স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হন। মানি বটে যে, আত্মার 'স্বপিতি' এই নামের প্রসিদ্ধি বশতঃ অসংসারিত্ব অর্থাৎ সাংসারিক সুখদুঃখবর্জ্জিতভাবে অবস্থিতি, পরন্তু ইহাতে যুক্তি কিছুই নাই, এই আশঙ্কায় শ্রুতি উত্তর করিতেছেন।

যুক্তি এই—সুষুপ্তিকালে প্রথমতঃ প্রাণ উপসংহৃত হয়, এ স্থলে বাগ্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রকরণে প্রাণের অর্থ ঘ্রাণেন্দ্রিয় বুঝিতে হইবে, পশ্চাৎ ক্রমে ক্রমে বাক্, চক্ষু, কর্ণ, মনও উপসংহৃত হয়; অতএব তৎকালে বাগাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হয় বলিয়া তৎসম্বন্ধ জীবকেও ক্রিয়াকারক প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ

---

* পঞ্চপ্রাণ-মনোবুদ্ধি-দশেন্দ্রিয় সমন্বিতম্। শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে। ইহার অর্থ—পঞ্চপ্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান,) মন, বুদ্ধি, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, (হস্ত, পদ, মুখ, মলদ্বার ও প্রস্রাবদ্বার) এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক) এই সপ্তদশ অবয়বনির্ম্মিত শরীরের নাম লিঙ্গশরীর, বা সূক্ষ্মশরীর। এই লিঙ্গশরীরই জীবের উপাধি, এই উপাধিযোগেই জীব সুখদুঃখাদি ভোগ এবং ইহলোক ও পরলোকে গমনাগমন করিয়া থাকেন।

ধর্ম্ম কথনই স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব সুষুপ্ত্যবস্থায় জীব স্বরূপে অবস্থান করেন ; ইহা অযৌক্তিক নহে ॥ ১৭ ॥

স যত্রৈতৎ স্বপ্ন্যয়া চরতি তে হাস্য লোকাস্তদুতেব মহারাজো ভবত্যুতেব মহাব্রাহ্মণ উতেবোচ্চাবচং নিগচ্ছতি স যথা মহারাজো জানপদান্ গৃহীত্বা স্বে জনপদে যথাকামং পরিবর্ত্তেতৈবমেবৈষ এতৎপ্রাণান্ গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে ॥ ১৮ ॥

আশঙ্কা হইতেছে যে, সত্য বটে, জীবের স্বপ্নাবস্থা নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানে পরিপূর্ণ, কিন্তু তৎকালে দেহেন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ না থাকিলেও তাহার সংসারিত্ব অনিবার্য্য। যেহেতু, জাগরণকালের ন্যায় তৎকালেও আত্মা সুখী বা দুঃখী হয়। বন্ধুবিয়োগে শোক করে ও মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয় ; অতএব সুখ-দুঃখ-শোকাদি তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, দেহেন্দ্রিয়সম্পর্কাধীন বা ভ্রান্তিকৃত নহে। স্বপ্নাবস্থায় তাহা ঘটিতে পারে না। এই আশঙ্কার উত্তরে শ্রুতি বলেন—না, তাহা বলিতে পার না ; স্বপ্নকালীন ঐ শোকমোহাদি মিথ্যা, কেন না, প্রকৃত বিজ্ঞানময় আত্মা যে কালে স্বপ্ন সন্দর্শন করিতে করিতে স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করেন, সে সময়ে এই বিজ্ঞানময় আত্মা সৎকর্ম্মের পরিপাকরূপে মহারাজত্ব (মহারাজধর্ম্ম)ই যেন প্রাপ্ত হন অর্থাৎ নিদ্রাবস্থায় যে সকল স্বপ্নদর্শন হয়, তন্মধ্যে কখন বা মহারাজাধিরাজ হইতে হয়, কখন বা সুবর্ণ-পর্য্যঙ্কোপরি দুগ্ধফেননিভ সুকুমার কুসুমশয়নে সময়যাপন হইতে থাকে, কখন বা অন্যবিধ আবার ভাবও পরিদৃষ্ট হয় ; এ সকলই কর্ম্মফলমাত্র ; তজ্জন্য এই মহারাজত্বাদি-প্রাপ্তিকে সৎকর্ম্মের ফলরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। স্বপ্নদৃষ্ট—দেব, মনুষ্য, তির্য্যক্ ও স্বর্গ-নরকাদি সমস্তই মিথ্যা, অজ্ঞানের কার্য্যমাত্র। অধিক কি, স্বপ্নদৃষ্ট উক্ত সকল বিষয়ের ব্যবহারিক সত্তাও নাই। এই জন্য শ্রুতি "মহারাজ" "মহাব্রাহ্মণ ইব" ইত্যাদি কল্পনায় সর্ব্বত্র "ইব" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, অর্থাৎ যেন মহারাজ হয়; যেন মহাব্রাহ্মণ হয়; তাহা হইলেই বলা হইল যে, স্বপ্নাবস্থায় মহারাজত্ব বা মহাব্রাহ্মণত্বাদি ধর্ম্ম সকল সম্পূর্ণ অসত্য। অতএব স্থির হইল যে, স্বপ্নকালে জীবাত্মা প্রকৃতপক্ষে বন্ধু-সংযোগ-বিয়োগাদিজনিত হর্ষশোকাদি দ্বারা সম্পৃক্ত হন না, এ জন্য সে সময়ে নিজ স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

যদি বল যে, যেমন জাগ্রৎকালীন রাজ্য, সম্পদ প্রভৃতিও জাগ্রৎসময়েই যথার্থরূপে অনুভূত হয়, স্বপ্নাবস্থাদিতে নহে; কিন্তু তথাপি তাহাকে সত্য বলিয়া মুক্তকণ্ঠে সকলেই স্বীকার করে, সেইরূপ স্বপ্নদৃষ্ট রাজত্ব প্রভৃতি জাগ্রৎকালে মিথ্যা হয়; হউক, তথাপি স্বপ্নকালে সে সত্য, অবিদ্যাকল্পিত নহে; অর্থাৎ তাহার সত্যতা স্বীকার করিতে বাধা কি? আর যদি বল, স্বপ্নরাজ্যের মত জাগ্রৎকালীন কার্য্যকারণ-ভাব ও দেবভাবপ্রাপ্তি অবিদ্যাকল্পিত, বাস্তব নহে, এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে স্বতন্ত্রধর্ম্মী বিজ্ঞানময় আত্মার উল্লেখই একমাত্র প্রমাণ, তবে ব্রহ্মস্বরূপতাপ্রাপ্তি বিষয়ে স্বপ্নরাজ্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল কেন? কেন না, মৃত্যুর পর পুনর্জ্জন্মগ্রহণে জীবের প্রাদুর্ভাবের ন্যায় ইহাতেও প্রাদুর্ভাব স্বীকার করিয়া উপপত্তি হইতে হইতে পারে। উত্তর—হাঁ, তাহা সত্য, সর্ব্বকর্ম্ম-বিরহিত বিজ্ঞানময় আত্মায় কার্য্য কারণ ও দেবতাত্মতা-প্রদর্শন শুক্তির রজতত্ব-প্রদর্শনের মত ভ্রান্তিকল্পিত, ইহা বিলক্ষণধর্ম্মী আত্মার অস্তিত্বনিরূপণ দ্বারাই প্রমাণিত হয়, কিন্তু ঐ আত্মনিরূপণের ন্যায় আত্মার বিশুদ্ধতাবোধনার্থ ঐ দৃষ্টান্ত প্রযুক্ত হয় নাই। উল্লিখিত দৃষ্টান্ত সকল পরমার্থত অসৎ হইলেও আত্মার জাগ্রৎকালীন দেহেন্দ্রিয়স্বরূপতা ও দেবতাত্মতা জ্ঞান উদ্ভাবিত করিতে পারে, এ জন্য ঐ দৃষ্টান্তপ্রদর্শনও ব্যর্থ হয় নাই। আর উক্ত আত্মস্বরূপ-প্রদর্শনও ব্যর্থ নহে, যেহেতু, সকল ন্যায়ই যৎকিঞ্চিৎ বিশেষত্ব বোধ করাইতে পারিলেও পুনরুক্তিদোষে দুষ্ট হয় না। এইরূপে ভাষ্যকার বাদ-প্রতিবাদ দ্বারা পূর্ব্বকথার একরূপ পরিহার করিয়া পুনশ্চ প্রকারান্তরে তাঁহার সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, স্বপ্নদৃষ্ট মহারাজত্বাদি ধর্ম্মসকল কখনই আত্মার স্বরূপ বা ধর্ম্ম নহে; কেন না, স্বপ্নকালীন আত্মা হইতে বিভিন্ন আত্মা জাগ্রৎকালীন বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রকাশ পায় দেখা যায়, যদি স্বপ্নদৃষ্ট মহারাজত্বাদি আত্মার ধর্ম্ম হইত, তবে, মনে কর, যখন মহারাজ স্বয়ং পর্য্যঙ্কোপরি সুখনিস্পন্দভাবে নিদ্রিত আছেন এবং নিজ প্রজাবর্গও দূরে স্থানান্তরে নিদ্রা যাইতেছে, এমন সময় সেই মহারাজই স্বপ্নে দেখিতেছেন যে, তাঁহার দূরবর্ত্তী অনুচরবর্গ সমীপে উপস্থিত হইয়াছে এবং ঠিক যেন জাগরিতের মত নিজেকে মহারাজ মনে করিতেছেন, তিনি যেন মহারাজ-রূপেই কোন মহোৎসবে গিয়াছেন এবং বিবিধ বিষয় সম্ভোগ করিতেছেন। এই ঘটনায় বিবেচনা করিয়া দেখ, সেই পর্য্যঙ্কসুপ্ত মহারাজ বিনা এমন কোনও দ্বিতীয় জন তৎকালে বাস্তব ছিল না, যিনি দিবাভাগে অনুচর সমভিব্যাহারে স্বীয় রাজ্য পর্য্যটন করিতে পারেন—যাঁহাকে তিনি স্বপ্নে দেখিবেন। দ্বিতীয়তঃ

সেই সুপ্ত মহারাজের চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণও সে সময়ে মুদ্রিত লুপ্তশক্তি হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং তাঁহার পক্ষে কোনরূপ রূপবান্ বস্তুর দর্শনাদি করাও অসম্ভব।

তৃতীয়তঃ, দেহাভ্যন্তরে তাঁহার দেহসদৃশ অপর একটি দেহও বর্ত্তমান ছিল না যে, তাহাকেই কোনরূপে দর্শন করিয়াছেন বলিব, শরীরের বহির্দ্দেশে স্বপ্নদর্শন হইলে এ সকল কল্পনা সম্ভব হইত, কিন্তু তাহাও বলিতে পার না। কারণ, দেহস্থ আত্মাই স্বপ্নদর্শন করে, তাঁহার বাহিরে যাইবার শক্তি নাই। যদি বল যে, কেবল আত্মাকেই বাহিরে বিচরণ করিতে দেখে, কিন্তু অন্যান্য স্বপ্নবস্তু সকল বাহিরে দেখে না, এই আশঙ্কাও করিতে পার না। কেন না, শ্রুতি নিজেই বলিতেছেন যে, মহারাজ যেমন অন্যান্য জনপদস্থিত কার্য্যোপযোগী ভৃত্য ও অভৃত্য সকলকে সংগ্রহ করিয়া স্বীয় ভুজবললব্ধ জনপদে (রাজ্যে) ইচ্ছানুরূপ পরিক্রমণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন, সেইরূপ এই বিজ্ঞানময় আত্মাও ইন্দ্রিয়গণকে জাগরণ-স্থান (অবস্থা) হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া স্বেচ্ছানুসারে পুনশ্চ স্বীয় শরীরমধ্যেই প্রতিনিবৃত্ত হন, এবং কামনা ও কর্ম্ম দ্বারা স্বপ্নে প্রকাশিত জাগ্রৎ-কালীন অনুভূত বস্তুর সদৃশ বাসনা অর্থাৎ সংস্কার বা সংস্কারের পরিণাম সকল দর্শন করিয়া থাকেন। অতএব স্বপ্নে যে সকল বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়, তৎসমস্তই মিথ্যা—অজ্ঞানপ্রসূত ভিন্ন আর কিছুই নহে; এইরূপ জাগ্রৎকালে অনুভূত বিষয়সকলও মিথ্যা বলিয়া জানিবে।

ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, আত্মা কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম-রহিত, বিশুদ্ধ ও বিজ্ঞানময়। যেহেতু, দেখা যায়, দ্রষ্টা আত্মা যে সকল লৌকিক-ভাব প্রত্যক্ষ করেন, তাহা ক্রিয়াকর্ম্ম ও সুখদুঃখাদি ফলস্বরূপ এবং কার্য্য-কারণময় স্বপ্নাবস্থায়ও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। অতএব ঐ দ্রষ্টা বিজ্ঞানময় বিশুদ্ধ আত্মা দৃশ্য জ্ঞেয় জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালীন বস্তুসমূহ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ॥ ১৮ ॥

অথ যদা সুষুপ্তো ভবতি যদা ন কস্যচন বেদ, হিতা নাম নাড্যো দ্বাসপ্ততিসহস্রাণি হৃদয়াৎ পুরীততমভিপ্রতি-ষ্ঠন্তে তাভিঃ প্রত্যবস্থপ্য পুরীততি শেতে স যথা কুমারো-বা মহারাজো বা মহাব্রাহ্মণো বাতিঘ্নীমানন্দস্য গত্বা শয়ী-তৈবমেবৈষ এতচ্ছেতে ॥ ১৯ ॥

বাদী আপত্তি করেন, স্বপ্নাবস্থায় * পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারবশতঃ রথ, গজ, নর, নগর প্রভৃতি বিবিধ বস্তুনিচয় জ্ঞানপথের পথিক হয়, সুতরাং সেই স্বপ্নে দৃশ্য বস্তুনিচয় সংস্কারের পরিণামমাত্র, আত্মার ধর্ম্ম নহে; সুতরাং আত্মার বিশুদ্ধতা প্রতীত হইল বটে, কিন্তু আত্মা স্বপ্নরাজ্যে যে ইচ্ছানুসারে পরিক্রমণ করেন, কথিত হইয়াছে, সেই পরিক্রমণ দ্রষ্টার (আত্মার) সহিত দৃশ্যের সম্বন্ধ ব্যতীত সম্ভব কি? অথচ সেই সম্বন্ধ মানিলে পুনশ্চ আত্মার অশুদ্ধতা অর্থাৎ বস্তু সম্বন্ধে শোক-মোহাদি বিকার আসিয়া পড়ে; এই আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ শ্রুতির আরম্ভ হইতেছে।

জীব যে সময়ে রথ-গজাদি বিচিত্র বিচিত্র দৃশ্যসকল দর্শন করিতে করিতে স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করেন, সে সময়েও তিনি বিশুদ্ধস্বভাবই থাকেন, এবং জীব যে সময়ে শব্দস্পর্শাদিবিশেষবিজ্ঞান সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ স্বাপ্ন-বিজ্ঞানকেও অতিক্রম করিয়া কেবলমাত্র প্রশান্ত-তরঙ্গ নিরাবিল সলিলবৎ বিষয়-বিক্ষোভহীন প্রসন্নগম্ভীর সদানন্দময় সুষুপ্তি প্রাপ্ত হন, (সুতরাং) জীব সে সময়েও বিশুদ্ধস্বভাব।

এক্ষণে সুষুপ্তিকালের অবস্থা নিরূপিত হইতেছে।— যে সময়ে জীব কোন শব্দ প্রভৃতি বা তৎসম্পৃক্ত বস্তু জানিতে পারেন না, তাহাকেই সুষুপ্তি বলে। অথবা যে সময় কিছুই জানিতে পারে না, তাহাকেই সুষুপ্তি বলা সঙ্গত। জীব কিরূপে সেই সুষুপ্তি প্রাপ্ত হন, তাহা বলা হইতেছে। প্রত্যেক দেহীর দেহমধ্যে দ্বাসপ্ততি সহস্র (৭২০০০) ভুক্তপীত অন্নজলের পরিণামরূপ নাড়ী (শিরা) বিদ্যমান আছে, তাহারা দেহের হিত (উপকার) করে, এজন্য তাহাদের নাম "হিতা।" এই সমস্ত হিতানাড়ীই পুণ্ডরীকাকার (শ্বেতপদ্মসদৃশ) হৃদয়াখ্যমাংস-খণ্ড (হৃৎপদ্ম) হইতে বিনির্গত হইয়া 'পুরীতৎ' নামক নাড়ীতে অবস্থান করে অর্থাৎ সমগ্র শরীর ব্যাপিয়া বহির্মুখীপ্রবৃত্তিমান্ হইয়া থাকে। (যদিচ পুরীতৎ বলিতে হৃদয় পরিবেষ্টন নাড়ীকে বুঝা যায়, কিন্তু এ স্থলে পুরীতৎ শব্দে শরীর অর্থ অভিপ্রেত) তাৎপর্য্য এই—ঐ নাড়ী সকল অশ্বত্থপত্রের ন্যায় (অশ্বত্থপত্র যেমন শিরাজালে

---

* "করণেষু উপসংহৃতেষু জাগরিতসংস্কারজঃ প্রত্যয়ঃ স্বপ্নঃ।" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে যে জাগ্রৎকালীন অনুভূত বস্তুর সংস্কারজনিত জ্ঞান, তাহার নাম স্বপ্ন। স্বপ্নকালে যত কিছু দেখা যায়, তৎসমস্তই জাগরিতকালে অনুভূত বস্তুসকলের নামান্তর, অবস্থান্তর বা রূপান্তরমাত্র। জাগ্রৎকালে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান জন্মে স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয় ব্যতীত কেবল অন্তঃকরণ হইতে জ্ঞানের উদয় হয়, কিন্তু সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের বিলয় হেতু কেবল মাত্র জীব নিজেই আত্মানন্দ অনুভব করেন।

জড়িত) এই সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া আছে, সমস্ত নাড়ীরই গতি বহির্দ্দিকে। তন্মধ্যে অন্তঃকরণ—বুদ্ধির স্বাভাবিক বাসস্থান হৃদয়, অন্যান্য সমস্ত বাহ্য ইন্দ্রিয়ই এই হৃদয়স্থিত বুদ্ধির অধীন। সেই হেতু বুদ্ধি স্বয়ং হৃদয়ে থাকিয়াই জীবের কর্ম্মানুসারে মৎস্যজীবীর ন্যায় পাশ সদৃশ এই সকল নাড়ী দ্বারা চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে কর্ণচ্ছিদ্র প্রভৃতি স্থানে বিস্তারিত করিয়া বসিয়া থাকে, অর্থাৎ মৎস্য-জীবী যেমন এক স্থানে থাকিয়া জাল প্রসারণ করত সুদূরস্থ মৎস্য সকল গ্রহণ করে, ঠিক তেমনই হৃদয়স্থ বুদ্ধিও স্বস্থানস্থিত হইয়াই কথিত "হিতা" নাড়ী সকল শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়স্থানে প্রেরণ করিয়া দূরবর্ত্তী বিষয়সকল গ্রহণ করে। বিজ্ঞানময় আত্মা জাগরণকালে ঐ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যরূপে সেই বুদ্ধিকে ব্যাপিয়া থাকেন, অর্থাৎ আত্মা বুদ্ধিরূপেই কার্য্য করিয়া থাকেন এবং যখন বুদ্ধির সঙ্কোচন-কাল (নিদ্রাসময়) অর্থাৎ হিতানাড়ী সকলের (জালের ন্যায়) একত্রীকরণসময় উপস্থিত হয়, তখন বুদ্ধিবৃত্তির সহিত নিজেও সঙ্কুচিত হন। এই সঙ্কোচনই জীবের নিদ্রা। জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রবিম্ব যেরূপ বাত্যাতাড়িত জলসম্পর্কে চঞ্চলাদিরূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ বিজ্ঞানময় (জীব) নিঃসঙ্গ হইলেও জাগ্রৎকালীন যে বিষয়সম্পর্ক লাভ করেন, তাহাই তাঁহার ভোগস্বরূপ অর্থাৎ বুদ্ধির সহিত অভেদাভিমানী আত্মা বুদ্ধির স্বভাব—বিষয়বিক্ষেপ অনুসরণ করে। এই জন্য বুদ্ধির বিক্ষেপও আত্মার ভোগ নামে কথিত হয়। সুতরাং নিদ্রাকালে বিজ্ঞানময় জাগ্রৎসংস্কারবিশিষ্ট বুদ্ধির সর্ব্বত্র বিস্তৃত সেই হিতানাড়ীসকলের সহিত প্রত্যানয়ন হয়, ইহা সঙ্গত। তপ্ত লৌহস্থ অগ্নির ন্যায় (অগ্নি যেমন তপ্ত লৌহের সর্ব্বশরীরে ব্যাপিয়া থাকে, তদ্রূপ) বুদ্ধি সেই হিতা নাড়ীর সহিত পুরীততে অর্থাৎ পুরীতৎ নাড়ীব্যাপ্ত সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হন। যদিচ আত্মা প্রতিনিয়তই স্বস্বরূপে বর্ত্তমান আছেন, তথাপি বিজ্ঞানময়ের সময়বিশেষে কর্ম্মানুগত বুদ্ধির আনুগত্য হেতু সুষুপ্তিকালে পুরীততে অবস্থান উক্ত হইয়াছে। নচেৎ সুষুপ্তিকালে আত্মার দেহের সহিত সম্বন্ধ-মাত্রও থাকে না ; "তীর্ণো হি তদা সর্ব্বান্ শোকান্ হৃদয়স্য" অর্থাৎ সে সময়ে (সুষুপ্তিকালে) জীব হৃদয়গত সর্ব্বপ্রকার শোক অতিক্রম করেন ; কোনরূপ শোক-মোহাদিই ভোগ করেন না ; এই বক্ষ্যমাণ শ্রুতিই উল্লিখিত কথার প্রমাণ। অধিক কি, এই সুষুপ্তি অবস্থা সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক দুঃখ হইতে বিমুক্ত। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন কুমার (অত্যন্ত বালক), যাঁহার কথামাত্রে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেই মহারাজও যিনি পরিপক্ক বিদ্যা ও বিনয়ে অলঙ্কৃত, ইঁহারা

যেমন আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন, জীবও সেইরূপ অতিঘ্নী অর্থাৎ পরমানন্দময় এই সুষুপ্তি অবস্থা লাভ করিয়া আনন্দময় স্বরূপে অবস্থান করেন। বালক, মহারাজ ও মহাব্রাহ্মণ (সমদর্শী) ইঁহাদের সুখ স্বভাবতঃ সুনির্ম্মল ও নিরতিশয় বলিয়া সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ, এ জন্যই এখানে তাঁহাদের সুখ সুষুপ্তির দৃষ্টান্তস্থানীয় করা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের সুষুপ্তি কখনই দৃষ্টান্তস্থানীয় নহে, কারণ, সুষুপ্তি কখনই সুষুপ্তির দৃষ্টান্ত হইতে পারে না; কেন না, কোন একটি উভয়গত সমান গুণ দেখিয়া ভিন্নজাতীয় একটি পদার্থ অপর পদার্থের দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হয়। এক বস্তু কখনই দৃষ্টান্ত হয় না।) অতএব পরিশেষে এইরূপে বিজ্ঞানময় আত্মা সর্ব্ববিধ সাংসারিক ভার হইতে বিমুক্ত হইয়া নিদ্রা-কালেও স্বস্বরূপে অবস্থান করেন, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল ॥ ১৯ ॥

স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি তস্যোপনিষৎসত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্ ॥ ২০ ॥

দ্বিতীয়াঽধ্যায়ে প্রথমং ব্রাহ্মণম্।

গত শ্রুতিতে বিজ্ঞানময় আত্মা সুষুপ্তাবস্থায় কোথায় বর্ত্তমান ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে এবং সেই উত্তর দ্বারাই বিজ্ঞানময়ের স্বাভাবিক নির্ম্মলতা ও অসংসারিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে বিজ্ঞানময় সুষুপ্তির পর পুনঃ কোথা হইতে জাগ্রৎকালে প্রত্যাগত হন, এই প্রশ্নের উত্তরার্থ পরশ্রুতির আরম্ভ হইতেছে। ইহাতে প্রথমতঃই এই আপত্তি হইতে পারে যে, যে জন যে গ্রামে, যে নগরে বা যে স্থানে থাকে, সে অন্যত্র যাইতে হইলে সেই স্থান হইতেই গমন করে, অন্য কোনও স্থান হইতে নহে, তাহা হইলেই 'সুষুপ্তাবস্থায় জীব কোথায় ছিল?' কেবল এই এক প্রশ্ন দ্বারাই যথেষ্ট হইত, 'পুনশ্চ কোথা হইতে আসিল?' এই দ্বিতীয় প্রশ্ন করা সর্ব্বতোভাবে নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়; কেন না, ঐ দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর লোকে সহজেই বুঝিতে পারে। যে স্থানে ছিল, সেই স্থান হইতে আসিয়াছে, ইহা অতি দুর্ব্বোধ নহে। যদি বল, তুমি কি শ্রুতির উপর দোষারোপ করিতেছ? না, তাহা করি নাই, শ্রুতির দোষ বলিতেছি না, কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নের অন্য কি অভিপ্রায় আছে, শুনিতে চাই, সেই জন্য আনর্থক্য-

দোষের আশঙ্কা করিতেছি। তদুত্তরে যদি বল, শ্রুতিস্থ 'কুতঃ' এই পদে অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি বলিব না, কারণ, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত পুনরুক্তিদোষের প্রসঙ্গ হয়, এই জন্য অন্য অর্থে পঞ্চমী বিভক্তি বলা হউক। বেশ, নিমিত্তার্থে পঞ্চমী বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে বলিব। উত্তর—তাহাও নহে, অর্থাৎ সুষুপ্ত জীব কি নিমিত্ত আসিয়াছে, এইরূপ অর্থ যদি কর, তবে শ্রুতিকথিত প্রত্যুত্তর সঙ্গত হয় না; কারণ, প্রত্যুত্তরে বলা হইয়াছে যে, "যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাঃ" ইত্যাদি; অর্থাৎ জাজ্বল্যমান অগ্নি হইতে যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ (অগ্নিকণা) নির্গত হয়, তদ্রূপ চেতনাচেতন সমস্ত জগৎ পরমাত্মা হইতে বিনির্গত হয়। এই উত্তর 'অস্মাদাত্মা,ইত্যাদি শ্রুতিই বলিতেছেন, অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে সকল প্রকাশিত হয়, সুতরাং পরমাত্মা বিজ্ঞানাত্মার অপাদান; অতএব "কুতঃ" এই স্থানে নিমিত্তার্থে পঞ্চমী হইবে কি প্রকারে? অথচ অপাদানে পঞ্চমী হইলেও অর্থসঙ্গতি থাকে না, পৌনরুক্ত্য দোষ হয়, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। উত্তর—না, শ্রুতির অভিপ্রায় তাহা নহে। কারণ, "কোথা ছিল" এবং "কোথা হইতে আসিল" এই উভয় প্রশ্নই আত্মায় কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি ক্রিয়াকারক ও সুখ-দুঃখাদি ফলের সম্পর্কহীনতা প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশেই প্রযুক্ত হইয়াছে। এ জন্যই এ স্থলে বিদ্যা (জ্ঞান) ও অবিদ্যা (অজ্ঞান) ভেদে দ্বিবিধ বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন: তন্মধ্যে বিদ্যাবিষয় "আত্মেত্যেবোপাসীত" ইত্যাদি অর্থাৎ আত্মারই উপাসনা করিবে, আত্মাকেই জানিবে ও আত্মলোকেরই আরাধনা করিবে ইত্যাদি; এবং অবিদ্যার বিষয় পাঙ্‌ক্ত কর্ম্ম এবং তাহার ফল—নাম, রূপ ও কর্ম্মাত্মক ত্রিবিধ অন্ন প্রভৃতি। ইহার মধ্যে অবিদ্যাবিষয়ে যাহা বক্তব্য, তৎসমস্তই বলা হইয়াছে; বিদ্যাবিষয়েও "ব্রহ্ম তে ব্রবাণি" ও "জ্ঞাপয়িষ্যামি" বলিয়া বিদ্যাবিষয় আত্মার উপক্রম করা হইয়াছে মাত্র; এ পর্য্যন্ত কিছুই নিরূপণ করা হয় নাই; এক্ষণে তাঁহার স্বরূপনিরূপণার্থ 'ব্রহ্ম তে ব্রবাণি' বলিয়া উপক্রম করিবার পর এবং 'জ্ঞাপয়িষ্যামি" অর্থাৎ জানাইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করায় অবশ্যবক্তব্য বিদ্যাবিষয়ীভূত সেই ব্রহ্ম যথাযথ নিরূপিত হইবে, সে জন্য পূর্ব্বে সেই ব্রহ্মের যথাযথ স্বরূপ যে ক্রিয়াকারক, ফল-পরিশূন্য অত্যন্ত বিশুদ্ধ সত্যস্বভাব, তাহার নিরূপণার্থ শ্রুতি দ্বারা "ক্বৈষ তদাভূৎ" এবং "কুত এতদাগাৎ" এই উভয় প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। তন্মধ্যে যে বস্তু থাকে, সে আধেয় এবং যাহাতে থাকে, তাহা অধিকরণ, এই আধার ও আধেয় উভয়ই পরস্পর বিভিন্ন, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ; সেইরূপ যে আসে, সে কর্ত্তা এবং যে স্থান হইতে আসে, সে অপাদান, এই কর্ত্তা ও অপাদান পরস্পর ভিন্ন, তদ্রূপ জীব

(সুষুপ্তিকালে) যাহাতে (স্বস্বরূপে) অবস্থান করেন, এবং জাগ্রৎকালে যে স্থান হইতে প্রত্যাগত হন, এই আধার, আধেয় এবং কর্ত্তা ও অপাদান অবশ্যই পরস্পর বিভিন্ন হইবে; ইহা বলাই বাহুল্য। তবেই আত্মা স্বভিন্ন যে কোন স্থানে ছিল, এবং স্বতন্ত্র আত্মা স্বতন্ত্র করণ সাহায্যে যে কোন স্বতন্ত্র স্থান হইতে আসিয়াছেন, এই লৌকিক যুক্ত্যনুযায়িনী আশঙ্কা স্বতই উদিত হয়, প্রত্যুত্তর দ্বারা তাহার নিরাকরণ করা আবশ্যক, এই জন্য "কুত এতদাগাৎ" অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোথা হইতে আসিয়াছে, এই দ্বিতীয় প্রশ্নের অবতারণা করা হইয়াছে। এই আত্মা স্বয়ং স্বতন্ত্ররূপে স্বতন্ত্র স্থানে ছিলেন না, এবং বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন ভাবে আসেন নাই ও আত্মার দ্বিতীয় সাধন নাই। যেহেতু. তিনি অদ্বিতীয়। এই যে লৌকিক আধার, আধেয় এবং অপাদান ও কর্ত্তার ন্যায় আত্মার অধিকরণ, অপাদান ও সাধনের সহিত বাস্তবিক পার্থক্য নাই; তবে কি তৎকালে আত্মা স্বরূপে (আত্মাতে) লীন হইয়াছিলেন এবং স্বস্বরূপ (আত্মা) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। "সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি, প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তঃ পর আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠিতঃ" ইত্যাদি শ্রুতিই তাহার নিদর্শন। অর্থাৎ হে সোম্য! সেই সুষুপ্তিসময়ে জীব সৎস্বরূপ প্রাপ্ত হন এবং সৎস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া পরমাত্মাতে অবস্থান করেন। অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত হইল, স্বতন্ত্র আত্মা অন্য স্থান হইতে আবিভূর্ত হয়েন না। শ্রুতি দ্বারাই তাহা প্রদর্শিত হইতেছে, অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গের ন্যায় এই আত্মা হইতেই সকল নির্গত হয়, আত্মার অপাদান কেহ নাই; অর্থাৎ আত্মা ব্যতিরেকে কোন বস্তুর সত্তা নাই। যদি বল, প্রাণাদিই আত্মা ব্যতিরিক্ত বিভিন্ন বস্তু? তাহাও নহে; যেহেতু, প্রাণাদিও ঐ আত্মা হইতেই নির্গত হয়, ইহার কারণ এই—যেমন ঊর্ণনাভ (মাকড়শা) একাকীই অন্য কিছুর সাহায্য ব্যতিরেকেও স্বশরীর হইতে সূত্র বহিষ্কৃত করত নিজ হইতে অভিন্ন সেই তন্তুর সহিত উদ্গত হয় অথবা যেমন জাজ্বল্যমান এক অগ্নিখণ্ড হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নিকণা নানারূপে নির্গত হয়, অর্থাৎ যেমন সূত্র ও অগ্নিকণা স্বতন্ত্র কারকের অভাবেও কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে এবং নির্গত হইবার পূর্ব্বে ঊর্ণনাভ ও অগ্নির সহিত অপৃথক্‌ভাবে অবস্থিতি করে, তেমনই বিজ্ঞানময় আত্মার প্রবোধের পূর্ব্বকালীন স্বরূপ হইতে (ব্রহ্মের সহিত অভিন্নভাবে অবস্থিত) বাক্, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ বহির্গত হয়। তাহা হইতে বহির্গত হইবার পর আত্মা পৃথক্‌ভাবে প্রতীয়মান হন মাত্র, বাস্তবিকপক্ষে সর্ব্বতোভাবে অপৃথক্।

শুধু ইহাই নহে, স্বরূপে অবস্থিত আত্মা হইতে সমস্ত ভুবন, সুখ-দুঃখাদি সমস্ত কর্ম্মফল এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত দেবতা—অধিক কি, ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণী উদ্ভূত হয়।

এই যে স্থাবরজঙ্গমাদি সমস্ত জগৎ, ইহাও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় যে আত্মা হইতে অহরহ উদ্ভূত হইতেছে, যাহাতে জলবিম্ববৎ বিলয় পাইতেছে এবং স্থিতি-কালে যাহাতে অবস্থিত থাকে, সেই ব্রহ্মস্বরূপ আত্মার * উপনিষৎ—উপাসকগণের চিন্তনীয় নাম—"সত্যস্য সত্যং" অর্থাৎ সত্যেরও সত্য। ইহার অর্থ এই—প্রাণ সত্য (অপেক্ষাকৃত), কিন্তু এই আত্মা সেই সত্যেরও সত্য, অর্থাৎ এই আত্মার সত্তাবলেই প্রাণের সত্তা, নচেৎ প্রাণ কোনরূপেই আত্মলাভ করিতে পারিত না। আত্মা যে কিরূপে সত্যেরও সত্য হইলেন, এই অর্থ দুর্ব্বোধ বলিয়া যদি লোক অন্যরূপ অসঙ্গত অর্থ কল্পনা করে, এই আশঙ্কায় শ্রুতি নিজ মুখেই তাহার ব্যাখ্যা করিলেন—"প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যমিতি।" বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় যে সৎরূপে প্রতীয়মান, এই আত্মা বাস্তবিক 'তৎসমুদায়েরও কারণ; এই জন্য সত্যেরও সত্য। এই পূর্ব্বকথিত বাক্যের ব্যাখ্যানের জন্যই পরবর্ত্তী দুই ব্রাহ্মণ (পরিচ্ছেদবিশেষ) আরব্ধ হইবে।

ইহাতে বাদী আপত্তি করেন যে, বেশ, স্বীকার করিলাম যে, পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ-দ্বয় "সত্যস্য সত্যং" এই উপনিষদের ব্যাখ্যানার্থ। কিন্তু উহার যে 'উপনিষৎ' সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, জানি না, সেই সংজ্ঞা—"সত্যস্য সত্যং" এই নামটি কি পূর্ব্বোক্ত অজাতশত্রু রাজার হস্ততাড়নে প্রবোধিত, সাংসারিক শব্দস্পর্শাদি-বিষয়-ভোক্তা প্রস্তাবিত বিজ্ঞানময় আত্মার? অথবা এতদতিরিক্ত কোনও অসংসারীর (ব্রহ্মের)? যদি বল যে, সে নির্ণয়ের প্রয়োজন কি? তাহাও বলিতে পার না; কারণ, যদি "সত্যস্য সত্যং" এই নামটি সংসারী জীবের হয়, তাহা হইলে সেই সংসারী জীবই মুমুক্ষুর বিজ্ঞেয় বলিতে হয়। সেই জীববিষয়ক জ্ঞানই সর্ব্বার্থসিদ্ধির হেতু মানিতে হইবে, জীবই ব্রহ্মশব্দের বাচ্য (অর্থ) হইয়া পড়ে এবং সংসারি-জীব-বিদ্যাই (জ্ঞান) ব্রহ্মবিদ্যারূপে পরিগৃহীত হয়, সুতরাং তদুপযোগী উপায় সকলও অবলম্বিত হইবে। আর যদি এতদতিরিক্ত কোনও অসংসারী (ব্রহ্ম) এই নামের নামী হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ববৎ সেই অসংসারীই বিজ্ঞেয়, তাহার এই জ্ঞানই ব্রহ্মবিদ্যা এবং এই ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই পরমপুরুষার্থপ্রাপ্তি হইবে; অতএব প্রথমতঃ "সত্যস্য

* উপনিষৎ উপ—সমীপং নিসাদয়তি গময়তীত্যুপনিষৎ, বাচকং নাম ইতি, অর্থাৎ যে নাম নিজের (নামের) উপাসককে ব্রহ্মসমীপে লইয়া যায়, তাহার নাম উপনিষৎ।

শত্যং" এই নামের নামী নির্ণয় করা অত্যাবশ্যক নহে কি? যেহেতু, এই সমুদায়ই শাস্ত্র-প্রামাণ্য হেতু হইতেই হইবে। কিন্তু অসংসারীর (ব্রহ্মের) জ্ঞান ব্রহ্মবিদ্যা বলিলে 'আত্মেত্যুপাসীত' ইত্যাদি শ্রুতির উপর দোষারোপ হইয়া পড়ে, কারণ, "আত্মেত্যেবোপাসীত', অর্থাৎ আত্মা এই ভাবে উপাসনা করিবে, 'আত্মানমেবাবেৎ' অর্থাৎ আত্মাকেই জানিবে এবং 'অহং ব্রহ্মাস্মি' অর্থাৎ আমি "ব্রহ্মস্বরূপ" ইত্যাদি জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদপ্রতিপাদিকা শ্রুতি সকল পরস্পর বিভিন্ন উপাস্য-উপাসকভাবপক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত হয়। কেন না, উপাস্য যদি উপাসক হইতে পৃথক্ হয়, এবং উপাসকও যদি উপাস্য হইতে পৃথক্ হয়, তাহা হইলেই একে অপরকে উপাসনা করিতে পারে, কিন্তু অভিন্ন পদার্থের উপাসনা হইতে পারে না। সংসারী জীব নামে স্বতন্ত্র যদি কেহ না থাকে, তবে শ্রুতির উপদেশবাক্যই অনর্থক হইয়া পড়ে। ভাষ্যকার দেখিলেন, যখন এই প্রশ্নটির উত্তর শ্রুতি দ্বারা নিরূপিত নহে, অতএব ইহা অতি জটিল বিষয়। এই বিষয়ে পণ্ডিতগণেরও মহামোহ জন্মে। এই জন্য ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তিগণের সন্দেহ-ভঞ্জনার্থ ব্রহ্মবিদ্যা-প্রকাশক বাক্য-সমুদায় লইয়া ভাষ্যকার প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বিচার করিতেছেন। 'সত্যস্য সত্যং' এই নামের নামী অসংসারী পরমাত্মা হইতে পারে না। কারণ, যখন হস্ততাড়নে জাগরিত, শব্দ-স্পর্শাদিবিষয়োপভোক্তা, সুপ্ত, অতএব অবস্থান্তরবিশিষ্ট হইতে বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, তখন তাহাকে অসংসারী বলি কিরূপে? আবার নিয়ন্তা অথচ কামনাবর্জ্জিত পরমব্রহ্ম নামে কেহ আছে, ইহাও মানি না; কারণ, যেহেতু 'ব্রহ্মজ্ঞাপয়িষ্যামি' অর্থাৎ (আমি তোমাকে) ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ করিব, এইরূপে শ্রুতি জনকমুখে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক সুপ্ত পুরুষসমীপে গমনান্তে এবং সেই সুপ্ত পুরুষকে হস্ততাড়নে জাগরিত করিয়া তাহার শব্দাদি বিষয় ভোগের ক্ষমতা প্রদর্শন করিলেন এবং তাহাকেই স্বপ্নপরম্পরায় সুষুপ্তি-নামক চতুর্থী অবস্থায় উন্নীত করিয়া সুষুপ্তাবস্থায় একত্ব-প্রাপ্ত সেই আত্মা হইতেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় কিম্বা ঊর্ণনাভি-সূত্রের ন্যায় সমস্ত জগতের উৎপত্তি দেখাইয়াছেন। কৈ? এই প্রকরণে সেই সুষুপ্ত ও প্রবুদ্ধ আত্মার অন্তরালে বিজ্ঞানময় ভিন্ন আর কাহাকেও ত জগতের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় নাই, বরং বিজ্ঞানময়ের প্রকরণ বলিয়া স্থানে স্থানে তাহারই উল্লেখ দেখা যাইতেছে।

বিশেষতঃ ইহার সমান প্রকরণস্থ কৌষীতকি-শ্রুতিতেও প্রথমতঃ আদিত্যাদি পুরুষকে ব্রহ্মরূপে উল্লেখ করিয়া অবশেষে "হে বালাকি গার্গ্য! যিনি এই সমস্ত

আদিত্যাদি পুরুষের সৃষ্টিকর্ত্তা, এবং তত্তৎসমস্ত যাঁহার কর্ম্ম অর্থাৎ সৃষ্ট, একমাত্র তিনিই জ্ঞাতব্য, এইরূপে বিজ্ঞানময় প্রবুদ্ধ আত্মারই জ্ঞেয়ত্ব প্রদর্শন করাইয়াছেন, কিন্তু এতদতিরিক্ত কাহারও উল্লেখ করেন নাই।

এবং পরেও "আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি" অর্থাৎ আত্মার (জীবের) প্রীতির নিমিত্তই সমস্ত বস্তু প্রীতিভাজন হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে বস্তু আত্মার উপকার বা প্রীতি সম্পাদন করিতে সমর্থ, সেই বস্তুই আত্মার প্রিয় হয়, সুতরাং আত্মার প্রীতি অনুসারে সকল বস্তুই প্রিয় হইতে পারে। এই কথা বলিয়া প্রিয়রূপে প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানময় আত্মাকেই, দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য ও মন্তব্যরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

এইরূপ ব্রহ্মবিদ্যার উপক্রমেই বলা হইয়াছে, "আত্মেত্যেবোপাসীত তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ, তদাত্মানমেবাবেৎ অহং ব্রহ্মাস্মীতি" অর্থাৎ সেই আত্মা পুত্রবিত্তাদি সমস্ত প্রিয়বস্তু অপেক্ষাও প্রিয়, সেই সর্ব্বপ্রিয় আত্মাকে "আমি (জীব)-ই ব্রহ্ম" ইত্যাকার জ্ঞানে উপাসনা করিবে, এই সকল শ্রুতি অসংসারী আত্মার অভাবপক্ষেই আনুকূল্য করে। ইতঃপরেও শ্রুতি স্বয়ংই বলিবেন যে, "আত্মানঞ্চেদ্‌বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ" অর্থাৎ আমি (জীব) পরিপূর্ণ পরাৎপর ব্রহ্মস্বরূপ, এই জ্ঞান যাহার হইয়াছে ইত্যাদি।

আর অধিক কি, সমস্ত বেদান্তই অন্তঃকরণোপাধিক জীবকে "অহং ব্রহ্ম" অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম, ইত্যাকারেই উপাসনা করিতে উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু কখনও শব্দাদি বিষয়ের মত কোন বাহ্য বস্তুকে 'অমুক ব্রহ্ম' এইরূপে উপাসনার উপদেশ করেন নাই। সেইরূপ কৌষীতকি শ্রুতিও বলিয়াছেন "ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত, বক্তারং বিদ্যাৎ' অর্থাৎ বাক্যের উপাসনা করিও না, বক্তার (আত্মার) উপাসনা করিও, ইত্যাদি। এবং অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়োপভোক্তা বাগাদি-ইন্দ্রিয়ে ব্যাপৃত কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিমানী জীবেরই উপাস্যত্ব দেখাইতেছেন, অন্যের নহে।

যদি বল যে, অসংসারী ব্রহ্মই সুষুপ্তিরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হন এবং উপাস্যত্বরূপে তিনিই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। তাহা হইলে বলিতে হয় যে, যে বিজ্ঞানময় আত্মা জাগ্রৎকালে শব্দাদি বিষয় ভোগ করিয়া সংসারী, তিনিই সুষুপ্তি-নামক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অসংসারী শাসনকর্ত্তা ও বিজ্ঞানময় হইতে বিভিন্ন। কিন্তু ইহা বাতুলের উক্তি; কারণ,—এমন কোন পদার্থই সম্ভবে না, যাহা অবস্থাভেদে নিজেও ভিন্ন হইতে পারে। ইহা কি কখনও সম্ভব হয় যে, এক গো-ই

দাঁড়াইলে বা গমন করিলে গো হইবে এবং নিদ্রিত বা অবস্থান্তরিত হইলে অশ্বাদি বিভিন্ন জাতি হইবে? যদি এ কথাও স্বীকার কর, তাহা হইলে ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মতের সহিত প্রভেদ কি রহিল? কেন না, তাঁহারাও বলেন যে, বিজ্ঞানই আমাদের আত্মা এবং সেই বিজ্ঞান প্রত্যেক অবস্থাতে (প্রতিক্ষণে) পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বিশেষতঃ যুক্তি দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হয় যে, প্রমাণ দ্বারা যে বস্তুর যে স্বভাব নিশ্চিত হইয়াছে, সে বস্তু নানাদেশে বিধা নানা অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও তাহার সেই স্বভাব কখনও পরিত্যক্ত হয় না। যেমন অগ্নির দাহ ও প্রকাশ এবং জলের শীতলতা ও দ্রবত্ব স্বাভাবিক, এইরূপ স্বভাব কদাচ অন্যথা হইবার নহে। বস্তু যদি নিজের স্বভাবই পরিত্যাগ করিত, তাহা হইলে এই সংসারের সমস্ত ব্যবহার বিলুপ্ত হইত। এজন্যই সাংখ্য ও বৈদান্তিক প্রভৃতি দার্শনিকগণ শত শত যুক্তি দ্বারা বরং অসংসারী আত্মারই অসত্তা প্রতিপাদন করেন।

যদিও সংসারী জীবের পক্ষে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়-ক্রিয়ার কর্তৃত্ব ও অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ অভাব হেতু জীবাতিরিক্ত আত্মা অবশ্যই স্বীকার্য্য, তাহা যদি স্বীকার কর, তবে মহা আড়ম্বরে শব্দাদির উপভোক্তা সংসারী জীবকেই অবস্থাপরিবর্ত্তনে সৃষ্টিকর্ত্তারূপে নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে কি না? ইহাতে বেদান্তী আপত্তি করেন যে, না, এ সকল কথাই মিথ্যা। যখন এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় সম্বন্ধে জীবের কোনরূপ স্বাধীনতা কিংবা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান-সামর্থ্যও দেখা যাইতেছে না, সুতরাং এই জীবই যে কোন অবস্থায় এই বিশাল জগৎপ্রপঞ্চ নির্ম্মাণ করিবে, ইহা কথার কথা মাত্র; কেন না, যে জীব এই সুবিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রচনা-প্রণালী মনে মনে চিন্তা করিতেও অক্ষম, সেই জীব আমাদের মত কি করিয়া তাহার সৃষ্টি করিবে? অতএব জীবকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিতে পারি না। উত্তর—না, অসম্ভব নহে, "এবমেবাস্মাদাত্মনঃ" ইত্যাদি অভ্রান্ত শ্রুতিই বলিতেছেন যে, এই জীবাত্মা হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি হয়।

শাস্ত্রের উত্তরে সন্দেহ করা অজ্ঞানের কার্য্য, অতএব সংসারী জীবই যে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা, ইহাই সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস্য, ইহাই হইল, এক পক্ষের কথা।

পক্ষান্তরে (বৈদান্তিক মত) যিনি সর্ব্বজ্ঞ, যিনি পূর্ণ ও অশনায়া ([illegible]) পিপাসাদি-পরিবর্জ্জিত, যিনি অসঙ্গ—সর্ব্বপ্রকার গমনাদি ক্রিয়ারহিত, হে গার্গি, এই নিত্য পুরুষের আজ্ঞায় সূর্য্য ও চন্দ্র অনুক্ষণ

চলিতেছে, এবং যিনি অন্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বভূতে অবস্থিত হইয়া সমস্ত পুরুষকে চালনা করেন অথচ স্বয়ং তাহার অতীত, যিনি জন্ম-মরণাদি-শূন্য সর্ব্বব্যাপী আত্মা, ইনি সর্ব্বসংসারের বিধায়ক সেতুস্বরূপ, * এই আত্মাই সকল সংসারকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন এবং যিনি সকলের ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তা, যে আত্মা সর্ব্বপ্রকার পাপ, তাপ, জরা ও মৃত্যুবিহীন, তিনি তেজের সৃষ্টি করিয়াছেন। "এই জগন্মণ্ডল সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে একমাত্র আত্মাই (ব্রহ্ম) বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি জগতের বহির্ভূত, সুতরাং জাগতিক সুখদুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করে না" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এবং "আমি (ঈশ্বর) সর্ব্বসংসারের উৎপত্তিস্থান এবং আমা হইতেই সর্ব্বসংসার প্রবর্ত্তিত হয়।" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য সমস্বরে বলিতেছেন যে, সংসারী জীব ভিন্ন অন্য অলৌকিক জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন এক জন পরমাত্মা আছেন এবং তিনিই এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ। দ্বিতীয়তঃ, আমরা যেখানে বিচিত্র অর্থাৎ আশ্চর্য্যকর কার্য্য সকল দেখিতে পাই, সেখানে ঐ কার্য্যের কর্ত্তাকেও বিশিষ্ট বুদ্ধিমান্ বলিয়া বুঝি, অতএব তখন সাধারণ জড়বুদ্ধির অগম্য এই বিশ্বসংসার সৃষ্টির কর্ত্তাও যে অবশ্যই অলৌকিক জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন হইবে, এই যুক্তিও জীব ভিন্ন অসংসারী কর্ত্তারই পক্ষসমর্থন করিতেছে।

যদি বল যে, "এই আত্মা (সংসারী) হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি" এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা সংসারী জীবেরই সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব অবগত হওয়া যায়। উত্তর—তাহাও সঙ্গত নহে, যেহেতু, যিনি হৃদয়াভ্যন্তরে "আকাশস্বরূপ" শ্রুতি এই বলিয়া পরক্ষণেই বলিয়াছেন যে, "ইঁহা হইতেই জগতের উৎপত্তি।" অতএব পরমাত্মার প্রকরণে অন্য আত্মা ধর্ত্তব্যই নহে, ইহাই বুঝা যায়।

আর "কৈষ তদাঽভূৎ" এই জীব সুষুপ্তিকালে কোথায় ছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে, "য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে" অর্থাৎ এই হৃদয়াভ্যন্তরস্থ যে-আকাশ, তাহাতে নিদ্রিত ছিলেন। ইহাতেই বুঝিতে হইবে যে, জীব যখন কখনই নিজের উপরে শয়ন করিতে পারে না, সুতরাং অনিচ্ছাপূর্ব্বকও আকাশ শব্দের অর্থ পরমাত্মা বলিতে হইবে।

বিশেষতঃ "সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি" অর্থাৎ হে সৌম্য! জীব তখন

* সেতু অর্থ:—বাঁধ, যেরূপ সেতু (আইল) থাকায় ক্ষেত্র সকল পরস্পর একীভাবাপন্ন না হইয়া পৃথকভাবে থাকে, ঠিক সেইরূপ এই আত্মারূপ সেতু আছে বলিয়া জীবগণ পৃথক্ পৃথক্রূপে নিজ নিজ কর্ম্মফল পাইতেছে, নচেৎ একের কর্ম্মফল হয় ত অপরে ভোগ করিত, পরমাত্মা নিজে দেখিয়া জীবের পূর্ব্বকৃত-কর্ম্মফল সকল যথাযোগ্য ভাগ করিয়া দেন।

সুষুপ্তিকালে সৎ—পরমাত্মার সহিত সম্পন্ন—মিলিত হন। "অহরহর্গচ্ছন্ত এতং ব্রহ্মলোকং ন বিদন্তি" অর্থাৎ সমস্ত জীব প্রতিদিন ব্রহ্মলোকে যাইয়াও এই ব্রহ্মকে জানিতে পারিতেছে না। "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তঃ" তখন শরীরাভিমানী আত্মা প্রাজ্ঞ. আত্মার লিঙ্গশরীরাভিমানী আত্মার সহিত মিলিত হইয়া পরে "আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠিতঃ" জীব পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হন, এই সকল শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যার্থ পর্য্যালোচনা করিলে এখানে আকাশ শব্দের অর্থ যে পরমাত্মা, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহই থাকে না। আকাশ শব্দের অর্থ যে পরমাত্মা, এ বিষয়ে আরও প্রমাণ এই "দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ" অর্থাৎ এই হৃৎপুণ্ডরীকেই অতি সূক্ষ্ম আকাশ বর্ত্তমান। এইখানে আকাশ শব্দের উল্লেখ করিয়া "যত আত্মা অপহতপাপ্মা" বলিয়া পুনশ্চ সেই আকাশেই আত্ম-শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, অতএব এখানে প্রকৃত আত্মাই আকাশ শব্দের বাচ্য, সুতরাং 'এবমেবাস্মাদাত্মনঃ' এই শ্রুতির অর্থ—পরমাত্মা হইতেই সৃষ্টি বুঝিতে হইবে।

আর সংসারী জীবের এরূপ বিচিত্র বিশ্বসংসারের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের সামর্থ্য নাই, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে তৃতীয়াধ্যায়ে "আত্মেত্যেবোপাসীত" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং 'ব্রহ্ম তে ব্রবাণি,' 'ব্রহ্ম জ্ঞাপয়িষ্যামি' বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশও আরব্ধ হইয়াছে, এক্ষণে তাহাতে আপত্তি হইতে পারে যে, যে ব্রহ্ম কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি-রহিত, নিত্য, শুদ্ধ,মুক্ত, জ্ঞানরূপ ও অসংসারী, এবং জীব তাহার বিপরীতস্বভাব অর্থাৎ সুখদুঃখাদি-সমন্বিত কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাভিমানী ও সংসারী, সুতরাং ব্রহ্ম যখন জীব হইতে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট এবং জীবও ব্রহ্ম অপেক্ষা অতিশয় নিকৃষ্ট, তখন জীব "অহং ব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ আমিই সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম, এই ভাবে নিজেকে কথনও উপাসনা করিতে পারে না, বরং এইরূপে উপাসনা করিলে উৎকৃষ্টকে নিকৃষ্টভাবে উপাসনা করায় জীব মহাপাপী হইয়া পড়ে। অতএব "আমি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন" এই ভাবে ধারণা সর্ব্বথা অযুক্ত; বরং কেবল পুষ্প, সলিল, অঞ্জলি, স্তুতি, নমস্কার, পূজোপকরণ-নিবেদন, বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যয়ন, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি সদুপায়ে আরাধনা করিতে ইচ্ছা করিবে, যাহা দ্বারা তাঁহার স্বরূপ অবগত হইয়া জীব সর্ব্বনিয়ন্তা পরব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারিবে, তদ্ব্যতীত কথনও অগ্নির শীতলত্বের বা আকাশের মূর্ত্তিমত্ত্বের ন্যায় বিরুদ্ধ-ভাবে অসংসারী ব্রহ্মকে সংসারী জীবের সহিত অভেদ চিন্তা করা উচিত নহে। ইহাতে আরও একটি সদ্‌যুক্তি এই যে, জীব-ব্রহ্মের অভেদ-বোধক শাস্ত্র সকল অর্থবাদরূপে পরিগৃহীত হইলেই নিরর্থক হইবে না এবং

এরূপ অর্থ স্বীকার করিলেই সমস্ত শাস্ত্রযুক্তি ও লোকব্যবহার অবাধিত হইবে ।

উত্তর, না—এরূপ অসদাশঙ্কা করিতে পার না ; কারণ,—মন্ত্র ও শত শত ব্রাহ্মণ (বিধি) বাক্য হইতে পরমাত্মারই জীবরূপে পাঞ্চভৌতিক শরীরে প্রবেশ অবগত হওয়া যায় । যথা—"পরিপূর্ণ পরমাত্মা প্রথমতঃ দ্বিপদ-চতুষ্পদাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন ।" "পরমাত্মা প্রত্যেক বস্তুর অনুরূপ হইলেন ।" "জ্ঞানময় পরমেশ্বর সর্ব্ববস্তুর সৃষ্টি ও নামকরণ করিয়া নিজেই তাহাতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন" ইত্যাদি । সর্ব্বশাখীয় মন্ত্রবাক্য * সকল সমস্বরে বলিতেছেন যে, সর্ব্বকর্ত্তা পরমেশ্বর এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়া ও তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জীবনাম ধারণ করিয়াছেন এবং পরমেশ্বর সেই সেই ভূতবর্গ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন । ছান্দোগ্য শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, সেই পরদেবতা পরমেশ্বর এই অগ্নি প্রভৃতি তিন দেবতার মধ্যে জীবরূপে প্রবিষ্ট হইয়া নাম (সংজ্ঞা) ও রূপ (মূর্ত্তি) প্রকাশ করিয়াছিলেন ।

"এই আত্মা সর্ব্বভূতে নিগূঢ়ভাবে অবস্থিতি করায় প্রকাশিত" ইত্যাদি ব্রাহ্মণ-বাক্য সকলও পরমাত্মারই জীবত্ব প্রকাশ করিতেছেন । যখন সর্ব্বশ্রুতিই ব্রহ্মকে আত্মশব্দে অভিহিত করিতেছেন এবং আত্মশব্দে অন্তঃকরণোপাধিক আত্মারই অভিধান করিয়াছেন আর "সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" এই শ্রুতিও "আত্ম" শব্দে ব্রহ্মেরই উল্লেখ করিয়াছেন, বিশেষতঃ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রহ্ম একই অদ্বিতীয়, 'ব্রহ্মৈবেদম্' এই সমস্ত ব্রহ্মময়, 'আত্মৈবেদম্' এই জগৎ আত্মব্যতিরিক্ত অন্য কিছু নহে। ইত্যাদি শ্রুতিও যখন স্পষ্টতই পরমাত্মাতিরিক্ত সংসারী আত্মার অভাব সূচনা করিতেছেন, তখন "অহং ব্রহ্মাস্মি" আমি (জীব) ব্রহ্ম বলিয়াই আত্মার উপাসনা করা নিতান্ত উচিত ; ব্রহ্মই যদি অবস্থাভেদে জীবসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে জীব নিজের প্রকৃত মূলীভূত অবস্থা-সম্পন্ন ব্রহ্মকে অভেদরূপে চিন্তা করিবে, ইহাতে আর দোষ কি ? এই হইল উভয় পক্ষের সিদ্ধান্ত । এক্ষণে আপত্তি এই যে, যদি এইরূপই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত হয়, তবে পরমাত্মার সংসারিত্ব দোষ আসিয়া পড়িল, আবার পরমাত্মাকে সংসারী বলিলে উপনিষৎ শাস্ত্রের সাফল্য থাকে না ।

* "মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়োর্ব্বেদনামধেয়ম্" ইতি মীমাংসা, ইহার তাৎপর্য্য—বেদ দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগ মন্ত্র ও অপর ভাগ ব্রাহ্মণ । তন্মধ্যে যজ্ঞাদিক্রিয়াতে প্রযুক্ত ভাগ মন্ত্র এবং মন্ত্রের অর্থপ্রকাশক বেদভাগ ব্রাহ্মণ । এই মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ মিলিত হইয়া বেদ শব্দের বাচ্য হয় ।

আবার তাঁহাকে অসংসারী বলিলে মুক্তির উপদেশ সর্ব্বতোভাবে ব্যর্থ হয়। যেহেতু, তিনি স্বতো মুক্ত, তাঁহার প্রতি মুক্তির উপদেশ সর্ব্বথাই অসঙ্গত। আবার যদি সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী পরমাত্মাই বাস্তবিক সর্ব্বশরীরসম্বন্ধ বশতঃ সুখ-দুঃখাদি অনুভব করেন, তবে তাঁহার সংসারিত্বের বাকি কি থাকিল? এইরূপ স্বীকার করিলে পরমাত্মার অসংসারিত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতি, স্মৃতি * ও যুক্তি সকল সর্ব্বতোভাবে নিরর্থক হইবে, তাহার উপায় কি?

এরূপ অবস্থায় প্রাণিগণের সুখ-দুঃখাদি দ্বারা আত্মা লিপ্ত হন না, "তিনি স্ফটিকমণিবৎ স্বভাবসমুজ্জ্বল থাকেন।" ইহা পরমাত্মার হেয়োপাদেয় বস্তুর অভাবে কথঞ্চিৎ প্রতিপাদন করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রোপদেশের আনর্থক্য দোষ মস্তকহীনের প্রতি মস্তকব্যথার নিবারণোপদেশের মত সর্ব্বথা অপরিহার্য্য থাকিয়া যায়। এ বিষয়ে কেহ কেহ এইরূপ মীমাংসা করেন যে, পরমাত্মা সর্ব্বভূতে প্রবেশকালে নিজে নির্ব্বিকাররূপ পরিত্যাগ করিয়া বিকৃতাবস্থা ধারণ করত জীবত্ব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন, সুতরাং সেই বিজ্ঞানময় জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন উভয়রূপেই বর্ত্তমান। যাহা দ্বারা পৃথক্-রূপে প্রতীত, তাহার বশেই সংসারী, আবার অভিন্নতাহেতুকই "অহং ব্রহ্ম" অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম, এইরূপ অভেদ জ্ঞান হয়, এবং সাংসারিক অবস্থাভেদে ভিন্ন বলিয়াই পরমাত্মার উপাসনা করা যায়। অভেদ হইলে উপাসনা হইতে পারে না।

এইরূপে তাঁহারা সমস্ত বিরোধের পরিহার করেন। তাহাতে আপত্তি এই—যদি বিজ্ঞানাত্মা পরমাত্মার বিকৃতাবস্থা হন, তবে তাহাতে এই সকল প্রশ্ন স্বতই উদিত হইতে পারে। প্রথম—নানা জাতীয় অবয়ববিশিষ্ট পৃথিবীর যেমন একাংশ-মাত্র ঘট-(কার্য্য) রূপে পরিণত হয়, সেইরূপ জীবও কি বিভিন্নাবয়বযুক্ত পরমাত্মার একদেশ-বিকার? দ্বিতীয়—যেমন শরীর হইতে কেশ ও উর্ব্বরাভূমি হইতে শস্য, শরীর ও ভূমিকে অবিকৃত রাখিয়া উৎপন্ন হয়, জীবও কি তেমনই পরমাত্মাকে পূর্ব্বাবস্থায় রাখিয়া অর্থাৎ বিকৃত না করিয়াই প্রাদুর্ভূত হন? অথবা যেমন দুগ্ধ ও সুবর্ণ নিজের সমস্ত অংশ বিকৃত করিয়া দধি ও কুণ্ডলাদিরূপে

* "ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্য" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ। অর্থাৎ বাহ্য (সংসারবহির্ভূত) পরমাত্মা লৌকিক দুঃখাদি দ্বারা লিপ্ত হন না, ইহা শ্রুতি। যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে, ইত্যাদ্যাঃ স্মৃতয়ঃ, অর্থাৎ যাঁহার অন্তঃকরণ অহঙ্কারপরিশূন্য, এবং যাঁহার বুদ্ধি কোন বিষয়েই লিপ্ত নহে, ইহা স্মৃতি। পরমাত্মা কূটস্থ ও অসঙ্গ ইত্যাদি ন্যায়।

পরিণত হয়, জীবও কি তেমনই পরমাত্মার সর্ব্বাংশপরিণাম ? তন্মধ্যে প্রথমপক্ষে যদি সমানজাতীয় অনেকগুলি দ্রব্যের মধ্যে কোন একটি দ্রব্য বিজ্ঞানাত্মা সংজ্ঞা প্রাপ্ত (জীব) হয়, অর্থাৎ পৃথিবীবিকার ঘটের মত পরমাত্মার আংশিক বিকার হয়, তাহা হইলে পৃথিবী ও তৎকার্য্য ঘটের বাস্তবিক (আকৃতিগত) পার্থক্য থাকিলেও যেমন একজাতীয়ত্ব হেতু পৃথিবী ও ঘটকে এক বলা হয়, ঠিক তেমনই পরমাত্মা ও জীব পরস্পর ভিন্ন হইলেও একজাতীয়ত্বনিবন্ধন এক বলিয়া ব্যবহৃত হয় মাত্র; বাস্তবিক পক্ষে কখনও এক হইতে পারে না। এ কথা স্বীকার করিলে বেদান্ত-সিদ্ধান্তের সহিত অনৈক্য হইল। কারণ, বৈদান্তিকগণ বলেন যে, জীব নির্ব্বিকার পরমাত্মারই অবস্থান্তরমাত্র, কার্য্য বা অবয়ব নহে। দ্বিতীয় পক্ষে জীব যদি দৈহিক কেশাদির মত নিত্য পরস্পর মিলিত অবয়বে সম্বদ্ধ অবয়বী-পরমাত্মার অংশরূপে পরিগৃহীত হয়, তাহা হইলেও জীবের সর্ব্বাবয়বে পরমাত্মার অবস্থিতি হেতু তাহার দোষ বা গুণ দ্বারা পরমাত্মাও অবশ্যই দোষী বা গুণী হইবেন, অর্থাৎ জীবের সংসারিত্ব দোষে পরমাত্মাও সংপৃক্ত হইবেন, ইহাতে বাধা দিবার কিছু নাই। সুতরাং এ কল্পনাও বেদান্তশাস্ত্রবিরুদ্ধ।

তৃতীয়পক্ষে পরমাত্মা যদি দুগ্ধ ও সুবর্ণবৎ জীবরূপে সর্ব্বতোভাবে পরিণত হন, তবে "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্" অর্থাৎ ব্রহ্ম নিষ্কল (নিরবয়ব), নিষ্ক্রিয় (সর্ব্ব-প্রকার ক্রিয়াশূন্য), শান্ত (প্রসন্ন গম্ভীর স্বভাব), আকাশবৎ-সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ' অর্থাৎ পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী ও আকাশের ন্যায় নিত্য, 'স এষ মহানজ আত্মা-মরোঽজর' এই আত্মা দেশকালাদি-পরিচ্ছেদ-শূন্য, জন্ম, জরা ও মরণরহিত। "অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়ং অবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে" এই আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও বিকারশূন্য ইত্যাদি, এই সকল আত্মার বিকার অবয়ব, পরিণামাদি-ধর্ম্ম-নিষেধক শ্রুতি ও স্মৃতিবিরুদ্ধ হয়।

আর এক কথা—জীব অচল নিষ্ক্রিয় পরমাত্মার একদেশ হইলে, কর্ম্মফল-ভোগের নিমিত্ত জীবের স্বর্গনরকাদি স্থানে গমন কি প্রকারে সম্ভব হইবে? যদি পরমাত্মাও জীবের সহিত স্বর্গনরকাদি স্থানে গমন করেন, তাহা হইলে পরমাত্মাকে মিথ্যা অসংসারী বলা কেন? যদি বল যে, যেমন স্ফুলিঙ্গসকল অগ্নি হইতে স্ফুটিত হইয়া নানা স্থানে গমন করে, জীবও সেইরূপ নিজ কারণ পরমাত্মা হইতে নির্গত হইয়া স্ব স্ব ভোগ্য স্বর্গনরকাদি স্থানে গমন করেন। উত্তর—তাহা হইলে পরমাত্মার একাংশ স্ফুটিত হওয়ায় তাঁহারও সম্পূর্ণতা বা অক্ষুণ্ণতার হানি হয়, পরমাত্মার একদেশ জীব যদি অগ্নিকণার মত পরমাত্মা হইতে ছুটিয়া

পৃথক্ হয়, তাহা হইলে পরমাত্মার যে স্থান হইতে জীব ছুটিয়া আসেন, সেই স্থানটি অবশ্যই ক্ষত হইয়া যায়, সুতরাং পরমাত্মার পরিপূর্ণত্ব ও অব্রণত্বপ্রতিপাদিকা শ্রুতিসকল ব্যাহত হইয়া পড়ে।

আর যদি পরমাত্মার অংশরূপ জীবাত্মা সংসারক্ষেত্রে প্রাদুর্ভূত হইয়া সাময়িক সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, বল, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, পরমাত্মা নিজেই নিজের দুঃখবিধান করিতেছেন। কারণ, সংসারে এমন কোন স্থান নাই, যেথানে পরমাত্মার সত্তা নাই, সুতরাং অন্য অবয়বের (জীবের) ছেদন, ভেদন, আঘাত, প্রতিঘাত প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা পরমাত্মা নিজেই নিজের বিবিধ দুঃখ সৃষ্টি করিতেছেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ শ্রুতিতে তাঁহাকে সুখ-দুঃখের অতীত বলা হইয়াছে। যদি বল যে, শ্রুতিকথিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গাদি দৃষ্টান্ত দেখিয়া এরূপ কল্পনা করিতেছি। উত্তর—তাহাও নহে, শ্রুতি যথাভূত বস্তু জ্ঞাপন করিয়াছে মাত্র। যে বস্তুর যাহা স্বভাব, শাস্ত্র কেবল তাহারই নির্দ্দেশ করে, কিন্তু কথনও এক বস্তুকে অপর বস্তু বা একের ধর্ম্মকে অপরের ধর্ম্ম করিতে পারে না। শাস্ত্র যদি সহস্রবারও প্রতিপন্ন করে যে, অগ্নি শীতল ও জল উষ্ণ, (কিন্তু) তথাপি কথনও অগ্নি শীতল, বা জল উষ্ণ হইবে না। অতএব বলিতে হইবে যে, শাস্ত্র মূর্ত্তামূর্ত্ত (সাবয়ব ও নিরবয়ব) পদার্থসকলের সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ধর্ম্মসকলকে দৃষ্টান্তস্থানীয় করিয়া তৎসদৃশ অপর অলৌকিক পদার্থের স্বরূপ-জ্ঞাপন করে মাত্র। আর ইহাও সত্য যে, কোন একটি প্রমাণ অন্য প্রমাণ দ্বারা বাধিত হইতে পারে না, তবে যাহা এক প্রমাণ দ্বারা অবোধিত, তাহাই অন্য প্রমাণ বোধ করাইয়া থাকে। আবার এ কথাও যুক্তিযুক্ত যে, শাস্ত্র লৌকিক শব্দ বা পদার্থ দৃষ্টান্তরূপে অবলম্বন না করিয়া কথনই অজ্ঞাত পদার্থ বুঝাইতে সমর্থ হয় না।

অতএব শাস্ত্র লোক-প্রসিদ্ধি অনুসারে অগ্নিস্ফুলিঙ্গাদিকে দৃষ্টান্ত করিয়াছে মাত্র, কিন্তু ইহা দ্বারা কথনই আত্মার পারমার্থিক সাবয়বত্ব বা অংশিত্ব স্থির হয় না। যদিও 'ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা মমৈবাংশ' ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি দ্বারা অংশাংশিভাব অবগত হওয়া যায়, তথাপি ঐ সকল প্রমাণ পরমাত্মা এবং জীবাত্মার একত্বজ্ঞাপনার্থই প্রযুক্ত জানিবে অর্থাৎ অগ্নি ও তাহার অংশ স্ফুলিঙ্গ এ উভয় যেমন অগ্নি ভিন্ন আর কিছুই নহে, তেমনই জীব ও পরমাত্মা এ উভয়ও (অংশাংশিভাবপ্রতীতি হইলেও) বিজ্ঞান ঘন এক আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

যে সকল শব্দ বিজ্ঞানাত্মাকে পরমাত্মার বিকার বা অংশ বোধ করায় এবং উপক্রম ও উপসংহার শ্রুতি সকল পর্য্যালোচনা করিলে উহারা এই জীবাত্মপরমাত্মার একত্ববোধ করাইতে তৎপর, কেন না—প্রথমতঃ সকল উপনিষদের প্রারম্ভেই উপক্রম (প্রতিজ্ঞা) করিয়া মধ্যে সেই একত্বের অনুকূল নানাবিধ দৃষ্টান্ত ও যুক্তি দ্বারা জগৎকে ব্রহ্মের বিকার বা অংশ প্রভৃতি প্রতিপাদন করত একত্বের উপসংহার করিয়াছেন। অবশেষে (উপসংহারে) "অনন্তরমবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্ম" অর্থাৎ অন্তর্বহিঃশূন্য এই আত্মাই ব্রহ্ম, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জীব ও পরমাত্মার একত্বই প্রতিপাদিত করিবেন। অতএব উপক্রম ও উপসংহার আলোচনা করিলে এই কথা মনে হয় যে, এই একত্বজ্ঞানকে দৃঢ় করিবার নিমিত্তই উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণরূপে পরমেশ্বরের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; নচেৎ অংশাংশিভাবপ্রতিপাদক শ্রুতিসকলের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে বাক্যভেদরূপ দোষ ঘটে। সকল উপনিষদেই একবাক্যে বিজ্ঞানাত্মার পরমাত্মার সহিত অভিন্নতা উপনিষৎ-সমূহের বিধেয়রূপে প্রতিপাদিত হয়, এ বিষয়ে উপনিষৎসেবীদিগের কোনও মতভেদ নাই; কিন্তু একবাক্যতা ব্যতিরেকে ঐ উপনিষৎপ্রসিদ্ধ জীব ও পরমাত্মার একত্ববিধান সম্ভব হয় না। কারণ, সর্ব্বোপনিষৎপ্রসিদ্ধ জীব ও পরমাত্মার একত্বজ্ঞানের নিমিত্ত একটি বিধিবাক্য অবশ্য স্বীকার্য্য। দ্বিতীয়তঃ অংশাংশিভাবে এবং উৎপত্তিস্থিতিলয়ের হেতুরূপে প্রত্যয়ের নিমিত্ত আর একটি নিষ্প্রমাণ বিধিবাক্য কল্পনা করিতে হইবে এবং তদনুরূপ বিভিন্ন ফলও কল্পনীয়। এইরূপে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে, অথচ ইহা মীমাংসাশাস্ত্রের নিতান্ত বিরুদ্ধ। মীমাংসকেরা বলেন যে, "সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো ন চেষ্যতে" অর্থাৎ যদি কোনরূপে একবাক্যতা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে কখনও বাক্যভেদ স্বীকার করিবে না। অতএব লাঘবত উৎপত্তিস্থিতিলয়াদিপ্রতিপাদক শ্রুতিসকলেরও আত্মৈকত্বপ্রতিপাদনে তাৎপর্য্য স্বীকার করাই উচিত। এখানে আত্মার একত্বপ্রতিপাদনের নিমিত্ত সাম্প্রদায়িক (দ্রবিড়াচার্য্য) একটি আখ্যায়িকা বলিয়া থাকেন। সে আখ্যায়িকাটি এই—কোন এক রাজার একটি পুত্র জন্মে; জন্মমাত্রে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ গণনা করিয়া বলিলেন যে, এই পুত্র গণ্ডযোগে জন্মিয়াছে। গণ্ডযোগে জন্মিলে, সে পুত্র পিতামাতার মৃত্যুর কারণ হয়, অতএব গণ্ডযোগে জাত এ পুত্র ত্যাগ করাই বিধেয়। রাজা জ্যোতিষিকগণের সেই ভ্রমগণনার উপর নির্ভর করিয়া প্রিয়তম পুত্রকে অরণ্যে ত্যাগ করিলেন। এ দিকে বনবাসী ব্যাধগণ সেই সুকুমার শিশু দর্শন

করিয়া হৃষ্টচিত্তে নিজ গৃহে লইয়া প্রতিপালন করিতে লাগিল। শিশুও নিজ যথার্থ পিতৃবংশ না জানিয়া নিজেকে ব্যাধবংশীয় মনে করিয়া বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধজনোচিত আচার-ব্যবহার শিক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু ভ্রমেও নিজেকে রাজপুত্র মনে করিয়া রাজোচিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল না। দৈবযোগে এক দয়ালু মহাপুরুষ ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া সেই বালকের অসামান্য রূপলাবণ্য দেখিয়া বিস্মিতান্তঃকরণে যোগবলে জানিলেন যে, এ বালক ব্যাধ-সন্তান নহে— অমুক রাজার পুত্র এবং পূর্ব্বোক্ত কারণবশতঃ ব্যাধ-গৃহে বাস করিতেছে। তৎপরে সেই মহাপুরুষ বালককে বুঝাইয়া দিলেন যে, "তুমি অমুক রাজার পুত্র, ব্যাধ-পুত্র নও, কোন কারণে ব্যাধের গৃহে আনীত হইয়াছ।" এই কথা বুঝাইবামাত্র সেই বালক যেমন তৎক্ষণাৎ নিজের ব্যাধজাতীয় অভিমান ও ব্যাধ-জাত্যুচিত আচার-ব্যবহার পরিহার করিয়া নিজের পিতৃ-পিতামহাদি-অনুষ্ঠিত আচার-ব্যবহার ও রাজত্বাভিমান প্রাপ্ত হইয়াছিল, এই প্রকার জীবও পরমাত্মা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় পৃথক্‌ভাব-প্রাপ্ত হইয়া দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ অরণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হয় ও স্বয়ং পরমাত্ম-স্বরূপ হইয়াও দেহেন্দ্রিয়াদি-সম্পর্কজনিত সাংসারিক ধর্ম্মসকলের অনুসরণ করত "আমি দেহী, সুখী, দুঃখী, কৃশ, স্থূল" প্রভৃতি বিবিধ বিকৃতভাব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যদি আচার্য্য তাদৃশ অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবকেও বুঝাইয়া দেন যে, "তুমি দেহী, সুখী, দুঃখী, স্থূল বা কৃশ নও, তুমি পূর্ণসচ্চিদানন্দময় অসংসারী ব্রহ্ম, কেবল অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় পরমাত্মা হইতে পৃথক্ হইয়াছ মাত্র," তখন সে-ও পূর্ব্বোক্ত রাজপুত্রের মত নিজের সাংসারিকত্ব অভিমান ও পূর্ব্বোক্ত কামনাত্রয় পরিত্যাগ করত অবশ্যই "আমি ব্রহ্ম" ইত্যাকার আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে। কারণ, সে জানে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গেরও অগ্নি হইতে বিচ্যুতি ঘটিবার পূর্ব্বে অগ্নির সহিত অপৃথক্‌ভাবই লক্ষিত হয়। অতএব বুঝিতে হইবে যে, সুবর্ণ, মণি, লৌহ ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গাদি দৃষ্টান্তসকল কেবল জীব ও ব্রহ্মের একত্ব-প্রতিপাদনের নিমিত্তই প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্ত্যাদি প্রদর্শনের নিমিত্ত নহে।

এইরূপ সৈন্ধব দৃষ্টান্ত (সৈন্ধবলবণখণ্ডের যেমন সমস্তই লবণ, তদতিরিক্ত আর কিছুই নাই; তেমন এই সমস্তই একবিজ্ঞানময়-ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই) দ্বারাও আত্মার একমাত্র জ্ঞানস্বরূপত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে; অতএব কেবল একরূপেই আত্মার উপাসনা করা উচিত। যদি আরও চিত্রিত পটের ন্যায় কিম্বা বৃক্ষসমুদ্রাদির ন্যায় এক ব্রহ্মকেই উৎপত্তি প্রভৃতি নানাধর্ম্মবিশিষ্টরূপে

উপদেশ করা শ্রুতির অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে কদাচ "সৈন্ধবখণ্ডের মত তিনি সর্ব্বদা ঘনবিজ্ঞানময় ও অন্তর্ব্বহিঃশূন্য" এই বলিয়া আত্মার একরূপত্ব উপসংহার ও "একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্" অর্থাৎ একরূপেই আত্মদৃষ্টি করিবে, এইরূপ অনুজ্ঞা করিতেন না। বিশেষতঃ "য ইহ নানেব পশ্যতি" অর্থাৎ ইহসংসারে যে জন আত্মাকে নানারূপে দেখে, (সে জন অজ্ঞ) ইত্যাদি ভেদজ্ঞানের নিন্দাবাদও কখনই সঙ্গত হইত না। অতএব আত্মৈকত্ব জ্ঞানের দৃঢ়তা-প্রতিপাদনের নিমিত্তই সকল বেদান্তশাস্ত্রে উৎপত্ত্যাদি ধর্ম্ম সকল কল্পিত হইয়াছে, কখনও ভেদজ্ঞানের জন্য নহে। সংসারী জীব সুখদুঃখাদিরহিত নিরবয়ব পরমাত্মার একদেশ, এ কল্পনা কখনই সঙ্গত নহে, কারণ, পরমাত্মা স্বতই নিরবয়ব, তাঁহার অংশের সম্ভাবনা কোথায়? বিশেষতঃ নিরবয়ব পরমাত্মার একদেশ (জীবকে) সংসারী বলিলে প্রকারান্তরে পরমাত্মাকেই সংসারী কল্পনা করা হয়। যদি বল যে, যেমন আকাশ অখণ্ড (নিরবয়ব) হইলেও ঘটাদি উপাধিযোগে খণ্ডরূপে (ঘটাকাশ, পটাকাশাদিরূপে) ব্যবহৃত হয়, তেমন অখণ্ড পরমাত্মাও অন্তঃকরণাদিরূপ উপাধিযোগে সাংশ-(খণ্ড) রূপে ব্যবহৃত হইবে, ইহাতে দোষ কি? উত্তর—হাঁ, ইহাতেও দোষ আছে, কারণ, যে সকল বিবেকিগণ আত্মার অখণ্ড পরিপূর্ণত্ব অনুভব করিয়াছেন, তথাপি তাহাতে তাঁহাদের এইরূপ জ্ঞান উদিত হইয়া থাকে যে, পরমাত্মার একাংশ পৃথক্‌ভাবে জীব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া লৌকিক ব্যবহারে অধিকৃত।

যদি বল যে, বিবেকী, অবিবেকী সাধারণই আত্মার এই ভেদদৃষ্টি করিয়া থাকেন, সুতরাং দোষ নাই। উত্তর—না, এ কথা কে বলিল?—অবিবেকিগণ আত্মাকে যথার্থই পৃথক্‌ভাবে দর্শন করে এবং যদিও বিবেকিগণ আত্মাকে পৃথক্‌ভাবে দর্শন করেন সত্য—কিন্তু তাহা কেবল লৌকিক ব্যবহার প্রচলনের জন্য, নচেৎ অভেদজ্ঞানই তাঁহাদের চিত্তে বদ্ধমূল হইয়া থাকে। যেমন জ্ঞানিগণও (যাঁহারা জানেন, যে আকাশের রূপ নাই, তাঁহারা) কদাচিৎ আকাশের কৃষ্ণবর্ণ বা লোহিতবর্ণ বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ আত্মার ভেদদৃষ্টিও তাঁহাদের ব্যবহারিক হয়, কিন্তু তাই বলিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ পরিচয় করিতে যাইয়া পণ্ডিতগণ কখনই আত্মার কৃত্রিম অংশাংশিভাব ও বিকার্য্যবিকারভাব কল্পনা করিতে পারেন না। বিশেষতঃ সকল উপনিষদের সর্ব্ববিধ কল্পনার নিরাস করিয়া যাহা প্রকৃত, সেই সারবোধনই উদ্দেশ্য; অতএব সর্ব্ববিধ কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া আকাশের মত ব্রহ্মের অখণ্ড স্বরূপই ধ্যান করা কর্ত্তব্য। "তিনি আকাশের মত সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য, তিনি লৌকিক সুখ-দুঃখে লিপ্ত নহেন,

তিনি সর্ব্ববিধ সাংসারিক ভাবের অতীত," ইত্যাদি শত শত শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। কখনই জীবকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্রধর্ম্মী কল্পনা করিও না, যেহেতু, যেমন উষ্ণস্বভাব অগ্নির একদেশে শীতলত্ব এবং প্রকাশস্বভাব সূর্য্যের একদেশে অন্ধকার কল্পনা কখনও সঙ্গত হইতে পারে না, তেমনই আত্মার (ব্রহ্মের) একদেশ আত্ম-বিপরীত হইবে, এ কথাও কোনরূপে হইতে পারে না। যেহেতু, সর্ব্ববিধ বিশেষ বিশেষ কল্পনা নিবারণের নিমিত্তই সমস্ত উপনিষৎ-শাস্ত্রের আরম্ভ, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব অসংসারী আত্মার নাম ও রূপ-কৃত লৌকিক ব্যবহার আরোপিত মাত্র—বাস্তবিক নহে, এ কথা শ্রুতি নিজেই বলিতেছেন যে, 'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব' অর্থাৎ পরমেশ্বর প্রত্যেক মূর্ত্ত পদার্থের অনুরূপ হইয়াছিলেন। মন্ত্রও জানাইতেছেন যে, "সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরঃ। নামানি কৃত্বাঽভিবদন্ যদাস্তে" অর্থাৎ সেই পরমেশ্বর সমস্ত বস্তুর সৃজন ও তদনুরূপ নাম নিরূপণ করিয়া নিজেই তদভ্যন্তরস্থ হইয়া রহিয়াছেন ইত্যাদি।

অতএব অসংসারী আত্মার সংসারিত্বপ্রতীতিও স্বভাবশুভ্র স্ফটিকের জবা-কুসুমসংসর্গজনিত লৌহিত্যের ন্যায় (ঔপাধিক), ভ্রান্তিমাত্র—যথার্থ নহে; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন যে, "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" অর্থাৎ যেন ধ্যানই করিতেছে, যেন স্পন্দিতই হইতেছে, এই "যেন" শব্দ দ্বারা বলা হইয়াছে যে, আত্মার ধ্যান বা ক্রিয়া কিছুই বাস্তবিক নহে। এই উপক্রমে আরও বলিয়াছেন যে, "আত্মা কর্ম্ম দ্বারা বৃদ্ধি বা হ্রাসপ্রাপ্ত হন না। কোনরূপ পাপপুণ্যে লিপ্ত হন না। তিনি সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত ও পরম ঈশ্বর।" ব্রহ্মজ্ঞ পণ্ডিতগণ অত্যন্ত অশুচি কুক্কুর ও ব্যাধ প্রভৃতি অপবিত্রে ও পরমপবিত্র গো ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে সমদর্শী হন অর্থাৎ 'এক ব্রহ্ম' জ্ঞান করেন। অতএব এই সকল শ্রুতি-স্মৃতি ও যুক্তি হইতে পরমাত্মার অসংসারিত্বই অবগত হওয়া যায়। পক্ষান্তরে যখন সাবয়ব পদার্থমাত্রই অবিনাশী, সুতরাং আত্মা সাবয়ব হইলে তিনিও অবিনাশী হইবেন, তাহা হইলে আত্মার কূটস্থতত্ত্ব ও অসঙ্গত্ব উক্তি মিথ্যা হয়।

অতএব পরমাত্মাকে নিরবয়ব স্বীকার করিয়া জীবকে সেই পরমাত্মার একদেশ, বিকার, শক্তি বা অন্য কিছু কোনরূপেই বলা যায় না। অংশাদিবোধক শ্রুতি সকল যে বাক্যভেদকল্পনা ভয়ে পরমাত্মার একত্বপ্রতিপাদক মাত্র, ভেদবোধক নহে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রশ্ন হইতেছে, বেশ, এ কথা যেন স্বীকার

করিলাম, কিন্তু যদি সকল উপনিষদেরই আত্মৈকত্ব-প্রতিপাদন করা মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে নিজেই অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ জীবাত্মার ভেদ প্রতিপাদন করিলেন কেন ?

উত্তর - হাঁ, এ প্রশ্নে কেহ বলেন যে, কর্ম্মকাণ্ডের অপ্রামাণ্য পরিহার করাই এই ভেদোক্তির উদ্দেশ্য অর্থাৎ সর্ব্বজীব আর পরমাত্মা যদি অভিন্ন হয়, তাহা হইলে কে কাহার উপাসনা করিবে ? যেহেতু, যে সকল বিধিবাক্য দ্বারা যাগাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান বিহিত হইয়া থাকে, ঐ সকল বাক্যের প্রামাণ্য রক্ষা ও বিরোধ পরিহারের জন্য অবশ্যই বলিতে হইবে যে, সকল বিধিবাক্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সাধন, নানাবিধ ফল ও নানা কর্ত্তা স্বীকার করিয়াই প্রবৃত্ত হইয়াছে। যদি বিজ্ঞানাত্মা এক অথচ অসংসারী (সুখ-দুঃখের অতীত) ও পরমাত্মা হইতে অভিন্নস্বরূপ বলা হয়, তবে কর্ম্মবোধক বিধিসকল অভিমতফলদায়ক ক্রিয়া-বিশেষে কাহাকে প্রবৃত্ত করিবে ? এবং দুঃখদায়ক কর্ম্ম হইতেই বা কিরূপে নিষেধ বিধি জীবকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিবে ? উপনিষৎশাস্ত্রই বা কোন্ বদ্ধজীবের মোক্ষোপায়স্বরূপ নানাবিধ উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইবে ? যেহেতু, স্বভাবমুক্তের বন্ধন নাই। অতএব মুক্তিরও সম্ভাবনা নাই। পরমাত্মার একত্বপক্ষে পরমাত্মার একত্বোপদেশই বা কিরূপে সঙ্গত হয় ? কিরূপেই বা একত্বোপদেশের ফলপ্রাপ্তি হইবে ? কেন না, জীব বন্ধননাশের জন্যই উপদেশ গ্রহণ করে ; ব্রহ্মের সহিত যখন বাস্তবিক (অভেদ বশতঃ) বন্ধন নাই, তখন উপদেশও বৃথা : কাজেই উপনিষৎশাস্ত্র অনর্থক হইয়া পড়ে। অতএব দেখা যাইতেছে, উপনিষৎবাদী ও কর্ম্মকাণ্ডবাদী উভয় পক্ষের সমান আপত্তিও সমান পরিহার। যেহেতু, জীবভেদ না থাকিলে কর্ম্মকাণ্ড বিভিন্ন অধিকারীর অভাবে নির্বিষয়---নিরর্থক, এ জন্য আত্মপ্রামাণ্যরক্ষায় অসমর্থ। এই প্রকার উপনিষৎশাস্ত্রও জানিবে। অতএব কথিত প্রকারে কর্ম্মকাণ্ডের ও উপনিষৎকাণ্ডের প্রামাণ্যরক্ষার জন্য পরমাত্মার ঔপাধিক ভেদ কল্পিত হইয়াছে। বাদী বলেন, যদি কর্ম্মকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ডের প্রামাণ্য স্বীকার করাই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে যে কাণ্ডের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে ভেদ-বোধক শ্রুতি সকলের অর্থ রক্ষা পায়, তাহারই প্রামাণ্য স্বীকার করা উচিত। তন্মধ্যে কর্ম্মকাণ্ডের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে শ্রুতির (উপা-সনাদিবিধায়ক) সার্থকতা অক্ষুণ্ণ থাকে, কিন্তু উপনিষদের (ব্রহ্মকাণ্ডের) প্রামাণ্য স্বীকার করিলে তাহার স্বার্থব্যাঘাত হয় অর্থাৎ ভেদবোধক শ্রুতিসকল

একেবারে নিরর্থক হয়; সুতরাং উপনিষদের প্রামাণ্য সকল স্বীকার অপেক্ষা কর্ম্মকাণ্ডের প্রামাণ্য স্বীকার করাই সমুচিত।

বিশেষতঃ যেমন জ্যোতির্ম্ময় প্রদীপ প্রকাশ্য ঘটাদির প্রকাশক অথচ অপ্রকাশ, এরূপ হয় না; তেমন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ (সুতরাং) স্বতঃ-প্রমাণ কর্ম্মকাণ্ড কখনই অপ্রমাণ হইতে পারে না। আরও দেখ, ব্রহ্মৈকত্ব স্বীকার করিলে উপনিষদ্ যে কেবল স্বার্থবিঘাত ও কর্ম্মকাণ্ডের প্রামাণ্যহানি করে, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ নানা আত্মার বোধক প্রমাণসমূহের সহিত বিরোধ অনিবার্য্য হইয়া উঠে; অতএব উপনিষদের অপ্রামাণ্য অথবা অন্যরূপ অর্থ কল্পনা করা উচিত। কোনরূপে 'এক ব্রহ্ম' অর্থ তাহার উদ্দেশ্য হইতে পারে না। উত্তর—না, এ কথা বলিতে পার না; কারণ, এ কথার উত্তর পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে বিশেষতঃ তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যে, প্রমাণ বা অপ্রমাণের লক্ষণ কি? যদি যে শাস্ত্র যথার্থ সত্য জ্ঞান জন্মায়, সে শাস্ত্র প্রমাণ, এবং যে শাস্ত্র প্রমাজ্ঞান যথার্থ জন্মায় না, সে শাস্ত্র অপ্রমাণ, ইহা না হয় অর্থাৎ যাহা প্রমাজ্ঞানের কারণ নহে, কেবল কারণ মাত্র, যদি তাহাও প্রমাণ তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে শব্দের প্রতি গৃহস্তম্ভও প্রমাণ হউক। যাক্ সে কথা, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, উপনিষদ্ সর্ব্বদা প্রমাজ্ঞান (জীব-ব্রহ্মের ঐক্য) জন্মায় কি না? যদি জন্মায়, সে অপ্রমাণ হইবে কেন? যদি সার্থক হইলেও উপনিষৎশাস্ত্র অপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে তোমায় বলিতে হয় যে, তুমি অগ্নিকে শীতল বলিতেছ। এবম্বিধবাদী তোমার প্রতি প্রশ্ন এই যে, "উপনিষৎশাস্ত্র প্রমাণ নহে" তুমি এই উপনিষৎশাস্ত্রের প্রামাণ্য প্রতিবাদ যে বাক্য দ্বারা প্রমাণিত করিতেছ, উহা প্রমাণ কি না। অর্থাৎ অগ্নির রূপপ্রকাশের মত ঐ বাক্য প্রামাণ্যপ্রতিষেধ যথার্থ করিতেছে কি না? যদি করে, তবে ঐ প্রামাণ্যপ্রতিষেধক বাক্যই প্রমাণ হইল, আবার তাহার প্রামাণ্যে উপনিষদেরই প্রামাণ্য আসিয়া পড়িল, এ বিষয়ে কি নিষ্পত্তি হইতে পারে,, তোমরাই বল! যদি বল যে, আমার কথার প্রামাণ্য প্রত্যক্ষ হইতেছে, এবং অগ্নির উষ্ণতা ও প্রকাশ সকলেরই প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে, ভাল, তাহা হইলে উপনিষদও যে প্রমাজ্ঞান (অভ্রান্ত জ্ঞান) জন্মায় না, ইহার প্রমাণ কি? উপনিষৎকথিত জীব ও ব্রহ্মের একত্বজ্ঞান যে সর্ব্বপ্রকার শোকমোহাদি নিবৃত্ত করে, ইহা সর্ব্বজনবিদিত ফল, এ কথা পুনঃপুনঃ বলা হইয়াছে। অতএব উপনিষদের উপর তোমার এত বিদ্বেষ কেন? অতএব ইহার উত্তর এক

প্রকার কথিতই হইয়াছে বলিয়া এই উপনিষদ্‌বাক্যের অপ্রামাণ্য শঙ্কা করিও না। আর যে উপনিষদ্ নিজের কথা (উপাস্যউপাসকভেদে প্রতিপাদক বাক্য) দ্বারাই নিজের অপ্রামাণ্য করিয়াছেন, বলা হইয়াছে, তাহাও ভুল ; কারণ, উপনিষদে কোথাও এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর দ্বিতীয় ব্রহ্ম আছে, এ কথা বলা হয় নাই। যেখানে বলা হইয়াছে, সেখানে জানিবে যে, ঐ কথা কেবল অভ্যুপগমবাদ অর্থাৎ কেবল বাদীকে নিরস্ত করিবার নিমিত্ত বাদীর সে সকল কথা স্বীকার করিয়া নিজের কণ্ঠে বলা হইয়াছে মাত্র ; তাই বলিয়া নিজের সিদ্ধান্তকালে সে সকল কথা কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না। আর যে একটি বাক্যের অনেক অর্থ স্বীকার করিয়া অর্থাৎ একটি মুখ্য, অপরটি তাহার বিপরীত, এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ দুই বা ততোঽধিক অর্থ-পূর্ণ একটি বাক্য করিয়া উপনিষদের উপর দোষারোপ করা হইবে, ইহাও মীমাংসাশাস্ত্রবিরুদ্ধ ; কারণ, তাঁহারা বলেন যে, "অর্থৈকত্বাদেকবাক্যং সাকাঙ্ক্ষঞ্চেৎ বিভাগে স্যাৎ" * অর্থাৎ যদি প্রয়োজনের ঐক্য থাকে, অথচ পদসকল পরস্পর সাকাঙ্ক্ষ হয়, তাহা হইলে সেই স্থানে এক বাক্য হইতে পারে।

কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যপ্রতিপাদন করাই সমস্ত উপনিষদের একমাত্র উদ্দেশ্য। অতএব উদ্দেশ্যের ঐক্য নিবন্ধন কখনই বাক্যভেদ থাকিতে পারে না, কাজেই উপনিষদের নিজের বাক্যের সহিত নিজের বিরোধ থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ কোন উপনিষদ্‌ই জীব ও ব্রহ্মের একত্বপক্ষে বিরোধী নহে। অগ্নি শীতল ও উষ্ণ ইত্যাদি যে লৌকিক বাক্য প্রযুক্ত হয়, ইহাতে একবাক্যতার নামগন্ধও নাই, কেন না, "অগ্নি উষ্ণ" এই অংশ লৌকিক প্রত্যক্ষসিদ্ধ, উষ্ণতার অনুবাদক অর্থাৎ পূর্ব্বানুভূতির স্মারক, কিন্তু "অগ্নি শীতল" কেবল এই অংশেরই সার্থকতা, সুতরাং এখানে স্মারক বাক্যের (অগ্নি উষ্ণ) সহিত একবাক্যতা কিছুতেই হইতে পারে না। তবে যে বিরুদ্ধার্থবোধক একটি বাক্য বলিয়া আপাততঃ প্রতীত হয়, তাহাও ভ্রমমাত্র, যেহেতু, লৌকিক বা বৈদিক বাক্য কাহারও অনেকার্থবোধ করাইবার সামর্থ্য নাই।

আর বলা হইয়াছে যে, উপনিষৎশাস্ত্র কর্ম্মকাণ্ডের বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক, সুতরাং প্রামাণ্যহানিকর ; এ কথাও হইতে পারে না ; কারণ, তাহার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র, উপনিষদ্‌শাস্ত্র একমাত্র ব্রহ্মৈকত্বপ্রতিপাদনের নিমিত্ত ব্যস্ত, সুতরাং সে অনুপযোগী কর্ম্ম, কর্ম্মসাধন, বা তদুপায় নির্দ্দেশক বিধিবাক্যকে বারণ করেন নাই এবং বিধিবাক্যের নির্দ্দেশে লোকের প্রবৃত্তিকে বারণ করিতেও প্রবৃত্ত

---

* মীমাংসাদর্শনে জৈমিনীয় সূত্র।

নহে। কেন না, ইহাতেও বাক্যভেদ ঘটিয়া পড়ে অর্থাৎ একবাক্যই ব্রহ্মাদ্বৈ-কত্বজ্ঞানেরও উপদেশ দিবে এবং কর্ম্মকাণ্ডেরও নিষেধ করিবে, ইহা হইতেই পারে না, এক শব্দের অনেকার্থবোধে সামর্থ্য নাই, ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এ কথাও বলিতে পার না যে, কর্ম্মকাণ্ডের বাক্যসকল স্ব স্ব অভিপ্রেতার্থ জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। যদি বাক্য স্ব স্ব অসাধারণ অর্থ প্রতিপাদন করে, তাহা হইলে তাহা প্রমাণ হইবে না কেন? আর কি জন্য তাহা অপরাপর বাক্যের সহিত বিরুদ্ধ হইবে? যদি বল যে, উপনিষদ্‌বাক্য দ্বারা ব্রহ্মৈকত্বজ্ঞান জন্মাইলে স্বর্গাদি দ্বিতীয় পদার্থের বা দ্বিতীয় ভোগী আত্মার বাস্তব সত্তার অভাবে কর্ম্মকাণ্ডোক্ত বাক্যের অপ্রামাণ্য আসিয়া পড়ে, কারণ, তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়ই অলীক। আবার যদি কর্ম্মকাণ্ডের অসাধারণ প্রামাণিক অর্থ প্রকাশের সামর্থ্য হয়, তবে তাহার উপনিষদ অর্থের সহিত বিরোধ হয় কেন? অতএব এক ব্রহ্মপক্ষে কর্ম্মকাণ্ডের অধিকারীর অভাবে তদর্থ প্রমাণ নহে, ইহাই বলা ভাল। উত্তর—এ কথাও বলিতে পার না, কারণ, কর্ম্মকাণ্ডোক্ত বাক্যের অর্থজ্ঞান যে প্রমা, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

যেহেতু, "স্বর্গাভিলাষী পুরুষ দর্শ ও পূর্ণমাস যাগ করিবে।" "ব্রাহ্মণ বধ করিবে না," ইত্যাদি বাক্য হইতে যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ প্রমা জন্মিতেছে, তাহা জন্মিতে পারিত না, যদি উপনিষদ্‌বাক্য সকল "এক ব্রহ্ম এই অদ্বৈতার্থ প্রকাশ করিবে," এই অনুমান দ্বারা উহা বাধিত হইত। কিন্তু প্রত্যক্ষের সহিত অনুমানের বিরোধ-স্থলে অনুমানের প্রামাণ্যই থাকে না। অতএব কর্ম্মকাণ্ডের বাক্যার্থজ্ঞান প্রমা হয় না, এই উক্তি সর্ব্বথা অসঙ্গত।

বিশেষতঃ শ্রুতির কার্য্য কি, আলোচনা করিলেও বুঝা যায় যে, যে সকল ব্যক্তি অবিদ্যাকল্পিত বিভিন্ন ক্রিয়া, সাধন ও ফলকে লক্ষ্য করিয়া যাহার দ্বারা ইষ্টসিদ্ধি ও অনিষ্টের পরিহার হয়, সেই সকল সাধারণ উপায় অবলম্বনে ধাবিত অথচ নিশ্চিত উপায়বিশেষজ্ঞানে বিমুখ, সেই সকল উপায়ের উৎকর্ষাপকর্ষ শ্রুতি বুঝাইয়া প্রকৃত পথে তাহাদিগকে লইয়া যায়, কিন্তু ঐ উপায় সমুদয়ের সত্যতা কি মিথ্যাত্ববিষয়ে কিছুই বলে না বা উপায়াবলম্বীকে নিবৃত্ত করে না, যেহেতু, শ্রুতি ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-নিবৃত্তির উপায়মাত্র বোধ করাইয়া চরিতার্থ, তাহার আর অন্য কার্য্য নাই। যেমন কাম্যকর্ম্ম-বিধায়িকা শ্রুতি কামনার বিষয় স্বর্গাদি ফলসমূহ মিথ্যা হইলেও তাহার বিবিধ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু কাম্য স্বর্গাদি ফলের মিথ্যাজ্ঞানপ্রসূতত্ব নিবন্ধন অনর্থরূপতা প্রতিপাদন

করেন নাই—এখানেও ঠিক সেইরূপ নিত্য (যাহা না করিলে প্রত্যবায় হয়) অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মবিধায়ক শাস্ত্রও মিথ্যাজ্ঞানপ্রসূত বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াকারক আপাতত অবলম্বন করিয়া কার্য্যবিশেষের ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহাররূপ লক্ষ্য করত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন। কদাচ অবিদ্যার বিষয় অসৎ পদার্থকে অনুষ্ঠেয়রূপে প্রতিপাদন করেন্ নাই। এ জন্য তাহাতে নিত্য অগ্নিহোত্রাদিকর্ত্তব্যতাবোধক শাস্ত্র প্রবৃত্ত নহে। যেমন কাম্যকর্ম্মের বোধক নহে, ঐরূপ।

অথচ কামনাশালী পুরুষগণ যখন সত্য মিথ্যা বিচার না করিয়াই কাম্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তখন অবিবেকিগণ যে নিত্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে অবিচার পূর্ব্বক প্রবৃত্ত হইবে, এ বিষয়ে আর কথা কি? এ আশঙ্কাও হইতে পারে না যে, বিদ্বান্ (সদসৎজ্ঞানবান্) লোকই কর্ম্মের অধিকারী, অজ্ঞলোক নহে; কারণ, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বরূপ সর্ব্বময় আত্মতত্ত্বজ্ঞান কর্ম্মাধিকারের প্রতিকূল ভিন্ন কখনও অনুকূল নহে, অর্থাৎ যাঁহার হৃদয়ে অখণ্ড আনন্দময় ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তিনি কেন সামান্য (ব্রহ্মজ্ঞানাপেক্ষা অতি তুচ্ছ) পুত্র-কলত্রাদি বা স্বর্গাদির নিমিত্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন? পূর্ব্বে যে আপত্তি হইয়াছে, এক ব্রহ্মপক্ষে মোক্ষশাস্ত্র অধিকারীর অভাবে নির্ব্বিষয়, সুতরাং উপদেশ অনর্থক, যে দোষও উক্ত যুক্তিতে পরিহৃত হইল। অর্থাৎ অবিবেকিগণের মাত্র কর্ম্মাধিকার হেতু ব্রহ্মৈকত্ব উপদেশের অনধিকারী এই ফলের দ্বারা অর্থাৎ সে ফলই হইতে পারে না বলা হইয়াছিল, তাহাও খণ্ডিত হইল; কারণ, অবিবেকিগণের ব্রহ্মৈকত্বসাক্ষাৎকার না হওয়ায় ভেদদৃষ্টি (জ্ঞান) প্রবল, সুতরাং ভেদজ্ঞানমূলক কর্ম্মসকল তাঁহাদের পক্ষেই শোভা পায়। বিশেষতঃ এই জগতে পুরুষের ইচ্ছা ও অনুরাগ নানাপ্রকার; যাঁহারা জগতের বাহ্য সৌন্দর্য্যসন্দর্শনে বিমুগ্ধচিত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া অবশ্যই বিষয়ের সেবা ও তদুপায়ের অন্বেষণই করিবেন; নিষেধক শাস্ত্র তাঁহাদিগকে কখনই নিবর্ত্তিত করিতে পারিবে না, এবং যাঁহারা বাহ্যবিষয়ে বৈরাগ্যস্থাপন করিয়া আধ্যাত্মিকতত্ত্বে একাগ্র আছেন, তাঁহাদিগকেও কর্ম্মকাণ্ড-বিধি আপাতরম্যবিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিতে পারিবে না সত্য; কিন্তু শাস্ত্রের দ্বারা এইমাত্র ফল হয়,—প্রদীপ যেমন অন্ধকার তিরোহিত করত উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট বস্তুসকল প্রকাশ করিয়া দেয়, পরন্তু ঐ সকল বস্তু গ্রহণ করা বা না করা পুরুষের (গ্রহীতার) ইচ্ছার অধীন, তেমন শাস্ত্রও শুভাশুভ বা উত্তমাধম কর্ম্মসকল নির্দ্দেশ করিয়াই চরিতার্থ, শেষে সে

কর্ম্মের অনুষ্ঠান কি অননুষ্ঠান পুরুষেচ্ছার উপর নির্ভর করে। প্রভু যেমন ভৃত্য সকলকে বলপূর্ব্বক কার্য্যে নিযুক্ত বা বিযুক্ত করেন, তেমন শাস্ত্র কোন পুরুষকে বলপূর্ব্বক প্রবর্ত্তিত বা নিবর্ত্তিত করে না, কেবল অজ্ঞাত বস্তু সকল জ্ঞাপন করে মাত্র।

দেখা যায়, পুরুষ অনুরাগের তাড়নায় শাস্ত্রবাক্য অগ্রাহ্য করে, বিশেষ কি, কোন কোন ব্যক্তি পরমপুরুষার্থ মোক্ষ পর্য্যন্ত উপেক্ষা করত নিকৃষ্ট বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া তদুপায়ে যথেষ্ট চেষ্টাপরায়ণ হয়। অতএব যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা, তিনি তদনুরূপ উপাসনাদি করিবেন, শাস্ত্র সূর্য্য-প্রদীপাদির মত পুরুষেচ্ছায় নিকট উদাসীন। এ বিষয়ে একটি প্রশংসাবাদ আছে—প্রজাপতির তিনটি পুত্র পিতা ব্রহ্মার নিকট যাইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করত অবস্থান করিয়াছিলেন, ইত্যাদি। ইহা দ্বারা প্রতীতি হইতেছে যে, ব্রহ্মৈক্যপ্রতিপাদক বেদান্তশাস্ত্র কোন বিধিবাক্যের বাধক নহে, অর্থাৎ ব্রহ্মৈক্যবোধক বেদান্তশাস্ত্র দ্বারা যে বিধিশাস্ত্র প্রতিপাদ্য পদার্থের অসত্তাজ্ঞাপনে অপ্রমাণ হইবে, তাহা নহে; আবার বিভিন্ন কারকাদিবোধক বিধিশাস্ত্রও ব্রহ্মৈকত্ববোধক উপনিষৎশাস্ত্রের অপ্রামাণ্য জন্মাইতে সমর্থ নয়। যেহেতু, যেমন ইন্দ্রিয়বর্গ স্ব স্ব বিষয় গ্রহণমাত্রে সমর্থ, শাস্ত্রও তেমনই স্ব স্ব প্রতিপাদ্য অর্থপ্রতিপাদনেই সমর্থ, অন্য শাস্ত্রীয় বিধি বা নিষেধকে নির্লক্ষ্য—নির্বিষয় করিতে তাহার কোন অধিকার বা সামর্থ্য নাই।

এ বিষয়ে কোন কোন পাণ্ডিত্যাভিমানী বাদী নিজ নিজ মানসিক কল্পনা অনুসারে বলেন যে, সমস্ত প্রমাণই পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন; অধিক কি, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সকলকেও জীব ও ব্রহ্মের একত্ববাদি-পক্ষের বিরোধিরূপে উপস্থাপিত করিতে সাহসী হন। শুধু ইহাই নহে, তাঁহারা এক ব্রহ্মবাদের উপর এইরূপ প্রত্যক্ষত ও অনুমানত বিরোধ প্রদর্শন করেন যে, যখন শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দাদি বিষয়সকল পৃথক্ পৃথক্‌রূপে প্রত্যক্ষ হয়, এই প্রত্যক্ষবিরোধে আবার প্রত্যেক শরীরে বিভিন্ন জীব বিভিন্নভাবে শব্দাদির উপলব্ধা ও ধর্ম্মাধর্ম্মের যুগপৎ কর্ত্তা, অনুমিত হইতেছে, এই অনুমানবিরোধে একব্রহ্মতা-সম্ভব কোথায় এবং স্বর্গকামী, পশুকামী ও গ্রামকামী পুরুষ যাগ করিবে, ইত্যাদি আগমবাক্যেও বিবিধ গ্রামাদি ফলকামী ও যাগাদি অনুষ্ঠায়ী বিভিন্ন জীব অর্থাৎ দ্বৈতভাব অবগত হওয়া যায়, অদ্বৈতবাদীর মতে কামনা-বিষয় পশু স্বর্গাদি পৃথক্ পৃথক্ না থাকায় আগমপ্রমাণের বিরোধে ব্রহ্মৈকত্বের যাথার্থ্য কোথায়? এ বিষয়ে উত্তর এই—যদিও শাস্ত্রার্থ-পরিজ্ঞানে মন্দমতি কুতর্ক-বিচলিতবুদ্ধি ব্রাহ্মণাদি বর্ণাপসদ

এই সকল তুচ্ছবাদী বাদী সর্ব্বথা দয়ার পাত্র, কেন না, তাহারা আগমের যথার্থ অর্থ বুঝিতে অক্ষম, তাহাদিগের কথা সর্ব্বথা উপেক্ষণীয়, কিন্তু তথাপি যাহারা ব্রহ্মৈক্যপক্ষে প্রত্যক্ষ বিরোধ প্রদর্শন করিয়াছে, তাহাদের প্রতি আমার বক্তব্য, প্রত্যক্ষ লভ্য শব্দাদির সহিত ব্রহ্মৈকত্বের বিরোধ কি ?

তোমাদিগের মতে প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিভিন্ন শব্দের সহিত সর্ব্বভূতস্থ আকাশৈকত্বের বিরোধ হয় কি না ? না হইলে বিভিন্ন শব্দাদির সহিত ব্রহ্মৈকত্বেরও বিরোধ হইতে পারে না। অতএব প্রথমোক্ত দোষ হয় না। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক জীব-শরীরে শব্দাদিবিষয়-ভোক্তা ও ধর্ম্মাধর্ম্মকর্ত্তার প্রভেদ দেখাইয়া যে ব্রহ্মৈকত্বের সহিত অনুমান-বিরোধ দেখান হইয়াছে, তাহাও যুক্তিসহ নহে। কেন না, প্রথমতঃ তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে, এইরূপ অনুমান করে কে ? যদি বল যে, অনুমাননিপুণ আমরা সকলেই (তার্কিকগণ)। ইহাতেও প্রশ্ন এই যে, "আমরা" এই কথার অর্থ কি ? অর্থাৎ আমরা অর্থে দেহ ? ইন্দ্রিয় ? না মন ? কি জীবাত্মা ? কেহই নহে ; কারণ, অচেতন দেহেন্দ্রিয় সকল অনুমান করিতে অপারগ, কাজেই বলিতে হইবে যে, দেহেন্দ্রিয়মনঃসহকৃত আত্মা (চেতন) 'আমরা' শব্দের অর্থ। তাহা হইলেই তোমাদের আত্মা অনেক হইয়া পড়িল। যেহেতু, ক্রিয়ামাত্রই যে অনেক-কারকসাধ্য, ইহা তোমরা স্বীকার করিয়াছ। অর্থাৎ ক্রিয়া দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, আত্মা প্রভৃতি অনেক কারক (আমরা) দ্বারাই আত্মা কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন। 'অনুমাননিপুণ আমরা' এ কথায় তোমরা এক এক শরীরাদিকেই যদি বল, তাহা হইলে অনেক বলিলে না কি ? কারণ, অনুমান করে কে ? তোমার শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মা ইহারা এক নহে। অহো, পুচ্ছশৃঙ্গহীন পুরুষ বলীবর্দ্দ কর্ত্তৃক কি অনুমান-কৌশলই প্রদর্শিত হইল! যে মূঢ় নিজ আত্মাকে পর্য্যন্ত জানিতে অক্ষম, সে যে কি ভাবে বা কি উপায়ে এই দুর্জ্ঞেয় আত্মার ভেদাভেদবিচার করিয়া নির্ণয় করিবে, ইহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। আচ্ছা, না হয় স্বীকারই করিলাম, তাহারা অনুমান দ্বারা আত্মার ভেদসাধন করিবে, কিন্তু কোন্ হেতু দ্বারা কাহার ভেদ অনুমান করিবে ? যেহেতু, আত্মার স্বতঃ ভেদ-প্রতিপাদক এমন কোন লিঙ্গ-(হেতু)ই নাই, যাহা দ্বারা আত্মভেদ সিদ্ধ করিতে পারা যায়। তবে যে সকল নামরূপবিশিষ্ট হেতু বিভিন্ন আত্মা সিদ্ধির জন্য উত্থাপিত করা হয়, উহারাও নামরূপের মধ্যে ; সুতরাং আত্মার উপাধিস্বরূপ যেমন ঘট বা ভূছিদ্র আকাশের উপাধিমাত্র, বিভিন্ন আকাশ নহে, সেইরূপ উহারাও আত্মার উপাধি। যখন আকাশেরও নানাত্ববোধক

হেতু দেখিবে, তখন আত্মারও ভেদসাধক হেতু গ্রাহ্য হইবে। ফলতঃ ঘটপটাদি-ভেদে প্রতীয়মান আকাশ-ভেদ যেমন কখনই আকাশের পারমার্থিকভেদের প্রতি হেতু হয় না, তেমন নামরূপাদি উপাধিবশতঃ প্রতীয়মান ব্রহ্মভেদও কখনই আত্মার পারমার্থিকভেদের প্রতি হেতু হইতে পারে না। অতএব অন্য হইতে আত্মার বিশিষবাদী শত তার্কিকেও আত্মার ভেদসাধক হেতু প্রদর্শন করিতে পারে না। যাহাই দ্বিতীয় বলিয়া গৃহীত হইবে, সে সমুদয়ই আত্মার অবিষয়; সুতরাং আত্মা হইতে স্বতই বহুদূরে অবস্থিত। এমন কি, আত্মভেদের জন্য যে কিছু হেতু গ্রহণ করিবে, তৎসমস্ত ধর্ম্মই, কেবল নামরূপো-পাধিপ্রসূত. অথচ আত্মা নাম ও রূপের অতীত—নামরূপ তাঁহা (আত্মা) হইতে প্রাদুর্ভূত হয়। এ জন্য শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, নাম ও রূপ আকাশ (আত্মা) হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া যাঁহাতে অবস্থিত রহিয়াছে, তিনিই ব্রহ্ম। আমি (ব্রহ্ম), নাম (সংজ্ঞা শব্দ) ও রূপ (আকৃতি) প্রকাশ করিব ইত্যাদি। এই নাম (সংজ্ঞা) ও রূপ, উভয়ই উৎপত্তি ও বিনাশশীল, কিন্তু আত্মা সম্পূর্ণরূপে তাহার বিপরীত, অতএব অনুমানের অবিষয় আত্মভেদবিষয়ে কোনরূপেই অনুমান স্থান পাইতে পারে না। পূর্ব্বে আর একটি যে আপত্তি হইয়াছিল, এইরূপ উপাধিজনিত ভেদ স্বীকার করিলে ক্রিয়া-(যাগাদি) প্রতিপাদক শাস্ত্রসকলও অবাধে উপপন্ন হয়। ব্রহ্মৈকত্ব পক্ষে কে কাহাকে উপদেশ করিবেন? উপদেশ গ্রহণের ফলভোগী দ্বিতীয় কৈ? সুতরাং ব্রহ্মৈকত্বের উপদেশ অনর্থক, তাহাও নিরস্ত হইল; কারণ, ক্রিয়ামাত্রই অনেককারক-সাধ্য। একব্রহ্মপক্ষে ঐ প্রশ্নক্রিয়ার সম্ভব কোথায়? ব্রহ্ম স্বতঃ নিরুপাধি, তাঁহার পক্ষে উপদেশ, উপদেষ্টা, উপদেশকাল কিছুই নাই। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে উপদেশ নিরর্থক, ইহা আমরাও মানি।

যদি বল যে, আত্মার একত্বপক্ষে অনেক কারকের আনর্থক্য ঘটিয়া উঠে, তাহাও নহে। যাঁহারা আত্মার একত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে স্বভাবতঃ অনেক কারকের স্বীকারই নাই। অনেক কারক কেবল কল্পিতমাত্র। অতএব এই ব্রহ্মতত্ত্ববোধক শাস্ত্রদুর্গ অল্পবুদ্ধি তার্কিক বক্তা-নৃপতির অগম্য। বিশেষতঃ যাঁহারা গুরুকৃপা লাভ না করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা সুতরাং, দুরধিগম্য। শ্রুতি-স্মৃতি বলিয়াছেন যে, সেই মদামদ (সর্ব্বপ্রকার বিকৃতাবিকৃত-ভাবে প্রকাশমান) আত্মাকে আমি ভিন্ন (গুরূপদেশ বিনা) কে জানিতে পারে? অশেষশক্তিসম্পন্ন দেবতাগণও পূর্ব্বে এই আত্মতত্ত্ববিষয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত

ছিলেন। 'প্রতিকূল তর্ক দ্বারা আত্মতত্ত্ববুদ্ধি অপনীত করিও না' ইত্যাদি। সেই ব্রহ্মবিশেষ দেবতার বরে ও ঈশ্বরানুগ্রহে জ্ঞেয়, ইহাও শ্রুতিস্মৃতি হইতে অবগত হওয়া যায়। তিনি সচল এবং নিশ্চল, তিনি দূরস্থিত অথচ অত্যন্ত নিকটস্থ ইত্যাদি * বিরুদ্ধধর্ম্মপূর্ণ মন্ত্র হইতেও (উপদেশাধীন) আত্মার দুর্জ্ঞেয়ত্ব প্রতীতি হইতেছে।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, আমাতেই সর্ব্বভূত অবস্থিত ইত্যাদি। অতএব দুর্জ্ঞেয় আত্মতত্ত্ব বুঝিতে ঈশ্বরানুগ্রহ ব্যতীত কোন উপায় নাই। অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, পরমাত্মা ব্যতিরিক্ত সংসারী নামক দ্বিতীয় আর কেহই নাই। এ বিষয়ে "অগ্রে (সৃষ্টি-পূর্ব্বকালে) এক-মাত্র ব্রহ্মই ছিলেন।" "অতএব আত্মাকেই জানিবে।" "আমি (জীব) ব্রহ্ম।" "ব্রহ্ম ভিন্ন আর দ্রষ্টা, শ্রোতা বা বিজ্ঞাতা কেহ নাই।" ইত্যাদি শত শত শ্রুতি নিঃসন্দেহরূপে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। অতএব পরব্রহ্মই "সত্যস্য সত্যং" এই পবিত্র উপনিষদ্ (ব্রহ্ম-প্রাপক) নামে অভিহিত হইয়াছেন, অন্য কেহ নহে ॥ ২০ ॥

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম ব্রাহ্মণ সমাপ্ত।

---

* ইহার তাৎপর্য্য এই, আত্মা অজ্ঞানী জনের নিকটে চঞ্চল (সক্রিয়) এবং অতি দুর্জ্ঞেয়ত্ব হেতু দূরবর্ত্তী বলিয়া প্রতীত হন; অথচ যাঁহারা আত্মতত্ত্ব-প্রসন্নতাবশতঃ দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, আত্মা তাঁহাদের নিকটে নিষ্পন্দ, গভীর ও অতিনিকট-বর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। যেমন ইন্দ্রজালের তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে ঐন্দ্রজালিক ঘটনা সকল একরূপে (সত্যরূপে) ও তত্ত্বাভিজ্ঞের নিকটে অন্যরূপে (মিথ্যারূপে) প্রকাশ পায়, আত্মাও তেমন জ্ঞানী ও অজ্ঞানিভেদে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয়-ব্রাহ্মণম্

যো হ বৈ শিশুꣳ সাধানꣳ সপ্রত্যাধানꣳ সস্থূণꣳ সদামং বেদ সপ্ত হ দ্বিষতো ভ্রাতৃব্যানবরুণদ্ধি। অয়ং বাব শিশু-র্যোঽয়ং মধ্যমঃ প্রাণ স্তস্যেদমেবাধানমিদং প্রত্যাধানং প্রাণঃ স্থূণাঽন্নং দাম ॥ ১ ॥

পূর্ব্ব-ব্রাহ্মণে "ব্রহ্ম জ্ঞপয়িষ্যামি" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া এই জগৎ যাঁহা হইতে উৎপন্ন, যাঁহার অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত ও যাঁহাতে লীন হয়, সে চেতন ব্রহ্ম এক বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই জায়মান ও প্রলীয়মান জগতের স্বরূপ কি? তদুত্তরে—সেই জগৎ পঞ্চভূতাত্মক (ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ-বিকার)। আবার পঞ্চভূতও নাম (ইহা অমুক, উহা অমুক ইত্যাদি সংজ্ঞাশব্দ) ও রূপ (বস্তুর আকার) ভিন্ন অন্য কিছু নহে। "সত্যস্য সত্যং" এই "প্রথম সত্য" শব্দ দ্বারা নাম ও রূপের সত্যতা (ব্যবহারদশায়) বলা হইয়াছে। পুনশ্চ "সত্যস্য সত্যং" এই দ্বিতীয় সত্যশব্দে সেই সত্য পঞ্চভূতেরও সত্য (সত্তার কারণ) রূপে পরমব্রহ্মের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু পঞ্চভূতের যে কি প্রকারে সত্যতা, তাহা বলা হয় নাই; তাহা বলিবার জন্য এই ব্রাহ্মণের আরম্ভ। যেহেতু, কার্য্য ও কারণস্বরূপ পঞ্চভূত মূর্ত্তামূর্ত্তাত্মক, এই জন্য এই উপস্থিত পরিচ্ছেদ "মূর্ত্তামূর্ত্তব্রাহ্মণ" নামে পরিচিত। পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তামূর্ত্ত পঞ্চভূত এবং পঞ্চভূতের কার্য্য—শরীর ও পঞ্চপ্রাণ, ইহারা সকলেই সত্য; ইহাদের সত্যত্বনিরূপণের নিমিত্ত উপস্থিত ব্রাহ্মণদ্বয় আরব্ধ হইয়াছে এবং সেই তত্ত্বনির্দ্ধারণই ইতঃপূর্ব্বে "উপনিষদ্ব্যাখ্যা" নামে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে কার্য্যকারণসমুদায়ের (দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির) সত্যত্বনির্দ্ধারণ দ্বারা সত্যেরও সত্য যে ব্রহ্ম, তাহার অবধারণ করা হইতেছে। তন্মধ্যে "সত্যস্য সত্যং" এই নামের ব্যাখ্যাকালে বলা হইয়াছে যে, প্রাণ সত্য, কিন্তু ব্রহ্ম তদপেক্ষাও সত্য। ইহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে, উক্ত প্রাণের স্বরূপ কি? এবং ঐ প্রাণ বিষয়ে কি কি উপনিষৎ আছে

ও তাহার সংখ্যা কত ? তীর্থ উদ্দেশে প্রস্থিত পুরুষের পথিমধ্যবর্ত্তী কূপ-আরামাদি দর্শনের ন্যায় ব্রহ্মোপনিষদ্-(সত্যস্য সত্যং) ব্যাখ্যাবসরে প্রাসঙ্গিক এই সকল প্রাণবিষয়ক প্রশ্নেরও এ ব্রাহ্মণে তত্ত্ব-নির্ণয় করা হইবে।

যে জন এই শিশুকে (শরীরমধ্যস্থ প্রাণকে) আধান (অধিকরণ শয্যা), প্রত্যাধান (যাহা বালিস প্রভৃতিতে স্থাপন করা যায়—শির), স্থূণা (শরীরধারক) ও দাম-(বেষ্টনরজ্জু) বিশিষ্টরূপে উপাসনা করেন, তাঁহার পরমাপকারী শ্রোত্রাদি-ইন্দ্রিয়রূপ সপ্তপ্রকার ভ্রাতৃব্য * (শত্রু) পরাজিত হয়। সাধারণতঃ—ভ্রাতৃব্য শত্রু দ্বিবিধ দেখা যায় ;—স্বাভাবিক ও কৃত্রিম বা বিদ্বেষ্টা ও অদ্বেষ্টা। তন্মধ্যে যাহারা বিদ্বেষকারী, ইহারাই কৃত্রিম। এই কৃত্রিম শত্রুকে প্রাণোপাসক অববোধ করে। যে সকল শব্দাদি বিষয়গ্রাহক সপ্তপ্রকার ইন্দ্রিয় ও মন, বুদ্ধি, ইহারাই বিদ্বেষী, ইহা হইতে উৎপন্ন বিষয়ানুরাগ সহজ শত্রু। পূর্ব্বোক্ত বিদ্বেষী ইন্দ্রিয় শত্রুগণ জীবের আত্মদৃষ্টিকে বিষয়ানুগত করে, সুতরাং তাহারা আত্মদর্শনের প্রতিষেধক বিধায় শত্রু। † কঠশ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয় করিয়াছেন, সে জন্য তাহারা অন্তরাত্মাকে প্রত্যক্ষ করে না। যে শিশু প্রভৃতি বিজ্ঞানের এই ফল, সে শিশু কে? শ্রুতি স্বয়ংই এই প্রশ্নের উত্তর করিতেছেন যে, এই যে শরীরমধ্যবর্ত্তী লিঙ্গশরীরে সুসূক্ষ্ম প্রাণ আছে, যিনি প্রাণাপাণাদি পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া শরীর ধারণ করেন বলিয়া বৃহন্, পাণ্ডরবাসঃ প্রভৃতিশব্দে (পূর্ব্বে) সম্বোধিত হইয়াছেন, এবং বাক্, মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ যাহাতে বিষয়-সম্পৃক্ত। অপরাপর ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শব্দাদি বিষয় গ্রহণে বালকের ন্যায় অসমর্থ বলিয়া এই প্রাণকে শিশুশব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

* ভ্রাতৃব্য অর্থ শত্রু। সেই শত্রু সহজ ও কৃত্রিমভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা প্রভৃতি শত্রুতা না করিলেও জন্মমাত্রে শত্রু-দলমধ্যে পরিগণনীয়, এ জন্য ইহারা সহজশত্রু, এবং যাহারা হিংসাবুদ্ধিতে অপকার করিয়া শত্রুশ্রেণী-মধ্যে পরিগণিত হয়, তাহারা "কৃত্রিম" (অপকারক্রিয়া দ্বারা) শত্রু। জীবের পক্ষে ইন্দ্রিয় সকল কৃত্রিম শত্রু ; কারণ, ইহারা ছলে বলে নানাপ্রকারে প্রলোভন দেখাইয়া জীবকে বিষবৎ বিষম বিষয়ে বিমোহিত করিয়া অনন্ত সংসারনরকের কীট করিয়া রাখে। এই ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা সপ্ত—মুখ এক, চক্ষু দুই, কর্ণ দুই, নাসিকা দুই।

† কামরাগাদি বৃত্তি সকল আত্মাভিমুখে ধাবমান। বুদ্ধিকেও বিষয়দেশে লইয়া যায়, এ জন্য কামবিরাগাদিও শত্রু। এ জন্য কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ "স্বয়ম্ভুঃ" অর্থাৎ বিধাতা বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গণকে আত্মার বহির্ম্মুখে ধাবমান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এ জন্য ইন্দ্রিয় সকল স্বভাবতঃই সুখ-দুঃখাদিতে বিশেষ অনুরক্ত বা বিরক্ত হয়, আত্মাভিমুখে কোনক্রমে যাইতে চায় না।

এই কার্য্যাত্মক শরীর সেই শিশুস্থানীয় প্রাণরূপী আত্মার আধান-অধিষ্ঠান ; যেহেতু, প্রাণ সমস্ত ইন্দ্রিয়-সমভিব্যাহারে এই কার্য্যময় দেহেতেই অবস্থান করিয়া ইন্দ্রিয়গণের প্রেরণা করিতেছেন। ইন্দ্রিয়সকল এই দেহে অধিষ্ঠান করত আত্মলাভ করিলে (প্রকট হইলেই) বিষয়োপলব্ধির কারণ হয়, কিন্তু কেবলমাত্র প্রাণে অধিষ্ঠান করিলেই যে কার্য্যকারিতা আসে, তাহা নহে। ইহা অজাতশত্রু গার্গ্যকে দেখাইয়াছেন—"করণগণ (ইন্দ্রিয় সকল) উপসংহৃত অর্থাৎ নিজ নিজ ক্রিয়া হইতে বিরত হইলে আর বিজ্ঞানময়ের (জীবের) সন্ধান পাওয়া যায় না, কিন্তু করণসকল উন্মীলিত হইলেই বিজ্ঞানময়ের জ্ঞানশক্তি সমুদ্বোধিত হয়," ইহা পূর্ব্বে হস্ততাড়না দ্বারা মহারাজের প্রবোধনব্যাপারে প্রকাশ পাইয়াছে। এই শির (মস্তক) প্রাণশিশুর প্রত্যাধান অর্থাৎ স্থিতির আধার মস্তক সদৃশ। কারণ, শির প্রত্যেক আধারেই স্থাপিত হইয়া থাকে। অন্নপানাদিজনিত সামর্থ্য এই প্রাণশিশুর প্রাণ অর্থাৎ বল ; যেহেতু, বলকে অবলম্বন করিয়াই প্রাণের শরীরে অবস্থিতি। এ জন্য ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, "এই আত্মা যাবৎ পর্য্যন্ত এই দেহে বলহীনতা প্রাপ্ত না হয়, তাবৎ যেন অসম্মোহ অর্থাৎ চৈতন্যময়তা লাভ করিয়া থাকে, নচেৎ বলহীন হইলে মোহ (অচৈতন্য) প্রাপ্ত হয়। শিশু যেমন কোন দণ্ডাদি অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে, তেমন এই প্রাণশিশুও শরীর-পরিপোষক বায়ুকে অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করে ; এ জন্য শরীর-পোষক বায়ু এই শিশুর স্থূণা অর্থাৎ দণ্ড। অন্ন এই শিশুর দাম অর্থাৎ বন্ধন-রজ্জু। ইহার তাৎপর্য্য এই—ভুক্ত অন্নমাত্রই তিন ভাগে পরিণত হয়, তন্মধ্যে ভুক্তঅন্নের স্থূল ভাগ মূত্র ও পুরীষরূপে পরিণত হইয়া এই পৃথিবীর সহিত মিলিত হয় ; মধ্যমভাগ সারভূত রস ও রুধিররূপে পরিণত হইয়া ক্রমে রক্তাদিরূপে অন্নময় এই সাপ্তধাতুক দেহের পুষ্টিসাধন করে। * এই স্থূল দেহ অন্ন হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া অন্নময় সংজ্ঞা লাভ করে, কারণ আহার করিলে জীবশরীর পরিপুষ্ট হয় ও আহারের অভাবে ক্ষীণ হইয়া পতিত হয়। ভুক্তান্নের সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতমভাগ, অমৃত উর্জ্জ বা প্রভাব নামে কথিত হইয়া থাকে, সেই অণিষ্ঠভাগ প্রথমতঃ নাভিমণ্ডলের ঊর্দ্ধে হৃদয়ে আসিয়া পরে হৃদয় হইতে নানা স্থানে বিস্তৃত সেই দ্বাসপ্ততি (৭২০০০) সহস্রসংখ্যক নাড়ীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়সমষ্টিরূপী লিঙ্গনামক সেই শিশুর (প্রাণের) এই স্থূল

---

* সেই অন্নময় দেহ মেদ, মাংস, শুক্র, শোণিত, বসা, অস্থি ও মজ্জা এই সপ্তবিধ ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত, এই নিমিত্ত শরীরকে সাপ্তধাতুক বলা হইয়াছে।

শরীরে অবস্থিতির প্রতি কারণ হয়, এবং স্থূণানামক শরীরধারক বলের উৎপাদন করে। এ জন্যই অন্ন উভয় মুখে গ্রন্থিবিশিষ্ট বন্ধন রজ্জুর মত প্রাণ ও শরীরের স্থিতির কারণ হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

তমেতাঃ সপ্তাক্ষিতয় উপতিষ্ঠন্তে, তদ্যা ইমা অক্ষন্ লোহিন্যো রাজয়স্তাভিরেনং রুদ্রোঽন্বায়ত্তোঽথ যা অক্ষন্নাপস্তাভিঃ পর্জ্জন্যো যা কনীনিকা তয়াদিত্যো যৎ কৃষ্ণং তেনাগ্নির্যচ্ছুক্লং তেনেন্দ্রোঽধরয়ৈনং বর্ত্তন্যা পৃথিব্যন্বায়ত্তা দ্যৌরুত্তরয়া নাস্যান্নং ক্ষীয়তে য এবং বেদ ॥ ২ ॥

এক্ষণে সেই প্রত্যাধানস্থানীয় শিরোদেশে স্থিত প্রাণ-শিশুর চক্ষুর্বিষয়ে কতকগুলি উপনিষদ্ (নাম) বলা হইতেছে।

চক্ষুরিন্দ্রিয়রূপে যে প্রাণ শরীরমধ্যে অন্নবন্ধনে আবদ্ধ আছে, বক্ষ্যমাণ সপ্তসংখ্যক "অক্ষিতি" (উপাসকের অক্ষয়ফল-প্রাপ্তির কারণ বলিয়া অক্ষিতি নাম) সেই প্রাণের উপাসনা করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত সপ্তবিধ অক্ষিতি এই ;—এই যে চক্ষুর অভ্যন্তরে সুস্পষ্ট লোহিতবর্ণ রেখা আছে, সেই সকল চক্ষুর রেখা দ্বারা ভগবান রুদ্র পূর্ব্বোক্ত প্রাণের অনুগত হইয়া উপাসনা করিতেছেন। *

আর ধূমাদি সম্পর্কে চক্ষুর মধ্যে যে জল (অশ্রু) দেখা যায়, ধারারূপে পতিত সেই জল দ্বারা ভগবান্ পর্জ্জন্যদেব প্রাণের আরাধনা করিয়া থাকেন। সেই অন্নরূপী পর্জ্জন্য প্রাণের অক্ষিতি অর্থাৎ পরিপোষক। এ জন্য অন্যত্র শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, পর্জ্জন্য বর্ষণ করিলে প্রাণ অতুল আনন্দ অনুভব করে। চক্ষুর যে কনীনিকা—দর্শনশক্তি বা তারা, ভগবান্ আদিত্য তদ্দ্বারা প্রাণদেবতার আরাধনা করেন। চক্ষুস্থ কৃষ্ণ আভা দ্বারা স্বয়ং অগ্নি প্রাণের উপাসনা করেন। এইরূপ চক্ষুর শুক্লরেখা দ্বারা ইন্দ্র, নিম্নপক্ষ্ম দ্বারা অধঃস্থিতা পৃথিবী অন্নরূপে ও ঊর্দ্ধ পক্ষ্ম দ্বারা ঊর্দ্ধবর্ত্তী অন্তরীক্ষ পূর্ব্বোক্ত প্রাণের উপাসনা

* শ্রুতিস্থ 'উপতিষ্ঠন্তে' পদে যে আত্মনেপদে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা বৈয়াকরণ অনুশাসন-বিরুদ্ধ নহে, কারণ, এই সকল সপ্ত দেবতার নাম, ইহারাও মন্ত্রস্থানীয়, মন্ত্র দ্বারা উপাসনা যে স্থলে প্রকাশ পায়, তথায় আত্মনেপদ শাস্ত্রানুমত।

করিয়া থাকেন। চক্ষুর্গত প্রাণের অন্নস্বরূপ ঐ সপ্ত অক্ষিতি কর্ত্তৃক প্রাণের এইরূপ উপাসনা যিনি জানেন, তিনি প্রচুর পরিমাণে অক্ষয় অন্ন লাভ করেন ॥ ২ ॥

তদেষ শ্লোকো ভবতি। অর্ব্বাগ্বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্নস্তস্মিন্ যশো নিহিতং বিশ্বরূপম্। তস্যাসত ঋষয়ঃ সপ্ত তীরে বাগষ্টমী ব্রহ্মণা সম্বিদানেত্যর্ব্বাগ্বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্নস্তস্মিন্ যশো নিহিতং বিশ্বরূপমিতি। প্রাণা বৈ যশো বিশ্বরূপং প্রাণানেতদাহ তস্যাসত ঋষয়ঃ সপ্ত তীর ইতি, প্রাণা বা ঋষয়ঃ প্রাণানেতদাহ বাগষ্টমী ব্রহ্মণা সম্বিদানেতি বাগ ঘ্যষ্টমী ব্রহ্মণা সংবিত্তে ॥ ৩ ॥

এই শ্রৌত অর্থবিষয়ে "অর্ব্বাগ্বিলশ্চমস" ইত্যাদি শ্লোক (মন্ত্র) প্রমাণরূপে শ্রুত হয়। মন্ত্রের তাৎপর্য্য অতি দুরূহ, সুতরাং তাহার ব্যাখ্যা আবশ্যক। কিন্তু ভ্রান্তবুদ্ধি জীবগণ তাহার যদি বিপরীত অর্থ করে, এই ভয়ে শ্রুতি নিজেই তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—প্রথমতঃ মন্ত্রোক্ত চমসশব্দের অর্থ কি? শ্রুতি তাহা বলিতেছেন—এই শিরই চমস; কারণ, চমস (যজ্ঞাদি কর্ম্মে ব্যবহৃত পাত্রবিশেষ) অধোবিল, জীবের মস্তকও অভ্যন্তরে নিম্ন-গর্ত্তসম্পন্ন, অর্থাৎ চমসের যেমন নিম্নভাগে গর্ত্ত ও উপরিভাগে কপালের মত আকৃতি আছে, তেমন এই শিরেরও নিম্নদেশে মুখরূপ গর্ত্ত ও উর্দ্ধে ঘটাকৃতি বর্ত্তমান; সুতরাং শিরকে চমস বলা হয়।

এই শিরোরূপ চমসে বিশ্বরূপ অর্থাৎ বিবিধাকার যশঃ নিহিত রহিয়াছে, অর্থাৎ যজ্ঞীয় চমসে যেমন সোম নিহিত থাকে, তেমন এই শিরোরূপ চমসেও নানাপ্রকার যশোরূপ সোম অবস্থান করে। এখানে শীর্ষস্থ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় ও সপ্ত প্রকারে বিভিন্ন বায়ু প্রাণ নামে কথিত হইয়াছে, যশ তাহাতেই প্রসৃত। কারণ, ইন্দ্রিয় শব্দাদিজ্ঞানের হেতু এবং তাহার আবাসস্থান শিরঃ; সুতরাং শিরকে চমস বলা অযুক্ত হয় নাই। তাহার সমীপে স্পন্দনময় সেই সপ্ত প্রাণবায়ুরূপে সপ্ত ঋষি এবং অষ্টম শব্দ-ব্রহ্মাভিধায়ী বাগিন্দ্রিয় অবস্থান করিতেছে। যেহেতু, বাগিন্দ্রিয় ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ করে, এই জন্য বাগিন্দ্রিয় তাহার সমীপবর্ত্তী বলা হইল ॥ ৩ ॥

ইমাবেব গোতমভরদ্বাজাবয়মেব গোতমোঽয়ং ভরদ্বাজ ইমাবেব বিশ্বামিত্রজমদগ্নী অয়মেব বিশ্বামিত্রোঽয়ং জমদগ্নিরিমাবেব বশিষ্ঠকশ্যপাবয়মেব বশিষ্ঠোঽয়ং কশ্যপো-বাগেবাত্রির্ব্বাচা হ্যন্নমদ্যতেঽত্তির্হ বৈ নামৈতদ্‌যদত্রিরিতি, সর্ব্বস্যাত্তা ভবতি সর্ব্বমস্যান্নং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৪ ॥

ইতি দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥

সেই শির-চমস-সমীপবর্ত্তী সপ্ত ঋষি কে কে? উত্তর—কর্ণদ্বয়রূপ গোতম ও ভরদ্বাজ। তন্মধ্যে দক্ষিণকর্ণ গোতম ও বামকর্ণ ভরদ্বাজ। দক্ষিণবাম এই চক্ষুর্দ্বয়রূপ * বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি, এই নাসিকাদ্বয়রূপ বশিষ্ঠ ও কশ্যপ, এবং এই বাগিন্দ্রিয়ই অদন—ভক্ষণক্রিয়া বশতঃ অত্রি নামে প্রসিদ্ধ। † ইঁহারাই সেই সপ্ত ঋষি। যদিও অদন করে, এ জন্য 'অত্রি' না হইয়া "অত্তি" নাম হওয়াই উপযুক্ত ছিল, তথাপি যে অত্রি বলা হইয়াছে, তাহার কারণ এই :—যে কেহ পরোক্ষভাবে সমস্ত অন্নের প্রাণরূপে অবস্থিতি ও তাহার অদন ক্রিয়ারূপ অত্রি নাম নির্ব্বাচন জানেন (উপাসনা করেন), তিনি অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অত্তা—প্রভু হন অর্থাৎ তিনি সকলকে ভোগ করেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে ভোগ করিতে পারে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—সমস্তই সেই প্রাণ-বিজ্ঞানীর উপভোগ্য হয়, সে ব্যক্তি হৃদয়মধ্যবর্ত্তী প্রাণরূপে শরীরে থাকিয়া অন্নভোগ করে, কদাচ ভোজ্যরূপে পরিণত হয় না ॥ ৪ ॥

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ সমাপ্ত।

---

* দক্ষিণ বিশ্বামিত্র, বাম জমদগ্নি, অথবা ইহার বিপরীতক্রম, এইরূপ অন্যত্র বুঝিতে হইবে।

† বাগ্-ইন্দ্রিয়—জিহ্বা। ইহার দ্বারাই অন্ন ভুক্ত হয়, এ জন্য বাগিন্দ্রিয়কে অত্তি বা অত্রি বলা যায়।

তৃতীয়-ব্রাহ্মণম্

দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ মর্ত্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ স্থিতঞ্চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ ॥ ১ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রুতিতে সত্যশব্দবাচ্য প্রাণ ও প্রাণের উপনিষদ্ (উপাসনোপযোগী নাম) সকল ব্রহ্ম-নিরূপণ-প্রসঙ্গে যথাযথরূপে উক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি সেই প্রাণের (ইন্দ্রিয়ের) স্বরূপ কি? এবং কেনই বা তাহাদিগকে সত্য বলা হয়? এই প্রশ্নের উত্তরার্থ এই ব্রাহ্মণের আরম্ভ। প্রথমতঃ "নেতি নেতি" অর্থাৎ "ইহা ব্রহ্ম নয়" "উহা ব্রহ্ম নয়" বলিয়া যে যে উপাধিবিশেষের ব্রহ্মত্ব নিরাকরণ দ্বারা পরিশেষে ব্রহ্মের তত্ত্ব নির্দ্ধারণ অভিপ্রেত, তন্মধ্যে দুই প্রকার ব্রহ্ম সাধারণ লৌকিক ব্যবহারের বিষয়। সেই ব্রহ্মের রূপ কি কি অর্থাৎ কোন্ কোন্ উপাধির পরিহার আবশ্যক, এক্ষণে তাহাই নিরূপিত হইতেছে। পাঞ্চভৌতিক শরীর ও ইন্দ্রিয়াভিমানী ব্রহ্ম বিকারী ও নির্ব্বিকার-ভেদে দ্বিবিধ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তাখ্য, বিনাশী ও অমৃতস্বভাব; যাহা শরীরোপাধিবশে অর্জ্জিত বাসনাময়, উহাই সর্ব্বশক্তিমান্ ও নামরূপধারী এবং ক্রিয়া, কারক ও ফলস্বরূপে সর্ব্ববিধ ব্যবহারের আস্পদ। সেই ব্রহ্মই সর্ব্বপ্রকার উপাধিশূন্য হইলে মুমুক্ষুর জ্ঞেয় হয়, "নেতি নেতি" শব্দ দ্বারা সেই জন্ম-জরা-মৃত্যু-ভয়-শূন্য, বাক্য ও মনেরও অগোচর ব্রহ্মকেই অদ্বৈতরূপে শ্রুতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। ব্রহ্মের যে উপাধি বা রূপকে নেতি নেতি শব্দে পরিবর্জ্জন করিয়া স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা হয়, তাহা দ্বিবিধই;—মূর্ত্ত (সাবয়ব) ও অমূর্ত্ত (নিরবয়ব)। ব্রহ্মের যেমন অমূর্ত্ত একটি রূপ আছে, তেমন আর একটি মূর্ত্তও রূপ আছে; এ বিষয়ে নিঃসন্দেহার্থ "বাব" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। "বাব" অর্থ নির্দ্ধারণ; সুতরাং ব্রহ্মের দুইটিই রূপ, তাহার ন্যূনাধিক নহে এইরূপ নির্দ্ধারণ বুঝিতে হইবে। বাস্তবিক অরূপ ব্রহ্মকে অবিদ্যাবশে আরোপিত এই দুইটি ধর্ম্ম দ্বারা রূপিত অর্থাৎ বিশেষিত করা হয়, এ জন্য ইহাদিগকে রূপ বলে। এই মূর্ত্ত অমূর্ত্ত ব্রহ্মরূপেরই বক্ষ্যমাণ মর্ত্ত্য-অমৃত, স্থিত-যৎ, সৎ ও ত্যৎ এই বিশেষণসকল উল্লিখিত হইল। ইহার মধ্যে মর্ত্ত্য অর্থে মরণ বা বিকারশীল,

অমৃত অর্থে মরণ বা বিকার-রহিত, স্থিত অর্থে পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ. যৎ অর্থে সর্ব্বব্যাপী, সং অর্থে অন্য হইতে বিশেষ করিবার উপযোগী যে অসাধারণ ধর্ম্ম তদ্‌যুক্ত, ত্যং অর্থে পরোক্ষ—"এই সে" ইত্যাকার নির্দ্দেশের অযোগ্য ॥ ১ ॥

তদেতন্মূর্ত্তং, যদন্যদ্বায়োশ্চান্তরিক্ষাচ্চৈতন্মর্ত্ত্যমেতৎ স্থিতমেতৎ সৎ তস্যৈতস্য মূর্ত্তস্যৈতস্য মর্ত্ত্যস্যৈতস্য স্থিতস্যৈতস্য সত এষ রসো য এষ তপতি, সতো হ্যেষ রসঃ ॥ ২ ॥

পূর্ব্ব-শ্রুতিতে মূর্ত্তের চারিটি ও অমূর্ত্ত রূপের চারি চারিটি বিশেষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে মাত্র, কিন্তু কোন্ বিশেষণ যে কাহার, তাহা বলা হয় নাই ; এক্ষণে তাহারই বিভাগ প্রদর্শনপূর্ব্বক অর্থ বলা হইতেছে।—প্রথমতঃ মূর্ত্ত কি, তাহাই দেখা যাউক। মূর্ত্ত অর্থে স্থূলরূপে পরিণত পরস্পর সম্মিলিত অবয়ব-সংগঠিত মূর্ত্তি। তন্মধ্যে বায়ু ও আকাশকে বর্জ্জন করিলে, অবশিষ্ট পৃথিবী, জল ও অগ্নি এই ভূতত্রয় মর্ত্ত্যসংজ্ঞার সংজ্ঞী। এই ভূতত্রয়রূপ মূর্ত্ত-ব্রহ্ম মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণ-(বিনাশ) ধর্ম্মী। এই মরণের হেতু স্থিতত্ব বা পরিচ্ছিন্নতা। পরিচ্ছিন্ন বস্তুমাত্রই অন্য বস্তুর সহিত সম্পৃক্ত হয়, যেমন ঘট স্তম্ভ-কুড্যাদির সহিত সম্পৃক্ত এবং পরিচ্ছিন্ন। যেহেতু, এই মূর্ত্তব্রহ্ম স্থিত অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন, অতএব ইহা মর্ত্ত্য ; কারণ, পরিচ্ছিন্ন বস্তুমাত্রই সেই সম্পর্কী বস্তুর হানি দ্বারা বিনষ্ট হয় অর্থাৎ সংযোগমাত্রই বিয়োগান্ত সংযুক্ত পদার্থমাত্রই এক দিন না এক দিন বিযুক্ত হইবেই হইবে, সুতরাং মূর্ত্ত বা সাবয়ব পদার্থের বিনাশ বা বিকার সর্ব্বজনের অনুভবসিদ্ধ।

এই ভূতত্রয় অসাধারণধর্ম্মী। এই অসাধারণতা অপর দ্বারা সাধিত হয় ; সুতরাং উহারা পরিচ্ছিন্ন, আর পরিচ্ছিন্নতানিবন্ধন মরণধর্ম্মী ; অতএব মূর্ত্ত। কিম্বা ব্রহ্মের ঐ রূপ মূর্ত্ত, এই জন্য মরণধর্ম্মী এবং সেই কারণেই পরিচ্ছিন্ন, আর পরিচ্ছিন্নতা বশতঃ "সৎ" অর্থাৎ বিশিষ্টগুণসম্পন্ন। অথবা মূর্ত্ত, মর্ত্ত্য প্রভৃতি সকল বিশেষণই পরস্পরের প্রতি হেতু হইতে পারে, অর্থাৎ যেহেতু পরস্পর অব্যভিচরিতভাবে ঐ ভূতত্রয় বর্ত্তমান, এজন্য উহারা পরস্পর বিশেষ্য ও বিশেষণ এবং কার্য্য ও কারণ। সেই এই মূর্ত্ত, মর্ত্ত্য, স্থিত ও সদ্রূপ ভূতত্রয়ের সার—একমাত্র সূর্য্য। কারণ, সূর্য্যই পৃথিবী, জল ও তেজের যথাক্রমে কৃষ্ণ, শুক্ল ও লোহিতবর্ণত্রয় সম্পাদন করিয়া থাকেন। এইরূপ বিভিন্নবর্ণ আছে বলিয়াই পৃথিব্যাদি ভূতত্রয় পরস্পর পরস্পর হইতে পৃথগ্‌ভাবে অস্তিত্ব

লাভ করিতেছে ; নচেৎ সমস্ত একাকার হইয়া পড়িত। সবিতা যে এই জগন্মণ্ডলকে তাপ প্রদান করেন, ইহাই আধিদৈবিক কার্য্যে রসস্বরূপ। মূর্ত্ত ভূত-ত্রয়ের সাররূপে যখন সূর্য্যকেই অবগত হওয়া যায়, অতএব সূর্য্যের তাপপ্রদানকে আধিদৈবিক জগৎকার্য্যের স্বরূপ বলা যাইতে পারে। তাহার কারণ, এই মূর্ত্ত সবিতাই পৃথিব্যাদি ভূতত্রয়ের তাপদাতা এবং ভূতত্রয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার অর্থাৎ প্রধান। সৌর মণ্ডলের অভ্যন্তরবর্ত্তী যে আধিদৈবিক কারণ, তাহা পরে কথিত হইবে ॥ ২ ॥

ত্যস্যৈষ রসো য এষ এতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষস্ত্যস্য হ্যেষ রস ইত্যধিদৈবতম্ ॥ ৩ ॥

পূর্ব্ব-শ্রুতিতে মূর্ত্তের কথা শেষ হইয়াছে, এক্ষণে অমূর্ত্তের কথা বলা হইতেছে। মূর্ত্তের অবশিষ্ট বায়ু ও আকাশ, এই ভূতদ্বয় ব্রহ্মের অমূর্ত্ত রূপ। এই অমূর্ত্ত অমৃত, অর্থাৎ ক্ষিতি, জল ও তেজ অপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়ী বলিয়াই হউক বা অসংহত বলিয়াই হউক, (অপেক্ষাকৃত) অবিনাশী। অমূর্ত্ত বলিয়াই অস্থিত অর্থাৎ অন্য বস্তুর সহিত অসম্পৃক্ত, কারণ, সম্পৃক্ত বস্তুমাত্রেরই পরস্পর সংঘর্ষবশতঃ অবয়বধ্বংস দ্বারা বিনাশ হইবার সম্ভাবনা, অসম্পৃক্তের সম্বন্ধে এ আশঙ্কা হইতে পারে না। এই অমূর্ত্ত ব্রহ্ম যৎস্বরূপ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থিতের বিপরীত ব্যাপকতা বিশিষ্ট অপরিচ্ছিন্ন, যেহেতু এই অমূর্ত্ত ব্রহ্মের বৈশিষ্ট্য অন্য হইতে বিভক্ত করিয়া দেখাইবার যোগ্য নহে এই জন্য উহা 'ত্যৎ' স্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বথা প্রত্যক্ষের অযোগ্য।

ইহার তাৎপর্য্য এই ;—যেহেতু, বায়ু ও আকাশ অমূর্ত্ত অর্থাৎ অসংহতাবয়ব ; অতএব অমৃত (দীর্ঘকালস্থায়ী), যেহেতু অমৃত, অতএব যৎ—সর্ব্বব্যাপক, যেহেতু যৎ, অতএব ত্যৎ অর্থাৎ পরোক্ষ ; কারণ, যে বস্তু পরিচ্ছিন্ন হয়, তাহাকেই অন্য হইতে পৃথক্ করিয়া প্রত্যক্ষ করা যায়, কিন্তু নীরূপ বায়ু ও আকাশের সম্বন্ধে এরূপ যুক্তি খাটে না। অথবা এখানেও অমূর্ত্ত ও অমৃত প্রভৃতি প্রত্যেক ধর্ম্ম প্রত্যেকের প্রতি হেতু হইতে পারে। ব্রহ্মের, সেই এই 'অমৃত' 'যৎ' ও 'ত্যৎ'স্বরূপ। অমূর্ত্ত রূপের ইহাই রস অর্থাৎ প্রধান, যাহা এই সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী জগৎকারণ হিরণ্যগর্ভ পুরুষ ও প্রাণ নামে অভিহিত হয়।

সেই হিরণ্যগর্ভই এই অমূর্ত্ত ভূতদ্বয়ের (আকাশ ও বায়ুর) সার। কারণ, এই বিশ্বের লিঙ্গশরীররূপী হিরণ্যগর্ভের লিঙ্গশরীর নির্ম্মাণের নিমিত্তই অব্যাকৃত অর্থাৎ অনভিব্যক্ত প্রকৃতি হইতে এই ভূতদ্বয়ের অভিব্যক্তি হইয়াছে; এ জন্য (হিরণ্যগর্ভের জন্য অভিব্যক্তি হেতু) হিরণ্যগর্ভকে বায়ু ও আকাশ এই ভূতদ্বয়ের সার বলা হইয়াছে। বায়ু ও আকাশ যেমন প্রত্যক্ষত গ্রাহ্য হয় না, তদধিষ্ঠাতৃমণ্ডলস্থ পুরুষও সেইরূপ সবিতৃমণ্ডলের মত প্রত্যক্ষ হয় না; এই সাদৃশ্য-বশতই মণ্ডলস্থ পুরুষ বায়ু ও আকাশের সার বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই জন্য শ্রুতি প্রসিদ্ধির মত হেতুবোধক 'হি' শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা ঐ অর্থ প্রসিদ্ধের মত প্রকাশিত হইবে, ইহাই উদ্দেশ্য। এখানে কেহ বলেন যে, রস অর্থ—কারণ, তিনিই হিরণ্যগর্ভ চেতন। যেহেতু, "সেই হিরণ্যগর্ভ বিজ্ঞানাত্মার পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মকলাপই বায়ু ও আকাশের প্রযোজক এবং বায়ু ও আকাশকে অবলম্বন করিয়াই অন্যান্য ভূতের প্রতি কারণ হয়। এই বায়ু ও অন্তরীক্ষের প্রয়োজকত্ব নিবন্ধন হিরণ্যগর্ভকে রস বা কারণ বলা হইতেছে। কিন্তু এ মত ভাল নহে—যেহেতু, পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্ত রসের সঙ্গে বৈসাদৃশ্য বলিয়া মহান্ দোষ হয়; কারণ, যখন মূর্ত্ত ভূতত্রয়ের সার তাহাদের সজাতীয় অচেতন মূর্ত্ত সৌরমণ্ডলকে বলা হইয়াছে, কিন্তু চেতন আত্মাকে নহে, তখন অমূর্ত্ত বায়ু ও আকাশের সজাতীয় অমূর্ত্ত পদার্থই সার হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। এইরূপ হইলে কল্পনারও অনেকটা সাদৃশ্য থাকে অর্থাৎ যেমন পূর্ব্বোক্ত বিশেষণবিশিষ্টরূপে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত উভয় রূপচতুষ্টয় পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদ্রূপ তাহাদের রস (সার) ও রসবানের সাম্য নির্দ্দেশ করা উচিত, অর্থাৎ যদি তাহারাও মূর্ত্তামূর্ত্ত হয়, তাহা হইলেই বিভাগ সমান হয়; নচেৎ ইহাকে অর্দ্ধ-বৈশস বলা যায় অর্থাৎ এক শরীরের অর্দ্ধ যুবা আর অর্দ্ধ বৃদ্ধ যেমন বিসদৃশ বা অসম্ভব, ঠিক ইহাও তেমনই বিসদৃশ বা অসম্ভব হয়। আর যদি বল যে, পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তের রস-মণ্ডলাধিপতি চেতন পুরুষই অভিপ্রেত, সৌরমণ্ডল নহে। উত্তর—তাহা আর বেশি কথা কি, কারণ, সর্ব্বত্রই মূর্ত্তামূর্ত্ত উভয়ই ব্রহ্মরূপে বক্তার বিবক্ষিত। পুনশ্চ যদি আপত্তি কর যে, শ্রুতি যখন পুরুষকে অমূর্ত্তের সার বলিয়াছেন অথচ পুরুষ কখনই অচেতন হইতে পারে না, অতএব এ স্থলে পুরুষ অর্থে চেতন অভিপ্রেত। উত্তর—তাহা নহে। কারণ, চেতন অচেতন সর্ব্বত্রই পুরুষ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—"প্রজাপতিগণ যখন বলিলেন, আমরা এইরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া প্রজাসৃষ্টি করিতে অক্ষম, অতএব ত্বক্, চক্ষু,

শ্রোত্র, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্য ও মন এই সপ্ত পুরুষকে একত্র সংহত অর্থাৎ লিঙ্গ-শরীররূপে পরিণত করিব," অতঃপর তাঁহারা এই সপ্ত পুরুষকে একরূপে পরিণত করিলেন, ইত্যাদি শ্রুতিতে অচেতন ইন্দ্রিয়গণও পুরুষ নামে কথিত হইয়াছে। "স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ" ইত্যাদি শ্রুতিও অচেতন অন্নরসময় শরীরকে পুরুষ নামে অভিহিত করিয়াছেন। অতঃপর অধ্যাত্ম রূপ নিরূপণের জন্য এইখানে অধিদৈবত কার্য্যের উপসংহার হইল ॥ ৩ ॥

অথাধ্যাত্মমিদমেব মূর্ত্তং যদন্যৎ প্রাণাচ্চ যশ্চায়মন্তরাত্মন্নাকাশ এতন্মর্ত্ত্যমেতৎ স্থিতমেতৎ সৎ তস্যৈতস্য মূর্ত্তস্যৈতস্য মর্ত্ত্যস্যৈতস্য স্থিতস্যৈতস্য সত এষ রসো যচ্চক্ষুঃ সতো হ্যেষ রসঃ ॥ ৪ ॥

এক্ষণে ব্রহ্মের মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তরূপের অধ্যাত্মবিভাগ প্রদর্শিত হইতেছে অর্থাৎ আত্ম-স্থিত মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত ব্রহ্মরূপ কিংস্বরূপ, তাহাই বলা হইতেছে।

জীবের এই শরীরই ব্রহ্মের সে মূর্ত্ত অধ্যাত্মরূপ। এই শরীরমধ্যবর্ত্তী প্রাণবায়ু ও আভ্যন্তর অবকাশাত্মক আকাশ ভিন্ন যে শরীরোৎপত্তির কারণ ভূতত্রয় (ক্ষিতি, অপ্ ও তেজ) আছে, শরীরারম্ভক এই ভূতত্রয়ই (আধ্যাত্মিক) মর্ত্ত্য (মরণশীল), স্থিত (পরিচ্ছিন্ন) ও সৎ (বিশেষ বিশেষ গুণবিশিষ্ট)। এই আধ্যাত্মিক মর্ত্ত্য, স্থিত ও সৎস্বরূপ মূর্ত্তের (ভূতত্রয়ের) সার চক্ষুঃ, যেমন আদিত্য-মণ্ডল দ্বারা অধিদৈবত ভূতত্রয় সারবান্ হয়, তেমন এই চক্ষু দ্বারাই সমস্ত দেহ সারবান্ হয়, চক্ষুঃশূন্য শরীর অসার অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য। বিশেষতঃ এই প্রাধান্য নিবন্ধনই সৃজ্যমান প্রাণিগণের প্রথমতঃ চক্ষুর্দ্বয় সৃষ্ট হয়। এ জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন যে, "তেজোময় অগ্নি প্রথম উৎপন্ন হইয়াছে, চক্ষু সেই তেজ হইতে উৎপন্ন। সুতরাং এই চক্ষুই আধ্যাত্মিক পৃথিবী, জল ও তেজের সার।" এই শ্রৌতবাক্য দ্বারাও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের আদিমত্ব প্রতিপন্ন হয়; চক্ষু যে আধ্যাত্মিক ভূতত্রয়ের মধ্যে সারতর হইবে, এ বিষয়ে শ্রুতি হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

অথামূর্ত্তং প্রাণশ্চ যশ্চায়মন্তরাত্মন্নাকাশ এতদমৃতমেতদ্‌যদেতত্ত্যৎ তস্যৈতস্যামূর্ত্তস্যৈতস্যামৃতস্যৈতস্য যত

এতস্য ত্যস্যৈষ রসো যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্তস্য হ্যেষ রসঃ ॥ ৫ ॥

অতঃপর অমূর্ত্তের স্বরূপ নিরূপিত হইতেছে। আধ্যাত্মিক ভূতদ্বয় অর্থাৎ অবশিষ্ট যে প্রাণবায়ু ও দেহান্তর্ব্বর্ত্তী আকাশ আছে, এই দুইটি অমূর্ত্ত ভূত নামে অভিহিত। পূর্ব্ববৎ এই অমূর্ত্ত বায়ু এবং আকাশও অমৃত, যৎ ও ত্যৎ-স্বরূপ। দক্ষিণচক্ষুতে যে পুরুষ অধিষ্ঠিত আছেন, তিনিই এই অমূর্ত্ত বায়ু ও আকাশের সার অর্থাৎ প্রধান। দক্ষিণ-চক্ষুতে যে লিঙ্গাত্মা (সূক্ষ্মস্বরূপ) পুরুষ অধিষ্ঠিত আছেন, ইঁহাকে শাস্ত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছে। কারণ, সকল শ্রুতিতেই তাহার উল্লেখ দেখা যায়। এই চক্ষুস্থিত লিঙ্গাত্মা পুরুষ বিশেষরূপে অনবধারণ হেতু অমূর্ত্ত এবং অমূর্ত্তের সার ॥ ৫ ॥

তস্য হৈতস্য পুরুষস্য রূপম্।

যথা মাহারজনং বাসো যথা পাণ্ড্বাবিকং যথেন্দ্রগোপো যথাগ্ন্যর্চ্চির্যথা পুণ্ডরীকম্।

যথা সকৃদ্বিদ্যুত্তꣳ সকৃবিদ্যুত্তেব হ বা অস্য শ্রীর্ভবতি য এবং বেদাথাত আদেশো নেতি নেতি।

ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎপরমস্ত্যথ নামধেয়ꣳ সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্ ॥ ৬ ॥

ইতি তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্।

ব্রহ্মের যে আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক সত্যশব্দবাচ্য মূর্ত্তামূর্ত্ত নামে উপাধিদ্বয় আছে, সেই মূর্ত্তামূর্ত্ত ভূতসকলের কার্য্য ও কারণভেদে বিভাগ ব্যাখ্যা করা হইল। এক্ষণে সেই করণস্বরূপ লৈঙ্গিক পুরুষের অর্থাৎ কার্য্যকারণ-বিভাগকালে করণ নামে যে পুরুষ উক্ত হইয়াছে, তাঁহার স্বরূপ নিরূপিত হইতেছে, কিন্তু এই পুরুষ-সম্বন্ধে অনেক মতামত আছে। তন্মধ্যে বিজ্ঞানবাদী বৈনাশিক (যাঁহারা প্রতিক্ষণেই আত্মার বিনাশ ও উৎপত্তি স্বীকার করেন) বৌদ্ধগণ বলেন যে, যে বিষয়ে ভ্রান্ত, অর্থাৎ যাহা বাসনাময়, অনন্ত মূর্ত্তামূর্ত্ত বস্তুমাত্রের বাসনা ও বিজ্ঞানময়ের সম্পর্কে উৎপন্ন, যাহা আশ্চর্য্যময় অর্থাৎ পট ও ভিত্তির

চিত্রের মত, মায়া, ইন্দ্রজাল ও মৃগতৃষ্ণার সদৃশ এবং সর্ব্বজনমোহকর, সেই বিজ্ঞানই আত্মা, তদতিরিক্ত আর আত্মা নাই। নৈয়ায়িকগণ ইহাকে পটাদির শুক্লাদি গুণের মত আত্মদ্রব্যের বাসনা-নামক গুণ বলিয়া থাকেন। বৈশেষিকগণও যে বিষয়ে নৈয়ায়িক মতেরই পোষকতা করেন ; সাঙ্খ্যাচার্য্যগণ ইহাকে আত্মার্থে প্রবৃত্ত, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়, সর্ব্বকার্য্যের প্রবর্ত্তক, প্রকৃতির অধীন অথচ জীবের ভোগ সম্পাদনের জন্য ক্রিয়াশীল অন্তঃকরণ নামে নির্দ্দেশ করেন এবং ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ প্রভৃতি বেদান্তিগণও এই বিষয়ে এইরূপ কল্পনাও করেন যে, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তরাশি এক ভাগ, পরমাত্মরাশি দ্বিতীয় ভাগ ; এই পরমাত্মরাশিই উত্তম ভাগ ; অন্তঃকরণ এই উভয়ভাগের অতিরিক্ত তৃতীয় মধ্যমভাগ। এই তৃতীয় ভাগই পূর্ব্বে অজাতশত্রু রাজা কর্ত্তৃক বোধিত বিজ্ঞানময় কর্ত্তা, ভোক্তা জীবের সহিত মিলিতভাবে জ্ঞান, কর্ম্ম ও প্রাক্তন সংস্কারের প্রবর্ত্তনা করে ; সুতরাং এই অন্তঃকরণ প্রবর্ত্তক, কর্ম্মসমূহ তাহার প্রযোজ্য, এবং প্রাগুক্ত মূর্ত্তামূর্ত্তরাশি তাহার কার্য্যের (ভোগের) সাধন অর্থাৎ উপায়। কাজেই তাঁহারা তার্কিকগণের সহিত সন্ধি করেন বলিতে হইবে, কিন্তু তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সকল লিঙ্গাত্মার আশ্রিত স্বীকার করিয়া থাকেন। পুনশ্চ ঐ কথায় সাংখ্যমত আসিয়া পড়ে, এই ভয়ে ভীত হইয়া বলেন যে, যেমন পুষ্পের সৌরভ পুষ্প না থাকিলেও পুষ্পবাসিত তৈলাদিতে থাকে, তেমন অন্তঃকরণাদিরূপ লিঙ্গাশ্রিত কর্ম্মরাশিও লিঙ্গশরীরের বিয়োগে পরমাত্মার একদেশ আশ্রয় করে। বস্তুতঃ নির্গুণ পরমাত্মার সেই অংশ আগন্তুক অস্মদীয় গুণ দ্বারা গুণবান্ হয় এবং পরমাত্মা স্বয়ং নির্গুণ হইয়াও কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-বন্ধনে বদ্ধ হন, আবার বিজ্ঞানাত্মভাবে মুক্তি লাভ করেন। এইরূপ কল্পনায় তাঁহারা বৈশেষিকগণেরও চিত্তরঞ্জন করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকেন। অথচ বলেন, সেই কর্ম্মসমূহ পৃথিব্যাদি ভূতসমূহ হইতে আসিয়া পরমাত্মৈকদেশ আশ্রয় করে, পরমাত্মার একদেশ বলিয়া এই আত্মা স্বভাবতঃ নির্গুণ। আরও বলেন, স্বতঃ উৎপন্ন অবিদ্যা আগন্তুক না হইলেও পৃথিবীর উষরত্বের ন্যায় পরমাত্মৈকদেশে প্রকাশ পায় ; অথচ তাহা আত্মধর্ম্ম নহে, এইরূপ কল্পনা করিয়া সাংখ্যবাদীর চিন্তানুসরণ করেন। যাহা হউক, এই সমস্ত কল্পনাই তাঁহারা অবশ্যই তার্কিকগণের সহিত সামঞ্জস্যরক্ষার নিমিত্ত রমণীয় দেখিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা উপনিষৎ-সিদ্ধান্তকে প্রীতিচক্ষে দেখিতে পারেন না এবং ঐ সকল কল্পনা যে যুক্তির বহির্ভূত, তাহাও তাঁহাদের লক্ষ্যে আসে না। কেন না, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পরমাত্মার

একদেশ বা অংশ প্রভৃতি কল্পনা হইতে তাঁহার সংসারিত্ব, সদোষত্ব ও নানা কর্ম্ম-ফল ভোগের জন্য গতিবিধি প্রভৃতি অনুপপত্তি অকাট্যদোষ ঘটে।

এবং যদি জীব ও পরমাত্মা পরস্পর বাস্তবিক স্বাভাবিক ভেদবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে "জীব মুক্ত হইয়া পরমাত্মার সহিত এক হইয়া যায়" এই অভেদ-উক্তি বাতুলোক্তির ন্যায় অনর্থক হয়। আর যে বলা হইয়াছে, লিঙ্গাত্মাই পরমাত্মার অংশরূপে কল্পিত, যেমন ঘট, করকা, ভূচ্ছিদ্র আকাশের অংশ, এবং এই লিঙ্গ-শরীরাশ্রিত কর্ম্মফল ও লিঙ্গশরীরহানির পর বাসনা পরমাত্মাশ্রিত, সেইরূপ অবিদ্যাকেও ভূমির উষরবৎ জীবাত্মা স্বতঃ উত্থিত বলা হয়, এ সকল কল্পনাও যুক্তি-হীন উপচরিত কথামাত্র। কেন না, বাসনার আশ্রয় লিঙ্গশরীর নষ্ট হইলেও যে সংক্রামিত গন্ধের ন্যায় বাসনারাশি নিরবয়ব পরমাত্মার একদেশ আশ্রয় করিয়া থাকিবে, এ কথা শ্রুতি ও যুক্তির বহির্ভূত। যেহেতু, এ কথা কেহ মনেও কল্পনা করিতে পারেন না যে, বাসনা নিজ আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অন্য আশ্রয়ে মূর্ত্ত ব্যক্তির মত গমন করে। শ্রুতি বলিতেছেন যে, "কাম (বাসনা), সঙ্কল্প ও বিচিকিৎসা (এইটি শুক্ল, পীত বা নীল ইত্যাকার কল্পনা) প্রভৃতি ধর্ম্ম সকল হৃদয়ের ধর্ম্ম, আত্মার নহে।" "কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ" অর্থাৎ যে সকল কামনা এই পুরুষের হৃদয়াশ্রিত। "পুরুষ যে সময়ে (সুষুপ্তিকালে) হৃদয়ের সমস্ত শোক হইতে ত্রাণ পায়।" কিন্তু কামনা যে আত্মার বা অন্য কাহারও ধর্ম্ম, এ কথা ত কেহই বলিতেছেন না। আর প্রদর্শিত শ্রুতিসকলের যে অন্য অর্থ অভিপ্রেত, তাহাও বলা যায় না; কারণ, আত্মার পরমব্রহ্ম-রূপত্ব নির্দ্ধারণের জন্যই এই সকল শ্রুতির অবতারণা হইয়াছে, শুধু তাহাই নহে, সকল উপনিষৎই কেবল এই সকল তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াই চরিতার্থ; সুতরাং তাহাদিগের অন্যার্থ সম্ভবে না।

অতএব যাঁহারা শ্রুতির তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে নিতান্ত বিমূঢ়, কেবল তাঁহারাই এইরূপ অসদর্থের অবতারণা করিয়া থাকেন; তথাপি তাঁহাদের কথিত অর্থ যদি বেদার্থ হইত, তাহা হইলে ঐ অর্থ গ্রহণ করিতে আমার কোন আপত্তি কি দ্বেষ থাকিত না; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ অর্থ বেদার্থের বিরুদ্ধ, যেহেতু—শ্রুতি বলিতেছেন যে, "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে" অর্থাৎ ব্রহ্মের ঐ মূর্ত্তামূর্ত্ত ও তজ্জিত বাসনা এই দুইটিমাত্র রূপ এবং ব্রহ্ম ঐ রূপবান্ তৃতীয় ব্যক্তি, ইহার মধ্যে চতুর্থ আর কেহ নাই; সুতরাং তোমাদের মতসিদ্ধ রাশিত্রয় কল্পনার সামঞ্জস্য কোথায়? আমাদের মতের অনুকূলে শ্রুতি

নিশ্চয়ার্থক "বাব" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। অন্যথা এমত অবস্থায় শ্রুতির ব্যাখ্যাকালে ব্রহ্ম শব্দে ব্রহ্মের অংশবিশেষ বিজ্ঞানাত্মার দুই রূপ, অথবা পরমাত্মা বিজ্ঞানাত্মার দুই রূপে রূপবান্, এইরূপ অর্থ কল্পনা করিতে হয়; কিন্তু তাহা দ্বিরূপোক্তির সহিত বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, অর্থাৎ যদি জন্মান্তরীণ সংস্কারসহকৃত মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত এইমাত্র রূপদ্বয় এবং রূপবান্ ব্রহ্ম স্বয়ং এক, এই সমষ্টিতে তিন, এতদ্ব্যতিরিক্ত চতুর্থ আর কিছুই নাই, এইরূপ কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে" এই শ্রুতির অর্থের সঙ্গে কোন বিরোধ হয় না, কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মের রূপ দুইটি ভিন্ন তিনটি নাই, কিন্তু এই রূপদ্বয়াতিরিক্ত আর যে কেহ রূপবান্ আছে, এ কথা ত কখনও বলেন নাই। এখানে যদি বাসনা (সংস্কার) সকলেরও পৃথক্ বিভাগ শ্রুতির অনুমোদিত হইত, তাহা হইলে "দ্বে বাব" না বলিয়া "ত্রীণি বাব" বলিতেন। অতএব কোনরূপেই ত্রিবিধ বিভাগ হইতে পারে না।

যদি বল যে, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত এই দুইটিই পরমাত্মার রূপ, কর্ম্মবাসনা সকল জীবাত্মার রূপ (ধর্ম্ম), সুতরাং ত্রিবিধ বিভাগ করিলেও "দ্বে বাব" এই ব্রহ্মের রূপদ্বয়প্রতিপাদক শ্রুতির সহিত কোন বিরোধ নাই। উত্তর—না, এইরূপ কল্পনা করিলে "জীবাত্মার সম্পর্কে বিকৃত পরমাত্মার এই দুই রূপ," এরূপ উক্তি কখনও সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, বাসনা যদি পরমাত্মাশ্রিত হয়, তাহা হইলে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে বাসনা দ্বারাই পরমাত্মার বিকার হইতে পারে; আর জীবাত্মা দ্বারা কেন? আর ইহাও মুখ্যভাবে কখনই কল্পনা করা যায় না যে, কোন বস্তু অন্য বস্তু দ্বারা বিকৃত হয়, আর বিজ্ঞানাত্মাও পরমাত্মা হইতে বস্তুতঃ পৃথক্ নহে, যাহা দ্বারা ঐরূপ কল্পনা করিতে পার। তাহাতে বেদান্তসিদ্ধান্তেরই বিরোধ হয়, অতএব পূর্ব্বোক্ত মত সকল বেদার্থে বিমূঢ় ব্যক্তিগণের স্বকপোলকল্পিত। এই সকল কল্পনা পরমাত্ম-বহির্ভূত। যাহা পরমাত্ম-বহির্ভূত, তাহা বেদার্থ বা বেদার্থানুযায়ী হয় না, কারণ, বেদ স্বতঃ প্রমাণ। এইরূপে ভাষ্যকার পরমত সকল প্রত্যাখ্যান করিয়া সম্প্রতি স্বমত সংস্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রথমতঃ "যোঽয়ং দক্ষিণে ঽক্ষন্ পুরুষ" অর্থাৎ এই যে দক্ষিণচক্ষুর্বর্ত্তী পুরুষ আছেন, এই কথা দ্বারা অধ্যাত্ম (দেহবর্ত্তী) লিঙ্গপুরুষের প্রস্তাব করা হইয়াছে; এবং "য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে" এই স্থানেও আধিদৈবিক পুরুষের অবতারণা করা হইয়াছে। যেহেতু, "ত্যৎ" প্রভৃতি বিশেষণবিশিষ্ট অমূর্ত্ত ব্রহ্মের রস নামে আদিত্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত

পুরুষই অভিহিত হইয়াছেন, কিন্তু বিজ্ঞানাত্মার কোন উল্লেখই হয় নাই। যদি বল যে, এখানে বিজ্ঞানাত্মাও (জীব) প্রস্তাবের বিষয়, সুতরাং তাঁহারই এই মূর্ত্তামূর্ত্ত রূপ হইবে না কেন? উত্তর—না, এইরূপও বলিতে পার না; যেহেতু, বিজ্ঞানাত্মা নীরূপ, অতএব তাঁহার স্বরূপ-জ্ঞাপন শ্রুতির অভিপ্রেত। এক্ষণে যদি এই সকল তাঁহারই বিকারী রূপ প্রদর্শন করা হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাপর উদ্দেশ্যবিরোধ বশতঃ উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায় শ্রুতিবাক্য অগ্রাহ্য হইয়া উঠে; কেন না, যাঁহার মাহারজনাদি-রূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, পরে তাঁহাকেই "নেতি নেতি" ইহা (ব্রহ্ম) নহে, উহা নহে; এই শ্রুতি দ্বারা কখনই নির্ব্বিশেষরূপী বলিয়া প্রতিপাদন করা যায় না, যদি বক্ষ্যমাণ মাহা-রজনাদি সেই জীবের রূপ প্রদর্শিত হয়, তবে ঐ উপদেশ ব্যর্থ হইয়া যায়। যদি বল, 'নেতি নেতি' উপদেশ বিজ্ঞানময় আত্মার প্রতি নহে, স্বতন্ত্র আত্মার প্রতি। এরূপ আশঙ্কাও করিতে পার না; কারণ, এ কথা বলিলে ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" অর্থাৎ অরে (হে) মৈত্রেয়ি! বিজ্ঞাতাকে কি উপায়ে জানিবে? এই উপসংহারের প্রথমে বিজ্ঞানাত্মার (জীবের) প্রস্তাব করিয়া সর্ব্বশেষে "স এষ নেতি নেতি" সেই এই জীব দৃশ্যমান প্রপঞ্চের অতীত, এই উপসংহারবাক্যে পূর্ব্বোক্ত জীবেরই নির্ব্বিশেষত্ব প্রতিপাদন ও 'বিজ্ঞপয়িষ্যামি' ব্রহ্মস্বরূপ শুনাইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা কোনরূপেই সঙ্গত হইতে পারে না, কিন্তু যদি জীবাত্মার প্রস্তাব হয়, তবেই এইরূপ উপসংহার ও প্রতিজ্ঞা সমঞ্জস হয়। কারণ, যদি ঐ প্রতিজ্ঞা দ্বারা বিজ্ঞানাত্মার ব্যবহারাতীত স্বরূপ অর্থাৎ সকল উপাধির অতীত প্রকৃত তত্ত্ববোধনই শ্রুতির অভিপ্রেত হয়, তবেই ঐ প্রতিজ্ঞা সার্থক, অন্যথা নহে। যেহেতু, ঐরূপ 'নেতি নেতি' ইত্যাদি উপদেশের ফলে বিজ্ঞানাত্মা যখন নিজেকে "আমি ব্রহ্ম" বলিয়া জানিতে পারে ও শাস্ত্রের সাফল্য বোধ করিতে পারে, তখন আর কাহারও নিকট ভীত হয় না। আর যদি বিজ্ঞানময় হইতে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি 'নেতি নেতি' উপদেশ হইত, তবে ইহা হইতে ব্রহ্ম স্বতন্ত্র, আমি ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন, এইরূপ জ্ঞানই জন্মিত। "অহং ব্রহ্মাস্মি" আমি ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞান কখনই হইত না ও তাহার দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের অভেদোপদেশ নিরর্থক হইয়া পড়িত। অতএব এই সকল রূপ লিঙ্গশরীরাভিমানী পুরুষের ভিন্ন অন্য কাহারও বলা যাইতে পারে না।

এখানে আপত্তি হয়, যদি পরমাত্মার স্বরূপপ্রদর্শনই এই প্রস্তাবের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে লিঙ্গ-পুরুষের এই সকল অপ্রাসঙ্গিক রূপ কেন নির্দ্দিষ্ট হইল?

ইহার উত্তর এই—সত্যের যাহা সত্যস্বরূপ, তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপ, ইহা নির্দ্দেশ করিতে হইলে নিঃশেষরূপে সত্যের রূপ নির্দ্দেশ করাই উচিত; এজন্যই সত্যের যে বাসনা-নামক বিশিষ্টরূপ, তাহারই নানাবিধ রূপ কথিত হইয়াছে ও হইতেছে।

সেই প্রকৃত লিঙ্গসংজ্ঞক পুরুষের এই সকল রূপ কি কি? তাহাই বলা হইতেছে; যেমন মহারজন (হরিদ্রা)-রঞ্জিত বস্ত্র হরিদ্রাবর্ণ হয় কিম্বা যেমন অনুরাগজনক স্ত্রী প্রভৃতি বিবিধ ভোগ্য বিষয়-সংযোগে চিত্তও সেই প্রকার বাসনারূপ রঞ্জনে রঞ্জিত হয়। এ জন্যই পুরুষ রক্ত (অনুরক্ত) বা আসক্ত প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। কিম্বা যেমন মেষরোমজ বস্ত্র প্রভৃতি পাণ্ডুবর্ণ হয়, লিঙ্গপুরুষের বাসনারূপও ঠিক তেমন পাণ্ডুবর্ণ, এবং ইন্দ্র-গোপ যেমন লোহিতবর্ণ, লিঙ্গপুরুষের বাসনারূপও তেমন লোহিতবর্ণ। এই বর্ণবিশেষের তারতম্য কোন স্থলে বিষয়ের বর্ণ অনুসারে, আবার স্থলবিশেষে পুরুষচিত্তের সত্ত্ব প্রভৃতি গুণানুসারে ঘটিয়া থাকে। অগ্নির শিখা যেমন ঈষৎ রক্তাভ হয়, কাহার কাহারও বাসনাও ঠিক এইরূপ রক্তাভ; এবং যেমন পুণ্ডরীক শ্বেতবর্ণ, এইরূপ কাহারও বাসনারূপ শ্বেতবর্ণ। এই বাসনারূপ বিদ্যুৎ-প্রভার ন্যায় সর্ব্ব-প্রকাশক হয়। এই পূর্ব্বোক্ত বাসনাসকলের আদি, অন্ত, মধ্য, সংখ্যা, দেশ, কাল বা কোনও নিমিত্ত অবধারিত নাই। কেন না, বাসনার উৎপাদক (হেতু) অনন্ত, হেতু অনন্ত বলিয়াই তৎকার্য্য বাসনাও অনন্ত, অনন্ত বলিয়াই অসংখ্যেয় অর্থাৎ সংখ্যা দ্বারা পরিচ্ছেদ করা যাইতে পারে না। এ জন্যই ষষ্ঠ অধ্যায়ে বক্ষ্য-মাণ "ইদংময়োঽদোময়ঃ" অর্থাৎ "বাসনা এইরূপ, ঐরূপ" ইত্যাদিবাক্য দ্বারা বাসনার অনন্তত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব এ স্থানে যে মাহারজন প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাও কেবল কয়েকটি প্রকার প্রদর্শনার্থ মাত্র অর্থাৎ বাসনা-সকল এই প্রকার হয়, ইহা প্রদর্শন উদ্দেশ্য, কিন্তু স্বরূপসংখ্যার অবধারণার্থ নহে। সর্ব্বশেষে যে বাসনারূপের দৃষ্টান্তরূপে বিদ্যুতের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাও কেবল অব্যাকৃত আত্ম-শক্তি হইতে প্রথমাভিব্যক্ত হিরণ্যগর্ভের সকৃৎ বিদ্যুতের আবির্ভাবের মত সকৃৎ অভিব্যক্তিপ্রদর্শনার্থ। যে জন হিরণ্যগর্ভের এই বাসনার রূপ অবগত হন, তিনিও বিদ্যুতের মত যুগপৎ সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইয়া থাকেন এবং হিরণ্যগর্ভসদৃশী শ্রী অর্থাৎ প্রশংসা লাভ করেন।

এইরূপে ক্রমে সত্যের স্বরূপ নিঃশেষরূপে নিরূপিত করিয়া এক্ষণে সেই সত্যের সত্যস্বরূপ যে ব্রহ্ম, তাঁহার স্বরূপাবধারণার্থ এই ব্রাহ্মণের আরম্ভ হই-তেছে—শ্রুতি সত্যের স্বরূপনিরূপণের পর,—যেহেতু সত্যেরও যে সত্য অনিরূপিত

আছে, অতএব তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন— "অতঃপর সত্যের যাহা সত্য, তাহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিব।" তন্মধ্যে "নেতিনেতি" ইহা ব্রহ্ম নহে, উহা ব্রহ্ম নহে, এই সর্ব্বনিষেধ দ্বারা যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই ব্রহ্মের নির্দ্দেশ অর্থাৎ স্বরূপকথন। যদি বল যে, কেবল "নেতি নেতি" এই শব্দ দুইটি দ্বারা কিরূপে সত্যের স্বরূপ (ব্রহ্মস্বরূপ) নির্দ্দেশ শ্রুতির অভিপ্রেত হইতে পারে? উত্তর—তাহা বলা যাইতেছে, সর্ব্বধর্ম্মনিষেধ দ্বারা পারিশেষ্য অনুসারে অবাঙ্মানসগোচর বস্তুর স্বরূপ নির্দ্দেশ হইতে পারে অর্থাৎ যাহাতে নাম, রূপ, কর্ম্ম, জাতি বা গুণ প্রভৃতি কোনও বিশেষ ধর্ম্ম আছে, কেবল সেই সকল বস্তুই বিশেষধর্ম্মের সাহায্যে শব্দ দ্বারা "এই সে" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, কিন্তু যাহার পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মের একটি ধর্ম্মও নাই, তাহার "এই সে" ইত্যাকারে শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ কিরূপে সম্ভব? নির্গুণ ব্রহ্মের পূর্ব্বোক্ত একটি ধর্ম্মও নাই; সুতরাং তাঁহাকে "এই সে শৃঙ্গলাঙ্গুলাদিবিশিষ্ট শুক্ল গো" ইত্যাদি লৌকিক নির্দ্দেশের মত "এই সে" বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। যেখানে যেখানে "এই সে ব্রহ্ম" বলিয়া নির্দ্দেশ হইয়াছে, সেই সকল স্থানে জানিতে হইবে যে, অবিদ্যা কর্ত্তৃক ব্রহ্মে আরোপিত নাম, রূপ ও কর্ম্ম প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্ম "বিজ্ঞানময়" "আনন্দময়" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। কথনই নির্ব্বিশেষ-রূপে নিরূপিত হন নাই, কিন্তু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে হইলে অন্য কোনও উপায় নাই, একমাত্র উপস্থিত জগৎপ্রপঞ্চের প্রত্যেকের নিষেধই তাঁহার স্বরূপজ্ঞানের উপায়। এইরূপ নিষেধ করিতে করিতে সর্ব্বনিষেধের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই ব্রহ্মের অব্যয়, অক্ষয় স্বরূপ।

এজন্যই "নেতি নেতি" এইখানে বীপ্সার্থে দুইটি নঞ্ প্রযুক্ত হইয়াছে। নকারের দ্বিরুক্তির তাৎপর্য্য—বীপ্সা অর্থাৎ সাকল্য-প্রতিষেধের ইচ্ছা; নাম-রূপাত্মক যে কিছু পদার্থ ব্রহ্ম বলিয়া আশঙ্কাস্পদ হইতে পারে, তৎসমস্তের নিষেধ করাই নকারের দ্বিরুক্তি প্রয়োগের উদ্দেশ্য। নচেৎ প্রস্তাবিত মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত প্রতিষেধের জন্য যদি নকারদ্বয় প্রযুক্ত হইত, তাহা হইলে এই প্রতিষিদ্ধ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত ভিন্ন জাগতিক কোন পদার্থ ব্রহ্ম কি না, এবং তাহা ব্রহ্মরূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে না কেন? এইরূপ আশঙ্কা স্বতঃই হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকিয়া যাইত; যদি এরূপ আশঙ্কারই নিবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে সে ব্রহ্মনির্দ্দেশেরই বা ফল কি? কারণ, প্রকৃত ব্রহ্মজিজ্ঞাসু গার্গ্যের জিজ্ঞাসানিবৃত্তির জন্যই উহার প্রয়োগ। সুতরাং "ব্রহ্ম জ্ঞপয়িষ্যামি" বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহা

অপরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। যে সময়ে ব্রহ্মের সর্ব্ববিধ উপাধি নিরাকরণ-পূর্ব্বক দিক্, দেশ, কালাদি সমস্ত উপাধিতে ব্রহ্মত্বাশঙ্কা বিদূরীকৃত হইবে, সেই সময়েই সৈন্ধবখণ্ডবৎ একরস, নিরবকাশ, অবাহ্য, জ্ঞানঘন, আনন্দময় সত্যেরও সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত জীব "আমি ব্রহ্ম" ইত্যাকার অভেদজ্ঞান লাভ করিবেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহার বিবিদিষা অর্থাৎ জ্ঞানেচ্ছা-বৃত্তি নিবর্ত্তিত হইবে ও তাহার বুদ্ধিবৃত্তি নিবাত-নিষ্কম্প দীপ-শিখার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে অন্তর্মুখী হইবে। অতএব ব্রহ্ম হইতে দ্বৈত সমস্ত বস্তুর প্রতিষেধের নিমিত্তই বীপ্সার্থে নকার দুইবার প্রযুক্ত হইয়াছে জানিবে। বাদী আপত্তি করেন, যে ব্রহ্ম নিরূপণের নিমিত্ত এত যত্ন, এত আড়ম্বর, সেই ব্রহ্মের কি পরিণাম এই? সেই ব্রহ্মই কি এই একটা কিম্ভূতকিমাকার (কিছু নয় বলিলেও চলে)-স্বরূপ নির্দ্দেশ-যোগ্য? উত্তর—হাঁ, ইহা অসঙ্গত নহে, যেহেতু, "নেতি নেতি" ইত্যাদি বলিয়া সর্ব্ব-প্রত্যাখ্যানের পর যখন আর কোন প্রকার বিশেষ করিয়া শ্রুতি তাঁহাকে নির্দ্দেশ করেন নাই, তখন এই "নেতি নেতি" নির্দ্দেশেই ব্রহ্মের স্বরূপনির্দ্দেশ স্বীকার করিতে হইবে। কথিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মের ইহাই প্রমাণ যে, তিনি এই নিষিধ্যমান জাগতিক সত্যভাবে প্রতীয়মান যাবতীয় পদার্থের অতীত। ঐইরূপে ব্রহ্মকে সত্যের সত্য নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মের নাম যে সত্যেরও সত্য বলা হইল, ইহা যুক্তিসঙ্গত কথা। শ্রুতি বলিয়াছেন, "প্রাণা বৈ সত্যং, তেষামেষ সত্যং" প্রাণসকল সত্য এবং ব্রহ্ম তাহাদেরও সত্য ॥ ৬ ॥

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণ সমাপ্ত।

চতুর্থ-ব্রাহ্মণম্

মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য উদ্‌যাস্যন্বা অরেঽহ-মস্মাৎ স্থানাদস্মি, হন্ত তেঽনয়া কাত্যায়ন্যাঽন্তং করবাণীতি ॥ ১ ॥

ইতঃপূর্ব্বে "আত্মাকেই উপাসনা করিবে" এই উক্তি দ্বারা একমাত্র আত্ম-তত্ত্বকেই উপাস্য বলা হইয়াছে। আর সেই উপাসনার অঙ্গরূপে এই সকল প্রকরণে আত্মতত্ত্ব বিচার্য্য বিষয় হইয়াছে। "যেহেতু, আত্মা পুত্রভার্য্যাদি প্রিয়পাত্র হইতেও প্রিয়" এই উপন্যস্ত বাক্যের ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে গ্রন্থের সম্বন্ধ ও প্রয়োজন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কোন কথার অবতারণা করিতে হইলে সাধারণতঃ শ্রোতার আগ্রহ জন্মাইবার জন্য ব্যাখ্যানকারীর প্রথমে গ্রন্থের সম্বন্ধ, প্রয়োজন ও প্রতিপাদ্যের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। সে কারণ সেই আত্মাকে আমিই সেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, এবং সেই ব্রহ্ম হইতে সমস্ত প্রপঞ্চের উৎপত্তি ইত্যাদি প্রকারে জীবাত্মাকেই ব্রহ্মবিদ্যার বিষয় বলিয়া গ্রন্থারম্ভ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, নাম-রূপ-কর্ম্মময়, বীজাঙ্কুরের * ন্যায় অব্যক্ত ও অভিব্যক্তাবস্থাপন্ন সংসারকে অবিদ্যার বিষয়রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যাহা "অমুক আমা হইতে পৃথক্ এবং আমি অমুক হইতে পৃথক্" বলিয়া যে জানে, সে বাস্তবিকপক্ষে কিছুই জানে না, ইত্যাদি আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ আশ্রম-চতুষ্টয়-বিভাগের কারণ—পাঙ্‌ক্ত-কর্ম্মের সাধ্যসাধনময় বলিয়া কথিত

---

* বীজাঙ্কুরের ন্যায় এইরূপ—বীজ আদিতে না বৃক্ষ আদিতে? দেখা যায়, বীজ না হইলেও বৃক্ষ হয় না, বৃক্ষ না হইলেও বীজ হয় না, সুতরাং কে যে আদিতে, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। তেমন কর্ম্ম আদিতে না সংসার আদিতে, এই প্রশ্নের উত্তর অসম্ভব, কারণ, জীব শুভাশুভ কর্ম্ম করিলে তাহার ফলে সংসার হইবে, অথচ আদৌ সংসার না হইলে জীবই বা কে, কর্ম্মই বা কোথায়? এবং তাহার ফলও দূরের কথা। অথচ সংসার যে, অস্য, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত, কিন্তু সংসারের আদি নির্ব্বাচন করা যায় না, এ জন্য সংসারকে বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি প্রবাহ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

উপসংহারে 'ত্রয়ং বা ইদং নামরূপং কর্ম্ম' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা উপাসকের ব্রহ্ম-লোকপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত জীবের শাস্ত্র হইতে প্রাপ্য উন্নতি প্রকাশিত করিয়া পরে 'দ্বয়া হ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারাও অশাস্ত্রীয় স্থাবরান্ত অধোগতির কথা উক্ত হইয়াছে; এবং এই সকল অবিদ্যা-বিষয় হইতে বিরক্ত জীবের অন্তরাত্ম-বিষয়ক ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার কিরূপে জন্মে, তাহার জন্য তৃতীয় অধ্যায়ে অবিদ্যা-বিষয় সকলও সবিশেষরূপে উপসংহৃত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে "আমি তোমাকে ব্রহ্ম উপদেশ দিব" ও 'ব্রহ্মের স্বরূপ শুনাইব' এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যার বিষয় জীবাত্মার প্রস্তাব করত আনন্দময় "নেতি নেতি" শব্দ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সত্যশব্দে বোধিত ক্রিয়া, কারক ও ফলাদি নিখিল ধর্ম্মের ব্রহ্মরূপতা প্রত্যাখ্যান করত যাহা এক, অদ্বৈত, সর্ব্বধর্ম্মবর্জ্জিত চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম, তাহাই জ্ঞাপিত হইয়াছে। এক্ষণে এই প্রস্তাবিত ব্রহ্মজ্ঞানের অঙ্গ অর্থাৎ উপায়রূপে সন্ন্যাসবিধানই শ্রুতির অভিপ্রেত। স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত প্রভৃতি সাধিত পাঙ্‌ক্ত-কর্ম্ম অবিদ্যার বিষয় অর্থাৎ অজ্ঞানীর অধিকারে। কারণ, পাঙ্‌ক্তকর্ম্ম কখনও আত্মলাভের প্রতি সাধন বা সহায় হয় না। যাহা একের সাধন, তাহাকে যদি অন্য কার্য্যসিদ্ধির জন্য নিযুক্ত করা যায়, তবে বিপরীত ফলই ঘটে। যে কারণ যে ফলের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট আছে, সে সেই ফলেরই সাধক হয়, অপরের প্রতিকূল; যেমন ক্ষুধা বা পিপাসায় ব্যাকুল ব্যক্তি যদি অন্ন বা জল সেবা না করিয়া পথে ধাবমান হয়, তাহা হইলে তাহার ক্ষুধা বা পিপাসা কখনও নিবৃত্ত হয় না, বরং পিপাসাদির পীড়াবৃদ্ধি হয়, সেইরূপ আত্মলাভের লালসায় উৎকণ্ঠিত ব্যক্তি যদি সন্ন্যাসাদি উপায় পরিত্যাগ করিয়া পুত্রবিত্তাদিসাধক পাঙ্‌ক্তকর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি কস্মিন্‌কালেও আত্ম-তত্ত্ব লাভ করিতে পারিবে না। শাস্ত্রে পুত্র, বিত্ত প্রভৃতি সাধনমনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোকপ্রাপ্তির কারণ বলিয়া শ্রুত আছে, ইহারা আত্মলাভের হেতু, ইহা কোথায়ও নির্দ্ধারিত হয় নাই। বিশেষতঃ, যে সকল কর্ম্ম পিতৃলোক বা মনুষ্যলোকপ্রাপ্তির নিমিত্ত বিহিত, তাহারা যে আত্ম-প্রাপ্তির কারণ নহে, এ বিষয়ে আরও যুক্তি আছে,—ঐ সকল বিহিতকর্ম্ম ফল-প্রাপ্তিকামনাশালী ব্যক্তিরই নির্দ্দিষ্ট, 'এতাবান্ কাম' এই শ্রুতি দ্বারা ইহাদের কাম্যত্ব প্রতিপাদিত আছে। কাম্যত্ব হেতু ব্রহ্মবিদের পক্ষে উহা বিহিত হইতে পারে না। যেহেতু, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বকাম পরিসমাপ্ত করিয়া আপ্তকাম বা নিষ্কাম হইয়াছেন। সুতরাং তিনি আর কি ফলপ্রাপ্তির বাসনায় সে সকল

কাম্যকর্ম্ম করিবেন ? বরং "যেষাং নোঽয়মাত্মায়ং লোকঃ" অর্থাৎ যে আমাদের এই আত্মাই একমাত্র লোক, যে সকল কর্ম্ম বা বিত্তাদি দ্বারা এই আত্মলোক (আত্মা) প্রাপ্ত হওয়া যায় না, (আমাদের সেই কর্ম্মে প্রয়োজন কি ?) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা ব্রহ্ম-লিপ্সুর প্রতি কাম্যকর্ম্ম সকল নিষিদ্ধই হইয়াছে।

এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন যে, ব্রহ্ম-জ্ঞান-লিপ্সুরও পুত্রবিত্তাদি-কামনা থাকে, যেহেতু, তাঁহারা তাহা দ্বারা দেবঋণ প্রভৃতি হইতে মুক্ত হন। কিন্তু জানা উচিত যে, যাঁহারা এরূপ অসৎসিদ্ধান্ত করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বৃহদারণ্যক পাঠ করেন নাই, পুত্রাদিফলকামনা যে অবিদ্যার কার্য্য, ইহা জানেন না ; "যে আমাদের এই আত্মাই একমাত্র লোক অর্থাৎ লক্ষ্য আশ্রয়, আমরা প্রজা (সন্তান) দ্বারা কি করিব ?" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা বিষয় ও আত্মকামীর বিভাগ যাহাতে নির্দ্ধারিত, সেই ব্রহ্মবিদ্যার অংশ তাঁহারা নিশ্চয়ই শ্রবণ করেন নাই ; কিন্তু শ্রুতি তাহা স্পষ্টই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ ব্রহ্মজ্ঞান যখন সমস্ত ক্রিয়া, সাধন ও ফল এই তিনের ধ্বংস ব্যতিরেকে অবস্থান করিতে পারে না, তখন তাহা বিদ্যমানে অজ্ঞান কার্য্যের সহিত উৎপন্নই হইতে পারে না অর্থাৎ বিদ্যাবস্থায় যে সাংসারিক পুত্রবিত্তাদি সাধক কর্ম্মসকল আদৌ স্থানই পাইতে পারে না, এ বিষয়েও তাঁহাদের দৃষ্টি নাই। অধিক কি, শ্রুতিবাক্য ত তাঁহারা জানেনই না, ব্যাসবাক্যও তাঁহারা কখন শ্রবণ করেন নাই। কেন না, ব্যাস বলিয়াছেন যে, জ্ঞান বিদ্যাসম্ভূত এবং কর্ম্ম অবিদ্যাসম্ভূত, ইহাদের পরস্পর প্রতিকূলভাবে অবস্থিতির নাম বিরোধ। আবার শ্রুতিও প্রশ্নোত্তরভাবে বিদ্যা ও অবিদ্যার, কর্ম্ম ও জ্ঞানের বিরোধ স্পষ্ট বুঝাইতেছেন। শ্রুতি অজ্ঞানীকে বলিতেছেন যে, 'কুরু কর্ম্ম' অর্থাৎ কর্ম্ম কর, কর্ম্ম তোমার মঙ্গলপ্রদ ; এবং জ্ঞানীকে বলিতেছেন যে, 'ত্যজ কর্ম্ম' অর্থাৎ কর্ম্ম ত্যাগ কর।—কর্ম্ম তোমার বাধক, সাধক নহে। পুনশ্চ স্মৃতিশাস্ত্র বিদ্যা ও কর্ম্মকে পৃথক্ করিয়া বলিতেছেন যে, "জীব জ্ঞান দ্বারা কোন্ গতি লাভ করে এবং কর্ম্ম দ্বারা কোথায় উপস্থিত হয়, মহাশয়, ইহা শ্রবণের জন্য আমার মন বড়ই উৎসুক, অতএব এই প্রশ্নের উত্তর করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন।" এই প্রশ্নের উত্তরের কালে (ব্যাসদেব) বলিয়াছেন যে, এই বিদ্যা ও কর্ম্ম পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব, কদাপি একত্র অবস্থান করে না, এবং কর্ম্ম দ্বারা প্রাণিগণ আবদ্ধ (সংসারী) হয় ও বিদ্যা দ্বারা বন্ধন (সংসার) হইতে মুক্ত হয়। অতএব,

তত্ত্বদর্শী যোগিগণ কর্ম্ম করেন না, কেবল জ্ঞানিজনাচরিত আত্মতত্ত্ব উপাসনায় রত থাকেন। এ কথা দ্বারাও জ্ঞানকর্ম্মের পরস্পর বিরুদ্ধভাব বর্ণিত হইয়াছে এবং উভয়ের ফলগত তারতম্যও অনেক প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মবিদ্যা-বিরোধী কর্ম্মাদি সাধন সহকারে কথনই পুরুষার্থ-(মুক্তি) সিদ্ধির কারণ হইতে পারে না, বরং নিরপেক্ষ হইয়াই পুরুষার্থ-(মুক্তি) সাধন করে। এ জন্যই এই অধ্যায়ে শ্রুতি সর্ব্ববিধ সাধনপরিত্যাগরূপ সন্ন্যাসকে ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গরূপে বিধান করিতে অভিপ্রায় করিয়াছেন। তাহা একমাত্র ইহাই (সন্ন্যাস) অমৃতত্বের (মোক্ষের) সাধন, এইরূপ অবধারণ দ্বারা প্রমাণিত হয় আর ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে ইহাও প্রমাণ আছে যে, "যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি কর্ম্মী হইয়াও (ব্রহ্মবিদ্যার নিমিত্ত) কর্ম্ম ত্যাগ করত প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) অবলম্বন করিয়াছিলেন। * এবং সর্ব্ববিধ কর্ম্ম-সাধন-বিরহিতা নিজপত্নী মৈত্রেয়ীকে মোক্ষলাভের নিমিত্ত একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ এবং তৎসঙ্গে পুত্রবিত্তাদির নিন্দাবাদ করেন। কিন্তু যদি কাম্যকর্ম্মসকল কোনরূপে মোক্ষলাভের প্রতি কারণ বা সহায় তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে কখনও তাদৃশ মহাজ্ঞানী পাঙ্‌ক্ত কর্ম্মসকলকে বিত্তসাধ্য বলিয়া নিন্দা করিতেন না, কিন্তু যদি কর্ম্ম সকল ত্যাগ করাইবার অভিপ্রায়ে তাঁহার ঐ উক্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলেই সেই কর্ম্মর সাধক বিত্তাদির নিন্দা শোভা পায়; নচেৎ অবলম্বিত বৃক্ষশাখাচ্ছেদের ন্যায় ইহাও উন্মত্তকার্য্য-মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ, যে বর্ণাশ্রমবিভাগ সর্ব্ববিধ কর্ম্মাধিকারের কারণ, ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সেই বর্ণাশ্রমবিভাগের ধারণাও লুপ্ত হয়, তাহা হইলে "ব্রহ্ম তং পরাদাৎ, ক্ষত্রং তং পরাদাৎ," ব্রহ্মতত্ত্ববিদের নিকটে ব্রাহ্মণত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব ধর্ম্ম পরাভূত হয়, ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। তবেই দেখ, যদি ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা উপাসকের ব্রাহ্মণত্বাদি অভিমানসকল চলিয়া যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তি কিরূপে কর্ম্মে অধিকারী হইবেন? কারণ, কর্ম্মবিধায়ক প্রত্যেক বিধিই "ব্রাহ্মণের ইহা কর্ত্তব্য, ক্ষত্রিয়ের ইহা কর্ত্তব্য" ইত্যাদি বর্ণাশ্রমাদি বিভাগে অধিকারিবিশেষে

---

* জ্ঞানিগণ যে কোন কার্য্যই করেন না, এমন নহে। কেবল কাম্য কর্ম্মসকল তাঁহারা ত্যাগ করিয়া নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসকল যথানিয়মে সম্পাদন করিয়া থাকেন। নিষ্কাম অর্থাৎ ফলকামনা না করিয়া কেবল ঈশ্বরপ্রীতিমানসে কাম্য কর্ম্ম করিলে মনুষ্যগণ তদ্দারা বদ্ধ হয় না, বরং ঐ সকল কার্য্য অন্তঃকরণশুদ্ধির কারণ হয়।

প্রবৃত্ত আছে, এ জন্য ঐ বিধি বর্ণাশ্রমাদি-অভিমানশালী পুরুষকেই সেই সকল কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে পারে, কিন্তু আত্মতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যাঁহার সেই সকল ব্রাহ্মণত্বাদি অভিমান বিদূরিত হইয়াছে, তিনি কি অধিকার-বলে এবং কি প্রয়োজনে সেই সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন? সুতরাং তাঁহার নিকট কর্ম্মবিধি আত্মলাভ করিতেই পারে না। বিশেষতঃ যাঁহার ব্রাহ্মণত্ব-ক্ষত্রিয়ত্বাদি জাত্যভিমান চূর্ণিত, তাঁহার সেই জাত্যভিমানের সন্ন্যাস হেতু তৎসহ তৎকার্য্য স্বজাতিকর্ত্তব্য কর্ম্ম, কর্ম্মফল ও কর্ম্ম-সাধন-সকলেরও সন্ন্যাস ফলতঃ সিদ্ধ হইয়াছে, অতএব আত্মজ্ঞানের অঙ্গরূপে কেবল সন্ন্যাসবিধানের অভিপ্রায়েই এই আখ্যায়িকার আরম্ভ হইতেছে, ইহা স্থির হইল। এই আখ্যায়িকাতে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি এবং তাঁহার পত্নী মৈত্রেয়ী, এ উভয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তিচ্ছলে ব্রহ্মতত্ত্ব ও সন্ন্যাস বর্ণিত হইবে।

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বৈরাগ্যবশতঃ গার্হস্থ্য আশ্রম অপেক্ষা অতি পবিত্র ও উৎকৃষ্ট পারিব্রাজ্যনামক সন্ন্যাসাশ্রম-গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া স্বীয় ভার্য্যা মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, অরে (হে) মৈত্রেয়ি! আমি এই গৃহস্থাশ্রম হইতে অত্যুৎকৃষ্ট আশ্রমান্তর (সন্ন্যাস) অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, অতএব তোমার অভিমত কি, জানিতে চাই। আর এক কথা, আমার দ্বিতীয়া ভার্য্যা কাত্যায়নীর সঙ্গে তোমার যে পতি সম্বন্ধে সম্বন্ধ (সাপত্ন্য) ছিল, হায়, তাহারও বিচ্ছেদ করিব। অর্থাৎ একপতিত্ব নিবন্ধন তোমাদের উভয়ের যে সমস্ত পতিধনে সমান অধিকার জন্মিয়াছিল, আমি সে সমস্ত দ্রব্য বিভাগ পূর্ব্বক তোমাদিগকে দিয়া পশ্চাৎ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব ॥ ১ ॥

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ কথং তেনামৃতা স্যামিতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাঽস্তি বিত্তেনেতি ॥ ২ ॥

অনন্তর মৈত্রেয়ী স্বীয় স্বামীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যকে আক্ষেপ বা প্রশ্নচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে ভগবন্! এই

সসাগরা পৃথিবী যদি কোনরূপে ধন-রত্নাদি-পরিপূর্ণাই হয়, তবে সেই পৃথিবীপূর্ণ ধনে অগ্নি-হোত্রাদি যজ্ঞসাধন করিয়া আমি অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভ করিতে পারিব কি ? এই প্রশ্নোত্তরে বা আক্ষেপের অনুমোদনে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, না—এই সুবিশাল পৃথিবীপূর্ণ ধনে অগ্নিহোত্রাদি-কর্ম্ম সাধন করিয়াও কখনও অমৃতা অর্থাৎ বিমুক্তা হইবে না। কিন্তু এইমাত্র হইবে যে, যেমন নানাবিধ ভোগোপকরণসম্পন্ন ও সহায়বিশিষ্ট মনুষ্যের জীবনযাত্রা সুখে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, ঠিক তেমনই এই সকল বিত্তসাধ্য কর্ম্ম দ্বারা তোমারও জীবন সুখে অতিবাহিত হইবে মাত্র, কিন্তু ইহা দ্বারা অমৃতের (মুক্তির) আশা মনেও কল্পনা করিও না ॥ ২ ॥

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি ॥ ৩ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া মৈত্রেয়ী পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন যে, ভগবন্ ! যদি তাহাই হয়, তবে আমি সেই সকল অকিঞ্চিৎকর বিত্তাদি দ্বারা কি করিব ? আপনি যাহা মোক্ষের সাধন বলিয়া জানেন, তাহারই উপদেশ করুন ॥ ৩ ॥

স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—প্রিয়া বতারে নঃ সতী প্রিয়ং ভাষস এহ্যাস্স্ব ব্যাখ্যাস্যামি তে ব্যাচক্ষাণস্য তু মে নিদিধ্যাসস্বেতি ॥ ৪ ॥

যখন বিত্তসাধ্য অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা অমৃতত্বলাভ সুদূরপরাহত হইল, তখন যাজ্ঞবল্ক্য প্রিয়ার এইরূপ সারগর্ভ বাক্য শ্রবণে স্বীয় অভিপ্রায়-সিদ্ধির সম্ভাবনায় সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া মৈত্রেয়ীকে সহানুভূতিপূর্ণ-হৃদয়ে বলিলেন যে, হে মৈত্রেয়ি ! তুমি আমার পূর্ব্ব হইতেই প্রিয়া আছ। বিশেষতঃ এক্ষণেও আমার চিত্তবৃত্তির অনুকূল উক্তি দ্বারা আমার অসীম প্রীতিবর্দ্ধন করিতেছ, এস, নিকটে উপবেশন কর, আমি তোমার অভীষ্ট মুক্তিলাভের উপায় ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিতেছি; তুমি সাবধানচিত্তে আমার বাক্যসকল নিদিধ্যাসন কর অর্থাৎ আমি যাহা যাহা বলি, তাহা তুমি একাগ্রমনে তাৎপর্য্যাবধারণ করিয়া ভাবিতে চেষ্টা কর ॥ ৪ ॥

স হোবাচ—ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি! আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্ ॥ ৫ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য মোক্ষোপায় বৈরাগ্যের উপদেশ করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ স্ত্রীপুত্রাদি সকল বিষয় হইতে মৈত্রেয়ীর বৈরাগ্য-উৎপাদক "ন বৈ" ইত্যাদি শ্রুতির অবতারণা করিতেছেন। শ্রুতিস্থ "বৈ" শব্দ দ্বারা বক্ষ্যমাণ বাক্যের সকল বিষয়-গুলির লৌকিক প্রসিদ্ধি দেখান হইল। যাজ্ঞবল্ক্য উপদেশ করিলেন যে, অরে মৈত্রেয়ি! ইহা খুব প্রসিদ্ধ যে, জায়া পতির প্রয়োজনে পতিকে ভালবাসে না, কিন্তু কেবল নিজের আবশ্যকে পতিকে ভালবাসে। এইরূপ পতি যে জায়াকে ভালবাসেন, তাহাও জায়ার প্রীতির জন্য নহে, কেবল আত্মার (নিজের) প্রীতিসাধনের জন্য। পুত্রসকলের প্রীতির নিমিত্ত পুত্রগণ পিতার প্রিয় হয় না, পিতার প্রীতিসম্পাদন হেতু পুত্রগণ পিতার প্রিয় হয়।

লোকে, যে ধন-রত্নাদি ভালবাসে, তাহা তাহাদিগের প্রয়োজনে নহে; নিজের স্বার্থে। ব্রাহ্মণের কামনা (প্রীতি) সাধনের জন্য ব্রাহ্মণকে কেহ ভক্তি করে না, কিন্তু আত্মার স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্রাহ্মণ অপর জাতির প্রীতিপাত্র হন। ক্ষত্রিয়ের স্বার্থে কেহ ক্ষত্রিয়ের প্রতি সমাদর করে না, কিন্তু আত্মার কার্য্যসিদ্ধিই তাহার উদ্দেশ্য। স্বর্গাদি-লোক যে লোকের প্রীতির কারণ হয়, তাহা স্বর্গাদি-লোকের নিজস্ব প্রয়োজনে নহে, কিন্তু আত্মার তৃপ্তিসাধনত্ব নিবন্ধন লোকে লোকের প্রিয় হয়। লোকে যে দেবপূজাদি করে, তাহা দেবতাগণের প্রীত্যর্থ নহে, উপাসকের অভীষ্টসিদ্ধিই মুখ্য উদ্দেশ্য এবং অন্যান্য প্রাণিসকল যে পরস্পর প্রণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয়, তাহার কারণ নিজ নিজ স্বার্থ, পর-প্রয়োজন নহে। আর অধিক কি, কাহার জন্যও কেহ প্রিয় হয় না, কিন্তু সকলেই একমাত্র আত্মার প্রীতির জন্যই প্রীতির পাত্র হয়। এখানে সর্ব্বপ্রথমে অতিপ্রিয় স্ত্রীপুত্রাদির উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাহাদের নিকট হইতে যাহাতে শীঘ্র বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, তদুপায়-প্রদর্শন অবশ্যক; এজন্য যাহাদের সঙ্গে অধিক দূর সম্বন্ধ, ক্রমে সেই সকল বস্তুর উল্লেখ করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধ দ্বারা এই অর্থই প্রকাশ করা হইল যে, ইহলোকে আত্মা অপেক্ষা আর অধিক প্রিয় কেহ নাই। যত কিছু প্রিয় হয়, তৎসমস্তই আত্মার প্রীতির জন্য প্রিয় হয় মাত্র।

ইতঃপূর্ব্বে "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ" অর্থাৎ সেই এই আত্মা বা ব্রহ্ম, পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আত্মার যে প্রিয়ত্ব কথিত হইয়াছে, এখানে তাহারই বিস্তার করা হইয়াছে মাত্র, এবং এই কথা দ্বারা এইমাত্র প্রদর্শিত হইতেছে যে, আত্মাতে যে প্রীতি, তাহাই স্বভাবিক বা মুখ্য, এই আত্মার প্রীতির কারণ বলিয়া অন্যান্য স্ত্রীপুত্রাদিকে প্রিয় বলা হয়। সুতরাং তাহাদিগের উপর প্রীতি গৌণ। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি সেই প্রিয়তম আত্মাকে দর্শন করিবে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করিবে। কি উপায়ে দর্শন করিবে? এই আকাঙ্ক্ষায় শ্রুতি নিজেই তাহার উপায়বিধান করিতেছেন।—আত্মার কথা শ্রবণ করিবে অর্থাৎ প্রথমে গুরুমুখে শ্রবণ করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং গুরু ও বেদান্তবাক্য আলোচনা করিবে। অতঃপর শ্রুত্যুক্ত সেই সকল উপদেশের প্রতিকূল তর্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনুকূল তর্ক দ্বারা আত্মতত্ত্বের স্থিরীকরণ বা মনন করা কর্ত্তব্য। অবশেষে স্থিরীকৃত সেই উপদিষ্ট আত্মতত্ত্বের একাগ্রতাসহকারে ধ্যান বা চিন্তারূপ নিদিধ্যাসন করা উচিত। উল্লিখিত শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এই তিনটি সাধন সিদ্ধ হইয়া যখন একভাবে পর্য্যবসিত হয়, তখনই

সম্যক্‌রূপে আত্মদর্শন সম্পন্ন হয় অর্থাৎ প্রাগুক্ত অদ্বৈত ব্রহ্ম প্রকাশ পায়। নচেৎ একটিমাত্র সুসম্পন্ন হইলেও তদ্দ্বারা আত্মতত্ত্বলাভ হয় না।

যেমন রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি ভ্রান্তিমাত্র, অবিদ্যার কার্য্য, ঐরূপ অবিদ্যা দ্বারা শুদ্ধ, মুক্ত আত্মার উপর যে কর্ম্মজনিত ব্রাহ্মণত্ব-ক্ষত্রিয়ত্বাদি বর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের আরোপ করা হয়, ঐ আরোপ জ্ঞানের বিষয়—ক্রিয়া সাধন ও ফল ইহারা সকলই অবিদ্যার কার্য্য, তাহাকে ধ্বংস না করিলে ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশ পায় না। এজন্য ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিমর্দ্দক উপায় বলিতেছেন যে, হে মৈত্রেয়ি! আত্মাকে দর্শন করিলে ও মনন করিলে এই জাগতিক সকল পদার্থ দৃষ্ট, শ্রুত, মত অর্থাৎ চিন্তিত ও বিজ্ঞাত হয়॥ ৫॥

ব্রহ্ম তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ, ক্ষত্রং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ, লোকাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো লোকান্ বেদ, দেবাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো-দেবান্ বেদ; ভূতানি তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো ভূতানি বেদ, সর্ব্বং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদেদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানীদꣳ সর্ব্বং যদয়মাত্মা॥ ৬॥

পূর্ব্ব-শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, "আত্মজ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞান সিদ্ধ হয়।" এক্ষণে এই শ্রুতির উপর এইরূপ আপত্তি হইতেছে যে—এক বস্তুর জ্ঞানে অপর পদার্থ জ্ঞাত হইবে কিরূপে? আত্মা পৃথক্ পদার্থ, জগৎও পৃথক্ পদার্থ; সুতরাং আত্মার জ্ঞান হইলে এই সমস্ত জগৎ পরিজ্ঞাত হওয়া অসম্ভব? উত্তর,—না, ইহাতে কোন দোষ নাই; কারণ, এই জগন্মণ্ডলে আত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় কিছু নাই, এ কথা ইতঃপূর্ব্বেও অনেক-বার বলা হইয়াছে। যদি আত্ম-ব্যতিরিক্ত কিছু থাকিত, তাহা হইলে তাহার জ্ঞানও সম্ভব হইত না, কিন্তু এই সংসারে আত্ম-ব্যতিরিক্ত আর কিছু নাই। এক আত্মাই এই সর্ব্বজগন্ময় হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন।

যেহেতু, আত্মাই জগন্ময় হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, অতএব আত্ম-বিজ্ঞানেই সর্ব্ববিজ্ঞান সাধিত হয়। আত্মা যে কিরূপে সর্ব্বময়, তাহা যাজ্ঞবল্ক্য শ্রুতিবাক্য সাহায্যে শুনাইতেছেন যে, ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতিকে আত্মা হইতে পৃথক্ দৃষ্টিতে দেখে, অর্থাৎ এই ব্রাহ্মণজাতি আত্মস্বরূপহীনতা নিবন্ধন আত্মাই নহে, এইরূপ যিনি জানেন, ব্রাহ্মণজাতি তাঁহাকে পরাস্ত করেন। তাৎপর্য্য এই— ব্রাহ্মণজাতি যখন মনে করেন যে, আত্মস্বরূপ আমাকেও আত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান করিতেছে; তখন আত্মাপমানকারী সেই ভ্রান্তপুরুষকে ব্রাহ্মণজাতি অবজ্ঞায় উপেক্ষা করেন। কারণ, পরমাত্মা সকলেরই হৃদয়ে আত্মরূপে বিরাজমান, তাঁহার অবিদিত কিছুই নাই। এইরূপ ক্ষত্রিয়জাতি সেই আত্মভিন্নরূপে দর্শনকারীকে পরাস্ত করে। যে ব্যক্তি লোক সকলকে আত্ম-ভিন্নরূপে জানে, সমস্ত লোকই তাহাকে পরাভূত করে এবং যিনি মনে করেন যে, দেবতাগণ আত্মা নহে অর্থাৎ আত্মা হইতে ভিন্ন, দেবতাগণ সেই ভেদদর্শীকে অনাদর করেন। সেইরূপ প্রাণী সকলকে যে অনাত্মভাবে দেখে, সমস্ত প্রাণী তাহার অপকার-সাধন করে। আর অধিক কি, সমস্ত জগৎই তাঁহার প্রতিকূল হয়, যিনি সমস্ত জগৎকে অনাত্মকরূপে অবলোকন করেন। অতএব এই ব্রহ্ম, ক্ষত্রিয়, ভূর্ভুবঃ প্রভৃতি লোকসকল, দেবগণ, ভূতগণ, অধিক কি, উক্ত অনুক্ত সমস্তই আত্মা, যে আত্মা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য প্রভৃতি শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, এই জগৎই সেই আত্মময়,—আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই। যেহেতু, এই জগৎ আত্মা হইতে সমুদ্ভূত, আত্মাতে অবস্থিত ও অন্তকালে আত্মাতেই বিলীন হয়; অতএব আত্মব্যতিরেকে যখন জগতের প্রতীতিও হয় না, তখন আত্মা এই সর্ব্বজগন্ময়, ইহা স্থির ॥ ৬ ॥

স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্-গ্রহণায়, দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ৭ ॥

যদি বল, এই সমস্ত জগৎই আত্মস্বরূপ, আত্ম-ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই; ইহা এই বর্ত্তমান অবস্থায় গ্রহণ করা সম্ভব কিরূপে? অথচ যাহার গ্রহণ (জ্ঞান) অসম্ভব, তাহার অস্তিত্বেই বা প্রমাণ কি? তাহার উত্তর— হাঁ, ইহা প্রমাণসিদ্ধ, যে স্বরূপ না থাকিলে যাহার জ্ঞান হয় না, তাহাই তৎস্বরূপ দেখা যায়, যেমন "ঘটঃ প্রকাশতে" অর্থাৎ ঘট প্রকাশ পাইতেছে,

বলিলে প্রকাশ ব্যতিরেকে ঘটের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায় না, সুতরাং ঘট প্রকাশময়। এইরূপ চিৎপ্রকাশ অভাবে বস্তুর বস্তুত্ব উপলব্ধ হয় না, সুতরাং বস্তু চিৎস্বরূপ। আত্মার লক্ষণ প্রকাশ, অতএব পদার্থমাত্রই আত্মময়।

যাহা যে স্বরূপ ব্যতিরেকে বিজ্ঞাত হয় না, তাহা তৎস্বরূপ, এই নিয়মে শ্রুতি প্রথমতঃ "স যথা" বলিয়া লৌকিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন।—কাষ্ঠাদি দ্বারা তাড্যমান (বাদ্যমান) দুন্দুভির শব্দরাশিতে মিশ্রিত অপরাপর শব্দ যেমন পৃথক্‌রূপে গৃহীত হয় না, এমন কি, পৃথক্ পৃথক্‌রূপে দুন্দুভির বিশেষ বিশেষ শব্দসকলও হয় না; কেবল "এ সকল দুন্দুভির শব্দ" এই-রূপ সামান্যাকারে জ্ঞান হয় মাত্র। বিশেষতঃ সে সময়ে সকল শব্দই দুন্দুভি-শব্দের অন্তর্গত হইয়া পড়ে, তখন তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া বিশ্লেষণ বা অনুভব করা অত্যন্ত অসম্ভব। তবে এইমাত্র হয় যে, ব্যাপক সেই দুন্দুভি-শব্দ গ্রহণ করিলেই তৎসঙ্গে ব্যাপ্য সমস্ত শব্দই গৃহীত হয়; কিন্তু কোন শব্দের পৃথক্‌ভাবে "এই সে শব্দ" ইত্যাকার বিশিষ্ট জ্ঞান হয় না বা নির্দ্দেশ করিবার লক্ষণ থাকে না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, কি স্বপ্নাবস্থা, কি জাগ্রদবস্থা, উভয় দশাতেই যখন বিজ্ঞান ব্যতীত বস্তু বিজ্ঞাত হয় না, সুতরাং সেই দুই অবস্থায় সমস্ত বস্তুর অভাব যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু যাহা যাহা গৃহীত হয়, তৎসমস্তই বিজ্ঞানমাত্র। অতএব আত্মব্যতিরেকে কোন অবস্থাতেই কিছু নাই, সমস্তই আত্মময় জানিবে ॥ ৭ ॥

স যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্-গ্রহণায় শঙ্খস্য তু গ্রহণেন শঙ্খধ্মস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ৮ ॥

দুন্দুভি-শব্দের মত উচ্চৈঃস্বরে বাদ্যমান শঙ্খধ্বনির গ্রহণ বা জ্ঞানকালে যেমন শব্দান্তরের গ্রহণ বা জ্ঞান হয় না, কেবল শঙ্খধ্বনিই গৃহীত হয়, কিন্তু গৃহীত শঙ্খধ্বনির সমভিব্যাহারে অন্যান্য সামান্যবিশেষ শব্দরাশিও সামান্যাকারে গৃহীত হয়, কিন্তু কদাপিও "এই সেই শব্দ" এইরূপ বিশেষাকারে জ্ঞান করিবার লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় না ॥ ৮ ॥

স যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নু-য়াদ্ গ্রহণায় বীণায়ৈ তু গ্রহণেন বীণাবাদস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ৯ ॥

আর যেমন বীণা বাজাইলে বীণার শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দ সকল পৃথক্‌রূপে জ্ঞাত হয় না, কিন্তু বীণা-শব্দের সঙ্গে অন্যান্য শব্দও মিশ্রিত হইয়া যায়। কিম্বা যেমন চেতন অচেতনরূপে বিজাতীয় বহু পদার্থ সামান্যবিশেষভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া এক মহাসামান্যের অন্তর্ভূত হয়, এইরূপ বিজ্ঞানঘন ব্রহ্মে জাগতিক সমস্ত পদার্থই অন্তর্ভূত। পৃথক্‌রূপে প্রতীত হয় না। কিরূপে সেই অন্তর্ভাব অবগত হওয়া যায়, তাহাও বলা হইতেছে—যে শব্দত্ব জাতির মধ্যে শঙ্খ, বীণা, দুন্দুভি প্রভৃতি শব্দসাধারণের অন্তর্ভাব প্রত্যক্ষসিদ্ধ, ঐরূপ জগতের স্থিতিকালে সামান্য ও বিশেষভাবে পৃথক্ সত্তার অনুপলব্ধিবশতঃ (একমাত্র ব্রহ্মের প্রকাশ ব্যতিরেকে) এক ব্রহ্মময়ত্ব অবগত হইতে পারিবে। স্থিতিকালের মত উৎপত্তিকালেও উৎপত্তির পূর্ব্বে যে একমাত্র ব্রহ্ম ছিল, তাহাও দুর্ব্বোধ নহে ॥ ৯ ॥

স যথার্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথগ্ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিত মেতদ্যদৃগ্বেদো-যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা-উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈ-বৈতানি সর্ব্বানি নিঃশ্বসিতানি ॥ ১০ ॥

এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন বিভাগের পূর্ব্বে স্ফুলিঙ্গ, অঙ্গার, জ্যোতিঃ প্রভৃতি কার্য্য এক অগ্নিরূপেই পরিগৃহীত হয়, অর্থাৎ স্ফুলিঙ্গাঙ্গারাদি বিভক্ত হইবার পূর্ব্বে যেমন একমাত্র অগ্নি ভিন্ন দ্বিতীয় কিছুই প্রতীত হয় না, তেমন নামরূপে অভিব্যক্ত এই জগৎও ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, সে সময়ে কেবল বিজ্ঞানঘন আনন্দময় ব্রহ্মই বিরাজমান ছিলেন। এই কথাই শ্রুতি বলিতেছেন।

যেমন আর্দ্রকাষ্ঠের প্রদীপ্ত অগ্নি হইতে নানাপ্রকার ধূম ও স্ফুলিঙ্গাদি পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বিনির্গত হয়, অয়ি মৈত্রেয়ি! সেইপ্রকার নাম-রূপে অভিব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে এই ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ ও আঙ্গিরস (চতুর্ব্বিধমন্ত্র), ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদ্, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যা, ব্যাখ্যান * প্রভৃতি সমস্তই নির্গত হইয়াছে, ইহারা এই মহামহিম নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মের নিঃশ্বাসের ন্যায় স্বতই বিনির্গত অর্থাৎ নিশ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া যেমন অনায়াসে সাধিত হয়, তন্নিমিত্ত প্রাণিগণের আর চেষ্টা করিতে হয় না, তেমন এই সকল মনুষ্যবুদ্ধির দুর্জ্ঞেয় প্রকাণ্ড ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রসমূহও সেই পরমমহৎ পরমেশ্বরের অযত্নপ্রসূত কার্য্য, এতন্নিমিত্ত তাঁহাকে কোন ক্লেশ বা প্রয়াস পাইতে হয় নাই। এইরূপে নিত্যসিদ্ধ নিয়মিত রচনানিবদ্ধ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয় ভাগই পরমেশ্বর হইতে নিশ্বাসের মত অভিব্যক্ত হইয়াছে। অতএব অপৌরুষেয়ত্ব হেতু বেদ স্বতঃপ্রমাণ; অন্যশাস্ত্র যেমন নিজের প্রামাণ্যের জন্য অন্যপ্রমাণের অপেক্ষা করে, বেদ সেইরূপ স্বীয় প্রামাণ্য সাধন করিতে কাহারও মুখাপেক্ষা করেন না অর্থাৎ বেদবাক্যকে প্রমাণ করিতে অন্য কোন যুক্তিতর্কাদি অপেক্ষণীয় নহে, অপৌরুষেয়ত্বই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ। কারণ, অন্যান্য শাস্ত্রসমূহ পুরুষ দ্বারা রচিত এবং পুরুষমাত্রই যখন ভ্রমপ্রমাদাদি-দোষগ্রস্ত, সুতরাং তাহাদের প্রণীত গ্রন্থও ভ্রমপ্রমাদাদিদোষে দূষিত হওয়াই সম্ভব; কাজেই তাহার পরীক্ষার প্রয়োজন—শাস্ত্র-বিহিত পরীক্ষা দ্বারা যাহার নির্দ্দোষত্ব প্রমাণিত হয়, সেই শাস্ত্রই প্রমাণ হয়। কিন্তু বেদ যখন ভ্রম-প্রমাদাদিবিরহিত—পরমব্রহ্মকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, তখন আর তাহার সম্বন্ধে পরীক্ষার প্রয়োজন কি? যেহেতু, এই শাস্ত্র প্রমাণ কি অপ্রমাণ? এই সন্দেহেই পরীক্ষার আরম্ভ হয়, ঈশ্বর-বাক্যে যখন কাহারও প্রামাণ্য-সন্দেহ নাই, তখন তাহার পরীক্ষার প্রয়োজনও নাই। অতএব বেদ যাহা যাহা বলেন—জ্ঞান, কি কর্ম্ম, সমস্তই আত্ম-হিতেচ্ছু মনুষ্য অবনত মস্তকে "যে আজ্ঞা বলিয়া" স্বীকার

* আঙ্গিরস—চতুর্ব্বিধমন্ত্র, ইতিহাস—উর্ব্বশীপুরূরবাদি-সংবাদগ্রন্থ বেদের ব্রাহ্মণাংশ। পুরাণ "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি আখ্যায়িকা, বিদ্যা—বেদজন বিদ্যা, বেদ—সোঽহমিত্যাদি-ভাগ, উপনিষদ—"প্রিয়মিত্যেতদুপাসীত" ইত্যাদি, শ্রুতিই শ্লোক—ব্রাহ্মণভাগস্থিত মন্ত্র, যাহা বেদে শ্লোক নামে অভিহিত আছে। সূত্র—"আত্মেত্যেবোপাসীত" ইত্যাদি সংক্ষিপ্তার্থবাক্য। অনুব্যাখ্যা—মন্ত্রের সমস্ত বিবরণ ব্যাখ্যা—বিধির স্তুতি বা পরনিন্দা অর্থবাদ। অথবা বস্তুবিষয়ক বিচারবাক্যের অনুব্যাখ্যান এবং মন্ত্রের বিবরণ ব্যাখ্যার নাম, ব্যাখ্যা বা এই অষ্টবিধ ব্রাহ্মণ।

করিবে। যদি বল যে, এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম হইতে কেবল নাম (শব্দমাত্র) সৃষ্টির কথাই উল্লিখিত হইয়াছে; সুতরাং তিনি যে রূপের অর্থাৎ নামার্থ বস্তুসকলের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা পাওয়া যায় না; অথচ ব্রহ্ম যদি বস্তুর সৃষ্টি না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ব্রহ্মকে সর্ব্বময় ও সর্ব্বকারণ বলা অসঙ্গত। উত্তর—না,—এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, ব্রহ্ম নামের কারণ, এ কথা দ্বারাই তাঁহার সর্ব্বকারণত্ব বলা হইয়াছে। কারণ,—বস্তুর বিকার বা উৎপত্তিমাত্রই নামসাপেক্ষ অর্থাৎ নামপ্রকাশের অধীন। নাম না হইলে কোন বস্তুই অভিব্যক্ত হয় না।

নাম ও রূপ উভয়ই পরমাত্মা হইতে সলিলের ফেনের মত অভিব্যক্ত হইয়া উপাধিরূপে পরমাত্মার সহিত জড়িত থাকে, ব্রহ্ম হইতে বিভিন্নরূপে অনির্ব্বচনীয় ও সর্ব্ববিধ অবস্থাসম্পন্ন সেই নাম-রূপে অভিমান বশতঃ নির্লিপ্ত ব্রহ্ম সংসারী বলিয়া ভ্রম হয়। ইহার নামই সংসার। সুতরাং নাম যে ব্রহ্মের নিশ্বাস, ইহা সঙ্গত কথা। নামকে নিশ্বাস বলিলেই রূপকেও নিশ্বাস বলা হইয়া যায়; অতএব শ্রুতিতে তাহার পৃথক্ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অথবা নাম বা রূপ দ্বৈতবস্তুমাত্রই অবিদ্যার অধিকৃত, সকল বস্তুই পরমাত্মা হইতে নিশ্বাসবৎ নির্গত, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য। যদিও আশঙ্কা হইতে পারে যে, যখন শ্রুতি 'ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মেতি' এ সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ এই প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ অর্থের বোধক, তখন বেদবাক্যের প্রামাণ্য কোথায়? সেই আশঙ্কা-নিবৃত্তির জন্যই শ্রুতি বলিলেন যে, বেদ পরমাত্মার বুদ্ধিপ্রয়াসে সৃষ্ট নহে, নিশ্বাসবৎ স্বপ্রসূত। অতএব অপৌরুষেয়ত্ব-নিবন্ধন অন্যশাস্ত্রের মত তাহার অপ্রামাণ্য শঙ্কা নাই অর্থাৎ আপাততঃ বিরুদ্ধ অর্থ প্রকাশ করিলেও তাহা প্রমাণ শ্রদ্ধেয় বচন ॥ ১০ ॥

স যথা সর্ব্বাসামপাং সমুদ্র একায়নমেবং সর্ব্বেষাং স্পর্শানাং ত্বগেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং রসানাং জিহ্বৈকায়নমেবং সর্ব্বেষাং গন্ধানাং নাসিকে একায়নমেবং সর্ব্বেষাং রূপাণাঞ্চক্ষুরেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং শব্দানাং শ্রোত্রমেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং সংকল্পানাং মন একায়নমেবং সর্ব্বাসাং বিদ্যানাং হৃদয়মেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং

হস্তাবেকায়ন মেবং সর্ব্বেষা মানন্দানামুপস্থ একায়ন মেবং সর্ব্বেষাং বিসর্গাণাং পায়ুরেকায়ন মেবং সর্ব্বেষামধ্বনাং পাদাবেকায়ন মেবং সর্ব্বেষাং বেঁদানাং বাগেকায়নম্ ॥ ১১ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যে, সৃষ্টি ও স্থিতিকালে ব্রহ্ম ব্যতিরেকে কোন বস্তুর উপলব্ধি হয় না, অতএব ব্রহ্ম এই জগন্ময় বা এই জগৎই ব্রহ্মময়, কেবল ইহাই নহে, প্রলয়কালেও ব্রহ্ম ব্যতিরেকে কোন বস্তুর সত্তা নাই, অতএব একমাত্র ব্রহ্মই সৎ। যেমন জল হইতে সমুত্থিত জলবুদ্‌বুদ, ফেন, তরঙ্গ প্রভৃতি জলবিকার জল ব্যতিরেকে স্থিতি লাভ করিতে পারে না, এজন্য তাহারা জলস্বরূপ বলিতে হয়। এইরূপ প্রলয়কালে সেই ব্রহ্মেই লীয়মান নাম রূপ ও তৎসম্ভূত কার্য্যকলাপের ব্রহ্ম ব্যতিরেকে পৃথক্ সত্তা থাকে না, অভাব প্রত্যক্ষ হয়, অতএব জগৎ প্রলয়কালেও ব্রহ্মস্বরূপ ; যেহেতু, ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি, ব্রহ্মে স্থিতি, এবং পরিণামেও তাহাতেই লয় ; অতএব একই ব্রহ্ম সর্ব্বদা বিজ্ঞানঘন ও একভাবাপন্ন ইহা জানা উচিত, এবং এই এক ব্রহ্মজ্ঞানেই সর্ব্বজ্ঞান সিদ্ধ হয়। সেই ব্রহ্মে কি ভাবে জগতের প্রলয় হয় তাহা দেখাইবার জন্য লৌকিক দৃষ্টান্তসকল প্রদর্শিত হইতেছে ;—যেমন সমস্ত বাপী-কূপ-তড়াগাদি-জলাশয়ের একমাত্র গন্তব্য স্থান—একীভাব-প্রাপ্তির স্থান মহাসমুদ্র। যেরূপ বায়ুর আত্মভূত মৃদু-কর্কশ-কঠিন ও পিচ্ছিলাদি স্পর্শের একমাত্র আশ্রয়—ত্বক্ অর্থাৎ সাধারণ স্পর্শ। (এখানে ত্বক্‌শব্দের অর্থ—ত্বগিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সাধারণ স্পর্শ) কারণ সমুদ্রে জলবিন্দু পতিত হইলে যেমন তাহা একাকার প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ এই স্পর্শ-সামান্যে নিপতিত, বিশেষ বিশেষ স্পর্শও সেই স্পর্শ-সামান্যে অন্তর্ভূত হইয়া যায়। সেই সাধারণ স্পর্শের অভাবে আর বিশেষ স্পর্শের সত্তা অনুভূত হয় না। তাহারা সামান্য স্পর্শের অংশবিশেষরূপে বর্ত্তমান থাকে।

এইরূপ স্পর্শসামান্যও মনঃসঙ্কল্পে লীন হয় * অর্থাৎ যাহা কিছু মনোবৃত্তির বিষয়, তৎসমুদায়ে সকল স্পর্শ-ই বিলীন হয় ; অর্থাৎ সেই মনোবৃত্তি অভাবে

---

* বেদান্তমতে অন্তঃকরণ চতুর্ভাগে বিভক্ত—মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্ত। তন্মধ্যেও সঙ্কল্প সংশয় বা বিকল্প মনের কার্য্য, নির্ণয় করা বুদ্ধির কার্য্য, অভিমান অহঙ্কারের কার্য্য, এবং স্মরণ চিত্তের কার্য্য, এই কথাই উক্ত হইয়াছে—"মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমান্তরম্। সংশয়ো নিশ্চয়োগর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়াইমে ইতি।

স্পর্শ সামান্যও অসদ্রূপে পরিণত হয়। এইরূপ মনোবৃত্তির বিষয়সকলও বুদ্ধিবৃত্তির বিষয়মধ্যে লীন হয় ; অর্থাৎ মানসিক বিষয় সকল বুদ্ধি অভাবে অভাব প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধিবৃত্তির সহিত একত্বপ্রাপ্ত হইয়া বিজ্ঞানঘন পরিপূর্ণ পরমব্রহ্মে সমুদ্রে জল বিলয়ের মত বিলয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপ পরম্পরা ধরিয়া শব্দাদিবিষয়সকল স্ব স্ব কারণ ইন্দ্রিয়বৃত্তি সহকারে পরব্রহ্মে বিলীন হইলে পর দ্বিতীয় উপাধির অভাবে ব্রহ্ম সৈন্ধবলবণখণ্ডের ন্যায় এক প্রজ্ঞান ঘন অখণ্ড অন্তহীন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-রসময় স্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। অতএব আত্মা এক, অদ্বিতীয়, ইহা অবগত হওয়া উচিত। পূর্ব্ববৎ গন্ধসকলের অর্থাৎ সূক্ষ্ম পার্থিব অংশবিশেষসমূহের যেমন নাসিকাদ্বয় বা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয়সামান্যে অন্তর্ভাব একমাত্র আশ্রয়, সর্ব্ববিধ রসের বা জলীয় বিশেষ অংশের যেমন রসনা বা রসনেন্দ্রিয়ের বিষয়সামান্য বা তৈজস অংশবিশেষ এবং রূপ-সকলের যেমন চক্ষু (চক্ষুর্বিষয়-সামান্য) একমাত্র আশ্রয়, এবং সমস্ত শব্দের যেমন শ্রোত্রই একমাত্র লয়ের আধার, এখানেও পূর্ব্ববৎ (স্পর্শের ন্যায়) শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সকলের মনোবৃত্তিসঙ্কল্পে, পরে তাহার বুদ্ধিবৃত্তিতে, তৎপরে পুনঃ বুদ্ধিবৃত্তির বিজ্ঞানময় ব্রহ্মেতে লয় হইয়া ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি দৃষ্টান্ত বিষয় জানিবে।

এইরূপ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের (বাক্, পাণি, চরণ, পায়ু ও উপস্থের) বিষয় (কথন, গ্রহণ, গমন, মলত্যাগ ও আনন্দবিশেষ) সমূহ ক্রিয়াসামান্যেরই অন্তর্ভূত, সমুদ্রে জলবিন্দুর মত ইহাদের সাধারণ ক্রিয়া হইতে বিশ্লেষণ করা অসম্ভব। বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায়, উহারাও এক প্রাণের অন্তর্ভূত, আবার প্রাণ ও প্রজ্ঞান বস্তুতঃ বিভিন্ন নহে। কৌষীতকিই বলিয়াছেন, "যে প্রাণ, সেই প্রজ্ঞা, যাহা বিজ্ঞান, তাহাই প্রাণ।" এইরূপ হৃদয় যেমন সমস্ত বিদ্যার আশ্রয় এবং হস্ত যেমন সকল কর্ম্মের আশ্রয়, এবং উপস্থ যেমন সমস্ত আনন্দের এক আধার এবং সমস্ত মলত্যাগের যেমন একমাত্র পায়ুই (গুহ্যদ্বার) উপায়, এবং সর্ব্ব পথিগমনের পক্ষেই যেমন একমাত্র পদদ্বয়ই প্রধান সহায় এবং বেদ যেমন সমস্ত বাক্যের মূলাধার (ব্রহ্মও তেমন সর্ব্বজগতের মূলাধার)। শ্রুতি শব্দাদিবিষয় ও তদ্‌গ্রাহক ইন্দ্রিয়, এই উভয়কে সমানজাতীয় জ্ঞান করিয়া এখানে কেবল বিষয়লয়ের কথাই বলিয়াছেন ; এজন্য পৃথক্ করিয়া আর ইন্দ্রিয়-লয়ের কথা বলেন নাই। এই বিষয়ে যেন কেহ সন্দেহ না করেন, এজন্য ভাষ্যকার শ্রুতির তাৎপর্য্য বলিয়া দিতেছেন যে, বিষয়ের স্বপ্রকাশক অবয়ববিশেষের নাম ইন্দ্রিয় অর্থাৎ যেমন অবস্থান্তরপ্রাপ্ত রূপই

প্রদীপনাম ধারণ করে, এবং প্রদীপাকারে সর্ব্ববিধ প্রকাশ্যকে প্রকাশিত করে; সেইরূপ শব্দাদিবিষয় সকলও অবস্থান্তরিত হইয়া শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সংজ্ঞা লাভ করে, এবং স্ব স্ব-বিষয় প্রকাশ করে। অতএব ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ইন্দ্রিয়লয়ের জন্য পৃথক্ চেষ্টা করিবেন না; কারণ, বিষয় ও ইন্দ্রিয় একই, এক বিষয়-লয়ের দ্বারাই ইন্দ্রিয়লয় সিদ্ধ হয় ॥ ১১ ॥

স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাস্ত উদকমেবানুবিলীয়েত ন হাস্যোদ্গ্রহণায়েব স্যাৎ।

যতো যতস্ত্বাদদীত লবণমেবৈবং বা অর ইদং মহদ্ভূত-মনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীত্যরে ব্রবীমীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে যে, "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" অর্থাৎ এই নাম-রূপাভিব্যক্ত সমস্ত জগৎ আত্মময়, এবং সেই কথার সমর্থনের নিমিত্ত সর্ব্বত্র যে আত্মার প্রতীতি, আত্মা হইতে সকলের উৎপত্তি, আত্মাতে লয় প্রভৃতি হেতুরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে; আর যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে যে, যেহেতু উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়, কোন সময়েই বিজ্ঞান (ব্রহ্ম) ব্যতিরেকে জগতের পৃথক্ উপলব্ধি হয় না, অতএব এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়; অথবা ব্রহ্মই সর্ব্বজগন্ময়, এই কথাটি তর্ক দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। পৌরাণিকগণ বলেন যে, কার্য্য সকলের স্ব স্ব প্রকৃতিতে স্থিতিরূপ যে প্রলয়, তাহা স্বাভাবিক; তাহাতে কোন হেত্বন্তরের অপেক্ষা নাই। কিন্তু যাহা জ্ঞান দ্বারা সম্পাদিত অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্গণের ব্রহ্মবিদ্যা হইতে উৎপন্ন, তাহা আত্যন্তিক প্রলয় নামে অভিহিত। এই প্রলয়সমূহের মধ্যে যাহা অবিদ্যার কার্য্য শোক-মোহাদিরূপ সংসারের উৎপত্তি রুদ্ধ করিয়া নিষ্পন্ন হয়। অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিদের ব্রহ্মজ্ঞান সমুদ্ভূত হইলে সমস্ত অজ্ঞাননিবৃত্তিপূর্ব্বক আভ্যন্তরিক প্রলয় (মুক্তি) স্বীকৃত হয়। কেবল তৎপ্রতিপাদনের নিমিত্তই বিশেষরূপে এই প্রলয় বিচারিত হইতেছে। প্রথমতঃ তাহার দৃষ্টান্ত এই যে—

সৈন্ধব * খিল্য (জলবিকার ঘন লবণখণ্ড) যেমন স্বীয় কারণ-জলে নিক্ষিপ্ত হইলে জলময় হইয়া যায়, এবং যেমন শতকষ্টেও অতি নিপুণ ব্যক্তিও আর তাহার প্রত্যুদ্ধার করিতে পারে না অথচ সেই লবণ যে উদকে রহিয়াছে, এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, যে স্থান হইতে সেই জল যতটুকু আস্বাদন করিবে, দেখিবে, তৎসমস্তই লবণময়।

অতএব সেই জলেতে যে, লবণ নাই, এ কথা বলা যাইতে পারে না; কিন্তু নাই কেবল সেই বিকৃত কাঠিন্যটুকু; এইরূপ বিবিধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের পর যাজ্ঞবল্ক্য পুনশ্চ মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, অয়ি! মৈত্রেয়ি! এই পরমাত্মা নামক মহাভূতও সেইরূপ। যে মহাভূত পরমব্রহ্ম হইতে তুমি গাঢ় অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া নির্গত হইয়াছ ও শরীরেন্দ্রিয়রূপ উপাধিসম্পর্কে নিজ (আত্মা) অখণ্ড হইতে সসীম অবস্থায় উপনীত হইয়া অনবরত জন্ম, জরা, মরণ, বুভুক্ষা ও পিপাসাদি বিবিধ সংসার-ধর্ম্ম ভোগ করিতেছ, এবং 'আমি অমুকের. বংশজাত' ইত্যাদি লৌকিক নামরূপ কার্য্যাবলীতে আবদ্ধ আছ, তোমার সেই শরীরেন্দ্রিয়সমষ্টিতে আত্মাভিমানজনিত পরিচ্ছিন্নভাব, আবার মহাসমুদ্রবৎ অখণ্ড, অজর, অমর, অভয়, শুদ্ধ সৈন্ধববৎ, আনন্দৈকরস, ও অবিদ্যার কার্য্য ভ্রান্তিভেদরহিত নিজ কারণ ঐ মহাভূতে বিলয়-প্রাপ্ত হইবে; এবং যখন স্বকারণ পরমাত্মাতে সেই খিল্যভাব ও অবিদ্যাজনিত ভেদদৃষ্টি লীন হইবে, তখন কেবল এই এক অদ্বৈত সর্ব্বব্যাপী এই ত্রৈকালিক সত্য আকাশাদির কারণ মহাভূত পরমাত্মাস্বরূপে প্রকাশ পাইবেন।

সেই ব্রহ্ম মহাভূত—মহৎ—অর্থব্যাপক, অর্থাৎ যিনি ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়ে সত্য, এবং ভূত—অর্থ আকাশাদি ভূতের কারণ, অথবা পরমার্থ, তাঁহার কোনরূপ কাল্পনিকত্ব নাই। লৌকিক বস্তু যদিচ নিজ পরিমাণে পর্ব্বতাদির মত মহৎ হইতে পারে, কিন্তু তাহা বাস্তব সৎ নহে, এইজন্য 'ভূত' অর্থাৎ পরমার্থ-বোধক শব্দ প্রযুক্ত হইল। এই মহাভূতের অন্ত নাই। অনন্ত বস্তুর কোন কারণ বিশেষকে, অপেক্ষা করিয়া অনন্তত্ব সম্পন্ন হয়, এ জন্য তাঁহাকে অপার অর্থাৎ অনপেক্ষ বলা হইল। তিনি বিজ্ঞান-ঘন। ঘন শব্দ অন্য জাতিবিশেষের প্রতি-

* স্যন্দিত হয় বলিয়া জলকে সিন্ধু বলা হইয়াছে; সিন্ধুর (জলের) বিকার—(অবস্থান্তর) সৈন্ধব অর্থাৎ পার্থিব তাপবশতঃ জলের যে কঠিনতাপ্রাপ্তি, তাহার নাম সৈন্ধব (লবণ)। খিল্য অর্থ খণ্ড। জল লবণের কারণ বলিয়াই জলে নিক্ষিপ্ত লবণ জল হইয়া যায়।

বোধার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ এই বিজ্ঞান ও পরমাত্মার অন্তরালে অন্য কোন জাতি নাই অর্থাৎ তিনি বিজ্ঞান হইতে অভিন্ন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় ও স্বচ্ছ অর্থাৎ সাংসারিক দুঃখে অসম্পৃক্ত, তবে তাহা হইতে অভিন্ন জীবের খিল্যভাব অর্থাৎ সৈন্ধব-খণ্ডের ন্যায় উক্ত বিকৃতাবস্থার প্রতি কারণ কি? জীব কেন অনবরত জন্মমরণ-সুখদুঃখাদি বিবিধ সাংসারিকভাব ভোগ করে? তাহার উত্তর এই,—যে সমস্ত কার্য্য-করণাদি (শরীরেন্দ্রিয়াদি) বিবিধ বিষয়াকারে পরিণত নাম-রূপাত্মক ভূত আছে, পূর্ব্বে যাহাদের বিষয় পর্য্যন্ত প্রজ্ঞান ঘন ব্রহ্মে জল হইতে ফেনবুদ্‌বুদের ন্যায় বিলয় কথিত হইয়াছে, অলক্তাদি সম্পর্কে স্বচ্ছ স্ফটিকের রক্তিমা উৎপত্তির মত কিম্বা জলে সূর্য্য-চন্দ্রাদির প্রতিবিম্বোদয়ের মত সেই সকল জগতের হেতুভূত সত্য শব্দবাচ্য ভূত হইতে ব্রহ্ম জবাকারে উদিত হইয়া তাহাদের সম্পর্কে নানাবিধ সুখদুঃখাদি ভোগ করেন এবং যাহারা আত্মার সসীমভাবের কারণ, যে সকল ভূত হইতে আত্মা উত্থিত, সেই কার্য্যকরণবিষয়াকারে পরিণত ভূতসকল (শরীরাদি) যে সময়ে উপনিষদ্ প্রভৃতি অধ্যাত্ম-শাস্ত্রালোচনা ও মহানুভব আচার্য্যগণের অভ্রান্ত উপদেশাদি দ্বারা বিনষ্ট হয়, জীবও সে সময়ে বিলয় প্রাপ্ত হন। জবাকুসুম অপসারিত করিলে স্ফটিক যেমন স্বাভাবিক নির্ম্মলতা (শুভ্রতা) প্রাপ্ত হয়, এবং নির্ম্মল জল অপনীত হইলে যেমন চন্দ্র ও সূর্য্যের আর সেই ঔপাধিক অবস্থা থাকে না, সেইরূপ সর্ব্ববিধ উপাধিবিগমে জীবও সমুদ্রে সে সময়ে ফেনবুদ্‌বুদাদি বিলয়ের মত মহাভূতে বিলীন হন অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হন; কার্য্যকরণসমষ্টিরূপ উপাধি হইতে বিমুক্ত জীবের আর কোন ঔপাধিক ধর্ম্মই থাকে না; কেবল বিমল ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হন।

এ জন্যই "ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি" মৃত হইলে অর্থাৎ কার্য্যকরণাত্মক এই উপাধি বিনষ্ট হইলে জীবের কোন সংজ্ঞা থাকে না—"আমি অমুক, অমুকের পুত্র ও আমার এই সম্পত্তি, আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি ধনী, আমি সুখী ও আমি দুঃখী" ইত্যাদিরূপ সংজ্ঞা অবিদ্যাকার্য্য। অবিদ্যা মহীয়সী ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা সমূলে উচ্ছিন্ন হইলে উক্ত বিশেষ সংজ্ঞার আর সম্ভাবনা কোথায়? যখন স্বীয় চৈতন্যস্বভাবে স্থিত ব্রহ্মবিদের শরীরধারণকালেও বিশেষ সংজ্ঞা অসম্ভব, তখন শরীরেন্দ্রিয়াদি হইতে সর্ব্বতোভাবে নির্মুক্ত ব্রহ্ম-বিদের বিশেষ সংজ্ঞা থাকিবে না, এ আর বিচিত্র কি? যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি নিজ ভার্য্যা মৈত্রেয়ীকে এইরূপে পরমার্থ-তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

সা হোবাচ মৈত্রেয্যত্রৈব মা ভগবানমূমুহন্ন প্রেত্য সংজ্ঞাঽস্তীতি স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো ন বা অরেঽহং মোহং ব্রবীম্যলং বা অর ইদং বিজ্ঞানায় ॥ ১৩ ॥

বিদুষী মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যের এই সকল সারগর্ভ বাক্য দ্বারা প্রবোধিত হইয়া পুনশ্চ বলিয়াছিলেন যে, হে ভগবন্! একই বস্তু ব্রহ্মের সম্বন্ধে বিরুদ্ধ দুইটি ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া আপনি আমার জ্ঞানের পরিবর্ত্তে আরও মোহ সম্পাদন করিয়াছেন। কেন না, আপনি যে ব্রহ্মকে পূর্ব্বে বিজ্ঞান-ঘন আখ্যায় শব্দিত করিলেন, তাহাকেই পরে ইহার কোন সংজ্ঞা নাই বলিলেন। যেমন এক অগ্নি উষ্ণত্ব ও শীতত্ব এই উভয় ধর্ম্মান্বিত কখনও হয় না; তেমন এক আত্মা উভয়বিধ ধর্ম্মাক্রান্ত কি প্রকারে হইতে পারে? এই সন্দেহ আমার হৃদয়কে বিমোহিত করিয়াছে; অতএব আপনি আমার হৃদয়গত এই সংশয় বিদূরিত করুন্। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর এইরূপ সমস্যাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, অয়ি মৈত্রেয়ি! আমি মোহ বা ভ্রমকর কোন কথাই বলি নাই, সকলই সত্য বলিয়াছি। আর তুমি যে এক আত্মার বিজ্ঞানঘন নাম ও সংজ্ঞাভাবরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মের আশঙ্কা করিতেছ, তাহাও মিথ্যা। কারণ, আমি একের উপর ঐরূপ বিরুদ্ধভাবের সমাবেশ কখনও করি নাই, কিন্তু তুমি নিজেই একের উপর এই বিরুদ্ধভাবের সমাবেশ করিয়া ভ্রমজালে জড়িত হইয়াছ। আমি এইমাত্র বলিয়াছি যে, এই যে অবিদ্যাজনিত এবং কার্য্যকরণ (দেহেন্দ্রিয়)-সম্বন্ধবশতঃ আত্মার খিল্যভাব অর্থাৎ পৃথগ্ভাব, ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা এই পৃথগ্ভাব বিনাশের পর দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ উপাধি বিলীন হইলে হেতুর অভাবে পৃথগ্ভাবজনিত বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা এবং শরীরাদির উপরও ব্রহ্মভেদজ্ঞানও বিনষ্ট হয়। যেমন জলাধার নষ্ট হইলে তৎপ্রতিবিম্বিত চন্দ্র-সূর্য্যাদি-প্রতিবিম্বও বিলয়প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদিগের সেই জলে প্রকাশও পরিলুপ্ত হয়। তৎসহ সেই চন্দ্রসূর্য্যাদিও নিরুপাধি হন।

কিন্তু জলাধার নষ্ট হইলে যেমন প্রকৃত চন্দ্রসূর্য্যাদি বিনষ্ট হয় না, ঐরূপ অসংসারী নিরুপাধি ব্রহ্মের নাশ অসম্ভব, ইহাই বিজ্ঞানঘন এই উক্তি দ্বারা বলিয়াছি। তিনি সমস্ত জগতের বাস্তব আত্মা, ভূত সমূহের বিনাশ হইলেও তাঁহার কোন ক্ষতি হয় না; কেন না, এই জীবই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম অবিনাশী; এইমাত্র

বিশেষ যে, অবিদ্যাকৃত যে খিল্যভাব অর্থাৎ "জীব" এই সংজ্ঞা, কেবল তাহারই বিনাশ হয়। এজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন যে, "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" অর্থাৎ বস্তুর নাম বাচনিক বিকারমাত্র'; নচেৎ কিছুই নহে। অধিক কি, ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্তই বিনাশী; কেবল এক অদ্বিতীয় আত্মা (ব্রহ্ম) ই অবিনাশী—নিত্য-সিদ্ধ। অতএব বর্ণিত পরমাত্মবিজ্ঞানই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর; পরে কথিত হইবে যে, বিজ্ঞাতার অবিনাশী বিজ্ঞানাংশের লোপ কখনই হয় না॥ ১৩॥

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরমভিবদতি তদিতর ইতরং মনুতে তদিতর ইতরং বিজানাতি যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং জিঘ্রেত্তৎ কেন কং পশ্যেত্তৎ কেন কং শৃণুয়াত্তৎ কেন কমভিবদেত্তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ।

যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াদ্ বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি॥ ১৪॥

ইতি চতুর্থং ব্রাহ্মণম্।

যদি বল, আত্মা যদি বিজ্ঞানঘন হয়, তাহা হইলে পুনশ্চ তাহারই দেহেন্দ্রিয়াদি লয়ের পর "ন প্রেত্য সংজ্ঞাঽস্তি" নির্ব্বিশেষত্ব কিরূপে বলা হইল? তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। অবিদ্যা বা অজ্ঞানকল্পিত যে খিল্যভাবের (জীব) উপর যেন দ্বৈতভাবই আসে, যেহেতু, পরমাত্মা অদ্বৈত, তাহার নাম বা রূপ আত্ম-ভিন্ন বস্তু, ইহা কল্পিতই প্রতীয়মান হয়। এইরূপ যেন অপর অপরকে দেখিতেছে, আঘ্রাণ করিতেছে ইত্যাদি উহারা সমস্তই অবিদ্যার কার্য্য। "ইব" শব্দ দ্বারা বাস্তবিক দ্বৈতভাবের নিষেধ করা হইয়াছে—('দ্বৈতমিব')। এখানে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, সর্ব্বত্রই উপমান পদার্থ প্রসিদ্ধ অর্থাৎ সাদৃশ্যাংশে সর্ব্ববাদিসম্মত হওয়া চাই। কিন্তু উপসনাপেক্ষা উপমেয় অপ্রসিদ্ধ হইলেও দোষ নাই। যেমন "চন্দ্রের মত মুখ" এই কথা বলিলে সৌন্দর্য্যে সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ চন্দ্রকে উপমান ও অপ্রসিদ্ধ মুখকে উপমেয় বুঝা যায়,

এইরূপ "দ্বৈতমিব ভবতি" এই বাক্যে দ্বৈতকে উপমানস্থানীয় করা হইয়াছে এবং প্রকারান্তরে ব্রহ্মকেই উপমেয় করা হইয়াছে; অথচ কোনরূপেই ইহা হইতে পারে না। কারণ, দ্বৈতকে উপমান করিলে প্রকারান্তরে তাহার বাস্তবত্ব স্বীকার করিতে হইবে। উত্তর—না, এ আশঙ্কা এখানে হইতে পারে না, যেহেতু, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, "বাচারম্ভণং বিকারঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ নাম বাচনিক বিকারমাত্র অর্থাৎ "ইহা ঘট, ইহা পট," ইত্যাদি কথামাত্র সার; বাস্তবিকপক্ষে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই, সমস্তই মিথ্যা, আত্মা যে অবস্থায় দ্বৈতভাবই যেন প্রাপ্ত হয়, সেই অবস্থায় একই দ্রষ্টা আত্মা জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের দর্শনকারী বাস্তবচন্দ্রের ন্যায় পৃথগ্‌ভূত দ্বৈতবস্তুকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সাহায্যে দেখিতে পায়। দেখিতে পায় বলায় দর্শনক্রিয়া ও তাহার ফল অনুভূতি উভয়ই প্রদর্শিত হইল। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন 'ছেদন করিতেছে' বলিলে কুঠারের বারংবার উত্তোলন পূর্ব্বক নিক্ষেপ ও ছেদনীয় কাষ্ঠের দ্বিধাভাব উভয়ই প্রতীত হয়, কেন না, ক্রিয়া ফলসম্পাদন না করিয়া বিরত হয় না এবং ক্রিয়া ব্যতীতও ফলের উৎপত্তি কদাচ দৃষ্টপূর্ব্ব নহে, এ কারণ অবশ্যই বলিতে হইবে যে, দ্রষ্টা (আত্মা) দর্শন করিতেছে, এ কথায় দর্শনক্রিয়া ও তাহার ফল এই উভয়ই অভিহিত হইল। দর্শনক্রিয়ার মত ঘ্রাতা (আত্মা) ঘ্রাণেন্দ্রিয়-সাহায্যে যেন ভিন্ন ভিন্ন আঘ্রেয়-পুষ্পাদির আঘ্রাণ করে, এ স্থলেও ঘ্রাতা এক ব্যক্তি, আঘ্রেয় বস্তু তাহা হইতে দ্বিতীয় পদার্থ এবং যাহার সাহায্যে আঘ্রাণক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সেই ঘ্রাণেন্দ্রিয় অপর বস্তু। এইরূপ অপর (শ্রোতা) শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা অপর শ্রোতব্য শব্দাদি যেন শ্রবণ করে। অপর অপরকে যেন অভিবাদন (নমস্কার) করে। অপর ব্যক্তি অপর বস্তুর যেন জ্ঞান করে। এই সমস্ত দ্বৈতভাব অবিদ্যার কার্য্য। অতঃপর বিদ্যাবস্থায় আত্মার যাহা যাহা ঘটে, তাহাই বলা হইতেছে। যখন এই উপাসকের আত্মা সর্ব্বময় হয় অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা ও তাহার কর্ম্মসকল প্রশমিত হইলে উপাসক যখন আত্ম-ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না, সে সময়ে কে (ঘ্রাতা), কোন্ ইন্দ্রিয় দ্বারা কাহাকে (আঘ্রেয় পুষ্পাদিকে) ঘ্রাণ করিবে? কে (দ্রষ্টা) কি উপায়ে কাহাকে দেখিবে? কে (শ্রোতা) কোন্ ইন্দ্রিয় দ্বারা কাহাকে (শব্দাদি) শ্রবণ করিবে? কে কি উপায়ে কাহাকে অভিবাদন করিবে? কে (চিন্তক) কোন্ ইন্দ্রিয় দ্বারা কাহাকে জানিবে? কারণ, একমাত্র অদ্বিতীয় আত্মা বর্ত্তমান দৃশ্য শ্রব্য জ্ঞেয় বস্তুমাত্রই অদ্বৈতভাবাপন্ন। ইহার তাৎপর্য্য;—

ক্রিয়ামাত্রই কর্ত্তা ও করণসাধ্য; কর্ত্তা ও করণ না থাকিলে কখনও ক্রিয়া-নিষ্পত্তি হইতে পারে না। আবার ক্রিয়ার অভাবে ফলাভাব অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু যিনি ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা ক্রিয়াকারকাদি বিভাগ সকল বিনষ্ট করিয়াছেন, তিনি কি উপায়ে কাহাকে প্রত্যক্ষ করিবেন? যেহেতু, সমস্তই আত্মময়, আত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় পদার্থের (কারক ও ক্রিয়াফলের) বাস্তব সত্তা নাই। যে অনাত্মা, সে কাহারও আত্মস্বরূপ হইতে পারে না; অতএব আত্মার অনাত্মত্ব অবিদ্যা দ্বারা কল্পিত, বাস্তবিক পক্ষে কিছুই আত্মব্যতিরিক্ত নাই। আত্মৈকত্ব-প্রতীতিকালে বিরুদ্ধ ক্রিয়া, কারক, ফলপ্রতীতি সম্ভব নহে, এই জন্য ব্রহ্মজ্ঞানীর ক্রিয়া ও কারকের (ক্রিয়াসাধনের) আত্যন্তিক নিবৃত্তি মানিতেই হইবে।

শ্রুতিতে উক্ত "কেন" এই শব্দের প্রশ্ন অর্থ করিলে অর্থাৎ কোন্ করণ দ্বারা দেখিবে? এই প্রশ্ন অর্থ হইলে বোধ হয় যেন, দেখিবার কোন উপায় আছে; অথচ তাহা জানিবার নিমিত্তই এই প্রশ্ন হইয়াছে। কিন্তু অধিক্ষেপার্থ হইলে আর সেই আশঙ্কা হইতে পারে না। এই জন্য অধিক্ষেপার্থ অভিপ্রেত। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানকালে ক্রিয়াকরণাদির অনুপপত্তি-বশতঃ কেহ কোন—সাধন দ্বারা কোন প্রকারে কিছুই দেখিতেই পায় না। যে অবিদ্যাবস্থায় অন্য অন্যকে দেখে, সে সময়েও যে জ্ঞানবলে যাঁহার অনুগ্রহে সমস্ত সংসার বিজ্ঞাত হয়, সেই বিজ্ঞানময় আত্মাকে আর কি উপায়ে জানা যাইবে? যেহেতু, যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানা যাইবে, তাহাও তৎকালে জ্ঞেয় আত্মার অন্তর্ভূত। আর যাঁহারা জিজ্ঞাসু, তাঁহারাও জ্ঞেয় বস্তুকেই জানিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু নিজকে জানিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করেন না। যেমন অগ্নি কখন অগ্নিকে দগ্ধ করিতে পারে না কিম্বা যেমন প্রদীপ প্রদীপকে প্রকাশিত করিতে পারে না, তেমন জ্ঞানস্বরূপ আত্মাও কখন জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না; সুতরাং অশক্য বিষয়ে জিজ্ঞাসাও হইতে পারে না। এক্ষণে পূর্ব্বকথার উপসংহার করিতেছেন যে, যেহেতু জ্ঞাতা কখনও জ্ঞেয় হইতে পারে না, অতএব যে আত্মার সাহায্যে এই সমস্ত জগন্মণ্ডলকে জানা যায়; সেই জগৎ বিজ্ঞানকারী আত্মাকে কি উপায়ে অন্যকে জানিবে? কারণ, বিবেকী ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে তখন এক অদ্বৈত ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট। এই জন্যই আত্মাকে অজ্ঞেয় বলা হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণ সমাপ্ত।

উপনিষৎসু—দ্বিতীয়াধ্যায়স্য

পঞ্চম-ব্রাহ্মণম্

ইয়ং পৃথিবী সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শারীরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥ ১ ॥

কর্ম্মনিরপেক্ষভাবে যে উপায়ে জীবের মুক্তিলাভ হইতে পারে, সেই উপায় নির্ব্বাচনের নিমিত্ত মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণ আরব্ধ হইয়াছে; তন্মধ্যে সর্ব্বসন্ন্যাসকে আত্মজ্ঞানের প্রধান উপায়রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং আত্মবিজ্ঞান হইতে এই সমস্ত জগতের বিজ্ঞান সম্পন্ন হয়; স্ত্রী-পুত্রাদি সকল অপেক্ষা আত্মা অধিক প্রিয় এবং প্রিয় বলিয়াই আত্মদর্শন কর্ত্তব্য, সেই আত্মপ্রত্যক্ষের উপায়রূপে শ্রবণ, মনন (চিন্তা), নিদিধ্যাসন (একাগ্রতা) প্রভৃতি আত্মদর্শনের উপায়সকল বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে আচার্য্য ও অধ্যাত্মশাস্ত্র হইতে আত্মতত্ত্ব শ্রবণের নাম শ্রবণ। শ্রুত কথার অনুকূল তর্ক দ্বারা বিরুদ্ধ তর্কসকল নিরাস করার নাম মনন। পূর্ব্ব-ব্রাহ্মণোক্ত "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" আত্মার সর্ব্বময়ত্বাদিই অনুকূল তর্কস্বরূপ। "সমস্তই আত্মা," এই প্রতিজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট হেতু—আত্মার একত্ব, আত্মা হইতে প্রপঞ্চের উৎপত্তি ও একাত্মাতেই নিখিলের লয়। এই ত্রিবিধ হেতুর মধ্যে আত্মার সর্ব্বময়ত্বে যে হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই হেতুগত অসিদ্ধি সংশয় নিরাকরণের জন্য এই ব্রাহ্মণের আরম্ভ হইতেছে। সন্দেহ-নিরাকরণের জন্য পুনশ্চ হেতু প্রদর্শিত করা যাইতেছে।

ব্রহ্মের সর্ব্বময়ত্বে উক্ত হেতুর সাধক হেতু এই;—আমরা দেখিতে পাই যে, যে যে বস্তু পরস্পর উপকার্য্যোপকারকভাবাপন্ন অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের সহায়ভাবে অবস্থিত, তৎসমস্তই এক কারণ হইতে উৎপন্ন, একজাতীয়

এবং এক কারণে বিলয়প্রাপ্ত হয়। যেহেতু, এই পৃথিব্যাদি সমস্ত জগৎ পরস্পর কার্য্যকারণভাবাপন্ন; অতএব এই পৃথিব্যাদি সমস্ত জগৎও এক-কারণ-সমুদ্ভূত, একরূপ সাধারণধর্ম্মাক্রান্ত এবং এককারণে বিলীন হইবে। আরব্ধ ব্রাহ্মণে কেবল এই কথাই প্রকাশিত হইতেছে। অথবা "আত্মৈবেদং সর্ব্বং" বলিয়া প্রতিজ্ঞাত সমস্ত বস্তুর আত্মময়ত্বের প্রতি আত্মা হইতে বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়কে হেতুরূপে (যুক্তিরূপে) নির্দ্দেশ করিয়া পুনশ্চ তাহাকেই শব্দপ্রমাণপ্রধান মধুব্রাহ্মণ দ্বারা সিদ্ধান্তিত করিতেছেন। (নৈয়ায়িকগণ বলেন,) হেতুনির্দ্দেশচ্ছলে যে পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞার পুনঃকথন, তাহার নাম নিগমন। এখানে অন্য কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন যে, দুন্দুভিদৃষ্টান্তপ্রদর্শন পর্য্যন্ত কথাসকল শ্রবণার্থ বিহিত হইয়াছে এবং মধুব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী বাক্যসকল যুক্তিপূর্ণতা হেতু মননরূপে (মননার্থ) বিহিত হইয়াছে। আর এই মধুব্রাহ্মণ দ্বারা আত্মার নিদিধ্যাসনবিধি উক্ত হইতেছে। যাহা হউক, সকল মতেই যখন শাস্ত্র দ্বারা যথাযথ অবধারিত বিষয়ের অনুকূল তর্কের দ্বারা মনন বিহিত আছে এবং শাস্ত্র ও তর্ক দ্বারা নিশ্চিত বিষয়ের সেইরূপেই নিদিধ্যাসন করা হইয়া থাকে, তখন নিদিধ্যাসনের নিমিত্ত পৃথক্ বিধি নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং তাহার জন্য পৃথগ্‌ভাবে প্রকরণ-বিভাগও হওয়াও অনাবশ্যক, ইহা ভাষ্যকারের অভিপ্রায়। ফল কথা, সকল মতেই পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণদ্বয়ের কথাই এই ব্রাহ্মণে উপসংহৃত হইবে।

এই সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ পৃথিবী সমস্ত ভূতের মধু, অর্থাৎ ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীর কার্য্য; যেমন একটি মধুচক্র অনেকানেক মধুকর-নিকর দ্বারা নির্ম্মিত হয়, তেমন এই পৃথিবীও সর্ব্বভূতের অদৃষ্ট দ্বারা নির্ম্মিতা হইয়াছে। আবার ঐরূপ সমস্ত ভূতও এই পৃথিবীর মধু অর্থাৎ কার্য্য, যিনি এই পৃথিবীতে অর্থাৎ তেজোময় চিদ্রূপে প্রকাশিত নিত্যপুরুষ, এবং যিনি এই শরীর, যিনি অমৃত, যিনি এই সম্বন্ধবশতঃ শারীর নামে খ্যাত, যাঁহাকে লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম আত্মা নামে অভিহিত করা যায়, তিনিও সমস্ত ভূতের উপকারক বলিয়া মধু—কার্য্য এবং সমস্ত ভূতও এই পুরুষের মধু—কার্য্য।

পূর্ব্বোক্ত পৃথিবী, সর্ব্বভূত, পার্থিব পুরুষ ও শারীর পুরুষ, এই চারিটি সত্ত্ব সমস্ত ভূতের কার্য্য এবং সমস্ত ভূতও এই পৃথিব্যাদি সত্ত্বের কার্য্য।

অতএব এই পরস্পর কার্য্যকারণভাববশতঃ ঐ পৃথিব্যাদি সঙ্ঘের এক কারণ হইতেই উৎপত্তি অবশ্যই স্বীকার্য্য। আবার যেহেতু, এক কারণ হইতে উহারা উৎপন্ন, অতএব উহারা ফলতঃ একই। যে এক কারণ হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন, তাহাই এক এক ব্রহ্ম, তদ্‌ভিন্ন সমস্তই কার্য্য। শ্রুতি বলিয়াছেন, পৃথিব্যাদি বিকার নামমাত্র বাচনিক, পরমার্থ সৎ নহে। ইহাই এই মধু ব্রাহ্মণের সঙ্‌ক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য। এক্ষণে প্রস্তাবিত কথা বলিতেছেন যে, "অয়মেব সঃ" অর্থাৎ এই আত্মা সেই ব্রহ্ম, এই বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল, এই প্রদর্শিত আত্মাই তাহা। এই যে সমস্ত বিশ্ব, ইহাও এই ব্রহ্ম। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে যে অমৃতত্বলাভের উপায় বলিয়াছেন, এই ব্রহ্মই সেই অমৃতস্বরূপ। যাহা আত্মদর্শন, তাহাই অমৃত এবং "ব্রহ্ম তে ব্রবাণি" বলিয়া যে ব্রহ্ম-নির্দ্দেশের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, এই প্রদর্শিত ব্রহ্মই তাহা, এবং যদ্বিষয়ক বিদ্যাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলা যায়, এই নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মই সেই ব্রহ্ম; এবং যে ব্রহ্মের জ্ঞানমাত্রে এই সমস্ত বিশ্বসংসার বিজ্ঞাত হয়, ইহাই সেই ব্রহ্ম। এই প্রকরণে মধুশব্দটি বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম মধুব্রাহ্মণ, এই ব্রাহ্মণেই পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাসকলের বিস্তার বলা হইয়াছে ॥ ১ ॥

ইমা আপঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বাসামপাꣳ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মাস্বপ্সু তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মꣳ রৈতসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদꣳ সর্ব্বম্ ॥ ২ ॥

পূর্ব্বে যেমন পৃথিবীকে মধুরূপে ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে, এক্ষণে জলাদিরও সেইরূপ ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

এই জল সমস্ত ভূতের মধু—কার্য্য এবং সমস্ত ভূতও এই জলের মধু, অর্থাৎ জল ও অপরাপর ভূতসকল পরস্পর পরস্পরের কারণ এবং পরস্পর পরস্পরের কার্য্য। জলে তেজোময় ও অমৃতময় অধিদৈবত যে পুরুষ, এবং শরীরমধ্যে রেতস্থিত তেজোময় অমৃতময় যে অধ্যাত্মপুরুষ আছেন, এই আত্মাই সেই অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত পুরুষ, এবং এই আত্মাই সেই অমৃত, এই আত্মাই ব্রহ্ম, ইহাই সর্ব্বময় ॥ ২ ॥

অয়মগ্নিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাগ্নেঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নগ্নৌ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং বাঙ্ময়স্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥ ৩ ॥

এই অগ্নি সর্ব্বভূতের মধু, এবং সর্ব্বভূতও এই অগ্নির মধু। এই যে অগ্নিমধ্যে তেজোময় অবিনশ্বর প্রকাশময় অধিদৈবত পুরুষ, এবং শরীরাভ্যন্তরে যে বাঙ্ময় অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়প্রতিষ্ঠিত তেজোময় ও অমৃতময় অধ্যাত্মপুরুষ; এই আত্মাই সেই অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত পুরুষ, এবং এই আত্মাই সর্ব্বময়, ইহাই ব্রহ্ম-স্বরূপ ॥ ৩ ॥

অয়ং বায়ুঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য বায়োঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ বায়ৌ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং প্রাণস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥ ৪ ॥

এই বায়ু সমস্ত ভূতের মধু (কার্য্য) এবং সর্ব্বভূতও এই বায়ুর মধু এবং এই বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত যে তেজোময় ও অমৃতময় অধিদৈবত পুরুষ আছে এবং দেহমধ্যে প্রাণনামক যে তেজোময় ও অবিনশ্বর অধ্যাত্মপুরুষ বর্ত্তমান, ইহাই সেই আত্মা, যে আত্মা এই অমৃতস্বরূপ, যাহা ব্রহ্ম, যাহা সর্ব্বময় ॥ ৪ ॥

অয়মাদিত্যঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাদিত্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নাদিত্যে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং চাক্ষুষস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥ ৫ ॥

এই আদিত্য (সূর্য্য) ভূতসকলের মধু—কার্য্য ও এই ভূত সকলও আদিত্যের মধু—প্রকাশাদি দ্বারা উপকার্য্য। এই আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত যে

তেজোময় ও অবিনশ্বর পুরুষ বর্ত্তমান, এবং পার্থিব শরীরমধ্যে যে চাক্ষুষ অর্থাৎ চক্ষুস্থিত অধ্যাত্মপুরুষ অবস্থিত, ইহাই সেই আত্মা। এই আত্মাই অমৃত, ইহাই ব্রহ্ম ও ইহাই সর্ব্বস্বরূপ ॥ ৫ ॥

ইমা দিশঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বাসাং দিশাং সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মাসু দিক্ষু তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শ্রৌত্রঃ প্রাতিশ্রুৎকস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥ ৬ ॥

এই দিক্‌সমূহ সর্ব্বভূতের মধু এবং সর্ব্বভূতও দিকসমূহের মধু। এই সকল দিকে অবস্থিত যে তেজোময় ও অবিনাশী অধিদৈবত পুরুষ এবং এই সকল দিগুপাধিবিশিষ্ট শ্রোত্রমণ্ডলে অবস্থিত, শব্দশ্রবণকালে প্রতিভাত যে অধ্যাত্ম তেজোময়, প্রকাশময় ও অবিনাশী পুরুষ বর্ত্তমান, ইহাই সেই, যাহাকে আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ইহাই সেই প্রাপ্য অমৃত, ইহাই ব্রহ্ম এবং ইহাই বিশ্বময় ॥ ৬ ॥

অয়ং চন্দ্রঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য চন্দ্রস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিংশ্চন্দ্রে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং মানসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥ ৭ ॥

এই চন্দ্র সর্ব্বভূতের মধু, এবং সর্ব্বভূতও এই চন্দ্রের মধু। এই চন্দ্রেতে প্রতিষ্ঠিত যে প্রকাশময় ও অবিনাশী অধিদৈবত পুরুষ এবং জীবশরীরে যে মনোঽধিষ্ঠিত তেজোময় ও প্রকাশময় অমৃতময় নিত্য অধ্যাত্মপুরুষ, এই উভয়ই এই আত্মস্বরূপ, যে আত্মা অমৃতময় ও ব্রহ্মময়, ইহাকেই সর্ব্বস্বরূপ বলা হইয়াছে ॥ ৭ ॥

ইয়ং বিদ্যুৎ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ বিদ্যুতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্যাং বিদ্যুতি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং তৈজসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥ ৮ ॥

এই বিদ্যুৎ সর্ব্বভূতের মধু, সর্ব্বভূতও এই বিদ্যুতের মধু; আর এই বিদ্যুতে প্রতিষ্ঠিত যে প্রকাশময় ও অবিনাশী অধিদৈবত পুরুষ, এবং বৈদ্যুতিক ত্বকে অবস্থিত যে এই তেজোময় নিত্য অধ্যাত্মপুরুষ, ইহাই সেই ব্যক্তি, যাহাকে পূর্ব্বে আত্মা বলিয়া নিরূপিত করা হইয়াছে। ইহাই অমৃত, ব্রহ্ম ও সর্ব্বস্বরূপ ॥ ৮ ॥

অয়ং স্তনয়িত্নুঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য স্তনয়িত্নোঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ স্তনয়িত্নৌ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শাব্দঃ সৌবরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥ ৯ ॥

এই স্তনয়িত্নু (মেঘ) সর্ব্বভূতের মধু এবং সর্ব্বভূতও স্তনয়িত্নুর মধু। আর এই স্তনয়িত্নুতে প্রতিষ্ঠিত যে প্রকাশময় ও অমৃতময় পুরুষ বর্ত্তমান এবং জীবদেহে শব্দে ও বিশেষতঃ স্বরে অধিষ্ঠিত যে তেজোময় ও অবিনশ্বর অধ্যাত্মপুরুষ, ইহাই সেই—যাহা আত্মা বলিয়া কথিত। ইহাই সেই অমৃত, ইহা ব্রহ্ম ও সর্ব্বময় ॥ ৯ ॥

অয়মাকাশঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাকাশস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং হৃদ্যাকাশস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥ ১০ ॥

এই আকাশ সমস্ত ভূতের মধু এবং সমস্ত ভূতও এই আকাশের মধু। আর এই আকাশে প্রতিষ্ঠিত যে তেজোময় ও অবিনশ্বর পুরুষ, এবং শরীর-মধ্যবর্ত্তী হৃদয়স্থ আকাশে প্রতিষ্ঠিত যে তেজোময় ও অবিনশ্বর অধ্যাত্ম-পুরুষ, ইহাই সেই আত্মা এবং ইহাই সেই অমৃত এবং সর্ব্ব-জগন্ময় ব্রহ্মস্বরূপ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রুতিতে যে পৃথিবী হইতে আকাশ পর্য্যন্ত সকল দেবতা ও ভূতবর্গকে মধুরূপে বর্ণিত করা হইয়াছে, উহাদের মধ্যে কেহ কার্য্য ও কেহ কারণভাবে বর্ত্তমান অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির উপকারক ও

উপকার্য্য, এই হেতু সেই সকল দেবতা ও ভূতগণ মধুনামে কথিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধু নামে অভিহিত করার উদ্দেশ্য এই যে, যে কারণ প্রযুক্ত প্রাণিসম্পর্কে পূর্ব্বোক্ত পৃথিব্যাদিভূত এবং আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক দেবতাগণ মধুভাবে উপকারক, তাহাই এই অধ্যায়ে বক্তব্য ॥ ১০ ॥

অয়ং ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য ধর্ম্মস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ ধর্ম্মে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়-মধ্যাত্মং ধর্ম্মস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়-মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদঙ সর্ব্বম্ ॥ ১১ ॥

এই ধর্ম্মও সমস্ত ভূতের মধু, এবং সমস্ত ভূতও এই ধর্ম্মের মধু। যদিও ধর্ম্ম অপ্রত্যক্ষ বলিয়া 'ইদম্' (এই) শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না সত্য, তথাপি শ্রুতি-স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্ম যে ফলোৎপাদন করে, তাহা প্রত্যক্ষ-যোগ্য, অতএব কার্য্যের প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া তৎকারণ ধর্ম্মকেও প্রত্যক্ষবৎ (অয়ং) নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, শ্রুতি-স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্মই যখন অতি-উদ্ধত ক্ষত্রিয়াদিরও নিয়ন্তা অর্থাৎ শাসনকারী, জগতের বৈচিত্র্যের প্রতি কারণ, এবং পৃথিব্যাদি ভূতসকলের পরিণামহেতু বলিয়া প্রাণিগণ কর্ত্তৃক অভীষ্ট ফলের প্রত্যাশায় আচরিত হইয়া থাকে, তখন তাহাকে প্রত্যক্ষভাবে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যদিও তৃতীয় অধ্যায়ে "যো বৈ স ধর্ম্মঃ সত্যং বৈতৎ" অর্থাৎ যাহা ধর্ম্ম, তাহাই সত্য, এইরূপে সত্য ও ধর্ম্মের একত্ব বলা হইয়াছে, তথাপি এখানে সত্য ও ধর্ম্মের দৃষ্ট ও অদৃষ্টরূপে কার্য্যোৎপাদন হেতু প্রভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন অর্থাৎ সত্য ও ধর্ম্মের কার্য্যগত ভেদবশতঃ সত্য ও ধর্ম্মের পৃথক্ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে মাত্র। ধর্ম্ম অদৃষ্টস্বরূপ, ইহাকেই অপূর্ব্ব নামে অভিহিত করা হয়। ধর্ম্ম সামান্য-বিশেষভাবে কার্য্য উৎপাদন করে, সামান্যভাবে পৃথিব্যাদি ভূতের প্রযোজক ও বিশেষরূপে জীবের শরীর ও ইন্দ্রিয়সমষ্টির প্রযোক্তা, শ্রুতি এই উভয়বিধ ধর্ম্মের রূপই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সত্য, অনুষ্ঠান অর্থাৎ শাস্ত্রীয় আচার দ্বারা নিষ্পন্ন হয় ॥ ১১ ॥

ইদꣳ সত্যꣳ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য সত্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ সত্যে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মꣳ সাত্যস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদꣳ সর্ব্বম্ ॥ ১২ ॥

বস্তুতঃ ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছু নহে, ধর্ম্মের মত সত্যও সামান্য-বিশেষভাবে দ্বিবিধ কার্য্য সম্পাদন করে, পরবর্ত্তী শ্রুতিতে তাহারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন—এই সত্য সমস্ত ভূতের মধু এবং সমস্ত ভূতও এই সত্যের মধু। আর এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত যে তেজোময় ও অবিনশ্বর অধিদৈবত পুরুষ আছেন এবং সত্যমূলক কার্য্যকরণসঙ্ঘাতে (শরীরে) প্রতিষ্ঠিত যে অধ্যাত্মপুরুষ, এই উল্লিখিত উভয়ই সেই আত্মাই। ইহাই অমৃত এবং সেই সর্ব্বময় ব্রহ্ম। অভিপ্রায় এই—পৃথিব্যাদিসমবেত যে সত্য, তাহাই সামান্যরূপ এবং কার্য্যকরণ-সমষ্টি সমবেত যে সত্য, তাহা বিশেষরূপ। তন্মধ্যে পৃথিবী প্রভৃতি সমবেত ক্রিয়া-রূপী সত্যে ও দেহমধ্যে কার্য্যকরণসমবেত সত্যে অবস্থিত উভয় পুরুষই সেই আত্মা। শ্রুতিও বলিয়াছেন, সত্যের সাহায্যেই বায়ুর ক্রিয়া হয় ॥ ১২ ॥

ইদং মানুষꣳ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য মানুষস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্মানুষে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং মানুষস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদꣳ সর্ব্বম্ ॥ ১৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম ও সত্য দ্বারা নিষ্পন্ন যে কার্য্যকরণসংঘাত শরীর, সেই শরীর মনুষ্যত্বাদি বহুবিধ জাতিযুক্ত হয়; তন্মধ্যে মনুষ্যত্বজাতিযুক্ত শরীর-সমূহই অধিকাংশরূপে পরস্পর উপকার্য্য ও উপকারকভাবে থাকিতে দেখা যায়; অতএব মনুষ্যত্বাদি জাতি এই সমস্ত ভূতের মধু এবং সর্ব্বভূতও এই মনুষ্যাদি জাতির মধু। মনুষ্যত্ব-জাতিও বাহ্য ও আভ্যন্তরভেদে দ্বিবিধ নির্দ্দেশের যোগ্য। তাহাই কথিত হইতেছে। এই মানুষরূপ জাতিতে অধিষ্ঠিত যে প্রকাশময় ও অবিনাশী অধিদৈবত পুরুষ এবং এই মনুষ্যশরীরমধ্যে প্রতিষ্ঠিত যে তেজোময় ও অবিনশ্বর অধ্যাত্মপুরুষ, সেই পুরুষই এই আত্মা, ইহাই নিত্য, ব্রহ্ম ও সর্ব্বময় ॥ ১৩ ॥

অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো, যশ্চায়মাত্মা তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদꣳ সর্ব্বম্॥ ১৪॥

এই যে মনুষ্যত্বাদি জাতিবিশিষ্ট কার্য্য ও করণসমষ্টিস্বরূপ আত্মা, ইহাই সমস্ত ভূতের মধু। এখানে এরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, ইতঃপূর্ব্বে পৃথিবীর মধুত্ব পর্য্যায়ে "যশ্চায়মধ্যাত্মং শারীরঃ" এই শারীর শব্দ দ্বারাই কার্য্যকরণ-সমষ্টিভূত এই শারীর আত্মার একবার উক্তি হইয়াছে; পুনশ্চ এখানে তাহার পুনরুক্তি কেন?' উত্তর—না, তাহা নহে, পৃথিবী পর্য্যায়ে যে শারীরের উক্তি হইয়াছে, তাহা শরীরগত পার্থিবাংশের মধুত্ব কথনের জন্য; এখানে সর্ব্বময়ত্ব নির্দ্দেশ হেতু অধ্যাত্ম অধিদেবাদি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মশূন্য, সর্ব্বভূত ও দেবতার গুণবিশিষ্ট এই যে দেহেন্দ্রিয়াদি-সঙ্ঘাত, কেবল ইহাকেই আত্মশব্দ দ্বারা বিবক্ষিত বা অভিপ্রেত করা হইয়াছে; সেই এই দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিমধ্যে যে অমূর্ত্ত বিজ্ঞানঘন অবিনশ্বর পুরুষ বর্ত্তমান, ইঁহাকেই সর্ব্বময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইতেছে। সুতরাং আর পৌনরুক্ত্য দোষ হইতে পারে না।

সেই এই শরীরেন্দ্রিয়সমষ্টির অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত যে প্রকাশময় ও নিত্য পুরুষ এবং এই যে, জ্ঞানময় ও নিত্য জীবপুরুষ, ইনিই সেই আত্মা, ইনিই অমৃত সর্ব্বাত্মক। পূর্ব্বে পৃথিবী প্রভৃতির প্রস্তাবে একদেশকে ব্রহ্মরূপে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, অর্থাৎ অধ্যাত্মপুরুষরূপে শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং তাহার যে কিছু বিশেষ, তাহাও সেইখানেই কথিত হইয়াছে; কিন্তু এ স্থলে আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যের অভাব-বশতঃ পৃথিব্যাদির আধ্যাত্মিকরূপে আত্মা অভিপ্রেত নহে, কিন্তু শুদ্ধ আত্মার উল্লেখ অভিপ্রেত, এ জন্য পূর্ব্বোক্ত আত্মা এ স্থলে কথিত হয় নাই। অতএব পরিশিষ্ট অর্থাৎ পূর্ব্বে অনুক্ত যে বিজ্ঞানময় জীব—যাহার সম্বন্ধপ্রভাবে এই দেহকেও আত্মা বলা হয়, সেই বিজ্ঞানময় জীবই এখানে "যশ্চায়মাত্মা" বলিয়া কথিত হইয়াছে॥ ১৪॥

স বা অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাꣳ রাজা তদ্যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ সর্ব্বে সমর্পিতা

এবমেবাস্মিন্নাত্মনি সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্ব এত আত্মনঃ সমর্পিতাঃ ॥ ১৫ ॥

যে বিজ্ঞানময় আত্মার কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হয় নাই, সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মাই পরিশেষে কথিত। যে আত্মা শরীরে অবিদ্যাবলে প্রবেশিত হইয়া আছে, সেই অবিদ্যাসম্ভূত দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি-উপাধিধারী ঐ আত্মা যখন ব্রহ্মবিদ্যা-বলে যথার্থ আত্মভাব প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে বিজ্ঞানময়, সর্ব্বময়, আত্মস্বরূপ ও অদ্বৈত-আনন্দৈক-রস নামে উল্লিখিত করা হয়। তত্ত্বজিজ্ঞাসুর এই উপাস্য আত্মাই সমস্ত ভূতের অধিপতি—সর্ব্বভূতের উপাস্য রাজা অর্থাৎ সর্ব্বত্র স্বতন্ত্র। সাধারণ রাজকুমার ও মন্ত্রীর ন্যায় নহে। ইনি সর্ব্বতোভাবে নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করিতে সমর্থ। কদাচিৎ কেহ রাজ-জনোচিত আচার-ব্যবহার দ্বারা অপ্রকৃত রাজা হইতে পারেন, কিন্তু আধিপত্য লাভ করিতে পারেন না। আত্মার সম্বন্ধেও ইহা সম্ভব-পর, এই আশঙ্কা অপনোদনের নিমিত্ত আত্মাকে রাজা ও অধিপতি এই উভয়বিধ বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে। যিনি সর্ব্বভূতের আত্মাকে জানেন, সেই বিদ্বান্ মুক্ত হন, এই ফলকথন দ্বারা পূর্ব্বোক্ত "ভাবী মনুষ্যগণ যে ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা জ্ঞানলাভ করে, এই ব্রহ্ম কে ?" "যাহা দ্বারা সর্ব্বময়ত্বলাভ হয়, তাহার জ্ঞানের উপায় কি ?" এই প্রশ্নের উত্তর করা হইল এবং এই আত্মাকেই আচার্য্য ও উপনিষদ শাস্ত্রবাক্যে সর্ব্বময়ত্বরূপে শ্রবণ, মনন ও অনুকূল তর্কে বিজ্ঞান করিয়া মধু-ব্রাহ্মণে প্রদর্শিত প্রকারে সাক্ষাৎ করিবে। ইহাই মধু-ব্রাহ্মণ প্রদর্শনের উদ্দেশ্য। এই ব্রহ্ম এতাদৃশ ব্রহ্মবিদ্যালাভের পূর্ব্বে ব্রহ্মরূপে অবস্থিত হইলেও অবিদ্যাবশতঃ অ-ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়াছিল, সর্ব্বময় হইয়াও পরিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। প্রস্তাবিত ব্রহ্মবিদ্যা হইতে সেই অবিদ্যার সমূলে উন্মূলন করিয়া ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম হইয়াও সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, সর্ব্বময় হইয়াও পুনশ্চ সর্ব্বময়তা লাভ করেন ইত্যাদিরূপে পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞাত সমস্ত বিষয়ের নিরূপণ করা হইল ; সুতরাং যে বিষয় নিরূপণের নিমিত্ত এই শাস্ত্রের আরম্ভ হইয়াছিল, সে বিষয় এক্ষণে পরিসমাপ্ত হইল। এক্ষণে তাদৃশ সকলের আত্মভূত ও সর্ব্বময় ব্রহ্মজ্ঞেতে যে কিরূপে এই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে ;—যেমন রথচক্রের নাভি এবং রথনেমীর (চক্রের প্রান্ত-ভাগের) উপরে সমস্ত অরদণ্ড ন্যস্ত থাকে, সেইরূপ এই পরমাত্ম-তত্ত্বদর্শী মহাত্মভাবের উপরে ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ, অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত দেবতা,

ভূরাদি সমস্ত লোক, বাক্, পাণি প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়, জলবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায় অবিদ্যা-কল্পিত প্রতিশরীরে অবস্থিত চিদাভাস প্রভৃতি সমস্তই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এ কথাই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মজ্ঞ বামদেব ঋষি ব্রহ্মজ্ঞান সমুদিত হইবামাত্র "আমি মনু ছিলাম, আমি সূর্য্য ছিলাম" ইত্যাদিরূপে সর্ব্বময়তা জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। এখানে এই পর্য্যন্তই সর্ব্বাত্মকভাব বর্ণিত হইল। যিনি এই ব্রহ্মের সর্ব্বময়ত্ব বিষয় অবগত হন, সেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বোপাধিসম্পন্ন হইয়া সর্ব্বময়ভাবে বিরাজ করেন এবং ক্রমশঃ ব্রহ্মজ্ঞানবলে নিরুপাধি, নিরাকার, ব্যবধানরহিত, অবাহ্য, পূর্ণ, ঘন, বিজ্ঞানময়, নিত্য, জরাহীন, অমর, অভয়, নিশ্চল, স্থূলাতিরিক্ত অথচ অনণু, (স্থূল), অহ্রস্ব, অদীর্ঘ এইরূপ বিশেষণে 'নেতি নেতি' দ্বারা মণ্ডিত হয়েন।

এই বেদান্তার্থে অজ্ঞগণ এবং পাণ্ডিত্যাভিমানী অপরাপর শাস্ত্রজ্ঞগণ পূর্ব্বোক্ত বাক্যসকল পরস্পরবিরুদ্ধ মনে করিয়া নানাপ্রকার পক্ষ উত্থাপিত করেন এবং স্বীয় দুর্বুদ্ধিপ্রসূত অপার অজ্ঞানজালে জড়িত হন। ব্রহ্ম যে পরস্পরবিরুদ্ধ মূর্ত্তামূর্ত্তাদি দ্বিভাববিশিষ্ট, তাহা পরবর্ত্তী মন্ত্রদ্বয় অসন্দিগ্ধভাবে বলিতেছেন, সেই মন্ত্র এই ;—"অনেজদেকং মনসো জবীয়স্তদেজতি তন্নৈজতি।" অর্থাৎ ব্রহ্ম (তৎ) অনেজৎ—নিষ্ক্রিয়, এক—দ্বিতীয়রহিত। অথচ সুচঞ্চল মন অপেক্ষাও অধিক চঞ্চল, স্পন্দনশীল অথচ নিস্পন্দ। এই বিষয়ে তৈত্তিরীয় শ্রুতি পুনশ্চ বলিয়াছেন যে, "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ" যাহা (ব্রহ্ম) অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট আর কিছুই নাই, তাহাই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মই ব্রাহ্মণ-বেশে সামগান করিতেছেন এবং ব্রহ্মই "আমি অন্ন, আমি অন্ন" এই কথা তিনবার বলিয়া নিজের মূর্ত্তাবস্থা দৃঢ় করিয়াছেন। ছান্দোগ্যশ্রুতি বলিয়াছেন যে, "জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ ব্রহ্মই ভোজন করেন, ক্রীড়া করেন এবং আমোদ-প্রমোদ করেন। সেই আত্মা যদি পিতৃলোক কামনা করেন, তবে সর্ব্বগন্ধময়, সর্ব্বরসময়, সর্ব্বজ্ঞানপূর্ণ ও সর্ব্ববিৎ হয়েন। অথর্ব্ববেদীয় উপনিষদে বলা হইয়াছে, সেই আত্মা (ব্রহ্ম) দূর হইতেও দূরে এবং নিকট অপেক্ষাও নিকটে। কঠোপনিষদেও বলা হইয়াছে যে, "আত্মা পরমাণু হইতেও অণীয়ান্, অতিসূক্ষ্ম অথচ মহান্ অপেক্ষাও মহীয়ান্" সুমহান্; এবং "সেই মদামদ অর্থাৎ বিকৃতাবিকৃত উভয়ভাবাপন্ন দেবকে কে জানিতে পারে? তিনি সকল দ্রুতগামীকে অতিক্রম করেন অথচ একত্র স্থিতিশীল।" এইরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন যে, "অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ" অর্থাৎ ক্রতুও আমি, যজ্ঞও আমি। "পিতাহহমস্য জগতঃ" আমিই এই এই দৃশ্যমান বিশাল জগতের

পিতা অর্থাৎ উৎপাদক। "প্রভু ঈশ্বর কাহার পাপও গ্রহণ করেন না এবং কাহার সুকৃত (পুণ্য)ও গ্রহণ করেন না।" "ঈশ্বর সর্ব্বভূতেই সমান, বস্তু সকল পরস্পর বিভক্ত অর্থাৎ বিভিন্নধর্ম্মী হইলেও ঈশ্বর সর্ব্বত্র অবিভক্ত অর্থাৎ একরূপই থাকেন।" "প্রলয়কালে এই সমস্ত জগৎকে তিনিই গ্রাস করেন, আবার তিনিই সৃষ্টি করেন ইত্যাদি।" কিন্তু বাদিগণ ব্রহ্মের আপাততঃ বিরুদ্ধ দ্বিভাবের প্রতিপাদক এই সকল শ্রুতিস্মৃতির তাৎপর্য্য-বোধে অক্ষম হইয়া শ্রুতিস্মৃতির অর্থকে বিরুদ্ধ মনে করেন ও অভিপ্রেত অর্থ নির্ণয়ের নিমিত্ত নিজ নিজ চিত্তবৃত্তি অনুসারে বিকল্প করিয়া থাকেন। কথন কেহ কেহ বলেন যে, আত্মা নামে কোন পদার্থ নাই। কেহ বা বলেন যে, না, আত্মা আছে। কেহ বলেন যে, আত্মাই কর্ত্তা ও ভোক্তা। কেহ বা বলেন যে, হ্যাঁ—আত্মা আছে সত্য, কিন্তু সে অকর্ত্তা ও অভোক্তা। কেহ আবার বলেন যে, আত্মা বদ্ধ। কেহ বলেন যে, না,—আত্মা নিত্যমুক্ত। কেহ কেহ বলেন যে,—আত্মা ক্ষণিক বিজ্ঞানমাত্র অর্থাৎ প্রতিক্ষণে উৎপন্ন ও প্রকৃষ্ট যে জ্ঞান, তাহাই আত্মা; আবার অপর কোন সম্প্রদায় বলেন যে, শূন্যই আত্মা অর্থাৎ প্রদীপ নির্ব্বাণ হইলে যেমন প্রদীপের তেজ শূন্যাকারে পরিণত হয়, তেমন এই দেহবিগমে আত্মাও শূন্যমাত্র হইয়া যায়।* কিন্তু এই ভাবে বিকল্পে পতিত হইয়া কেহই সন্দেহের পরপারে উপনীত হইতে পারে না। কারণ, বিরুদ্ধভাবদর্শনই অবিদ্যার কার্য্য; যতক্ষণ জীব অবিদ্যার বশে থাকিবে, তাবৎ তাহাকে বিকল্প ত্যাগ করিবে না, সমস্তই বিরুদ্ধের মত মনে হইবে। পরন্তু যাঁহারা শ্রুতি ও আচার্য্যগণের প্রদর্শিত পথের পথিক হন, কেবলমাত্র তাঁহারাই এই অবিদ্যার কবল হইতে নিস্তার পান। সেই সকল মহানুভবগণই এই অগাধ মোহসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হন, নচেৎ কেবল বুদ্ধির নিপুণতায় মোহ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। এতাবতা ব্রহ্মজ্ঞান যে অমরত্ব-লাভের উপায়, তাহা বিবৃত হইল।

* নাস্তিকচূড়ামণি চার্ব্বাক বলেন যে, এই দেহই আত্মা; এতদতিরিক্ত চেতন বা অন্য প্রকার আত্মা নাই। দেহাতিরিক্ত আত্মা আছে, ইহা আবালসাধারণের মত। নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, আত্মা দেহাতিরিক্ত এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সুখদুঃখের কর্ত্তা। আত্মা দেহাতিরিক্ত এবং কর্ত্তা বা ভোক্তা নহেন—মুক্ত, ইহা সাংখ্যদর্শনকারের মত। আত্মা বদ্ধ, ইহা পৌরাণিক-গণের মত। আত্মা ক্ষণিক বিজ্ঞানস্বরূপ, ইহা বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মত এবং শূন্যমাত্র আত্মা, ইহা বৈনাশিক বৌদ্ধগণের মত।

ইদং বৈ তন্মধু দধ্যঙ্‌ঙাথর্ব্বণোঽশ্বিভ্যামুবাচ, তদেতদৃষিঃ পশ্যন্নবোচত্তদ্বান্নরাসনয়েদংসঃ উগ্রমাবিষ্কৃণোমি তন্যতুর্ন বৃষ্টিং দধ্যঙ্‌ হ যন্মধ্বাথর্ব্বণো বামশ্বস্য শীর্ষ্ণা প্রযদীমুবাচেতি ॥ ১৬ ॥

মৈত্রেয়ী যে ব্রহ্মবিদ্যা জানিবার জন্য স্বীয় স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ভগবন্! আপনি যাহা অমৃতত্বলাভের উপায় বিবেচনা করেন, তাহাই আমায় অনুগ্রহপূর্ব্বক উপদেশ করুন। এই প্রার্থনার অবসরে সেই ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসার নিমিত্ত এই আখ্যায়িকা উত্থাপিত হইয়াছে এবং এই আখ্যায়িকাগত প্রতিপাদ্য বিষয় সকল পরবর্ত্তী ষোড়শ ও সপ্তদশ শ্লোকে সংক্ষিপ্তরূপে বর্ণিত হইবে। এইভাবে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ দ্বারা সমস্বরে প্রশংসিত হওয়ায় ব্রহ্মবিদ্যা যে মোক্ষ ও সর্ব্বময়ত্বপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়, তাহা প্রকটিত হইয়া রাজপথে উপনীত হইল। সহস্রকিরণ সূর্য্য সমুদিত হইলে যেমন রাত্রির অন্ধকাররাশি বিদূরিত হয়, তেমন ঈদৃশ আখ্যায়িকা দ্বারা হৃদয়গত সমস্ত শঙ্কা বিনষ্ট হইল। শুধু ইহাই নহে, সেই এই ব্রহ্মবিদ্যা এইরূপভাবে প্রশংসিত যে, দেবরাজ-ইন্দ্র-পরিরক্ষিত হইয়া দেবগণেরও তাহা দুর্ল্লভ, কারণ, দেব-চিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও অতিক্লেশে এই ইন্দ্র-পালিত ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, কোন ব্রহ্মবিদ্ অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ইন্দ্রোক্ত ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিতে উদ্যত হইলে ইন্দ্র কর্তৃক তাঁহার শিরশ্ছেদের ভয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বয়ং তাঁহার মস্তকশ্ছেদন করিয়া তাহাতে অশ্বমস্তক যোজনা করেন, পরে ইন্দ্র সন্ধান পাইয়া ঐ ব্রহ্মবিদের মস্তক ছিন্ন করিলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় নিজপ্রভাবে ব্রাহ্মণের স্কন্ধে পূর্ব্ব-ছিন্ন তাঁহার নিজ মস্তক যোজনা করিয়া পরে তাঁহার নিকট সমগ্র ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণ করেন। অতএব ঈদৃশ ব্রহ্মবিদ্যার সদৃশ পুরুষার্থ-(মুক্তি ও ভোগ) সাধন আর দ্বিতীয় হয় নাই, হইবে না; বর্ত্তমান কালের কথাই নাই। অতএব ইহা অপেক্ষা আর ব্রহ্মবিদ্যার অধিক স্তুতি কি হইতে পারে?

প্রকারান্তরেও ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসা করা হইতেছে। সকল লোকই জানে যে, কর্ম্মই পুরুষার্থলাভের একমাত্র উপায়, কর্ম্ম বিনা কি ভোগ, কি মুক্তি কিছুই সিদ্ধ হয় না। কিন্তু ঐ কর্ম্মও অর্থব্যয়সাধ্য, অতএব তাহা দ্বারা অমৃতত্ব-লাভ দুরাশামাত্র; কেবল এক কর্ম্মনিরপেক্ষ অধ্যাত্মবিদ্যা দ্বারা ঐ মুক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। বিশেষতঃ যখন কর্ম্ম-প্রকরণে বক্তব্য হইয়াও কর্ম্মপ্রকরণ

অতিক্রম করত মুক্তিপ্রকরণে কর্ম্মের সহিত বিরোধের ভয়ে কেবলমাত্র সন্ন্যাস-সহিত ব্রহ্মবিদ্যাকে মুক্তির সাধন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এ জন্যও বলিতে হইবে যে, ব্রহ্মবিদ্যা অপেক্ষা আর পুরুষার্থসাধন নাই। আবার ইহা দ্বারাও ব্রহ্ম-বিদ্যার স্তুতি দেখান যাইতেছে যে, সাংসারিক সমস্ত লোকই দ্বন্দারাম অর্থাৎ শীত-উষ্ণ, প্রিয়-অপ্রিয় ও সুখ-দুঃখাদি-দ্বন্দ্ব দ্বারা চিত্তের বিনোদন করিয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, "স নৈব রেমে, তস্মাদেকাকী ন রমতে" অর্থাৎ সেই প্রথম সৃষ্ট জীব একাকী কোনরূপেই আনন্দ অনুভব করিতে পারিলেন না। এ জন্য অদ্যাপি প্রাণিগণ একাকী চিত্তবিনোদন করিতে পারে না। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি সাধারণ সংসারি-লোকমধ্যে পরিগণিত হইয়াও নিজ নির্ম্মল আত্ম-জ্ঞানবশতঃ ভার্য্যা, পুত্র, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সমস্ত সাংসারিক সুখে আসক্তি বা স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র জ্ঞানতৃপ্তি সহকারে আত্মাতেই রতি (আনন্দ) অনুভব করিয়াছিলেন।

এই যাজ্ঞবল্ক্য সংসারমার্গ হইতে চ্যুত হইয়াও যে নিজের প্রিয়তমা ভার্য্যাকে এই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছেন, এ জন্যও এই ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসা করা যায়। যেহেতু, তিনি পত্নীর ব্রহ্মবিষয়ক প্রশ্ন শুনিয়া মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন, "তুমি বড়ই প্রিয় কথা বলিয়াছ; এস, আমার নিকটে বস।" আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মৈত্রেয়ী-জিজ্ঞাসিত ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসার জন্য এই আখ্যায়িকা কথিত হয়, কিন্তু সে আখ্যায়িকা কি, এতাবৎকাল বলা হয় নাই। তাহাই এক্ষণে বলা হইতেছে। শ্রুতিস্থ "ইদং শব্দে" পরক্ষণে নির্দ্দিষ্ট বুদ্ধিস্থ বিষয়ের "বৈ" শব্দ দ্বারা স্মরণ করাইতেছেন। ইহাই সেই—মধু, অর্থাৎ ইতঃপূর্ব্বে প্রবর্গ্যপ্রকরণে যে মধু কেবলমাত্র সূচিত হইয়াছে, কিন্তু প্রকাশ করিয়া বলা হয় নাই, সেই মধুই অনন্তর শ্রুতিতে "ইয়ং পৃথিবী" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে। পূর্ব্বে যে কিরূপে সূচিত হইয়াছে, তাহা বলিতেছেন যে, অশ্বিনীকুমার-দ্বয়কে আথর্ব্বণ অর্থাৎ অথর্ব্ববেদজ্ঞ দধীচ্ নামক ঋষি যে মধু নামক ব্রাহ্মণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে বলিয়াছিলেন, তাহা এই অশ্বিনীকুমারের অতি প্রিয়; এই মধু-ব্রাহ্মণের দ্বারা সেই প্রিয় তেজ তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হয়। ঘটনাটি এই—যখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় দধীচ্‌কে বলিলেন, "আপনি আমাদিগকে মধু-ব্রাহ্মণের উপদেশ করুন।" তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইন্দ্র আমাকে বলিয়াছেন যে, 'তুমি যদি এই ব্রহ্মবিদ্যা অন্য কাহাকে বল, তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ তোমার শিরশ্ছেদ করিব;' অতএব আমার ভয় হইতেছে, পাছে ইন্দ্র আমার শিরশ্ছেদন

করেন, যাহাতে ইন্দ্র আমার শিরশ্ছেদ না করে, যদি এমন কোন উপায়-বিধান করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে এই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিতে পারি। এ কথা শ্রবণমাত্র অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলিলেন যে, "আমরা আপনাকে ইন্দ্র হইতে পরিত্রাণ করিব।" তখন দধীচ্ বলিলেন, "তোমরা কি উপায়ে আমাকে রক্ষা করিবে?" অশ্বিনীকুমার বলিলেন,—"যখন আপনি আমাদিগকে উপদেশ করিবেন, তখন, আপনার এই মস্তক ছেদন করিয়া অন্যত্র স্থাপন করিব এবং একটি অশ্বের শির আনিয়া সংযোজিত করিয়া দিব, আপনি এই অশ্ব-মুখ দ্বারা আমাদিগকে উপদেশ দিবেন। যখন আমাদিগকে উপদেশ দিবেন, তখনই ইন্দ্র আপনার সেই অশ্বশির ছিন্ন করিবে। পুনশ্চ আপনার সেই পূর্ব্বতন স্বীয় মস্তক আপনার কণ্ঠে সংযোজিত করিব।" অনন্তর ব্রাহ্মণ অশ্বিনীকুমারের কথায় অঙ্গীকার করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও তদ্দণ্ডে ব্রাহ্মণ-মস্তক ছেদন করিয়া অন্যত্র রাখিয়া দিলেন ও সেই স্থানে একটি অশ্বমুণ্ড সংযোজিত করিয়া দিলেন। পরে ব্রাহ্মণ সেই অশ্বমুখে অশ্বিনীকুমারকে উপদেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ হইতে লাগিল, তখন ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের শির (অশ্বমুণ্ড) ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও তন্মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব-মস্তক পুনঃ কণ্ঠে যোজিত করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণও যথাযথরূপে ব্রহ্ম-জ্ঞানোপদেশ করিলেন। পূর্ব্বে প্রবর্গ্যপ্রকরণে প্রবর্গ্য-কর্ম্মের অঙ্গরূপ যে সকল মধু আছে, কেবল সেই সকলই তথায় বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তদন্তর্গত গূঢ় আত্মজ্ঞান কথিত হয় নাই। এই মধুবিদ্যার স্তুতির নিমিত্তই প্রবর্গ্য আখ্যায়িকা এই স্থানে পুনশ্চ পৃথক্ করিয়া প্রদর্শিত হইল।

দধীচ্ আথর্ব্বণ ঋষি এই মধুকেই সবিস্তারে অশ্বিনীকুমারের নিকট বলিয়াছিলেন;—ঋষি অর্থাৎ মন্ত্র পূর্ব্বোক্ত সেই মধুবিদ্যা দর্শন করিয়া অর্থাৎ অনুভূতি করিয়া বলিয়াছিলেন।

কি বলিয়াছিলেন? যে, হে নরাকার অশ্বিনীকুমারদ্বয়! লাভের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত দংস নামক তোমাদিগের এই অত্যুগ্র কর্ম্ম লোকসমাজে প্রকাশ করিব অর্থাৎ লাভের নিমিত্ত লুব্ধ লোক সকল যেমন অতিক্রূর কর্ম্মসকল করিয়া থাকে, তোমরা উভয়েও তেমনই এই অতিক্রূর কর্ম্ম করিয়াছ। অতএব পর্জ্জন্যদেব (বৃষ্ট্যাধিপতি দেবতা) যেমন বর্ষণদ্বারা সর্ব্বত্র জলপ্রকাশ করেন, তেমন আমিও তোমাদের এই গূঢ় ক্রূরকর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়া দিব।

অত্রত্য শ্রুতির 'ন' শব্দের অর্থ সাদৃশ্য; বেদে সাদৃশ্য অর্থে 'ন' শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, নিষেধার্থে নহে; যেমন "অশ্বং ন" বলিলে 'অশ্বের মত' অর্থ প্রকাশ পায়, সেইরূপ শ্রুতিস্থ 'তন্যতু ন' শব্দের পর্জ্জন্যের মত অর্থ বুঝা যায়। প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই প্রকরণের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে নিশ্চয়ই বোধ হয় যে, এই মন্ত্রদ্বয় অশ্বিনীকুমারের প্রশংসা করিবার নিমিত্ত প্রযুক্ত দধীচের কথায় বুঝা যাইতেছে যে, তৎপরিবর্ত্তে হওয়া উচিত, কিন্তু সেই মন্ত্রদ্বয় আবার অশ্বিনী-কুমারের নিন্দাই করিতেছেন, সুতরাং এই মন্ত্রদ্বয় স্তুত্যর্থ বলি কি প্রকারে? না—ইহা দোষ হইতে পারে না; ইহা এক প্রকার স্তুতিই বলিতে হইবে, নিন্দা-বাচক নহে। যেহেতু, "এরূপ অতিক্রূর কর্ম্ম করাতেও তোমাদের কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই," এইরূপ দধীচ্ মুনির উক্তি দ্বারাও যখন বাস্তবিক তাহাদের অন্য কিছু ক্ষতি নাই, ইহা দ্বারা অশ্বিনীকুমারের স্তুতিই বলিতে হইবে। কারণ, সময়ে স্তুতি দ্বারাও নিন্দা বোধ হয় এবং নিন্দা দ্বারাও স্তুতি করা হয়। ইহা অপ্রসিদ্ধ নহে।

দধ্যঙ্ নাম আথর্ব্বণ ঋষি অশ্বের মুখে যে, তোমাদিগকে (অশ্বিনীকুমার-দ্বয়কে) গূঢ় আত্মজ্ঞান উপদেশ করিয়াছেন, তাহা এই ॥ ১৬ ॥

ইদং বৈ তন্মধু দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণোঽশ্বিভ্যামুবাচ তদেত-দৃষিঃ পশ্যন্নবোচদাথর্ব্বণায়াশ্বিনা দধীচেঽশ্ব্যংশিরঃ প্রত্যৈ-রয়তম্ স বাং মধু প্রাবোচদৃতায়ন্ত্বাষ্ট্রং যদ্দস্রাবপি কক্ষ্যং বামিতি ॥ ১৭ ॥

পূর্ব্ববৎ আরও একটি মন্ত্র পূর্ব্বোক্ত আখ্যায়িকার প্রতিপাদ্য বিষয় অনুসরণ করিয়াছে। তাহা এই—সেই মধুর কথা দধ্যঙ্ নামক আথর্ব্বণ ঋষি অশ্বিনীকুমার-দ্বয়কে বলিয়াছিলেন (এখানেও পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের ন্যায় মধু শব্দের অর্থ এবং অভিপ্রায়াদি জানিতে হইবে।) শ্রুতির অথর্ব্ববিৎ বলিয়া পুনশ্চ দধীচ নামের উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য এই, অথর্ব্ববিৎ অপর এক মুনিও আছেন, তাঁহার কথা এখানে অনুপযোগী। এজন্য প্রসঙ্গানুযায়ী নাম দ্বারা তাঁহাকে বিশেষ করা হইল।

মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, হে অশ্বিনীকুমার! তোমরা যে ব্রাহ্মণ দধীচের মস্তক ছিন্ন হইলে অশ্ব-শির-শ্ছেদনরূপ অতিক্রূর কর্ম্ম করিয়া তাহাতে সেই অশ্বমস্তক সংযোজিত করিয়া দিয়াছ, ইহাতেও সেই দধ্যঙ্ আথর্ব্বণঋষি এই অশ্বমুণ্ড দ্বারা তোমাদিগকে সেই 'বলিব' বলিয়া প্রতিজ্ঞাত মধুবিদ্যা উপদেশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কেন যে এইরূপ জীবনসংশয় ব্যাপারে পড়িয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাও বলিতেছি। তিনি পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা সত্য রাখিবার অভি-প্রায়েই। যেহেতু, মহাত্মাদিগের নিকট সত্যধর্ম্মপালনের অপেক্ষা জীবন অতি তুচ্ছ।

এই সেই মধু বলিয়া যে মধু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই মধু কি? মন্ত্র তাহার উল্লেখ করিতেছেন।—যাহা ত্বাষ্ট্র অর্থাৎ ত্বষ্টা—সূর্য্য, তৎসম্বন্ধী যজ্ঞের মস্তক ত্বাষ্ট্র নামে খ্যাত, সেই ছিন্নমস্তকের পুনঃ সংযোজনের জন্য যে প্রবর্গ্য নামে কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে এবং সেই প্রবর্গ্য কর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ যে বিজ্ঞান, তাহাই ত্বাষ্ট্র মধু নামে প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ ত্বাষ্ট্র যজ্ঞের শিরশ্ছেদ ও তাহার প্রতিসন্ধান প্রভৃতি বিষয়ক যে বিজ্ঞান, তাহাই ত্বাষ্ট্র মধু। হে পরসৈন্যক্ষয়কারক বা শত্রুনাশক অশ্বিনীকুমার! সেই দধীচ মুনি তোমাদিগকে কেবল ঐ প্রবর্গ্য কর্ম্মস্বরূপ ত্বাষ্ট্র মধু উপদেশ করেন নাই, পরন্তু কক্ষ্য অর্থাৎ অতি গোপনীয় রহস্য যাহা পরমাত্মসম্বন্ধী অতি গূঢ় বিজ্ঞান, মধুব্রাহ্মণ-কথিত পূর্ব্বোক্ত দুই অধ্যায়ে প্রতিপাদিত, তাহাও তোমাদিগকে বলিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

ইদং বৈ তন্মধু দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণোঽশ্বিভ্যামুবাচ তদেত-দৃষিঃ পশ্যন্নবোচৎ। পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ। পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশদিতি স বা অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ো নৈনেন কিঞ্চনানাবৃতং নৈনেন কিঞ্চনাসংবৃতম্ ॥ ১৮ ॥

ইহাই সেই মধু ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। অতঃপর এই দুইটি মন্ত্র প্রবর্গ্য কর্ম্মের সহিত আখ্যায়িকার যে সম্বন্ধ, তাহার উপসংহার করিতেছেন।—প্রবর্গ্য কর্ম্মের সম্বন্ধ-বোধক অধ্যায় দুইটির তাৎপর্য্য, আখ্যায়িকারূপে কথিত মন্ত্রদ্বয় দ্বারা প্রকাশিত

হইয়াছে। এক্ষণে ব্রহ্মবিদ্যা-প্রতিপাদক অধ্যায়দ্বয়ের তাৎপর্য্য পরবর্ত্তী মন্ত্রদ্বয় দ্বারা প্রকাশ করা আবশ্যক। এই জন্য ইহার আরম্ভ। আথর্ব্বণ দধীচ্ তোমা-দিগকে (অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে) যে কক্ষ্য (গুহ্য রহস্য) এবং মধুবিদ্যা বলিয়াছেন, সেই কথিত 'মধু' কি ? এই প্রশ্নের উত্তরার্থ বলিতেছেন যে, ইহাই সেই মধু—মহর্ষি দধীচ্ জ্ঞানদৃষ্টিতে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পরমাত্মা শরীরসমষ্টি সৃষ্টি করিয়া অব্যক্তের ব্যক্তীভাবপ্রক্রিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি অব্যক্ত নাম ও আকৃতি ব্যক্ত করিবার জন্য প্রথমে ভূরাদি চতুর্দ্দশ ভুবন সৃষ্টি করিয়া ক্রমে দ্বিপদ মনুষ্যজাতি, পরে চতুষ্পাদ পশুজাতি সৃষ্টি করিলেন। তাহার পরে সেই পরমেশ্বর পক্ষী অর্থাৎ সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীরাকার ধারণ করিয়া পূর্ব্ব-সৃষ্ট সমস্ত শরীরে পুরুষ-(জীব) রূপে প্রবেশ করিলেন। শ্রুতি নিজেই এই কথা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন যে, সেই সর্ব্বশরীরপ্রবিষ্ট পরমেশ্বর সমস্ত পুরে অর্থাৎ সর্ব্বশরীরে শয়ন (অবস্থিতি) করেন বলিয়াই পুরুষ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। জগতে এমন কোন বস্তু নাই—যাহাতে তিনি ওতপ্রোতভাবে নাই। এই পরমেশ্বর যেমন সর্ব্বশরীরের ভিতরে প্রবিষ্ট আছেন, তেমন বাহিরেও আকাশের ন্যায় সর্ব্বভূত ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন। জগতে এমন কোন বস্তু নাই—যাহা তিনি বাহুত ব্যাপ্ত করেন নাই এবং অভ্যন্তর আচ্ছাদন করেন নাই। ফলতঃ পরমেশ্বর এইরূপে বাহ্য ও অভ্যন্তরে দেহেন্দ্রিয়াদিরূপে অবস্থিত হইয়া সর্ব্ববিধ জীবশরীর সৃষ্টি করিয়াছেন ও জীবরূপে বর্ত্তমান আছেন, সংক্ষেপে এই মন্ত্র আত্মার একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছে ॥ ১৮ ॥

ইদং বৈ তন্মধু দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণোঽশ্বিভ্যামুবাচ তদে-তদৃষিঃ পশ্যন্নবোচদ্রূপংরূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশেত্যয়ং বৈ হরয়োঽয়ং বৈ দশ চ সহস্রাণি বহূনি চানন্তানি চ তদেতদ্ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূরিত্যনুশাসনম্ ॥ ১৯ ॥

ইতি পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্।

ইদং মধু ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ। আথর্ব্বণঋষি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে বলিয়াছিলেন যে, ইহাই সেই মধু। ঋষি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর প্রতিরূপ অর্থাৎ প্রত্যেক আকৃতিতে রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা তিনি প্রতি আকৃতির অনুরূপ হইয়াছিলেন অর্থাৎ পিতা ও মাতার আকার যেরূপ, তৎসন্তানও যেমন তদনুরূপই হয়, কখনও চতুষ্পদ হইতে দ্বিপদ জন্মে না এবং দ্বিপদ হইতেও চতুষ্পদ জন্মে না, ঠিক একইরূপ জন্মে, তেমনই পরমাত্মা সৃগাদিতে নাম ও রূপের বিকাশ করিবার জন্য বিভিন্ন প্রত্যেক আকৃতিতে অনুরূপ আকৃতি ধারণ করিয়াছিলেন। কি উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিরূপে আগমন করিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর,—নিজ স্বরূপের প্রখ্যাপনই নামরূপবিকাশের উদ্দেশ্য। কেন না, পরমেশ্বর যদি নাম ও রূপ প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে নাম-রূপ-বিহীন, অদৃষ্টপূর্ব্ব, ঘন, প্রজ্ঞানময় পরমেশ্বরের স্বরূপ কোনরূপেই প্রকাশ পাইত না।

কিন্তু যেই দেহেন্দ্রিয়াদিভাবে নাম ও রূপ প্রকাশ পাইল, তখনই পরমেশ্বরের স্বরূপ প্রকাশ পাইবার সুযোগ হইল। ইন্দ্র অর্থাৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ একই পরমেশ্বর মায়া অর্থাৎ স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা কিম্বা নামরূপকৃত মিথ্যা অভিমানবশতঃ বহুরূপী বলিয়া প্রতীত হইলেন। বস্তুতঃ তিনি নানারূপসম্পন্ন নন; সর্ব্বথা একরূপই থাকেন; কেবল জীব অবিদ্যাজনিত নানাভ্রমে তাঁহাকে নানারূপে দেখে, এই মাত্র। তাহার কারণ-প্রদর্শনের জন্য শ্রুতি দৃষ্টান্তচ্ছলে হেতু প্রদর্শন করিতেছেন যেমন রথে যোজিত অশ্বগণ রথারূঢ়কে বহন করিয়া গন্তব্যস্থান দর্শন করাইয়া থাকে, সেইরূপ গন্তব্যস্থানে উপনীত করাই উহাদের কার্য্য; ঐরূপ ইন্দ্রিয়গণ আত্মাকে রূপ-রসাদি বিষয়-স্থানে হরণ করিয়া লইয়া যায়, এই জন্য ইন্দ্রিয়গণকে হরি নামে আখ্যাত করা হয়। ঐ ইন্দ্রিয়গণ বিভিন্নপ্রায় সহস্র আকার ধারণ করে। উহারা বিষয়-প্রকাশনার্থই নিয়োজিত, আত্মস্বরূপ-প্রকাশ উহাদের কার্য্য নহে অর্থাৎ বিষয়স্বরূপ প্রকাশই আত্মার ইন্দ্রিয়রূপে অভিব্যক্তির উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে কঠোপনিষদ্ প্রমাণ দিতেছেন যে, "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ" অর্থাৎ স্বয়ম্ভূ—পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়গণকে বহির্দৃষ্টি করিয়াছেন, এই জন্যই ইন্দ্রিয়গণ আত্মদৃষ্টিবিমুখ হইয়া সর্ব্বদা রূপ-রসাদিবিষয়সেবাতেই নিরত থাকে।

অতএব পরমেশ্বর প্রতি আকৃতিতে তত্তদ্বিষয়াকারে প্রকাশিত হন, কখনও বিশুদ্ধ বিজ্ঞানপূর্ণ স্বরূপে প্রকাশ পান না। আশঙ্কা হইতে পারে যে, তাহা হইলে

পরমেশ্বর এবং ইন্দ্রিয় পরস্পর বিভিন্ন, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া পড়িল ? উত্তর—তাহা নহে। অনন্ত প্রাণিভেদে এই আত্মাই হরি (ইন্দ্রিয়) এবং এই আত্মাই শত সহস্র ও বহুরূপে বিদ্যমান। আত্মাই সেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম, অপূর্ব্ব—পূর্ব্ব অর্থ কারণ, তৎশূন্য অর্থাৎ নিষ্কারণ ; অনপর—পর অর্থ কার্য্য, তদ্‌রহিত, অনন্তর—অন্তর অর্থ জাতিগত ভেদ, তদ্বিহীন এবং অবাহ্য—বাহ্য অর্থ বহির্দ্দেশ, তৎশূন্য। এই সেই নিরন্তরাদিবিশেষণবিশিষ্ট ব্রহ্ম কে ? উত্তর—এই আত্মা। এই আত্মা কে ? উত্তর—প্রত্যগাত্মা—জীব, যে প্রত্যগাত্মা দর্শন, শ্রবণ, মনন (চিন্তা) বোধ (সামান্যাকার জ্ঞান) এবং বিজ্ঞান (বিশেষপ্রকারে জ্ঞান) করেন, এবং যিনি সর্ব্বানুভূ, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্ববিষয় অনুভব করেন। ইহাই সর্ব্ববেদান্তের উপদেশবাক্য। আত্মার অমৃতত্ব, অভয়ত্ব প্রভৃতি আত্ম-স্বভাব-কথন দ্বারা সমস্ত বেদান্তের অভিপ্রায় উপসংহৃত হইল ॥ ১৯ ॥

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ-ব্রাহ্মণম্

অথ বংশঃ পৌতিমাষ্যো গৌপবনাদ্‌গৌপবনঃ পৌতিমাষ্যাৎ পৌতিমাষ্যো গৌপবনাদ্‌গৌপবনঃ কৌশিকাৎ কৌশিকঃ কৌণ্ডিন্যাৎ কৌণ্ডিন্যঃ শাণ্ডিল্যাচ্ছাণ্ডিল্যঃ কৌশিকাচ্চ গৌতমাচ্চ গৌতমঃ ॥ ১ ॥

সম্প্রতি ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতির জন্য ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদর্শক মধুব্রাহ্মণ বা মধুকাণ্ডের বংশ বা ধারা বর্ণিত হইতেছে; ইহা পাঠ ও জপ উভয় কার্য্যেই মন্ত্ররূপে পরিগৃহীত হইবে। বংশ যেমন মূল হইতে অগ্র পর্য্যন্ত পর্ব্বে পর্ব্বে বিভক্ত হয়, সেইরূপ অগ্র হইতে মূলপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত এই ব্রাহ্মণ-ধারা অধ্যায়-চতুষ্টয়ের পরম্পরা-ক্রমে নিবদ্ধ; এ জন্য এই আচার্য্যপরম্পরাক্রমকেও বংশ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই বংশ আর কিছুই নহে, কেবল পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়-চতুষ্টয়ের আচার্য্যক্রমমাত্র। তন্মধ্যে শ্রুতিতে যে সকল নাম (গৌপবন প্রভৃতি) পঞ্চমী বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সে সকল নাম আচার্য্যের এবং প্রথমা বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট নাম সকল শিষ্যের জানিবে। প্রথমতঃ পৌতিমাষ্য হইতে বংশ কথিত হইতেছে। গৌপবন হইতে গৌপবন, পৌতিমাষ্য হইতে পৌতিমাষ্য, পুনশ্চ গৌপবন হইতে গৌপবন, কৌশিক হইতে কৌশিক, কৌণ্ডিন্য হইতে কৌণ্ডিন্য, শাণ্ডিল্য হইতে শাণ্ডিল্য এবং কৌশিক ও গৌতম হইতে গৌতম এই ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করিয়াছেন ॥ ১ ॥

অগ্নিবেশ্যাদাগ্নিবেশ্যঃ শাণ্ডিল্যাচ্চানভিম্লাতাচ্চানভিম্লাত আনভিম্লাতাদানভিম্লাত আনভিম্লাতাদানভিম্লাতো গৌতমাদ্‌গৌতমঃ সৈতবপ্রাচীনযোগ্যাভ্যাংস্তু সৈতবপ্রাচীনযোগ্যৌ পারাশর্য্যাৎ পারাশর্য্যো ভারদ্বাজাদ্ভারদ্বাজো ভারদ্বাজাচ্চ গৌতমাচ্চ

গৌতমো ভারদ্বাজাদ্ভারদ্বাজঃ পারাশর্য্যাৎ পারাশর্য্যো বৈজবাপায়নাদ্বৈজবাপায়নঃ কৌশিকায়নেঃ কৌশিকায়নিঃ ॥ ২ ॥

অগ্নিবেশ্য হইতে আগ্নিবেশ্য, শাণ্ডিল্য ও আনভিম্লাত হইতে আনভিম্লাত; পুনশ্চ, আনভিম্লাত হইতে আনভিম্লাত, আনভিম্লাত হইতে আনভিম্লাত, গৌতম হইতে গৌতম, সৈতব হইতে সৈতব ও প্রাচীনযোগ্য হইতে প্রাচীনযোগ্য, পারাশর্য্য হইতে পারাশর্য্য, ভারদ্বাজ হইতে ভারদ্বাজ এবং ভারদ্বাজ ও গৌতম হইতে গৌতম; পুনশ্চ ভারদ্বাজ হইতে ভারদ্বাজ, পারাশর্য্য হইতে পারাশর্য্য, বৈজবাপায়ন হইতে বৈজবাপায়ন, কৌশিকায়নি হইতে কৌশিকায়নিক্রমে ব্রাহ্মণ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে॥ ২॥

ঘৃতকৌশিকাদ্ঘৃতকৌশিকঃ পারাশর্য্যায়ণাৎ পারাশর্য্যায়ণঃ পারাশর্য্যাৎ পারাশর্য্যো জাতূকর্ণ্যাজ্জাতূকর্ণ্য আসুরায়ণাচ্চ যাস্কাচ্চাসুরায়ণস্ত্রৈবর্ণে-স্ত্রৈবর্ণিরৌপজন্ধনেরৌপজন্ধনিরাসুরেরাসুরির্ভারদ্বাজাদ্ ভারদ্বাজ আত্রেয়াদাত্রেয়ো মাণ্টের্মাণ্টির্গৌতমাদ্গৌতমো গৌতমাদ্গৌতমো বাৎস্যাদ্বাৎস্যঃ শাণ্ডিল্যাচ্ছাণ্ডিল্যঃ কৈশোর্য্যাৎ কাপ্যাৎ কৈশোর্য্যঃ কাপ্যঃ কুমারহারিতাৎ কুমারহারিতো গালবাদ্গালবো বিদর্ভীকৌণ্ডিন্যাদ্বিদর্ভীকৌণ্ডিন্যো বৎসনপাতো বাভ্রবাদ্বৎসনপাদ্বাভ্রবঃ পথঃসৌভরাৎ পন্থাঃ সৌভরোঽয়াস্যাদাঙ্গিরসাদয়াস্য আঙ্গিরস আভূতেস্ত্বাষ্ট্রাদাভূতিস্ত্বাষ্ট্রো বিশ্বরূপাত্ত্বাষ্ট্রাদ্বিশ্বরূপস্ত্বাষ্ট্রোঽশ্বিভ্যামশ্বিনৌ দধীচ আথর্ব্বণাদ্দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণোঽথর্ব্বণো দৈবাদথর্ব্বা দৈবো মৃত্যোঃ প্রাধ্বংসনান্মৃত্যুঃ প্রাধ্বংসনঃ প্রধ্বংসনাৎ প্রধ্বংসন একর্ষেরেকর্ষির্ব্বিপ্রচিত্তের্ব্বিপ্রচিত্তির্ব্ব্যষ্টের্ব্ব্যষ্টিঃ সনারোঃ সনারুঃ সনাতনাৎ সনাতনঃ সনগাৎ সনগঃ পরমেষ্ঠিনঃ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মণো ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু ব্রহ্মণে নমঃ ।

ইতি ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্ ।

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষৎসু দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

ওঁ তৎসৎ ।

ঘৃতকৌশিক হইতে ঘৃতকৌশিক, পারাশর্য্যায়ণ হইতে পারাশর্য্যায়ণ, পারাশর্য্য হইতে পারাশর্য্য, জাতূকর্ণ্য হইতে জাতূকর্ণ, আসুরায়ণ ও যাস্ক হইতে আসুরায়ণ, ত্রৈবর্ণি হইতে ত্রৈবর্ণি, ঔপজন্ধনি হইতে ঔপজন্ধনি, আসুরি হইতে আসুরি, ভারদ্বাজ হইতে ভারদ্বাজ, আত্রেয় হইতে আত্রেয়, মাণ্টি হইতে মাণ্টি, গৌতম হইতে গৌতম, পুনশ্চ গৌতম হইতে গৌতম, বাৎস্য হইতে বাৎস্য, শাণ্ডিল্য হইতে শাণ্ডিল্য, কৌশোর্য্যকাপ্য হইতে কৌশোর্য্যকাপ্য, কুমার-হারিত হইতে কুমারহারিত, গালব হইতে গালব, বিদর্ভীকৌণ্ডিন্য হইতে বিদর্ভীকৌণ্ডিন্য, বৎসনপাৎবাভ্রব হইতে বৎসনপাৎবাভ্রব, পন্থাসৌভর হইতে পন্থাসৌভর ; অযাস্য আঙ্গিরস হইতে অযাস্য আঙ্গিরস, আভূতিত্বাষ্ট্র হইতে আভূতিত্বাষ্ট্র, বিশ্বরূপত্বাষ্ট্র হইতে বিশ্বরূপত্বাষ্ট্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে অশ্বিদ্বয়, দধীচ্ আথর্ব্বণ হইতে দধ্যঙ্ আথর্ব্বণ, অথর্ব্বদেব হইতে অথর্ব্ব-দেব, মৃত্যুপ্রাধ্বংসন হইতে মৃত্যুপ্রাধ্বংসন. প্রধ্বংসন হইতে প্রধ্বংসন, একর্ষি হইতে একর্ষি, বিপ্রচিত্তি হইতে বিপ্রচিত্তি, ব্যষ্টি হইতে ব্যষ্টি, সনারু হইতে সনারু, সনাতন হইতে সনাতন, সনগ হইতে সনগ, বিরাট্ হইতে বিরাট্, ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্ম। এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার আর আচার্য্য কেহ ছিল না ; তিনি নিত্য। সেই পরমাত্মা পরমপুরুষকে নমস্কার করি।

ইতি শ্রীবৃহদারণ্যকে ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ্ভাগে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

উপনিষৎসু—তৃতীয়াঽধ্যায়স্য

প্রথম-ব্রাহ্মণম্

ওঁ জনকো হ বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে তত্র হ কুরুপাঞ্চালানাং ব্রাহ্মণা অভিসমেতা বভূবুস্তস্য হ জনকস্য বৈদেহস্য বিজিজ্ঞাসা বভূব কঃ স্বিদেষাং ব্রাহ্মণানামনূচানতম ইতি স হ গবাং সহস্রমবরুরোধ দশ দশ পাদা একৈকস্যাঃ শৃঙ্গয়োরাবদ্ধা বভূবুঃ ॥ ১ ॥

অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্যীয় কাণ্ড আরব্ধ হইতেছে। যদিও এই কাণ্ড পূর্ব্বোক্ত মধু-কাণ্ডের সমানার্থক, তথাপি পৌনরুক্ত্য দোষ ঘটে নাই। কারণ, পূর্ব্বকাণ্ড প্রধানতঃ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ধরিয়া সমর্থিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা যুক্তিপ্রধান। যেহেতু, শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়েই আত্মার একত্ব প্রকাশ করিতে উদ্যত এবং করতলগত বিল্ব-ফলের ন্যায় অখিল আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করাইতে সমর্থ। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, "আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিবে ও মনন অর্থাৎ শাস্ত্রের অনুকূল তর্ক দ্বারা ঐ শাস্ত্রাবগত বিষয়কে সুদৃঢ় করিবে।" অতএব শাস্ত্রপ্রতিপাদিত (মধুকাণ্ডোক্ত) বিষয়েরই পরীক্ষাপূর্ব্বক সিদ্ধান্তের জন্য যুক্তিপ্রধান এই যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ড বর্ণিত হইতেছে। তবে যে আখ্যায়িকা কথিত হইতেছে, উহা কেবল ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসার জন্য অথবা ব্রহ্মবিদ্যালাভের উপায় উদ্ভাবনার্থ।

ব্রহ্মবিদ্যালাভের প্রধান উপায়রূপে পণ্ডিতগণ দানকেই নির্দ্দেশ করেন এবং শাস্ত্রেও তাহা পরিদৃষ্ট হয়। বাস্তবিকই দান দ্বারা জীব আকৃষ্ট হয়। এই আখ্যায়িকায় প্রচুর সুবর্ণ ও সহস্র সহস্র গোদানের কথা অবগত হওয়া যায়; অতএব যদিও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য স্বতন্ত্র, তথাপি দান যে বিদ্যাপ্রাপ্তির অন্যতম উপায়, ইহা দেখাইবার জন্য এই আখ্যায়িকার আরম্ভ। আর এক কথা, যুক্তি-শাস্ত্রে দেখা গিয়াছে যে, সেই বিদ্যার অনুশীলন ও তদ্বিদ্যাবিদের সহিত বাদানুবাদ

সেই বিদ্যাপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। তাহাও এই অধ্যায়ে সাক্ষাৎসম্বন্ধেই তত্তৎস্থানে অধিকভাবে প্রদর্শিত আছে। বিদ্বান্ জনের সঙ্গে থাকিলে যে বিমল বিদ্যালাভ হয়, ইহা সর্ব্বজনপ্রত্যক্ষসিদ্ধ; অতএব বিদ্যালাভের উপায়-প্রদর্শনার্থই এই আখ্যায়িকার অবতারণা জানিবে। আখ্যায়িকাটি এই—বিদেহদেশে জনক নামে এক জন প্রসিদ্ধ সম্রাট্ ছিলেন; সেই বিদেহভব বৈদেহ মহারাজ জনক অন্য শাখায় সিদ্ধ বহুদক্ষিণ নামক যজ্ঞ অথবা বহুদক্ষিণাসমন্বিত অশ্বমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

সেই যজ্ঞে কুরুদেশীয় ও পঞ্চালদেশীয় বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া বা যজ্ঞদর্শনকামী হইয়া একত্র সমবেত হইয়াছিলেন। কুরু ও পঞ্চালদেশীয় ব্রাহ্মণগণ স্বভাবতঃ বিশিষ্ট বিদ্বান্, সুতরাং সে সভায় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পণ্ডিত ব্যক্তি অধিক পরিমাণে ছিলেন। সেই যজ্ঞসভায় মহা-পণ্ডিতমণ্ডলী অবলোকন করিয়া যজ্ঞে ব্রতী জনকরাজের হৃদয়ে একটি বিশেষ প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছিল যে, এই সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে কে অধিক ব্রহ্মিষ্ঠ অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ? যদিও ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শী এবং ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইতে সমর্থ, তথাপি ইঁহার মধ্যে ব্রহ্ম-বিষয়ে অতিশয় তত্ত্বজ্ঞ ও অতিশয় বাগ্মী কে? মহারাজ জনক এইরূপে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ জানিবার অভিপ্রায়ে এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি অল্পবয়স্কা সহস্র গো প্রধান ব্রহ্মবিদ্যাতত্ত্বজ্ঞকে দান করিবার নিমিত্ত গোষ্ঠে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং ঐ গোসহস্রের প্রত্যেকের এক এক শৃঙ্গে পঞ্চ পঞ্চ পাদ * সুবর্ণ বাঁধিবার ব্যবস্থা করিলেন। অর্থাৎ যে জন তাঁহার প্রশ্নের উত্তর করিবেন, তিনি দশ সুবর্ণযুক্ত ঐ গো-সহস্র পাইবেন ॥ ১ ॥

তান্ হোবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তো যো বো ব্রহ্মিষ্ঠঃ স এতা গা উদজতামিতি তে হ ব্রাহ্মণা ন দধৃষুরথ হ যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্বমেব ব্রহ্মচারিণমুবাচৈতাঃ সৌম্যোদজ সামশ্রবা৩ ইতি তা হোদাচকার তে হ ব্রাহ্মণাশ্চুক্রুধুঃ কথং নো ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রুবীতেত্যথ হ জনকস্য বৈদেহস্য হোতাশ্বলো বভূব স হৈনং পপ্রচ্ছ ত্বং নু

* পলস্তু লৌকিকৈর্মানৈঃ সাষ্টরক্তিদ্বিমাষকং তোলকত্রিতয়ং জ্ঞেয়ম্। অর্থাৎ আট রতি দুই মাষা তিন তোলার নাম পল, ইহার চতুর্থভাগের এক ভাগকে পাদ বলে।

খলু নো যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মিষ্ঠোঽসী৩ তি স হোবাচ নমো বয়ং ব্রহ্মিষ্ঠায় কুর্ম্মো গোকামা এব বয়ংস্ম ইতি তংহ তত এব প্রষ্টুং দধ্রে হোতাশ্বলঃ ॥ ২ ॥

অতঃপর জনক মহারাজ এই প্রকারে দানার্থ সহস্র গো অবরুদ্ধ করিয়া উপস্থিত ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, হে ব্রাহ্মণগণ! অবশ্য আপনরা সকলে ব্রহ্মজ্ঞ, কিন্তু আপনাদের মধ্যে যিনি সাতিশয় ব্রহ্মনিষ্ঠ, তিনি এই সমস্ত গো স্বগৃহাভিমুখে চালনা করুন। এই কথা শ্রবণমাত্র উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন; অর্থাৎ কেহ নিজের ব্রহ্মিষ্ঠতা প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক প্রতিপন্ন করিতে সাহস পাইলেন না। তখন সমস্ত ব্রাহ্মণকে নিস্তব্ধ দেখিয়া ঋষিবর যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় ব্রহ্মচারী ছাত্রকে বলিলেন যে, হে সৌম্য সামশ্রব! * তুমি এই গো সমস্ত আমাদিগের গৃহাভিমুখে প্রেরণ কর। এই কথা শ্রবণমাত্র সেই শিষ্য গো সকলকে আচার্য্যের গৃহাভিমুখে চালনা করিলেন। এ দিকে সভার মধ্যে এক যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক ব্রহ্মিষ্ঠের প্রাপ্য পণ গ্রহণ করায় নিজের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মিষ্ঠতা প্রতিজ্ঞাত হইল দেখিয়া সভাস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিয়াছিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য! এই সভায় আমরা প্রত্যেকেই প্রধান; তাহার মধ্যে তুমি কিরূপে বলিলে যে, আমি সর্ব্বপ্রধান ব্রহ্মিষ্ঠ? অনন্তর যিনি জনকের অশ্বল নামক হোতা পুরোহিত ছিলেন, তিনি এইরূপ ব্রহ্মিষ্ঠাভিমানে ও রাজপুরোহিত বলিয়া সাতিশয় ধৃষ্টতা সহকারে যাজ্ঞবল্ক্যকে ভৎর্সনার জন্য প্লুত স্বরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কি হে, তুমিই না কি আমাদের সকলের মধ্যে প্রধান ব্রহ্মিষ্ঠ? এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র যাজ্ঞবল্ক্য নিজ অভিমান পরিহারের নিমিত্ত বলিয়াছিলেন যে, যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ, তাঁহাকে নমস্কার করি; অর্থাৎ আমার আর ব্রহ্মজ্ঞান কি আছে যে, ব্রহ্মিষ্ঠতার অভিমান রাখিব? এক্ষণে কেবল গো গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, তাই গো গ্রহণ করিয়াছি এইমাত্র। অনন্তর হোতা অশ্বল যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মিষ্ঠপ্রাপ্য পণ গ্রহণ করায় প্রকারান্তরে তাঁহার ব্রহ্মিষ্ঠতার প্রতিজ্ঞা জানিয়া কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিতে মনস্থ করিলেন ॥ ২ ॥

---

* যাজ্ঞবল্ক্যঋষি নিজে যজুর্ব্বেদী ছিলেন, এবং তাঁহার শিষ্য সামশ্রব, অর্থাৎ সামবেদ পাঠ করেন অথচ ঋক্‌রূপে পরিণত না হইলে সামের গান হয় না। পরন্তু অথর্ব্ববেদও এই ত্রিবেদেরই অন্তর্গত—অতিরিক্ত নহে। অতএব নিজের ছাত্র সামশ্রব বলায় নিজে যে চতুর্ব্বেদজ্ঞ, তাহাই উক্ত সম্বোধনে যাজ্ঞবল্ক্য প্রকটিত করিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদꣳ সর্ব্বং মৃত্যুনাপ্তꣳ সর্ব্বং মৃত্যুনাভিপন্নং কেন যজমানো মৃত্যোরাপ্তিমতিমুচ্যত ইতি হোত্রর্ত্বিজাগ্নিনা বাচা বাগ্বৈ যজ্ঞস্য হোতা তদ্যেয়ং বাক্ সোঽয়মগ্নিঃ স হোতা স মুক্তিঃ সাতিমুক্তিঃ ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত মধুকাণ্ডে জ্ঞান-সহকৃত পাঙ্‌ক্ত কর্ম্ম দ্বারা যাজ্ঞিকের মৃত্যু হইতে মুক্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছে; এবং উদ্গীথ প্রকরণে তাহারই সংক্ষেপতঃ উক্তি হইয়াছে, সুতরাং তাহার পরীক্ষা আবশ্যক, এজন্য পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে জ্ঞানগত কিঞ্চিৎ বিশেষ দেখাইবার জন্য এই অধ্যায়ের আরম্ভ।

অশ্বল যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বল দেখি যাজ্ঞবল্ক্য! এই সকল কর্ম্মের নিষ্পাদক যে ঋত্বিক্ (যিনি মন্ত্র পাঠ করেন) ও অগ্নি প্রভৃতি, তৎসমস্তই স্বাভাবিক আসঙ্গ অর্থাৎ ফলবাসনাপূর্ণ কর্ম্মরূপী মৃত্যু দ্বারা ব্যাপ্ত এবং ঐ মৃত্যু দ্বারা বশীকৃত। কিন্তু যজমান কি উপায়ে সেই মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন; অর্থাৎ কি উপায়ে তিনি স্বাধীন বা মৃত্যু কর্ত্তৃক অবশীকৃত হন? আশঙ্কা হইতে পারে, এখানে পুনশ্চ এ কথা বলিবার আবশ্যক কি? যেহেতু, উদ্গীথ ব্রাহ্মণেই মুখ্যপ্রাণের উপর আত্মজ্ঞান দ্বারা দুঃখ হইতে বিমুক্তি-লাভের উপায় কথিত হইয়াছে। তাহার উত্তর—হ্যাঁ বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু উদ্গীথ ব্রাহ্মণে যাহা বলা হয় নাই, সেই সকল বিশেষ কথাই এখানে বক্তব্য; এই জন্যই এই প্রকরণের আরম্ভ। এক্ষণে যাজ্ঞবল্ক্য অশ্বলকৃত প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন যে, হোতা (ঋক্-পাঠক) এবং অগ্নি (বাক্য) দ্বারাই মৃত্যু অতিক্রম করা যাইতে পারে। যদি বল, যাহা দ্বারা মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারা যায়, এই হোতা কে? তাহাও বলিতেছি, যজ্ঞের অর্থাৎ যজমানের বাক্যই হোতা। যজ্ঞে যজমানোচ্চারিত বাক্য সকলই অধ্যাত্মযজ্ঞে হোতা বলিয়া পরিগৃহীত হন, এ জন্য শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, "যজ্ঞো বৈ যজমানঃ" অর্থাৎ যজ্ঞই যজমান। কারণ, এই যজমানের যে স্বীয় উপাস্য অগ্নি, সেই তাহার দেবতা। এই কথা অন্নত্রয় বিভাগ প্রকরণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত অধিদৈবত অগ্নিই হোতা, এ জন্য শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, "অগ্নির্বৈ হোতা" অর্থাৎ অগ্নিই হোতা। অতএব বহির্যজ্ঞে হোতা ঋত্বিক্, এবং অধ্যাত্মযজ্ঞে, অগ্নি-দেবতাধিষ্ঠিত বাক্যই হোতা; অধিযজ্ঞের হোতা ও অধ্যাত্মযজ্ঞের বাক্

এই উভয়ই পরিচ্ছিন্ন সাধন, অর্থাৎ ঐ উভয় সাধনই স্বাভাবিক অজ্ঞানাসঙ্গ-প্রযুক্ত কর্ম্মরূপী মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত অর্থাৎ প্রতিক্ষণই স্বভাব হইতে বিচ্যুতি-প্রাপ্ত বশীকৃত। কিন্তু কি উপায়ে সেই মৃত্যুর কবল হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাহাই এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত ঋত্বিক্ ও বাক্‌কে ব্রহ্মের অধি-দৈবতরূপী অগ্নিভাবে দর্শন করিলে যজমান মৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন। এই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন যে, তাহাই অগ্নি, তিনিই হোতা, তাহাই মুক্তি অর্থাৎ অগ্নিস্বরূপে দর্শন হইতে মুক্তিলাভ হইবে। সাধক যখনই পূর্ব্বোক্ত সাধনদ্বয়কে অগ্নিরূপে দর্শন করিবেন, তৎকালেই স্বভাবসিদ্ধ অজ্ঞানজনিত সর্ব্ব-প্রকার আসঙ্গ (কামনা) হইতে মুক্ত হইবেন। পূর্ব্বোক্ত আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক উভয় সাধনই পরিচ্ছিন্ন, সুতরাং হোতাকে যজমান অপরিচ্ছিন্ন অগ্নিরূপে দর্শন করিলে সদ্যোমুক্তি লাভ করে। হোতাকে অগ্নিরূপে দর্শনই মুক্তির সাধন। যদিও মুক্তি ও অতিমুক্তির শব্দগত ভেদ আছে, তথাপি মুক্তিকে অতিমুক্তির সাধন বলিয়া জানিবে। পূর্ব্বোক্ত সসীম সাধন দুইটিকে অসীম তাহার অধিদেবতা অগ্নিভাবে দর্শন করাকে মুক্তি নামে আর যাহা পূর্ব্বোক্ত অধ্যাত্ম ও অধিভূত পরিচ্ছিন্ন বাগাদি বিষয়ে সঙ্গত্যাগপূর্ব্বক অধিদেবতা অগ্নিস্বরূপলাভ, সেই ফলকে শাস্ত্রে অতিমুক্তি নামে ব্যবহার করা হয়। তবে মুক্তিই অতিমুক্তির সাধন, এ জন্যই মুক্তি ও অতিমুক্তিকে অভিন্নভাবে বলা হইয়াছে। বাগাদির যে অগ্ন্যাদি তাদাত্ম্যে পরিণতি, তাহাই যজমানের অতিমুক্তি, এ কথা উদ্গীথ প্রকরণে কথিত হইয়াছে। প্রভেদ এই, সেখানে সামান্যরূপে মুখ্য প্রাণের তাদৃশ দর্শনকে মুক্তির কারণ বলা হইয়াছে; কিন্তু বিশেষভাবে বাগাদিকে অগ্ন্যাদিরূপ দর্শনের কথা বলা হয় নাই। এখানে তাহারই অবশিষ্ট (বক্তব্য) বিশেষ বিশেষ কথা কথিত হইতেছে।—পূর্ব্বে উদ্গীথ ব্রাহ্মণে 'মৃত্যুমতিক্রান্তো দীপ্যতে' ইত্যাদি দ্বারা যাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাই এ স্থানে ফলরূপে কথিত হইল। কিন্তু প্রণালী এই—অধ্যাত্মযজ্ঞে হোতা—বাক্, ঐ বাক্‌ই অগ্নি এবং সেই অগ্নিই হোতা, মুক্তি ও অতিমুক্তি এইরূপে চিন্তা করিবে ॥ ৩ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদং সর্ব্বমহোরাত্রাভ্যামাপ্তং সর্ব্বমহোরাত্রাভ্যামভিপন্নং কেন যজমানোঽহোরাত্রয়োরাপ্তি-মতিমুচ্যত ইত্যধ্বর্য্যুণর্ত্বিজা চক্ষুষাদিত্যেন চক্ষুর্ব্বৈ

যজ্ঞস্যাধ্বর্য্যুস্তদ্যদিদং চক্ষুঃ সোঽসাবাদিত্যঃ সোঽধ্বর্য্যুঃ স মুক্তিঃ সাতিমুক্তিঃ ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বশ্রুতি দ্বারা স্বভাবসিদ্ধ-অজ্ঞানসমুদ্ভূত আসক্তি বা কামনাময় কর্ম্মরূপ মৃত্যু হইতে যে প্রকারে মুক্তি হয়, তাহা ব্যাখ্যাত হইল। কিন্তু সেই আসঙ্গ-সমন্বিত কর্ম্মরূপ মৃত্যুর আশ্রয় এবং দর্শ-পূর্ণমাসাদি কর্ম্মের যাহারা সাধন, তাহা-দের পরিণামের হেতু একমাত্র কাল, সেই কাল হইতে বর্ণিত অতিমুক্তি যে পৃথক্, এ কথা অবশ্যই বলিতে হইবে; এ জন্য এই শ্রুতির আরম্ভ হইতেছে। অশ্বল জিজ্ঞাসা করিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য! নানাবিধ ক্রিয়ানুষ্ঠান ব্যতিরেকেও যখন ক্রিয়ার পূর্ব্বে বা পরে ক্রিয়াসাধনের পরিণাম সংঘটিত হয়, তখন তাহার প্রতি কালেরই ব্যাপারকে কারণ বলিয়া মানিতে হইবে; তাহা হইলেই অতিমুক্তি যে কাল হইতে স্বতন্ত্র, তাহা অবশ্য বক্তব্য। দেখা যায়, এই যে সমস্ত যে কাল দ্বারা পরিব্যাপ্ত, সেই কাল ভাগদ্বয়ে বিভক্ত—এক ভাগ দিবা-রাত্রিরূপ, এবং অপর ভাগ তিথি-নক্ষত্রাদিরূপ। তন্মধ্যে প্রথমতঃ অহোরাত্ররূপ কাল হইতে কিরূপে যজমানের অতিমুক্তি হয়, তাহা নিরূপণীয়। অর্থাৎ এই জগন্মণ্ডলে যে কিছু পদার্থ আছে, তৎসমস্তই দিবা ও রাত্রি দ্বারা পরিব্যাপ্ত, জাগতিক সমস্ত পদার্থই দিবা ও রাত্রির সাহায্যে উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে। অধিক কি, যজ্ঞসাধন সকলও এই অহোরাত্রের করালগ্রাসে গ্রস্ত হইয়া রহিয়াছে। অতএব জিজ্ঞাস্য এই যে, যজমান কি উপায়ে এই মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন? উত্তর—যজ্ঞরূপ যজমানের অধ্যাত্ম-চক্ষু ও অধিভূত আদিত্য দ্বারা। তাৎপর্য্য এই—লৌকিক যজ্ঞে যেমন অধ্বর্য্যু থাকে, অধ্যাত্মযজ্ঞেও তেমনই যজমানের চক্ষুই অধ্বর্য্যু এবং এই চক্ষুই অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আদিত্য অর্থাৎ সূর্য্য; কারণ, সূর্য্যই শরীরসম্বন্ধবশতঃ অধ্যাত্ম-চক্ষু বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। যদি যজমানের এই অধর্য্যু (যজুর্মন্ত্র-পাঠক) এবং চক্ষুরূপ সাধনদ্বয়ে পরিচ্ছেদভাব পরিত্যাগ করিয়া অপরিচ্ছিন্ন অধিদেবতা (আদিত্যাদি) রূপে চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে উপাসকের সেই চিন্তাই অর্থাৎ অধ্বর্য্যুর আদিত্যভাবে চিন্তাই মুক্তিস্বরূপ হয় এবং সেই মুক্তিই অতিমুক্তি অর্থাৎ অতিমুক্তির হেতু। যিনি ফলতঃ ঐরূপ ধ্যানে আদিত্যের তাদাত্ম্য (সারূপ্য) লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আর দিবারাত্রিভেদ থাকে না ॥ ৪ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদꣳ সর্ব্বং পূর্ব্বপক্ষাপরপক্ষাভ্যামাপ্তꣳ সর্ব্বং পূর্ব্বপক্ষাপরপক্ষাভ্যামভিপন্নং কেন যজমানঃ পূর্ব্বপক্ষাপরপক্ষয়োরাপ্তিমতিমুচ্যত ইত্যুদ্গাত্রর্ত্বিজা বায়ুনা প্রাণেন প্রাণো বৈ যজ্ঞস্যোদ্গাতা তদেযাঽয়ং প্রাণঃ স বায়ুঃ স উদ্গাতা স মুক্তিঃ সাতিমুক্তিঃ ॥ ৫ ॥

এক্ষণে তিথ্যাদিরূপ কাল হইতে যেরূপে মুক্তিলাভ করা যায়, তাহা প্রশ্নোত্তরভাবে অভিহিত হইতেছে। অশ্বল পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য! আদিত্য দিবারাত্রির কর্ত্তা, কিন্তু তিনি প্রতিপদাদি তিথির নিয়ন্তা নন, একমাত্র চন্দ্র হইতে প্রতিপদাদি তিথির ব্যবস্থা হয়; কারণ, চন্দ্রের বৃদ্ধি বা ক্ষয়ে প্রতিপদাদি তিথির উৎপত্তি দেখা যায়, তাহা হইলেই চন্দ্র-সম্পাদ্য পূর্ব্বাপর পক্ষ অর্থাৎ শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষরূপ মৃত্যু দ্বারা এই সমস্ত সংসার পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। কি উপায়ে যজমান এই মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারে? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, উদ্গাতা (সামমন্ত্রপাঠক) নামক ঋত্বিক্ ও প্রাণবায়ু দ্বারা। তাৎপর্য্য এই—প্রচলিত যজ্ঞে যেমন সামগায়ক উদ্গাতা থাকে, আধ্যাত্মিক যজ্ঞেতেও তেমন প্রাণ উদ্গানের কারণ; যেহেতু, উদ্গীথ ব্রাহ্মণে অবগত হওয়া যায় যে, যজমানের প্রাণবায়ুই উদ্গাতা, এবং তথায় এরূপ সিদ্ধান্তও হইয়াছে যে, সেই যজমান বাগিন্দ্রিয়রূপে প্রাণ দ্বারা উদ্গান করিয়াছিলেন। প্রাণই যজ্ঞের উদ্গাতা, এবং এই প্রাণই বায়ু; অথচ এই বায়ুই প্রাণ-উদ্গাতা (সামগায়ক-স্বরূপ) এবং এই উদ্গাতাই মুক্তি ও অতিমুক্তি।

আপত্তি হইতে পারে যে, পূর্ব্বে উপসংহারে জল এই প্রাণের শরীর, অর্থাৎ পোষক, এবং এই প্রাণ জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্রের স্বরূপ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা প্রাণ, বায়ু ও চন্দ্রের একত্ব প্রমাণিত হয়; তবে এক্ষণে শ্রুতি বায়ু ও প্রাণের ঐক্য স্থাপন করিয়া কি বিশেষ করিল, এই আশঙ্কায় শ্রুতি স্বয়ংই প্রাণের অধিদৈবত বায়ু দ্বারা উপসংহার করিলেন। বিশেষতঃ বায়ুর বেগবশতঃ চন্দ্রের ক্ষয় ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে, অতএব প্রতিপৎ-দ্বিতীয়াতিথ্যাদিরূপ কালের কর্ত্তা যে চন্দ্র, বায়ু তাহারও প্রয়োজক; অতএব যে উক্ত হইয়াছে, উপাসনা দ্বারা বায়ু স্বভাবাপন্ন যজমান তিথ্যাদিরূপ কাল হইতে অতিমুক্ত হন, ইহা খুবই যৌক্তিক। এই জন্যই

শ্রুত্যন্তরে প্রাণে চন্দ্রদৃষ্টি মুক্তি ও অতিমুক্তিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এখানে কাণ্বশাখীয়দিগের চন্দ্র ও প্রাণরূপ সাধনদ্বয়ের নিজ কারণ বায়ুরূপে দৃষ্টিকে (ধারণাকে) মুক্তি ও অতিমুক্তিরূপে বর্ণনা করা হইল, এ জন্য শ্রুতিদ্বয়ের কোনরূপ বিরোধ হইতে পারে না॥ ৫॥

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদমন্তরিক্ষমনারম্ভণমিব কেনাক্রমেণ যজমানঃ স্বর্গং লোকমাক্রমত ইতি ব্রহ্মণর্ত্বিজা মনসা চন্দ্রেণ মনো বৈ যজ্ঞস্য ব্রহ্মা তদযদিদং মনঃ সোঽসৌ চন্দ্রঃ স ব্রহ্মা স মুক্তিঃ সাঽতিমুক্তিরিত্যতিমোক্ষাঃ॥ ৬॥ অথ সম্পদঃ।

কালরূপ মৃত্যু হইতে অতিমুক্তিলাভের কথা বর্ণিত হইল। কিন্তু যজমান অতিমুক্তিপথে অগ্রসর হইয়া সীমামধ্যস্থিত মৃত্যু অতিক্রম করিয়া তৎফলপ্রাপ্তিস্বরূপ অতিমুক্তি যে কি প্রণালীতে লাভ করিতে পারিবে, তাহাই কথিত হইতেছে।—অশ্বল পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ওহে যাজ্ঞবল্ক্য! এই যে সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ আকাশ, নিরালম্বনের ন্যায় অবস্থিত দেখা যায়, অর্থাৎ যেখানে গ্রহণ বা ভর করিবার কিছুই নাই। (এ জন্য এখানে "নিরাল্লম্বনমিব" [নিরালম্বনের ন্যায়] এই 'ইব' শব্দ প্রয়োগ করিয়া জানাইয়াছেন যে, বস্তুতঃ আকাশেরও আলম্বন আছে; পরন্তু তাহা সাধারণের অপরিজ্ঞাত) সেই অজ্ঞায়মান আলম্বন কি? আর যদি সত্য সত্যই কোনরূপ আলম্বন না থাকে, তাহা হইলে যজমান কথনই আকাশপথ দিয়া স্বর্গে গমন করিতে পারিতেন না। কি উপায়ে স্বর্গাদি ফল প্রাপ্ত হইবেন? অতএব যে আলম্বন অবলম্বন করিয়া যজমান কর্ম্মফল স্বর্গাদি প্রাপ্ত হইয়া অতিমুক্ত হন, সেই আলম্বন কি? ইহাই জিজ্ঞাস্য। অর্থাৎ যজমান যে অতিমুক্ত হন বলা হইয়াছে, সেই অতিমুক্তি—কি ক্রমে কি অবলম্বনে অনুষ্ঠিত কর্ম্মফল,—স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে? উত্তর,—'ব্রহ্মণর্ত্বিজা মনসা চন্দ্রেণ' অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ ঋত্বিক্ এবং মনোরূপ চন্দ্র দ্বারা। ইহার তাৎপর্য্য এই—যজমানের এই প্রসিদ্ধ শরীর-মধ্যস্থ মনই অধ্যাত্ম চন্দ্র—যিনি বহির্জগতে অধিদৈবতরূপে প্রসিদ্ধ অর্থাৎ এক বস্তুই শরীরসম্বন্ধবশতঃ মন ও

দেবতাবস্থায় চন্দ্র নামে পৃথক্ প্রতীয়মান হন, ইহা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। অতএব যে মন, সেই চন্দ্র এবং সেই যজ্ঞে বৃত ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্। কেন না, শাস্ত্রে আছে যে, যজমান ব্রহ্মের আধিভৌতিক পরিচ্ছিন্ন রূপ এবং আধ্যাত্মিক মনের আকার—এই দুইটিকে ব্রহ্মের অপরিচ্ছিন্ন চন্দ্রমার রূপ অর্থাৎ চন্দ্রস্বরূপে প্রত্যক্ষ করেন। অতএব যজমান এই চন্দ্ররূপ মনের অবলম্বনে কর্ম্মফল—স্বর্গ প্রাপ্ত হন। ইহাই অতিমুক্তিলাভের ক্রম। অতিমুক্তির প্রস্তাব উপসংহারার্থ 'শ্রুতি' ইতিশব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ইতি—অর্থাৎ এই প্রকারই অতিমোক্ষ বিষয় অবগত হইবে। এই প্রস্তাবেই সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞাঙ্গদর্শনের (জ্ঞান) কথা এক প্রকার বলা হইল।

অতঃপর সম্পদ্ নির্ণীত হইতেছে।—যে কোনরূপ সাধারণ ধর্ম্ম দ্বারা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসকল সফল হয়, সেই ফলসিদ্ধির জন্য যে আয়োজন, তাহাই সম্পদ্ কিংবা তৎফলের যে সম্পাদন অর্থাৎ সিদ্ধি, তাহার নাম সম্পৎ।* সম্পূর্ণ উৎসাহে ভর করিয়া ফলসাধনের অনুষ্ঠান করিতে চেষ্টা করিলেও যে কোনও ত্রুটির জন্য ফলের অনুৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব কর্ম্মফলের অভিজ্ঞতানুসারে যজমান আহিতাগ্নি হইয়া অগ্নিহোত্রাদির মধ্যে যথাসম্ভব যে কোন কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া যে কর্ম্মফল কামনা করেন, তাহাই সম্পাদন করেন। তদ্ভিন্ন রাজসূয়, অশ্বমেধ, নরমেধ, সর্ব্বমেধ প্রভৃতি যে যে কর্ম্মে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সমান অধিকার নাই, তাহাদের পক্ষে ঐ সকল কর্ম্মে ফললাভ অসম্ভব হয় ও তজ্জন্য ঐ সকল কর্ম্মবোধক বেদপাঠও কেবল পাঠের নিমিত্তই হইয়া পড়ে, যদি সেই ফলপ্রাপ্তির উপায় কিছু না থাকে, কিন্তু সম্পদ্ দ্বারাই সেই ফলপ্রাপ্তি হইবে। অতএব সম্পদ উপাসনার এইরূপ ফলপ্রাপ্তি বলিয়া সম্পদ্ বর্ণিত হইতেছে ॥ ৬ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কতিভিরয়মদ্যর্গ্ভির্হোতাস্মিন্ যজ্ঞে করিষ্যতীতি তিসৃভিরিতি কতমাস্তাস্তিস্র ইতি পুরোঽনুবাক্যা চ যাজ্যা চ শস্যৈব তৃতীয়া কিন্তাভির্জয়তীতি যৎ কিঞ্চেদং প্রাণভৃদিতি ॥ ৭ ॥

---

* মহত্তাং ফলবত্তাম্ অশ্বমেধাদিকর্ম্মণাং কর্ম্মত্বাদিনা সামান্যেনাল্পীয়ঃসু কর্ম্মসু বিবক্ষিত-ফলসিদ্ধ্যর্থং সম্পত্তিঃ সম্পদুচ্যতে। যথাশক্তি অগ্নিহোত্রাদিনির্ব্বর্ত্তনেন অশ্বমেধাদি ময়া নির্ব্বর্ত্ততে ইতি ধ্যানং সম্পাদিতার্থঃ।

অশ্বল পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য! হোতা যজ্ঞে কত সঙ্খ্যক ঋক্ দ্বারা যজ্ঞে শাস্ত্র (যাগসাধন মন্ত্র) নিষ্পাদন করেন?, উত্তর—তিনটি ঋক্ দ্বারা সম্পাদন করেন। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সেই তিনটি কি? উত্তর—প্রথম—পুরোঽনুবাক্যা; দ্বিতীয়—যাজ্যা ও তৃতীয়—শস্যা। তন্মধ্যে যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্ব্বে যে সকল্ ঋক্ (মন্ত্র) প্রযুক্ত হয়, তাহার নাম পুরোঽনুবাক্যা। যাগের সময়ে যে সকল ঋক্ প্রযুক্ত হয়, তাহার নাম যাজ্যা; এবং শস্ত্রার্থ অর্থাৎ গীতার্থ যে সকল ঋক্ প্রযুক্ত হয়, তাহার নাম শস্যা। এতদতিরিক্ত যে সকল স্তোত্রীয় বা অন্য কিছু ঋক আছে, তৎসমস্তই এই ত্রিবিধ ঋকের অন্তর্গত। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ত্রিবিধ ঋক্ দ্বারা যে সকল ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাদের দ্বারা কি জয় করা যায়? উত্তর—এই সংসারে যে কোন প্রাণী আছে, তৎসমস্তকেই এই ঋক্ আয়ত্ত করেন। এখানে ইহাও জানিতে হইবে যে, জ্ঞাতব্য ঋকের সংখ্যা যত, উপাসক তত সংখ্যক লোককে পরাজিত করেন, অর্থাৎ ঋক্ তিন প্রকার, সুতরাং ত্রিবিধ ঋক্ দ্বারা স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই লোকত্রয়কে পরাজিত করেন ॥ ৭ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কত্যয়মদ্যাধ্বর্য্যুরস্মিন্ যজ্ঞ আহুতী-র্হোষ্যতীতি তিস্র ইতি কতমাস্তাস্তিস্র ইতি যা হুতা উজ্জ্বলন্তি যা হুতা অতিনেদন্তে যা হুতা অধিশেরতে কিন্তাভির্জ্জয়তীতি যা হুতা উজ্জ্বলন্তি দেবলোকমেব তাভির্জ্জয়তি দীপ্যত ইব হি দেবলোকো যা হুতা অতিনেদন্তে পিতৃলোকমেব তাভির্জ্জয়ত্য-তীব হি পিতৃলোকো যা হুতা অধিশেরতে মনুষ্যলোকমেব তাভির্জ্জয়ত্যধ ইব হি মনুষ্যলোকঃ ॥ ৮ ॥

পুনশ্চ অশ্বল বলিলেন, ওহে যাজ্ঞবল্ক্য! এই যজ্ঞে অধ্বর্য্যুগণ (যজুর্ব্বেদীয়-মন্ত্রপাঠক) কত আহুতি হোম করিবে? অর্থাৎ আহুতির প্রকার কত? উত্তর—তিনটি। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই তিন প্রকার আহুতি কি কি? উত্তর—যাহা অগ্নিতে প্রক্ষেপমাত্র প্রজ্বলিত হয়, সেই সমিদাজ্যাহুতি প্রথম। আর যাহা অগ্নিতে প্রক্ষেপমাত্র অতীব শব্দ উৎপাদন করে, সেই সকল মাংসাদির আহুতি দ্বিতীয় এবং যে সমস্ত দ্রব্য অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া ভূমির অধোভাগে অবস্থিতি করে, সেই সমস্ত পয়ঃ ও সোমরস প্রভৃতি তৃতীয়

আহুতি। পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, এই ত্রিবিধ আহুতি দ্বারা যজমান কি কি জয় করেন ? উত্তর—যে প্রথম আহুতি অগ্নিতে প্রক্ষেপ মাত্র উজ্জ্বল হয়, সেই ঔজ্জ্বল্যরূপ সাধারণ ধর্ম্মানুসারে তদ্দ্বারা উজ্জ্বল দেবলোক জয় করা যায়। অর্থাৎ উপাসক চিন্তা করেন যে, আমার এই সমিদাহুতি যেমন জ্বলনশীল, ঐরূপ কর্ম্মফলে অত্যুজ্জ্বল দেবলোকে গমন করিতে পারিব। আর যে সমস্ত সশব্দ মাংসাহুতি, তদ্দ্বারা শব্দবত্তা সাধর্ম্ম্যানুসারে সশব্দ পিতৃলোকরূপ সংযমনীপুরী জয় করেন ; কারণ, মাংসাদির আহুতিও কুৎসিত শব্দ করে এবং পিতৃলোকসম্বন্ধীয় যমপুরীতে যমদূতগণের নিদারুণ তাড়নায় পীড়িত হইয়া পাপিগণও "হা হতাঃ স্মঃ মুঞ্চ মুঞ্চ মাং"—"আমরা মরিলাম, ছাড় ছাড়" এই বলিয়া বিকট শব্দ করে। যজ্ঞে পশুচ্ছেদনকালেও পশুগণ প্রপীড়িত হইয়া বিকট শব্দ করে ; এই তুল্যধর্ম্মবশতঃ উপাসক এই দ্বিতীয় আহুতি দ্বারা পিতৃলোক জয় করেন। যে আহুতি মৃত্তিকাতে গমন করে, সেই পয়ঃ সোমরসাদি তৃতীয় আহুতি দ্বারা মনুষ্যলোক অর্জ্জিত হয় ; কারণ, পয়ঃ প্রভৃতির আহুতি ভূমির উপরিভাগে থাকে, সেই ভূমির উপরিভাগের অবস্থিতি রূপ তুল্য ধর্ম্ম অনুসারে মনুষ্যলোক উপরিস্থিত লোক অপেক্ষা অধোভাগে বর্ত্তমান ; কিম্বা মনুষ্যলোকে গমন স্বর্গগমনাদি অপেক্ষা অধঃপতন বলা যাইতে পারে। অতএব উপাসক পয়ঃ সোম আহুতি-কালে চিন্তা করেন যে, এই আহুত পয়ঃ সোমাদি যেমন উর্দ্ধ হইতে অধোদেশে গমন করিতেছে, আমিও সেইরূপ এই আহুতি দ্বারা স্বর্গাদিলোক অপেক্ষা অধস্তন মনুষ্যলোকে গমন করিব॥ ৮ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কতিভিরয়মদ্য ব্রহ্মা যজ্ঞং দক্ষিণতো দেবতাভির্গোপায়তীত্যেকয়েতি কতমা সৈকেতি মন এবেত্য-নন্তং বৈ মনোঽনন্তা বিশ্বেদেবা অনন্তমেব স তেন লোকং জয়তি ॥ ৯ ॥

পুনশ্চ অশ্বল বলিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য ! এই ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্ দক্ষিণ দিক্স্থিত ব্রহ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া কতগুলি দেবতা দ্বারা এই যজ্ঞ রক্ষা করিতেছেন ? যদিও দেবতা-নির্দ্দেশের কালে একটি দেবতা বৈ উল্লেখ নাই, (তজ্জন্য "কতিভিঃ" এই বহুবচন সঙ্গত হয় না সত্য) এবং প্রশ্নকর্ত্তা স্বয়ং তাহা

জানিয়াও তাঁহার এইরূপ প্রশ্ন করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত, তথাপি যেহেতু পূর্ব্বাপর কাণ্ডিকার প্রত্যেক প্রশ্নে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে এবং প্রত্যুত্তরেও বহুবচন প্রদত্ত হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গে এখানেও হঠাৎ "কতিভিঃ", কতগুলি এই বহুবচন ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র। অথবা প্রতিবাদী-যাজ্ঞবল্ক্যের ভ্রম উৎপাদনের নিমিত্ত প্রশ্নে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন যে, "ব্রহ্মা দক্ষিণে ব্রহ্মাসনে বসিয়া যে দেবতা দ্বারা যজ্ঞ রক্ষা করেন, সেই দেবতা এক। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সেই এক দেবতা কে? উত্তর—সেই দেবতা মন। কেন না, শ্রুত্যন্তরে কথিত আছে যে, ব্রহ্মা মনের সাহায্যেই যজ্ঞাদি কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকেন এবং মন ও বাক্ এই উভয়ই এই যজ্ঞের ধ্যান দ্বারাই সম্পাদক; ব্রহ্মা সেই দুই পথের মধ্যে অন্যতর বাক্‌পথকে মন দ্বারা সংস্কৃত করেন। অতএব ব্রহ্মা এক মনোদেবতাবলেই যজ্ঞরক্ষা করিয়া থাকেন। সেই মন বৃত্তি (অবস্থা)-ভেদে অনন্ত—ইহা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ "বৈ" শব্দ, তাহার সাক্ষ্য-দিতেছে এবং মন অনন্ত বলিয়া তদভিমানী দেবতা বিশ্বদেবও অনন্ত; এবং শ্রুতি আরও বলিতেছেন যে, "সর্ব্বে দেবা যত্রৈকং ভবন্তি", অর্থাৎ মনোবৃত্তি এক হইলে সমস্ত দেবতা যেখানে (মনে) একত্ব প্রাপ্ত হন। অতএব মনোবৃত্তির অনন্তত্ব হেতু মনের দ্বারা উপাসকও অনন্ত ফল লাভ করেন ॥ ৯ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কত্যয়মদ্যোদ্গাতাঽস্মিন্ যজ্ঞে স্তোত্রিয়াঃ স্তোষ্যতীতি তিস্র ইতি কতমাস্তাস্তিস্র ইতি পুরোঽনুবাক্যা চ যাজ্যা চ শস্যৈব তৃতীয়া, কতমাস্তা যা অধ্যাত্মমিতি প্রাণ এব পুরোঽনুবাক্যাঽপানো যাজ্যা ব্যানঃ শস্যা কিন্তাভির্জ্জয়তীতি পৃথিবীলোকমেব পুরোঽনুবাক্যয়া জয়ত্যন্তরিক্ষলোকং যাজ্যয়া দ্যুলোকং শস্যয়া ততো হ হোতাশ্বল উপররাম ॥ ১০ ॥

ইতি প্রথমং ব্রাহ্মণম্।

পূর্ব্ববৎ অশ্বল পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিলেন যাজ্ঞবল্ক্য! যজ্ঞে উদ্গাতা (সামগায়ক) কতগুলি স্তোত্রিয়ের স্তব করিবে। স্তোত্রিয় অর্থ কতিপয় ঋক্

ও সামের সমষ্টি অর্থাৎ যে সকল ঋক্ গীত হয়, তাহার নাম স্তোত্রিয় এবং যে সকল ঋক্ গীত হয় না,—কেবল পঠিত হয়, তাহার নাম শস্ত্র বা শস্যা। অতএব ঋক্ স্তোত্রিয়ই হউক কি শস্যা হউক সমস্ত ঋকই এই ত্রিবিধ বিভাগের অন্তর্গত বলিয়া জানিবে। সেই ত্রিবিধ বিভাগ যে কি কি, তাহাও পূর্ব্বে পুরোনুবাক্যা যাজ্যা ও শস্যা ইহার উল্লেখস্থলে বিভাগ করিয়া দেখান হইয়াছে। এবং সেখানে সামান্যাকারে বলা হইয়াছে যে, প্রাণের উপাসক সকলকে আয়ত্ত করেন, কিন্তু কোন্ সাধারণ ধর্ম্ম অনুসারে যে জয় করে, তাহা বলা হয় নাই; তাহাই বিশেষ করিয়া এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, অধ্যাত্ম-দর্শনে 'প' শব্দের সাধর্ম্ম্য ধরিয়া প্রাণই পুরোঽনুবাক্যা, আনন্তর্য্যরূপ সাধর্ম্ম্য বশতঃ অপান যাজ্যা; কেন না, দেবতাগণ অগ্রে যজ্ঞে দত্ত হবি পরে অপান দ্বারাই ভোগ করিয়া থাকেন। ব্যানই শস্যা। এই জন্য অন্য শ্রুতি বলিয়াছেন যে, প্রাণ ও অপান ক্রিয়া স্থগিত রাখিয়া ঋকের উদ্গান করে। ইহা দ্বারা যাহা যাহা জয় করা যায়, তাহা পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে যে সকল বিশেষ ধর্ম্ম বলা হয় নাই, কেবল তাহাই এখানে অভিহিত হইতেছে।

সেই বিশেষ কি ?—যজমান পুরোঽনুবাক্ ঋক্ দ্বারা লোকসম্বন্ধ ধর্ম্মবশতঃ এই পৃথিবী লোককে পরাজিত করে, মধ্যত্বত্ব সাধর্ম্ম্য অনুসারে যাজ্যা দ্বারা মধ্যবর্ত্তী অন্তরিক্ষ লোক জয় করে, এবং উচ্চতার তুল্যতা হেতু সর্ব্বশেষে শস্যা দ্বারা সর্ব্বোর্দ্ধ দ্যুলোক জয় করেন। অনন্তর অশ্বল যাজ্ঞবল্ক্যের ঈদৃশ উত্তর শ্রবণে যথার্থ প্রশ্নের নির্ণয় হেতু বুঝিলেন যে, এ ব্যক্তি আমাদের দ্বারা অভিভবনীয় নহেন, ইহা মনে করিয়া নিবৃত্ত হইলেন ॥ ১০ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকে তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথম ব্রাহ্মণ সমাপ্ত।

উপনিষৎসু—তৃতীয়াধ্যায়স্য

দ্বিতীয়-ব্রাহ্মণম্ :

অথ হৈনং জারৎকারব আর্ত্তভাগঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কতি গ্রহাঃ কত্যতিগ্রহা ইত্যষ্টৌ গ্রহা অষ্টাবতি গ্রহা ইতি যে তেঽষ্টৌ গ্রহা অষ্টাবতিগ্রহাঃ কতমে ত ইতি ॥ ১ ॥

আখ্যায়িকার সহিত প্রতিপাদ্য বিষয়ের সম্বন্ধ প্রসিদ্ধ, তাহা বলা অপ্রয়োজন পূর্ব্বশ্রুতিতে কাল এবং কর্ম্মরূপ মৃত্যু হইতে অতিমুক্তি বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, যে মৃত্যু হইতে অতিমুক্তির কথা বলা হইল, সেই মৃত্যু কে যে—জীবের স্বভাবসিদ্ধ অজ্ঞানাসঙ্গের আধার যে অধ্যাত্ম ও অধিভূত বিষয়ে সীমাবদ্ধ আসঙ্গাতিশয় বা কামনা তাহার নাম মৃত্যু। সেই পরিচ্ছিন্নরূপী মৃত্যুর হস্ত হইতে অতিমুক্ত সাধকের যে অগ্ন্যাদিরূপ প্রাপ্তি হয়, তাহা উদ্গীথ প্রকরণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অশ্বলের প্রশ্নেও সেই অগ্নি প্রভৃতির কোন কোন বিশেষ ধর্ম্ম অভিহিত হইয়াছে।

কিন্তু এই যতকিছু ফল বলা হইল, তৎসমস্তই জ্ঞানসহকৃত কর্ম্মানুষ্ঠানের ফল, সেই সাধ্যসাধন (সংসার বা সাংসারিক ফলময় সাধ্য এবং কর্ম্ম তাহার সাধক) সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত বন্ধনরূপ মৃত্যুর স্বরূপ কথিত হইতেছে। কেন না, বন্ধমাত্রেরই মোচন নিতান্ত আবশ্যক। যদিও পূর্ব্বে অতিমুক্ত জীবের স্বরূপ কথিত হইয়াছে সত্য, তথাপি সেই অতিমুক্ত জীব গ্রহ মৃত্যুর ও অতিগ্রহ নামক দুইটি রূপের আক্রমণে অনিমুক্তই হইয়া থাকে। ইতঃপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, অশনায়াই (ভোগের ইচ্ছা) মৃত্যু। আবার আদিত্যস্থ পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহাই মৃত্যু এবং একই মৃত্যু বহু আকারে অবস্থিত। কিন্তু যিনি তদাত্মভাবপ্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ অভিন্নরূপে দর্শন (জ্ঞান) করেন, তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। কিন্তু তাই বলিয়া

সেই অতিমুক্তিতে মৃত্যুর গ্রহ ও অতিগ্রহ রূপের আক্রমণ নাই—এমন নহে। এই জন্য পরে কথিত হইবে যে, অন্তরীক্ষ এই মনের জ্যোতির্ম্ময় শরীর, এই আদিত্য তাহার রূপ; কথিত মমই তাহার গ্রহ; সেই মনোরূপ গ্রহ কামনারূপী অতিগ্রহ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া পড়ে। আবার ইহাও বলা হইবে যে, প্রাণ-গ্রহ সে অপানরূপ অতিগ্রহ দ্বারা আক্রান্ত; এবং বাক্-গ্রহ একটি, তাহা নামাখ্য অতিগ্রহ দ্বারা আক্রান্ত ইত্যাদি। আর অন্নত্রয়বিভাগপ্রকরণে আমরা ইহার ব্যাখ্যা ও উত্তম-রূপ বিচার করিয়াছি যে, যাহা সংসার-প্রবৃত্তিরকারণ (কর্ম্ম), তাহা নিবৃত্তির—মোক্ষের কারণ হইতে পারে না : কিন্তু কেহ কেহ এ বিষয়ে বলেন যে, না, কর্ম্মমাত্রই নিবৃত্তির কারণ—বন্ধের কারণ নহে। এ জন্যই পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে পর পর উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা হইতে বিমুক্তি হইয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা আত্যন্তিকী নহে, এই যে উত্তরোত্তর অবস্থাপ্রাপ্তি ইহাকেও পূর্ব্ব অবস্থার বিবৃত্তির জন্যই সাধক প্রাপ্ত হয়, বাস্তবিক তাহা লক্ষ্য নহে। এই জন্য বলিয়াছেন, যে পর্য্যন্ত দ্বৈতসত্যত্ব বুদ্ধি (জগতের সত্যতাজ্ঞান) বিলুপ্ত না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত মৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতি নাই, পরন্তু দ্বৈতের সত্যত্ববুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া যখন মিথ্যাত্বজ্ঞান দৃঢ় হইবে, তখনই আত্যন্তিকী মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহার পূর্ব্বে যে সকল অবস্থা মুক্তি নামে অভিহিত আছে, তৎসমস্তই আপেক্ষিকী অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত মুক্তি—আত্যন্তিকী মুক্তি নহে। কিন্তু এই সকল কথার কোন কথাই বৃহদারণ্যকের অনুমত নহে। যদি বল যে, বৃহদারণ্যক সর্ব্বাত্মতাকেই মুক্তি বলিয়াছেন এবং "তস্মাৎ তৎসর্ব্বমভবৎ" অর্থাৎ তিনি সেই ব্রহ্মজ্ঞানপ্রভাবে সর্ব্বময় হইলেন। এই শ্রুতি সর্ব্বাত্মভাবকেই মোক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উত্তর—হ্যাঁ, নির্দ্দেশ করিয়াছেন সত্য, এবং সর্ব্বাত্মভাব যে মোক্ষের প্রতি কারণ তাহাও সত্য; কিন্তু "গ্রাম-কামনাবান্ পুরুষ যজ্ঞ করিবে," "পশুকামী পুরুষ যজ্ঞ করিবে" ইত্যাদি শ্রুতি কখনই মোক্ষোপদেশক হইতে পারে না। যদি বল যে, গ্রামকামী যজ্ঞ করিবে, পশুকামী যজ্ঞ করিবে ইত্যাদি বাক্যেরও তাৎপর্য্য বিষয় গ্রাম বা পশু নহে, কিন্তু অদ্বৈত আত্মজ্ঞানই তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত। তাহাও নহে; কারণ, যদি গ্রাম-পশু প্রভৃতি এই বাক্যের তাৎপর্য্যবিষয়ীভূতই না হয়, তাহা হইলে কর্ম্মানুষ্ঠানের কালে গ্রাম-পশ্বাদি কখনও গৃহীত হইত না; অথচ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকলেই বিচিত্র কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে সেই গ্রাম,

পশু প্রভৃতি পাইয়া থাকেন। বিশেষতঃ যদি বৈদিক কর্ম্মকলাপ অদ্বৈতজ্ঞানের নিমিত্তই বিহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কদাপিও জীবকে সংসাররূপ বন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ হইতে হইত না; এমন কি, সংসারই হইত না। যদি বল যে, কর্ম্মসকল অদ্বৈত আত্মতত্ত্বপ্রতিপাদনই করিয়া থাকে, পরন্তু তাহা সম্পাদন করিবার পর আনুসঙ্গিক স্বভাবসিদ্ধ সংসার সমুৎপাদন করিয়া দেয়। যেমন কোনও রূপবান্ বস্তু প্রকাশের নিমিত্ত আলোক গ্রহণ করিলে সেই আলোক লক্ষ্য রূপেরও প্রকাশ করে এবং তত্রত্য অপরাপর বস্তুও প্রকাশিত করে, সেইরূপ কর্ম্মের আনুসঙ্গিক সংসারসিদ্ধি বলিলে ক্ষতি কি? উত্তর—না, এই-রূপ লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা অলৌকিক বিষয়ে প্রমাণ শূন্য কল্পনা হইতে পারে না। কারণ, সংসার যে অদ্বৈতপর, জ্ঞানসহকৃত বেদোক্ত কর্ম্মের আনুসঙ্গিক ফল, এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও অনুমান কোন প্রমাণই নাই; সুতরাং শব্দপ্রমাণেরও বিষয় নহে; তাৎপর্য্য এই—অপ্রত্যক্ষ বিষয় বলিয়া তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, প্রত্যক্ষাদি দ্বারা ব্যাপ্তি নাই বলিয়া উহা অনুমানেরও বিষয় নহে, এবং শাস্ত্রও এ বিষয়ে স্পষ্টাক্ষরে কিছুই বলিতেছেন না। আবার এ কথাও বলিতে পার না যে, কুল্যা-নির্ম্মাণ ও আলোকের ন্যায় এক কর্ম্মবোধক বাক্যই অদ্বৈত ভাব ও সংসার এই উভয় প্রকার অর্থ প্রতিপাদন করিবে; কারণ, এক কুল্যানির্ম্মাণ করিলে ও আলোক উৎপাদিত হইলে যে বহু ফল সিদ্ধ হয়, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ; সুতরাং সে স্থানে কোনও আপত্তি হইতে পারে না, কিন্তু কর্ম্মবোধক এক বাক্য যে মুক্তি ও সংসার এই পরস্পর বিরুদ্ধার্থদ্বয় প্রতিপাদন করিবে, ইহা কোন প্রমাণ দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

যদিও বলিতে পার যে, "বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ" ইত্যাদি মন্ত্র স্পষ্টাক্ষরে প্রবৃত্তিও নিবৃত্তি উভয় ফলই প্রতিপাদন করিতেছেন, সুতরাং ইহাই কর্ম্মের উভয়ার্থ-বোধকতার প্রতি যথেষ্ট প্রমাণ বলা যাইতে পারে। উত্তর—না, ইহা প্রমাণ হইতে পারে না; কারণ, মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য কি অপর অর্থ হইতে পারে, তাহাই প্রথম বিচার্য্য, সুতরাং সন্দিগ্ধার্থ বাক্য দ্বারা কোনরূপ বিনির্ণয় করা দুঃসাধ্য। অতএব গ্রহ ও অতিগ্রহ নামক মৃত্যুই বন্ধ, সেই বন্ধ হইতে মুক্তির উপায়নির্ণয়ের জন্য এই শ্রুতির আরম্ভ হইতেছে। ইহাই যুক্তিসিদ্ধ। অর্দ্ধজরতী * ন্যায়ে মোক্ষ ও সংসারের অন্তরালে অবস্থান যে কি কৌশলসাধ্য, তাহা আমরা জানি না।

* এক জনের অর্দ্ধেক জরাগ্রস্ত ও অর্দ্ধাংশ যৌবনপ্রাপ্ত উহাকে অর্দ্ধজরতীয় ন্যায় বলে।

কারণ, রূপ ও রসাদি দুইটি বিষয়ের মধ্যস্থানে উদাসীনভাবে থাকা যেমন দুষ্কর, তেমনই ইহা দুষ্কর বলিয়া মনে হয়। তবে যে অতিমুক্তির প্রস্তাব করিয়া তদনন্তরই গ্রহ ও অতিগ্রহের কথা বলিয়াছেন, তাহাও তাৎপর্য্যানুসন্ধানের ফলে। অর্থাৎ এই বিশ্বপ্রপঞ্চ সমুদয় সাধ্য ও সাধনময় বন্ধন-স্বরূপ ; কারণ, গ্রহাতিগ্রহের কুক্ষিতেই সমস্ত পতিত। কাজেই সেই গ্রহাতিগ্রহরূপ বন্ধের স্বরূপজ্ঞানার্থ অতিমুক্তির প্রস্তাবে তাহাদের উক্তি সঙ্গত হইল। কেন না, যদি বন্ধের স্বরূপ জানা থাকে, তাহা হইলেই ঐ বন্ধের পরিত্যাগ সম্ভবপর হয় নচেৎ অন্ধের পথিপর্য্যটনের ন্যায় কিছুতেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে না ; অতএব মোক্ষলাভের জন্যই গ্রহাতিগ্রহের স্বরূপ প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্রুতিস্থ "হ" শব্দটি প্রস্তাবের পৌরাণিকত্বের জ্ঞাপক। অনন্তর বাদী অশ্বল প্রশ্ন হইতে নিবৃত্ত হইলে জরৎকারুবংশসম্ভূত আর্ত্তভাগ (ঋতভাগের পুত্র) যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্মুখীন করিবার জন্য বলিলেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য ! পূর্ব্বোক্ত গ্রহ এবং অতিগ্রহ কত ? এক্ষণে এই প্রশ্নের উপর প্রশ্ন এই যে, পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন কি জ্ঞাত গ্রহাতিগ্রহবিষয়ে, অথবা অজ্ঞাত গ্রহাতিগ্রহবিষয়ে ? যদি জ্ঞাত-গ্রহাতিগ্রহ-বিষয়ে প্রশ্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে গ্রহাতিগ্রহের জ্ঞানের সহিত তাহাতে সংখ্যারূপ গুণও পরিজ্ঞাত হইয়াছে বলিতে হইবে, সুতরাং সংখ্যাবিষয়ক প্রশ্ন কোনরূপেই সঙ্গত হইতে পারে না। আর যদি বল যে, না, গ্রহ ও অতিগ্রহ জ্ঞাত নহে, অতএব অজ্ঞাত গ্রহাতিগ্রহবিষয়ে প্রশ্ন হইয়াছে, তাহাও বলিতে পার না। গ্রহাতিগ্রহ যদি অজ্ঞাতই হয়, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথমে তাহার স্বরূপ প্রশ্ন (গ্রহ ও অতিগ্রহ কি ?) করাই উচিত, তাহা না করিয়া তাহার সংখ্যার প্রশ্ন হইল কেন ? আবার পূর্ব্বে যাহার সাধারণ জ্ঞান থাকে, পরে তাহারই বিশেষ ধর্ম্ম জানিবার নিমিত্ত বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা হয়, যেমন সামান্যরূপে কঠ (বেদের শাখা) যিনি জানেন, তিনিই তদ্গত বিশেষ ধর্ম্ম জানিবার নিমিত্ত "কতমে কঠাঃ" অর্থাৎ কঠের সংখ্যা কত ? এইরূপ প্রশ্ন করেন, কিন্তু এই "গ্রহ ও অতিগ্রহ," ইহাদের একটিও লৌকিক প্রসিদ্ধ কথা নহে, যাহাতে সাধারণ জ্ঞানের পূর্ব্বে তদ্গত বিশেষ ধর্ম্মের (সংখ্যার) জিজ্ঞাসা সঙ্গত বলিব।

যদি বল যে, কেন ? পূর্ব্বে যে "অতিমুচ্যতে" বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারাই গ্রহাতিগ্রহের সামান্যাকারে জ্ঞান হওয়া সম্ভব। পুনশ্চ সেই গ্রহ-গৃহীতের মোক্ষকে মুক্তি বলিয়া তাহাকেই অতিমুক্তি স্বরূপ বলা হইয়াছে, অতএব বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বে সামান্যাকারে প্রাপ্ত গ্রহাতিগ্রহেরই এখানে বিশেষাকারে

প্রশ্ন। এখানে এ কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, পূর্ব্বে বাক্, চক্ষুঃ, প্রাণ ও মন এই চারি প্রকার গ্রহ ও অতিগ্রহের উল্লেখ হেতু তদ্গত চারি সংখ্যা সুতরাংই পরিজ্ঞাত আছে; তবে সংখ্যাবিষয়ে প্রশ্ন সঙ্গত কিরূপে? উত্তর,—হাঁ, চারি সংখ্যা পরিজ্ঞাত হইলেও সামান্যরূপেই হইয়াছে; কিন্তু তাহার চারি সংখ্যা অভিপ্রেত নহে বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন নাই। এক্ষণে তাহার নির্দ্ধারণার্থ এই প্রশ্ন হইয়াছে যে, গ্রহ কত এবং অতিগ্রহই বা কত? গ্রহ ও অতিগ্রহের অষ্ট সংখ্যাই এখানে বক্তার অভিপ্রেত এবং এই অষ্ট সংখ্যা নির্দ্ধারণের নিমিত্তই এখানে পুনরায় দ্বিরুক্ত প্রশ্ন যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। "তাহাই মুক্তি" "উহাই অতিমুক্তি" ইহা দ্বারা গ্রহ ও অতিগ্রহ সামান্যাকারে সিদ্ধ আছে, এই জন্য আর্ত্তভাগ বিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, গ্রহ কত এবং অতিগ্রহই বা কত? যাজ্ঞবল্ক্য তাহার উত্তর করিলেন যে,—গ্রহ আটটি এবং অতিগ্রহও আটটি। অর্থাৎ গ্রহ ও অতিগ্রহ অষ্ট সংখ্যার ন্যূনও নহে, অধিকও নহে। গ্রহবিশেষের নিয়ম জানিবার নিমিত্ত পুনশ্চ আর্ত্তভাগ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কথিত অষ্টসংখ্যক গ্রহ ও অতিগ্রহ নিয়মতঃ কাহাকে কাহাকে বুঝিব? ॥ ১ ॥

প্রাণো বৈ গ্রহঃ সোঽপানেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতোঽপানেন হি গন্ধাঞ্জিঘ্রতি ॥ ২ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন যে, প্রাণই গ্রহ। সেই প্রাণ-গ্রহ অপাননামক অতিগ্রহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত। যেহেতু, অপান দ্বারা প্রাণিগণ গন্ধ গ্রহণ করে। পূর্ব্বাপর ইন্দ্রিয়ের প্রস্তাব বশতঃ এখানে প্রাণ শব্দের অর্থ ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও প্রকরণ দ্বারা বায়ুর প্রসঙ্গ অবগত হওয়া যায়। অপান শব্দের অর্থ ঘ্রাণের বিষয় গন্ধ। কারণ, অপানই গন্ধের বাহক। ইহার তাৎপর্য্য এই—বায়ুসহিত ঘ্রাণেন্দ্রিয় ঘ্রাণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গন্ধদ্বারা আক্রান্ত। যেহেতু, সমস্ত লোকই ঘ্রাণে ইন্দ্রিয় দ্বারা অপান-সমাহৃত গন্ধ গ্রহণ করে ॥ ২ ॥

বাগ্বৈ গ্রহঃ স নাম্নাতিগ্রাহেণ গৃহীতো বাচা হি নামান্যভিবদতি ॥ ৩ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য পুনশ্চ বলিলেন যে, বাক্ই গ্রহ। কারণ, সেই বাক্গ্রহ পরিচ্ছিন্ন। শরীরাভ্যন্তরে থাকিয়া আসক্তির বিষয়ে অবস্থিত এবং অসত্য অপ্রিয় অশ্লীল

বীভৎস ও কঠোরাদি উক্তিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণীকে ভ্রষ্ট করে। সেই গ্রহরূপী বাগিন্দ্রিয় নামরূপ অতিগ্রহ দ্বারা আক্রান্ত, অর্থাৎ বাক্-নামক গ্রহ, বক্তব্য (যাহা বলা যায়) যে নাম, সেই নামাখ্য অতিগ্রহ দ্বারাই আসক্ত হয়। কারণ, বস্তুর নাম বলিবার নিমিত্তই একমাত্র বাক্যের আবশ্যকতা, অতএব বক্তব্য বিষয়সকল অতিগ্রহ, এই অতিগ্রহের কার্য্য বক্তব্যের উক্তিনিষ্পাদন, সেই কার্য্য সমাপ্ত না হইলে বাগিন্দ্রিয়ের মুক্তি নাই, এই জন্যই বক্তব্যবিষয় তাহার অতিগ্রহ জানিবে। পর পর শ্রুতিরও এইরূপ তাৎপর্য্য জানিতে হইবে ॥ ৩ ॥

জিহ্বা বৈ গ্রহঃ স রসেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতো জিহ্বয়া হি রসান্ বিজানাতি ॥ ৪ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, ঐরূপ এই রসনেন্দ্রিয়ই গ্রহ, উহা রসনাগ্রাহ্য রস নামক অতিগ্রহ দ্বারা আকৃষ্ট হয়। কারণ, জীব এক রসনার সাহায্যে রসাস্বাদন করে। অতএব রস তাহার অতিগ্রহ ॥ ৪ ॥

চক্ষুর্ব্বৈ গ্রহঃ স রূপেণাতিগ্রাহেণ গৃহীতশ্চক্ষুষা হি রূপাণি পশ্যতি ॥ ৫ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, এই চক্ষুই গ্রহ, সেই চক্ষুগ্রহ রূপনামক অতিগ্রহ দ্বারা বশীভূত হইয়া থাকে, এই রূপের অনুরোধে বা প্রলোভনেই চক্ষু নানাবিধ অপকৃষ্ট বৃত্তি আশ্রয় করে। যেহেতু, পুরুষ যত কিছু অকার্য্য করে, প্রায় তৎসমস্তই এই চক্ষু দ্বারা করে, সুতরাং দর্শনবিষয়ে চক্ষুই সমস্ত অনর্থের মূল ॥ ৫ ॥

শ্রোত্রং বৈ গ্রহঃ স শব্দেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ শ্রোত্রেণ হি শব্দাঞ্ছৃণোতি ॥ ৬ ॥

পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, শব্দ গ্রহণের কারণ শ্রোত্রই গ্রহ, সেই শ্রোত্রাখ্য গ্রহ শব্দাখ্য অতিগ্রহ কর্তৃক বশীকৃত। কারণ, শ্রোত্রের দ্বারাই জীব উত্তমাধম শব্দ শ্রবণ করে ॥ ৬ ॥

মনো বৈ গ্রহঃ স কামেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতো মনসা হি কামান্ কাময়তে ॥ ৭ ॥

পুনরপি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, সংকল্প ও বিকল্পস্বভাবসম্পন্ন মনও একটি গ্রহ, সেই মনোরূপ গ্রহ কামনারূপ অতিগ্রহ কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। কারণ, জীব যত প্রকার কামনা করে, তাহা এই মন দ্বারাই সম্পাদন করিয়া থাকে। কামনা নষ্ট না হইলে মনের মুক্তি নাই ॥ ৭ ॥

হস্তৌ বৈ গ্রহঃ স কর্ম্মণাতিগ্রাহেণ গৃহীতো হস্তাভ্যাং হি কর্ম্ম করোতি ॥ ৮ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য আরও বলিলেন যে, মনুষ্যের এই হস্তদ্বয়ও একটি গ্রহ এবং এই গ্রহ কর্ম্মরূপ অতিগ্রহ দ্বারা বশীভূত। যেহেতু, জীব এই হস্ত দ্বারা শুভাশুভ কর্ম্ম সম্পাদন করে। যাবৎ হস্তক্রিয়া থাকিবে, তাবৎ তাহা হইতে হস্তের অব্যাহতি নাই ॥ ৮ ॥

ত্বগ্বৈ গ্রহঃ স স্পর্শেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতস্ত্বচা হি স্পর্শান্ বেদয়ত ইত্যেতেঽষ্টৌ গ্রহা অষ্টাবতিগ্রহাঃ ॥ ৯ ॥

এবং ত্বগিন্দ্রিয়ও অন্যতম গ্রহ। সেই ত্বক্ স্বীয় বিষয়স্পর্শরূপ অতিগ্রহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন; কারণ, জীব ত্বক্ দ্বারাই সমস্ত স্পর্শ অনুভব করিয়া থাকে। প্রাণ অবধি এই ত্বক্ পর্য্যন্ত অষ্টবিধ গ্রহ ও অতিগ্রহ সবিস্তারে নিরূপিত হইল ॥ ৯ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদꣳ সর্ব্বং মৃত্যোরন্নং কা স্বিৎ সা দেবতা যস্যা মৃত্যুরন্নমিত্যগ্নির্ব্বৈ মৃত্যুঃ সোঽপামন্নমপ পুনর্ম্মৃত্যুং জয়তি ॥ ১০ ॥

এইরূপে গ্রহাতিগ্রহের প্রস্তাব সম্পূর্ণ হইলে পর আর্ত্তভাগ পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য! এই সমস্ত জগৎই মৃত্যুর অন্ন

অর্থাৎ মৃত্যুকবলিত। দেখা যায়, উৎপত্তিশীল সমস্ত বস্তুই গ্রহ ও অতিগ্রহরূপ মৃত্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া উৎপন্ন ও বিপন্ন অর্থাৎ বিনষ্ট হয়; কিন্তু এমন কোন্ দেবতা আছেন—স্বয়ং (গ্রহাতিগ্রহরূপী) মৃত্যুও যাঁহার অন্ন হয়; অর্থাৎ সর্ব্ব-লোকের মৃত্যুও যাঁহার নিকট পরাস্ত হয়। শ্রুত্যন্তরে আছে, "মৃত্যু যাঁহার অধীন" ইত্যাদি। বাদীর ঈদৃশ প্রশ্ন করিবার অভিপ্রায় এই যে, প্রতিবাদী যদি মৃত্যুরও মৃত্যু নির্দ্দেশ করেন, তাহা হইলে অনবস্থা-দোষ ঘটিবে, অর্থাৎ প্রতিবাদী যদি বলেন যে, মৃত্যুরও মৃত্যু আছে, তাহা হইলে পুনশ্চ তাঁহার প্রতি সেই জিজ্ঞাসাই হইবে যে, যাহাকে মৃত্যুর মৃত্যুরূপে বলা হইল, সেই মৃত্যুর মৃত্যু কে? পুনশ্চ তাহার মৃত্যু কে? তাহার মৃত্যু কে? ইত্যাকার অনবস্থা অর্থাৎ যে উত্তরের আর কোন স্থানে অবস্থান অর্থাৎ বিশ্রাম বা শেষ নাই, সেই দোষ থাকিয়া যায়। পক্ষান্তরে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, মৃত্যুর আর দ্বিতীয় মৃত্যু নাই, তাহা হইলেও নির্মুক্তিভাবের আপত্তি হইয়া পড়ে অর্থাৎ গ্রহাতিগ্রহ-নামক মৃত্যু হইতে আর কস্মিন্‌কালেও মোক্ষ হইতে পারে না; যেহেতু, গ্রহাতিগ্রহ-নামক মৃত্যুর বিনাশ সম্পাদিত হইলেই মুক্তি সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ যদি বাস্তবিকই জিজ্ঞাস্য মৃত্যু মৃত্যুরও মৃত্যুস্বরূপ হয়, তবে তাহা হইতে গ্রহাতিগ্রহরূপী মৃত্যুর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অতএব মৃত্যুরও মৃত্যু আছে অথবা নাই, এ উভয় পক্ষেই নির্দ্দোষ উত্তর দুর্ব্বাচ্য। এইরূপ নিরুত্তরপ্রায় প্রশ্ন মনে করিয়া আর্ত্তভাগ সাহঙ্কারে যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, বল দেখি, তবে মৃত্যুর মৃত্যু কে? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন যে, হাঁ, মৃত্যুরও মৃত্যু আছে; মৃত্যুর মৃত্যু আছে, এ কথা বলায় পূর্ব্বোক্ত অনবস্থা-দোষ হয় না। কারণ, যিনি সর্ব্বমৃত্যুস্বরূপ, তাঁহার আর মৃত্যুসম্ভব কি? কেন না, এখানে সর্ব্বমৃত্যুরূপে যাঁহাকে বলা হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ভিন্ন অন্য কিছু নহে, সুতরাং একবার পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎ-কারলাভ হইলেই আর তাহার বিনাশ নাই। যদি বল, কিরূপে জানা যাইবে যে, মৃত্যুর মৃত্যু আছে? তাহার উত্তর প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অর্থাৎ মৃত্যুরও যে মৃত্যু আছে, ইহা সর্ব্বজনপ্রত্যক্ষসিদ্ধ। যেমন অগ্নি সর্ব্ববস্তু ভস্ম করে বলিয়া মৃত্যু, ইহা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ। সেই অগ্নিরূপ মৃত্যু আবার জল কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, সুতরাং জল মৃত্যুর (অগ্নির) মৃত্যু; অতএব অগ্নি জলের অন্ন—বিনাশ্য। কাজেই অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, মৃত্যুরও মৃত্যু আছে; এবং সেই মৃত্যুর মৃত্যুই পূর্ব্বোক্ত গ্রহাতিগ্রহসমূহকে গ্রাস করেন। পূর্ব্বোক্ত গ্রহাতিগ্রহরূপ বন্ধন ছিন্ন

হইলে, অর্থাৎ সর্ব্বমৃত্যু কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে জীবের এই সংসার হইতে মোক্ষ যুক্তিসিদ্ধ হয়। পূর্ব্বে গ্রহাতিগ্রহকে বন্ধনস্বরূপ বলিয়া এক্ষণে এই বন্ধনচ্ছেদন দ্বারা যে মুক্তি হইতে পারে, তাহা সাধিত হইল। অতএব বন্ধনমোক্ষের নিমিত্ত পুরুষ চেষ্টা করিবেন—চেষ্টা ফলবতী হইবে, তাহা দ্বারা মৃত্যু জয় করা যাইবে॥ ১০॥

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়ত উদস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্ত্যাহো৩ নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যোঽত্রৈব সমবনীয়ন্তে স উচ্ছ্বয়ত্যাধ্মায়ত্যাধ্মাতো মৃতঃ শেতে॥ ১১॥

পরমাত্মসাক্ষাৎকাররূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট মৃত্যু কর্ত্তৃক গ্রহাতিগ্রহরূপী মৃত্যু সকল বিনাশিত হইলে ব্রহ্মবিৎ মুক্তপুরুষ যে সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন, সেই সময় এই মুমূর্ষু বিদ্বানের গ্রহ-নামক বাগাদি ইন্দ্রিয়সকল ও বাসনারূপী অন্তর্বর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত নামাদি অতিগ্রহ প্রয়োজক কর্ম্মসহকারে উর্দ্ধদিকে উৎক্রান্ত হয়? অথবা নহে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, না, সেই মুমূর্ষু জ্ঞানী ব্যক্তির বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ ও বাসনা সমুদায় উর্দ্ধে যায় না, কিন্তু এই দেহেতেই পরমাত্মার সঙ্গে একীভাব প্রাপ্ত হইয়া লীন হইয়া থাকে। অজ্ঞানিগণের করণসমূহ যেমন শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়, জ্ঞানী পুরুষের অবস্থা ঠিক ইহার বিপরীত; তাহার ইন্দ্রিয়াদি স্বীয় কারণ পরমপুরুষ পরমাত্মায় লীন হয়; অর্থাৎ যেমন তরঙ্গমালা সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া পুনরপি সমুদ্রগর্ভেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, তেমন জ্ঞানী পুরুষের ইন্দ্রিয়াদিও পরমকারণেই বিলীন হয়। এ বিষয়ে অন্যান্য শ্রুতিও কলা-নামক ইন্দ্রিয়বর্গের পরমাত্মায় বিলয় প্রদর্শন করিতেছেন। "এইরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারী পুরুষের তদাশ্রিত শব্দস্পর্শাদি সহিত একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ এই ষোড়শ প্রকার বিকার স্বকারণ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া অস্তমিত হয়; তাহাদের আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। এইরূপে ইন্দ্রিয়গণের পরমাত্মার সহিত অবিভাগ (একত্ব) প্রদর্শিত হয়। জ্ঞানীর মৃত্যুদশাতে ইন্দ্রিয়গণ দেহ হইতে বহির্গত না হইলেও তাঁহাকে যে মৃত বলিব না, তাহা নহে; কারণ, ইন্দ্রিয়বিলয়ের পর তাঁহার শরীর ক্রমে ক্রমে স্ফীততা প্রাপ্ত হয় এবং চর্ম্মভস্ত্রার মত বাহ্যবায়ু কর্ত্তৃক পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, তৎকালে জীবৎশরীরের ন্যায় উহাতে কোনরূপ ক্রিয়া পরিদৃষ্ট হয় না।

তবে উক্ত শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, পুরুষ জ্ঞানবলে এই সংসারবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিলে তাহার আর কোথাও যাইতে হয় না, এইমাত্র ॥ ১১ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যেতিহোবাচ যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়তে কিমেনং ন জহাতীতি, নামেত্যনন্তং বৈ নামানন্তা বিশ্বেদেবা অনন্তমেব স তেন লোকং জয়তি ॥ ১২ ॥

এক্ষণে পূর্ব্ব-শ্রুতির উপর জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, জ্ঞানীর মৃত্যুদশাতে কি কেবল প্রাণসকলই (ইন্দ্রিয়) বিলয় প্রাপ্ত হয়? না—ইন্দ্রিয়াদির প্রয়োজক কর্ম্ম সকলও বিলীন হয়? যদি বল যে, কেবল প্রাণেরই বিলয় হয়, তৎপ্রযোজক কর্ম্মের লয় হয় না, তাহা হইলে কারণসত্ত্বে কার্য্যের অবশ্যম্ভাবিতা বশতঃ কর্ম্মরূপ কারণের বর্ত্তমানতাহেতু পুনশ্চ মৃত জ্ঞানী ব্যক্তি ইন্দ্রিয় লাভ করিতে পারেন? কিন্তু তাহা দেখা যায় না। আর যদি কর্ম্মাদি সকলই লয় হয় বলা যায়, তাহা হইলেই মুক্তির সম্ভাবনা;—তাহা হইলেই বিবেচক পুরুষদিগের মোক্ষের নিমিত্ত যত্ন হইতে পারে; কেবল এই বিষয়টুকু জানিবার অভিপ্রায়ে আর্ত্তভাগ পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যে সময়ে এই পুরুষ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া সমস্ত পরিত্যাগ করিতে থাকে, তখন একমাত্র কোন্ বস্তু তাহাকে ত্যাগ করে না? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন যে, নাম (সংজ্ঞা);—অর্থাৎ মুমূর্ষু ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত লয় পাইয়া যায়, একমাত্র নাম লয় পায় না। কারণ, নাম আকৃতির সহিত সম্বদ্ধ, সুতরাং নিত্য, চিরদিনের জন্য সে থাকিয়া যায়, নচেৎ আর আর সমস্তই লয় পাইয়া থাকে। এই নামকে যে অনন্ত বলা হয়, তাহা তাহার সংখ্যার জন্য নহে, কিন্তু কালকৃত অর্থাৎ অনন্তকাল নামটি থাকিয়া যায় বলিয়া তাহাকে অনন্ত বলা হইয়াছে। নাম অনন্ত বলিয়াই তাহার অধিপতি বিশ্বদেবগণও অনন্ত। যিনি নামাধিপতি সেই অনন্ত বিশ্বদেবগণকে আত্মবোধে উপাসনা করেন, তিনি অনন্তদর্শন হেতু অনন্ত লোক জয় করেন, অর্থাৎ সমস্ত লোকে তাঁহার অক্ষুণ্ণ প্রভুতা হয় ॥ ১২ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যং মনশ্চন্দ্রং দিশঃ শ্রোত্রং পৃথিবীꣳ শরীরমাকাশমাত্মৌষধীর্লোমানি বনস্পতীন্ কেশা অপ্সু লোহিতঞ্চ রেতশ্চ নিধীয়তে ক্বায়ং তদা পুরুষো ভবতীত্যাহর সৌম্য হস্তমার্ত্তভাগ! আবামেবৈতস্য বেদিষ্যাবো ন নাবেতৎ সজন ইতি।

তৌ হোৎক্রম্য মন্ত্রয়াঞ্চক্রাতে তৌ হ যদূচতুঃ কর্ম্ম হৈব তদূচতুরথ যৎপ্রশশꣳসতুঃ কর্ম্ম হৈব তৎপ্রশশꣳসতুঃ পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেনেতি ততো হ জারৎকারব আর্ত্তভাগ উপররাম ॥ ১৩ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকে দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্

মৃত্যুরূপী গ্রহাতিগ্রহবন্ধনের বৃত্তান্ত সবিশেষভাবে নিরূপিত হইল এবং এই মৃত্যুরও মৃত্যু আছে বলিয়া মুক্তির সম্ভাবনাও দেখান হইয়াছে। আবার সেই মুক্তিও যে অন্য কিছু নহে, কেবল প্রদীপনির্ব্বাণের ন্যায় গ্রহাতিগ্রহসকলের ইহলোকেই প্রলয়মাত্র, তাহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত মৃত্যুরূপী গ্রহাতিগ্রহ-নামক বন্ধনের যাহা কারণ, তাহা নিরূপণ করিবার জন্য পরবর্ত্তী শ্রুতির অবতারণা হইতেছে।

কেহ কেহ পরবর্ত্তী শ্রুতির অবতারণা সম্বন্ধে অন্যরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তাঁহারা বলেন যে, সমূলে গ্রহাতিগ্রহের বিনাশ হইলেও জীবের মুক্তি হয় না। কারণ, তখন জীব নামমাত্র অবশিষ্ট থাকে ও পরমাত্মা হইতে সম্ভূত অবিদ্যা ঊষর ক্ষেত্রের মত উৎপাদিকা-শক্তিহীন হয়, জীব সেই অবিদ্যাবিমুক্ত ও ভোগ্য জগৎ হইতে পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত থাকিয়া উৎসন্নপ্রায় কাম ও কর্ম্মহেতু বাসনার অন্তরালে অপূর্ব্বভাবে অবস্থিতি করেন মাত্র। এই জন্য তখন সেই জীবের অদ্বৈত পরমাত্মার সহিত একাত্মতা সাক্ষাৎকার দ্বারা প্রচলিত দ্বৈত জ্ঞানকে অপনীত করা আবশ্যক। এই জন্য পরবর্ত্তী শ্রুতিতে সেই পরমাত্মদর্শনের কথাই বক্তব্য হইতেছে। এইরূপে অপবর্গ-নামক একটি মধ্যমাবস্থা

কল্পনা করিয়া তাঁহারা পরবর্ত্তী গ্রন্থের সহিত সম্বন্ধ যোজনা করেন। এ স্থানে আমাদের (ভাষ্যকারের) বক্তব্য এই যে, যদি কর্ম্মোপযোগী ইন্দ্রিয়ই বিশীর্ণ হইল, তবে সুতরাং দেহও বিনষ্ট হইল, এরূপ অবস্থায় পরমাত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিবে কে? অর্থাৎ তত্ত্বজিজ্ঞাসু শ্রবণাদি-ইন্দ্রিয়সাহায্যেই ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণাদি করিয়া থাকেন, কিন্তু যদি শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় না থাকে, তবে অদ্বৈতবোধের উপায় কি? সুতরাং কথিত মধ্যমাবস্থায় অবস্থিত পুরুষের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি মোক্ষোপযোগী কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হইতে পারে না। তাঁহারা নিজের মুখেই স্বীকার করিয়াছেন যে, সেই অবস্থায় জীব নামমাত্রাবশিষ্ট থাকেন; তৎকালে মনোভাব আর কিছুই থাকে না। অথচ শ্রুতি বলিয়াছেন যে, তৎকালে জীব মৃত হইয়া নিশ্চেষ্টাবস্থায় থাকে। এইরূপ পরস্পর অসংলগ্ন বাক্যাবলীর কল্পনা দ্বারাও সমাধান করা যায় না। আর যদি বল যে, মৃত্যুর পর নহে, পুরুষ জীবদ্দশাতেই সর্ব্বপ্রকার জাগতিক ভোগরাশি হইতে বিমুখ হইয়া কেবলমাত্র অবিদ্যাবিশিষ্ট হইয়া থাকেন, ইহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই কল্পনার ভিত্তি কি? যদি বল যে, সমস্ত দ্বৈত বস্তুতে আত্মার একত্বপ্রতীতিই তাহার প্রতি কারণ, ইহা বলিতে পার না; কারণ, তাহা ইতঃপূর্ব্বেই নিরাকৃত হইয়াছে। তথায় কথিত হইয়াছে যে, জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্মসহকৃত দ্বৈতের সহিত আত্মার অভেদ দর্শন করিয়া কর্ম্ম বা কর্ম্মবাসনা থাকিতে যদি মৃত ও ইন্দ্রিয়লয়প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে হয় তিনি জগদাত্মজ্ঞানে পরজন্মে জগদাত্মভাব বা হিরণ্যগর্ভস্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন, আর না হয় ইন্দ্রিয়লয় না হইলে জীবদ্দশায় ভোগ্যবস্তু হইতে বিরক্ত হইয়া পরমাত্মজ্ঞানের জন্য অগ্রসর হইয়া থাকিবেন; তদ্ভিন্ন উক্ত মধ্যমাবস্থা কখনই শ্রুতির অভিপ্রেত নহে। একপ্রযত্নসাধ্য এক উপায়ে এই উভয় বস্তু কখনও লাভ করা যাইতে পারে না। যদি অবস্থিত কর্ম্ম হিরণ্যগর্ভের স্বরূপপ্রাপ্তির কারণ, এ কথা বল, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ, যাহা পরমাত্মার আভিমুখ্যলাভের কারণ, তাহা হিরণ্যগর্ভস্বরূপলাভের কারণ হয় না। পক্ষান্তরে, উক্ত কর্ম্মকে ভোগনিবৃত্তির কারণ বলিলে আর হিরণ্যগর্ভস্বরূপপ্রাপ্তির কারণ বলা যাইতে পারে না; যেহেতু, যাহা গমনের কারণ, তাহাই আবার গমননিবৃত্তির কারণ হওয়া অসম্ভব। যদি বল যে, মরণানন্তর জীব হিরণ্যগর্ভকে প্রাপ্ত হইয়া পরে ইন্দ্রিয়গণের হিরণ্যগর্ভে লয় ঘটিলে একমাত্র নামাবশেষে পরমাত্মজ্ঞান লাভ করিতে অধিকারী হন। উত্তর—তাহা হইলে আমাদের জন্য পরমাত্মজ্ঞানোপদেশ অনর্থক;

সুতরাং মোক্ষোপদেশক শাস্ত্র ও বৃথা। কেন না, যখন হিরণ্যগর্ভলোকে না যাইলে মুক্তি দুর্লভ, তখন আমাদের পক্ষে মুক্তির উপদেশক শাস্ত্র সর্ব্বতোভাবেই বৃথা। অথচ শাস্ত্রকারগণ এবং "তদ্যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত" অর্থাৎ দেবতার মধ্যেও যাঁহারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,—ইত্যাদি শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে সমস্ত পুরুষকেই ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা পুরুষার্থ-লাভের উপদেশ করিতেছেন। অতএব কারণের সহিত গ্রহাতিগ্রহ বিনাশিত হইলেও মুক্তি হয় না, পরন্তু তৎপরে পরমাত্ম-দর্শন আবশ্যক ইত্যাদি কল্পনা শ্রুতি-স্মৃতি ও প্রমাণবিরুদ্ধ বলিয়া সর্ব্বথাই হেয়।

সে যাহা হউক, এক্ষণে প্রস্তাবিত কথা বর্ণিত হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথমে বক্তব্য এই যে, সেই গ্রহাতিগ্রহরূপ বন্ধন জীবের জন্য কে প্রয়োগ করে অর্থাৎ কাহার প্রেরণায় জীব সেই গ্রহাতিগ্রহরূপ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহারই নির্দ্ধারণের অভিপ্রায়ে শ্রুতি বলিতেছেন যে, যখন হস্তপদ-মস্তকাদি-বিশিষ্ট সেই অসম্যগ্‌দর্শী জীব মৃত হয়, তখন তাহার বাক্ স্বকারণ অগ্নিতে বিলীন হয়, প্রাণবায়ু বাহ্য বায়ুর সঙ্গে মিলিয়া যায়, চক্ষুর্দ্বয় আদিত্যকে আশ্রয় করে, মন চন্দ্রেতে লয় পায়, কর্ণ দিঙ্মণ্ডলকে অবলম্বন করে, স্থূল শরীর পৃথিবীতে মিশিয়া যায়, আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মার বাসস্থান হৃদয়াকাশ মহাকাশের সঙ্গে একীভাব ধারণ করে, শরীরস্থ লোমসকল ঔষধিকে (তৃণ-বিশেষকে) আশ্রয় করে, কেশগুলি বনস্পতিসহ বিলীন হয়, রক্ত ও শুক্র নিজ কারণ জলে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। (তাহা হইতে পুনরুত্থান দেখা যায়, এই জন্য তাহাতে প্রবিষ্ট বা নিহিত হয় বলা হইল)। সে সময় এই পুরুষ জীব কোথা থাকে ?—এই প্রকরণে যেখানে বাক্, প্রাণ প্রভৃতির লয়ের কথা আছে, সেখানে বাগাদি শব্দের অর্থ তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা বুঝিতে হইবে ; কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ নহে ; কারণ, তাহারা মুক্তির পূর্ব্বে চলিয়া যায়। তৎকালে দেবতা কর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়গণ এবং কর্ত্তারহিত কুত্রাপি ন্যাসীকৃত কুঠারাদি ঠিক একরূপ নিষ্কর্ম্মা অচেতন। অর্থাৎ যেমন কুঠারাদি নিজে কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, তেমন অচেতন ইন্দ্রিয়গণও তৎকালে নিষ্কর্ম্মা থাকে। পুরুষ এই অবস্থায় সর্ব্ববিমুক্ত বিদেহ হইয়া স্বতন্ত্রতার অভাবে তৎকালে কাহাকে আশ্রয় করেন, ইহাই জিজ্ঞাস্য। যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মা পুনশ্চ শরীরেন্দ্রিয়সমষ্টি গ্রহণ করে এবং গ্রহ ও অতিগ্রহরূপ বন্ধনদ্বয় যাহা দ্বারা জীবের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়, সেই আশ্রয় কে ? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন যে, তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ে বহু মতভেদ আছে—স্বভাব, যদৃচ্ছা, কাল, কর্ম্ম, দৈব, বিজ্ঞানমাত্র ও শূন্য প্রভৃতি বাদিগণ অনেক প্রকার কারণ কল্পনা করিয়া থাকেন।

তন্মধ্যে মীমাংসকগণ বলেন যে, জগৎ স্বভাবপ্রসূত, সুতরাং মৃত্যুর পরে জীব এই স্বভাবকে আশ্রয় করে। লোকায়তিক বুদ্ধগণ বলেন যে, না, জগৎ স্বভাবপ্রসূত নহে, যদৃচ্ছাক্রমে অর্থাৎ আকস্মিকভাবে উৎপত্তি হয় এবং ইহাই জীবের আশ্রয়। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলেন যে, না—এ কথাও নহে কালই সকলের কর্ত্তা, অতএব কালই তদবস্থায় জীবের আশ্রয়; এবং পৌরাণিকগণ বলেন যে, না—এ সব কথাই মিথ্যা, জীবের যত কিছু হয়, তৎসমস্তই কর্ম্ম দ্বারা হয়; অতএব কর্ম্মই আশ্রয়। দেবতৈকান্তিক বা বৈদিক-গণ বলেন যে, না, ইহাও কথা নহে, এক দৈবই সকলের প্রতি কারণ; সুতরাং মৃত্যুর পর এই দৈবই জীবের আশ্রয়, দৈবই জীবের সংসারে প্রেরক। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বলেন যে, ক্ষণিক বিজ্ঞান হইতেই জগতের উৎপত্তি, সুতরাং সেই ক্ষণিক বিজ্ঞানই জীবের আশ্রয়; আর অপর বৌদ্ধ-সম্প্রদায় বলেন যে, ইহাও মিথ্যা কথা, যেমন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইলে তাহার আর কিছু অস্তিত্ব থাকে না, এক-মাত্র শূন্যই লক্ষিত হয়, তেমন এই সমস্ত বস্তুরই পরিমাণ এক প্রকার শূন্য। মৃত্যুর পরে এই শূন্যই জীবের আশ্রয়। অতএব "মৃত্যুর পরে জীবের আশ্রয় কি?" এই প্রশ্ন বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত বাদিগণের বিবিধ মতভেদ থাকায় সহজতঃ জল্প বা জিগীষার্থ বিচার দ্বারা কোনরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করা সুকঠিন; এ জন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে সৌম্য! আর্ত্তভাগ! তুমি যদি যথার্থ বস্তু নির্ণয় করিতে চাও, তাহা হইলে হস্তে হস্ত সমর্পণ কর, এস, তুমি আর আমি এই দুই জনেই তোমার এই প্রশ্নের জ্ঞাতব্য বিষয় নিরূপণ করিব।

যেহেতু, তোমার প্রশ্ন-বিষয় অতি দুর্জ্ঞেয়, ইহা এত জনাকীর্ণ স্থানে নির্ণয় করা অসম্ভব, অতএব এস, আমরা নির্জ্জন স্থানে যাইয়া এই প্রশ্নের তত্ত্বনিরূপণ করি। অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য ও আর্ত্তভাগ নির্জ্জন স্থানে যাইয়া যাহা কহিলেন, তাহা শ্রুতি প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য ও আর্ত্তভাগ এক নির্জ্জন স্থানে যাইয়া প্রথমতঃ লৌকিকবাদিগণের (যাহারা শাস্ত্রদৃষ্টিবর্জ্জিত) মত সকল উত্থাপিত করিয়া একে একে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাঁহারা দুই জনে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পক্ষ-সকল পরিত্যাগ করিয়া যে যে পর পর পক্ষ স্থির করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।—জীব যে পুনঃ পুনঃ এই কার্য্যকরণ-সংঘাত (দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি) পরিগ্রহ করেন, তাহার প্রতি কর্ম্মই কারণ, তাহাই জীবের আশ্রয়, এইরূপে তাঁহারা কর্ম্মকেই কারণরূপে স্থির করিয়াছেন।

শুধু তাহাই নহে, কাল, কর্ম্ম, দৈব ও ঈশ্বর হেতুরূপে স্বীকৃত হইলে বিচার-কালে কাল কর্ম্ম দৈব ঈশ্বরাদির মধ্যে এক কর্ম্মকেই তাঁহারা প্রশংসা করিয়াছিলেন। যেহেতু তাঁহাদের তর্ক-বিতর্ক দ্বারা গ্রহাতিগ্রহাদি কার্য্য-করণসমষ্টির পুনঃ পুনঃ গ্রহণের প্রতি কর্ম্মই একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অতএব শাস্ত্রবিহিত শুভকর্ম্ম দ্বারা জীব শুভস্থান প্রাপ্ত হয় এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ অশুভ কর্ম্ম দ্বারা অশুভ লোক প্রাপ্ত হয়। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি প্রশ্নের এইরূপ দুরপনেয় যুক্তিপূর্ণ উত্তর করিলে পর আর্ত্তভাগ বিস্মিত হইয়া "এ আমাদের চালনার অশক্য" বলিয়া প্রশ্ন হইতে নিবৃত্ত হইলেন ॥ ১৩ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকে তৃতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ সমাপ্ত।

তৃতীয়-ব্রাহ্মণম্

অথ হৈনং ভুজ্যুর্লাহ্যায়নিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞ্যবল্ক্যেতি হোবাচ। মদ্রেষু চরকাঃ পর্য্যব্রজাম তে পতঞ্চলস্য কাপ্যস্য গৃহানৈম তস্যাসীদ্দুহিতা গন্ধর্ব্বগৃহীতা তমপৃচ্ছাম কোঽসীতি সোঽব্রবীৎ-সুধন্বাঙ্গিরস ইতি তং যদা লোকানামন্তানপৃচ্ছামা থৈনমব্রূম ক্ক পারিক্ষিতা অভবন্নিতি ক্ক পারিক্ষিতা অভবন্ সত্বা পৃচ্ছামি যাজ্ঞবল্ক্য ক্ক পারিক্ষিতা অভবন্নিতি ॥ ১ ॥

এইরূপে আর্ত্তভাগ বিরত হইলে পর পাণ্ডিত্যাভিমানী ভুজ্যু নামক লাহ্যায়ন-পুত্র জনৈক ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিতে উদ্যত হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে সেই গ্রহাতিগ্রহরূপ বন্ধন কথিত হইয়াছে। মূল কারণ সহিত যাহা হইতে মুক্ত হইলে জীব মুক্তি লাভ করে, আর যাহা দ্বারা আবদ্ধ হইলে সংসারী হয়, সেই গ্রহাতি-গ্রহকে মৃত্যুরূপে নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে এবং তাহা হইতে যে মুক্তি সম্ভব, মৃত্যু উল্লেখ দ্বারা তাহাও নির্ণীত হইয়াছে। মুক্ত পুরুষের মৃত্যুর পর অন্য কোনও লোকে গতি হয় না। প্রদীপ নির্ব্বাণের ন্যায় তাহার সমস্ত বিষয়ের অত্যন্ত উচ্ছেদ ও নামমাত্রাবশেষ থাকে, ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে সংসারী ও মুচ্যমান, এই উভয়ের দেহেন্দ্রিয় সমুদায়ের স্ব স্ব কারণে লয় সমান হইলেও পরস্পর যে অনেক প্রভেদ, তাহা বিচার পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। যেহেতু, বলা হইয়াছে যে, মুক্ত পুরুষের দেহপাতের পর সংসারকারণ অজ্ঞানের অভাবে পুনর্ব্বার দেহধারণ করিতে হয় না এবং অজ্ঞানিগণের সংসারকারণ অজ্ঞানের বিদ্যমানতা হেতু বারম্বার দেহান্তরোৎপত্তি ঘটে। এই পুনঃ পুনঃ শরীরধারণ যাহার প্রেরণায় হইয়া থাকে, তাহাই জীবের প্রাক্তন কর্ম্ম, ইহা বিচার পূর্ব্বক সিদ্ধান্তিত আছে। সেই কর্ম্মক্ষয় হইলে নামমাত্র অবশিষ্ট থাকায় দেহেন্দ্রিয়াদি সর্ব্বোৎসাদরূপ মোক্ষ নিষ্পন্ন হয়। ঐ সংসারের

কারণ কর্ম্মের নাম পুণ্য বা পাপ। যেহেতু, জীব পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা পবিত্র হয় এবং পাপকর্ম্ম দ্বারা পাপী হয়, ইহা শ্রুতি দ্বারা অবধারিত হইয়াছে। সংসার এই কর্ম্ম হইতেই প্রসূত। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, জীব পাপকর্ম্মফলে স্বাভাবিক দুঃখপরিপূর্ণ স্থাবরজঙ্গমাদি দেহে অথবা নারকী পশুপক্ষি প্রেতযোনিতে বিচরণ করত দুঃখভোগ করে, এবং পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ প্রভৃতি দুর্দ্দশা ভোগ করিতে থাকে। ইহা রাজপথের মত সর্ব্বজনবিদিত। এক্ষণে পুণ্যকার্য্যে পবিত্র গতি হয়, এই শাস্ত্রোক্তির উপর শ্রুতি আদর প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রুতি-স্মৃতি সমস্বরে বলিতেছেন যে, পুণ্যকর্ম্ম সকল সমস্ত পুরুষার্থ-সিদ্ধির কারণ; সুতরাং মোক্ষও জীবের প্রার্থনীয় বিষয় বলিয়াই তাহা কর্ম্মেরই সাধ্য, অবগত হওয়া যায়। জীব যেমন যেমন পুণ্যকর্ম্ম করে, সেই পরিমাণে ততোধিক ফল প্রাপ্ত হইতে পারে; অতএব মোক্ষও কোন অত্যুৎকৃষ্ট কর্ম্মের ফল, এইরূপ আশঙ্কা স্বতই হইতে পারে; সেই শঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত বলিতে হইবে যে, জ্ঞানসহকৃত উৎকট কর্ম্মের এই পর্য্যন্ত সীমা অর্থাৎ অত্যুৎকৃষ্ট কর্ম্মের ফলও পরিচ্ছিন্ন অভিব্যক্ত নামরূপাত্মক। কিন্তু অসাধ্য—নিত্য, অনভিব্যক্তস্বরূপ নামরূপবর্জ্জিত, ক্রিয়াকারক ও ফলবহির্ভূত পরমাত্মা কোনরূপ কর্ম্ম-নিষ্পাদ্য নহে, অর্থাৎ পরমাত্মাতে কোনরূপ ক্রিয়ার প্রসর নাই। কারণ, যাহার উপর কর্ম্মের ব্যাপার সম্ভব, তাহা সংসার ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এই বিষয় প্রতিপাদনের নিমিত্তই উপস্থিত তৃতীয় ব্রাহ্মণ আরব্ধ হইতেছে। এ বিষয়ে অপরাপর বাদিগণ বলেন, কর্ম্ম যদ্যপি সংসারপ্রবর্ত্তক, তথাপি বিদ্যাসহকারে নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত সেই কর্ম্ম অন্যরূপ ফল প্রদান করে; অর্থাৎ যেমন স্বভাবতঃ অনিষ্টকারী বিষ ও দধি প্রভৃতি দ্রব্যও কোনরূপ বস্তুবিশেষের সঙ্গে মিলিত হইয়া অপকারের পরিবর্ত্তে উপকার প্রদান করে, তেমন জ্ঞানসহকৃত নিষ্কাম কর্ম্মও মোক্ষরূপ ফল প্রদান করিবে?—উত্তর—না, এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না; কারণ, স্বর্গাদির ন্যায় মোক্ষ যদি ক্রিয়াসাধ্য হইত, তাহা হইলে ঐ কল্পনা সঙ্গত হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু মোক্ষ এমন কোন কার্য্যবিশেষ নহে যে, কর্ম্ম তাহাকে উৎপন্ন করিবে। মোক্ষ আর কিছুই নহে, বন্ধননাশই মোক্ষ, তাহা কখনও কর্ম্মস্বরূপ হইতে পারে না। আর অবিদ্যাই যে বন্ধন, তাহাও পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে;—ইহাও জানা আবশ্যক যে, কর্ম্ম কখনই অবিদ্যার নাশ করিতে পারে না। যেহেতু, কর্ম্মের যে সামর্থ্য, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ উৎপত্ত্যাদি বিষয়ে, তদ্ভিন্ন অলৌকিক বা সর্ব্বথা অভিনব বস্তুতে কর্ম্ম বা কর্ম্মফল কিছুই ঘটিতে

পারে না। যেহেতু, কর্ম্মের স্বভাব এই যে, বস্তুর উৎপত্তি, মিশ্রণ, বিকার ও সংস্কার এই চতুর্ব্বিধ ভাবের মধ্যে যে কোন একটি ভাব সম্পাদিত করিয়া দেয়; কিন্তু এই উৎপত্তি, মিশ্রণ, বিকার বা সংস্কার ভিন্ন আর কোনরূপ কার্য্য যে কর্ম্মের অধিকারভুক্ত, তাহা লোকপ্রসিদ্ধ নহে। অথচ পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ কর্ম্মাধিকারের মধ্যে মোক্ষ কেহই নহে, কারণ, মোক্ষ জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, অবিদ্যার ব্যবধানে অপ্রাপ্তবৎ প্রতীত হয়। ইহা পূর্ব্বেই নিরূপিত হইয়াছে।

ইহাতে বাদী আপত্তি করেন যে, হাঁ, হইতে পারে বটে কর্ম্মের ঐ প্রকার স্বভাব, কিন্তু উহা জ্ঞাননিরপেক্ষ কর্ম্মের শক্তি বলিব, জ্ঞানসহকৃত নিষ্কাম কর্ম্মের স্বভাব অন্য প্রকার; কেন না, দেখা যায় যে, শুদ্ধ বিষদধি অন্য শক্তিশালীরূপে সর্ব্বজনানুমত হইলেও বিদ্যামন্ত্র বা শর্করাদি যোগে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন কার্য্য করে। সেই প্রকার কর্ম্মের সম্বন্ধেও স্বীকার্য্য। উত্তর—না, তাহার কোন প্রমাণ নাই, দৃষ্টান্তস্থলে প্রত্যক্ষ প্রমাণে ঐ শক্তি স্বীকৃত হইলেও কর্ম্মসম্বন্ধে এমন কোন প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা দ্বারা উক্ত চতুষ্টয় উৎপত্ত্যাদি শক্তি ভিন্ন অন্যবিধ শক্তি প্রমাণিত হইবে। কোন বিষয়কে প্রমাণিত করিতে হইলে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, অর্থাপত্তি, অথবা আগমপ্রমাণরূপে পরিগৃহীত হয়, কিন্তু কর্ম্মের অতিরিক্ত সামর্থ্যবিষয়ে ঐ সকল প্রমাণের মধ্যে কোন প্রমাণই দৃষ্টিগোচর হয় না। পুনশ্চ বাদী বলেন, বিদ্যাসহকারে অনুষ্ঠিত নিষ্কাম কর্ম্মের অন্য কোন ফল বাস্তব সৎ না হইলে তাহার বিধান করাই নিষ্ফল হইয়া পড়ে, ইহাই এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ। যেহেতু, শাস্ত্রবিহিত নিত্যকর্ম্মগুলির 'বিশ্বজিৎ' যাগের ন্যায় ফলকল্পনা করা যাইতে পারে না এবং বিবিধ বাক্যেও কোনরূপ ফলের উল্লেখ দেখা যায় না; অথচ সেই নিত্যকর্ম্মগুলিরও শাস্ত্রে বিধান রহিয়াছে; সুতরাং 'পরিশেষ' নিয়মানুসারে বুঝা যায় যে, মোক্ষই সে সমস্ত কর্ম্মের একমাত্র ফল; অন্যথা কোনরূপ ফল না থাকিলে, কোন পুরুষই সে সমস্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত না।

প্রতিবাদী বলেন, তাহা হইলে সেই 'বিশ্বজিৎ' ন্যায়ই আসিয়া পড়িল; যেহেতু, তোমাকেও নিরুপায় হইয়া মোক্ষফল কল্পনা করিতে হইতেছে; কেন না, বিশ্বজিতের মত 'শ্রুতার্থাপত্তি' প্রমাণবলে যদি মোক্ষ কিংবা তদনুরূপ কোন ফলবিশেষের কল্পনা না করা যায়, তাহা হইলে নিত্যকর্ম্মেও লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। ওহে, এইরূপে যদি ফলবিশেষ কল্পনাই করিতে হয়, তবে আর 'বিশ্বজিৎ ন্যায়' হইতেছে না বলিতেছ কি প্রকারে? অশ্রুত ফলেরও কল্পনা

করা হইতেছে, আবার 'বিশ্বজিৎ' যাগের মতও হইতেছে না, ইহা অতীব বিরুদ্ধ কথা বলিতেছ। যদি বল, মোক্ষ প্রকৃতপক্ষে ফলই নহে; উত্তর—সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, তাহা বলিলে তোমার পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞার হানি হয়। যেহেতু, প্রথমে তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে, বিষ ও দধি প্রভৃতির ন্যায় কর্ম্মও বিদ্যা-সহযোগে অনুষ্ঠিত হইলে স্বতন্ত্র একপ্রকার ফল সমুৎপাদন করিয়া থাকে; এখন সেই মোক্ষ যদি কর্ম্মের ফলই না হয়, তাহা হইলে তোমার সেই পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা নষ্ট হইল না কি? পক্ষান্তরে, মোক্ষকে কর্ম্মফল বলিলেও, মোক্ষ যে স্বর্গাদি ফল হইতে একটি বিশিষ্ট ফল, সেই বৈশিষ্ট্যের নির্দ্দেশ করা আবশ্যক।

আর যে বলিয়াছ,—মোক্ষ নিত্যকর্ম্মের ফল বটে, কিন্তু তাহা কোন কর্ম্মের কার্য্য নহে; তোমার এ উক্তির অর্থ কি, তাহাই অগ্রে নির্ণীত হউক্। কেবল 'কার্য্য' ও ফল এই শব্দগত প্রভেদ ধরিয়া অর্থগত কোনও বৈশিষ্ট্য কল্পনা করিতে পারা যায় না; কেন না, মোক্ষ কোন ক্রিয়ার ফল নয়, অথচ নিত্যকর্ম্ম দ্বারা মোক্ষ নিষ্পন্ন হয়, অর্থাৎ মোক্ষ নিত্যকর্ম্মের ফল বটে, কিন্তু নিত্যকর্ম্ম হইতে জন্মে না,—ইত্যাদি কথাও 'অগ্নি শীতল,' এইরূপ উক্তির মত অত্যন্ত বিরুদ্ধ ও অসংলগ্ন বলিতেছ।

যদি বল, বিজ্ঞানের ন্যায় ইহার উপপত্তি হইতে পারে অর্থাৎ যেমন জ্ঞান হইতে মোক্ষের উৎপত্তি না হইলেও, মোক্ষকে জ্ঞানের ফল বলিয়া গ্রহণ করা হয়, সেইরূপ মোক্ষ 'কর্ম্ম-কার্য্য।' উত্তর—না, এ কথা বলিতে পার না; ঐ উভয়ের একটু পার্থক্য আছে। কারণ, জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ-স্থলে জ্ঞান হইতে প্রতিবন্ধক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, অজ্ঞানরূপ প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তিসাধন করে বলিয়াই মোক্ষকে জ্ঞানের কার্য্য বা ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে, ইহা উপচার বা কল্পনামাত্র; কিন্তু কর্ম্ম দ্বারা সেই অজ্ঞান নিবর্ত্তনীয় নহে; অথচ অজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই মোক্ষের প্রতিবন্ধক বা ব্যবধান কল্পনা করাও দুঃসাধ্য, যাহা কর্ম্ম দ্বারা নিবারিত হইতে পারে; কারণ, মোক্ষ নিত্যসিদ্ধ এবং সাধকের (মুমুক্ষুর) আত্মস্বরূপ ভিন্ন স্বতন্ত্র নহে।

যদি বল, অজ্ঞান-নিবৃত্তিই অনুষ্ঠানের একমাত্র কার্য্য। উত্তর—না, সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে; প্রথমতঃ দেখা যাউক্, অজ্ঞান বস্তু কি? অজ্ঞান মাত্র আত্মস্বরূপের অনভিব্যক্তি, আর জ্ঞান তাহার অভিব্যক্তি বা স্ফুট-প্রতীতি; সুতরাং অনভিব্যক্তিরূপ অজ্ঞানের সহিত অভিব্যক্তিরূপ জ্ঞানের বিরোধ বা প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাব

অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু কর্ম্ম কথনও অজ্ঞানের বিরোধী হইতে পারে না। কাজেই জ্ঞান ও কর্ম্ম একরূপ নহে, পরন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতি। পক্ষান্তরে, অজ্ঞানকে যদি জ্ঞানের অভাব, সংশয়জ্ঞান, কিংবা বিপরীতজ্ঞান (ভ্রম) বলিয়া স্বীকার কর, সকলপ্রকারেই সেই অজ্ঞান কেবলমাত্র জ্ঞান দ্বারাই বাধিত হয়; কিন্তু কর্ম্ম দ্বারা কোনরূপেই বাধিত হয় না। কারণ, যথোক্তপ্রকার অজ্ঞানের কোনটিরই সহিত কর্ম্মের বিরোধ নাই।

যদি বল, কর্ম্ম যে অজ্ঞান-নিবৃত্তি করে, ইহা অন্যত্র দৃষ্ট না থাকিলেও, নিত্যকর্ম্মের সেরূপ শক্তি কল্পনা করিব। উত্তর—না, সেরূপ কল্পনাও করিতে পার না; কারণ, জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞাননিবৃত্তি অনুভবগম্য হইলে আর কর্ম্মের অদৃষ্টনিবৃত্তি-সাধনত্ব কল্পনা করা সমুচিত হয় না। দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন 'ব্রীহীন্ অবহন্তি' এই শ্রুতিতে ধান্যে মুষল-প্রহারের বিধি আছে; এ স্থলে যেমন আঘাত দ্বারা ধান্যের তুষ-মোচন বুঝাইলে অদৃষ্ট ফল আর অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম্মের কার্য্যরূপে অদৃষ্ট তুষনিবৃত্তি কল্পিত হয় না, সেইরূপ জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞাননিবৃত্তি থাকিতে আর নিত্যকর্ম্মের অদৃষ্ট অজ্ঞাননিবৃত্তি কার্য্য কল্পনা করা উচিত নহে। আর জ্ঞান কর্ম্ম যে এক স্থলে থাকে না, ইহা আমরা অনেক-বার বলিয়াছি। তবে 'বিদ্যা-প্রভাবে (জ্ঞান দ্বারা) দেবলোকলাভ হয়' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানুসারে জানা যায় যে, যে সমস্ত জ্ঞান কর্ম্মের সহিত বিরুদ্ধ নহে, সে সমস্ত জ্ঞান বা উপাসনা দ্বারা দেবলোকরূপ (স্বর্গলোক) ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, এইমাত্র বিশেষ।

আরও এক কথা, শ্রৌত নিত্যকর্ম্মের যদি ফলকল্পনাই করিতে হয়, তাহা হইলে যাহা কর্ম্মের সহিত বিরুদ্ধ অর্থাৎ যাহা কখনও দ্রব্য, গুণ বা কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন না হয়, তাহাই কল্পিত হউক, তাহা কি, তাহাও বলিতেছি। যে বিষয়ে কস্মিন্-কালেও কর্ম্মের উৎপাদনসামর্থ্য পরিদৃষ্ট হয় নাই, অথবা যে বিষয়ে কর্ম্মের সামর্থ্য দৃষ্ট হইয়াছে, অথচ যে ফল কর্ম্মের বিরুদ্ধ নয়, সেইরূপ ফলকল্পনা করাই উচিত। বলা বাহুল্য যে, অবিরুদ্ধ ফলকল্পনা করাই যুক্তিসঙ্গত। কর্ম্মানুষ্ঠানে লোকের প্রবৃত্তি সমুৎপাদনের জন্য যদি কর্ম্মের ফল-কল্পনাই করিতে হয়, তাহা হইলেও মোক্ষ কিংবা মোক্ষ-প্রতিবন্ধক অজ্ঞাননিবৃত্তিকে কল্পনা করিতে পার না; কারণ, তোমার অভিমত শ্রুতার্থাপত্তি প্রমাণটি কর্ম্মের অবিরুদ্ধ ফল-কল্পনা করিয়াই চরিতার্থ (পরিসমাপ্ত) হইয়াছে; সুতরাং তাহার অনুরোধেও কর্ম্মাবিরোধী মোক্ষফল কল্পনা করা যাইতে পারে না।

কারণ, উহাদের সহিত কর্ম্মের কোনরূপ বিরোধ নাই, এবং উৎপত্ত্যাদি বিষয়েই কর্ম্মের সামর্থ্য প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

যদি বল, পরিশেষে নিয়মানুসারে মোক্ষফল কল্পনা করিব;—সমস্ত কর্ম্ম হইতেই সমস্ত ফল উৎপন্ন হইতে পারে; তন্মধ্যে যে সমস্ত বিষয় অন্যান্য কর্ম্মের ফলরূপে ব্যবস্থিত আছে, সেই সমস্ত ফলব্যতিরিক্ত কল্পনাযোগ্য ফলই দৃষ্টিগোচর হয় না, কেবলমাত্র মোক্ষই অবশিষ্ট; তাহাই বেদবিদ্ লোকমাত্রের বিশেষ প্রিয়; সুতরাং তাহাই নিত্যকর্ম্মের ফলরূপে কল্পিত হউক। উত্তর—না, তাহা বলিতে পার না; কারণ, কর্ম্মের ফল যখন ব্যক্তিগতভাবে অনন্ত বা অসংখ্য, তখন পারিশেষ্য ন্যায় এস্থলে প্রযোজ্যই হইতে পারে না। এমন কোন লোক নাই, যে স্বয়ং অসর্ব্বজ্ঞ হইয়া বিভিন্ন পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্মফলের, অথবা তৎসাধন কর্ম্মসমূহের কিংবা পুরুষগত বিভিন্ন প্রকার ইচ্ছার ইয়ত্তা বা পরিমাণ অবধারণ করিতে সমর্থ হয়; কেন না, জীবের ইচ্ছা কোনও দেশকালাদিরূপ নিমিত্ত অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হয় না। তাহার পর যে বিষয়ে লোকের অভিরুচি হয়, সেই বিষয়সিদ্ধির অনুকূল সাধনসমূহ পুরুষের অভিপ্রেতফলোদ্দেশেই প্রযুক্ত হয়, সুতরাং সে সকলও নিয়ত নহে এবং প্রতি ব্যক্তি যখন বিভিন্নরুচিসম্পন্ন, কাজেই ফল ও ফলসাধন কর্ম্মের আনন্ত্য সিদ্ধ হইতেছে; ঐ আনন্ত্য নিবন্ধনই কর্ম্মফলের ও কর্ম্মসাধনের ইয়ত্তা পুরুষ-পরিগণনার বিষয় হইতে পারে না। ফল ও তৎসাধনেরই যদি পরিমাণ অবধারিত না হইল, তবে আর মোক্ষ-ফল্ল পরিশেষ প্রাপ্ত হইবে কি প্রকারে?

যদি বল, কর্ম্মফলের ব্যক্তিগত পরিমাণ নিশ্চিত না হইলেও তাহার জাতিগত পরিমাণ ধরিয়া পারিশেষ্য নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়; অভিপ্রায় এই যে, ইচ্ছার বিষয় (কর্ম্মফল) ও তৎসাধনসমূহ অনন্ত হইলেও সর্ব্বত্রই কর্ম্মফলত্ব জাতিটি তুল্য বা সমানভাবে আছে; সুতরাং কর্ম্মফলত্বরূপে সমস্ত বিষয়ই পরিগণিত হইয়াছে; একমাত্র মোক্ষই কর্ম্মফলত্বাভাব-নিবন্ধন অবশিষ্ট রহিয়াছে; অতএব অবশিষ্ট থাকায় পারিশেষ্যনিয়মানুসারে মোক্ষকেই নিত্যকর্ম্মের ফল বলিব। উত্তর—না, তাহাকেও নিত্যকর্ম্মের ফল বলিয়া স্বীকার করিলে, তাহাও কর্ম্মফলেরই সজাতীয় হওয়া উচিত; সুতরাং মোক্ষে কর্ম্মফলত্বের অভাব থাকে না। এ জন্য এ মতেও পারিশেষ্যনিয়ম সিদ্ধ হয় না। অতএব প্রকারান্তরেও যখন নিত্যকর্ম্মের সাফল্য রক্ষা করিতে পারা যায়, তখন

তাহাতেই 'শ্রুতার্থাপত্তি' * চরিতার্থতা লাভ করিবে; অর্থাৎ উৎপত্তি, আপ্তি, বিকার ও সংস্কার এই চতুর্ব্বিধ ফলের যে কোন একটি ফল নিত্যকর্ম্মের সম্বন্ধেও সম্ভবপর হইতে পারে; সুতরাং শ্রুতার্থাপত্তির সার্থক্যের জন্য মোক্ষফল কল্পিত হইবে, ইহা অবিমৃষ্যকারীর উক্তি।

যদি বল, মোক্ষই উক্ত উৎপত্তি, আপ্তি, বিকার ও সংস্কাররূপ চতুর্ব্বিধ ফলের অন্যতম ফল? উত্তর—না, তাহা বলিতে পার না; কেন না, মোক্ষ যখন নিত্য, তখন উহা উৎপাদ্য হইতে পারে না; এই জন্যই উহা বিকৃত হইবার যোগ্য নহে; এবং সংস্কার্য্যও হইতে পারে না; তাহার অন্য কারণ মোক্ষ অক্রিয়সাধ্য দ্রব্য। যাহা ক্রিয়াসাধ্য দ্রব্য, তাহারই সংস্কার হইতে পারে, যেমন যজ্ঞিয় পাত্র ও ঘৃতাদি দ্রব্য জলপ্রোক্ষণাদি দ্বারা সংস্কারসম্পন্ন হয়; ইহা তেমন নহে; আবার যজ্ঞিয় যূপাদির ন্যায় সংস্কার-নিষ্পাদ্যও নহে; কাজেই মোক্ষকে অবশিষ্ট আপ্য ফল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়; কিন্তু তাহাও অসম্ভব; কারণ, মোক্ষফল আত্মার স্বাভাবিক স্বরূপের আবেদকমাত্র, সুতরাং অভিন্নাত্মক। যদি বল, নিত্যকর্ম্মগুলি যখন অপরাপর কর্ম্ম অপেক্ষা ভিন্ন-প্রকৃতি, তখন তাহার ফলগত কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকা উচিত নহে। উত্তর—না, সে কথাও বলিতে পার না। কারণ, কর্ম্মত্বধর্ম্ম যখন সকল কর্ম্মেরই সমান, তখন অপরাপর কর্ম্মফলের তুল্যস্বভাব হইবে না কেন? যদি বল, নিত্যকর্ম্মরূপ নিমিত্ত বা কারণের বৈলক্ষণ্য নিবন্ধন তাহার ফলেরও বৈলক্ষণ্য হওয়াই ন্যায্য; আমরা বলি, না—তাহা হইতে পারে না। কারণ, 'ক্ষামবতী' ইষ্টির (যাগের) সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে, অর্থাৎ যেমন গৃহদাহাদি নিমিত্ত উপস্থিত হইলে পর 'ক্ষামবতী' নামক ইষ্টিযাগ করিতে হয়। যথা—'যজ্ঞপাত্র ভগ্ন হইলে হোম করিবে', 'স্কন্ন' হইলে অর্থাৎ কাট ধরিলে হোম করিবে' ইত্যাদি, এই জাতীয় নৈমিত্তিক কর্ম্মের স্থলে যেমন কেহই মোক্ষফল কল্পনা করে না, সেইরূপ নিত্যকর্ম্মগুলিও যাবজ্জীবন বিহিত বলিয়া নৈমিত্তিকত্বধর্ম্মানুসারে ক্ষামবত্যাদি কর্ম্মের তুল্যরূপ; সুতরাং তাহারও ফল মোক্ষ হইতে পারে না।

আরও দেখ, আলোকমাত্রই রূপপ্রত্যক্ষের অন্যতর কারণ, অর্থাৎ আলোকই সকলের পক্ষে রূপদর্শনের সাধারণ উপায়; কিন্তু পেচক প্রভৃতি কতকগুলি

---

* যখন নিত্যকর্ম্মবিধি শ্রুত হইতেছে, তখন অবশ্যই তাহার ফল আছে, এই অর্থাপত্তি অনুসারে যে (মোক্ষ) ফলের কল্পনা করা হয়, তাহাই শ্রুতার্থাপত্তির কার্য্য।

প্রাণী আছে, যাহারা আলোকের সাহায্যে রূপ দর্শন করে না; তাহা হইলেই পেচকাদির চক্ষু আর অপর প্রাণিগণের চক্ষু একপ্রকার নহে,—উহাদের মধ্যে যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। এই চক্ষুর্গত বৈলক্ষণ্য ধরিয়া যেমন পেচকাদির চক্ষু রসাদি গুণ গ্রহণ করে, এরূপও কল্পনা করিতে পারা যায় না। কারণ, রসাদি-গ্রহণ বিষয়ে চক্ষুর সামর্থ্য কোথাও দৃষ্টিগোচর নহে। সেই প্রকার কল্পনার সাহায্যে যত দূরই যাওয়া যাউক না কেন, যাহার যে বিষয়ে সামর্থ্য বা কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হইয়াছে, তাহার সেই বিষয়েই কোন প্রকার বিশেষ শক্তি কল্পনা করিতে হইবে। বক্তব্য এই যে, বৈলক্ষণ্য দেখিয়াই যে বিভিন্ন শক্তি কল্পনা করা যায়, তাহা নহে।

আরও যে, বলিয়াছ—দধি ও বিষ যেরূপ বিদ্যা, মন্ত্র ও শর্করাদি সহযোগে অন্যপ্রকার ফল প্রদান করে, তদ্রূপ নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত নিত্যকর্ম্ম-গুলিও স্বতন্ত্র শক্তি অর্জ্জন করিবে, তাহার উত্তরে আমরা বলি যে, স্বতন্ত্র ফল প্রদান করে, করুক, উহা আমাদের অনভিমত নহে, এ জন্য কোন বিরোধ নাই; অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম বিদ্যা বা উপাসনা সহযোগে অনুষ্ঠিত হইয়া বিশিষ্ট ফল জন্মাইলেও আমাদের মতের সহিত কোন বিরোধ নাই। কারণ, শ্রুতিতে দেবযাজী (দেবতার উপাসক) ও আত্মযাজী (আত্মার উপাসক), এতদুভয়ের মধ্যে আত্মযাজীর শ্রেষ্ঠতা উক্ত আছে; যথা—'দেবযাজী অপেক্ষা আত্মযাজী শ্রেষ্ঠ,' এবং 'বিদ্যাসহকারে যাহা করে, তাহাই উত্তম' ইত্যাদি।

তবে মনু যে পরমাত্মদর্শনবিষয়ে "সংপশ্যন্ আত্মযাজী" এই বাক্যে 'আত্মযাজী' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার অর্থ—সর্ব্বভূতে সমতাদর্শন করিলে 'আত্মযাজী' হয়; অথবা ভূতপূর্ব্ব গতি অনুসারে অর্থাৎ সাধকের পূর্ব্বা-বস্থা ধরিয়াও এরূপ অর্থ করা যাইতে পারা যায় যে, যিনি আত্মশুদ্ধির জন্য নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি আত্মযাজী; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন, 'এই নিত্যকর্ম্ম দ্বারা আমার অঙ্গ সংস্কৃত হইতেছে' (বিশোধিত হইতেছে) এবং স্মৃতি-শাস্ত্রও 'গর্ভাধানসংস্কার দ্বারা' ইত্যাদি প্রকরণে দেহেন্দ্রিয়াদি সংস্কারের জন্যই নিত্যকর্ম্মের উপযোগিতা প্রদর্শন করিতেছেন। ঐরূপ সংস্কৃত বা পরিশোধিত হইয়া যে আত্মযাজী সেই সমস্ত কর্ম্মের ফলেই সর্ব্বত্র সমদর্শন করিতে সমর্থ হন, তাঁহার ইহজন্মেই হউক বা পরজন্মেই হউক, সর্ব্ববিধ বৈষম্যবর্জ্জিত আত্মদর্শন সম্পন্ন হইয়া থাকে; ঐরূপ সমদর্শন করিলেই স্বারাজ্য-(মুক্তি)

লাভের অধিকারী হয়। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, 'আত্ম-যাজী' শব্দ ভূতপূর্ব্ব গতি অর্থাৎ প্রাক্তন জন্মের অবস্থা ধরিয়া প্রযুক্ত হয়। তাহার উদ্দেশ্য জ্ঞানসহযোগে অনুষ্ঠিত নিত্যকর্ম্ম যে আত্মজ্ঞানলাভের উপায় বা সাধন, এই অভিপ্রায় প্রকাশন, অন্যথা নহে।

আরও এক কথা,—'মনীষিগণ বলিয়া থাকেন যে, ব্রহ্মা, বিশ্বস্রষ্টা, ধর্ম্ম (যম), মহান্ (মহৎ-তত্ত্বাভিমানী হিরণ্যগর্ভ) ও অব্যক্ত (প্রকৃতি অর্থাৎ তদভিমানী) ইহারা সকলে সাত্ত্বিক সাধনার চরম ফল', এবং "নিষ্কাম কর্ম্মে পঞ্চভূতস্বরূপ প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যগুলি ইন্দ্রাদি-দেবভাবাদিপ্রাপ্তি ভিন্ন পঞ্চভূতবিমিশ্রণকেও নিষ্কাম কর্ম্মের ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'ভূতানি অপ্যেতি'র স্থলে, যাঁহারা 'ভূতানি অত্যেতি' এইরূপ পাঠ পরিকল্পনা করিয়া কর্ম্ম হইতে মুক্তিফলপ্রাপ্তির সমর্থন করেন, বুঝিতে হইবে; বেদবিষয়ে তাঁহাদের বুদ্ধি বড় অল্প; সুতরাং তাঁহাদের দোষ ধর্ত্তব্য নহে। আর এই ভূতাপ্যয় বাক্যটি যে অর্থবাদ—ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতিপর বাক্য, তাহাও নহে; কারণ, যে অধ্যায়ে এই বচনটি সন্নিবিষ্ট আছে, সেই অধ্যায়ে দুইটিমাত্র বিষয়ের উল্লেখ আছে—একটি কর্ম্মফলের শেষ সীমা—ব্রহ্মপদপ্রাপ্তি, আর অপরটি আত্মজ্ঞান; সুতরাং উক্ত দুইটি বিষয় যথাক্রমে কর্ম্মকাণ্ড ও উপনিষদুক্ত বিষয়ের সহিত তুল্য এবং অবিরুদ্ধ। বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করায় এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের আচরণে স্থাবর, কুক্কুর ও শূকরাদি যোনিতে দেহ ধারণ করিতে হয়, এবং বান্তভোজী নামক এক প্রকার প্রেতদেহ লাভ হয় দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশেষতঃ শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম ভিন্ন কি কর্ম্ম বিহিত এবং কোন্ কর্ম্ম নিষিদ্ধ, ইহা কেহই কোন প্রকারে জানিতে পারে না;—যে সকলের অকরণে ও আচরণে প্রেত-শ্বশূকরাদিভাবপ্রাপ্তিরূপ কর্ম্মফল প্রত্যক্ষতঃ বা অনুমানের সাহায্যে অনুভব করিতে পারা যাইবে। আর উক্ত প্রেতশূকরাদি ভাব যে কর্ম্মফলই নয়, এ কথা কেহই স্বীকার করে না; অতএব উক্ত প্রেত-পশু-পক্ষী ও স্থাবরাদিভাব যেরূপ বিহিত কর্ম্মের অকরণ ও প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মের আচরণের ফল, উৎকৃষ্ট ব্রহ্মাদিপদ-প্রাপ্তিকেও ঠিক তদ্রূপ কর্ম্মফল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই কারণেই "তিনি আপনার বপা (হৃদয়ের মেদ) কাটিয়া দিয়াছিলেন," এবং 'তিনি রোদন করিয়াছিলেন' ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় উক্ত "ভূতানি অপ্যেতি পঞ্চ বৈ" ইত্যাদি বাক্যকেও অযথার্থবাদী অর্থবাদ বলিতে পারা যায় না।

যদি বল, এখানে যদি অভূতার্থবাদ না হয়, তবে কর্ম্ম-বিপাকপ্রকরণোক্ত কথাগুলিও অভূতার্থবাদ (অসত্যবাদ) না হউক? ভাল কথা, হয় হয়, না হউক, তাহাতে আর অত্রত্য যুক্তির বাধা হইবে না কিম্বা আমাদের অবলম্বিত পক্ষেরও (সিদ্ধান্তেরও) কোন দোষ হইতে পারে না। তাহার পর "ব্রহ্মা বিশ্বসৃজঃ" ইত্যাদি বাক্যোক্ত ব্রহ্মাদিভাবপ্রাপ্তিকে কাম্যকর্ম্মের ফল বলিয়াও কল্পনা করিতে পারা যায় না; কেন না, সেখানে দেবসাষ্টিতা বা দেবভাব-প্রাপ্তিকেই সেই কাম্যকর্ম্মের ফল বলিয়া অভিহিত হইয়াছে; অতএব বলিতে হইবে যে, যে সকল কর্ম্ম অভিসন্ধিরহিতভাবে অনুষ্ঠিত, সেই নিত্যকর্ম্ম ও সর্ব্বমেধ-অশ্বমেধাদি কর্ম্মের ফল—ব্রহ্মপদপ্রাপ্তি প্রভৃতি। আর যে সকল ফলাভিলাষরহিত অর্থাৎ সাধকের কেবল চিত্তশুদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত, সেই সমস্ত নিত্যকর্ম্ম হইতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়; কারণ, শাস্ত্রে উক্ত আছে—'নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা শরীরকে ব্রহ্মোপলব্ধির যোগ্য করা হয়' ইত্যাদি। সেই সমস্ত নিত্যকর্ম্মও পরম্পরাসম্বন্ধে মুক্তিলাভেরই সাহায্য করিয়া থাকে; এই জন্য সে সমুদয় কর্ম্মকেও 'মুক্তি-সাধন' বলিতে পারা যায়, তাহাতে কোনও বিরোধ থাকে না। এখানে এ সকল কথা অধিক বলা অনাবশ্যক, ষষ্ঠ অধ্যায়ে জনক-সংবাদেই তাহা সবিশেষরূপে বর্ণিত হইবে। আর যে বিষদধ্যাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা কর্ম্মেরও অবস্থাভেদে ফলভেদের আশঙ্কা করা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হয় নাই; কারণ, বিষদধ্যাদির সহিত ইহার দৃষ্টান্তের বিশেষ তারতম্য আছে। বিষ-দধি প্রভৃতির যে বিভিন্ন ফল হয়, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং অনুমানবিষয়ীভূত; সুতরাং তাহাতে কাহারও অমত হইতে পারে না, কিন্তু যে বিষয়টি একমাত্র শাস্ত্রগম্য,—তাহার প্রতিপাদক সেই বাক্য না থাকিলে সে বিষয়ে কেবল লৌকিক দৃষ্টান্তবলে বিপরীতার্থসাধন করা যায় না। পক্ষান্তরে, অভ্রান্ত প্রমাণান্তর দ্বারা নির্ণীত বিষয়ে শ্রুতিবাক্যও যদি বিরুদ্ধ অর্থ প্রতিপাদন করে, তাহা হইলে সেই বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যের প্রামাণ্যলাভ করা দূরে থাকুক, স্বয়ং অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। যেমন যদি কোন শাস্ত্র বলে যে—"শীতল অগ্নি দ্বারা শরীর আর্দ্র হইতেছে," এ কথার প্রামাণ্য কখনই স্বীকার করা যায় না, ঐরূপ প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তুর অপলাপ শাস্ত্রের দ্বারা ঘটিতে পারে না। তবে যদি শ্রুতি সেই লোকবিরুদ্ধ পদার্থ প্রতিপাদন করিতে চাহে, তখন অন্য প্রমাণকে আভাস বলিতে হয়। যেমন বালকগণ খদ্যোতকে দেখিয়া অগ্নি বলিয়া মনে করে কিম্বা

যেমন আকাশকে মলিন দেখিয়া আকাশের মলিনত্ব নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে ধারণা করিয়া বলে যে, "আকাশ মলিন", কিন্তু সর্ব্বসম্মত আকাশের নীরূপত্ব-নিশ্চয় কখনই তাদৃশ অকিঞ্চিৎকর ধারণা দ্বারা অপনীত হইতে পারে না; বরং বালকের ধারণা ও প্রত্যক্ষ যে ভ্রান্তিমূলক, ইহাই নির্দ্ধারিত হয়। অতএব বেদ-প্রামাণ্যের অব্যভিচারিতা বা দৃঢ়তা হেতু লোকে বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক বাক্যের শ্রৌত-সমার্থতা কল্পনা করিতে হয়,* তার্কিকের বুদ্ধিনৈপুণ্যে অন্যথা হইবার নহে। কেহ কি বুদ্ধিকৌশলে সূর্য্যের রূপ-প্রকাশকতার প্রতিরোধ করিতে পারে? কখনই তাহা হয় না। এইরূপ বেদ-বাক্যের ও অর্থ কল্পনাশক্তি দ্বারা বিপরীত হইবার নহে। অতএব কর্ম্মসকল যে মোক্ষের সাধক নহে, ইহা স্থির হইল। এক্ষণে কর্ম্মফলমাত্রই যে সংসারের অন্তঃপাতী, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্যই এই ব্রাহ্মণ আরব্ধ হইতেছে।—অনন্তর জারৎকারব বিরত হইলে লহ্যপুত্র (লাহ্যায়নি) ভুজ্যু যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিতে উদ্যত হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে অশ্বমেধযজ্ঞোপাসনা বর্ণিত হইয়াছে, এবং অশ্বমেধযজ্ঞ যে ব্যষ্টি বা সমষ্টিভাবে ফলসমুদায় প্রসব করে, তাহা নির্ণীত হইয়াছে; তাহা জ্ঞানসহকারে অনুষ্ঠিত হউক, কি কেবল জ্ঞান দ্বারা সম্পাদিত হউক, উহা যে সমস্ত কর্ম্মের চরম সীমা, তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। শাস্ত্রকারগণ স্মরণ করিয়া থাকেন যে, ভ্রূণ-হত্যা অপেক্ষা আর পাপ নাই, এবং অশ্বমেধ অপেক্ষাও পুণ্যকর্ম্ম নাই; এবংবিধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট অশ্বমেধযজ্ঞ যজমানের কামনানুসারে সম্পূর্ণ কি অসম্পূর্ণ ফল প্রদান করে। তন্মধ্যে এই ব্রহ্মাণ্ডান্তর্ব্বর্ত্তী সকল বস্তুই যে অশ্বমেধ-যাগের ব্যষ্টিফলস্বরূপ, তাহা পরিজ্ঞাত হইয়াছে; কারণ, সেই স্থলে বলা হইয়াছে যে, অশনায়ারূপ মৃত্যুই প্রাণের স্বরূপ এবং সেই প্রাণ-দেবতাই সকল দেবতার সার—মুখ্যতম। আবার স্থানান্তরে সমষ্টিরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে যে, এই অশনায়ারূপী মৃত্যুই জীবমাত্রের স্বরূপ। প্রথমোৎপন্ন বায়ু সূত্রাত্মা সত্য ও হিরণ্যগর্ভ। এই কথিত সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভই তাঁহার (পরমাত্মার) অভিব্যক্ত আকার। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, পূর্ব্বে দ্বৈতের (বিশ্বপ্রপঞ্চ) ঐক্য যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সাধিত হইয়াছে, যিনি সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণ, সুসূক্ষ্ম অমূর্ত্ত-রূপী লিঙ্গশরীর, সর্ব্বভূতের কার্য্যকলাপ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত আছে এবং যিনি কর্ম্ম ও কর্ম্মসম্পৃক্ত বিজ্ঞানসমূহের একমাত্র গতি—ফল, সেই পরমেশ্বরের জ্ঞানের বিষয় কি পর্য্যন্ত? এবং তিনি কি ভাবে কি পর্য্যন্ত এই সংসারমণ্ডল ব্যাপিয়া রহিয়াছেন? সেই সর্ব্বতোবর্ত্তী সংসার-পরিমণ্ডলের আকার—সীমা

বলা উচিত। কারণ, সংসার-মণ্ডলের পরিধি কথিত হইলে জীবের বন্ধনান্তর্গত এই সমস্ত সংসারই কথিত হইবে। ভুজ্যু প্রতিবাদী যাজ্ঞবল্ক্যের বুদ্ধিভ্রম জন্মাইবার নিমিত্ত আখ্যায়িকা দ্বারা সেই সমষ্টি-ব্যষ্টি আত্মদর্শনের অলৌকিকত্ব অর্থাৎ অপূর্ব্বত্ব স্থাপন করিতেছেন; অভিপ্রায় এই—তাহা হইলে অলৌকিক কথার উত্থাপন করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের বুদ্ধিভ্রম জন্মাইব।

ভুজ্যু বলিলেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য! আমরা এক সময় ব্রতচারী বা অধ্বর্য্যু হইয়া মদ্র নামক জনপদে পরিভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। অতঃপর পর্য্যটন করিতে করিতে কপিগোত্রসম্ভূত (কাপ্য) পতঞ্চলের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তৎকালে সেই পতঞ্চলের একটি কন্যার ভূতাবেশের মত গন্ধর্ব্বাবেশ হইয়াছিল। এখানে গন্ধর্ব্ব অর্থ—মনুষ্য ভিন্ন কোন প্রাণী; কিংবা অগ্নিহোত্রীয় যজমান দেবতা অগ্নিবিশিষ্ট বিজ্ঞানবলে এই অর্থই অবগত হওয়া যায়; নচেৎ সাধারণ প্রাণী কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিতা হইলে সেই কন্যার কখনই এরূপ বিজ্ঞান জন্মিতে পারে না। আমরা মণ্ডলাকারে সেই কন্যাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—তুমি কে, এবং তোমার নাম কি? তোমার অভিজ্ঞতা কি? সেই গন্ধর্ব্ব বলিলেন যে, আঙ্গিরসবংশে আমার জন্ম (আঙ্গিরস), এবং নাম সুধন্বা। পরে যখন তাহাকে ত্রিলোকের অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সীমা বিষয়ে প্রশ্ন করিবার মানস করি, সে সময় সকলই ভুবনকোষের পরিমাণ-পরিজ্ঞানের নিমিত্ত আমি আত্মশ্লাঘা করিয়া গন্ধর্ব্বকে বলিয়াছিলাম যে, "বলুন দেখি, ইতঃপূর্ব্বে কোথায় কিরূপে পারিক্ষিত (অশ্বমেধযাজী) সকল অবস্থিত ছিল?" সেই গন্ধর্ব্ব প্রশ্নানুসারে আমাদিগকে সকল কথা বলিয়াছেন। ভুজ্যু মনে মনে বলিলেন, আমি দিব্যপুরুষের নিকট যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহা যাজ্ঞবল্ক্য! তোমার নাই; অতএব তোমাকে এইবার পরাজিত করিয়াছি। এই অভিপ্রায়ে ভুজ্যু প্রকাশ্যে বলিল, আমি গন্ধর্ব্বের নিকট সকল তত্ত্ব জানি, কিন্তু এক্ষণে তোমাকেও জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, যাজ্ঞবল্ক্য! সেই পারিক্ষিত সকল কোথায় ছিল, তাহা তুমি আমাকে বুঝাইয়া দাও ॥ ১ ॥

স হোবাচোবাচ বৈ সোঽগচ্ছন্ বৈ তে তদযত্রাশ্বমেধ-যাজিনো গচ্ছন্তীতি ক্ব ন্বশ্বমেধযাজিনো গচ্ছন্তীতি দ্বাত্রিংশতং বৈ দেবরথাহ্ন্যান্যয়ং লোকস্তং সমন্তং পৃথিবী দ্বিস্তাবৎ পর্য্যেতি

তাংসমন্তং পৃথিবীং দ্বিস্তাবৎ সমুদ্রঃ পর্য্যেতি তদ্‌যাবতী ক্ষুরস্য ধারা যাবদ্বা মক্ষিকায়াঃ পত্রং তাবানন্তরেণাকাশস্তানিন্দ্রঃ সুপর্ণো ভূত্বা বায়বে প্রাযচ্ছত্তান্বায়ুরাত্মনি ধিত্বা তত্রাগময়দযত্রাশ্বমেধ-যাজিনোঽভবন্নিত্যেবমিব বৈ স বায়ুমেব প্রশশংস তস্মাদ্বায়ুরেব ব্যষ্টির্বায়ুঃসমষ্টিরপ পুনর্ম্মৃত্যুং জয়তি য এবং বেদ ততো হ ভুজ্যুর্লাহ্যায়নিরুপররাম ॥ ২ ॥

ইতি তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্।

মহানুভব যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, গন্ধর্ব্ব তোমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি। পারিক্ষিতগণ সেই স্থানে গিয়াছিলেন, যেখানে অশ্বমেধযাজিগণ গমন করেন।* ভুজ্যু পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, অশ্বমেধযাজিগণ কোথায় গমন করেন? এই প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ বলিলেন,—ভগবান্ সূর্য্যদেব রথগতি দ্বারা অহরহঃ যে স্থান পরিভ্রমণ করেন, তাহার দ্বাত্রিংশৎ গুণ অধিক স্থান পর্য্যন্ত সূর্য্যকিরণপরিব্যাপ্ত এবং এই সূর্য্যকিরণ-ব্যাপ্ত স্থানই পৃথিবী নামে কথিত হয়, আর এই স্থানই লোকালোক পর্ব্বত দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, যাহাতে বিরাট্ পুরুষের শরীর অবস্থিত, প্রাণিগণও যে স্থানে স্বকৃত কর্ম্মফলসকল ভোগ করে। ইহাই লোকের পরিমাণ। ইহার পরে যে স্থান, তাহারই নাম অলোক। এই অলোক ভুবনকে চতুর্দ্দিকে উক্ত লোকবিস্তারের দ্বিগুণ পরিমাণে বেষ্টন করিয়া পৃথিবী অবস্থিত, এবং এই পৃথিবীকে দ্বিগুণিত পরিমাণে সমুদ্র বেষ্টন করিয়া আছে। পৌরাণিকগণ এই পৃথিবী-বেষ্টক সমুদ্রকেই ঘনোদ নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। † অতঃপর ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধকটাহ ও অধঃকটাহ, এতন্মধ্যবর্ত্তী স্থানের পরিমাণ উক্ত হইতেছে।

* ভুজ্যু ভাবিয়াছিলেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য পারিক্ষিত শব্দের অর্থ বুঝিবেন না। কিন্তু বিজ্ঞ যাজ্ঞবল্ক্য পরি সর্ব্বতঃ ক্ষিণোতি দুরিতং যঃ সঃ পরিক্ষিৎ অশ্বমেধঃ, তং ভজন্তে পারিক্ষিতাঃ। এই অর্থ বুঝিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন।

† পৌরাণিকগণ বলেন যে, অণ্ডস্যাস্য সমন্তাত্তু সন্নিবিষ্টোঽম্বুতোদধিঃ। সমন্তাদ্ যেন তোয়েন ধার্য্যমাণঃ স তিষ্ঠতীতি, অর্থাৎ এই বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে অমৃতসাগর বলয়াকারে রহিয়াছে, এই সমুদ্রের জলরাশি অতিশয় ঘন, এ জন্য ইহার নাম ঘনোদ, অর্থাৎ ঘন উদক যাহার এই অর্থে ঘনোদ শব্দটি হইয়াছে।

অশ্বমেধযাজিগণ যে ছিদ্রপথ দ্বারা বহির্গত হইয়া যে স্থানে উপস্থিত হ'ন, সেই বিবরমধ্যবর্ত্তী আকাশ অর্থাৎ অবকাশ ক্ষুরধারা কিম্বা মক্ষিকার পক্ষ যাবৎ-পরিমাণ, তাবৎপরিমাণবিশিষ্ট হইয়া আছে। তৎপরিমিত আকাশপথের দ্বারা ইন্দ্র (পরমেশ্বর হিরণ্যগর্ভ) পক্ষপুচ্ছাদিবিশিষ্ট পক্ষিরূপ পরিগ্রহ করিয়া সেই কথিত আছে যে, পারিক্ষিত-(অশ্বমেধযাজি) গণকে বায়ুসমীপে উপনীত করেন। স্ব-স্বরূপে তথায় গমন অসম্ভব বলিয়া পরমেশ্বরের ঐরূপ আকৃতি ধারণ কথিত হইল। যিনি অশ্বমেধে অগ্নিরূপে উপাসিত হইয়াছেন, সেই দেবতা সুপর্ণরূপে (যাঁহাকে বিজ্ঞানদৃষ্টিতে পূর্ব্বদিক তাঁহার মস্তক ইত্যাদি ভাবে বর্ণিত করা হইয়াছে) অশ্বমেধযাজিগণকে বায়ুলোকে উপনীত করেন। পরে বায়ু সেই পারিক্ষিতগণকে স্বশরীরে ধারণ করিয়া অর্থাৎ স্বস্বরূপ প্রাপ্ত করাইয়া পূর্ব্বে পূর্ব্বে পারিক্ষিতগণের গন্তব্য স্থানে লইয়া যান। সেই ভুজ্যু কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত গন্ধর্ব্ব এইরূপে বায়ুকেই পারিক্ষিতগণের গন্তব্য স্থান বলিয়া প্রশংসা করিয়া-ছিলেন। এখানেই আখ্যায়িকা সমাপ্ত হইল। আখ্যায়িকা হইতে আখ্যায়িকার প্রতিপাদ্য বিষয় নিজ শ্রুতিরূপে আমাদিগকে বলিয়াছেন। যেহেতু, বায়ু স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতের অন্তরাত্মা এবং বহির্মূর্ত্তি; অতএব বায়ুই ব্যষ্টি অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকভাবে সেই বিশ্বের ব্যাপ্তি, তাহা বায়ুরই কার্য্য এবং সমষ্টিও সেই বায়ু অর্থাৎ কেবল সূত্রাত্মারূপে এই বায়ুই বর্ত্তমান; অতএব সমস্তই বায়ু আত্মাকে সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি এরূপে জানেন, তিনি মৃত্যুকে জয় করেন, একবার মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আর পুনর্ব্বার মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেন না। ভুজ্যু এইরূপে স্বকৃত প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ করিয়া পুনঃপ্রশ্ন হইতে নিবৃত্ত হইলেন ॥ ২ ॥

ইতি তৃতীয় অধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণ সমাপ্ত।

উপনিষৎসু—তৃতীয়াঽধ্যায়স্য

চতুর্থ-ব্রাহ্মণম্

অথ হৈনমুষস্তশ্চাক্রায়ণঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যৎসাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ ইত্যেষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্ব্বান্তরো যঃ প্রাণেন প্রাণিতি স ত আত্মা সর্ব্বান্তরো যোঽপানেনাপানিতি স ত আত্মা সর্ব্বান্তরো যো ব্যানেন ব্যানিতি স ত আত্মা সর্ব্বান্তরো য উদানেনোদানিতি স ত আত্মা সর্ব্বান্তর এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ ॥ ১ ॥

এইরূপে ভুজ্যু বিরত হইলে চাক্রায়ণ উষস্ত জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে পুণ্য ও পাপ-প্রেরিত গ্রহ ও অতিগ্রহ দ্বারা আক্রান্ত জীব পুনঃ পুনঃ গ্রহাতিগ্রহ ত্যাগ করে এবং পুনঃ পুনঃ গ্রহাতিগ্রহ গ্রহণ করিয়া সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করে, এ কথা কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পুণ্যকর্ম্মের চরম উৎকর্ষ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে, সমষ্টিব্যষ্টিরূপে অভিব্যক্ত দ্বৈতজগতের সহিত একাত্মতাপ্রাপ্তি, ইত্যাদি বিষয় সকল ইতঃপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, গ্রহ ও অতিগ্রহ দ্বারা গ্রস্ত হইয়া যে জীব সংসারে আসিবে, সেই আত্মা নামক একটি পদার্থ সত্যসত্যই আছে কি না? যদি থাকে, তবে তাহার লক্ষণ কি? এই আত্মবিবেকের অবগতির জন্য উষস্ত প্রশ্ন করিলেন। অভিপ্রায় এই যে, এই আত্মবিবেকের ফলে জীব নিরুপাধি, ক্রিয়াকারকাদি-বিশেষধর্ম্মহীন স্বভাবসম্পন্ন আত্মার স্বরূপ জানিতে পারিলে পূর্ব্বোক্ত গ্রহাতি-গ্রহবন্ধন ও তাহার মূল কর্ম্মবাসনা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। অতএব আত্মতত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। এই নিমিত্তই এই উষস্ত ব্রাহ্মণের আরম্ভ হইতেছে। এক্ষণে চক্রের পুত্র (চাক্রায়ণ) উষস্তনামক ব্রাহ্মণ পূর্ব্বোক্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা

করিলেন যে, যজ্ঞাবল্ক্য! যাহা কোন বস্তু দ্বারা ব্যবহিত হয় না বলিয়া সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষস্বরূপ—ব্রহ্ম, যিনি কোনরূপেই দ্রষ্টার পরোক্ষ নহেন, বলিয়া কর্ণে শ্রুত ব্রহ্মের মত গৌণ নহেন; তিনি কে? যাঁহাকে আত্মা নামে অভিহিত করা হয়, তাঁহার স্বরূপ কি? এ স্থলে আত্মশব্দে প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ অন্তরাত্মা প্রশ্নের বিষয়। কারণ, আত্মা বলিতে, তাঁহাকেই বুঝায়। যিনি সর্ব্বান্তর অর্থাৎ সর্ব্বভূতহৃদয়স্থ, আমাকে সেই আত্মা শৃঙ্গগ্রাহী ন্যায়ে দেখাও অর্থাৎ "এই গো" বলিয়া যেমন গোর শৃঙ্গ ধরিয়া গো-দর্শন করান হয়, তেমন আত্মাকেও অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া 'এই সেই আত্মা' এইরূপে (ব্রহ্মের) দর্শন করাইয়া দাও। উষস্তের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া মহাত্মা যাজ্ঞবল্ক্য, বলিয়াছিলেন যে, তুমি সর্ব্বান্তর প্রভৃতি বিশেষণ-বিশিষ্ট যে আত্মকে দেখিতে চাহিয়াছ, যাঁহাকে অব্যবহিত, অগৌণ ও বৃহত্তম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছ, এই তোমার সেই আত্মা। পুনশ্চ উষস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই আত্মা কোথায়? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, এই যে, তোমার কার্য্যকরণসমষ্টি অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয় সমুদায়, যাঁহার অনুগ্রহে বা সাহায্যে আত্মবান্‌ অর্থাৎ স্পন্দনশীল ও সুখাদি ভোগ করিতে সমর্থ হন, তিনিই তোমার সর্ব্বান্তর আত্মা, তিনিই তোমার প্রশ্নের উত্তর।

উষস্ত পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, যাজ্ঞ্যবল্ক্য! তুমি সকলের অভ্যন্তরবর্ত্তী বলিয়া যাহাকে নির্দ্দেশ করিতেছ, সে কাহাকে লক্ষ্য করিতেছ? অর্থাৎ তুমি এই যে কার্য্যকরণসমষ্টিরূপীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছ যে, "ইহা যাহা দ্বারা আত্মবান্‌," সে কে? বুঝিতেছি না; কারণ, আমি দেখিতেছি, প্রথমতঃ এই স্থূল দেহপিণ্ড, দ্বিতীয়তঃ তাহার অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্মরূপ ইন্দ্রিয়সমষ্টি, তৃতীয়তঃ তাহার অভ্যন্তরে যিনি, তিনি সন্দেহাস্পদ, এই ত্রিতয়ের মধ্যে তুমি কাহাকে আমার সর্ব্বান্তরস্থ আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছ? এতদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, যিনি মুখ, নাসিকা প্রভৃতি স্থানসঞ্চারী প্রাণবায়ু দ্বারা জীবন-ধারণ করেন অর্থাৎ, যিনি প্রাণের শক্তিসঞ্চার করেন, সেই সর্ব্বান্তর বিজ্ঞানময় পুরুষই তোমার এই দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির আত্মা—চালক বা চৈতন্যসম্পাদক।

এইরূপ যিনি অধোবর্ত্তী অপানবায়ু দ্বারা অপানক্রিয়া সম্পাদিত করেন, সেই সর্ব্বান্তরস্থ বিজ্ঞানময়ই তোমার আত্মা। যিনি সর্ব্বশরীরব্যাপী ব্যানবায়ু দ্বারা তদুচিত সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করেন, সেই তোমার সর্ব্বান্তরস্থ আত্মা এবং যিনি উৎক্রমণশীল উদানবায়ু দ্বারা উৎক্রমণ-কার্য্য সম্পাদন করেন, এক

কথায় বলিতে কি, দেহ ও ইন্দ্রিয় সমুদায়ের প্রাণনাদি ক্রিয়া সকল যাঁহার প্রভাবে যন্ত্রারূঢ় কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নিয়মিতভাবে সম্পন্ন হয়, তিনিই বিজ্ঞেয় আত্মা। যেমন কোন চেতনের সাহায্য ব্যতীত অচেতন দারুযন্ত্রের কখনও ক্রিয়া সমুৎপন্ন হয় না, সেইরূপ ইন্দ্রিয়বর্গও চেতন বিজ্ঞানময়ের সাহায্য ব্যতীত কিঞ্চিন্মাত্রও কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না, অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, এই কার্য্যকরণাত্মক পিণ্ড হইতে এক আত্মা আছেন, যাঁহার প্রভাবে এই দেহ ও ইন্দ্রিয় নিয়মিতভাবে ক্রিয়া করিতেছে॥ ১॥

স হোবাচোষস্তশ্চাক্রায়ণো যথা বিব্রুয়াদসৌ গৌরসাবশ্ব ইত্যেবমেবৈতদ্ব্যপদিষ্টং ভবতি যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ্বেত্যেষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্ব্বান্তরঃ।

ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যের্ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়াঃ ন মতের্ম্মন্তারং মন্বীথা ন বিজ্ঞাতের্ব্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়া এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরোঽতোঽন্যদার্ত্তং ততো হোষস্তশ্চাক্রায়ণ উপররাম॥২॥

ইতি চতুর্থং ব্রাহ্মণম্।

যাজ্ঞবল্ক্য এই কথা বলিলে পর উষস্ত বলিলেন যে, যেমন কোন ব্যক্তি একরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে তর্কের প্রভাবে অন্যরূপ বলে, দেখিতেছি, তুমিও সেইরূপ করিলে? কারণ, তুমি প্রতিজ্ঞাকালে বলিলে যে, আমি তোমাকে অমুক বস্তু সাক্ষাৎ দেখাইব, কিন্তু দেখাইবার কালে অন্যথা করিলে; অর্থাৎ যেমন কেহ 'গো দেখাইব' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া শেষে কথায় বলে যে, যাহার চারিটি পদ, একটি লাঙ্গুল ও দুইটি শৃঙ্গ আছে, ইত্যাদি, তাহার নাম গো, সেইরূপ তুমিও প্রতিজ্ঞাকালে স্বীকার করিয়াছ যে, আমাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শন করাইবে, কিন্তু এক্ষণে প্রাণনাদি ক্রিয়া দ্বারা অস্ফুটভাবে ব্রহ্মনির্দ্দেশ করিতেছ, অতএব তুমি প্রতারক। এক্ষণে তুমি দশসহস্র গো-লাভের ছল পরিত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষস্বরূপ সর্ব্বান্তর্বর্ত্তী যে আত্মা আছেন, তাঁহার স্বরূপ বল?— যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হ্যাঁ, আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহার অন্যথা করি নাই। তোমার পৃষ্ট আত্মা এই-ই। তবে যে বলিলে, ঘট-পটের মত

তাঁহাকে চক্ষুর্গোচর কর, তাহা হইতে পারে না ; কেন না, যে বস্তুর যাহা স্বভাব, তাহার অন্যথা হইবার নহে। যদি বল, বস্তুস্বভাব কি ? তাহাও বলিতেছি, আত্মা দৃষ্টি প্রভৃতির কর্ত্তা, এই দৃষ্টিকর্ত্তৃত্বাদিই তাঁহার স্বভাব। এই কথিত দৃষ্টি দ্বিবিধ ;— লৌকিকী ও পারমার্থিকী ; তন্মধ্যে চক্ষুরিন্দ্রিয়-সাহায্যে যে অন্তঃকরণ-বৃত্তি, তাহারই নাম লৌকিকী দৃষ্টি, এই দৃষ্টি পুরুষের প্রযত্নানুসারে জন্মে ও নষ্ট হয়।

আর যাহা অগ্নির উষ্ণতা ও সূর্য্যের প্রকাশবৎ স্বাভাবিক সুনির্ম্মল, তাহাই দ্রষ্টার স্বরূপ—অতিরিক্ত নহে ; অতিরিক্ত নহে বলিয়া তাহার জন্মও নাই—বিনাশও নাই। ভাল, আত্মা যদি চিরদিনই দৃষ্টি-(জ্ঞান) স্বরূপ হন, তাহা হইলে তিনি দ্রষ্টা (জ্ঞাতা) শব্দে অভিহিত হন কিরূপে ? উত্তর—আত্মা দৃষ্টিস্বভাব হইলেও অন্য ঔপাধিক ক্রিয়া বশতঃ দ্রষ্টা বলিয়া অভিহিত হন, এই উপাধি-সম্পর্ক বশতঃ এক আত্মা কদাচিৎ দৃষ্টি এবং কদাচিৎ দ্রষ্টারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকেন। কিন্তু লৌকিক দৃষ্টির সহিত আত্মদৃষ্টির অনেক প্রভেদ। যেহেতু, চক্ষুঃসাহায্যে বাহ্যরূপ অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইলে অন্তঃকরণ বাহ্যবিষয়ের আকার ধারণ করে, কাজেই মনে হয়, ঐ অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত আত্মদৃষ্টির অর্থাৎ চৈতন্যচ্ছায়ার সহিত সংসৃষ্ট হয়। যখন চৈতন্যচ্ছায়া দ্বারা রূপাকারে পরিণত অন্তঃকরণ ব্যাপ্ত হয়, তখন রূপদৃষ্টি যেন উৎপন্ন হয়, আবার বিষয়ান্তরের আবরণে রূপপ্রতিবিম্ব নষ্ট হইলে রূপদৃষ্টি বিনষ্ট হয় ; সুতরাং আত্মা সর্ব্বদা দ্রষ্টা হইলেও অন্তঃকরণোপাধিসম্পর্কে দ্রষ্টা ও অদ্রষ্টা প্রতিপন্ন হন। বাস্তবিক দ্রষ্টার দৃষ্টি কদাপি অন্যথাভূত হয় না।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে কথিত হইবে যে "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" অর্থাৎ যেন ধ্যানই করিতেছেন এবং কম্পিতই হইতেছেন ; তাঁহার কোন ক্রিয়াই বাস্তবিক নহে এবং "নহি দ্রষ্টু দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" অর্থাৎ দ্রষ্টার (আত্মার) স্বাভাবিক দৃষ্টি (জ্ঞানশক্তি) কখনও বিলুপ্ত হয় না। এখানে সেই কথাই কথিত হইতেছে যে, যিনি নিজ অবিনশ্বর দৃষ্টি দ্বারা লৌকিক রূপাদি দৃষ্টিকে (জ্ঞানকে) ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, সেই দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দেখিতে পাইতেছ না। তাৎপর্য্য এই— দৈনন্দিন সম্পদ্যমান আমাদের রূপাদি দৃষ্টিকে যিনি স্বীয় স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার প্রাণদান করিতেছেন অর্থাৎ তাঁহার প্রকাশ শক্তি সম্পাদন করিতেছেন, তাঁহাকে (আত্মাকে) কখনও প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিতে পার না। তাহার কারণ এই—আমাদের রূপ-গ্রাহিকা যে লৌকিকী দৃষ্টি হয়, এই দৃষ্টি রূপোপরক্ত হইয়া রূপের প্রকাশক, তাহা নিজের প্রকাশক বিজ্ঞানঘন আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না।

প্রকাশ করিতে পারে না বলিয়া দৃষ্টির দ্রষ্টা—আত্মাকে দর্শন করা যায় না। যেমন, দৃষ্টির দ্রষ্টা দৃশ্য হন না, তেমন শ্রুতির অর্থাৎ শ্রবণেরও যিনি শ্রোতা—পরিচালক, তাঁহাকেও (আত্মাকে) শ্রবণ করিতে পারা যায় না। এইরূপ মতির অর্থাৎ কেবল মনোবৃত্তির ব্যাপক আত্মাকে মনন করিতে পারা যায় না, এবং বিজ্ঞানের অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির বিজ্ঞাতা জ্ঞানসম্পাদক আত্মাকে জানিতে পারা যায় না। এই অদৃশ্যত্বাদিই আত্মার স্বভাব; সুতরাং তাঁহাকে আর 'এই সেই আত্মা' এই বলিয়া গো প্রভৃতির মত অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করত প্রদর্শন করা যায় না; অতএব আমি (যাজ্ঞবল্ক্য) পরোক্ষভাবে শব্দ দ্বারা আত্মার নির্দ্দেশ করিয়াছি বলিয়া কোন দোষ হইতে পারে না।

কেহ কেহ "ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ" ইত্যাদি শ্রুতির অন্য প্রকার অর্থ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, কোন দৃষ্টিভেদনো করিয়া সাধারণতঃ দৃষ্টিমাত্রের যিনি কর্ত্তা, তাঁহাকে দর্শন করান যায় না। এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। (দৃষ্টেঃ এ স্থলে কর্ম্মস্থানে ষষ্ঠী বিভক্তি; সুতরাং ইহা ঘটাদির মত কর্ম্ম)। তৃচ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন দ্রষ্টৃ শব্দ দৃষ্টি কর্ত্তাকে বুঝায়, সুতরাং দৃষ্টির দ্রষ্টা অর্থে দৃষ্টিকর্ত্তা, ইহাই ব্যাখ্যানকারীদের অভিপ্রায়। কিন্তু এই ব্যাখ্যায় যে "দৃষ্টেঃ" এই পদটির উক্তি নিরর্থক হয়, তাহা তাঁহারা দেখেন না কিংবা দেখিয়াও পুনরুক্তিদোষগ্রস্ত করেন। অথবা অসার ভ্রমপূর্ণ পাঠ বলিয়া তাহাকে আর আদর করেন না—উপেক্ষা করেন। পুনরুক্ত হইবার কারণ এই—এখানে যখন কেবল দ্রষ্টা বলিলেই যথেষ্ট, অর্থাৎ দর্শনকর্ত্তা এই অর্থ বুঝাইতে পারে, তখন পুনর্ব্বার 'দৃষ্টেঃ' এই কর্ম্মপদের উল্লেখ করা পুনরুক্তির বিষয় নহে কি? অতএব যদি "দৃষ্টের্দ্রষ্টারং" এই বাক্যের দর্শনকর্ত্তাকে এইরূপ অর্থ করা অভি-প্রেত হয়, তাহা হইলে "দৃষ্টের্দ্রষ্টারং" না বলিয়া কেবল 'দ্রষ্টারং' বলিলেই যথেষ্ট হইত, এবং তাহা হইলে আর পুনরুক্তদোষ বা অনর্থক বাক্যপ্রয়োগও হইত না। ব্যবহারও এইরূপ দেখা যায়—যেখানে কেবল গমনকর্ত্তা বা ভেদ-কর্ত্তাকে বুঝাইবার আবশ্যক হয়, সে স্থলে গতির গন্তা, কি ছেদনের ছেত্তা, কেহ বলে না; কেবল 'ভেত্তা' ও 'ছেত্তা' প্রভৃতি শব্দই প্রয়োগ করিয়া থাকে।

আর "ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং" এই বাক্যটিকে অর্থবাদ বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না কিম্বা সমাধানের উপায় থাকিতে প্রমাদ পাঠ বলিয়া অনাদর করা হইতে পারে না; অতএব এরূপ ব্যাখ্যা ব্যাখ্যাতৃগণের বুদ্ধি-ভ্রম ব্যতীত অধ্যয়নকারীর প্রমাদ নহে।

কিন্তু আমরা ব্যাখ্যা করিয়াছি যে, লৌকিক দৃষ্টি হইতে পৃথক্ করিয়া নিত্য-দৃষ্টিবিশিষ্ট আত্মা প্রকাশ করা আবশ্যক। ইহাতে কর্ত্তা ও কর্ম্মের বিশেষণ-রূপে দৃষ্টি শব্দের দুইবার প্রয়োগও যুক্তিযুক্ত হয়। ইহার উদ্দেশ্য আত্মার স্বরূপ নির্দ্ধারণ আর অন্যস্থলে উক্ত "ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টেঃ" ইত্যাদি বাক্যের সহিত এই শ্রুতির একবাক্যতাও ইহাতে রক্ষিত হয়। শুধু তাহাই নহে, "চক্ষূংষি পশ্যন্তি শ্রোত্রমিদং শ্রুত্যা" ইত্যাদি শ্রুতির সহিতও ইহার সমানার্থকতা হেতু একবাক্যতা যুক্তিযুক্ত হয়। পক্ষান্তরে, এইরূপ ব্যাখ্যার ফলে যুক্ত্যনুসারে আত্মার নিত্যত্ব সাধিত হইতে পারে। কারণ, অস্মদুক্ত আত্মা নিত্যদৃষ্টিস্বরূপ, তাহার বিকার নাই। নচেৎ আত্মা নিত্যও হইবে, অথচ বিকারীও হইবে, ইহা অত্যন্ত অসম্ভব। এ জন্যই "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" অর্থাৎ যেন ধ্যানই করিতেছেন এবং যেন কম্পিতই হইতেছেন, উক্ত ধ্যান (চিন্তা) ও কম্পনের অযথার্থত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্তই 'ইব' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে এবং "ন হি দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" দ্রষ্টার দৃষ্টি কদাচ লুপ্ত হয় না, এই শ্রুতি ও "এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য" অর্থাৎ এই ব্রহ্মের মহিমা—মহত্ত্ব নিত্য ইত্যাদি বাক্যও কদাচ অন্যথা সঙ্গত হইতে পারে না। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—আত্মার অবিক্রিয়ত্ব পক্ষেও দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা প্রভৃতি শ্রুতিসঙ্গত হইতেছে না। কারণ, বিভিন্নকালীন দর্শন, শ্রবণ ও মনন দ্বারা আত্মার বিভিন্না-বস্থা সঙ্ঘটিত হওয়ায় অবিক্রিয়ত্বের ব্যাঘাত ঘটে। উত্তর—না, এ দোষ ঘটিতে পারে না। কারণ, আত্মার দ্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি উক্তি কেবল লৌকিক (যাহা অহরহঃ হইতেছে), দৃষ্টি অভিপ্রায়ে কথিত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু আত্ম-স্বরূপ প্রকাশের নিমিত্ত নহে ; অতএব "ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ" ইত্যাদি শ্রুতি সকলের অন্য অর্থ হইবার অসম্ভাবনা হেতু নিরর্থকতার অপেক্ষা অস্মদুক্ত অর্থই গ্রাহ্য ; সুতরাং অজ্ঞানবশতঃই এই প্রকৃত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া অপ্রকৃত অর্থ কল্পনা করিয়া উপস্থিত 'দৃষ্টি' বিশেষণটি পরিত্যাগ করা হইয়াছে। এক্ষণে, প্রকৃত কথা বলা হইতেছে ; ইহাই তোমার জিজ্ঞাস্য, সর্ব্বান্তরবর্ত্তী আত্মা, এতদ্ভিন্ন যত কিছু আছে—কার্য্যাত্মক শরীর ও করণাত্মক লিঙ্গশরীর, এই সমস্তই আর্ত্ত অর্থাৎ বিনাশী, কেবল এই আত্মাই কূটস্থ, অবিনাশী, অবিকৃতস্বরূপ। এইরূপ যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর শ্রবণ করিয়া উষস্ত নিবৃত্ত হইলেন ॥ ২ ॥

ইতি তৃতীয় অধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণ সমাপ্ত।

পঞ্চম-ব্রাহ্মণম্

অথ হৈনং কহোলঃ কৌষীতকেয়ঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ্বেত্যেষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ।

কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্ব্বান্তরো যোঽশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যেতি।

এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি যা হ্যেব পুত্রৈষণা সা বিত্তৈষণা যা বিত্তৈষণা সা লোকৈষণোভে হ্যেতে এষণে এব ভবত—স্তস্মাদ্ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেদ্বাল্যঞ্চ পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্ব্বিদ্যাথ মুনিরমৌনঞ্চ মৌনঞ্চ নির্ব্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাদ্যেন স্যাত্তেনেদৃশ এবাতোঽন্য দার্ত্তং ততো হ কহোলঃ কৌষীতকেয় উপররাম ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্।

ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণত্রয়ে সংসার-বন্ধন এবং তৎপ্রযোজক কর্ম্ম বিস্তৃতভাবে উক্ত হইয়াছে। চতুর্থ ব্রাহ্মণে সেই সংসারবন্ধনে আবদ্ধ আত্মার অস্তিত্ব এবং তাঁহার দেহাদি জড়পদার্থ হইতে পার্থক্য বর্ণিত হইয়াছে। সম্প্রতি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বন্ধন হইতে মুক্তির উপায়রূপে সন্ন্যাস ও তৎসহিত আত্মজ্ঞান বলিবার নিমিত্ত বর্ত্তমান ব্রাহ্মণে কহোলের প্রশ্ন আরব্ধ হইতেছে।

অনন্তর উষস্ত প্রশ্ন হইতে নিবৃত্ত হইলে পর কুষীতকবংশ-সম্ভূত (কৌষীতকেয়) কহোল নামক জনৈক ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য! সর্ব্বজনের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষবিষয় ব্রহ্মস্বরূপ, সর্ব্বান্তর্বর্ত্তী আত্মা, যাঁহার স্বরূপজ্ঞানমাত্র জীব ভববন্ধন হইতে বিমুক্তি লাভ করেন, সেই আত্মার স্বরূপ আমাকে বল? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, "এষ তব আত্মা" অর্থাৎ এই তোমার আত্মা। এখানে ইহাও অবশ্য জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, পূর্ব্ব-ব্রাহ্মণে উষস্ত যে আত্মার বিষয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কহোলও কি সেই আত্মার বিষয়েই প্রশ্ন করিয়াছেন? কিংবা তত্তুল্যলক্ষণবিশিষ্ট দুইটি অন্য আত্মার কথা পৃষ্ট হইয়াছে? তন্মধ্যে পুনরুক্তি-দোষভয়ে বিভিন্ন দুইটি আত্মবিষয়ে প্রশ্ন হওয়াই সমুচিত মনে হয়, অন্যথা যদি এক আত্মবিষয়েই উভয় প্রশ্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে, উষস্ত-প্রশ্ন দ্বারাই তত্ত্বনিশ্চয় হওয়ায় দ্বিতীয় প্রশ্নের অবকাশই থাকে না। এ জন্য আনর্থক্য দোষ ঘটে। আর উপায় থাকিতে এই বাক্যকে অর্থবাদ * বলিয়া উপেক্ষা করাও সঙ্গত হয় না। অতএব কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে, এই উভয় প্রশ্নের বিষয়ীভূত আত্মা এক নহে—ভিন্ন, ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) ও পরমাত্মা। কিন্তু, ইহা সঙ্গত নহে, কারণ, এইরূপ অর্থ হইলে 'তব' অর্থাৎ তোমার আত্মা বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা হইয়াছে এবং "এই তোমার আত্মা" এই যে প্রত্যুত্তর, তাহা হইতে দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির অভ্যন্তর আত্মাকেই লক্ষ্য বলিয়া অবগত হওয়া যায়, কিন্তু এক কার্য্যকরণসমষ্টির দুই প্রাত্মা কখনই সম্ভব নহে। একই কার্য্যকরণময় পিণ্ডকে এক আত্মা দ্বারা আত্মবান্ বলা হইয়াছে, সেই আত্মা উষস্তের অন্য ও কহোলের অপর, পরস্পর জাতিগত বিভিন্ন কখনই হইতে পারে না। কারণ, যদি বিভিন্ন আত্মবিষয়েই প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কথিত উভয় প্রকার আত্মার মধ্যে একটি মুখ্য—যথার্থ, অপরটি গৌণ—অযথার্থ; একটি আত্মা, অপরটি অনাত্মা; একটি সর্ব্বান্তর, অপরটি তদপেক্ষা বাহ্য। কারণ, পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বান্তরত্ব, মহত্তমত্ব প্রভৃতি বিশেষণবিশিষ্ট এক বৈ কখনও দুই আত্মা হইতে পারে না; আবার

---

* শ্রুতির মধ্যে কতকগুলি অর্থবাদ আছে; অর্থবাদ অর্থ—কোন একটি বিধিবাক্যকে লক্ষ্য করিয়া তাহার প্রশংসা দ্বারা দৃঢ়তা-সম্পাদন বিধির প্রশংসা ব্যতীত অর্থবাদের আর একটা বড় স্বতঃপ্রয়োজন নাই। অর্থবাদ সকল কোন ক্রিয়া-প্রতিপাদন করে না, দানশীল ধনীর ন্যায় কেবল পরার্থে স্বার্থত্যাগ করে।

যদি একটি কথিত অসাধারণ বিশেষণবিশিষ্ট ব্রহ্ম আত্মশব্দের মুখ্যার্থ হয়, তবে জিজ্ঞাসিত দুই আত্মার মধ্যে অন্যতর নিশ্চয়ই গৌণ। ঐরূপ আত্মত্ব ও সর্ব্বান্তরতা সম্বন্ধেও জ্ঞাতব্য; যেহেতু, পদার্থ পরস্পরবিরুদ্ধ, এ জন্য একটি সর্ব্বান্তর মুখ্য ব্রহ্ম স্বীকার করিলেই অপরটি নিশ্চিতই অসর্ব্বান্তর অমুখ্য অব্রহ্ম হইতে হইবে। অতএব জাতিগত একই আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া দুই ব্যক্তির প্রশ্ন হইয়াছে, তবে পুনরুক্তি নিবারণের জন্য বিবক্ষিত বিশেষ কথা কিছু থাকিতে পারে; ইহা বলিতে হইবে। তবে যে প্রথম প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ দ্বিতীয় প্রশ্নেও উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে যে অংশ পূর্ব্বোক্ত উত্তরের সমান, সেই অংশে বাক্যের কোন তাৎপর্য্য নাই—কেবল পূর্ব্বোক্তের অনুবাদমাত্র, আর যে অংশ পূর্ব্বে উক্ত হয় নাই, সেই বিশেষ অংশেই বাক্যের তাৎপর্য্য, সেই অনুক্ত বিষয় বলিবার নিমিত্তই জিজ্ঞাসা হইয়াছিল। সেই বিশেষ ধর্ম্ম কি? তাহাই এক্ষণে বলা হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নোত্তরে ইহাই দেখান হইয়াছে যে, দেহাতিরিক্ত এক আত্মা আছে, যাহার কর্ম্মাধীন বন্ধন হয়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নোত্তরে সেই দেহাতিরিক্ত আত্মার অশনায়াদি ভোগেচ্ছা ও অন্যান্য সাংসারিক ধর্ম্মে অসম্পর্করূপ বিশেষ ধর্ম্ম অভিহিত হইতেছে—সন্ন্যাস-সমন্বিত যে বিশেষ ধর্ম্মের জ্ঞান হইতে পূর্ব্বোক্ত বন্ধনের ছেদ হয়। অতএব উভয় প্রশ্নেই 'এই তোমার আত্মা' ইত্যন্ত উত্তরের সাম্য দেখা যায়। এখানে এরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, এক আত্মারই অশনায়াদি অতীত ভাব ও বন্ধন অর্থাৎ সংসারিত্ব ও অসংসারিত্ব এই দুই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ হয়? উত্তর—না, এ দোষের পূর্ব্বেই পরিহার করা হইয়াছে। কারণ, আত্মার এই সকল সংসারিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম কেবল নামরূপ বিকার, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সমষ্টিরূপী পিণ্ডের সহিত অভেদ অভিমানে ভ্রান্তিমাত্র জানিবে। এ কথা আমরা ইতঃপূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি এবং বিরুদ্ধ শ্রুতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ কথাও বলা হইয়াছে যে, যেমন গগনে মালিন্য, রজ্জুতে সর্পত্ব, শুক্তিকায় রজতত্ব প্রভৃতি অধ্যস্ত ধর্ম্ম দ্বারা গগন, রজ্জু ও শুক্তি তৎস্বরূপে প্রতীয়মান হয়, বাস্তবিকপক্ষে উহারা স্বীয়রূপে গগনাদি ভিন্ন কিছু নহে, সেইরূপ কাম, ক্রোধ, বুভুক্ষা প্রভৃতি অধ্যস্তধর্ম্ম দ্বারা আত্মাও সংসারিরূপে প্রতীত হয়, বস্তুতঃ আত্মা নিজরূপে নিঃসঙ্গ, অবিকারী। অতএব আত্মা অবস্থাভেদে বিরুদ্ধধর্ম্মী প্রতীত হইলেও কোনও অসঙ্গতি নাই।

পুনশ্চ এখানে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি ব্রহ্ম ভিন্ন নাম-রূপাদি উপাধির অস্তিত্ব মানা যায়, তাহা হইলে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"

ইত্যাদি ব্রহ্মভিন্ন পদার্থের প্রতিষেধক শ্রুতি সমুদয় বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ? উত্তর—না, তাহারও পরিহার করা হইয়াছে। যেমন জলবিন্দু জলস্বরূপ হইলেও জল হইতে পৃথক্‌রূপে প্রতীত হয়, কিম্বা যেমন ঘটশরাবাদি মৃত্তিকা হইয়াও মৃত্তিকা হইতে স্বতন্ত্রভাবে বিজ্ঞাত হয়, সেইরূপ নাম-রূপাদি আত্মোপাধি সকল আত্মা হইতে পৃথক্ না হইলেও পৃথক্‌রূপে পরিচিত হয়। কিন্তু যখন দেখা যায় যে, শ্রুতির অনুসারী তার্কিকগণ কর্ত্তৃক পরমাত্মা হইতে পৃথক্‌রূপে পরমার্থদৃষ্টিতে নিরূপ্যমাণ নামরূপ তত্ত্বজ্ঞানদশায় মৃত্তিকার বিকার ঘটশরাবাদির ন্যায় বা সলিল-ফেনাদির মত আর স্বতন্ত্র বলিয়া প্রতীত হয় না, তখন সেই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ অদ্বৈত শ্রুতিসকল পরমার্থ দর্শনের পরিচয় দিয়া থাকে বলিতে হইবে। আর যে সময় স্বভাবসিদ্ধ অবিদ্যা রজ্জু, শুক্তি ও গগনের মত স্বীয় নিঃসঙ্গরূপে বর্ত্তমান ব্রহ্মকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে অর্থাৎ অবিদ্যারচিত নাম ও রূপাত্মক উপাধি হইতে ব্রহ্ম স্বতঃ নির্ম্মুক্ত হইলেও তৎস্বরূপ বুঝিতে দেয় না, তখনই দ্বৈতের অস্তিত্বব্যবহার হয়। এই মিথ্যা রচিত ভেদজ্ঞান হইতেই অবগত হওয়া যায় যে, সমস্তই মিথ্যা ব্যবহার। কি দ্বৈতবাদী কি ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ সকলেরই পক্ষে শ্রুত্যনুসারে বস্তু-বিচার করিলে সিদ্ধান্ত হইবে যে, এক ব্রহ্ম অদ্বিতীয় লৌকিক ব্যবহারের অতীত। অতএব দ্বৈতোক্তির সহিত একব্রহ্মোক্তির কোনই বিরোধ নাই। বাস্তবিক, পরমতত্ত্বের বিচারে এক ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধ হয় না। শ্রুতিই বলিয়াছেন, সেই ব্রহ্ম একই, তাহার সজাতীয় দ্বিতীয় নাই, তাহার অভ্যন্তর নাই—বাহ্য নাই। ইহা দ্বারা আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে, অবিবেকিগণের নাম-রূপ-ব্যবহারকালে ক্রিয়া, কারক বা ফলাদি ব্যবহার হয় না। অতএব শাস্ত্রীয় বা লৌকিক ব্যবহারমাত্রই জ্ঞানাজ্ঞানসাপেক্ষ জানিবে, তাহাতে কোনই বিরোধ থাকিবে না।

এখানে যথার্থ আত্ম-স্বরূপ-জ্ঞানের নিমিত্ত প্রশ্ন করিয়াছেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য ! তোমার কথিত সর্ব্বান্তরস্থিত আত্মা কোনটি ? অর্থাৎ দেহমধ্যে আত্মার ন্যায় প্রতীয়মান বস্তু অনেক আছে, তন্মধ্যে প্রকৃত আত্মা কে ? এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—যিনি অশনায়া (ভোজনেচ্ছা) ও পিপাসা (পানেচ্ছা) অতিক্রম করেন অর্থাৎ যেমন অজ্ঞানবিমুগ্ধ লোক আকাশ বলিলে তলমালিন্য-বিশিষ্ট পদার্থ বুঝে, অথচ প্রকৃতপক্ষে তলমলহীন বস্তুই আকাশশব্দবাচ্য, সেইরূপ মূঢ় মানব ব্রহ্ম বুঝিবার কালে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-সমন্বিত অহম্ অভিমানের আধারবিশেষকেই আত্মা বলিয়া বুঝে। কারণ, আমি ক্ষুধার্ত্ত, আমি

পিপাসার্ত্ত—এইরূপ জ্ঞানের বিষয় ক্ষুধা-পিপাসাবিশিষ্ট বস্তু ভিন্ন অন্য কিছুই তাহাদের বুদ্ধিগোচর হয় না ; পরন্তু তাহা হইলেও প্রকৃতপক্ষে আত্মা ক্ষুধা-তৃষ্ণা-হীন, তাহাকে প্রাপ্ত হইলেই জীব ক্ষুধা-তৃষ্ণা অতিক্রম করিয়া থাকে। এ জন্য শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, "ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ" অর্থাৎ মূঢ় ব্যক্তি কর্ত্তৃক আরোপিত দুঃখ দ্বারা সংসারবাহ্য (অসংসারী) আত্মা লিপ্ত (দুঃখী) হন না। অশনায়া ও পিপাসা প্রাণের ধর্ম্ম বলিয়া উহাদিগকে দ্বন্দ্ব-সমাস দ্বারা একোক্তিতে বলা হইয়াছে। এবং যিনি শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু অতিক্রম করেন। শোক অর্থাৎ কাম বা কোন এক অভিলষিত বস্তুর প্রাপ্তি-বিষয়ে প্রগাঢ় চিন্তাবশতঃ চিত্তের অশান্তি। এই অতৃপ্তিই কামনার মূলীভূত। যেহেতু, অতৃপ্তি হইতেই কাম উদ্দীপিত হয়। অতএব কামনাই এই শোকের মূলীভূত কারণ। মোহ—অর্থাৎ যে বস্তু যেরূপ, তাহার বিপরীত জ্ঞান—ভ্রম বা অবিদ্যা। এই মোহই সর্ব্বপ্রকার অনর্থের মূল ; সুতরাং শোক ও মোহ এই উভয়ের কার্য্য স্বতন্ত্র, এই জন্য অসমস্তভাবে ইহাদের উক্ত হইল। এই শোক ও মোহ উভয়েই মনের ধর্ম্ম। সেই আত্মা এইরূপ শরীরবর্ত্তী জরা ও মৃত্যুকেও অতিক্রম করে।

জরা অর্থে—দৃশ্যমান স্থূলশরীরের বলিপলিতাদি পরিণাম-বিশেষ। মৃত্যু অর্থে—দেহসম্বন্ধ-ধ্বংস অর্থাৎ পরিণামের অবসান। সেই জরা ও মৃত্যু শরীরাশ্রিত, শরীরের ধর্ম্ম। আর যে সকল পূর্ব্বোক্ত অশনায়া, পিপাসা প্রভৃতি, উহারা যথাক্রমে প্রাণ, মন ও শরীরধর্ম্ম নিয়ত প্রাণিসমূহে বর্ত্তমান থাকিয়া জীবের সংসারের কারণ হয়, অর্থাৎ সমুদ্রতরঙ্গমালার ন্যায় কিম্বা চিরপ্রচলিত অহোরাত্রের ন্যায় উহাদের যে আবির্ভাব ও তিরোভাব, তাহারই নাম সংসার। আত্মা স্বভাবতঃ এই সংসার-ধর্ম্মের অতীত।

পূর্ব্বে যাঁহাকে দৃষ্টির দ্রষ্টা ইত্যাদিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং যাঁহাকে প্রত্যক্ষস্বরূপ সর্ব্বান্তর আকাশের মেঘমালিন্যের মত অশনায়াদি সাংসারিক ধর্ম্মাতীত ও ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতের মুখ্যতম আত্মরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ব্রাহ্মণগণ সেই এই আত্মার যথার্থ স্বরূপ জানিয়া, অর্থাৎ "আমি সর্ব্বদা অসংসারী, পূর্ণানন্দময়, নিত্যতৃপ্ত, পরমব্রহ্মস্বরূপ, এই অখণ্ডাকার জ্ঞান লাভ করিয়া পুত্রকামনা, বিত্তৈষণা ও লোকলাভবাসনা হইতে বিরক্ত হয় এবং পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এ স্থলে ব্রাহ্মণ-ভিন্ন অন্যবর্ণের ব্যুত্থানে অর্থাৎ লোক-কামনা, বিত্তকামনা ও পুত্রকামনা হইতে বিরতি এবং সন্ন্যাসগ্রহণে অধিকার

নাই, এ জন্য শ্রুতি ব্রাহ্মণ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ব্যুত্থান অর্থ ভোগ হইতে বিপরীতভাবে উত্থান। তাহা কোন্ বস্তু হইতে? এই শঙ্কা দূর করিবার জন্য বলিতেছেন যে—পুত্রৈষণা—পুত্রার্থ-এষণা পুত্রৈষণা, পুত্রপ্রাপ্তির বাসনা অর্থাৎ আমি পুত্র দ্বারা অমুক লোক জয় করিব, এই আশায় দারগ্রহণ। বিত্তৈষণা—কার্য্যমাত্রের সিদ্ধির উপায় গবাদিবিত্তের নিমিত্ত এষণা প্রার্থনা, অর্থাৎ অমুক বিত্ত দ্বারা কার্য্যানুষ্ঠান করত পিতৃলোক লাভ করিব, এই বাসনায় গবাদি পশুর সংগ্রহ। লোকৈষণা অর্থাৎ জ্ঞানসহিত কর্ম্ম দ্বারা অথবা এক হিরণ্যগর্ভের (ব্রহ্মার) উপাসনারূপ দৈববিত্ত দ্বারা ব্রহ্মলোক লাভ করিব, এই ইচ্ছায় বিদ্যার্জ্জন। এই সকল বাসনা হইতে ব্যুত্থিত (বিরক্ত) হইয়া ভিক্ষুক আশ্রম গ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন যে, যেহেতু, দৈববিত্ত (হিরণ্যগর্ভের উপাসনা-বিদ্যা) দ্বারাই সাধক ব্যুত্থিত (প্রবোধিত) হয়,অতএব দৈববিত্ত (দৈববিত্তকামনা) হইতে কোনরূপেই বৈরাগ্য হইতে পারে না। উত্তর—এ সিদ্ধান্ত ভুল ; কারণ, পশ্চাৎকথিত"এতাবান্ বৈ কামঃ" এই শ্রুতি দৈববিত্তকেও এষণা (কামনা) শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। বিশেষতঃ এইরূপ দেবলোক-প্রাপক হিরণ্যগর্ভ-বিদ্যাকেও অবিদ্যা বলিয়া স্বীকৃত হয়। কারণ, কামফলপ্রাপক বিদ্যা বা কর্ম্ম সকলই অবিদ্যামধ্যে গণ্য, যাহা প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যা, তাহা নিরুপাধি অখণ্ড জ্ঞানবিষয়ক, উহা হইতে দেবলোকপ্রাপ্তি হয় না। এ জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই সেই সমস্ত হইয়াছে, তাঁহাকে পাইলে সব পাওয়া যায়, তিনি এই সকলের আত্মা, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানে কোনই কাম্য অপ্রাপ্ত থাকে না। ব্রহ্মবিদ্যা যাহা প্রাপ্তির কারণ হইবে, অতএব হিরণ্যগর্ভলোকপ্রাপ্তির কারণ বিদ্যা প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যা নহে। তবে যে হিরণ্যগর্ভোপাসনায় ব্যুত্থান হয় বলা হইয়াছে, তাহা "তমেতং আত্মানম্ বিদিত্বা" এই আত্মাকে জানিলে ব্যুত্থান হয়, এই বিশেষোক্তিবশতঃ আত্মজ্ঞানকে বুঝিতে হইবে। অতএব মুমুক্ষু জীবগণ অনাত্মলোকের প্রাপ্তির কারণ অর্থাৎ আত্মলোকে উপনীত করিতে অক্ষম বা ব্রহ্মজ্ঞানের অসাধক। সেই ত্রিবিধ পুত্র, বিত্ত ও লোকের কামনা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ পুত্র-বিত্ত-লোক-সাধনবিষয়ে তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচর্য্য—সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেন। যদিও এখানে পুত্র, বিত্ত ও লোক-ভেদে ত্রিবিধ ফল-(সুখ) সাধনের কামনায় উল্লেখ হইয়াছে, তথাপি জানিতে হইবে যে, উহা ফলতঃ এক ফলকামনাই ; কারণ, লোক সকল যে উপায়ের অনুষ্ঠান করে, তাহা কেবল ফল-প্রাপ্তির নিমিত্ত, সুতরাং ফলই প্রধান, তাহার উপায় (সাধক) সকল

আনুষঙ্গিক বিধায় গৌণ অর্থাৎ মুখ্য নহে। এই জন্য শ্রুতিও ব্যাখ্যা করিতেছেন যে, এষণা (কামনা) একটিই, দুইটি নহে ; কারণ, যাহা পুত্রকামনা, তাহাই বিত্তকামনা, যেহেতু, পুত্র ও বিত্ত—উভয় দ্বারা একই অদৃষ্টরূপ ফল (যাহা পুরুষের প্রাক্তন নামে পরিচিত) উৎপন্ন হয়, অতএব এ উভয়ই এক। সেইরূপ যাহা বিত্তৈষণা নামে কথিত, তাহাই লোকৈষণা ; কারণ, বিত্ত কর্ম্মস্বরূপ, তাহা দ্বারা হৈরণ্যগর্ভাদি লোকরূপ ফল সাধিত হয়। ফলতঃ উভয় কামনা একই, তবে কার্য্যকারণভেদে বিভিন্ন উক্তি মাত্র। কারণ, সকল লোকই ফলের উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত হইয়া সমস্ত সাধন অবলম্বন করে। যাহা লোককামনা বা ফলকামনা, তাহা উপায় ব্যতিরেকে সম্পন্ন করা যায় না ; এই জন্য তাহার আবশ্যকতা। কার্য্য-কারণভেদে এই এষণা দুইটি বৈ তিনটি হয় না। যেহেতু, কর্ম্ম ও লোকসাধন উভয়ই কামনাস্বরূপ, অতএব সংসার হইতে বিরাগী মুমুক্ষুর পক্ষে কর্ম্ম (দেবলোকাদি) এবং কর্ম্মসাধন কিছুই নাই। অতএব যে সকল ব্রাহ্মণ এই কামনা (ত্রয়) অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহারা দৈবিক, পৈতৃক ও মানুষিক কর্ম্মের সাধন, যজ্ঞোপবীতাদি চিহ্ন ত্যাগ করিয়া পরমহংসগণ কর্তৃক অবলম্বিত পরিব্রজ্যা গ্রহণ করত ভিক্ষুচর্য্যা আচরণ করিয়া থাকেন। যজ্ঞোপবীত, প্রাচীনাবীত ও নিবীত এই ত্রিবিধ চিহ্ন দ্বারা দৈব, পৈতৃক ও মানুষ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রুতি মনুষ্যতর্পণে নিবীতের বিধান করিয়াছেন। এই জন্য উহারা কর্ম্মের সাধন বলা হইল। সেই সকল কর্ম্মে ও কর্ম্মসাধনে অনাসক্ত ব্রহ্মবিদ্‌গণ সর্ব্বকর্ম্ম হইতে ব্যুত্থিত * হইয়া ভিক্ষা আচরণ করেন। ভিক্ষাচার্য্য অর্থে ভিক্ষার্থে বিচরণ অর্থাৎ গার্হস্থ্য প্রভৃতি ত্রিবিধ আশ্রমোচিত স্মৃত্যুক্ত সমস্ত চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভিক্ষুকাশ্রম-দিগের মাত্র জীবিকাসাধন পরিব্রজ্যানামক সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ। তাদৃশ বৈরাগ্য-সম্পন্নের আশ্রমচিহ্ন-ত্যাগ-বিষয়ে স্মরণ করেন যে "বিদ্বান্ লিঙ্গবিবর্জ্জিতঃ" অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি আশ্রমোচিত সমস্ত চিহ্নবর্জ্জিত হইবেন, এবং "অব্যক্তলিঙ্গো ধর্ম্মজ্ঞোহব্যক্তাচারঃ" অর্থাৎ আশ্রমোচিত চিহ্ন অস্ফুটভাবে ধারণ করিবেন, ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও আবশ্যকীয় ধর্ম্ম সকলও অতি প্রচ্ছন্নভাবে গ্রহণ করিবেন এবং গুপ্তভাবে ধর্ম্মাচরণ করেন। ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রই অব্যাহত প্রমাণ। অধিক কি, শ্রুতি-

* ব্যুত্থান অর্থ ভাবে উত্থান। ইহার তাৎপর্য এই—জীব অজ্ঞানদশায় যে ভাবে জীবন যাপন করেন, জ্ঞানদশাতে আর সে ভাবে করেন না। অজ্ঞান অবস্থায় যে বস্তুতে আমি বা আমার জ্ঞান থাকে, জ্ঞানদশাতে আর তাহার তাহা থাকে না, সুতরাং জ্ঞানীর জ্ঞানাবস্থা সাংসারিক অবস্থা অপেক্ষা ব্যুত্থান—বিপরীতভাবে অবস্থান বলিয়া কথিত হইতে পারে।

শাস্ত্র বলিতেছেন যে, সন্ন্যাসী বিবর্ণবস্ত্রপরিধায়ী, মুণ্ডিত ও নিষ্পরিগ্রহ হইবেন। আরও কথিত আছে যে, সন্ন্যাসী শিখাসহ সমস্ত কেশ কর্ত্তন করিয়া ফেলিবেন, যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিবেন। ইত্যাদি।

এখানে এরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে, "ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি" এখানে বর্ত্তমান কাল নির্দ্দেশ আছে, কিন্তু বিধিবোধক লিঙ্ (লোট্, বা তব্য প্রভৃতি) কোন বিভক্তি নাই; সুতরাং এই বাক্যটি অর্থবাদমধ্যে পরিগণিত হইবে। কাজেই "ভিক্ষাচর্য্যা করিবে" এরূপ নিয়োগ বা আদেশবোধক হইতে পারে না; কেবল অর্থবাদ বাক্যের শ্রবণে শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত যজ্ঞোপবীতাদি পরিত্যাগ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে; বিশেষতঃ শ্রুতি বলিয়াছেন যে, যজ্ঞোপবীত ধারণ পূর্ব্বকই বেদাধ্যয়ন করিবে, যাগ করিবে এবং যাজন করিবে। অথচ পরিব্রজ্যা-নামক সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে যে বেদাধ্যয়ন নাই, ইহাও বলিতে পার না; কারণ, "বেদ-সন্ন্যসনাৎ শূদ্রস্তস্মাদ্বেদং ন সন্ন্যসেৎ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ বেদত্যাগমাত্রই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন, অতএব কখনও বেদ ত্যাগ করিবে না; এবং আপস্তম্ব বলিয়াছেন যে, স্বাধ্যায় পরিত্যাগ করিলে বাক্ পরিত্যাগ করা হয়। আবার বেদত্যাগ, বেদ-নিন্দা, মিথ্যাসাক্ষ্য, সুহৃদ্বধ, নিষিদ্ধ ও উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন, এই ছয়টি সুরাপানের সমান; ইত্যাদি বাক্য সকল বেদত্যাগে নানাবিধ দোষ কীর্ত্তন করিয়াছে।

বিশেষতঃ পরিব্রাজক ধর্ম্মের পরিগণনায় বলা হইয়াছে যে, গুরুশুশ্রূষায়, বৃদ্ধ অতিথি-সেবায়, হোম ও জপকর্ম্মে, ভোজনে, আচমনে ও বেদাধ্যয়নে ব্রাহ্মণ যজ্ঞোপবীতধারী হইবেন। অথচ ঐ সকল গুরুর উপাসনা, বেদাধ্যয়ন, ভোজন ও আচমন প্রভৃতি কর্ম্ম শ্রুতি-স্মৃতি দ্বারা সন্ন্যাসীর পক্ষে কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে; অতএব সন্ন্যাসীর এই সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মের অঙ্গরূপে যখন যজ্ঞোপবীতধারণ বিহিত হইয়াছে, তখন তাহার পরিত্যাগ কখনই শাস্ত্রের আদেশ হইতে পারে না। যদিচ পূর্ব্বেও শ্রুতি দ্বারা কর্ম্ম ও কর্ম্মসাধন হইতে ব্যুত্থান বিহিত হইয়াছে সত্য, তথাপি পূর্ব্বোক্ত পুত্র, বিত্ত ও লোক এই ত্রিবিধ বিষয়ের কামনা বা কর্ম্ম ও কর্ম্মসাধন হইতে ব্যুত্থানের বিধান শাস্ত্রেরও অভিপ্রেত; অন্য কোন কর্ম্ম বা কর্ম্মসাধন হইতে ব্যুত্থান কখনই শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে। আর যদি তাহাই হয়, তবে অশ্রুত কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও শ্রুতিবিহিত যজ্ঞোপবীতাদির ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়; পণ্ডিতগণ ইহাকে "শ্রুতহানি ও অশ্রুত কল্পনা"-রূপ দোষ বলিয়া থাকেন। ইহাতে বিহিতের অকরণ, প্রতিষিদ্ধের আচরণরূপ মহাদোষে পতিত হইতে হয়। অতএব সন্ন্যাসীর যজ্ঞোপবীতত্যাগ বিহিত নহে,

অন্ধপরম্পরায় প্রচলিত বলিব ? ইহার উত্তর—না, যজ্ঞোপবীতত্যাগ অজ্ঞানের কার্য্য নহে ; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন যে, "যজ্ঞোপবীতং বেদাংশ্চ সর্ব্বং তদ্বর্জ্জয়েদ্যতিঃ" অর্থাৎ যতি (সন্ন্যাসী) ব্যক্তি যজ্ঞোপবীত ও বেদ সমস্তই পরিত্যাগ করিবেন। আরও এক কথা,—যখন সমস্ত উপনিষদ্‌ই আত্মজ্ঞানোপদেশে তৎপর, আত্মার দর্শন, শ্রবণ ও মনন কর্ত্তব্যরূপে প্রতিপাদনই যখন এই অধ্যায়ে প্রস্তুত, আর যখন "সেই আত্মাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষস্বরূপও অশনায়াদি সর্ব্বসংসারধর্ম্মরহিত, এইরূপে জানিবে" এই বিধিপ্রতিপাদনই সমস্ত উপনিষদের উদ্দেশ্য, এবং সমস্ত উপনিষদেরই এইরূপ উদ্দেশ্য। বিশেষতঃ যখন অন্য কোন বিধির সঙ্গরূপে অবগতি নাই, তবে তাহা কিরূপে অর্থবাদ বলিয়া স্বীকার করা যায় ? বিশেষতঃ আত্মজ্ঞানই যখন সমস্ত উনিষদের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, তখন তাহাকে পূর্ব্বোক্ত অশনায়াদি কামনাতীত অর্থাৎ সাধন বা ফলসম্পর্করহিত বলিয়া জানা উচিত, এই জ্ঞানই শাস্ত্রের বিধেয়। তদ্ভিন্ন বিপরীতভাবে আত্মার জ্ঞান, অজ্ঞান বা অবিদ্যাস্বরূপ অর্থাৎ আত্মাকে যে সাধ্য বা সাধনরূপে অবগত হওয়া যায়, তাহাই অবিদ্যা। এই ভেদজ্ঞান-বিষয়ে শ্রুতি বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি অমুক পৃথক্ ও আমি পৃথক্ ইত্যাকার জ্ঞান করেন, তিনি কিছুই জানেন না। যে ব্যক্তি এই জগতে নানা ভাবে (ভেদবুদ্ধিতে) দর্শন করেন, তিনি চিরদিনের জন্য অবিদ্যা হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হন। এই জগৎকে একরূপেই অবলোকন করিবে। এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। তুমি সেই পরম ব্রহ্মস্বরূপ। এই জ্ঞানই বিদ্যা, ইহার বিপরীত যে আমি পৃথক্, অমুক পৃথক্, সুখী দুঃখী ইত্যাদি জ্ঞান, তাহাই অবিদ্যা। এ জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন যে, যে সময়ে দ্বৈতভাবাপন্নের ন্যায় হয়, সে সময়েই অপর অপরকে দর্শন করে ইত্যাদি। আর একই ব্যক্তির বিদ্যা (জ্ঞান) ও অবিদ্যা এই দুইটি বিরুদ্ধপদার্থ আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর সহভাবে থাকিতে পারে না। অতএব আত্মতত্ত্ব-দর্শী পুরুষের অবিদ্যারাজ্যে অধিকৃত ক্রিয়াকারক (কর্ত্তৃত্বাদি) ও ফলভেদে কখনও অধিকার থাকিতে পারে না, কর্ম্মে অধিকার থাকিলে "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি", অর্থাৎ ভেদদর্শী ব্যক্তি আসঙ্গ হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি কর্ম্মীর নিন্দাবাক্য অসঙ্গত হয়। বিশেষতঃ যখন অবিদ্যার বিষয় সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম, কর্ম্ম করিবার উপায় এবং কর্ম্মের ফল, এ সমস্তকে উহার বিপরীত আত্মজ্ঞান দ্বারা ত্যাগ করাই উপনিষৎ শাস্ত্রের অভিপ্রেত, তখন অবিদ্যাকার্য্য যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি সাধনও কেন পরিত্যজ্য হইবে না ? অতএব কামনাতীত সাধন ও ফল বিলক্ষণ আত্মা

হইতে স্বতন্ত্র সাধন ও ফল উভয়ই কামনাস্বরূপ, ইহা পূর্ব্বে নির্ণীত হইয়াছে। যজ্ঞোপবীত ও যজ্ঞোপবীতাদি-সাধনসাধ্য কর্ম্মও সাধনস্বরূপ বলিয়া তাহা আত্মবিদের পরিত্যজ্য। 'উভে হোতে সাধনফলে এষণে এব' শ্রুতিতে নিশ্চয়ার্থক 'এব' শব্দের প্রয়োগ হেতু উক্ত যজ্ঞোপবীতাদি সাধন ও কর্ম্মমাত্রের অবিদ্যার কার্য্যতা হেতু ও কাম্যতা নিবন্ধন হেয়তা-সম্পাদন অভিপ্রেত, এ জন্য তাহা হইতে ব্যুত্থান মুমুক্ষুমাত্রেরই পক্ষে শ্রুতির অভিপ্রেত।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, আত্ম-তত্ত্ব বা আত্মজ্ঞান প্রতিপাদন করাই যদি উপনিষদের প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে অনিচ্ছা পূর্ব্বকও বলিতে হইবে যে, উপনিষৎ শাস্ত্রেতে উক্ত মুমুক্ষুর প্রতি সর্ব্বসন্ন্যাস-প্রভৃতি সমস্তই অর্থবাদ—কখনই বিধায়ক নহে। আর বিধি না হইলেই মুমুক্ষু ব্যক্তির যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি বিহিত চিহ্ন পরিত্যাগ করিবার আবশ্যকতা থাকে না। ইহার উত্তর—না, তাহা নহে; শ্রুতি যে ব্যক্তিকে আত্মজ্ঞানের বিধি দিয়াছেন, সেই ব্যক্তিকেই সর্ব্বসন্ন্যাসে অনুমতি করিয়াছেন, এই এককর্ত্তৃকত্বনির্দ্দেশ হেতু সর্ব্বসন্ন্যাস একপ্রকার বিহিতই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ একবাক্যগত অনুষ্ঠানের বিষয় একটি কথা বিধি এবং অপরটি অর্থবাদ, ইহা কখনই কল্পনাযোগ্য হইতে পারে না। কারণ, সন্ন্যাসেরও যে কর্ত্তা, আবার অকর্ত্তব্য আত্মজ্ঞানেরও সেই কর্ত্তা; এরূপ হওয়াই সম্ভব, তদ্‌ভিন্ন অকর্ত্তব্য বিষয়ের সহিত কর্ত্তব্যের এককর্ত্তৃকতা বেদে কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু কর্ত্তব্য অভিষব (সোমলতাসংস্কার), হোম ও ভক্ষণের "অভিষুত্য হুত্বা ভক্ষয়ন্তি" এই বাক্য দ্বারা এককর্ত্তৃকত্বই অবগত হওয়া যায়। এই দৃষ্টান্তানুসারে এখানেও আত্মজ্ঞানানুসন্ধান, ব্যুত্থান ও ভিক্ষাচর্য্য (সন্ন্যাস) এই সকল বিষয়ের যখন একবাক্যে নির্দ্দেশ হইয়াছে, অতএব ইহারও প্রত্যেকটি বিধেয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যদি বল যে, না, এ পক্ষেও দোষ হইতেছে,—কারণ, যদি সমস্তই অবিদ্যার বিষয় হয় ও কামনাস্বরূপ হয় অর্থাৎ মুমুক্ষুর পক্ষে ত্যাজ্য হয়, তাহা হইলে আত্মজ্ঞানবিধি দ্বারাই প্রকারান্তরে যজ্ঞোপবীতাদিত্যাগ প্রাপ্ত হওয়া যায়; সুতরাং প্রাপ্ত বিষয়ের বিধিসম্ভব কোথায়? উত্তর—যদিও আত্মজ্ঞানবিধি দ্বারাই যজ্ঞোপবীতাদিত্যাগ জ্ঞাত হওয়া যায়, তজ্জন্য আর বিধির প্রয়োজন নাই, তথাপি এককর্ত্তৃত্ব প্রদর্শন করাইয়া বিষয়ের দৃঢ়তা-সম্পাদন করা হইল। ভিক্ষাচর্য্য সম্বন্ধেও এইরূপ জানিবে। ইহাতে শ্রুতির কোন দোষ হইতে পারে না। আর যে "ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি" এই বাক্যে

বিধিবোধক লিঙ্ প্রভৃতি বিভক্তি না থাকায় অর্থবাদ বলিয়া আশঙ্কা করা হইয়াছে; তাহাও ভুল। কারণ, "ঔদুম্বরো যূপো ভবতি" অর্থাৎ উদুম্বর-কাষ্ঠময় যূপ কর্ত্তব্য। এখানে যেমন কোন প্রকার বিধিবোধক বিভক্তি না থাকিলেও "ভবতি" পদটিই উদুম্বর-কাষ্ঠের যূপ-বিধায়ক হইয়াছে, তেমন এখানেও "চরন্তি" এই লট্ বিভক্তিই পারিব্রাজ্যের বিধায়ক হইবে।

আর যদি বল, সন্ন্যাসাশ্রমে যখন যজ্ঞোপবীতাদি সাধনার উপায় বিহিত আছে, এবং শ্রুতি-স্মৃতিও স্পষ্টাক্ষরেই যজ্ঞোপবীতাদি ধারণের নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছেন, তখন সন্ন্যাসাশ্রমে সর্ব্বত্যাগের বিধি থাকিলেও ও যজ্ঞোপবীত এষণামধ্যে গণ্য হইলেও যজ্ঞোপবীত ভিন্ন আর সমস্ত ত্যাগেরই বিধি বলিতে হইবে, কখনই যজ্ঞোপবীতত্যাগের নহে। উত্তর—যদি উক্ত বিধি দ্বারা যজ্ঞোপবীত ভিন্নের ত্যাগই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে জ্ঞানীর পক্ষে কর্ত্তব্যরূপে বিহিত জ্ঞানসহিত সন্ন্যাস হইতে পৃথক্ আর একটি সন্ন্যাস স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, অবিদ্যার কার্য্য পুত্র-বিত্তাদির এষণা (কর্ম্ম ও কর্ম্মসাধন) হইতে যে ব্যুত্থান বা পারিব্রাজ্যের কথা বলা হইয়াছে, সেই ব্যুত্থান ব্রহ্মজ্ঞানাঙ্গ, তাহা না হইলে—ব্রহ্মজ্ঞান-বিরোধী এষণা ত্যাগের বিধি করা হইবে কেন? এবং অবিদ্যাবিষয়ীভূত এষণা ত্যাগের বিধি হইবে কেন? এক্ষণে যদি যজ্ঞোপবীতাদি-ধারণ বিধান করা হয়, তাহা হইলে আর ইহা জ্ঞানের সাধক সন্ন্যাস হইতে পারে না, কাজেই ইহাকে স্বতন্ত্র একটি সন্ন্যাস বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যাহা ব্রহ্মলোকাদিপ্রাপক স্বতন্ত্র এক প্রকার সন্ন্যাস, তাহাতে যজ্ঞোপবীতাদি ধারণ ও অন্যান্য যতিচিহ্ন-ধারণ বিহিত আছে, অতএব এষণাদিস্বরূপ যজ্ঞোপবীত-ধারণাদি আশ্রমধর্ম্মমাত্র ও অন্যবিধ সন্ন্যাসের বিষয় হওয়া সম্ভব হইলে অনর্থক সমস্ত উপনিষদের একমাত্র প্রতিপাদ্য আত্মজ্ঞানের রোধ করা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে অর্থাৎ আশ্রমধর্ম্মের (যজ্ঞোপবীতাদি ধারণের) যদিও বিধি আছে, তথাপি তাহা অন্যবিধ সন্ন্যাসে নিয়োজিত করা হউক, অন্যথা সমস্ত উপনিষদেরই একমাত্র প্রতিপাদ্য আত্মজ্ঞান বাধিত হইয়া পড়ে; তাহা করা উচিত নহে; কেন না, যজ্ঞোপবীতধারণ প্রভৃতি সমস্তই অবিদ্যার কার্য্য; সুতরাং সেই এষণাস্বরূপ সাধনের গ্রহণ করিতে হইলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, সাধনফলহীন অশনায়াদি সাংসারিক ধর্ম্মবর্জ্জিত ব্যক্তির 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান বাধিত হইতেছে, তাহাতে উপনিষদের অভিপ্রায় অসিদ্ধ হয়। পুনশ্চ যদি বল যে, "ভিক্ষাচর্য্যং

চরন্তি” এই শ্রুতি যখন সর্ব্বসন্ন্যাসের মধ্যেও ভিক্ষার কর্ত্তব্যতা বিধান করিতেছেন, সুতরাং শ্রুতি নিজেই “অহং ব্রহ্মাস্মি” আমি ব্রহ্ম, ইত্যাকার জ্ঞানের বাধা জন্মাইতেছেন, অর্থাৎ শ্রুতি একবার পুত্রবিত্তাদি এষণা হইতে ব্যুত্থানের (সন্ন্যাসের) বিধান করিয়া পুনশ্চ যখন নিজেই সেই এষণার একদেশ ভিক্ষাচর্য্যের বিধান বিধি করিতেছেন, অতএব শ্রুতি নিজেই নিজের অর্থ-ব্যাঘাত করিতেছেন বলিতে হইবে। উত্তর—না, যেহেতু, এখানে ভিক্ষাচর্য্যা বিধিবোধিত হইলেও নিয়োগকারক নহে অর্থাৎ যেমন হোম করিলে পর হোমাবশিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করা যজমানের ইচ্ছাধীন—নিয়োজক নহে, এইরূপ ভিক্ষাচর্য্যা ব্রহ্মবিদের নিয়োজক নহে এবং কর্ত্তৃসংস্কারকও নহে, যে জন্য পুরুষ বাধ্য হইবে; বরং হোমশেষ ভোজন নিয়মাধীন বলিতে পারা যায় অর্থাৎ কর্ত্তৃসংস্কারক হইতে পারে; কারণ, “হোমশেষং ভুঞ্জীতৈব” এই বাক্যে যদিও হোমাবশিষ্টভক্ষণকে অবশ্যকর্ত্তব্য বল, তথাপি এখানে সে নিয়ম শোভা পায় না; কারণ, হোমাবশিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করিলে যজমানের পুণ্য জন্মিবে; কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে ভিক্ষা করা পুণ্যজনক হইতে পারে না। কারণ, তাহা ব্রহ্মবিদের অনভিপ্রেত। যদি বল, ভিক্ষাচর্য্যা যদি নিয়মাধীন বা পুণ্যজনক নহে বলিয়া সন্ন্যাসীর অনভিপ্রেত হয়, তবে তাহার বিধান বা অনুষ্ঠান কি হেতু? তাহার উত্তর এই—অন্যান্য সাধন হইতে ব্যুত্থান অর্থাৎ বৈরাগ্যই বিহিত। তবে ভিক্ষাচর্য্যের বিধান কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, সন্ন্যাসী যদি কোন কর্ম্ম করেন, তাহা হইলে ভিক্ষাচরণই করিবেন, এই বিশেষ তাৎপর্য্যজ্ঞানের নিমিত্ত এখানে ভিক্ষাচর্য্যার পৃথক্ বিধান করা হইয়াছে।

পূর্ব্বে উদাহৃত যে সকল যজ্ঞোপবীতাদি ধারণের অনুকূল বচনরূপে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রদর্শিত হইয়াছে, সে বচনসমূহ অবিদ্বৎসন্ন্যাসীর পক্ষে জানিবে। অর্থাৎ যাহাদের জ্ঞানোদয় হয় নাই—অথচ মুক্তিবাসনায় সন্ন্যাস অবলম্বিত হইয়াছে, তাঁহাদেরই পক্ষে,—জ্ঞানীর পক্ষে নহে; নচেৎ জ্ঞানের প্রতিকূল অবিদ্যাময় বস্তু সকল গ্রহণ করিলে তাঁহারা মুক্তি লাভ করা দূরে থাকুক, বরং অধোগামীই হইবেন। এ বিষয়ে স্মৃতি আছে যে, “নিরাশিষমনারম্ভং নির্নমস্কারমস্তুতিম্। অক্ষীণং ক্ষীণকর্ম্মাণং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ” যিনি নিরাশী অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তীচ্ছা-(আশীঃ) হীন, যিনি কোনরূপ কাম্যাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না, যিনি পূজনীয়ের নিকটও প্রণত নহেন, যিনি স্তুতি হইতে বিরত, অথচ পরিপুষ্ট, সেই প্রজ্ঞান-ক্ষীণ-কর্ম্মা পুরুষকে দেবতাগণ ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মজ্ঞ) বলিয়া থাকেন; এবং বিদ্বান্ লিঙ্গবিবর্জ্জিত অর্থাৎ “আত্মজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্ববিধ

অশ্রমচিহ্নহীন হইবেন” “আত্মধর্ম্মবিদ্ ব্যক্তি যজ্ঞোপবীতাদি চিহ্নরহিত হইবেন” ইত্যাদি. শ্রুতিও স্পষ্টাক্ষরেই জ্ঞানীর যজ্ঞোপবীতাদি সর্ব্বপ্রকার চিহ্ন পরিত্যাগের ও সর্ব্বকর্ম্মত্যাগের সাক্ষ্য দিতেছেন। অতএব আত্মবিৎ ব্যক্তি সর্ব্বকর্ম্ম ও কর্ম্মসাধন সন্ন্যাসরূপ পরমহংসগণ কর্ত্তৃক আচরিত পারিব্রাজ্য নামক ব্যুত্থান অবলম্বন করিবেন।

সম্প্রতি পুনশ্চ প্রকৃত কথা হইতেছে। যেহেতু, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্রহ্মবিদ্গণ আত্মাকে কর্ম্ম, কর্ম্মসাধন ও ফলসম্পর্কহীনরূপে অবগত হইয়া সর্ব্ববিধসাধন পুত্র-বিত্তাদিবিষয়ক কামনা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া ভিক্ষাচর্য্যা (প্রব্রজ্যা) আচরণ করিয়াছেন এবং ইহার নিমিত্তই ঐহিক পারত্রিক সর্ব্বকর্ম্ম ও তাহার সাধন পরিত্যাগ করিয়াছেন ; এই জন্য অদ্যাপি ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি শাস্ত্র হইতে ও আচার্য্যের উপদেশানুসারে পাণ্ডিত্য অর্থাৎ আত্ম-তত্ত্ব নিঃশেষরূপে বিদিত হইয়া এবং পূর্ব্বোক্ত এষণা হইতে বিরত হইয়া বাল্যভাবে অর্থাৎ জ্ঞানরূপ সুদৃঢ় বলে বলীয়ান্ হইয়া অবস্থান করিতে অভিলাষী হইবেন। এখানে ইহাও জানা আবশ্যক যে, আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তির তাবৎ পাণ্ডিত্যের উদয় হয় না, যত দিন এষণা হইতে ব্যুত্থান না ঘটে। কারণ, এষণাক্ষয়েই ঐ পাণ্ডিত্যের উৎপত্তি, সুতরাং উহা কামনার বিরোধী। যেহেতু, কামনাকে বিতাড়িত না করিলে আত্মবিষয়ে পাণ্ডিত্য উৎপন্ন হইতে পারে না, অতএব ব্রহ্মবিদের আত্মজ্ঞানের বিধান হইতেই বুঝিতে হইবে যে, এষণাত্যাগেরও তৎসহ বিধান হইয়াছে; কাজেই ইহার পুনর্ব্বিধান অনাবশ্যক। শ্রুতি 'নির্ব্বিদ্য' শব্দের ব্যুৎপত্তি ধরিয়া অর্থাৎ জ্ঞানার্থক বিদ্‌ধাতুর উত্তর সমানকর্ত্তৃকতা অর্থে ক্ত্বা প্রত্যয় নির্দ্দেশ দ্বারা তাহাই দৃঢ় করিয়াছেন। অতএব প্রতিপন্ন হইল যে, জ্ঞানবলে এষণা হইতে ব্যুত্থিত অর্থাৎ বিরক্ত হইয়া থাকিবার চেষ্টা করা উচিত। এখানে যে জ্ঞানরূপ বলাশ্রয়ে অবস্থিতির কথা বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই—যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করেন নাই, সেই সকল অনাত্মজ্ঞদিগের ফল-জনক কর্ম্ম ও কর্ম্মসাধনই একমাত্র বল, কিন্তু আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি এই দুর্ব্বলের বল কর্ম্মাদি সকল পরিত্যাগ করিয়া সাধ্যসাধনভাবহীন আত্মজ্ঞানরূপ বলভাব আশ্রয় করিবেন, এবং এই আত্মজ্ঞানরূপ বল আশ্রয় করিলে দুরন্ত ইন্দ্রিয়গণ আর তাঁহাকে মনোমুগ্ধকর কামনা-বিষয়ে আকৃষ্ট করিয়া ফেলিতে উৎসাহী হয় না। কেবল জ্ঞান-বলবিহীন মূর্খলোককেই প্রবল ইন্দ্রিয়গণ ঐহিক বা পারত্রিক কাম্য বিষয়-সেবায় নিয়োজিত করে। এখানে আত্মজ্ঞান দ্বারা নানাবিধ

বিষয়াসক্তির অভিভব করাকেই বল শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। অতএব মুমুক্ষু মানব উক্ত আত্মজ্ঞানরূপ বল অবলম্বন করিয়াই থাকিবার ইচ্ছা করিবেন। কারণ, আত্মরক্ষার পক্ষে এই জ্ঞানবলই বল। এ জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন যে, 'তথাত্মনা বিন্দতে বীর্য্যম্' আত্মার সাহায্যেই শক্তি লাভ করিতে পারে। "নায়মাত্মা বল-হীনেন লভ্যঃ" অর্থাৎ জ্ঞানবলবিহীন জীব এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না।

(এক্ষণে পুনশ্চ প্রকৃত বিষয় কথিত হইতেছে।) ব্রাহ্মণগণ ক্রমে পূর্ব্বোক্ত বাল্য ও পাণ্ডিত্য নিঃশেষরূপে অর্জ্জন করিয়া অনন্তর মনন—আত্মতত্ত্বের অনুশীলন করত মুনি অর্থাৎ যোগিপদবাচ্য হয়েন। ব্রাহ্মণগণের তাদৃশ মননই করা কর্ত্তব্য—যাহাতে তাঁহারা সমস্ত অনাত্মজ্ঞান বিদূরিত করিয়া কৃতকৃতার্থ (যোগী) হইতে পারেন। পূর্ব্বোক্ত বাল্য ও পাণ্ডিত্য যথাক্রমে আত্মজ্ঞান ও অনাত্মজ্ঞান নিবারণস্বরূপ। ইহাকেই অমৌন বলে, এই অমৌন নিঃশেষপ্রকারে সম্পাদন করিয়া পরে মৌন অবলম্বন করিলে ব্রহ্মবিৎ কৃতকৃত্য হয়। মৌন অর্থে—অনাত্ম-জ্ঞান পরিহারের পরাকাষ্ঠা বা ফল। তাৎপর্য্য এই—তখনই ব্রাহ্মণ প্রকৃত ব্রাহ্মণ হয়—যখন তাহার হৃদয়ে "ব্রহ্মৈব সর্ব্বং" অর্থাৎ এক ব্রহ্মই সমস্ত,— তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই, ইত্যাকার জ্ঞান জন্মে। ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব উপচারমাত্র ছিল। ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণ শব্দের যথার্থ অর্থ সিদ্ধ হওয়ায় তিনি নিরুপচার ব্রাহ্মণ্য বা প্রকৃত ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা লাভ করেন। এই তাৎপর্য্য লইয়া শ্রুতি নিজেই প্রশ্ন করিতেছেন যে, "কেন স্যাৎ ?" ব্রহ্ম জানে যে, সে ব্রাহ্মণ,—এই যথার্থ ব্রাহ্মণ কি আচরণ করিলে হয় ? উত্তর—"যেন স্যাত্তেনেদৃশ এব" অর্থাৎ যে কোনরূপ আচরণ করুক না কেন, তদ্দারা এই ব্রাহ্মণ্যই লব্ধ হয়। ইহা দ্বারা ব্রাহ্মণ্যাবস্থার প্রশংসা করা হইল মাত্র; কিন্তু বিহিত কর্ম্মাচরণে অনাদরপ্রদর্শন কেহ যেন মনে না করেন। কারণ, অশুদ্ধ চিত্তের পক্ষে কর্ম্মাচরণ বিশেষ উপযোগী হইতে পারে, জ্ঞানীর পক্ষে কার্য্যত্যাগ ও কর্ম্মানুষ্ঠানে কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, ইহাই তাৎপর্য্য।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এই ব্রাহ্মণ্যে অবস্থানই অশনায়া প্রভৃতির অতীত নিত্যতৃপ্ত আত্মস্বরূপ, ইহা হইতে পৃথক্ যে কিছু অবিদ্যাবিষয়ীভূত কামনাত্মক পদার্থ আছে, তৎসমস্তই আর্ত্ত অর্থাৎ বিনাশশীল—স্বপ্ন, মায়া ও মরীচিকা-জলের মত সমস্তই অলীক ও অসার। একমাত্র আত্মাই যথার্থ সত্যস্বভাব। অনন্তর কহোল যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর শ্রবণ করিয়া বিরত হইলেন ॥ ১ ॥

ইতি তৃতীয় অধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ-ব্রাহ্মণম্

অথ হৈনং গার্গী বাচক্নবী পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদꣳ সর্ব্বমপ্স্বোতঞ্চ প্রোতঞ্চ কস্মিন্নু খল্বাপ ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি

বায়ৌ গার্গীতি কস্মিন্নু খলু বায়ুরোতশ্চ প্রোতশ্চেত্যন্তরিক্ষ-লোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খল্বন্তরিক্ষলোকা ওতাশ্চ প্রোতা-শ্চেতি গন্ধর্ব্বলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু গন্ধর্ব্বলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেত্যাদিত্যলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খল্বাদিত্য-লোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি চন্দ্রলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু চন্দ্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি নক্ষত্রলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু নক্ষত্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি দেবলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু দেবলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতীন্দ্রলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খল্বিন্দ্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি প্রজা-পতিলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু প্রজাপতিলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি ব্রহ্মলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু ব্রহ্মলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি স হোবাচ গার্গি মাতি প্রাক্ষীর্ম্মা তে মূর্দ্ধা ব্যপপ্তদনতিপ্রশ্ন্যাং বৈ দেবতামতিপৃচ্ছসি গার্গি মাতি প্রাক্ষীরিতি ততো হ গার্গী বাচক্নব্যুপররাম ॥ ১ ॥

ইতি ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্ ।

পূর্ব্বে যে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষাত্মক সর্ব্বান্তর আত্মার কথা বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে সেই সর্ব্বাত্মক আত্মার স্বরূপ নিরূপণের নিমিত্ত শাকল্য ব্রাহ্মণ হইতে উদ্ধৃত

গ্রন্থ প্রবর্ত্তিত হইতেছে। অভিপ্রায় এই যে, স্থূল পৃথিবী হইতে আকাশ পর্য্যন্ত ভূতসকল সমস্ত বস্তুতে আন্তর ও বহির্ভাবে অবস্থিত, তাহাদিগের যাহা যাহা বাহ্য, তাহা ধরিয়া পরিত্যাগ করিতে করিতে দ্রষ্টার সাক্ষাৎকারী সর্ব্বান্তরবর্ত্তী যে মুখ্য আত্মা, যাহা সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক ধর্ম্ম সুখ-দুঃখাদিবর্জ্জিত, তাহাকেই প্রদর্শন করাইতে হইবে, এই উদ্দেশ্যে এই অধ্যায়ের আরম্ভ।

কহোল নিবৃত্ত হইলে পর গার্গী নামে বচক্নুর কন্যা (বাচক্নবী) যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য! যেমন বস্ত্রের সূত্র সকল ওতপ্রোতভাবে (দীর্ঘ ও বক্রভাবে) বস্ত্রের বাহিরে ও ভিতরে পরিব্যাপ্ত থাকে, তেমন এই পার্থিব পদার্থসমূহ যে জলেতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত রহিয়াছে, অর্থাৎ সেই পার্থিব পদার্থ সকল নিশ্চয়ই জল দ্বারা বাহিরে ও ভিতরে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছে, তাহা না হইলে এই সমস্ত পার্থিব পদার্থ শক্তুমুষ্টির ন্যায় বিশৃঙ্খল হইয়া যাইত; অতএব এ বিষয়ে এরূপ অনুমানও উপন্যস্ত হইতেছে যে, স্থূল পরিচ্ছিন্ন কার্য্যমাত্রই সূক্ষ্ম অপরিচ্ছিন্ন কারণ দ্বারা ব্যাপ্ত, যেমন পৃথিবী জলের কার্য্য, অর্থাৎ পৃথিবী জলের স্থূলাবস্থা ও জল হইতে পরিচ্ছিন্ন, সুতরাং পৃথিবী জল দ্বারা ব্যাপ্ত। দেখা যায়, পরিচ্ছিন্ন বস্তুমাত্রই তাহা হইতে ব্যাপক পদার্থ দ্বারা ব্যাপ্ত হয়। পৃথিবী জল অপেক্ষা অল্প; অতএব ব্যাপ্য পৃথিবী তদ্ব্যাপক জল দ্বারা ব্যাপ্ত। যাহা স্থূলপদার্থ, তাহা সূক্ষ্মপদার্থ দ্বারা পরিব্যাপ্ত, ইহা নিয়মসিদ্ধ। এইরূপে জল, তেজ, বায়ু ও আকাশের প্রত্যেক ভূত উত্তরোত্তর ব্যাপক ভূত দ্বারা পরিব্যাপ্ত, ইহা স্থির করিতে হইবে। অতএব ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত সূক্ষ্মভাবাপন্ন পরবর্ত্তী ব্যাপক স্ব স্ব কারণের সহিত সর্ব্বথা সম্মীভূত হইয়া রহিয়াছে।

কেবল পরমাত্মাই কোন বস্তু দ্বারাও ব্যাপ্ত নহেন; কারণ, তাঁহার বহির্ভাগে তদ্ব্যতিরিক্ত কোন বস্তু নাই, তিনি সকলের ব্যাপক। পরমাত্মার সর্ব্বব্যাপকতা সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন, "সত্যস্য সত্যং" অর্থাৎ সত্যের—পঞ্চভূতের তিনি সত্য কারণ। তাই গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন, যে জলে পার্থিব সমস্ত পদার্থ ওত-প্রোতভাবে অবস্থিত, সেই জল কোন্ বস্তুতে ওত-প্রোতভাবে অবস্থিতি করে? যেহেতু, জলও কার্য্য, পরিচ্ছিন্ন এবং স্থূল, অতএব অবশ্যই কোন বস্তুতে ওতপ্রোতভাবে থাকিবে, সে কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, জল কাহাতে ওতপ্রোতভাবে আছে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে গার্গি, জল স্বকারণ বায়ুতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত।

যদিও যাজ্ঞবল্ক্যের ঐ উত্তর অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়, কেন না, জলের কারণ অগ্নি-তেই ওতপ্রোতভাবে অবস্থিতি হওয়া উচিত। তাহা না বলিয়া অগ্নির কারণ বায়ুর উল্লেখে অজ্ঞের উক্তিই প্রতিপন্ন হয়। উত্তর—তাহা নহে। যেহেতু, অগ্নি পার্থিব পরমাণুর সাহায্য ব্যতিরেকে স্বতন্ত্রভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারে না। সুতরাং তাহাতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিতি বাস্তবিক উপদেশার্হ নহে। অতএব তাহা পরিত্যাগ করিয়া বায়ু পর্য্যন্ত অনুসৃত হইয়াছে। পুনশ্চ গার্গী বলিলেন, বেশ, তাহাই যদি হয়, তবে বায়ুও স্থূল, পরিচ্ছিন্ন ও কার্য্য : সুতরাং সে কাহাতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, অন্তরীক্ষ-লোকে। পুনশ্চ গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য! এই অন্তরীক্ষ-লোক কোথায় প্রতিষ্ঠিত? উত্তর—হে গার্গি! এই সমস্ত ভূতবর্গ একত্র হইয়া গন্ধর্ব্বলোকে অবস্থিত রহিয়াছে, এইরূপ গন্ধর্ব্বলোক আদিত্যলোকে প্রতিষ্ঠিত; আদিত্যলোক চন্দ্রলোকে, চন্দ্রলোক নক্ষত্রলোকে, নক্ষত্রলোক দেবলোকে, দেবলোক ইন্দ্রলোকে, ইন্দ্রলোক বিরাট্‌শরীরের কারণ ভূতসমষ্টিস্বরূপ প্রজাপতিলোকে ও প্রজাপতিলোক ব্রহ্মলোকে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত আছে। কথিত ব্রহ্মলোকশব্দের অর্থ—ব্রহ্মাণ্ডের কারণ—ভূতসমুদয়; সকল স্থলেই সূক্ষ্মতারতম্যরূপে এই ভূতসমুদায়ই প্রাণিগণের সুখদুঃখভোগের আধার শরীররূপে পরিণত হইয়া পরস্পর সংহতভাবে বর্ত্তমান আছে। ঐ ভূতসজ্ঘ পঞ্চসংখ্যক, এ জন্য সকল লোকই বহুত্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পুনশ্চ গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই ব্রহ্মলোক কোন্ স্থানে ওতপ্রোতভাবে আছে? তখন যাজ্ঞবল্ক্য বাধা দিয়া বলিলেন যে, হে গার্গি! না—না,—অতঃপর আর তুমি জিজ্ঞাসা করিও না, কারণ, তুমি যে যুক্তি বা অনুমান ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা ঐখানেই সীমাবদ্ধ। আগম দ্বারা জিজ্ঞাস্য দেবতা (ব্রহ্ম) সম্বন্ধে অনুমানসাহায্যে প্রশ্ন অতীব হাস্যাস্পদ। উহাতে অনুমানের অবসর নাই। অতএব এখানেই তুমি বিরতা হও; নচেৎ তোমার মস্তক পতিত হইবে। যে দেবতা-বিষয়ে প্রশ্ন হইয়াছে, সে দেবতা প্রষ্টব্য হইলেও আত্ম-প্রত্যয়গম্য এবং কেবল শাস্ত্রমাত্রগম্য; অতএব গার্গীর প্রশ্ন অনুমানের উপর প্রতি-ষ্ঠিত বলিয়া সে প্রষ্টব্য বিষয়ে পৌঁছিতে পারে নাই। কাজেই যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, তুমি অনতিপ্রশ্ন্যা দেবতার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহা হইতে বিরত হও। এ কথা শুনিয়া গার্গী বিরতা হইলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই—বিদুষী গার্গী নিজ বিদ্যাবলে অতীব গর্ব্বিতা হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাস্ত করিবার মানসে

এইরূপ দুরুত্তর প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছিলেন, সেই জন্য যাজ্ঞবল্ক্যও গার্গীকে সমুচিতরূপেই ভয়প্রদর্শন করাইয়া জানাইলেন যে, কাহারই স্বীয় শক্তির সীমা অতিক্রম করা উচিত নহে, সকলকেই অবস্থানুরূপ কার্য্য করিতে হইবে। নচেৎ তাঁহাকে এইরূপে অপদস্থ করাই বিধেয় ॥ ১ ॥

ইতি তৃতীয় অধ্যায়ে ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ সমাপ্ত।

সপ্তম-ব্রাহ্মণম্

অথ হৈনমুদ্দালক আরুণিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ মদ্রেষ্ববসাম পতঞ্চলস্য কাপ্যস্য গৃহেষু যজ্ঞমধীয়ানাস্তস্যাসীদ্ভার্য্যা গন্ধর্ব্বগৃহীতা তমপৃচ্ছাম কোঽসীতি, সোঽব্রবীৎ কবন্ধ আথর্ব্বণ ইতি সোঽব্রবীৎ পতঞ্চলং কাপ্যং যাজ্ঞিকাংশ্চ বেত্থ নু ত্বং কাপ্য তৎসূত্রং যেনায়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সন্দৃব্ধানি ভবন্তীতি সোঽব্রবীৎ পতঞ্চলঃ কাপ্যো নাহং তদ্ভগবন্বেদেতি সোঽব্রবীৎ পতঞ্চলং কাপ্যং যাজ্ঞিকাংশ্চ বেত্থ নু ত্বং কাপ্য তমন্তর্য্যামিণং য ইমঞ্চ লোকং পরঞ্চ লোকঞ্চ সর্ব্বাণি চ ভূতানি যোঽন্তরো যয়তীতি সোঽব্রবীৎ পতঞ্চলঃ কাপ্যো নাহং তং ভগবন্বেদেতি, সোঽব্রবীৎ পতঞ্চলং কাপ্যং যাজ্ঞিকাংশ্চ যো বৈ তৎ কাপ্য সূত্রং বিদ্যাত্তঞ্চান্তর্য্যামিণমিতি স ব্রহ্মবিৎ স লোকবিৎ স দেববিৎ স বেদবিৎ স ভূতবিৎ স আত্মবিৎ স সর্ব্ববিদিতি তেভ্যোঽব্রবীত্তদহং বেদ তচ্চেত্ত্বং যাজ্ঞবল্ক্য সূত্রমবিদ্বাংস্তঞ্চান্তর্য্যামিণং ব্রহ্মগবীরুদজসে মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি বেদ বা অহং গৌতম তৎসূত্রং তঞ্চান্তর্য্যামিণমিতি যো বা ইদং কশ্চিদ্ব্রূয়াদ্বেদ বেদেতি যথা বেত্থ তথা ব্রূহীতি ॥ ১ ॥

এক্ষণে ব্রহ্মলোকেরও যিনি অন্তরতম চরম আভ্যন্তরীণ, তাহা ও সূত্রবিষয়ে বক্তব্য নিরূপণের জন্য এই ব্রাহ্মণ আরব্ধ হইতেছে। সেই ব্রহ্মলোকের আন্তর আগমানুসারেই সূত্রপ্রশ্ন কর্ত্তব্য। এই জন্য গল্পচ্ছলে তাহাদের আগম উপন্যস্ত হইতেছে।

এই প্রকারে গার্গী পরাস্ত হইলে অরুণের পুত্র (আরুণি) উদ্দালক নামক জনৈক ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য! আমরা ইতঃপূর্ব্বে সমস্ত যজ্ঞবিধি অধ্যয়ন করিতে মদ্রদেশে কপি-বংশ-সম্ভূত (কাপ্য) পতঞ্চলনামক এক জন ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করিয়াছিলাম। তৎকালে সেই পতঞ্চলের পত্নী গন্ধর্ব্বাবিষ্টা ছিলেন, আমরা সেই গন্ধর্ব্বকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তুমি কে? তখন সেই গন্ধর্ব্ব উত্তর করিল যে, আমার নাম কবন্ধ। আমি অথর্ব্বণের পুত্র; অতএব আমি আথর্ব্ব কবন্ধ বলিয়া পরিচিত। অনন্তর সেই গন্ধর্ব্ব পতঞ্চলকে এবং তাঁহার যাজ্ঞিক শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হে কাপ্য! তুমি কি জান, সেই সূত্র কি? যে সূত্রাত্মা কর্ত্তৃক ইহলোক (ইহজন্ম), পরলোক (পরজন্ম) এবং ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত ভূত সূত্রগ্রথিত মাল্যের ন্যায় নিরন্তর সমভাবে সম্বদ্ধ রহিয়াছে, তুমি কি সেই সূত্রের সন্ধান রাখ? কাপ্য এইরূপে গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সমাদর পূর্ব্বক বলিলেন যে, হে ভগবন্! আমি তাহা অবগত নহি। সেই গন্ধর্ব্ব পুনশ্চ আমাদের অধ্যাপককে ও আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে কাপ্য! তুমি কি সেই অন্তর্য্যামীকে জান? যাঁহাকে অন্তর্য্যামী বলিয়া বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করা হয়, যিনি ইহলোক, পরলোক, অধিক কি, সমস্ত ভূতই অভ্যন্তরস্থ হইয়া নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, অর্থাৎ বাজীকর যেমন দারুযন্ত্রকে আবশ্যকমত পরিচালিত করে, তেমন যে অন্তর্য্যামী পুরুষ জীবগণকে স্ব স্ব সমুচিত কার্য্য করাইয়া থাকেন। পতঞ্চল এরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বিনয়পূর্ব্বক বলিলেন যে, ভগবন্! না,—আমি তাহাও জানি না। অতঃপর গন্ধর্ব্ব জগৎসূত্র ও জগতের অন্তরতম অন্তর্য্যামি বিষয়ক বিজ্ঞানের প্রশংসার্থ পুনশ্চ বলিতেছেন, হে পতঞ্চল! যে ব্যক্তি সেই সূত্রান্তর্গত অন্তর্য্যামীকে অর্থাৎ সেই সূত্রের নিয়ন্তা পুরুষকে জানেন, তিনিই ব্রহ্মবিৎ অর্থাৎ পরমাত্মার স্বরূপাভিজ্ঞ, তিনিই লোকবিৎ অর্থাৎ অন্তর্য্যামী পুরুষ কর্ত্তৃক নিয়ম্যমান ভূর্ভুবঃস্বঃ প্রভৃতি লোকসকলও অবগত হন; অধিক কি, তিনি প্রকৃত দেববিৎ অর্থাৎ তিনি সেই সকল লোকাধিষ্ঠিত অগ্ন্যাদি দেবতাকে জানিতে পারেন। আবার তিনিই বেদবিৎ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার প্রমাণের কারণীভূত চতুর্ব্বিধ বেদ তাঁহার অধিগত হয়। সূত্রাত্মা কর্ত্তৃক বিধৃত এবং সূত্রের অন্তর্গত অন্তর্য্যামী কর্ত্তৃক যথানিয়মে পরিচালিত, ব্রহ্মাদি ভূতবর্গও তাঁহার অজ্ঞাত থাকে না; অন্তর্য্যামী কর্ত্তৃক নিয়মিত ও কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিবিশিষ্ট আত্মা (জীব) ও সূত্রান্তর্গত সমস্ত জগৎ—এ সকলকেও তিনি অবগত হন। গন্ধর্ব্ব

এপ্রকারে সূত্রাত্মা ও অন্তর্য্যামী বিজ্ঞানের প্রশংসা করিলে পর পতঞ্চল ও আমরা সকলেই সেই তত্ত্বশ্রবণ প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। পরে গন্ধর্ব্ব আমাদিগকে আগ্রহান্বিত দেখিয়া সূত্র ও অন্তর্য্যামী বিষয়ে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তিনি তৎসমস্তই আমাদিগকে বলিয়াছিলেন এবং আমি সেই গন্ধর্ব্বের প্রমুখাৎ সূত্রান্তর্য্যামী সম্বন্ধে সর্ব্ববৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি; অতএব বলিতেছি যে, যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি যদি সেই সূত্রাত্মা ও অন্তর্যামীকে না জানিয়া নিজের ব্রহ্মজ্ঞত্বাভিমান করত সমস্ত ব্রহ্মবিদের প্রাপ্য গোধন সকলকে অন্যায়রূপে নিজ গৃহাভিমুখে প্রেরণ কর, তাহা হইলে আমার অভিশাপে দগ্ধ হইয়া তোমার মস্তক নিশ্চয় পতিত হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ সগর্ব্ব প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, হে গৌতমগোত্রসম্ভূত! সেই গন্ধর্ব্ব তোমাকে সূত্রাত্মা ও অন্তর্য্যামী বিষয়ে যাহা যাহা বলিয়াছেন এবং তোমরা গন্ধর্ব্ব-প্রমুখাৎ অন্তর্য্যামী ও সূত্রসম্বন্ধে যাহা ধারণা করিয়াছ, আমি তৎসমস্তই অবগত আছি।

এ কথা শুনিয়া গৌতম বলিলেন যে, ওহে যাজ্ঞবল্ক্য! ওরূপ গর্জ্জনে অবশ্যক কি? আত্মশ্লাঘা পরিত্যাগ করিয়া যাহা জান, তাহা কার্য্যতঃ প্রকাশ করিয়া দেখাও॥ ১॥

স হোবাচ বায়ুর্ব্বৈ গৌতম তৎসূত্রং বায়ুনা বৈ গৌতম সূত্রেণায়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সন্দৃব্ধানি ভবন্তি তস্মাদ্বৈ গৌতম পুরুষং প্রেতমাহুর্ব্ব্যস্রংসিষতাস্যাঙ্গা-নীতি বায়ুনা হি গৌতম সূত্রেণ সংদৃব্ধানি ভবন্তীত্যে-বমেবৈতদযাজ্ঞবল্ক্যান্তর্য্যামিণং ব্রূহীতি॥ ২॥

তাহা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। অভিপ্রায় এই—বর্ত্তমান সময়ে যেমন এই বিশাল পৃথিবীমণ্ডল জলের উপরে ওত-প্রোতভাবে অবস্থিত রহিয়াছে, সেইরূপ ব্রহ্মলোকসমূহও যাহাতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত, সেই সূত্রের বিষয় এক আগম দ্বারা অবগত হওয়া যায়, তাহাই এক্ষণে বক্তব্য, এই অভিপ্রায়ে প্রশ্নকর্ত্তা দ্বিতীয় প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন, অতএব তাহার নির্দ্ধারণের জন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে গৌতম! এই প্রসিদ্ধ বায়ুই তোমার জিজ্ঞাসিত সূত্র; অন্য কেহ নহে। এখানে বায়ু শব্দের অর্থ—যাহা আকাশের মত পৃথিবী প্রভৃতি সর্ব্বভূতের অবষ্টম্ভক (ধারক) সূক্ষ্ম পদার্থ, সপ্তদশ

অবয়ববিশিষ্ট * লিঙ্গশরীর যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি লাভ করে এবং যাহা প্রাণিগণের কর্ম্মসংস্কারের আধার সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে ব্যবহৃত হয়, সমুদ্রের তরঙ্গমালার ন্যায় প্রসিদ্ধ ঊনপঞ্চাশৎ মরুদ্গণ যাহার বাহ্যভেদ, সেই বায়ুতত্ত্বকেই যাজ্ঞবল্ক্য সূত্র নামে অভিহিত করিতেছেন, তিনি বলিলেন :—

হে গৌতম! এই বায়ুরূপ সূত্র দ্বারা ইহলোক, পরলোক, অধিক কি, সমস্ত প্রাণী গ্রথিত হইয়া আছে। আর বায়ু যে সর্ব্বলোকের সূত্র, ইহা অপ্রসিদ্ধও নহে। এইরূপ লোকপ্রসিদ্ধি আছে যে, বায়ু জগতের সূত্র, বায়ু সমস্ত ধারণ করিয়া থাকে। আর এই জন্যই বায়ুর অপগমে পুরুষকে প্রেত-সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। তখন লোকে বলে, এই ব্যক্তির অঙ্গ সকল শিথিল হইয়াছে, বিধৃত নহে অর্থাৎ যেমন মাল্যের সূত্র ছিন্ন বা পৃথক্ করিলে মাল্যস্থিত মণিসকলও বিশৃঙ্খল হয়, তেমন এই জীবের শরীরও বায়ুরূপ সূত্রকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে বিশৃঙ্খল অর্থাৎ শিথিল হইয়া থাকে; অতএব অবশ্যই এই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, এই বায়ুরূপ সূত্র দ্বারাই সমস্ত ভূত সম্বদ্ধ ও গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। এই কথা শ্রবণ করিয়া গৌতম বলিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি যেরূপ সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছ, তাহা ঠিক, এক্ষণে সূত্রের নিয়ন্তা ও অন্তর্গত অন্তর্য্যামীর বিষয় আমাকে বল॥ ২॥

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ॥ ৩॥

যাজ্ঞবল্ক্য গৌতম কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া থাকেন, তিনিই অন্তর্য্যামী। যদিচ সমস্ত বস্তুই পৃথিবীর উপরে অবস্থিত, তাহারও অন্তর্য্যামী সংজ্ঞা লাভ করিতে পারে; এ কারণ তাহা নিবারণের জন্য বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে যে, যিনি পৃথিবীর অন্তর— অভ্যন্তরবর্ত্তী, তিনিই অন্তর্য্যামী। তবে কি পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই অন্ত-র্য্যামী? না, তাহা নহে; পৃথিবীর দেবতাও যাঁহাকে জানেন না যে, আমার

---

* পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, হস্তপদাদি দশ ইন্দ্রিয় এই মিলিত সপ্তদশ অবয়বকে লিঙ্গশরীর বলে। এই লিঙ্গশরীরই জীবের ভোগসাধন। "পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়-সমন্বিতম্। শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে" ইতি।

মধ্যে এক জন বর্ত্তমান আছেন,—যাঁহার আদেশে আমি চালিত, তিনিই অন্তর্য্যামী। পৃথিবীই যাঁহার শরীর, তদ্‌ভিন্ন যাঁহার দ্বিতীয় শরীর নাই অর্থাৎ পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার যে শরীর, তাহাই যাঁহার শরীর, শুধু তাহাই নহে, পৃথিবীর ইন্দ্রিয়ই যাঁহার ইন্দ্রিয়, তিনিই অন্তর্য্যামী। অভিপ্রায় এই—নিত্য মুক্ত-স্বভাব ক্রিয়াকারকাদিবর্জ্জিত অন্তর্য্যামীর নিজস্ব কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মই নাই ; সুতরাং কেবল পরার্থে যাঁহার চেষ্টা, তাঁহার কার্য্য স্বতঃ হইতেই পারে না—অন্যের কার্য্য ; দেহ ও ইন্দ্রিয় তাঁহার দেহ ও ইন্দ্রিয়, এ জন্য পৃথিবী দেবতার শরীরেন্দ্রিয়াদিই অন্তর্য্যামীর শরীরেন্দ্রিয়াদিরূপে অভিহিত হইয়াছে। অধিষ্ঠাত্রী দেবতার দেহ ও ইন্দ্রিয়ে ঈশ্বরের সাক্ষিমাত্ররূপে সান্নিধ্য হেতু তাহার নিয়ত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হইয়া থাকে অর্থাৎ সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার দেহ ও ইন্দ্রিয়ে যে নিয়তভাবে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সঙ্ঘটিত হয়, তাহা অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের সম্পর্ক হেতু, অন্যথা নহে। এইরূপ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন নারায়ণ নামক ঈশ্বরই পৃথিবী এবং পৃথিবী-দেবতার অভ্যন্তরে থাকিয়া স্ব স্ব কার্য্যের পরিচালনা করেন ও তিনিই তোমার, আমার এবং সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী, তাঁহাতে কোন প্রকার সাংসারিক সুখদুঃখাদির সম্পর্ক নাই বলিয়া তিনি নির্লেপ। ইহাই তোমার জিজ্ঞাসিত অমৃত (নিত্য) অন্তর্য্যামী ॥ ৩ ॥

যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরো যমাপো ন বিদুর্যস্যাপঃ শরীরং যোঽপোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৪ ॥

আরও শুন, যিনি জলেতে অবস্থিত, অথচ জল হইতে পৃথক্, জল যাঁহাকে চিনিতে পারে না, জল বা জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা যাঁহার শরীর, জল যাঁহার ইন্দ্রিয় এবং যিনি জলের অভ্যন্তরস্থ হইয়া জলকে নিয়মিতভাবে পরিচালিত করিতেছেন, তিনিই তোমার, আমার এবং সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী ঈশ্বর—নারায়ণ ॥ ৪ ॥

যোঽগ্নৌ তিষ্ঠন্নগ্নেরন্তরো যমগ্নির্ন বেদ যস্যাগ্নিঃ শরীরং যোঽগ্নিমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ ৫ ॥

যিনি জ্যোতির্ম্ময় অগ্নিতে অবস্থিত হইয়াও অগ্নির অভ্যন্তর, অভ্যন্তরে থাকিলেও অগ্নি যাঁহার স্বরূপ জানিতে পারেন না, অথচ অগ্নিই যাঁহার শরীর

ও ইন্দ্রিয়, এবং অভ্যন্তরস্থিত হইয়া যিনি অগ্নিকে স্বকার্য্যে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই তোমার, আমার ও অপরের অবিনশ্বর অন্তর্য্যামী.॥ ৫ ॥

যোঽন্তরিক্ষে তিষ্ঠন্নন্তরিক্ষাদন্তরো যমন্তরিক্ষং ন বেদ যস্যান্তরিক্ষꣳ শরীরং যোঽন্তরিক্ষমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ ৬ ॥

যিনি অন্তরীক্ষের মধ্যে অবস্থিত হইয়াও স্বয়ং অন্তরীক্ষের অন্তর্বর্ত্তী, অন্তরীক্ষ যাঁহাকে জানিতে পারে না, অন্তরীক্ষ যাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয় এবং যিনি অন্তরীক্ষে থাকিয়া অন্তরীক্ষকে নিজ কার্য্যে যথানিয়মে পরিচালিত করিতেছেন, তিনিই তোমার, আমার ও অন্যান্য ভূতবর্গের অবিনাশী অন্তর্য্যামী ॥ ৬ ॥

যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ বায়োরন্তরো যং বায়ুর্ন বেদ যস্য বায়ুঃ শরীরং যো বায়ুমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ ৭ ॥

যিনি চঞ্চলস্বভাব বায়ুতে অবস্থিত হইয়াও স্বয়ং বায়ুর অন্তর্গত অথচ বায়ুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যাঁহাকে জানিতে পারে না, বায়ু যাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয় এবং যাঁহার নিয়মানুসারে বায়ু অহরহঃ ক্রিয়া করিতেছে, তিনিই তোমার আমার ও অপরাপরের অন্তর্য্যামী ॥ ৭ ॥

যো দিবি তিষ্ঠন্দিবোঽন্তরো যং দ্যৌর্ন বেদ যস্য দ্যৌঃ শরীরং যো দিবমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ ৮ ॥

যিনি দ্যুলোকে বর্ত্তমান হইয়াও দ্যুলোকের অভ্যন্তরে আছেন, তথাপি দ্যুলোক যাঁহার স্বরূপ অবগত নহে, এই দ্যুলোকই যাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয়, অন্তরে থাকিয়া যিনি দ্যুলোককে স্বকীয় কার্য্যে নিয়মিত করিতেছেন, ইনিই তোমার, আমার, অপরের সেই অবিনাশী অন্তর্য্যামী নারায়ণ ॥ ৮ ॥

য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ ৯ ॥

যিনি আদিত্যমণ্ডলে অবস্থান করেন, কিন্তু আদিত্যের অভ্যন্তরবর্ত্তী, আদিত্য যাঁহাকে জানিতে পারে না, অথচ আদিত্যই যাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয়, যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আদিত্যকে কর্ত্তব্য কার্য্যে নিয়মিতভাবে প্রেরণ করিতেছেন, ইনিই তোমার, আমার, সর্ব্বভূতের নিত্যসিদ্ধ অন্তর্য্যামী আত্মা ॥ ৯ ॥

যো দিক্ষু তিষ্ঠন্দিগ্‌ভ্যোঽন্তরো যং দিশো ন বিদুর্যস্য দিশঃ শরীরং যো দিশোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ ১০ ॥

যিনি নানাদিকে অবস্থিত হইয়াও দিক্‌সকলের অভ্যন্তর, তথাপি দিক্‌সকল যাঁহার তত্ত্ব জানে না, অথচ দিক্ সমস্ত যাঁহার দেহ ও ইন্দ্রিয়, যিনি দিক্‌মণ্ডলের অভ্যন্তরে থাকিয়া দিক্ সকলকে স্থির রাখিয়াছেন, তিনিই নিত্য অন্তর্য্যামী ॥ ১০ ॥

যশ্চন্দ্রতারকে তিষ্ঠংশ্চন্দ্রতারকাদন্তরো যঞ্চন্দ্রতারকং ন বেদ যস্য চন্দ্রতারকং শরীরং যশ্চন্দ্রতারকমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ ১১ ॥

যিনি এই চন্দ্র ও তারকায় অবস্থিত হইয়াও তাহা হইতে অন্তর, এবং তাহারা যাঁহাকে জানিতে পারে না ; চন্দ্র ও তারকা যাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয় অথচ যিনি চন্দ্র ও তারকার মধ্যে থাকিয়া তাহাদিগকে কার্য্যে স্বীয় শাসনাধীন করিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই অমৃত অন্তর্য্যামী ॥ ১১ ॥

য আকাশে তিষ্ঠন্নাকাশাদন্তরো যমাকাশো ন বেদ যস্যাকাশঃ শরীরং য আকাশমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ ১২ ॥

যিনি আকাশে অবস্থান করিয়াও আকাশ হইতে সম্পূর্ণ অভ্যন্তর, তথাপি আকাশ-দেবতা যাঁহাকে জানিতে পারে না, আকাশ যাঁহার শরীর প্রভৃতি, সেই অন্তর্য্যামীই তোমার, আমার এবং সমস্ত ভূতবর্গের অন্তর্য্যামী ও অমৃতস্বরূপ ॥ ১২ ॥

যস্তমসি তিষ্ঠংস্তমসোঽন্তরো যং তমো ন বেদ যস্য তমঃ শরীরং যস্তমোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৩ ॥

যিনি সমস্ত বস্তু-আবরক অন্ধকারে অবস্থিত, অথচ অন্ধকার হইতে ব্যাবৃত্ত, অন্ধকারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও যাঁহাকে জানিতে পারে না, অথচ এই অন্ধকারই যাঁহার শরীর, যিনি অন্তর্গত হইয়া তাহাকে শাসনাধীন রাখিয়াছেন, তিনিই তোমার নিত্য অন্তর্য্যামী ॥ ১৩ ॥

যস্তেজসি তিষ্ঠংস্তেজসোঽন্তরো যং তেজো ন বেদ যস্য তেজঃ শরীরং যস্তেজোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃত ইত্যধিদৈবতম্ ॥ ১৪ ॥

যিনি প্রকাশশীল তেজে অবস্থিত হইয়াও তেজঃপদার্থ হইতে অভ্যন্তরে বর্ত্তমান, তথাপি তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পর্য্যন্ত যাঁহাকে জানিতে পারে না, তেজঃ যাঁহার শরীর এবং তেজের অন্তরবর্ত্তী, যাঁহার শাসনে তেজঃ চিরদিন সমানভাবে পরিচালিত, তিনিই তোমার ও সকলেরই অমরণশীল অন্তর্য্যামী। এই পর্য্যন্ত উক্তি দ্বারা সমস্ত দেবতার অন্তর্য্যামীর আধিদৈবিক বিস্তার বর্ণিত হইল। অতঃপর সমস্ত ভৌতিক সৃষ্টিতেও তাঁহার অন্তর্য্যামিরূপে অস্তিত্ব দেখাইয়া আধিভৌতিক অন্তর্য্যামি বিজ্ঞান প্রদর্শিত হইতেছে ॥ ১৪ ॥

অথাধিভূতং— যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃত ইত্যধিভূতম্ ॥ ১৫ ॥

যিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিতি করেন, কিন্তু সর্ব্বভূতের (অত্যন্ত) অন্তর, তথাপি ভিন্ন, সর্ব্বভূত যাঁহাকে জানিতে সমর্থ নহে, যিনি সর্ব্বভূতকে অভ্যন্তরে থাকিয়া স্ব স্ব কার্য্যে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই তোমার নিত্য অন্তর্য্যামী ॥ ১৫ ॥

অথাধ্যাত্মং—যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণাদন্তরো যং প্রাণো ন বেদ যস্য প্রাণঃ শরীরং যঃ প্রাণমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৬ ॥

এই পর্য্যন্ত ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতের অন্তর্য্যামী কথিত হইল। এক্ষণে অধ্যাত্ম অর্থাৎ শরীরবিষয়ে অন্তর্য্যামি-বিজ্ঞান বর্ণিত হইতেছে। যিনি প্রাণে থাকেন, অথচ প্রাণ হইতে অন্তর, যিনি প্রাণের অপরিচিত, এই প্রাণই যাঁহার শরীর এবং যিনি অন্তরে থাকিয়া প্রাণের প্রেরণা করিতেছেন, সেই নিত্য পুরুষই তোমার জিজ্ঞাস্য অক্ষয় অন্তর্য্যামী ॥ ১৬ ॥

যো বাচি তিষ্ঠন্ বাচোহন্তরো যং বাঙ্ ন বেদ যস্য বাক্ শরীরং যো বাচমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৭ ॥

যিনি বাগিন্দ্রিয়ে বর্ত্তমান অথচ বাগিন্দ্রিয় হইতে অন্তর, বাগিন্দ্রিয় দেবতা যাঁহাকে জানেন না, কিন্তু বাগিন্দ্রিয় যাঁহার শরীরাদি, বাগিন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি আত্মাকে সংযত করিতেছেন, তিনিই তোমার আমার সকলের অমৃত অন্তর্য্যামী ॥ ১৭ ॥

যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠংশ্চক্ষুষোহন্তরো যং চক্ষুর্ন বেদ যস্য চক্ষুঃ শরীরং যশ্চক্ষুরন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৮ ॥

যিনি চক্ষুতে আছেন, অথচ চক্ষুর অভ্যন্তরে, তথাপি চক্ষু যাঁহাকে অবগত হইতে পারে না, চক্ষু যাঁহার শরীর, সেই চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ সংযমনকারী নিত্যপুরুষই তোমার জিজ্ঞাস্য অন্তর্য্যামী ॥ ১৮ ॥

যঃ শ্রোত্রে তিষ্ঠঞ্ছ্রোত্রাদন্তরো যং শ্রোত্রং ন বেদ যস্য শ্রোত্রং শরীরং যঃ শ্রোত্রমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৯ ॥

যিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত অথচ শ্রবণেন্দ্রিয়ের অন্তর, অভ্যন্তরে থাকিলেও যাঁহাকে শ্রবণেন্দ্রিয় দেবতা জানিতে পারে না, যিনি শ্রবণেন্দ্রিয়-শরীর, যিনি সেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের অন্তর্গত নিয়ন্তা, সেই নিত্য পুরুষই তোমার অন্তর্যামী ॥ ১৯ ॥

যো মনসি তিষ্ঠন্মনসোঽন্তরো যং মনো ন বেদ যস্য মনঃ শরীরং যো মনোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্য-মৃতঃ ॥ ২০ ॥

যস্ত্বচি তিষ্ঠংস্ত্বচোঽন্তরো যং ত্বঙ্ ন বেদ যস্য ত্বক্ শরীরং যস্ত্বচমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ ২১ ॥

যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ যস্য বিজ্ঞানঙ শরীরং যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মা-ঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ ২২ ॥

যো রেতসি তিষ্ঠন্ রেতসোঽন্তরো যং রেতো ন বেদ যস্য রেতঃ শরীরং যো রেতোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্য-মৃতোঽদৃষ্টো দ্রষ্টাঽশ্রুতঃ শ্রোতাঽমতো মন্তাঽবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা নান্যোঽতোঽস্তি মন্তা নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতৈষ ত আত্মা-ঽন্তর্যাম্যমৃতোঽতোঽন্যদার্ত্তং ততো হোদ্দালক আরুণিরুপ-ররাম ॥ ২৩ ॥

ইতি সপ্তমং ব্রাহ্মণং।

এইরূপ যিনি মন, ত্বগিন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও বীর্য্যেতে অবস্থিত হইয়াও মন, ত্বক্, বুদ্ধি ও বীর্য্য দেবতার অভ্যন্তরস্থ, তথাপি তাহারা যাঁহাকে জানিতে পারে না, মন প্রভৃতি যাঁহার শরীরাদি, যিনি মন, ত্বক্, বুদ্ধি ও বীর্য্যের নিয়মিত-ভাবে পরিচালক, তিনিই সকলের অন্তর্য্যামী অমৃত পুরুষ।

কেন যে সেই পৃথিব্যাদি দেবতাগণ সর্ব্বজ্ঞানশক্তিসম্পন্ন হইয়াও মনুষ্যাদির মত নিজ অভ্যন্তরে স্থিত সেই অন্তর্য্যামীকে জানিতে পারেন না, তাহার কারণ—সেই অন্তর্য্যামী চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় নহে কিন্তু নিজেই চক্ষুতে অধিষ্ঠিত, এজন্য সর্ব্বপদার্থের দ্রষ্টা ; তাঁহার শ্রবণশক্তি অক্ষুণ্ণ, কারণ, সকলের কর্ণেই তিনি বর্ত্তমান, কিন্তু তাঁহাকে কেহ শুনিতে পায় না। তাঁহাকে কেহও মনের বিষয়ীভূত করিতে পারে না, কারণ, মনের কার্য্য সঙ্কল্প ও বিকল্প, তিনি সেই মানসিক সঙ্কল্পাদির বিষয়ীভূত নহেন, তাহার কারণ, জীব সাধারণ যাহা দেখে বা শুনে, তদ্বিষয়েই সঙ্কল্প করে। আত্মা দৃষ্টও নহেন, শ্রুতও নহেন, কাজেই মনের বিষয়ীভূত নহেন। কিন্তু তিনি সকলের মনে সন্নিহিত ও অক্ষুণ্ণ মনন-শক্তিসম্পন্ন, এজন্য সর্ব্ববিষয়ে মননকারী। এইরূপ তিনি মনুষ্যের নিকট রূপাদি বা সুখাদির মত নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত নহেন, কিন্তু তিনি অলুপ্ত বিজ্ঞান-শক্তিবলে স্বয়ং সকলের নিশ্চয়কারী। এই সকল উক্তি দ্বারা মনে হয়, যেন পৃথিবী প্রভৃতি বিজ্ঞাতা স্বতন্ত্র ও অন্তর্য্যামী নিয়ন্তা বিভিন্ন। এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য বলিতেছেন—যেহেতু, এই অন্তর্য্যামী ভিন্ন আর দ্বিতীয় দ্রষ্টা (দর্শন-কারী), শ্রোতা, মন্তা (যে চিন্তা করে) বা বিজ্ঞাতা (যে নিশ্চয় করে) কেহই নাই ; যেহেতু, অন্তর্য্যামী সমস্ত সাংসারিক ধর্ম্মে অলিপ্ত, অথচ সকল সংসারী জীবের কর্ম্মফলের বিধানকারী। হে উদ্দালক ! ইনিই তোমার জিজ্ঞাসিত অন্তর্য্যামী ; ইনিই অমৃত—নিত্য, অতএব এতদ্ভিন্ন আর যাহা যাহা আছে, তৎসমস্তই আর্ত্ত—নশ্বর। অতঃপর অরুণতনয় উদ্দালক যথাযথ জ্ঞাতব্যের উত্তর পাইয়া বিরত হইলেন ॥ ২০—২৩ ॥

ইতি তৃতীয় অধ্যায়ে সপ্তম ব্রাহ্মণ সমাপ্ত।

অষ্টম-ব্রাহ্মণম্

অথ হ বাচক্নব্যুবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তো হন্তাহমিমং দ্বৌ প্রশ্নৌ প্রক্ষ্যামি তৌ চেন্মে বক্ষ্যতি ন, বৈ জাতু যুষ্মাকমিমং কশ্চিদ্‌ব্রহ্মোদ্যং জেতেতি পৃচ্ছ গার্গীতি ॥ ১ ॥

অতঃপর যিনি অশনায়াদি (ভোজনেচ্ছাদি) সাংসারিক ধর্ম্মবিনির্ম্মুক্ত, সর্ব্বপ্রকার উপাধিরহিত ও সর্ব্বজীবের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষগোচর, সেই সর্ব্বভূতের অন্তর্ব্বর্ত্তী ব্রহ্মের স্বরূপনিরূপণ কর্ত্তব্য, এ জন্য এই ব্রাহ্মণ আরব্ধ হইতেছে। পূর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক্য মস্তকপাতের ভয় দেখাইয়া বাচক্নবীকে বিরত করিয়াছেন, এ জন্য তিনি পুনরায় কিছু জানিবার জন্য ব্রাহ্মণের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন যে, বাচক্নবী বলিলেন, হে পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ! আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার কথা শ্রবণ করুন। আপনারা যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি এই যাজ্ঞবল্ক্যকে পুনশ্চ দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। আমার জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য এই যে, যদি যাজ্ঞবল্ক্য কোনমতে সেই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর করিতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবেন যে, আপনাদিগের মধ্যে এমন কেহ ব্রহ্মজ্ঞ নাই, যিনি এই ব্রহ্মবাদী যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাজিত করিতে পারিবেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণগণ 'বেশ গার্গি, তুমি যথেচ্ছ প্রশ্ন করিতে পার', এই বলিয়া গার্গীকে অনুমতি প্রদান করিলেন। গার্গীও ব্রাহ্মণগণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে প্রস্তুত হইলেন ॥ ১ ॥

সা হোবাচাহং বৈ ত্বা যাজ্ঞবল্ক্য যথা কাশ্যো বা বৈদেহো-বোগ্রপুত্র উজ্জ্যং ধনুরধিজ্যং কৃত্বা দ্বৌ বাণবন্তৌ সপত্নাতিব্যাধিনৌ হস্তে কৃত্বোপোত্তিষ্ঠেদেবমেবাহং ত্বা দ্বাভ্যাং প্রশ্নাভ্যা-মুপোদস্থাং তৌ মে ব্রূহীতি পৃচ্ছ গার্গীতি ॥ ২ ॥

অনন্তর গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন যে, হে মহাশয়! আমি আপনাকে দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি; এই বলিয়া সেই প্রশ্নদ্বয়ের দুরূহত্ব জ্ঞাপনের নিমিত্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য! এই

ভূমণ্ডলে যেমন স্বীয় অসীমশৌর্য্যবীর্য্যে প্রসিদ্ধ কাশীসম্ভূত (কাশ্য) বীরগণ অথবা শক্রর অপরাজেয় বীরবংশপ্রসূত বিদেহরাজ যেমন জ্যারোপণহীন ধনুকে পুনশ্চ জ্যা আরোপণ পূর্ব্বক অগ্রে বংশখণ্ডসমন্বিত শক্রপীড়াকর দুইটি তীক্ষ্ণ শর হস্তে লইয়া বিবাদক্ষেত্রে শক্রসমীপে আত্মপ্রদর্শন করে, আমিও তেমনই দুরুত্তর দুইটি প্রশ্নরূপ বাণ লইয়া তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি যদি যথার্থ ব্রহ্মবিৎ হও, তবে সেই প্রশ্ন দুইটির যথার্থ উত্তর আমায় বল। যাজ্ঞবল্ক্য এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, হে গার্গি! তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে পার ॥ ২ ॥

সা হোবাচ যদূর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্য দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে কস্মিংস্তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি ॥ ৩ ॥

তখন গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য! ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধে পৃথিবীর অধোদেশে এবং দ্যুলোক ও পৃথিবীর অন্তরালে যাহা বর্ত্তমান এবং যাহা অতীত, যাহা বর্ত্তমান—ক্রিয়াবস্থায় স্থিত এবং যাহা ভবিষ্যৎ অর্থাৎ বর্ত্তমান কালের পরবর্ত্তী কালে যাহা ভাবী হেতু দ্বারা ভাবিত্ববিষয়ে অনুমেয়রূপে শাস্ত্র-জ্ঞানানুসারে কথিত হয়, সেই সমস্ত দ্বৈতবস্তু যে সূত্রেতে একীভাবে অবস্থিত, সেই সূত্র জলে পার্থিব ধাতুর মত কোথায় ওতপ্রোতভাবে অবস্থিতি করিতেছে? ॥ ৩ ॥

স হোবাচ যদূর্দ্ধং গার্গি দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষত আকাশে তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি ॥ ৪ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর ঐ সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, হে গার্গি! তুমি যে শাস্ত্রানুমোদিত সূত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধে, পৃথিবীর অধঃ এবং দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে যাহা অবস্থিত এবং যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানাত্মক বস্তু, এই সমষ্টি কোন্ সূত্র-নিবদ্ধ আছে, তাহা বলিতেছি। ঐ সূত্র সূক্ষ্ম আকাশে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত অর্থাৎ

পৃথিবী যেমন ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালে স্বকারণ জলে ওতপ্রোত-ভাবে অবস্থিত, সেইরূপ ত্রিকালেই উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়াবস্থায় অব্যাকৃত অর্থাৎ অনভিব্যক্ত মহাকাশে, এই কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত জগৎ ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে ॥ ৪ ॥

সা হোবাচ নমস্তেঽস্তু যাজ্ঞবল্ক্য য়ো ম এতং ব্যবোচো-ঽপরস্মৈ ধারয়স্বেতি পৃচ্ছ গার্গীতি ॥ ৫ ॥

গার্গী এইরূপ প্রশ্নোত্তর শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি যখন এমন দুর্জ্ঞেয় প্রশ্নেরও বিশেষরূপ উত্তর করিয়াছ, অতএব আমি তোমাকে নমস্কার করি! আমার কৃত প্রশ্নের দুরুত্তরত্ব বিষয়ে হেতু এই যে, সূত্রের আশ্রয়ের কথা দূরে থাক, জগৎসূত্রই সাধারণতঃ অপরের দুর্ব্বচ; তুমি যখন সূত্রের আশ্রয়কেও জানিয়াছ এবং যথার্থতঃ বলিয়াছ, তখন আমি তোমাকে নমস্কার করি! এক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্নের জন্য তুমি নিজেকে দৃঢ় কর। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, তুমি স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা কর ॥ ৫ ॥

সা হোবাচ যদূর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্য দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে কস্মিংস্ত-দোতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি ॥ ৬ ॥

স হোবাচ যদূর্দ্ধং গার্গি দিবো যদবাক্পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষত আকাশ এব তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি কস্মিন্নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোত-শ্চেতি ॥ ৭ ॥

গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য! দ্যুলোকের উর্দ্ধে, পৃথিবীর অধোভাগে এবং দ্যুলোক ও পৃথিবী-লোকের মধ্যভাগে (যাহা দ্যাবাপৃথিবী নামে প্রসিদ্ধ) যাহা বর্ত্তমান এবং যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কালে উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়াবস্থায় থাকে, সেই এই দ্বৈতজগতের সূত্র কোথায় ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত? গার্গীর এইরূপ প্রশ্নের পুনরুক্তির অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ

সূত্রাধার আকাশই দুর্ব্বাচ্য, তদুপরি আবার সেই আকাশের অধিকরণ কি? এই প্রশ্ন আরও দুর্ব্বাচ্য; সুতরাং এ প্রশ্নের উত্তর হইবেই না। এ জন্য এই প্রশ্ন না করিয়া পূর্ব্ব-প্রশ্নেরই পুনর্ব্বার আবৃত্তি করিলেন, এবং যাজ্ঞবল্ক্যও পূর্ব্বোক্ত উত্তরই উক্ত বিষয়ের নিশ্চয়তার জন্য পুনরুক্ত করিলেন, অর্থাৎ গার্গী যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছে, ইহার উত্তর ঐ ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। এই বিষয় দৃঢ়ীকরণ পুনরুক্তির উদ্দেশ্য। যাজ্ঞবল্ক্যের একই উত্তর শুনিয়া গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য! সমস্ত যাহাতে ওতপ্রোত, সেই আকাশ কোথায় ওতপ্রোতভাবে অবস্থিতি করে? ৬—৭॥

স হোবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূল-মনণ্ব-হ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়-মতমোঽবায্বনাকাশমসঙ্গ-মরস-মগন্ধ-মচক্ষুষ্ক--মশ্রোত্র--মবাগমনোঽতেজস্ক--মপ্রাণ-মমুখ-মমাত্র-মনন্তর-মবাহ্যং ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কশ্চন ॥ ৮ ॥

গার্গীর অভিপ্রায়—এই এক আকাশই কালত্রয়ের সম্পর্কশূন্য বলিয়া সাধারণতঃ দুর্জ্ঞেয়, তাহার উপর যাহাতে সেই আকাশ ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান, সেই আশ্রয় অক্ষর ব্রহ্মের কথা, যাহা কোনরূপেই বর্ণনীয় হইতে পারে না। গার্গী মনে করিলেন, এই অবাচ্য বিষয় উত্থাপন করিয়া 'অপ্রতিপত্তি' ও 'বিপ্র-তিপত্তি' নামক দুইটি নিগ্রহোপায়ে যাজ্ঞবল্ক্যকে নিগৃহীত করিব। তার্কিকগণের এইরূপ আচরণ দেখা যায় যে, যাহা অবাচ্য, তাহার উত্থাপন করিয়া প্রতিবাদীকে অপ্রতিপত্তি-দোষে (যাহার আর উত্তর নাই) নিগৃহীত করেন, আবার প্রতিবাদী যদি সেই অবাচ্যের উল্লেখ করে, তবে যাহা অবাচ্য, তাহার উক্তি হেতু বিপ্রতিপত্তি-দোষাক্রান্ত করিয়া থাকেন। পরে অবাচ্যবাদীই সভায় নিগৃহীত হয়; সুতরাং এই প্রশ্নের তার্কিক উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য অবাচ্যবাদী হইলেই নিয়মানুসারে নিগৃহীত হইবেন। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য উক্ত দোষদ্বয়ের অর্থাৎ বস্তুর অবাচ্যতারূপ অপ্রতিপত্তি নিগ্রহ ও যাজ্ঞবল্ক্যের অবাচ্য বিষয়ের উত্তরে বিপ্রতিপত্তিরূপ নিগ্রহ এই দুইটি দোষেরই পরিহারকামনায় উত্তর করিলেন, হে গার্গি! তুমি যাহার প্রশ্ন করিয়াছ, তাঁহার নাম অক্ষর;

অক্ষর অর্থে যাহার ক্ষয় এবং ক্ষরণ অর্থাৎ বিক্রিয়া নাই, তাহারই নাম অক্ষর; এই অক্ষর কেবল আমি বলি না,—ইহা অবাচ্য নহে, যাহাতে আমি অবাচ্যবাদী হইব বা অবাচ্য বিষয়ের স্বীকারে নিগৃহীত হইতে পারিব। কিন্তু ইহা ব্রহ্মজ্ঞ-মাত্রই স্বীকার করেন, তাঁহারাও এই অক্ষরের কথা বলেন, আকাশ এই অক্ষরে ওতপ্রোতভাবে নিবদ্ধ আছে। যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপে প্রশ্নের মীমাংসা করিলে, গার্গী বলিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি বল, ব্রাহ্মণগণ কি প্রকারে সেই অক্ষরকে নিরূপণ করেন? পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, সেই অক্ষর অস্থূল—স্থূল যত পদার্থ আছে, তিনি তাহা হইতে বিভিন্ন, স্থূল না হইলেও অণু হইতে পারে? কিন্তু তিনি তাহাও নহেন, তিনি অনণু অর্থাৎ সূক্ষ্মও নহেন। স্থূল ও সূক্ষ্ম না হইলেও হ্রস্ব হইতে পারেন, এজন্য বলিলেন যে, তিনি অহ্রস্ব—হ্রস্বও নহেন। তথাপি দীর্ঘ হইতে পারেন, কিন্তু তাহা নহে, তিনি অদীর্ঘ অর্থাৎ দীর্ঘত্বপরিমাণবিশিষ্ট নহেন। এইরূপে দ্রব্যমাত্রের স্থূল, সূক্ষ্ম, হ্রস্ব, দীর্ঘ, চতুর্ব্বিধ পরিমাণবিশেষের প্রতিবাদ দ্বারা সেই অক্ষর যে দ্রব্য নহেন, এ কথা বলা হইল।

পুনশ্চ আশঙ্কা হইতে পারে যে, অগ্নির যেমন লোহিতবর্ণ গুণ আছে, সেইরূপ তিনি লোহিত বর্ণবিশিষ্ট হইতে পারেন? তাহা নহে, তিনি অলোহিত। এইরূপ তিনি জল-তৈলাদির মত স্নেহ-পদার্থ নহেন, তিনি একেবারে অনির্দ্দেশ্য নহেন; এ জন্য ছায়াস্বরূপ হইতে পারেন না। এইরূপ তমঃ (অন্ধকার) নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন, জতুর মত কিছুতেই সংসক্ত নহেন, রস নহেন, গন্ধ নহেন, চক্ষুষ্মান্ নহেন অর্থাৎ তিনি কখনও চক্ষু দ্বারা দর্শন করেন না; এ জন্য অন্যত্রও বলা হইয়াছে যে, "পশ্যত্যচক্ষুঃ" অর্থাৎ তাঁহার চক্ষু নাই অথচ সমস্ত দর্শন করেন। তিনি শ্রোত্ররহিত, বাগিন্দ্রিয়রহিত, তেজঃশূন্য, আধ্যাত্মিক প্রাণবায়ুশূন্য, মুখরহিত, দর্শন-সাধন-রূপাদি-শূন্য, অবকাশহীন, ব্যবধানরহিত; তিনি কাহারও বাহ্য অর্থাৎ বহির্ভূত নহেন এবং তিনি কিছুই ভক্ষণ করেন না এবং তাঁহাকেও কেহ ভক্ষণ করিতে পারে না; আর অধিক কি, যত প্রকার বিশেষণ সম্ভবপর হইতে পারে, তিনি তৎসমস্ত রহিত, কেবল এক অদ্বিতীয় নির্ব্বিশেষস্বরূপ ॥ ৮ ॥

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে

তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্ত্যেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যা যাং যাঞ্চ দিশমন্বেতস্য প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি, যজমানং দেবা দর্ব্বীং পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ ॥ ৯ ॥

পূর্ব্ব শ্রুতিতে যত্নসহকারে অক্ষরের (ব্রহ্মের) অনেক প্রকার বিশেষণের প্রতিষেধ দ্বারা শ্রুতি প্রমাণ করিতেছেন যে, নিষিধ্যমান বিশেষণের অতিরিক্ত অবশ্যই এমন কিছু আছে—যাঁহার নাম অক্ষর। তথাপি অক্ষরের অস্তিত্ববিষয়ে যখন লৌকিকবুদ্ধি অনুসারে সন্দেহ স্বাভাবিক, তখন তাহার দূরীকরণ কর্ত্তব্য, এই জন্য শ্রুতি যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে নিজেই অনুমান-প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন !—যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে গার্গি! এই যে অশনশয়াদি-ধর্ম্মনির্ম্মুক্ত, সর্ব্বান্তর্বর্ত্তী, সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ অক্ষর; সূর্য্য ও চন্দ্র তাঁহার শাসনে থাকিয়াই প্রতিনিয়তভাবে কার্য্য করিতেছে অর্থাৎ কার্য্যদক্ষ রাজার শাসনে প্রজাপুঞ্জ যেমন রাজ্যে নিয়ত অক্ষুণ্নভাবে থাকে, তেমন দিবা-রাত্রির প্রদীপস্বরূপ সূর্য্য ও চন্দ্র লোকের উপকারার্থে ভগবান্ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও শাসিত হইয়া লৌকিক প্রদীপের মত সাধারণভাবে সকল প্রাণীর প্রকাশসাধন করিতেছেন।

অতএব চন্দ্রসূর্য্যের এই নিয়মিত কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়া ইহাই অনুমান করিতে হইবে যে, এমন এক জন অবশ্যই শাসক আছেন, যিনি চন্দ্রসূর্য্যের দ্বারা জগতের সাধনীয় উপকার অবগত হইয়াই তাহাদিগকে নির্ম্মাণ করত নির্দ্দিষ্ট পথে চালিত করিতেছেন। যাঁহার শাসনবলে চন্দ্র ও সূর্য্য স্বাধীন হইয়াও উদয়, অস্ত, বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রভৃতি অবস্থা ভোগ করিতে বাধ্য। অতএব সেই নিয়ন্তাই এই দুইটি চন্দ্র-সূর্য্যের প্রকাশকও অক্ষর-পদবাচ্য। যেমন প্রদীপের এক জন নির্ম্মাতা ও ধারণকর্ত্তা আছে, সেইরূপ ঐ উভয়ের স্রষ্টা ও শাসক অক্ষর ব্রহ্ম নিশ্চয়ই স্বীকার্য্য। হে গার্গি! এইরূপ দ্যুলোক ও পৃথিবী-লোক এই অক্ষর পুরুষের শাসনের ফলে স্থির—অক্ষুণ্নস্বভাবে রহিয়াছে। অর্থাৎ যদি কোন অক্ষর পুরুষের ধারণ বা শাসন না থাকিত, তাহা হইলে দ্যুলোক ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িত এবং এই পৃথিবীমণ্ডলও গুরুভারে অতল

রসাতলে পতিত হইয়া যাইত। কারণ, "সংযোগাশ্চ বিয়োগান্তাঃ" অর্থাৎ সংযোগমাত্রেরই বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী, অতএব উহারা পরস্পর সংযুক্ত বিধায় বিয়োগ-স্বভাব হইয়াও এবং সচেতন দেবতা কর্তৃক অধিষ্ঠিত বলিয়া স্বতন্ত্র হইয়াও পরস্পর অবিযুক্তভাবে এই অক্ষরের শাসনে একভাবে স্থির রহিয়াছে।

যেহেতু প্রাগুক্ত অক্ষর পুরুষই এই সংসারে সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থার কর্ত্তা, সর্ব্ববিধ সীমার বিধাতা, সমস্ত নিয়ম-রক্ষার একমাত্র কারণ; সেই জন্যই পৃথিবী ও দ্যুলোক এই অক্ষর পুরুষের অলঙ্ঘনীয় শাসন উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। এই সকল জাগতিক কার্য্যপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিলেই মনে হয় যে, অবশ্যই এই জগতের এক জন পরিচালক আছেন, তাঁহারই নাম অক্ষর। দ্যাবাপৃথিবীর নিয়তাবস্থান যে অক্ষরানুমানের প্রতি হেতু, এ বিষয়ে নিম্নলিখিত মন্ত্রটিও প্রমাণ—"যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ" অর্থাৎ যাঁহার আজ্ঞাক্রমে আকাশ উগ্র অর্থাৎ নীরস বা দৃঢ় এবং পৃথিবীও দৃঢ়া—কঠিনা স্থিরা ইত্যাদি। পুনশ্চ প্রকৃত প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছেন;—হে গার্গি! অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান জন্যবস্তুমাত্রের সঙ্কলনকারী অর্থাৎ অতীতত্বাদির ব্যবস্থাপক যে নিমেষ, মুহূর্ত্ত, দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু ও বৎসর, সংবৎসর এই মহাকালাংশসমূহও এই অক্ষরপুরুষের শাসনে শাসিত হইয়াই যথানিয়মে পরিবর্ত্তিত অর্থাৎ পুনঃপুনঃ গতাগতি করিতেছে। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন কোন প্রভু কর্তৃক নিযুক্ত হিসাবরক্ষক আয়ব্যয়গণনায় নিযুক্ত (ব্যক্তি) সাবধানে প্রভুর আয়ব্যয় প্রভৃতি গণনা করে, তেমন কালাবয়ব এই সকল নিমেষাদিও জগৎপ্রভু অক্ষরের সাময়িক সংখ্যা রক্ষা করেন; এবং হিমালয়াদি পর্ব্বত-প্রসূত পূর্ব্বদিগ্‌গামিনী গঙ্গাদি নদী সকলও যে যথানিয়মে প্রবাহিত হইতেছে, কোনরূপে তাহাদের গতির ব্যতিক্রম নাই, তাহাও কি সেই বিশ্বনিয়ন্তা অক্ষর-পুরুষের অস্তিত্বের অনুমাপক নহে? সেইরূপ পশ্চিমদিঙ্মুখে প্রবহমান যে সিন্ধু প্রভৃতি নদী এবং অন্যান্য যে সকল নদী যে যে দিগভিমুখে নিয়মমত চলিতেছে, কদাচ সেই সেই দিকের বিপরীত গতি লাভ করে না, ইহাও সেই অক্ষরেরই অস্তিত্বের বোধক নহে কি? আর দেখা যায়, দাতৃগণ যে বহুতর ক্লেশ স্বীকার করিয়া গোহিরণ্যাদি ধনরত্ন দান করেন, তাহাদিগকে প্রামাণিক বিশিষ্ট সাধুজনও দানের প্রশংসা করিয়া থাকেন, ইহাও অক্ষরপুরুষের অস্তিত্বের সাধক অর্থাৎ বুঝিতে হইবে যে, জ্ঞানিগণ যে সকল কর্ম্মের সমর্থন করেন, তাহা কখনও বিফল হইতে

পারে না; অথচ দেখিতে পাই, যাঁহারা দান করেন, যাহা দত্ত হয় এবং যাঁহারা প্রতিগ্রহ করেন, এতত্রিতয় বস্তুর সমাগম কেবল ইহলোকের নিমিত্তই অর্থাৎ ইঁহাদের পরস্পর সজ্ঘটনা এবং বিলয় ইহলোকেই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ; কিন্তু ইহলোকে সেই সকল দানাদির ফল কখনও প্রত্যক্ষীকৃত হয় না; এ অবস্থায় যখন সাধুজন তাদৃশ দানের ও দাতার শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকেন; তখন অবশ্যই অনুমান করিতে হইবে যে, সাধুজনপ্রশংসিত সেই সকল কর্ম্মের ফল অবশ্যই পরলোকে হয়, নচেৎ সে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত ও সমর্থিত হইবে কেন? পরলোকে ক্রিয়া নাই, কর্ত্তা নাই, পাত্র নাই, সকলই বিলীন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সেই অতীত কর্ম্ম ও কর্ত্তার সাক্ষিস্বরূপ কেহ না কেহ না থাকিলে ফল হইবে কিরূপে? অতএব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কর্ম্মের কোন ফল আছে এবং সেই সকল কর্ম্মের ফলের যোজনাকারী এক জন অক্ষর পুরুষ আছেন, যিনি নিত্য নির্ব্বাধে সর্ব্বজীবের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, যাঁহার যেমন কর্ম্ম, তাঁহাকে ঠিক তদনুযায়ী ফল প্রদান করেন। যদি বল যে, অক্ষরপুরুষ-স্বীকারের কোনই প্রয়োজন নাই, জীবের স্ব স্ব কর্ম্মজনিত অদৃষ্টই যথাযোগ্য ফলের নিয়োজক বলা যাইতে পারে, সুতরাং তজ্জন্য একটি অতিরিক্ত শাসক অক্ষর পুরুষ স্বীকার করার আবশ্যকতা কি? উত্তর—না, এ কথাও বলা যায় না; অদৃষ্ট-নামক অচেতন পদার্থের কোন বিনিয়োগশক্তি থাকে না আর সেরূপ কোন পদার্থ যে আছে, তাহারই বা প্রমাণ কি? পুনশ্চ যদি বল যে, কর্ম্মফলাদির বিনিয়োগকারী যে পুরুষ আছেন, তাহার প্রতিই বা প্রমাণ কি? উত্তর—হ্যাঁ, তাদৃশ শাসনকর্ত্তা—অক্ষরের সদ্ভাবের প্রতি প্রমাণ শাস্ত্র। শাস্ত্রের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে নিশ্চয়ই বোধ হইবে যে, সমস্ত কর্ম্মফলদাতা এক জন পুরুষ আছেন, তাঁহারই নাম অক্ষর। আগমের প্রামাণ্য পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে এবং আগম সৎপদার্থেরই প্রকাশক, অসৎপদার্থের নহে; ইহাও পূর্ব্বে নিরূপিত হইয়াছে; বস্তুতঃ স্বতন্ত্র একটা অপূর্ব্ব স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজনই দেখা যায় না, যদি কোন প্রয়োজন থাকে তাহা অক্ষরকল্পনা দ্বারাই চরিতার্থ হইতে পারে। সাধারণতঃ দেখা যায়, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা-ভক্তিসহকারে প্রভুসেবা করে, সেব্য প্রভুই তাহার (সেবকের) ফল প্রদান করেন, তেমন লৌকিক ক্রিয়াফলের ন্যায় যাগ-দান-হোমাদি ক্রিয়ার অলৌকিক ফলেরও প্রভুস্থানীয় সেব্য চেতন অক্ষর পুরুষই (ঈশ্বর) বিধাতা, এ কথা অগত্যা স্বীকার করিতেই হইবে।

কেন না, দৃষ্ট ক্রিয়ার অনুসারে যদি অদৃষ্ট ক্রিয়ারও ফল কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে কেন তাহা পরিত্যাগ করিব? এবং কেনই বা অদৃষ্ট (অপ্রত্যক্ষ) সংশয়িত অপূর্ব্ব কল্পনা করিব?

বিশেষতঃ, এই ঈশ্বরস্বীকার পক্ষে কল্পনার আধিক্য নাই, বরং লাঘব আছে; কেন না, তর্কানুসারে দেখা যায় যে, হয় ঈশ্বর নামে এক অক্ষর পুরুষ কিম্বা অদৃষ্টের কল্পনা করিতে হয়, কল্পনা উভয় পক্ষেই কর্ত্তব্য, কিন্তু অপূর্ব্ব কল্পনা পক্ষে কিছু বেশী কল্পনা করিতে হয়। দেখা যায়—যখন লৌকিক সেবাদি ক্রিয়াস্থলে দৃষ্টিগোচর সেব্য প্রভু হইতেই ফলপ্রাপ্তি ঘটে, কিন্তু অপূর্ব্ব হইতে নহে, সুতরাং তাহার ফলদানশক্তি কল্পনীয়; এবং অপূর্ব্বও একটি প্রত্যক্ষ বস্তু নহে, কাজেই তাহারও কল্পনা আবশ্যক, আর তাহার ফলদান কার্য্য—তাহাও অসিদ্ধ; অতএব এই অদৃষ্ট অপূর্ব্বের কল্পনা, তাহার ফলদাতৃত্ব-শক্তি ও ফলদানক্রিয়া এই তিনটি কল্পনা করিতে হইবে। কিন্তু আমার পক্ষে কেবল অক্ষরের সদ্ভাবমাত্র কল্পনা করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল। কেন না, সেবা করিলে যে প্রভু হইতে ফলপ্রাপ্তি হয়, ইহা কৢপ্তই আছে, তজ্জন্য তাহার আর কল্পনা করিতে হয় না। এই "দ্যাবাপৃথিবী তাঁহার দ্বারা ধৃত হইয়া আছে" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ঈশ্বরাস্তিত্ব সম্বন্ধেও অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে পুনশ্চ গ্রন্থের আশয় বর্ণিত হইতেছে।—পূর্ব্বের মত একমাত্র সেই অক্ষরের অনুশাসনেই দেবতাগণ স্ব স্ব জীবিকা সংগ্রহ করিবার সামর্থ্য সত্ত্বেও দীনবৃত্তি অবলম্বন করত কেবল যজমানের প্রদেয় পুরোডাশ ভোজনের আশায় অবস্থিত থাকেন এবং পিতৃগণও কেবল এই অক্ষরের শাসনবলে কর্ত্তব্য দর্ব্বী-হোমের (পিতৃতৃপ্তিকারক হোমবিশেষ) আশায় একতাননয়নে পুত্রাদির মুখাপেক্ষা করিয়া থাকেন। আর আর সকল কথা পূর্ব্বব্রাহ্মণের মত জানিতে হইবে ॥ ৯ ॥

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিল্লোঁকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোঽথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ ॥ ১০ ॥

পূর্ব্বোক্ত অক্ষর নামক সর্ব্বশাস্তা যে আছেন, সে বিষয়ে ইহাও একটি প্রমাণ যে, যত দিন পর্য্যন্ত জীবগণ তাঁহাকে জানিতে পারে না, তত দিন পর্য্যন্ত নিয়তভাবে তাঁহাদের সংসার অর্থাৎ যখন ভগবদ্জ্ঞানাধীন জীবেরই সংসারনিবৃত্তি হইয়া থাকে। এ জন্য ভগবদ্জ্ঞান না থাকিলে জীব সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে না ও তাঁহার সেই জ্ঞেয় ব্যক্তির অস্তিত্ব ন্যায়সিদ্ধ। এমন একটা কিছু অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, যাঁহাকে জানিলে পর জীবের সংসার-সাধক অজ্ঞানসমূহ সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। যদি বল যে, শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই সেই অজ্ঞাননিবৃত্তি হইতে পারে। উত্তর—তাহাও নহে; কারণ, শ্রুতি নিজেই বলিতেছেন, হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অক্ষর ঈশ্বরকে পরিজ্ঞাত না হইয়া যে কিছু জপ-হোমাদি করে এবং বহু সহস্র বৎসর-ব্যাপী তপস্যা করে, তাহার সেই সমস্ত কর্ম্মের ফলই বিনাশী। সুতরাং সেই সকল জপ-হোমাদিকর্ম্ম ফলভোগান্তে ক্ষীণ হয়, ইহা স্বাভাবিক। আরও এক কথা, জীব যাহাকে জানিলে পর অজ্ঞানরূপ দীনতা হইতে মুক্ত হয় ও সর্ব্বপ্রকার সংসারধর্ম্মবিনির্ম্মুক্ত হইতে পারে এবং যাহাকে না জানিলে সর্ব্ববিধ কর্ম্ম করিয়াও দীন বলিয়া পরিগণিত ও কৃতকর্ম্মের ফলভোগে বঞ্চিত হইয়া কেবল অনবরত জন্মমরণাদিরূপ সংসারচক্রে পতিত হইয়া ভ্রমণ করে; অতএব সেই জ্ঞানের বিষয় কর্ম্মফলের নিয়ন্তা নিত্যপুরুষ এক জন আছেন, ইহা মানিতে হইবে। এই উদ্দেশে শ্রুতি বলিতেছেন যে, হে গার্গি! যে জন এই পূর্ব্বোক্ত অক্ষরকে না জানিয়া পরলোকে গমন করে, সে দীন অর্থাৎ মূল্য দ্বারা ক্রীতদাসের ন্যায় যাবজ্জীবন কর্ম্ম করিয়াই কালাতিপাত করে, তাহার জীবনধারণের কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না। আর যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত অক্ষরকে পরিজ্ঞাত হইয়া পরলোকে প্রয়াণ করেন, তিনি ব্রাহ্মণ অর্থাৎ প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ ॥১০॥

তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্ট্রশ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্ত্র-বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাত্রেতস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি ॥ ১১ ॥

পূর্ব্বশ্রুত্যুক্ত বিষয়ে সাঙ্খ্যবাদীরা বলেন যে, অচেতন অগ্নির যেমন দাহিকা-শক্তি স্বাভাবিক, সেইরূপ অচেতন প্রকৃতিরই পূর্ব্বোক্ত নিয়ন্তৃত্ব স্বাভাবিক,

তজ্জন্য আর স্বতন্ত্র অক্ষরপুরুষ স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। সাংখ্যোক্ত এই অসদাশঙ্কা দূরীকরণার্থ পরবর্ত্তী শ্রুতির আরম্ভ হইতেছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে গার্গি! সেই অক্ষর পুরুষ কাহারও দর্শনযোগ্য নহেন, কিন্তু তিনি সকলেরই দ্রষ্টা। ইহার তাৎপর্য্য এই—চক্ষুরিন্দ্রিয় সেই পদার্থকেই গ্রহণ করে, যে পদার্থ চক্ষুর বিষয়ীভূত, পরন্তু যাহা দর্শনযোগ্য নহে, তাহা চক্ষুর অগ্রাহ্য। আকাশ দর্শনের যোগ্য নয় বলিয়া যেমন তাহাকে দর্শন করিতে পারা যায় না, তদ্রূপ অক্ষরও দর্শনের অযোগ্য ; সুতরাং চক্ষুর্দ্বারা তাঁহার দর্শনও অসম্ভব। কিন্তু তিনি স্বয়ং দৃষ্টিস্বরূপ ; কাজেই জগতের যাবতীয় বস্তু তিনি দর্শন করিয়া থাকেন। এইরূপ তিনি অশ্রুত অর্থাৎ কেহই তাঁহাকে শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্তু তিনি স্বয়ং সর্ব্বপ্রকার শব্দের শ্রোতা। সেইরূপ তিনি মনের অবিষয় বলিয়া মনের অগোচর, কিন্তু নিজে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া তিনি মন্তা। তিনি বুদ্ধির অগোচর বলিয়া সকলের অবিজ্ঞাত, কিন্তু স্বয়ং বিজ্ঞানরূপী, তাঁহার অবিজ্ঞাত কিছুই নাই। অধিক কি, এই অক্ষর ব্যতীত আর কেহ দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা ও বিজ্ঞাতা নাই ; কেবল এই অক্ষরই সর্ব্বজীবগত মনের সাহায্যে সর্ব্ববিষয়ের দ্রষ্টা, শ্রোতা ও মন্তা তিনিই সর্ব্বজীবগত বুদ্ধির প্রভাবে সমস্ত বস্তুর বিজ্ঞান করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন অচেতন ভূতবর্গের কিম্বা অচেতন প্রকৃতির কাহারও দর্শনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিবার শক্তি নাই। হে গার্গি! এই অক্ষরেই আকাশ ওত-প্রোতভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। যাঁহাকে সর্ব্বজনের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষরূপী ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, যাঁহাকে অশনায়াদি (ভোজচ্ছোদি) সর্ব্ববিধ সাংসারিক-ধর্ম্মরহিত অন্তরের অন্তর বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, এবং যাঁহাতে আকাশমণ্ডল ওত-প্রোতভাবে অবস্থিত, তিনিই সমস্ত বস্তুর শেষ সীমা ; অর্থাৎ "নেতি-নেতি" বাক্যের বিশ্রামস্থান, তিনিই সকল বস্তুর পরমগতি অর্থাৎ গন্তব্যস্থান, তিনিই পরমব্রহ্ম, পৃথিবী হইতে আকাশ পর্য্যন্ত সমস্ত সত্যের—সদ্বস্তুর সত্য অর্থাৎ সত্তার কারণ ॥ ১১ ॥

সা হোবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তস্তদেব বহুমন্যেধ্বং যদস্মান্নমস্কারেণ মুচ্যেধ্বং ন বৈ জাতু যুষ্মাকমিমং কশ্চিদ্ব্রহ্মোদ্যং জেতেতি ততো হ বাচক্নব্যুপররাম ॥ ১২ ॥

ইত্যষ্টমং ব্রাহ্মণম্।

গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের এতাদৃশ উত্তর শ্রবণ করিয়া পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ! আপনারা আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আপনারা যদি যাজ্ঞবল্ক্যকে বিনীতভাবে এক্ষণে কেবল নমস্কার করিয়াও তাঁহার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন, তাহাই যথেষ্ট মনে করুন। অর্থাৎ যদি যাজ্ঞবল্ক্য হইতে মুক্তিলাভ করিতে চান, তবে নমস্কার পূর্ব্বক নিজ নিজ পরাজয় স্বীকার করুন। অন্যথা ইঁহাকে জয় করা দূরে থাকুক্, ইঁহাকে জয় করিব এই সঙ্কল্পও মনে আনিবেন না; যেহেতু, আপনাদের মধ্যে এমন কেহ ব্রহ্মজ্ঞানী নাই, যিনি এই ব্রহ্মবাদী যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাস্ত করিতে পারিবেন। এ জন্য আমি প্রথমেই বলিয়াছি যে, যাজ্ঞবল্ক্য যদি আমার প্রশ্ন দ্বারা উত্তর করিতে পারেন, তাহা হইলে ইঁহাকে আর কেহই পরাস্ত করিতে পারিবে না। আবার এখনও আমার এই ব্রহ্মবাদীবিষয়ে ইহাই ধারণা যে, ইঁহার সমকক্ষ দ্বিতীয় নাই। এই কথা বলিয়া গার্গী নিবৃত্ত হইল ॥ ১২ ॥

এই বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণে যাহা উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার বিচার হইতেছে। তথায় কথিত হইয়াছে যে, পৃথিবী যাঁহাকে জানিতে পারে না এবং সমস্ত ভূতবর্গও যাঁহাকে জানিতে পারে না; আরও কথিত আছে যে, যাঁহারা যে অন্তর্য্যামীকে জানেন না, যাহা সেই জ্ঞান, এই সমস্ত বস্তুই সেই অক্ষর পুরুষ, সমস্ত বস্তুর দর্শনাদি ক্রিয়ার সম্পাদনকর্ত্তৃত্ব নিবন্ধন তিনি সকলের চেতনার কারণ। কিন্তু এই পূর্ব্বোক্ত অন্তর্য্যামী, অক্ষর প্রভৃতি এক ব্যক্তি কি বিভিন্ন ব্যক্তি? তাঁহাদের পরস্পর বৈশিষ্ট্য কি? এবং সামান্য ধর্ম্মই বা কি? এই সমস্যার কেহ কেহ মীমাংসা করেন যে, মহাসমুদ্রের ন্যায় নিস্পন্দস্বভাব পরমব্রহ্মই অক্ষর, তাঁহারই ঈষন্মাত্র প্রচলিতাবস্থা বা বিকৃতাবস্থায় নাম অন্তর্য্যামী (ঈশ্বর), এবং তাঁহারই অত্যন্ত চঞ্চলাবস্থার (বিকৃতাবস্থার) নাম ক্ষেত্রজ্ঞ, এই ক্ষেত্রজ্ঞই জীব। "যন্তং ন বেদান্তর্য্যামিণং" অর্থাৎ যে সেই অন্তর্য্যামীকে জানিতে পারে না, এই উক্তি দ্বারা ঐ ক্ষেত্রজ্ঞ জীবকেই অন্তর্য্যামিজ্ঞানে অজ্ঞরূপে লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাঁহারা পরমব্রহ্মের অন্তর্য্যামী ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই দুইটি অবস্থার পঞ্চাবস্থাও কল্পনা করেন; সেই পঞ্চাবস্থা এই—পিণ্ড (স্থূলভাব), জাতি (উৎপত্ত্যাদি), বিরাট্ (ব্যাপক মূর্ত্তি), সূত্র (সূক্ষ্ম সৃষ্টিকর্ত্তা) পঞ্চম অবস্থা—দৈব। পুনশ্চ প্রকারান্তরে অষ্টপ্রকার অবস্থা স্বীকার করেন; যথা—পিণ্ড, জাতি, বিরাট্, সূত্র, দৈব, অব্যাকৃত (অনভিব্যক্ত), সাক্ষী—(সর্ব্বপদার্থদ্রষ্টা) এবং ক্ষেত্রজ্ঞ

(জীব)। আবার কেহ বলেন যে, না, এ সকল অক্ষর—পরমেশ্বরের অবস্থা নহে, কিন্তু তাঁহার শক্তিমাত্র এবং সেই অক্ষরকে অনন্ত শক্তিমান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, অক্ষরের এ সকল শক্তি নহে, কিন্তু বিকার। ইহাদের মধ্যে অবস্থাবাদী পক্ষ ও শক্তিবাদী পক্ষ কোনরূপেই সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, ইতঃপূর্ব্বে শ্রুতি নিজেই এই অক্ষরকে অশনায়াদি সর্ব্বসংসার-ধর্ম্ম-রহিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং পুনশ্চ তাঁহার অবস্থা নির্দ্দেশ করা অসম্বদ্ধ প্রলাপমাত্র। বাস্তবিক যিনি অশনায়াদি অবস্থার অতীত, তাঁহার অশনায়াদি অবস্থা এককালে থাকিতে পারেই না। উক্ত যুক্তিতেই তাঁহার শক্তিস্বীকারও অসম্ভব, অতএব এই উভয় পক্ষই দূষিত বলিয়া উপেক্ষণীয়। অশনায়াদি ধর্ম্মকে বিকার ও অবয়ব বলিলে যে কি দোষ হয়, তাহা গত চতুর্থ অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কল্পনাই অসত্য। তবে অন্তর্য্যামী প্রভৃতির ভেদ কি? ইহার উত্তরে বলিব যে, ভেদ কেবল উপাধিকৃত; নচেৎ স্বভাবতঃ ইহাঁদের ভেদ বা অভেদ নাই,—কেবল সৈন্ধবখণ্ডের ন্যায় বাহিরে ভিতরে সর্ব্বত্রই একমাত্র জ্ঞানঘন পরিপূর্ণ আনন্দরসময়; ইহাই অক্ষরের স্বাভাবিক ভাব। এজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন যে, এই অক্ষর অপূর্ব্ব, অদ্বিতীয়, অন্তরহীন ও অবাহ্য, অর্থাৎ এই অক্ষর ব্রহ্মের পূর্ব্ব (কারণ) নাই, সুতরাং নিজে কার্য্য নহেন, ইনি বাহ্য ও অভ্যন্তর-শূন্য, সর্ব্বত্রই বিদ্যমান; ইনিই আত্মা। আরও বলিয়াছেন যে, তিনি বহিঃস্থিত ও অভ্যন্তরস্থ এবং অজ অর্থাৎ জন্মরহিত।

অতএব সর্ব্বোপাধিরহিত এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই নাম-রূপের অভাব ও নির্ব্বিশেষণতা নিবন্ধন "নেতি নেতি" শব্দের লক্ষ্য। যিনি অবিদ্যা (অজ্ঞান), অবিদ্যাপ্রসূত কামনা এবং তৎপ্রসূত কর্ম্ম ও কর্ম্মবাসনাযুক্ত দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধিধারী—তাঁহাকে জীব নামে অভিহিত করা হয়। আর যিনি সনাতন, নিরতিশয় সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান ও শক্তিশালী আত্মা, তিনিই অন্তর্য্যামী ঈশ্বর নামে কথিত। কিন্তু সেই আত্মাই যদি উপাধি পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় স্বাভাবিক বিশুদ্ধতা লাভ করেন অর্থাৎ স্বীয় শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাবে থাকেন, তাহা হইলেই পরমাত্মা অক্ষরপদবাচ্য হন। আবার তিনিই জাতি, মনুষ্য-তির্য্যগাদি দেহেন্দ্রিয়রূপ উপাধিযোগে বিভিন্ন আকৃতি ও বিভিন্ন সংজ্ঞাবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভ বা অব্যাকৃত (প্রকৃতি) দেবতা হইয়া থাকেন। এক আত্মার যে

কিরূপে বহুবিধ ঔপাধিক অবস্থা হয়, তাহা "তদেজতি তন্নৈজতি" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা বহুবার প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব "এষ তে আত্মা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" "সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়ঃ" অর্থাৎ এই (নির্দ্দিষ্ট) আত্মাই তোমার আত্মা এবং ইনিই সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে (অন্তর্য্যামিরূপে) অবস্থিত আছেন। "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ সেই ব্রহ্মই তুমি, 'অহমেবেদং সর্ব্বম্' আমি এই সর্ব্বময়, এবং 'আত্মৈবেদং সর্ব্বম্' আত্মাই এই সর্ব্বভূতময়, 'নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা' এই আত্মা ভিন্ন দ্রষ্টা, শ্রোতা বা বিজ্ঞাতা আর কেহই নাই, ইত্যাদি শ্রুতি সকলও উপাধিপক্ষেই সঙ্গত হয়, কোন বিরুদ্ধ হয় না। অন্যথা অবস্থা, বিকার প্রভৃতি কল্পনাপক্ষে কোনরূপেই ইহারা সঙ্গত হইতে পারে না। সুতরাং এক ঔপাধিক ভেদ বশতঃই অক্ষর, অন্তর্য্যামী, জীব প্রভৃতি ভেদকল্পনা; নচেৎ ইহাদের বাস্তব ভেদ নাই; কারণ, সকল উপনিষদেরই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত আছে।

ইতি শ্রীমদ্‌বৃহদারণ্যকে তৃতীয়াধ্যায়ে অষ্টম ব্রাহ্মণ সমাপ্ত।

নবম-ব্রাহ্মণম্

অথ হৈনং বিদগ্ধঃ শাকল্যঃ পপ্রচ্ছ কতি দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি স হৈতয়ৈব নিবিদা প্রতিপেদে যাবন্তো বৈশ্বদেবস্য নিবি-দ্যুচ্যন্তে ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেত্যোমিতি হোবাচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি ত্রয়স্ত্রিংশদিত্যোমিতি হোবাচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি ষড়িত্যোমিতি হোবাচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি ত্রয় ইত্যোমিতি হোবাচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞ-বল্ক্যেতি দ্বাবিত্যোমিতি হোবাচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেত্যধ্যর্দ্ধ ইত্যোমিতি হোবাচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেত্যেক ইত্যোমিতি হোবাচ কতমে তে ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেতি ॥ ১ ॥

ইতঃপূর্ব্বে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের সূক্ষ্মতার তারতম্যানুসারে অর্থাৎ স্থূলের সূক্ষ্মের ওতপ্রোতভাবে অবস্থিতি-ক্রম ধরিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূতে পর পর ভূতের ওতপ্রোতভাবে অবস্থিতি নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া যিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সর্ব্বান্তর, তাঁহাকেই ব্রহ্মরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে, এবং সেই ব্রহ্মকেই অনভিব্যক্তাবস্থায় জগতে সূত্রবিশেষের নিয়ন্তা বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। এক্ষণে অভিব্যক্ত বস্তুবিষয়ে সেই ব্রহ্মের সত্তানুমাপক লক্ষণ সুস্পষ্ট, এজন্য সেই ব্রহ্মের সর্ব্বপ্রত্যক্ষতা ও অপরোক্ষানুভূতিরূপতা করিবার জন্য নিয়ম্য দেবতাবিশেষের সংক্ষেপ দ্বারা প্রতিপাদনার্থ শাকল্য ব্রাহ্মণ আরব্ধ হইতেছে। গার্গী নিবৃত্ত হইলে শকলপুত্র (শাকল্য) বিদগ্ধনামা জনৈক ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য! এই জগতে সমস্ত দেবতার সংখ্যা কত? অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য বক্ষ্যমাণ নিবিদ্-নামক শ্রুতি দ্বারা দেবতাসংখ্যার

অবধারণ করিলেন। নিবিদ্ অর্থ—দেবতা সংখ্যাবোধক বৈশ্বদেবস্তোত্রান্তর্গত কতিপয় মন্ত্র। বৈশ্বদেব নিবিদে দেবতার যে সংখ্যা আছে, তাহাই দেবতার প্রকৃত সংখ্যা, এবং প্রকৃত দেবতার ইয়ত্তা তাহাই। যাজ্ঞবল্ক্য ইহাই শাকল্যের জিজ্ঞাসিত দেবতা-সংখ্যার নির্দ্ধারণ করিলেন। সেই নিবিদ্ কি? এক্ষণে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে, "ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা" অর্থাৎ দেবতার সংখ্যা তিন শত তিন, এইরূপে পুনরপি দেখাইলেন যে "ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রাণি" অর্থাৎ দেবতার সংখ্যা তিন সহস্র তিন। ইহাই দেবতার চূড়ান্ত সংখ্যা, ইহার ন্যূনও নহে, অধিকও নহে। যাজ্ঞবল্ক্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া শাকল্যও বলিলেন যে, হ্যাঁ, ঠিক বলিয়াছ। শাকল্য এইরূপে দেবতার মধ্যম সংখ্যা অবগত হইয়া পুনশ্চ দেবতা আরও সঙ্‌ক্ষিপ্ত করিবার জন্য ন্যূন সংখ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য! দেবতার সংখ্যা কত? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, "ত্রয়স্ত্রিংশৎ"—পুনশ্চ উত্তরোত্তর এইরূপ দেবতার সংখ্যা-বিষয়ে প্রশ্ন হইতে থাকিলে যাজ্ঞবল্ক্য ক্রমশঃ তেত্রিশ, ছয়, তিন, দুই, দেড় এবং পরিশেষে এক সংখ্যা দেবতার নির্দ্দেশ করিলেন। পূর্ব্বে সংখ্যামাত্র প্রষ্টব্য বিষয় ছিল, এক্ষণে পুনর্ব্বার সংখ্যেয় বিষয়ে অর্থাৎ সেই সংখ্যাবিশিষ্ট দেবতা-সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতেছে যে, "কতমে তে" অর্থাৎ সেই তিন শত তিন ও তিন সহস্র তিন সংখ্যায় পরিগণিত দেবতা কে কে? তাহাদের নাম ধরিয়া বল ॥ ১ ॥

স হোবাচ মহিমান এবৈষামেতে ত্রয়স্ত্রিꣳশত্ত্বেব দেবা ইতি কতমে তে ত্রয়স্ত্রিꣳশদিত্যষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশা-দিত্যাস্ত একত্রিꣳশদিন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্ত্রিꣳশা-বিতি ॥ ২ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য শাকল্যের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, পূর্ব্বে যে তিন শত প্রভৃতি সংখ্যা উক্ত হইয়াছে, তাহা কেবল এই তেত্রিশ দেবতারই প্রপঞ্চ—বিস্তারমাত্র; বস্তুতঃ তেত্রিশই দেবতা, তদধিক নহে। পুনশ্চ শাকল্য বলিলেন যে, সেই তেত্রিশ দেবতা কে কে? ইহার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র এবং দ্বাদশ আদিত্য, আর ইন্দ্র ও প্রজাপতি, এই তেত্রিশ দেবতাই যথার্থ; এতদতিরিক্ত সমস্ত দেবতাই ইহাদের মহিমা বা বিস্তার-মাত্র ॥ ২ ॥

কতমে বসব ইত্যগ্নিশ্চ পৃথিবী চ বায়ুশ্চান্তরিক্ষঞ্চাদিত্যশ্চ দ্যৌশ্চ চন্দ্রমাশ্চ নক্ষত্রাণি চৈতে বসব এতেষু হীদং বসু সর্ব্বংহিতমিতি তস্মাদ্বসব ইতি ॥ ৩ ॥

শাকল্য সবিশেষ জানিবার জন্য পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "কতমে বসবঃ" অর্থাৎ তুমি যে অষ্টবিধ বসুর উল্লেখ করিয়াছ, সেই অষ্টবিধ বসু কে কে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, দ্যুলোক, চন্দ্র ও নক্ষত্র, এই অগ্নি প্রভৃতি নক্ষত্র পর্য্যন্ত দেবতা ইঁহারাই বসু। কারণ, যাহা বাস করে বা বাস করায়, তাহাই বসু-শব্দবাচ্য, প্রকৃতপক্ষে অগ্নি হইতে নক্ষত্রাবধি দেবতাগণ প্রাণিসকলের কর্ম্মফলের আশ্রয় এবং দেহেন্দ্রিয়াদিরূপে সমস্ত প্রাণীর নিবাসরূপে পরিণত হইয়া এই সমস্ত জগতের বাসের প্রয়োজক ও স্বয়ং বাসকারী, এই জন্য তাঁহাদের নাম বসু ॥ ৩ ॥

কতমে রুদ্রা ইতি দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশস্তে যদাস্মাচ্ছরীরান্মর্ত্ত্যাদুৎক্রামন্ত্যথ রোদয়ন্তি তদযদ্রোদয়ন্তি তস্মাদ্রুদ্রা ইতি ॥ ৪ ॥

শাকল্য পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বেশ, "কতমে রুদ্রাঃ" অর্থাৎ দ্বাদশ রুদ্র কে কে ? অর্থাৎ তাহাদের রূপ ও নাম কি ? এই প্রশ্নের উত্তরার্থ যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, পুরুষের পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন, এই একাদশ দেবতা রুদ্রসংজ্ঞার সংজ্ঞী। ইহাদের রুদ্রসংজ্ঞার কারণ এই যে, যখন এই একাদশ পদার্থ জীবের কর্ম্মফলভোগের অবসানে শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যায়, তখন জীবকে রোদন করায়। এই রোদন উৎপাদন হেতু ইহাদের নাম 'রুদ্র' ॥ ৪ ॥

কতম আদিত্যা ইতি দ্বাদশ বৈ মাসাঃ সংবৎসরস্যৈত আদিত্যা এতে হীদং সর্ব্বমাদদানা যন্তি তে যদিদং সর্ব্বমাদদানা যন্তি তস্মাদাদিত্যা ইতি ॥ ৫ ॥

পুনশ্চ শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি যে দ্বাদশ আদিত্যের কথা বলিয়াছ, এক্ষণে সেই আদিত্য কে? এবং তাহার নাম ও রূপ কিরূপ, তাহা বল। এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, বৎসরের অবয়ব যে দ্বাদশ মাস, তাহাই আদিত্য; যাহা আদায় করা যায়, তাহার নাম আদিত্য, যেহেতু, এই দ্বাদশ মাসই প্রাণিগণের আয়ুঃ ও কর্ম্মফল সকল প্রতিনিয়ত আদায় করিয়া প্রস্থান করিতেছে; সেই হেতু ইহার নাম আদিত্য ॥ ৫ ॥

কতম ইন্দ্রঃ কতমঃ প্রজাপতিরিতি, স্তনয়িত্নুরেবেন্দ্রো যজ্ঞঃ প্রজাপতিরিতি কতমঃ স্তনয়িত্নুরিত্যশনিরিতি কতমো যজ্ঞ ইতি পশব ইতি ॥ ৬ ॥

পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমার কথিত ইন্দ্র কে? এবং প্রজাপতি কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, স্তনয়িত্নুই ইন্দ্র এবং যজ্ঞই প্রজাপতি। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই স্তনয়িত্নু কাহার নাম? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, অশনি—বজ্রই স্তনয়িত্নু, বজ্র বলবীর্য্যস্বরূপ, যাহা প্রাণিগণের সংহারক, তাহাকে ইন্দ্র নামে অভিহিত করা হয়। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সেই যজ্ঞ কে? উত্তর—পশু সকল। কারণ, পশু যজ্ঞকার্য্যের সাধক। যজ্ঞের কোনও স্বতন্ত্র রূপ নাই। এক পশুকে আশ্রয় করিয়াই তাহার সত্তা; সুতরাং যজ্ঞসাধক পশুগণ এখানে যজ্ঞশব্দ দ্বারা অভিহিত হইল ॥ ৬ ॥

কতমে ষড়িত্যগ্নিশ্চ পৃথিবী চ বায়ুশ্চান্তরিক্ষঞ্চাদিত্যশ্চ দ্যৌশ্চৈতে ষড়েতে হীদং সর্ব্বং ষড়িতি ॥ ৭ ॥

শাকল্য বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি যে ষড় দেবতার কথা বলিলে, তাহার বিবরণ কি? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, সেই দেবতা ছয়টি অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অষ্ট বসু হইতে চন্দ্র ও নক্ষত্র এই দুই দেবতাকে পরিত্যাগ করিলে অবশিষ্ট যে ছয় দেবতা থাকে, তাহারাই মৎকথিত ষড় দেবতা; পূর্ব্বোক্ত সেই বসু প্রভৃতি তেত্রিশ দেবতা ইহাদেরই অন্তর্গত; তাহার অধিকও নহে, ন্যূনও নহে ॥ ৭ ॥

কতমে তে ত্রয়ো দেবা ইতীম এব ত্রয়ো লোকা এষু হীমে সর্ব্বে দেবা ইতি কতমৌ তৌ দ্বৌ দেবাবিত্যন্নঞ্চৈব প্রাণশ্চেতি কতমোঽধ্যর্দ্ধ ইতি যোঽয়ং পবত ইতি ॥ ৮ ॥

পুনরপি শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, আর যে তিন দেবতার কথা বলিলে, সে দেবতাত্রয় কে কে? উত্তর—ত্রিলোক; এখানে পৃথিবী ও অগ্নি, এই দুই দেবতা মিলিয়া এক দেবতা; মিলিত অন্তরীক্ষ ও বায়ু দ্বিতীয় দেবতা; দ্যুলোক ও আদিত্য একত্রিত তৃতীয় দেবতা নামে অভিহিত হয়। এই দেবতাত্রয়ই যথার্থ। অন্যান্য দেবতাসকল ইঁহাদেরই অন্তর্গত। সেই জন্য বলিতেছি, এই তিনটি মাত্র দেবতা, ইহা কতিপয় নৈরুক্তবাদীর অভিমত। শাকল্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, পূর্ব্বে যে দুই দেবতার কথা বলিয়াছ, সেই দুই দেবতা কে, তাহা নির্দ্দেশ কর? উত্তর—অন্ন ও প্রাণ, এই দুইটিই দেবতা, ইহার অধিক দেবতা নাই। অন্যান্য দেবতাগণ ইহাদেরই বিস্তারমাত্র। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি যে অধ্যর্দ্ধের (সার্দ্ধদেবতা) কথা বলিয়াছ, সেই অধ্যর্দ্ধদেবতা কে? উত্তর,—এই যে অহরহঃ প্রবহমান বায়ু, তাহাই পূর্ব্বোক্ত অধ্যর্দ্ধ দেবতা, পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য দেবতাও ইহারই অন্তর্গত ॥ ৮ ॥

তদাহুর্যদয়মেক ইবৈব পবতেঽথ কথমধ্যর্দ্ধ ইতি যদস্মিন্নিদংসর্ব্বমধ্যার্ধ্নোত্তেনাধ্যর্দ্ধ ইতি কতম একো দেব ইতি প্রাণ ইতি স ব্রহ্ম ত্যদিত্যাচক্ষতে ॥ ৯ ॥

তাহাতে কেহ কেহ আপত্তি করেন যে, একই বায়ু দেবতা প্রবহমান বলিয়া মনে হয়, তবে অধ্যর্দ্ধ হয় কিরূপে? শ্রুতিই তাহার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছে; এই অধ্যর্দ্ধ সার্দ্ধ অর্থে নহে, ইহা ঋদ্ধিজনক অর্থে প্রযুক্ত অর্থাৎ যেহেতু এই এক বায়ুর সত্তাতেই এ জগন্মণ্ডলের পুষ্টি সম্পন্ন হয়, সেই কারণে এই বায়ুকে অধ্যর্দ্ধ বলা হইয়াছে। পুনশ্চ শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মদুক্ত সেই এক দেবতা কে? উত্তর—সেই দেবতা প্রাণ। এই প্রাণই সেই ব্রহ্ম; সর্ব্বদেবময় বলিয়া ইঁহাকে সেই মহৎ ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে। তাহা এই পরোক্ষাভিধায়ক "ত্যৎ" শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হইল। এইরূপে দেবতাগণের একত্ব ও নানাত্ব পরিভাবিত হইয়া থাকে। অনন্ত দেবতার নিবিৎ

সংখ্যায় অন্তর্ভাব, গণনাক্রমে তাহাদেরই তেত্রিশ প্রভৃতি সংখ্যায় পরিগণনাও পরিশেষে একমাত্র প্রাণেতেই সর্ব্বদেবতার একীভাব (অন্তর্ভাব) সম্পাদন করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সমস্তই এক প্রাণেরই বিস্তার। এই এক বা অনন্ত কিম্বা অবান্তর তেত্রিশ সংখ্যাবিশিষ্ট দেবতা সমস্তই সেই প্রাণই। তবে যে এক প্রাণদেবতার বিভিন্ন নাম, রূপ, কর্ম্ম, গুণ ও শক্তি দেখা যায়, তাহা অধিকারিভেদে জানিবে ॥ ৯ ॥

পৃথিব্যেব যস্যায়তনমগ্নির্লোকো মনোজ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণꣳ স বৈ বেদিতা স্যাদ্-যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষꣳ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়ꣳ শারীরঃ পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেত্যমৃতমিতি হোবাচ ॥ ১০ ॥

এক্ষণে পুনশ্চ সেই প্রাণনামক ব্রহ্মেরই অষ্টপ্রকার ভেদ প্রদর্শিত হইতেছে।—পৃথিবী যাঁহার আয়তন অর্থাৎ আশ্রয়, অগ্নি যাঁহার দৃষ্টির সাধন —চক্ষু অর্থাৎ যিনি অগ্নিরূপ চক্ষুর্দ্বারা দর্শন করেন, মন যাঁহার জ্যোতিঃ অর্থাৎ যিনি জ্যোতির্ম্ময় মনোদ্বারা সঙ্কল্প-বিকল্পাদি (চিন্তা) কার্য্য সম্পাদন করেন। যিনি এইরূপে প্রাণব্রহ্মকে মনোজ্যোতীরূপী পৃথিবীশরীরী অগ্নিদৃষ্টি ও মনঃ-সঙ্কল্পময়ী বলিয়া জানেন, যিনি সেই শরীরেন্দ্রিয়সমষ্টিময় পৃথিব্যভিমানী দেবতাকে মাতৃজাত ত্বক্-মাংস-রুধিররূপ ক্ষেত্র ও পিতৃজাত অস্থি-মজ্জা-শুক্ররূপ বীজের প্রধান আশ্রয় এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানস্থান বলিয়া জানেন, তিনিই যথার্থ অভিজ্ঞ এবং তিনিই পণ্ডিত। এখানে এ কথা বলিবার অভিপ্রায় এই যে, এইরূপ জানিতে পারিলেই যথার্থবেত্তা পণ্ডিতপদবাচ্য হইতে পারে। হে যাজ্ঞবল্ক্য! আমি জানি, তুমি আমার এই দুরুত্তর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে না; কেবল না জানিয়া শুনিয়া পাণ্ডিত্যাভিমান করিতেছ। এই কথা শ্রবণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, যদি তোমার পৃষ্ট ব্যক্তিকে জানিলেই পণ্ডিত হয়, তাহা হইলে বলিতেছি যে, আমি তোমার সমস্ত উত্তরই অবগত আছি অর্থাৎ তুমি যাহার কথা বলিতেছ, আমি তাহাকে জানি। শাকল্য বলিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি যদি সেই পরমপুরুষকে যথার্থই জান, তাহা হইলে, বল দেখি, সেই পুরুষ কিরূপ বিশেষণে বিশেষিত? যাজ্ঞবল্ক্য

বলিলেন, হে শাকল্য! আমি সেই পুরুষের স্বরূপ কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি সাবধানচিত্তে শ্রবণ কর ;—এই যে শরীর অর্থাৎ মাতৃশরীর হইতে উৎপন্ন ত্বক্‌মাংসরুধিররূপ কোষত্রয়রূপ পার্থিব অংশ, তাহাই তোমার জিজ্ঞাসিত পুরুষ ; এই পুরুষের কথাই তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ ; কিন্তু তাহাতেও অন্য বিশেষণ বক্তব্য আছে, তৎসম্বন্ধে তুমি আরও প্রশ্ন কর। শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যের এইরূপ পরিহাসবাক্য শ্রবণ করিয়া অঙ্কুশাহত হস্তীর ন্যায় আর সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধসহকারে বলিলেন যে, সেই শারীরদেবতার দেবতা কে ? (যাহা হইতে যাহা উৎপন্ন [বৰ্দ্ধিত] হয়, এই প্রকরণে তাহাই তাহার দেবতা বলিয়া কথিত হইয়াছে)। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, অমৃত তাহার দেবতা অর্থাৎ মাতৃশরীর হইতে সমুৎপন্ন রক্তের উৎপাদক যে ভুক্ত অন্নের পরিপাকজ রস, তাহাই এখানে অমৃত নামে কথিত হইয়াছে। কথিত আছে, সেই অন্নরস হইতে যে স্ত্রীরক্ত উৎপন্ন হয়, তাহা পুরুষবীজ-সংযোগে রক্তময় পার্থিব শরীর সৃষ্টি করে। অতএব অন্ন-পরিণাম রসই এখানে দেবতারূপে নির্দ্দিষ্ট ॥ ১০ ॥

কাম এব যস্যায়তনং হৃদয়ং লোকো মনো জ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাদ্ যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়ং কামময়ঃ পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি স্ত্রিয় ইতি হোবাচ ॥ ১১ ॥

স্ত্রীসংসর্গাভিলাষরূপ কাম যাঁহার শরীর ; হৃদয় অর্থাৎ বুদ্ধি যাঁহার লোক—জ্ঞানকারণ চক্ষুঃ, মন যাঁহার জ্যোতিঃস্বরূপ, সর্ব্বভূতের একমাত্র আশ্রয় সেই পুরুষকে যে ব্যক্তি অবগত হইতে পারেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! তিনিই যথার্থ জ্ঞানী। এই কথা শ্রবণমাত্র যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, শাকল্য ! তুমি যে বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছ, আমি তাহা জানি, অর্থাৎ সমস্ত শরীর-পার্থিবাংশের পরমাশ্রয়রূপ। সেই কামময় পুরুষকে আমি জানি। হে শাকল্য ! যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তাহাও জিজ্ঞাসা করিতে পার। শাকল্য এই অবজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করিয়া পুনশ্চ ক্রোধভরে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সেই কামময় পুরুষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, স্ত্রী ; যেহেতু, স্ত্রী হইতেই কামের উদ্দীপনা হইয়া থাকে ; অতএব স্ত্রীসকলই কামময় পুরুষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ॥ ১১ ॥

রূপাণ্যেব যস্যায়তনং চক্ষুর্লোকো মনো জ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাদ্ যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবাসাবাদিত্যে পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি সত্যমিতি হোবাচ ॥ ১২ ॥

পুনশ্চ শাকল্য প্রশ্ন করিলেন যে, শুক্ল-কৃষ্ণাদি রূপ যাহার আয়তন—আশ্রয়, চক্ষু যাঁহার লোক—দর্শনক্রিয়া-সম্পাদনের কারণ, মন যাঁহার জ্যোতিঃ-স্বরূপ, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! সকল শারীর আত্মার পরমাশ্রয়, সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনি যথার্থপক্ষে জ্ঞানী । তুমি যদি তাঁহাকে জান, তবে বল, তিনি কে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে শাকল্য ! তুমি যাঁহার কথা বলিয়াছ, আমি তাঁহাকে জানি ; এই যে আদিত্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত পুরুষ, তিনিই তোমার জিজ্ঞাসিত পুরুষ । বল, এই সম্বন্ধে আরও তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার । যাজ্ঞবল্ক্যের উপহাসবাক্য শ্রবণ করিয়া অমর্ষবশে শাকল্য বলিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! দেখি, সেই রূপপ্রকাশক আদিত্যাধিষ্ঠিত দেবতা কে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, সেই দেবতা সত্য ; এখানে সত্য অর্থে চক্ষুঃ । কারণ, আধ্যাত্মিক চক্ষু হইতেই আধিদৈবত আদিত্যের অভিব্যক্তি হয়, এ জন্য চক্ষুই সত্য শব্দে উক্ত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

আকাশ এব যস্যায়তনং শ্রোত্রং লোকো মনো জ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাদ্ যাজ্ঞ্যবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়ং শ্রৌত্রঃ প্রাতিশ্রুৎকঃ পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি দিশ ইতি হোবাচ ॥ ১৩ ॥

আকাশ যাঁহার আয়তন (শরীর), কর্ণ যাঁহার লোক (জ্ঞানকারণ), মন যাঁহার জ্যোতিঃ, সমস্ত শারীর (আত্মা) অংশবিশেষের আশ্রয় সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনি যথার্থ জ্ঞানসম্পন্ন ; তুমি যদি বলিতে পার, তবে বল তিনি কে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে শাকল্য ! আমি জানি,—

এই পুরুষই প্রাতিশ্রুৎক, অর্থাৎ প্রত্যেক শব্দশ্রবণকালেই প্রকটিত হইয়া থাকে, এ জন্য তাহাকে প্রাতিশ্রুৎক বলা হইয়া থাকে। শাকল্য! এ সম্বন্ধে আরও জিজ্ঞাস্য আছে, জিজ্ঞাসা করিতেই হইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধসহকারে শাকল্য পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য! তোমাকে বলিতে হইবে, সেই দেবতার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, এই প্রাতিশ্রুৎক পুরুষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—দিক্; যেহেতু, দিক্‌সমূহ হইতেই ঐ শ্রোত্রসম্বন্ধী আধ্যাত্মিক পুরুষ অভিব্যক্ত হয়; অতএব দিক্‌সকলই প্রাতিশ্রুৎকপুরুষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা॥ ১৩॥

তম এব যস্যায়তনং হৃদয়ং লোকো মনো জ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাদ্‌-যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়ং ছায়াময়ঃ পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি মৃত্যুরিতি হোবাচ॥ ১৪॥

পুনশ্চ শাকল্য বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য! নৈশ প্রভৃতি অন্ধকার যাঁহার আয়তন (আশ্রয়), হৃদয় অর্থাৎ বুদ্ধি যাঁহার লোক অর্থাৎ চক্ষুঃ, মন যাঁহার জ্যোতিঃ দর্শনসাধন—সঙ্কল্প-বিকল্পের কারণ, সমস্ত শারীর আত্মার পরমাশ্রয় সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই যথার্থ বিদ্বান্। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে শাকল্য! তুমি যাঁহার কথা বলিতেছ, আমি তাঁহাকে জানি; এই যে জীবদেহমধ্যে অজ্ঞানময় পুরুষ, ইহাই সেই সর্ব্বাত্মার পরায়ণ। হে শাকল্য! তোমার ইচ্ছা হইলে এ বিষয়ে আরও জিজ্ঞাসা করিতে পার। শাকল্য এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য! বল দেখি, সেই অজ্ঞানময় পুরুষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, মৃত্যু, অর্থাৎ মৃত্যু হইতেই সেই অজ্ঞানময় পুরুষের অভিব্যক্তি॥ ১৪॥

রূপাণ্যেব যস্যায়তনং চক্ষুর্লোকো মনো জ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাদ্‌-যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং পুরুষং সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং

যমাত্থ য-এবায়মাদর্শে পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেত্যসুরিতি হোবাচ ॥ ১৫ ॥

ইতঃপূর্ব্বে দ্বাদশ শ্রুতিতে সাধারণরূপের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে; এক্ষণে পুনর্ব্বার যে সকল বিশিষ্ট প্রকাশক রূপ, তাহার বিষয়ই কথিত হইতেছে।—শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রকাশক রূপই যাঁহার আশ্রয়, চক্ষুই যাঁহার লোক (দর্শনসাধন), মন যাঁহার জ্যোতিঃ, সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই প্রকৃত বিদ্বান্। হে যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি কি তাঁহাকে জান? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, শাকল্য! তুমি যাহার কথা বলিতেছ, আমি সেই সমস্ত শারীর আত্মার পরমাশ্রয় পুরুষকে বিলক্ষণ জানি। রূপাশ্রয় দেবতার আবার বিশেষাশ্রয় প্রতিবিম্বাধার দর্পণ প্রভৃতি। এই যে দর্পণাদিতে প্রতিবিম্বিত পুরুষ, ইহাই তোমার প্রশ্নের বিষয়ীভূত। কিন্তু ইহাতে আরও জিজ্ঞাস্য আছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেই হইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া শাকল্য প্রেরণার তীব্রতা হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন, বল দেখি যাজ্ঞবল্ক্য! এই প্রতিবিম্ব পুরুষের দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—অসু; যেহেতু, অসু (প্রাণ) হইতেই প্রতিবিম্ব পুরুষের আবির্ভাব হইয়া থাকে; তাহার কারণ, প্রাণের সাহায্যে ঘর্ষণ দ্বারা দর্পণাদি নির্ম্মল হইলে তাহার প্রতিবিম্ব প্রস্ফুটিত হয়; অতএব প্রাণই প্রতিবিম্ব-পুরুষের দেবতা অর্থাৎ প্রবর্ত্তক, এ জন্য তাহার নাম অসু ॥ ১৫ ॥

আপ এব যস্যায়তনং হৃদয়ং লোকো মনো জ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাদ্-যাজ্ঞবল্ক্য :বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়মপ্সু পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি বরুণ ইতি হোবাচ ॥ ১৬ ॥

শাকল্য প্রশ্ন করিলেন, অপ-(জল) মাত্রই যাঁহার আয়তন (আশ্রয়), বাপী, কূপ, তড়াগ প্রভৃতি জলাশয়ে যাঁহার বিশেষরূপে অবস্থান, হৃদয়—বুদ্ধি যাঁহার লোক (চক্ষুঃস্বরূপ), মন যাহার জ্যোতিঃ (প্রকাশক), যে ব্যক্তি সেই পুরুষকে জানেন, তিনিই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী। অভিপ্রায় এই, হে যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি

সেই সর্ব্বাত্মার আশ্রয় পুরুষকে জান না ; অতএব বৃথাই তোমার পাণ্ডিত্যাভিমান ! যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে শাকল্য ! তুমি যাহার কথা বলিতেছ, আমি সেই পুরুষকে জানি। বল, আর কি বলিতে হইবে ? শাকল্য পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই জলাধিষ্ঠিত দেবতা কে, বল দেখি ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, তাহার দেবতা বরুণ, যেহেতু, বরুণ হইতেই আধ্যাত্মিক (শরীরান্তর্বর্ত্তী) জলের উৎপত্তি এবং সমস্ত বাপী প্রভৃতি তাহা হইতেই উৎপন্ন ॥ ১৬ ॥

রেত এব যস্যায়তনꣳ হৃদয়ং লোকো মনো জ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্যাত্মনঃপরায়ণꣳ স বৈ বেদিতা স্যাদ্‌-যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষꣳ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়ং পুত্রময়ঃ পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি প্রজাপতিরিতি হোবাচ ॥ ১৭ ॥

পুনশ্চ শাকল্য বলিলেন যে, রেতঃ (শুক্র) যাহার আয়তন (আশ্রয়), অর্থাৎ (পুত্ররূপে) যিনি রেতকে বিশেষভাবে আশ্রয় করিয়া আছেন, (কারণ, পুত্রের অস্থি, মজ্জা ও শুক্র তাহার পিতা হইতেই নিষ্পন্ন), হৃদয় যাঁহার লোক (চক্ষু), মন যাঁহার জ্যোতিঃ, তাঁহাকে যে ব্যক্তি জানেন, তিনিই যথার্থ বিদ্বান্‌। (অভিপ্রায় এই, যাজ্ঞবল্ক্য ! তুমি কি তাঁহাকে জান না ? তোমার এ অভিমান কেন) ?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে শাকল্য ! আমি তাঁহাকে জানি—এই পুরুষ পুত্রস্বরূপে বর্ত্তমান। হে শাকল্য ! এ বিষয়ে আরও বক্তব্য আছে, জিজ্ঞাসা কর। শাকল্য এইরূপ যাজ্ঞবল্ক্যের উপহাস-বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য ! তুমি বল, সেই পুত্রময় পুরুষের দেবতা কে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—প্রজাপতি, অর্থাৎ পিতা, যেহেতু, পিতা হইতে পুত্রের উৎপত্তি হয়, সুতরাং পিতাই পুত্রের দেবতা—উৎপাদক ॥ ১৭ ॥

শাকল্যেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যস্ত্বাꣳ স্বিদিমে ব্রাহ্মণা অঙ্গারাবক্ষয়ণমক্রতা ৩ ইতি ॥ ১৮ ॥

ইহার পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, এক এক দেবতাই দেব, লোক ও পুরুষ, এই তিন তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া অবস্থিত ; প্রত্যেক দেবতাই এক প্রাণকেই উপাসনা করিবার জন্যই সৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই বিভাগেরও একমাত্র উদ্দেশ্য উপাসকগণের উপাসন-সৌকর্য্য সম্পাদন করা। সম্প্রতি দিগ্বিভাগ দ্বারা পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত প্রাণের এক আত্মায়ই অন্তর্গতত্ব দেখাইবার জন্য এই শ্রুতির আরম্ভ হইতেছে। অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য শাকল্যকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া তাহাকে যেন গ্রহাবিষ্টের মত অভিভূত করিবার জন্য বলিলেন যে, হে শাকল্য! এই সভাস্থ ব্রাহ্মণগণ নিশ্চয়ই তোমাকে অঙ্গারে দহ্যমান সন্দংশ দ্বারা দগ্ধ করিয়াছে; ইহা কি তোমার হৃদয়ঙ্গম হইতেছে? অর্থাৎ সভাসদ্‌গণের পরামর্শে তুমি যে আমার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বার বার আত্মাকর্ত্তৃক পরাজয়বশতঃ অন্তরে দগ্ধ হইতেছ, ইহা বুঝিতে পারিতেছ না ॥১৮॥

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ শাকল্যো যদিদং কুরুপঞ্চালানাং ব্রাহ্মণানত্যবাদীঃ কিং ব্রহ্ম বিদ্বানিতি দিশো বেদ সদেবাঃ সপ্রতিষ্ঠা ইতি যদ্দিশো বেত্থ সদেবাঃ সপ্রতিষ্ঠাঃ ॥১৯॥

শাকল্য পুনশ্চ বলিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি যে এই উপস্থিত কুরুপঞ্চাল-দেশীয় ব্রাহ্মণগণকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছ যে, ইঁহারা নিজে ভীত হইয়া আমাকে তদ্রূপ অগ্নিতে সন্দংশের মত পোড়াইতে চেষ্টা করিতেছেন, তুমি ব্রহ্মবিৎ হইয়া কেন এই সকল ব্রাহ্মণগণকে অবজ্ঞা করিতেছ, ইহা তোমার কর্ত্তব্য নহে। এই কথা শ্রবণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আমি এইরূপই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি। শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই জ্ঞান কি? যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন যে, আমি সমস্ত দিক্‌বিষয়ে বিজ্ঞান জানি, কেবল দিকের কেন? দিগধিষ্ঠাত্রী দেবতাসহ দিগ্‌বিষয়ে বিজ্ঞান আমার হইয়াছে এবং সেই সকল দিকের আশ্রয় দেবতাও আমার অজ্ঞাত নহে। শাকল্য বলিলেন, তুমি যদি দিক্, দিগ্দেবতা এবং দিগাধারদেবতাকে যথার্থই জানিয়া থাক, তাহা হইলে বল? তোমার প্রতিজ্ঞাত বিষয় বর্ণনা করিয়া প্রতিজ্ঞা সফল কর ॥ ১৯ ॥

কিংদেবতোঽস্যাং প্রাচ্যাং দিশ্যসীত্যাদিত্যদেবত ইতি স আদিত্যঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি চক্ষুষীতি কস্মিন্নু চক্ষুঃ প্রতিষ্ঠিতমিতি রূপেষ্বিতি চক্ষুষা হি রূপাণি পশ্যতি কস্মিন্নু রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানীতি হৃদয় ইতি হোবাচ হৃদয়েন হি রূপাণি জানাতি হৃদয়ে হ্যেব রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানি ভবন্তী-ত্যেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২০ ॥

অনন্তর শাকল্য বলিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি কোন্ দেবতারূপে পূর্ব্বাভিমুখে অবস্থিতি করিতেছ? ইহার তাৎপর্য্য এই,—শাকল্য বুঝিয়াছেন যে, এই যাজ্ঞবল্ক্য হৃদয়াত্মাকে দিকে পঞ্চরূপে বিভক্ত মনে করে এবং সেই উপাসনার ফলে তাহার আত্মা দিগ্‌রূপে পরিণত হইয়াছে, অতএব দিগাত্মাকে ধরিয়া সমস্ত জগৎকেই আত্মা মনে করিয়া 'আমি সেই দিগাত্মা,' এইরূপ অভিমান করিয়া আছে। শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতিজ্ঞানুসারে দিগ্‌দেবতার প্রশ্ন করিয়াছেন, যেহেতু, যাজ্ঞবল্ক্যই পূর্ব্বে আমি দিকের আশ্রয় জানি, বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। তাই জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি পূর্ব্বদিগাত্মা হইয়া কোন্ দেবতা আশ্রয় করিয়া আছ, এ বিষয়ে সকল বেদেই কথিত আছে, যিনি যে দেবতার উপাসনা করেন, তিনি সেই দেহেতেই সেই দেবতার সারূপ্য লাভ করেন, এ নিমিত্ত শ্রুতিও বলিবেন যে, "দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি" অর্থাৎ দেবতা হইয়া দেবতাকে (উপাসনা দ্বারা) প্রাপ্ত হয়। শাকল্যের জিজ্ঞাসিত বিষয়—পূর্ব্বদিকে দিগ্‌রূপে অবস্থিত তোমার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে? অর্থাৎ কোন্ দেবতার সাহায্যে তুমি প্রাচ্য দিগ্‌রূপ প্রাপ্ত হইয়াছ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, আমি আদিত্যদেবতারূপে পূর্ব্বদিকে অবস্থিত আছি; সুতরাং আদিত্যই পূর্ব্বদিকে আমার অধিদেবতা। দেবতা-বিষয়ে প্রশ্ন ও তাহার উত্তর হওয়ার পর আধার-দেবতা সম্বন্ধেও শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য! সেই পূর্ব্বদিগধিষ্ঠাতা আদিত্য কোথায় প্রতিষ্ঠিত? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, চক্ষুতে। কারণ, আধ্যাত্মিক চক্ষু হইতেই অধিদৈবত সূর্য্যের প্রকাশ। এই জন্য মন্ত্র-ব্রাহ্মণে আছে—"চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত," অর্থাৎ চন্দ্র মন হইতে জন্মিয়াছে এবং সূর্য্য চক্ষু হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। কার্য্য যে কারণে প্রতিষ্ঠিত থাকে, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত; সুতরাং চক্ষুর কার্য্য আদিত্যও স্বকারণ চক্ষুতেই

প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই উত্তর অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। শাকল্য পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই চক্ষু কোথায় প্রতিষ্ঠিত? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, রূপে। কারণ, রূপমাত্রগ্রাহক চক্ষু রূপস্বরূপ, অর্থাৎ রূপ চক্ষুকে রূপগ্রহণের জন্য প্রেরণ করে, কাজেই রূপস্বরূপে তাহার প্রকাশ, নচেৎ তাহার অস্তিত্ব কোথায়? ইহাই নিয়ম যে, যে সকল রূপ চক্ষুকে প্রেরণ করে, তাহারাই স্বরূপ-গ্রহণের জন্য চক্ষুকে উৎপন্ন করিয়াছে, অতএব এই চক্ষুই আদিত্য, পূর্ব্বদিক্ এবং তদাশ্রিত দেবতার সহিত রূপেতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। শাকল্য পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দিক্প্রভৃতির অধিষ্ঠান রূপসকল কোথায় প্রতিষ্ঠিত? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হৃদয়ে; কারণ, হৃদয়ই রূপের সৃষ্টি করে; হৃদয়ই নানা রূপাকারে পরিণত হয়। হৃদয় দ্বারাই সকল জীব সর্ব্বপ্রকার রূপের জ্ঞান করে। অতএব হৃদয় রূপের জ্ঞানকারক বলিয়াই হৃদয়কে রূপের অধিষ্ঠান বলা হইয়াছে। এখানে হৃদয়-শব্দে বুদ্ধি ও মন উভয়ই অভিপ্রেত; অতএব স্থির হইল যে, হৃদয়েতেই রূপ প্রতিষ্ঠিত, আর এই জন্যই সংস্কাররূপে পরিণত রূপের হৃদয় দ্বারাই স্মরণ হয়। এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া শাকল্য বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা যথার্থই ॥ ২০ ॥

কিংদেবতোঽস্যাং দক্ষিণায়াং দিশ্যসীতি যমদেবত ইতি স যমঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি যজ্ঞ ইতি কস্মিন্ যজ্ঞঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি দক্ষিণায়ামিতি কস্মিন্ দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিতেতি শ্রদ্ধায়ামিতি যদা হ্যেব শ্রদ্ধত্তেঽথ দক্ষিণাং দদাতি শ্রদ্ধায়াꣳ হ্যেব দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিতেতি কস্মিন্ শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতেতি হৃদয় ইতি হোবাচ হৃদয়েন হি শ্রদ্ধাং জানাতি হৃদয়ে হ্যেব শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২১ ॥

শাকল্য পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য! এই দক্ষিণ দিকে তুমি কোন্ দেবতাকে আশ্রয় করিয়া আছ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—যম অর্থাৎ আমি দক্ষিণদিক্রূপে পরিণত হইলে যম আমাকে ধারণ করিয়া আছে। পুনর্ব্বার শাকল্য প্রশ্ন করিলেন যে, সেই যম-দেবতার অধিষ্ঠান কি? অর্থাৎ দক্ষিণদিক্ যেমন যমদেবতাশ্রিত, সেইরূপ যমদেবতাও কোথায় অধিষ্ঠিত

আছেন বল? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, যম নিজে দিক্‌সহ উৎপত্তির কারণ যজ্ঞে অধিষ্ঠিত। যদি বল, যম যজ্ঞের কার্য্য কিরূপে হইতে পারে?, তাহার উত্তর—যেহেতু, ঋত্বিক্‌গণ যে যজ্ঞ নিষ্পাদন করেন, তাহা যজমান (যজ্ঞকারী ব্যক্তি) দক্ষিণারূপ মূল্য দ্বারা পুরোহিত হইতে ক্রয় করেন এবং সেই ক্রীত যজ্ঞ দ্বারাই দক্ষিণ দিক্ ও তদধিদেবতা যমকে জয় করেন; অতএব যম কার্য্যত্ব সম্বন্ধে পরম্পরায় যজ্ঞে অধিষ্ঠিত ও যমাধিষ্ঠিত দক্ষিণ দিক্‌ও যজ্ঞে আশ্রিত, ইহা নির্ণীত হইল। শাকল্য পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি যে যজ্ঞের কথা বলিয়াছ, সেই যজ্ঞ কোন্ স্থানে প্রতিষ্ঠিত? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, যজ্ঞ দক্ষিণায় প্রতিষ্ঠিত; যেহেতু, যজমান দক্ষিণা দিয়া ঋত্বিক্‌কৃত, যজ্ঞ ক্রয় করে। যজ্ঞ দক্ষিণারই কার্য্যস্বরূপ। পুনশ্চ শাকল্য বলিলেন, এই দক্ষিণার প্রতিষ্ঠা (অবস্থান) কোথায়? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, শ্রদ্ধাতে। শ্রদ্ধা অর্থ—দানেচ্ছা, ভক্তিসহকৃত আস্তিক্যবুদ্ধি বা বিশ্বাস। যদি বল, এই শ্রদ্ধায় দক্ষিণার প্রতিষ্ঠা কিরূপে সম্ভব? ইহার উত্তর—দেখা যায়, যখনই যজমান শ্রদ্ধাবান্—দানেচ্ছু হন, তখনই দক্ষিণা প্রদান করিয়া থাকেন, নতুবা অশ্রদ্ধালু হইলে কখনও দক্ষিণা দান করেন না, তবেই বলিতে হইবে, শ্রদ্ধাতেই দক্ষিণার প্রতিষ্ঠা। শাকল্য পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বেশ, শ্রদ্ধা কোথায় অবস্থিতি করে? উত্তর—হৃদয়ে। কেন না, হৃদয়ের বৃত্তি বা অবস্থাবিশেষের নাম শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা একমাত্র মনোদ্বারাই প্রতীত হয়; এবং ইহাও যুক্তিসঙ্গত—যে যাহাতে থাকে, তাহাতেই তাহার প্রতিষ্ঠা, বৃত্তির অধিকরণে বৃত্তির প্রতিষ্ঠা, সুতরাং হৃদয়ে শ্রদ্ধার প্রতিষ্ঠা। এই কথা শ্রবণ করিয়া শাকল্য বলিলেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য! তাহাই সত্য ॥ ২১ ॥

কিংদেবতোঽস্যাং প্রতীচ্যাং দিশ্যসীতি বরুণদেবত ইতি স বরুণঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইত্যপ্স্বিতি কস্মিন্নাপঃ প্রতিষ্ঠিতা ইতি রেতসীতি কস্মিন্নু রেতঃ প্রতিষ্ঠিতমিতি হৃদয় ইতি তস্মাদপি প্রতিরূপং জাতমাহু র্হৃদয়াদিব সৃপ্তো হৃদয়াদিব নির্ম্মিত ইতি হৃদয়ে হ্যেব রেতঃ প্রতিষ্ঠিতং ভবতী-ত্যেবমেবৈতাদযজ্ঞবল্ক্য ॥ ২২ ॥

পুনর্ব্বার শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি এই পশ্চিম দিকে কোন্ দেবতারূপে অধিষ্ঠান করিতেছ অর্থাৎ পশ্চিমদিকের দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, সেই দিকে আমার অধিদেবতা বরুণ। পুনশ্চ শাকল্য বলিলেন যে, সেই বরুণ কোথায় প্রতিষ্ঠিত? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, জলে। কারণ, বরুণদেব জল হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন, কিম্বা এ স্থলে শ্রুতিস্থ 'অপ' শব্দের অর্থ শ্রদ্ধা, তাহা হইতেই বরুণের অভিব্যক্তি। এ জন্য অপর শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, "শ্রদ্ধাতো "বরুণমসৃজত" অর্থাৎ ঈশ্বর সেই শ্রদ্ধারূপী জল হইতে বরুণের সৃষ্টি করিয়াছেন। পুনর্ব্বার শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন যে, জলের অবস্থিতি কোথায়? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, বীর্য্যে। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন যে, "রেতসা হ্যাপঃ সৃষ্টাঃ" অর্থাৎ রেতঃ (বীর্য্য) দ্বারা জল সৃষ্ট হইয়াছে। প্রশ্ন—রেতঃ কোথায় প্রতিষ্ঠিত? উত্তর—হৃদয়ে। কেন না, শুক্র হৃদয়ের কার্য্য—যেহেতু, কাম নামে হৃদয়ের একটি বৃত্তি আছে, যাহাতে হৃদয় হইতে কামুকের রেতঃ স্খলিত হয়। আর এই কারণেই ঠিক পিতার অনুরূপ পুত্র দেখিলে লোক-সকল বলিয়া থাকে যে, এই পুত্রটি যেন উহার পিতার হৃদয় হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে; যেমন স্বর্ণ দ্বারা কুণ্ডল নির্ম্মিত হয়, ঐরূপ এই পুত্রটি পিতার হৃদয়ের দ্বারা যেন নির্ম্মিত হইয়াছে।

অতএব হৃদয়ই রেতঃস্থান, অর্থাৎ হৃদয়েই রেতঃ প্রতিষ্ঠিত থাকে। শাকল্য বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা এইরূপই ॥ ২২ ॥

কিংদেবতোঽস্যামুদীচ্যাং দিশ্যসীতি সোমদেবত ইতি স সোমঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি দীক্ষায়ামিতি কস্মিন্নু দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতেতি সত্য ইতি তস্মাদপি দীক্ষিতমাহুঃ সত্যং বদেতি সত্যে হ্যেব দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতেতি কস্মিন্নু সত্যং প্রতিষ্ঠিত-মিতি হৃদয় ইতি হোবাচ হৃদয়েন হি সত্যং জানাতি হৃদয়ে হ্যেব সত্যং প্রতিষ্ঠিতং ভবতীত্যেবমেবৈতদ্-যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২৩ ॥

শাকল্য পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য! এই উত্তরদিকে তুমি কোন্ দেবরূপে অধিষ্ঠান করিতেছ? অর্থাৎ উত্তরদিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—আমি সোমদেবতার আশ্রয়ে আছি। এখানে সোমদেবতা ও সোমলতা এই উভয়কে এক 'সোম' শব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সুতরাং এখানে সোমশব্দে সেই উভয় অর্থই বুঝিতে হইবে। প্রশ্ন—সেই সোম কোথায় প্রতিষ্ঠিত? উত্তর—দীক্ষায়; কারণ, যজ্ঞে ব্রতী ব্যক্তি দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক সোমলতা ক্রয় করে; এবং সেই ক্রীত সোম দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া জ্ঞান লাভ করত সোমদেবতাধিষ্ঠিত উত্তরদিকে গমন করে; অতএব দীক্ষাই সোমের আশ্রয়। পুনর্ব্বার শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সোমের আশ্রয়ীভূত দীক্ষা কোথায় প্রতিষ্ঠিত? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, দীক্ষা সত্যে প্রতিষ্ঠিত; যেহেতু, দীক্ষা সত্যের উপর নির্ভর করিয়া অবস্থিত ও এ জন্য দীক্ষিত ব্যক্তিকে লোকে উপদেশ দিয়া থাকে যে, সত্য কথা বলিবে। উদ্দেশ্য এই,—কারণ-নাশে যে কার্য্যের নাশ, ইহা অব্যভিচরিত কথা, অতএব যে দীক্ষার স্থিতির কারণ সত্য, সেই সত্য নষ্ট হইলে তৎকার্য্য দীক্ষাও বিনষ্ট হইতে পারে; সেই জন্যই দীক্ষিত ব্যক্তির প্রতি সত্য বলিবার নিমিত্ত উপদেশ হইয়া থাকে। পুনর্ব্বার শাকল্য "সেই সত্য কোথায় প্রতিষ্ঠিত" এই প্রশ্ন করিলে পর যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, সেই সত্য হৃদয়েতে প্রতিষ্ঠিত আছে; কারণ, যাহা কিছু সত্য, তাহা হৃদয় দ্বারাই অবগত হওয়া যায়; অতএব বুঝিতে হইবে যে, যজ্ঞাধিষ্ঠান সত্যের অধিষ্ঠান বা আধার হৃদয়ক্ষেত্র। শাকল্য বলিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য! হ্যাঁ, ইহা এইরূপই বটে! ॥ ২৩ ॥

কিংদেবতোঽস্যাং ধ্রুবায়াং দিশ্যসীত্যগ্নিদেবত ইতি সোঽগ্নিঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি বাচীতি কস্মিন্নু বাক্ প্রতিষ্ঠিতেতি হৃদয় ইতি কস্মিন্নু হৃদয়ং প্রতিষ্ঠিতমিতি ॥ ২৪ ॥

শাকল্য কহিলেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য! এই ধ্রুবাধিষ্ঠিত দিকে তুমি কোন্ দেবতারূপে অধিষ্ঠান করিতেছ? এখানে ধ্রুব অর্থে ঊর্দ্ধদিক; কারণ, সুমেরুপর্ব্বতের চতুষ্পার্শ্বে যে কেহ বাস করুক, সকলের পক্ষেই ঊর্দ্ধদিক্ অব্যভিচরিতভাবে ধ্রুবা অর্থাৎ যেমন প্রাণিবর্গের পক্ষে পূর্ব্বাদি দিক্‌সকল অনিয়ত, ঊর্দ্ধদিক্ এরূপ নহে: যেহেতু, আমরা যাহাকে পূর্ব্বদিক্ বলিয়া ব্যবহার করি, আমাদের পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী লোকের পক্ষে তাহাই পশ্চিমদিক্ হইবে এবং আমরা যাহাকে উত্তরদিক্ বলি, আমাদের উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী প্রাণিগণ তাহাকেই দক্ষিণদিক্ বলিয়া

ব্যবহার করে, কিন্তু সুমেরুপার্শ্ববর্ত্তী প্রাণিগণের পক্ষে ধ্রুবলোক ঊর্দ্ধদিক্ ভিন্ন কথনই অধোদিক্ হয় না, এই কারণে ঊর্দ্ধদিক্‌কে ধ্রুবা অর্থাৎ সত্য নাম দেওয়া হইয়াছে। শাকল্যের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন যে, আমি অগ্নি দেবতাধিষ্ঠিত হইয়া ধ্রুবা দিগ্‌রূপে বর্ত্তমান; যেহেতু, ঊর্দ্ধদিকে প্রচুরতর প্রকাশ আছে এবং অগ্নি প্রকাশময়, এ জন্য অগ্নিকে ঊর্দ্ধ(ধ্রুব) দিকের অধিদেবতা বলা যায়।

পুনশ্চ শাকল্য প্রশ্ন করিলেন, সেই অগ্নি কোথায় প্রতিষ্ঠিত? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, এই অগ্নিদেবতা বাক্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

প্রশ্ন—সেই বাক্য কোথায় প্রতিষ্ঠিত? উত্তর—হৃদয়ে। ইহার তাৎপর্য্য এই, শাকল্য বুঝিয়াছেন—যাজ্ঞবল্ক্য মুনি সর্ব্বদিকে নিজ হৃদয় প্রসার করিয়া তাহা দ্বারা সমস্তদিকেতেই আত্মভাব লাভ করিয়াছেন; সুতরাং সেই সকল অধিষ্ঠান ও দিগ্‌দেবতা সহ দিক্‌সমূহ নাম, রূপ ও কর্ম্মে আত্মাভিমানে তন্ময়তা-প্রাপ্ত যাজ্ঞবল্ক্যের আত্মস্বরূপ; তন্মধ্যে যাহা বস্তুর রূপ, তাহা পূর্ব্বদিকের সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের হৃদয় এবং যাহা কেবল কর্ম্ম বা পুত্রোৎপাদনাত্মক কর্ম্ম—কিম্বা জ্ঞানসহকৃত কর্ম্ম, ইহাই কর্ম্মফল ও অধিদেবতার সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরদিক্, ইহারা কর্ম্মফলরূপে পরিণত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে। জগতের যাবতীয় নামই ধ্রুবদিকের সহিত সমবেত হইয়া বাক্যের সাহায্যে যাজ্ঞবল্ক্যের হৃদয় আশ্রয় করিয়া আছে। অধিক কি, এই সমস্ত বিশ্ব—যাহা নাম, যাহা রূপ বা কর্ম্ম, এই সমস্তই হৃদয়—এ জন্য সর্ব্বময় হৃদয়ের কথা জিজ্ঞাসিত হইল। শাকল্য বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য! এই হৃদয় কোথায় অবস্থিত? ॥ ২৪ ॥

অহল্লিকেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যত্রৈতদন্যত্রাস্মন্মন্যাসৈ যদ্ধ্যেতদন্যত্রাস্মৎ স্যাচ্ছ্বানো বৈ তদহ্যুর্ব্বয়াংসি বৈনদ্বিমথ্নীরন্নিতি ॥ ২৫ ॥

অহল্লিক এইটি শাকল্যেরই নামান্তরে সম্বোধন। যাজ্ঞবল্ক্য তাহার উত্তরে কহিলেন, হে অহল্লিক! যে সময়ে এই শরীরের হৃদয়—আত্মা আমাদের দেহ হইতে কোন অন্য স্থানে চলিয়া যায় বলিয়া মনে কর, অর্থাৎ যদি আমাদের দেহ হইতে হৃদয়—আত্মা অন্যত্র যায়, তাহা হইলে এই শরীরকে কুকুরে ভক্ষণ করে;

কিম্বা পক্ষিসকল স্ব স্ব চঞ্চু দ্বারা বিমথিত (ছিন্নভিন্ন) করিতে থাকে। এই জন্য বলি, আমাতে অর্থাৎ এই দেহেই হৃদয় প্রতিষ্ঠিত। যেমন হৃদয় দেহেতে প্রতিষ্ঠিত, আবার জীবশরীরও সেইরূপ নাম, রূপ ও কর্ম্মময়, এ জন্য হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত বলিতে হইবে ॥ ২৫ ॥

কস্মিন্নু ত্বঞ্চাত্মা চ প্রতিষ্ঠিতৌ স্থ ইতি প্রাণ ইতি কস্মিন্নু প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যপান ইতি কস্মিন্নপানঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি ব্যান ইতি কস্মিন্নু ব্যানঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যুদান ইতি কস্মিন্নুদানঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি সমান ইতি স এষ নেতি নেত্যাত্মা-ঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্য্যো ন হি শীর্য্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্জ্যতে-ঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যত্যেতান্যষ্টাবায়তনান্যষ্টৌ লোকা অষ্টৌ দেবা অষ্টৌ পুরুষাঃ স যস্তান্ পুরুষান্নিরুহ্য প্রত্যুহ্যাত্যক্রামৎ তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি তঞ্চেন্মে ন বিবক্ষ্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি তং হ ন মেনে শাকল্য-স্তস্য হ মূর্দ্ধা বিপপাতাপি হাস্য পরিমোষিণোঽস্থীন্যপজহ্রু-রন্যন্মন্যমানাঃ ॥ ২৬ ॥

শাকল্য বলিলেন, কার্য্যকরণরূপী হৃদয় ও দেহের পরস্পর অবস্থিতি নির্দ্দেশ করিলে; এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, এই তুমি অর্থাৎ এই ভৌতিক শরীর এবং তোমার আত্মা (হৃদয়) এই উভয় কোথায় প্রতিষ্ঠিত বল? উত্তর—প্রাণে অর্থাৎ দেহ ও আত্মা এই উভয়ই প্রাণবৃত্তিতে (নিশ্বাসপ্রশ্বাসাদি প্রাণের ক্রিয়াতে) অবস্থিত। কেন না, প্রাণের ক্রিয়া-লোপ হইলেই এই উভয়ও বিলুপ্ত হয়। শাকল্য পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই প্রাণবৃত্তি কোথায় প্রতিষ্ঠিত? উত্তর—অপানে; কারণ, অপানবৃত্তি যদি স্বীয় ক্রিয়া দ্বারা প্রাণকে ধরিয়া না রাখিত, তাহা হইলে প্রাণবৃত্তি তৎক্ষণাৎই অপগত হইয়া যাইত। প্রশ্ন—এই অপানবৃত্তি কোথায় প্রতিষ্ঠিত? উত্তর—ব্যানে, অর্থাৎ ব্যানের বৃত্তিতে। কারণ, ব্যান বায়ু যদি শরীরমধ্যস্থ হইয়া প্রাণ ও অপানকে সংযত না করে, তাহা হইলে অপান বায়ু অধোগামী হইয়া বিনষ্ট হয় ও তাহার পূর্ব্বেই প্রাণ উৎক্রান্ত হয়।

প্রশ্ন—ব্যান কোথায় প্রতিষ্ঠিত? উত্তর—উদানে। কারণ, উদানবৃত্তিচয় এক একটি কীলের মত, ইহাতেই উক্ত প্রাণাদি বৃত্তিত্রয় নিবদ্ধ থাকে; তাহা না হইলে উহারা ছড়াইয়া পড়িত। এ জন্য উদানবৃত্তিই উহাদের আশ্রয়। প্রশ্ন—এই উদান কোথায় প্রতিষ্ঠিত? উত্তর—সমানে। কারণ, সমান দ্বারা সমীকৃত না হইলে কোন বায়ুই স্থিতিলাভ করিতে পারে না। এই সমস্ত কথার তাৎপর্য্য এই—স্থূলশরীর, হৃদয় এবং প্রাণাদি বায়ুসকল, কেবল বিজ্ঞানময় (জীবের) ভোগসাধনার্থই সঙ্ঘভাবে পরস্পর নিয়ন্ত্রিত হইয়া শরীরে অবস্থিতি করিতেছে। আবার এই সমস্তই যাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত, অধিক কি, আকাশ পর্য্যন্ত সমস্তই যাঁহাতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থান করিতেছে, সেই সর্ব্বাধার সাক্ষাৎ অনুভববেদ্য নিরুপাধি ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে তাঁহার স্বরূপ নির্দ্দেশের নিমিত্তই পরবর্ত্তী শ্রুতি আরব্ধ হইতেছে। অতীত মধুকাণ্ডে "নেতি নেতি" দ্বারা দ্বৈতমাত্রের ব্রহ্মরূপতা নিরাস করিয়া পরিশেষে যাঁহাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এখানে তাঁহাকেই "স এষঃ" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সেই এই প্রসিদ্ধ আত্মা, গ্রহণ করিবার যোগ্য নহে; যেহেতু, আত্মার কোনরূপ জন্য পদার্থের ধর্ম্ম (যাহা দ্বারা গ্রহণ করা যায়) নাই; যাহাতে তাঁহাকে গ্রহণ করা যাইবে। বিশেষতঃ যে যে বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সে সমস্ত বস্তুই যে কোন প্রকারে গ্রহণ করিতে পারা যায়, কিন্তু এই আত্মা সেই সকল প্রত্যক্ষ-কারণ গুণবর্জ্জিত; এজন্য অন্যান্য বস্তুর ন্যায় আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষগোচর হয় না। আত্মা যেমন অদৃশ্য, সেইরূপ অশীর্য্য, কারণ, যে সকল বস্তু সাবয়ব এবং পরস্পর সঙ্ঘবদ্ধভাবে অবস্থিত, (যেমন শরীরাদি), তৎসমুদয়ই শীর্ণ হয়; কিন্তু এই আত্মা নিরবয়ব ও অসংহত, এ জন্য কখনও শীর্ণ হয় না। এই আত্মা অসঙ্গ, যেহেতু অমূর্ত্ত; দেখা যায়, যাহার মূর্ত্তি আছে, তাহাই অন্য বস্তুতে সংসক্ত হইতে পারে, সুতরাং মূর্ত্তিবিহীন আত্মা কোন কালেই কোন বস্তুতে সংক্রান্ত হইতে পারে না। সেইরূপ এই আত্মা অসিত অর্থাৎ অবদ্ধ; কারণ, মূর্ত্ত বস্তু-সকলই কোন না কোন স্থানে বদ্ধ হয়, কিন্তু অমূর্ত্ত আত্মা কখনই বদ্ধ হইতে পারে না; অতএব কখন ব্যথিতও হয় না। ব্যথার অভাবেই আত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। এখানে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, যাজ্ঞবল্ক্য শাকল্যের প্রশ্নোত্তরে প্রবৃত্ত হইয়া শাকল্যের অজিজ্ঞাসিত আত্ম-স্বরূপ নির্দ্দেশ করিলেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, যাজ্ঞবল্ক্য শাকল্যের অপরাপর প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া এতই

বিহ্বল হইয়াছিলেন যে, প্রশ্নের পৌর্ব্বাপর্য্য প্রভৃতি কিছুই স্থির করিয়া বলিতে পারেন নাই এবং জিজ্ঞাসিত বা অজিজ্ঞাসিত বিবেচনাও করেন নাই, এ জন্যই এ স্থলে যাজ্ঞবল্ক্য নিজেই শাকল্যোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে আত্মতত্ত্ব উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর পুনশ্চ আখ্যায়িকাচ্ছলেই সমস্ত কথা বর্ণিত হইতেছে।—ইতঃপূর্ব্বে যে পৃথিবী প্রভৃতি অষ্টপ্রকার আয়তন (আশ্রয়), অগ্ন্যাদি অষ্টপ্রকার লোক, অমৃতাদি অষ্টবিধ অধিদেবতা এবং শারীরাদি অষ্ট প্রকার পুরুষ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যে ব্যক্তি ইঁহাদিগের স্বরূপ—বাহ্য ও আন্তরভাব অবগত হইতে পারে এবং অবগত হইয়া আত্মায় আরোপিত উপাধি-সমুদয় অতিক্রম করিয়া যে উপনিষৎশাস্ত্রমাত্রগম্য শিলায়াদি-ঔপাধিক-ধর্ম্ম-বিহীন পুরুষ, হে শাকল্য! তুমি বড় বিদ্যাভিমানী, অতএব আমি তোমাকে সেই একমাত্র উপনিষৎশাস্ত্রগম্য পুরুষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। তুমি যদি তোমার বিদ্যাবলে সেই উপনিষদ্মাত্রবোধ্য পুরুষকে বেশ স্পষ্টভাবে বলিতে না পার, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে যে, (আমার শাপে) তোমার মস্তক পতিত হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে শাকল্য সেই ঔপনিষদ পুরুষ (ব্রহ্ম) কে, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, কেবল অবিবেকীর ন্যায় বিমূঢ়ভাবে রহিলেন। তখন শাকল্যের শিরঃ কণ্ঠ হইতে ভূমিতে নিপতিত হইল। এইখানে আখ্যায়িকা সমাপ্ত হইল। অতঃপর শ্রুতির উক্তি। এইরূপে শাকল্যের শিরঃপাত হইলে পর যখন শাকল্যের শিষ্যগণ সংস্কারার্থ শাকল্যের অস্থিসমূহ গৃহাভিমুখে লইয়া যাইতেছিল, তখন পথিমধ্যে তস্করগণ সেই শিষ্য কর্ত্তৃক নীয়মান শাকল্যের অস্থিসমুদয় রত্নাদি মনে করিয়া অপহরণ করিয়া স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। এই ঘটনা পূর্ব্বেই ঘটিয়াছে, এই অষ্টাধ্যায়ীতে সূচিত হইল, ঘটনাটি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত শাকল্যের সমান বায়ুর বৃত্তান্ত-কথন পর্য্যন্ত হইয়াছিল। পরে যাজ্ঞবল্ক্য শাপ প্রদান করেন যে, তুমি নগরে অর্থাৎ তীর্থ ভিন্ন স্থানে মৃত হইবে, তোমার অস্থি পর্য্যন্ত গৃহে নীত হইবে না। শাকল্যের সেই ভাবেই মৃত্যু হইয়াছিল। শিষ্যগণ কর্ত্তৃক গৃহাভিমুখে নীয়মান অস্থিসকল ধনরত্ন মনে করিয়া চৌরগণ হরণ করে। এই সকল বৃত্তান্তে এইমাত্র অবগত হওয়া যায় যে, সজ্জনের অবমাননা করিতে নাই, এবং আপনার বিদ্যা-বুদ্ধি অপেক্ষা অধিক গৌরব দেখাইতে নাই; এই আখ্যায়িকা সেই শিষ্টাচার দেখাইবার জন্য পূর্ব্বে সূচিত হইয়াছে, পরন্তু এই গ্রন্থে ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসার জন্য প্রদর্শিত হইল॥ ২৬॥

অথ হোবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তো যো বঃ কাময়তে স মা পৃচ্ছতু সর্ব্বে বা মা পৃচ্ছত যো বঃ কাময়তে তং বা পৃচ্ছামি সর্ব্বান্ বা বঃ পৃচ্ছামীতি তে হ ব্রাহ্মণা ন দধৃষুঃ ॥ ২৭ ॥

ইতঃপূর্ব্বে "নেতি নেতি" শ্রুতি দ্বারা অন্য দ্বৈত পদার্থের ব্রহ্মত্ব প্রতিবাদ করিয়া যাঁহাকে ব্রহ্মরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাঁহাকে বিধি দ্বারা তাহার নির্দ্দেশ করা কিরূপে সঙ্গত হইল? এ জন্য পুনশ্চ অন্য আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়া তাহার মীমাংসা করিতেছেন ও যাহা জগতের মূল কারণ, তাহাও নির্দ্দেশ করিতেছেন। ব্রহ্মজ্ঞান-হীন ব্রাহ্মণগণকে পরাস্ত করিয়া ব্রহ্মবিদ্ যাজ্ঞবল্ক্যের যে গো-গ্রহণ করা উচিত হইয়াছে, এই ন্যায়প্রদর্শন করাও আখ্যায়িকা বর্ণনের একটি সম্বন্ধ বা উদ্দেশ্য।

অনন্তর সভায় উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ নির্ব্বাক্ হইলে যাজ্ঞবল্ক্য সভাস্থ ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, হে পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ! আপনাদের মধ্যে যদি কেহ ইচ্ছা করেন যে, যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিব, (ভাল) তিনি আমার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করুন; অথবা সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আমাকে প্রশ্ন করুন; অথবা আপনাদের মধ্যে যদি কেহ ইচ্ছা করেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য আমাকে জিজ্ঞাসা করুক, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। অথবা আপনাদের সকলকেই প্রশ্ন করিতেছি। (আপনারা আমার প্রশ্নের উত্তর করুন।) যাজ্ঞবল্ক্যের এইরূপ দম্ভোক্তি শুনিয়াও ব্রাহ্মণগণ কোন প্রত্যুত্তর করিতে সাহসী বা অগ্রসর হইলেন না। সকলেই নির্ব্বাক্ রহিলেন ॥ ২৭ ॥

তান্ হৈতৈঃ শ্লোকৈঃ পপ্রচ্ছ। যথা বৃক্ষো বনস্পতিস্তথৈব পুরুষোঽমৃষা। তস্য লোমানি পর্ণানি ত্বগস্যোৎপাটিকা বহিঃ। ত্বচ এবাস্য রুধিরং প্রস্যন্দি ত্বচ উৎপটঃ। তস্মাত্তদা তৃণ্ণাৎ প্রৈতি রসো বৃক্ষাদিবাহতাৎ॥ মাংসান্যস্য শকরাণি কিনাটং স্নাব-তৎস্থিরম্। অস্থীন্যন্তরতো দারূণি মজ্জা মজ্জোপমা কৃতা। যদ্বৃক্ষো বৃক্‌ণো রোহতি মূলান্নবতরঃ পুনঃ। মর্ত্ত্যঃ স্বিন্মৃত্যুনা বৃক্‌ণঃ কস্মান্মূলাৎ প্ররোহতি ॥ রেতস ইতি

মা বোচত জীবতস্তৎ প্রজায়তে। ধানারুহ ইব বৈ বৃক্ষোঽঞ্জসা প্রেত্যসম্ভবঃ ॥ যৎসমূলমাবৃহেয়ুর্ব্বৃক্ষং ন পুনরাভবেৎ। মর্ত্ত্যঃ স্বিন্মৃত্যুনা বৃক্ণঃ কস্মান্মূলাৎ প্ররোহতি ॥ জাত এব ন জায়তে কোঽন্বেনং জনয়েৎ পুনঃ। বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতির্দ্দাতুঃ পরায়ণম্ ॥ তিষ্ঠমানস্য তদ্বিদ ইতি ॥ ২৮ ॥

ইতি তৃতীয়াঽধ্যায়স্য নবমব্রাহ্মণম্।

সভাস্থ ব্রাহ্মণগণ নির্ব্বাক্ হইলে যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রকারে সকলের নিকট প্রশ্ন করিলেন যে, এই জগতে পুরুষ এবং বনস্পতি—বৃক্ষ, এই উভয়ই একরূপ, ইহা খুব সত্য কথা। কেন না, পুরুষের লোম বনস্পতিরও পত্রস্থানীয়; পুরুষের ত্বক্ ও বৃক্ষের বাহ্য বল্কল সমান। জীবের ত্বক্ হইতে রুধির নিঃসৃত হয়, বৃক্ষেরও ত্বক্ হইতে উৎপট (ছালের উপরিতনাংশ) স্ফুটিত হয়। এইরূপে বৃক্ষ ও পুরুষের সমস্ত ধর্ম্মই সমান। পুরুষেরও মাংস আছে, বৃক্ষেরও মাংসস্থানীয় শকল আছে; পুরুষেরও স্নায়ু (শিরা) আছে, বৃক্ষেরও কিনাট (শকলের আরও অভ্যন্তরে এক প্রকার কাষ্ঠসংলগ্ন বল্কল) আছে। পুরুষের স্নায়ুর অভ্যন্তরস্থ অস্থির মত বৃক্ষের কিনাটের নিম্নস্থ দারু (কাষ্ঠ) আছে। বৃক্ষের মজ্জাই পুরুষের মজ্জার উপমান। এইরূপে বৃক্ষের ও মনুষ্যের সর্ব্বাংশে সাদৃশ্য আছে—কিন্তু এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি পুরুষ ও বনস্পতি সমানই হইল, তবে বনস্পতির আমূলত ছেদের পর পুনঃ প্ররোহের মত মৃত্যুগ্রস্ত মনুষ্যের পুনর্জ্জীবন হয় না কেন? অথচ বিচার করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, পুরুষেরও কোন প্রকার প্ররোহ অবশ্যই পরোক্ষভাবে জন্মে, তাহা আমাদিগের প্রত্যক্ষ হয় না; অতএব তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, মনুষ্য মৃত্যু কর্ত্তৃক ছিন্ন বৃক্ষের মত আক্রান্ত হইয়া কোথা হইতে প্রাদুর্ভূত হয়? অর্থাৎ মৃত পুরুষের উৎপত্তি কোথা হইতে? যদি বল যে, শুক্র হইতে পুরুষ প্ররূঢ় হয়, তাহাও বলিতে পার না; কেন না, জীবিত পুরুষেরই সেই উৎপাদক শুক্র জন্মে, কিন্তু মৃতপুরুষ হইতে কদাচিৎ জন্মে না। আরও এক কথা, কেবল কাণ্ড (বৃক্ষস্কন্ধ) হইতেই বৃক্ষের উৎপত্তি হয় না। ধান্যাদি বীজ হইতেও অনেক বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(এ স্থানে শ্রুতিস্থ 'ইব' শব্দের কোন অর্থ নাই)। তাহা হইলেই দেখা যায় যে, বৃক্ষ ছেদনের পরে সাক্ষাৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে মৃত হইয়াও পুনশ্চ বীজ হইতে প্রাদুর্ভূত হয়। কিন্তু যদি বৃক্ষের বীজের সহিত আমূলত উৎপাটন করা যায়, তাহা হইলে আর পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভূত হয় না। অতএব তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, সমগ্র জগতের মূল কি? অর্থাৎ মর্ত্ত্যগণ (মরণস্বভাব) মৃত্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কোথা হইতে প্ররূঢ় হয়? তাহার উত্তরে যদি বল' যে, পুরুষ নিয়তই জাত আছে, তাহার আর উৎপত্তি নাই; সুতরাং তদ্বিষয়ে আর প্রশ্নই বা কি? কেন না, যে বস্তু জন্মে নাই—কিন্তু জন্মিবে, তাহার প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধেই প্রশ্ন করা যাইতে পারে, অন্যের সম্বন্ধে নহে। উত্তর—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, পুরুষ মৃত্যুর পরও জন্মলাভ করে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহা না হইলে কৃত কার্য্যের বৈফল্য ও অকৃত কর্ম্মের ফলোদয় নামক দুইটি দোষ উপস্থিত হইতে পারে। অর্থাৎ পুরুষ এ জীবনে এরূপ অনেক সৎ ও অসৎ কর্ম্ম করে, যে সকল কর্ম্মের ফল ইহলোকে ভোগ হয় না বা হইতে পারে না, পরলোকে হয়; কিন্তু পুরুষের মৃত্যুর পর জন্মান্তর না মানিলে সেই সকল স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ জন্মিতে পারিল না, পরন্তু পুরুষের জন্মমাত্রেই অকারণে সুখদুঃখাদি ভোগ করিতে হইল; ইহা একটি যুক্তিশাস্ত্রে মহান্ দোষ। এই হেতুই তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, কে মৃতব্যক্তিকে পুনরুৎপন্ন করে। এই প্রশ্নের পর সেই সমস্ত সভাস্থ ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসিত জগতের মূলকারণ—যাহা হইতে জীব প্ররূঢ় হয়, তাহা জানিতে পারিলেন না; অতএব উপস্থিত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর পরাজয়ে যাজ্ঞবল্ক্যই অতিশয় ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া প্রমাণিত হইলেন; সুতরাং বিচারে তিনি জয়ী হইলেন এবং অপরাপর সকলেই পরাস্ত হইল, অধিকন্তু ব্রহ্মজ্ঞের মধ্যে প্রধান বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্যই সেই সমস্ত গোধন গ্রহণ করিলেন। এইরূপে এইখানেই আখ্যায়িকা সমাপ্ত হইল। সম্প্রতি যাহা জগতের মূল কারণ, যে শব্দ দ্বারা সেই জগৎকারণ ব্রহ্ম সাক্ষাৎভাবে নির্দ্দিষ্ট হয় এবং যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মণগণকে যে বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছিলেন, শ্রুতি নিজমুখেই সেই সমস্ত প্রশ্নের তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতেছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, সেই কারণ—বিজ্ঞান; অর্থাৎ বিশিষ্ট জ্ঞানস্বরূপ; সেই জ্ঞানই আবার আনন্দস্বরূপ, ঐ আনন্দ অজ্ঞোক্ত বিষয়জ্ঞানের ন্যায় দুঃখে জড়িত নহে; কেবল বিশুদ্ধস্বভাব, অনুপম, অনায়াসলভ্য অর্থাৎ নিত্য তৃপ্তিময় একভাবাপন্ন। তিনি কে? উত্তর—জ্ঞান

ও আনন্দময় ব্রহ্ম, যিনি ধনাদিদাতার কর্ম্মফলের প্রদাতা, এজন্য পরমগতি অর্থাৎ যজমানগণ যে ধনাদি দান করেন, তিনি সেই কর্ম্মফলের যোজনা করেন, অতএব কর্ত্তার তিনি একমাত্র আশ্রয়। শুধু তাহাই নহে, সর্ব্বপ্রকার কামনা হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া, কর্ম্মসন্ন্যাস করিয়া যে পুরুষ যাঁহাকে জানিবার পর নিষ্কর্ম্মভাবে তাঁহাতেই অবস্থান করেন, তিনি তাঁহারও একমাত্র আশ্রয়॥ ২৮॥

এখানে এই উক্তির উপর এইরূপ বিচার করা যাইতেছে যে, শ্রুতিতে যে 'আনন্দ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা সুখ অর্থেই প্রসিদ্ধ। অথচ শ্রুতিতে ব্রহ্মের বিশেষণভাবে আনন্দ শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে এবং অন্য শ্রুতিতেও "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" অর্থাৎ আনন্দকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিল। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মের আনন্দরূপ জানিয়াছেন। 'যদেষ আনন্দঃ' অর্থাৎ যেহেতু এই আত্মাই আনন্দরূপী, 'যো বৈ ভূমা তৎসুখম্' যিনি পরম মহৎ, তিনি সুখস্বরূপ, 'এষোঽস্য পরমানন্দঃ' এই আত্মাই ইহার (জীবের) পরমানন্দময়। ইত্যাদি নানাস্থানে 'আনন্দ' শব্দ ব্রহ্মের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু অনুভবসিদ্ধ বৈষয়িক সুখে যখন আনন্দ শব্দ প্রসিদ্ধ, তখন বৈষয়িক আনন্দের মত যদি ব্রহ্মানন্দও অনুভূতির বিষয় হয়, তাহা হইলেই ব্রহ্মের বিশেষণরূপে আনন্দ শব্দের প্রয়োগ যুক্তিসঙ্গত হয়; নচেৎ কোনরূপেই সঙ্গত হইতে পারে না। যদি বল যে, স্বতঃপ্রমাণ শ্রুতিই যখন ব্রহ্মকে সংবেদ্য (অনুভূতিগোচর) আনন্দময় বলিয়াছেন, তখন বৈষয়িক আনন্দের ন্যায় ব্রহ্মানন্দও অনুভবার্হ, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে; তজ্জন্য আর বিচারের প্রয়োজন কি? উত্তর—না, এরূপ বলা যায় না; কারণ, উক্ত শ্রুতির মত উহার প্রতিকূল শ্রুতিও দেখিতে পাওয়া যায়। সত্য বটে, ব্রহ্মে আনন্দ শব্দ বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। আবার ব্রহ্মৈকত্বপক্ষে ব্রহ্মানন্দানুভবের নিষেধও শ্রুতি দ্বারা প্রকটিত হইয়াছে। যথা শ্রুতি বলিয়াছেন, "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ"—ইত্যাদি। অর্থাৎ যে সময়ে এই মুমুক্ষুর নিকটে সমস্ত জগৎই আত্ম-স্বরূপে প্রতিভাত হয়, সে সময়ে কে কাহা দ্বারা কি উপায়ে, কাহাকে দেখিবে? কে কাহাকে কাহা দ্বারা জানিবে? যাহাতে অন্য কিছু দর্শন করে না, অন্য কিছু জানে না, তাহাই ব্রহ্ম। জীব প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত মিলিত হইয়া বাহ্য কি আন্তর কিছুই জানিতে পারে না অর্থাৎ তখন আর অদ্বৈতভাব ব্যতীত দ্বৈতের প্রতীতিই হয় না, তবেই অনুভাব্য ও অনুভব উভয়ের ভেদ কোথায়? ইত্যাদি রাশি রাশি শ্রুতি আছে, যাঁহারা ব্রহ্মানন্দের অজ্ঞেয়ত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন;

সুতরাং বিচার ব্যতিরেকে এরূপ বিরুদ্ধ শ্রুতি সকলের মীমাংসা হওয়া অসম্ভব। অতএব বিচারবিরুদ্ধ বাক্যার্থসমূহের বিরোধ-মীমাংসার জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বিশেষতঃ মুক্তিসম্বন্ধেও যখন নানা দর্শনকারের নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়, তখন বিচার যে নিতান্ত আবশ্যক, ইহা বলাই বাহুল্য। মুক্তিসম্বন্ধে সাংখ্যবাদী ও বৈশেষিকগণ বলেন যে, মুক্তিতে অর্থাৎ মোক্ষাবস্থায় এমন কোন সুখই থাকে না, যাহা অনুভবযোগ্য হইতে পারে। মীমাংসকগণ বলেন,—নিরতিশয় সুখই মোক্ষে অনুভূত হয়, তাহা স্ব সংবেদ্য, অপরকে বুঝাইবার জন্য নহে; সুতরাং বিচারের যথেষ্ট অবসর আছে। এরূপ অবস্থায় কি যুক্তিযুক্ত? কোন্ পক্ষ আশ্রয়ণীয়? মনে হয়, মোক্ষে আনন্দ শব্দের উল্লেখহেতু এবং "জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ" অর্থাৎ হাস্য করেন, ক্রীড়া করেন এবং আনন্দ অনুভব করেন, তিনি যদি পিতৃলোকে গমন করিতে ইচ্ছা করেন—তাহাও সম্পন্ন হয়। তিনি সর্ব্ববিৎ হইয়া সমস্ত প্রপঞ্চ প্রত্যক্ষ করেন, "সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে" সমস্ত কাম্য বিষয় ভোগ করেন; ইত্যাদি শ্রুতি হইতে মোক্ষদশায় যে অনুভবযোগ্য সুখ আছে, তাহা অবগত হওয়া যায়। যদি বল যে, মুক্তিদশায় অদ্বৈতভাবলাভ হইলে আর বিজ্ঞান, বিজ্ঞেয় ও বিজ্ঞাতার ভেদ থাকে না, সুতরাং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের পার্থক্যের অভাবে কোনরূপেই সুখজ্ঞান উপপন্ন হয় না। আবার বিজ্ঞান যখন ক্রিয়াবিশেষ, তখন ইহাও কর্ত্তা, করণ প্রভৃতি নানা কারকসাপেক্ষ বলিতেই হইবে; তবেই মোক্ষে অদ্বৈতভাব থাকিতে আনন্দের অনুভবক্রিয়া সম্ভব কোথায়? উত্তর—না, এই দোষ হইতে পারে না; কারণ, স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্যই যখন ব্রহ্মে আনন্দের বিজ্ঞান জানাইতেছেন, তখন সে বিষয় যুক্তিসঙ্গত হউক আর নাই হউক, স্বীকার করিতেই হইবে; আর ইহাও পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, ব্রহ্মানন্দ অনুভবযোগ্য না হইলে যে, "বিজ্ঞানমানন্দং" ইত্যাদি শ্রুতির উপপত্তি হয় না। বাদী বলেন, ভাল, বচন-বলে যদি বিরুদ্ধ অর্থও স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে বচন দ্বারা অগ্নির শৈত্য ও জলের উষ্ণতা প্রতিপন্ন হউক। বাস্তবিক তাহা হয় না; কারণ, বাক্যসকল কেবল সিদ্ধবস্তুর স্বভাব জ্ঞাপন করে মাত্র; তদ্ভিন্ন কখনই এক বস্তুকে অন্য বস্তু করিতে পারে না। প্রত্যক্ষের অগোচর স্থানে অগ্নিকে শীতল বলিলেই, কি অগম্য দেশে জলকে উষ্ণ বলিলেই তাহা তাই হইবে? উত্তর—অন্তরাত্মায় যখন 'আনন্দ' প্রত্যক্ষ হয়, তখন এ কথা বলিতেই পার না। পূর্ব্বোক্ত "বিজ্ঞানমানন্দম্" ইত্যাদি শ্রুতিসকল 'অগ্নিঃ শীতঃ' ইত্যাদি বাক্যের মত প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ অর্থ কখনই প্রকাশ করিতেছে না।

অন্তরাত্মায় সুখ যে অনুভূত হয়, ইহা "অহং সুখী" ইত্যাদি অনুব্যবসায় দ্বারা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ; সুতরাং আত্ম-প্রত্যক্ষপ্রতিপাদক শ্রুতি বিরুদ্ধার্থপ্রকাশক নহে। অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, ব্রহ্ম আনন্দময় ও বিজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নিজেকে নিজেই প্রত্যক্ষ করেন। আর এইরূপ ব্যবস্থা করিলেই আত্মার আনন্দ-প্রতিপাদক পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিসকলও সঙ্গত হয়। এই মতের প্রতিবাদকারী বলেন যে, এ মত কখনও সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, কার্য্যমাত্রই কারণসাপেক্ষ, জ্ঞানের প্রতি ইন্দ্রিয়বৃত্তি অসাধারণ কারণ, এমতাবস্থায় নির্ব্বাণমোক্ষকালে শরীরের নাশ হেতু জ্ঞানজনক ইন্দ্রিয়ের অভাব ঘটিলে অর্থাৎ শরীরাভাব বশতঃ জ্ঞান-জনক ইন্দ্রিয়েরও অভাব সম্পন্ন হইলে জ্ঞানসাধন আত্মানন্দের অনুভব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? শাস্ত্রকারগণ শরীর ও আত্মার আত্যন্তিক সম্বন্ধত্যাগকে নির্ব্বাণ মোক্ষ বলিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে, শরীরের অভাবে ইন্দ্রিয়ের সত্তা আশ্রয়াভাব বশতঃ অসম্ভব। তবে যদি শরীরেন্দ্রিয়াদি অভাবেও অনুভব স্বীকার কর; তাহা হইলে দেহেন্দ্রিয়াদি ধারণের আবশ্যকতা কি? এ কথার একত্ব-সিদ্ধান্তের বিরোধও অনিবার্য্য। কারণ, পরমব্রহ্ম যদি আনন্দস্বরূপ হন, তবে তিনি নিত্য-বিজ্ঞানবলে সর্ব্বদাই আত্মাকে আনন্দময়ভাবে প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু তাহা হয় না। আবার সংসারী আত্মা সংসারবিনির্ম্মুক্ত হইলেই আনন্দস্বভাব প্রাপ্ত হইতে পারে, নচেৎ নহে; সুতরাং সংসারীর পক্ষে আনন্দানুভব অসম্ভব। মুক্ত আত্মা যে আনন্দ অনুভব করে বলিবে, তাহাও যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না, কেন না, জলাশয়ে ক্ষিপ্ত জলাঞ্জলি যেমন জলে মিশিয়া যায়, ঐরূপ মুক্ত আত্মা ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া যাইলে কে আনন্দানুভব করিবে, অর্থাৎ আনন্দানুভবের জন্য সে ত আর পৃথক্ থাকিতে পারে না। তবেই মুক্ত আত্মা আনন্দময়, নিজেকে নিজেই জ্ঞান করে, ইহাতে সাধনাপেক্ষা নাই—ইহা অর্থহীন বাক্য। যদি বল, মুক্তিকালে মুক্ত আত্মা ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন থাকিয়া বা অন্তরাত্মাই ব্রহ্মানন্দ অনুভব করে, অর্থাৎ "আমিই আনন্দ-স্বরূপ" ইহাই উপলব্ধি করে, ইহাই উক্ত বাক্যের সার্থক্য বলিব। উত্তর—তাহা হইলে আর জীব-ব্রহ্মের একত্ব কোথায় রহিল? শুধু তাহাই নহে, ব্রহ্মৈকত্ব স্বীকার না করিলে সমস্ত শ্রুতির সিদ্ধান্ত-হানি হয়। এতদ্‌ভিন্ন অন্য কোনও কল্পনা চলিতে পারে না। আর এক কথা, ব্রহ্ম যদি সর্ব্বদাই নিজের আনন্দস্বরূপ অনুভব করেন, তবে শাস্ত্রে বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞানের বিভাগ কল্পনা হইয়াছে কেন, অর্থাৎ

ব্রহ্ম যদি নিরন্তর আত্মানন্দ অনুভব করেন, তবে তাহা তাঁহার স্বভাব-মধ্যেই পরিগণিত করিতে হইবে। তাহা হইলে, আত্মা আনন্দ অনুভব করে ইত্যাদি শব্দ দ্বারা আত্মানন্দানুভবের বৈশিষ্ট্য কল্পনার প্রয়োজন কি ? অতএব নিরন্তর বিজ্ঞানের অভাব স্বীকার করিলেই উক্ত কল্পনা সার্থক হয়। যেমন আত্মা নিজেকে ও অপরকে জানে, এইরূপ স্থলে আত্মানাত্মজ্ঞান উক্ত কল্পনার সহায়তা করে। কিন্তু ইহা কথনই অর্থসঙ্গত নহে, যে বাণনিক্ষেপকারী, বাণের প্রতি মন রাখিয়াও তাহার নিরন্তর জ্ঞান ও অজ্ঞান হইতেছে। অর্থাৎ ব্রহ্মরূপী আত্মায় একবার আনন্দজ্ঞান হয়, আবার হয় না, এ কথা কথনই নিত্য বিজ্ঞানী ব্রহ্মাভিন্ন আত্মার সার্থক হয় না। আর যদি বল যে, আত্মা বিচ্ছিন্ন-ভাবে আত্মাকে অনুভব করে, তাহা হইলে যথন আত্মবিজ্ঞান তিরোহিত হয়, সেই অবকাশে বিষয়ান্তরের জ্ঞানোদয় হইলে আত্মানন্দানুভবের নিরন্তরত্বের ব্যাঘাত হইল। আর আত্মার ঐ বিভিন্ন বিভিন্ন জ্ঞানের উপপত্তির জন্য ক্রিয়া-বিশেষ স্বীকার করিতেই হইবে, তাহাতে আত্মার অনিত্যত্বই আসিয়া পড়ে। অতএব বলি, "বিজ্ঞানমানন্দম্" ইত্যাদি শ্রুতি কেবল আত্মার আনন্দস্বরূপই প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু সেই আনন্দের অনুভাব্যত্ব কথনই বলেন নাই। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত "জক্ষন্ ক্রীড়ন্" ইত্যাদি শ্রুতির অসঙ্গতি হয় নাই ; কারণ, 'মুক্তিদশায় জ্ঞানী সর্ব্বাত্মকভাব প্রাপ্ত হন' বলিয়া সর্ব্বজীবের আনন্দেই তাঁহার আনন্দ, কেবল এই তাৎপর্য্যই প্রকাশ করিয়াছেন অর্থাৎ মুক্ত ব্যক্তির সর্ব্বাত্মভাব জন্মিলে যে কোন যোগী বা দেবের হাস্যরাগাদি আনন্দে আনন্দানুভব তাহার পক্ষে সম্ভব, ইহাই সর্ব্বাত্মতার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, এই যথাযথ অবস্থারই উল্লেখ হইয়াছে মাত্র। এই সর্ব্বাত্মভাবরূপী মোক্ষের প্রশংসার জন্য ঐ শ্রুতি উক্তরে যথাযথ অবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে অবশ্য এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, জ্ঞানী জ্ঞানাবস্থায় সর্ব্বাত্মকভাব প্রাপ্ত হইয়া যেমন যোগী বা দেবের সুখে সুখী হন, তেমন স্থাবরাদি দুঃখেও তিনি দুঃখিত হইতে পারেন। হ্যাঁ, দুঃখিত হইতে পারেন বটে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে এই সুখদুঃখাদি জীবের নাম বা রূপের কল্পনায় শরীরেন্দ্রিয়সম্পর্কে জাত অজ্ঞানকার্য্য বৈ আর কিছুই নহে ; সুতরাং যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞান দ্বারা আমূলতঃ অজ্ঞান বিদূরিত করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সুখদুঃখাদির অনুভব করা কথনও সম্ভবপর হইতে পারে না। এই যুক্তি অনুসারেই উক্ত আপত্তির পরিহার করা হইয়াছে। ইহার প্রতি-পক্ষ অন্যান্য শ্রুতি সকলের মীমাংসা একপ্রকার পূর্ব্বেই করিয়াছি।

অতএব ব্রহ্মানন্দের দুজ্ঞেয়ত্ববশতঃ ব্রহ্মানন্দের অনুভাব্যত্ব-প্রতিপাদক অন্যান্য শ্রুতিবাক্য সকলও, "এষোঽস্য পরম আনন্দঃ" ইহার মত মীমাংসিত হইবে। অর্থাৎ আনন্দ ও আত্মার ভেদই যেমন শ্রুতির অভিপ্রেত নহে, ঠিক তেমনই ভেদ-প্রতিপাদকও নহে।

ইতি শ্রীমদ্‌বৃহদারণ্যকে পঞ্চম অধ্যায় এবং উপনিষদ্‌ভাগে
তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

উপনিষৎসু—চতুর্থোধ্যায়স্য

প্রথম-ব্রাহ্মণম্

জনকো হ বৈদেহ আসাঞ্চক্রেঽথ হ যাজ্ঞবল্ক্য আবব্রাজ তং হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য কিমর্থমচারীঃ পশূনিচ্ছন্‌ণ্বন্তানিতি। উভয়মেব সম্রাড়িতি হোবাচ ॥ ১ ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে শারীর প্রভৃতি অষ্টবিধ পুরুষের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া পুনশ্চ হৃদয়ে তাহাদের উপসংহার প্রদর্শিত হইয়াছে। পুনশ্চ দিগ্‌ভেদানুসারে তাহাদিগকে পঞ্চপ্রকারে বিভাগ করিয়া আবার হৃদয়ে তাঁহারই অন্তর্ভাব দেখান হইয়াছে।

অনন্তর হৃদয় এবং শরীরকে পরস্পরসাপেক্ষ বলিয়া পরে এই উভয়েরও প্রাণাদি পঞ্চবিধ বৃত্তিবিশিষ্ট সমাননামক জগন্ময় সূত্রে উপসংহার করিয়াছেন। পুনশ্চ শরীর-হৃদয়ের সূত্ররূপে অবস্থিত জগদাত্মাকে যে উপনিষৎ-বোধিত পুরুষ অতিক্রম করিয়াছেন অর্থাৎ তাহাদেরও আধার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন, তিনিই 'নেতি নেতি' শ্রুতি দ্বারা বোধিত হইয়াছেন। 'বিজ্ঞানমানন্দম্' ইত্যাদি শ্রুতি তাঁহাকে সাক্ষাৎ পুরুষরূপে এবং উপাদান-কারণরূপেও নির্দ্দেশ করিয়াছে। এক্ষণে পুনশ্চ সেই পরমপুরুষকেই বাক্য প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দ্বারা উপলব্ধি করান আবশ্যক। ইহা দেখাইবার জন্য এই ব্রাহ্মণের আরম্ভ হইতেছে। আখ্যায়িকাবর্ণনা কেবল ব্রহ্মবিদের আচার প্রদর্শনার্থ জানিবে। কোন এক সময়ে বিদেহাধিপতি জনকরাজ, রাজদর্শনে সমাগত বহু লোককে দর্শন দিবার নিমিত্ত সাধারণের দর্শনযোগ্য স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেই সময়ে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি নিজের যোগক্ষেম- * সিদ্ধির নিমিত্ত বা রাজার জ্ঞানেচ্ছা দেখিয়া তাঁহাকে অনুগৃহীত করিবার জন্য সেই স্থানে সমাগত হইয়াছিলেন। মহারাজ জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে পুনঃ সমাগত দেখিয়া যথাবিধি পূজা করিয়া জিজ্ঞাসা

* অপ্রাপ্তবিষয়ের লাভকে 'যোগ' ও প্রাপ্তবস্তুর রক্ষণকে 'ক্ষেম' বলা হয়।

করিয়াছিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! তুমি কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ ? তুমি কি আমার নিকট গো গ্রহণ করিতে আসিয়াছ ? না, আমার অতি সূক্ষ্ম দুরূহত্তর প্রশ্ন সকল শ্রবণ করিতে চাও ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে সম্রাট্ ! উভয়ই অর্থাৎ পশু-গ্রহণ ও আপনার সুসূক্ষ্ম প্রশ্নশ্রবণ—এ উভয়ই আমার আগমনের উদ্দেশ্য ।

বৈদিকযুগে বাজপেয়যাজিগণকে সম্রাট্ বলিয়া সম্বোধন করা হইত। অথবা তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের রাজা বলিয়া তাঁহাকে সম্রাট্ শব্দে সম্বোধন করা হইয়াছে ॥ ১ ॥

যত্তে কশ্চিদব্রবীত্তচ্ছৃণবামেত্যব্রবীন্মে জিত্বা শৈলিনির্বাগ্বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ ব্রূয়াত্তথা তচ্ছৈলিনিরব্রবীদ্বাগ্বৈ ব্রহ্মেত্যবদতো হি কিꣳ স্যাদিত্যব্রবীত্তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাং ন মেঽব্রবীদিত্যেকপাদ্বা এতৎ সম্রাড়িতি স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য ।

বাগেবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞেত্যেনদুপাসীত কা প্রজ্ঞতা যাজ্ঞবল্ক্য বাগেব সম্রাড়িতি হোবাচ বাচা বৈ সম্রাড় বন্ধুঃ প্রজ্ঞায়ত ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস-ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানীষ্টꣳ হুতমাশিতং পায়িতময়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি বাচৈব সম্রাট্ প্রজ্ঞায়ন্তে বাগ্বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম নৈনং বাগ্জহাতি সর্ব্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে । হস্ত্যৃষভꣳ সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি ॥ ২ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, মহারাজ ! আপনি অনেকানেক আচার্য্যের সেবা করিয়াছেন, তন্মধ্যে আপনাকে যে কোন আচার্য্য যাহা উপদেশ করিয়াছেন, সেই কথামাত্র আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। রাজা বলিলেন যে, শিলিন-পুত্র

(শৈলিনি) জিত্বানামক আচার্য্য আমাকে বলিয়াছেন যে, বাগ্‌দেবতাই ব্রহ্ম,যিনি শৈশবে মাতৃমান্ অর্থাৎ মাতা কর্তৃক শাসিত, পিতৃমান্--কৈশোরে পিতা যাঁহাকে শাসন করিয়াছেন, এবং যিনি আচার্য্যবান্—উপনয়নের পর গুরুকুলে আচার্য্য যাঁহাকে সৎপথে চালিত করিয়াছেন, এইরূপ ত্রিবিধ শুদ্ধিসম্পন্ন মহানুভব আচার্য্য যাহা বলেন, তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না অর্থাৎ তিনি যাহা বলেন, তাহাই সত্য। আচার্য্য জিত্বাও সেই ত্রিবিধ শুদ্ধিসম্পন্ন ; সুতরাং তাঁহার কথাও কখনই মিথ্যা হইবে না।

'আচার্য্য জিত্বা আমাকে বলিয়াছেন যে, বাগ্‌দেবতাই ব্রহ্ম। কারণ, যে ব্যক্তি মূক অর্থাৎ যাঁহার বাক্‌শক্তি নাই, তাঁহার ঐহিক ও পারলৌকিক কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। বাক্‌শক্তি দ্বারাই সমস্ত সিদ্ধ হয়, অতএব বাক্য ব্রহ্ম। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, তাহা বটে ; কিন্তু তোমার আচার্য্য তোমাকে সেই বাক্‌রূপ ব্রহ্মের আয়তন (শরীর) এবং প্রতিষ্ঠা—ভূতভবিষ্যৎবর্ত্তমানকালীন আশ্রয় বলিয়াছেন কি ? জনক বলিলেন যে, না, এ কথা আমাকে বলেন নাই। এ কথা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, যদি তাহাই হয়, তবে এই ব্রহ্ম একপাদ, একপাদ অর্থাৎ অসম্পূর্ণ। ইহার উপাসনায় কোনই ফল নাই, অর্থাৎ যাবৎ অন্য ত্রিপাদ শূন্য (অবিজ্ঞাত) থাকিবে, তাবৎপর্য্যন্ত তাহার উপাসনা করিলেও ফলসিদ্ধি হইবে না। পরে জনক জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য ! তুমি যখন এ বিষয়ে অভিজ্ঞ, তখন অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সেই অবশিষ্ট ত্রিপাদের কথা বল। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, বাক্য-ব্রহ্মের এই বাগিন্দ্রিয়ই আয়তন অর্থাৎ শরীর, অনভিব্যক্ত (অপঞ্চীকৃত) আকাশই তাহার সৃষ্টি স্থিতি-লয়কালীন অধিষ্ঠান, ইহাকে প্রজ্ঞা মনে করিয়া উপাসনা করিবে ; কারণ, এই প্রজ্ঞাই ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ, অতএব এই ব্রহ্মকে প্রজ্ঞা ভাবিয়া উপাসনা কর্ত্তব্য। পুনশ্চ জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! তুমি যে প্রজ্ঞার কথা বলিতেছ, তাহার ধর্ম্ম বা প্রজ্ঞতা কি ? ইহার তাৎপর্য্য এই, জিজ্ঞাসিত প্রজ্ঞতা পদার্থটি কি ? প্রজ্ঞার স্বরূপ, না প্রজ্ঞাজনিত অন্য কিছু ? পরন্তু আয়তন ও প্রতিষ্ঠা যেমন ব্রহ্ম হইতে পৃথক্, সেইরূপ এই প্রজ্ঞতা প্রজ্ঞা হইতে অতিরিক্ত হওয়া সম্ভব ? তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, না, ওরূপ আশঙ্কা কর্ত্তব্য নহে, বাক্যই প্রজ্ঞা (জ্ঞানের কারণ)—তদতিরিক্ত নহে। সম্রাট্ ! এই বাক্ যে কিরূপে প্রজ্ঞা, তাহাও বলিতেছি, যেহেতু, এই বাক্য দ্বারাই বন্ধুজন পরিজ্ঞাত হয় অর্থাৎ অমুক আমাদের বন্ধু, এই কথা বলিলে যে বন্ধু, আমরা তাহাকে পরিজ্ঞাত হই,

এইরূপ ঋগ্বেদাদি চতুর্ব্বেদ, যাগজনিত ধর্ম্মসমূহ, আহুতি ও হোমোৎপন্ন ফল, আশিত ও পায়িত (খাদ্য ও পানীয়দানজনিত ধর্ম্ম) ইহলোক, পরলোক এই সমস্ত ভূত ইত্যাদি সমুদায় এই বাক্য দ্বারাই পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। অতএব, হে সম্রাট্! এই বাক্‌ই পরব্রহ্ম।

যিনি বাক্যকে ব্রহ্ম জানিয়া উপাসনা করেন, সেই বাক্যব্রহ্মজ্ঞকে বাক্‌শক্তি কদাপিও ত্যাগ করে না, পরন্তু, সমস্ত ভূতই ইহাকে উপহার দ্বারা পূর্ণ করে। দেবত্ব লাভ করিয়া ইহজন্মে তিনি দেহপাতের পর দেবসাযুজ্য প্রাপ্ত হন। অতএব এইভাবে বাক্যব্রহ্মকে জানিয়া উপাসনা করিবে।

জনক রাজা যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া ঐ জ্ঞানের প্রতিদানস্বরূপ হস্তিতুল্য সুবৃহৎ বৃষ-সমন্বিত সহস্র গো দান করিতে অঙ্গীকার করিলেন। তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, আমার পিতা আমাকে উপদেশ দিয়াছেন যে, তুমি শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া শিষ্যের নিকট হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও ধন গ্রহণ করিবে না এবং আমারও সেইরূপ অভিপ্রায়॥ ২॥

যদেব তে কশ্চিদব্রবীত্তচ্ছৃণবামেত্যব্রবীন্ম উদঙ্কঃ শৌল্বায়নঃ প্রাণো বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ ব্রুয়াত্তথা তচ্ছৌল্বায়নোঽব্রবীৎ প্রাণো বৈ ব্রহ্মেত্যপ্রাণতো হি কিং স্যাদিত্যব্রবীত্তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাং ন মেঽব্রবীদিত্যেকপাদ্বা এতৎ সম্রাড়িতি স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য। প্রাণ এবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা প্রিয়মিত্যেনদুপাসীত কা প্রিয়তা যাজ্ঞবল্ক্য প্রাণ এব সম্রাড়িতি হোবাচ প্রাণস্য বৈ সম্রাট্ কামায়াযাজ্যং যাজয়ত্যপ্রতিগৃহ্যস্য প্রতিগৃহ্ণাত্যপি তত্র বধাশঙ্কং ভবতি যাং দিশমেতি প্রাণস্যৈব সম্রাট্ কামায় প্রাণো বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম নৈনং প্রাণো জহাতি সর্ব্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি॥ ৩॥

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, সম্রাট্ ! তোমাকে আর কোন আচার্য্য যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহাও শুনিতে চাই। জনক বলিলেন, শুল্বের পুত্র (শৌল্বায়ন) উদঙ্কঋষি বলিয়াছেন যে, "প্রাণো ব্রহ্মেতি" অর্থাৎ প্রাণবায়ুই ব্রহ্ম। যেমন বাল্যে মাতৃ-শাসিত, তদনন্তর পিতৃশাসিত, তৎপরেও যথোপযুক্ত আচার্য্য-শাসিত ব্যক্তি কখনও অন্যথাবাদী হয়েন না, সেইরূপ উক্ত ত্রিবিধ-শুদ্ধিসম্পন্ন আচার্য্য আমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা মিথ্যা হইবার নহে। প্রাণই ব্রহ্ম। বাস্তবিক দেখা যায়, প্রাণহীন ব্যক্তির কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না। ঐহিক পারত্রিক কোন বিষয়ই প্রাণহীনের সুলভ নহে। তখন যাজ্ঞবল্ক্য রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহা সত্য, কিন্তু সেই আচার্য্য তোমাকে উক্ত প্রাণ-ব্রহ্মের আয়তনাদি বিষয় বলিয়াছেন কি ? জনক বলিলেন যে, না, আমাকে তাহা বলেন নাই। তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে সম্রাট্ ! এই ব্রহ্ম একপাদ অর্থাৎ একপাদে প্রতিষ্ঠিত, অন্য ত্রিপাদের জ্ঞান না হইলে উহার উপাসনায় ফল কি ? অর্থাৎ প্রাণব্রহ্মকে সম্পূর্ণভাবে জানিয়া উপাসনা করা উচিত। জনক বলিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য ! তুমি আমাকে এ বিষয় বল ? তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, সম্রাট্ ! প্রাণই (বায়ু-দেবতাই) উক্ত ব্রহ্মের আয়তন শরীর, আকাশ তাঁহার প্রতিষ্ঠা অধিষ্ঠান, "প্রিয়" এইটি উপনিষদ্রহস্য নাম তাঁহার উপসনার্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জনক কহিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! তুমি যে প্রাণব্রহ্মের "প্রিয়" সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছ, সেই প্রিয়তা কি প্রিয়স্বরূপ, না অন্য কিছু ? অর্থাৎ তাহার প্রিয়ত্বের হেতু কি ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে সম্রাট্ ! প্রাণই প্রিয়তা, হে সম্রাট্, এই প্রাণিরক্ষার জন্য লোকে অযাজ্য-যাজন করে, যাহার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিতে নাই, সেই সকল উগ্র জাতির নিকট হইতেও প্রতিগ্রহ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। অধিক কি, এই প্রাণের নিমিত্ত লোকে অতিভয়ঙ্কর দস্যুতস্করাদিসমাকীর্ণ দিগ্দিগন্তেও ধাবমান হয়। এই সকল কার্য্য প্রাণের প্রিয়ত্ববশতই ঘটিয়া থাকে, অন্যথা নহে; অতএব, হে সম্রাট্ ! এই প্রাণই পরমব্রহ্ম। যে ব্যক্তি এইরূপে প্রাণকে প্রিয় জানিয়া প্রাণের উপাসনা করে, প্রাণ তাহাকে কখনও ত্যাগ করে না ; সমস্ত প্রাণী তাঁহার উপভোগ্য দ্রব্য উপস্থাপিত করে এবং সেই ব্যক্তি ইহলোকে দেবত্ব লাভ করিয়া পরজন্মেও দেবসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। অনন্তর বিদেহাধিপতি জনক বলিলেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য ! আমি তোমাকে এই উপদিষ্ট বিদ্যার নিষ্ক্রয়ার্থ মূল্যস্বরূপ তোমাকে হস্তিতুল্য বৃষ-সমন্বিত সহস্র গো প্রদান করিতেছি। তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে,

আমার পিতা বলিয়াছেন যে, কোন শিষ্যকেই উপদেশ দ্বারা কৃতার্থ না করিয়া ধনরত্নাদি কিঞ্চিৎও গ্রহণ করিতে নাই। আমার তাহাই অভিমত ॥ ৩ ॥

যদেব তে কশ্চিদব্রবীত্তচ্ছৃণবামেত্যব্রবীন্মে বর্কুর্বার্ষ্ণ-শ্চক্ষুর্বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ ব্রূয়াত্তথা তদ্বার্ষ্ণোঽব্রবীচ্চক্ষুর্বৈ ব্রহ্মেত্যপশ্যতো হি কিংস্যাদিত্যব্রবীত্তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাং ন মেঽব্রবীদিত্যেকপাদ্বা এতৎ সম্রা-ড়িতি স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য চক্ষুরেবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা সত্যমিত্যেনদুপাসীত কা সত্যতা যাজ্ঞবল্ক্য চক্ষুরেব সম্রাড়িতি হোবাচ চক্ষুষা বৈ সম্রাট্ পশ্যন্তমাহুরদ্রাক্ষীরিতি স আহাদ্রাক্ষ-মিতি তৎ সত্যং ভবতি চক্ষুর্বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম নৈনং চক্ষুর্জহাতি সর্ব্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবান-প্যেতি য এবং বিদ্বানেনদুপাস্তে। হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি ॥ ৪ ॥

পুনরপি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে সম্রাট্! তোমাকে অন্য কোন আচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিব। জনক বলিলেন যে, বৃষ্ণপুত্র বর্কু আচার্য্য আমাকে বলিয়াছেন যে, চক্ষুই (চক্ষুরধিষ্ঠাতা আদিত্য) ব্রহ্ম। সেই বর্কু আচার্য্যও মাতৃমান্, পিতৃমান্ ও আচার্য্যবানের মত ত্রিবিধ-শুদ্ধিসম্পন্ন, সুতরাং তাঁহার কথা অন্যথা হইবার নহে। চক্ষুই ব্রহ্ম, ইহার কারণ, যখন দৃষ্টিহীন ব্যক্তির কোন কার্য্যই হইতে পারে না, তখন চক্ষু যথার্থই ব্রহ্ম। এ কথা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, সে কথা যথার্থ বটে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সেই আচার্য্য তোমাকে উহার সহিত চক্ষুর্ব্রহ্মের আয়তন ও প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন কি? জনক বলিলেন যে, না, তাহা বলেন নাই।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে সম্রাট্! এই ব্রহ্ম একপাদ, অর্থাৎ ইহা অসম্পূর্ণ বিধায় উপাসনায় ফলপ্রদ নহে। রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে,

হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি আমাকে তাহা বল। তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, চক্ষুই তাঁহার (আদিত্যের) আয়তন, (শরীর) আকাশ অধিষ্ঠান, "সত্য" তাঁহার উপনিষৎ (রহস্য নাম)। অতএব তাহাকে সত্য ভাবিয়া উপাসনা করিবে। পুনশ্চ রাজা বলিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! এই ব্রহ্মের সত্যতা কি ? অর্থাৎ ইহাকে সত্য নামে অভিহিত করা হয় কেন ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে সম্রাট্ ! চক্ষুই তাঁহার সত্যতা, কারণ, কর্ণ দ্বারা শ্রুত বিষয়ও কদাচিৎ মিথ্যা হয়, কিন্তু চক্ষুদৃষ্ট বস্তু কদাচ মিথ্যা হয় না—সত্যই হয়। এই জন্য লোক-ব্যবহারেও দেখা যায় যে, যদি কোন সন্দিগ্ধ বিষয়ে সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তুমি কি হস্তী দেখিয়াছ ? তদুত্তরে সে যদি বলে যে, "হ্যাঁ, আমি দেখিয়াছি", তাহা হইলে তাহাই সত্যরূপে পরিগৃহীত হয়। আর অপরে যদি বলে, আমি হস্তীর কথা শুনিয়াছি, তবে তাহা মিথ্যাও হইতে পারে। অতএব হে সম্রাট্ ! চক্ষুই পরমব্রহ্ম। যে ব্যক্তি এইরূপ বিজ্ঞানসহকারে চক্ষুর্ব্রহ্মের উপাসনা করেন, চক্ষু কদাচিৎও তাঁহাকে ত্যাগ করে না, সমস্ত ভূতবর্গই তাঁহার ভোগ্য বস্তু উপলব্ধি করে। তিনি ইহজন্মে দেবত্ব লাভ করিয়া পরজন্মেও দেবশরীরে মিলিত হন। এই কথা শুনিয়া জনক বলিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! আমি তোমাকে হস্তিতুল্য পরিপুষ্ট বৃষ-সমন্বিত গো-সহস্র দান করিতেছি ; তুমি গ্রহণ কর। তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, না,— আমার পিতা বলিয়াছেন যে, কোন শিষ্যকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ দ্বারা কৃতার্থ না করিয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থও গ্রহণ করিতে নাই। আমিও তাহা যথার্থ মনে করি ॥ ৪ ॥

যদেব তে কশ্চিদব্রবীত্তচ্ছৃণবামেত্যব্রবীন্মে গর্দ্দভীবিপীতো ভারদ্বাজঃ শ্রোত্রং বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ ব্রূয়াত্তথা তদ্ভারদ্বাজোঽব্রবীচ্ছ্রোত্রং বৈ ব্রহ্মেত্যশৃণ্বতো হি কিংস্যাদিতি অব্রবীত্তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাং ন মেঽব্রবীদি-ত্যেকপাদ্বা এতৎ সম্রাড়িতি স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য শ্রোত্র-মেবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠাঽনন্ত ইত্যেনদুপাসীত। কাঽনন্ততা যাজ্ঞবল্ক্য দিশ এব সম্রাড়িতি হোবাচ তস্মাদ্বৈ সম্রাড়পি যাং কাঞ্চ দিশং গচ্ছতি নৈবাস্যা অন্তং গচ্ছত্যনন্তা হি দিশো

দিশো বৈ সম্রাট্ শ্রোত্রং শ্রোত্রং বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম নৈনং শ্রোত্রং জহাতি সর্ব্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে। হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ সহোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি ॥ ৫ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে রাজন্! তোমার অন্য আচার্য্য তোমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিতে চাই। রাজা বলিলেন যে, ভরদ্বাজ-বংশসম্ভূত গর্দ্দভীবিপীত নামক আচার্য্য আমাকে বলিয়াছেন যে, শ্রোত্রই ব্রহ্ম। দিক্ই শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অতি শৈশবে মাতৃশাসিত, তদনন্তর পিতৃ-শাসিত ও তৎপরে উপযুক্ত আচার্য্যানুশাসিত ব্যক্তি যেমন সত্য বৈ মিথ্যা বলে না, তেমন আমার আচার্য্য গর্দ্দভীবিপীতও প্রলাপবাক্য বলেন নাই। বিশেষতঃ শ্রোত্র ব্রহ্ম, এ বিষয়ে সন্দেহও নাই। কারণ, শ্রোত্রহীন ব্যক্তির কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। তখন যাজ্ঞবল্ক্য জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে রাজন্! তোমার আচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য, কিন্তু সেই শ্রোত্রব্রহ্মের আয়তনাদি বলিয়াছেন কি? জনক বলিলেন যে, না, তাহা আমাকে বলেন নাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে সম্রাট্! তোমার আচার্য্যকথিত এই শ্রোত্র-ব্রহ্ম একপাদ অর্থাৎ অসম্পূর্ণ, অন্য ত্রিপাদের জ্ঞান না থাকিলে ইহার উপাসনায় ফল হয় না। এই কথা শ্রবণ করিয়া জনক বলিলেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি আমাকে সেই বিষয়ের উপদেশ দাও। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, শ্রোত্রই ইহার আয়তন, এবং আকাশই তাহার প্রতিষ্ঠা, 'অনন্ত' তাহার উপনিষদ নাম। অতএব, 'অনন্ত' বোধে তাঁহার উপাসনা করিবে। রাজা বলিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য! শ্রোত্রের এ অনন্তত্ব কিরূপ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে সম্রাট্! এই দিক্‌সমূহই শ্রোত্রের আনন্ত্যরূপ; কারণ, পূর্ব্বাদি যে কোন দিকে গমন করা যায়, কিছুতেই তাহার অন্ত পাওয়া যায় না। অতএব দিক্ সকল অনন্ত, ইহা যুক্তিযুক্ত। আর দিকের আনন্ত্যই দিগ্‌বৃত্তি শ্রোত্রের আনন্ত্য; এই অনন্তরূপী শ্রোত্রই পরব্রহ্ম। যে ব্যক্তি তাদৃশ বিজ্ঞান লাভ করিয়া এই শ্রোত্রব্রহ্মের উপাসনা করেন, শ্রোত্র কখনও তাঁহাকে ত্যাগ করে না; অর্থাৎ তিনি চিরকাল শ্রবণশক্তিসম্পন্ন থাকেন। ভূতসকল তাঁহার জন্য ভোগ্য বস্তু

উপস্থিত করে এবং তিনিও দেবভাব প্রাপ্ত হইয়া অন্তে দেবসাযুজ্য লাভ করেন। রাজা এই কথা শ্রবণমাত্র বলিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! আমি তোমাকে হস্তিতুল্য সুবৃহৎ বৃষ-সমন্বিত সহস্র গো দান করিতে অঙ্গীকার করিতেছি। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, সম্রাট্ ! আমার পিতা আমাকে উপদেশ দিয়াছেন যে, শিষ্যকে সদুপদেশ দ্বারা কৃতার্থ না করিয়া কখনও তাহার নিকট হইতে যৎসামান্য ধনাদিও গ্রহণ করিবে না। ইহা আমারও সম্পূর্ণ অভিমত ॥ ৫ ॥

যদেব তে কশ্চিদব্রবীত্তচ্ছৃণবামেত্যব্রবীন্মে সত্যকামো জাবালো মনো বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ ব্রূয়াত্তথা তজ্জাবালোঽব্রবীন্মনো বৈ ব্রহ্মেত্যমনসো হি কিং স্যাদিত্যব্রবীত্তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাং ন মেঽব্রবীদিত্যেকপাদ্বা এতৎ সম্রাড়িতি স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য মন এবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠাঽনন্দ ইত্যেনদুপাসীত কানন্দতা যাজ্ঞবল্ক্য মন এব সম্রাড়িতি হোবাচ মনসা বৈ সম্রাট্ স্ত্রিয়মভিহার্য্যতে তস্যাং প্রতিরূপঃ পুত্রো জায়তে স আনন্দো মনো বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম নৈনং মনো জহাতি সর্ব্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি ॥ ৬ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য পুনশ্চ বলিলেন যে, মহারাজ, তোমার আর কোন গুরু যাহা কিছু বলিয়াছেন, আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। জনক বলিলেন, হাঁ, জবালার পুত্র সত্যকাম নামক আচার্য্য আমাকে বলিয়াছেন যে, মনই (মনের দেবতা) ব্রহ্ম এবং ইহা অবশ্যই সত্য ; কারণ, মাতৃমান্, পিতৃমান্ ও আচার্য্যানুশাসিত ব্যক্তির মত তিনিও ত্রিবিধ-শুদ্ধিসম্পন্ন। সুতরাং তিনি যে মনকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, ইহা কখনও মিথ্যা হইবার নহে। বিশেষতঃ যখন দেখা যায়, মন-হীন মনুষ্যের কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না ; অতএব মনই ব্রহ্ম। এ কথা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, তাহা ঠিক, কিন্তু আচার্য্য তোমাকে সেই ব্রহ্মের আয়তন ও প্রতিষ্ঠার

কথা বলিয়াছেন কি? রাজা বলিলেন যে, না,—তাহা আমাকে তিনি বলেন নাই। তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে সম্রাট্! ইহাও একপাদমাত্র অর্থাৎ ইহা দ্বারাও একাংশমাত্র জ্ঞাত হওয়া যায়; ইহার উপাসনায় সম্পূর্ণ ফলের প্রত্যাশা অসম্ভব। রাজা এই কথা শুনিয়া বলিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য! তুমিই আমাকে তাঁহার অবশিষ্ট ত্রিপাদের কথা বল। তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, মনই এই কথিত ব্রহ্মের শরীর, আকাশই ইহার প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়। চন্দ্র মনের দেবতা, "আনন্দ" মনে করিয়া ইহার উপাসনা করিবে। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য! ইহার আনন্দত্ব কি অর্থাৎ আনন্দ সংজ্ঞা কেন? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে সম্রাট্! মনই ইহার আনন্দত্ব; কারণ, মন দ্বারাই স্ত্রী-সম্ভোগ-লালসায় স্ত্রীর প্রার্থনা করিয়া থাকে এবং তাহার ফলে সেই স্ত্রীতে কামনার অনুরূপ পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে; সেই আনন্দময় পুত্র যে মন দ্বারা নিষ্পাদিত হয়, সেই মন যে আনন্দাত্মক হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব মনই ব্রহ্ম। যে ব্যক্তি মনকে যথোক্ত অবগত হইয়া উপাসনা করেন, মন তাঁহাকে কখনই ত্যাগ করে না, তিনি চিরকাল মনস্বী থাকেন এবং সমস্ত ভূতবর্গ তাঁহার ভোগের সহায়তা করে; তিনি ঐহিক দেবভাবের পর পরলোকে দেবসাযুজ্য লাভ করেন। রাজা পূর্ব্বের ন্যায় এ-বারেও হস্তিতুল্য বৃষ-সমন্বিত সহস্র গো দিবার প্রস্তাব করিলে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, না সম্রাট্! পিতা আমাকে বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তিকে জ্ঞানোপদেশ দ্বারা কৃতার্থ না করিয়া তাহার নিকট হইতে কোন প্রকার ধনরত্নাদি গ্রহণ করিবে না, আমিও ইহা সৎ-পরামর্শ মনে করি॥ ৬॥

যদেব তে কশ্চিদব্রবীত্তচ্ছৃণবামেত্যব্রবীন্মে বিদগ্ধঃ শাকল্যো হৃদয়ং বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ ব্রূয়াত্তথা তচ্ছাকল্যোঽব্রবীদ্ধৃদয়ং বৈ ব্রহ্মেত্যহৃদয়স্য হি কিংস্যাদিত্য-ব্রবীত্তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাং ন মেঽব্রবীদিত্যেকপাদ্বা এতৎ সম্রাড়িতি স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য হৃদয়মেবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা স্থিতিরিত্যেনদুপাসীত কা স্থিততা যাজ্ঞবল্ক্য হৃদয়মেব সম্রাড়িতি হোবাচ হৃদয়ং বৈ সম্রাট্ সর্ব্বেষাং ভূতানামায়তনং হৃদয়ং সম্রাট্ সর্ব্বেষাং ভূতানাং প্রতিষ্ঠা হৃদয়ে হ্যেব সম্রাট্

সর্ব্বাণি ভূতানি প্রতিভাতনি ভবন্তি হৃদয়ং বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম নৈনং হৃদয়ং জহাতি সর্ব্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্যহরেতেতি ॥ ৭ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকে চতুর্থোঽধ্যায়স্য প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ।

পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি জনককে বলিলেন যে, তোমার অন্য কোন গুরু তোমাকে যে উপদেশ দিয়াছেন, আমি তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। রাজা, যাজ্ঞবল্ক্যের এবংবিধ ভাব দেখিয়া বলিলেন, আমাকে শকল-পুত্র (শাকল্য) বিদগ্ধ-নামা আচার্য্য বলিয়াছেন যে, হৃদয়ই ব্রহ্ম। মাতা, পিতা ও আচার্য্যশাসিত ব্যক্তির ন্যায় ত্রিবিধ-শুদ্ধিসম্পন্ন আমার আচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা অভ্রান্ত। কারণ, যখন হৃদয় না থাকিলে কোন কার্য্যই হইতে পারে না, তখন যে এই হৃদয় ব্রহ্ম, ইহাতে আর সন্দেহ কি? যাজ্ঞবল্ক্য জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বেশ, কিন্তু আচার্য্য তোমাকে সেই ব্রহ্মের আয়তন ও প্রতিষ্ঠাদির উপদেশ দিয়াছেন কি? রাজা বলিলেন যে, না, তাহা আমাকে বলেন নাই। তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে সম্রাট্! ইহা একপাদমাত্র। ইহার উপাসনা নিরর্থক। অনন্তর জনক বলিলেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি আমাকে সেই সকল বিবরণ বল? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হৃদয়ই এই ব্রহ্মের আয়তন, আকাশ তাহার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ অবস্থিতির স্থান; এবং "স্থিতি"-স্বরূপ ভাবিয়া তাহার উপাসনা করিবে। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহার স্থিততা কি? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে সম্রাট্! হৃদয়ই তাঁহার স্থিততা; কারণ, হৃদয়ই সর্ব্বভূতের আয়তন এবং হৃদয়ের উপর সর্ব্বভূত প্রতিষ্ঠিত। কেন না, সমস্ত ভূতই নাম,রূপ বা কর্ম্মস্বরূপ—তাহারা হৃদয়কে আশ্রয় করিয়াই স্থিতি লাভ করে, ইহা ইতঃপূর্ব্বে শাকল্যব্রাহ্মণে হৃদয় প্রতিষ্ঠিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি; সেই জন্য হৃদয়েই সর্ব্বভূত প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাই বলিতেছি সম্রাট্! হৃদয়ই ব্রহ্ম। আর প্রজাপতি হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জানিবে। যে ব্যক্তি এই হৃদয়ব্রহ্মকে যথাযথরূপে অবগত হইয়া উপাসনা করেন, হৃদয় কখনই তাঁহাকে ত্যাগ করে না, এবং অন্যান্য সমস্ত ভূতই তাঁহার উপহার অর্পণ করে।

তিনি ইহজীবনে দেবশরীর লাভ করিয়া অন্তে দেবসাযুজ্য লাভ করেন। জনক রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া পুনশ্চ বলিলেন যে, আমি তোমাকে হস্তিতুল্য বৃষ-সমন্বিত সহস্র গো দান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, না,—তাহা হইবে না; কারণ, পিতা আমাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, কাহাকেও তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানী না করিয়া অর্থ গ্রহণ করিতে নাই এবং আমিও ইহা শিরোধার্য্য মনে করি॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌বৃহদারণ্যকোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে প্রথম ব্রাহ্মণ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়-ব্রাহ্মণম্

জনকো হ বৈদেহঃ কূর্চ্চাদুপাবসর্পন্নুবাচ নমস্তেঽস্তু যাজ্ঞবল্ক্যানু মা শাধীতি স হোবাচ যথা বৈ সম্রাড়্ মহান্তমধ্বানমেষ্যন্ রথং বা নাবং বা সমাদদীতৈবমেবৈতাভিরুপনিষদ্ভিঃ সমাহিতাত্মাঽস্যেবং বৃন্দারক আঢ্যঃ সন্নধীতবেদ উক্তোপনিষৎক ইতো বিমুচ্যমানঃ ক্ব গমিষ্যসীতি নাহং তদ্ভগবন্বেদ যত্র গমিষ্যামীত্যথ বৈ তেঽহং তদ্বক্ষ্যামি যত্র গমিষ্যসীতি ব্রবীতু ভগবানিতি ॥১॥

বিদেহাধিপতি জনক দেখিলেন যে, তাঁহার পরিজ্ঞাত নিখিল সগুণ ব্রহ্মই যাজ্ঞবল্ক্যের পরিজ্ঞাত। তখন জনকরাজ নিজের আচার্য্যত্বাভিমানত্ব পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় কূর্চ্চাসন পরিত্যাগ পুর্ব্বক উত্থিত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যের সমীপে যাইলেন অর্থাৎ তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইলেন এবং বলিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য! আমি তোমাকে নমস্কার করি; তুমি আমায় শিক্ষা দাও। শ্রুতিস্থ ইতি শব্দ জনকের বাক্যের সমাপ্তিবোধক। অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে রাজন্! লৌকিক ব্যবহারে দেখা যায়, যেমন কোন লোক অতি দূরদেশে যাইতে প্রবৃত্ত হইয়া স্থলপথে যাইবার জন্য রথ এবং জলপথে যাইতে তদুপযোগী নৌকা প্রভৃতি অবলম্বন করে, তুমিও সেইরূপ আবশ্যকমত ব্যবহারভেদে বিভিন্নরূপী এই সকল সগুণ ব্রহ্মের তত্তৎনামের উপাসনা দ্বারা সমাহিতচিত্ত হইয়াছ; কেবল উপনিষদ্-বিদ্যায় সমাধি নহে, সাধারণের পূজ্য এবং আঢ্যও হইয়াছ, দারিদ্র্য তোমাকে অভিভূত করে নাই; তুমি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছ এবং আচার্য্যগণের নিকট উপনিষদের উপদেশ শ্রবণ করিয়াছ। কিন্তু তুমি এইরূপ মহাভূতিসম্পন্ন হইয়াও ভয়ের মধ্যেই অবস্থান করিতেছ অর্থাৎ মৃত্যুভয় হইতে পরিত্রাণ পাও নাই; কারণ, পরমাত্মজ্ঞান বিনা জীব কখন সাংসারিক ভয় হইতে বিনির্ম্মুক্ত

হইতে পারে না ; সুতরাং তুমিও যত দিন পর্য্যন্ত পরমাত্ম-জ্ঞানে বঞ্চিত থাকিবে, তত দিন পর্য্যন্ত অকৃতার্থ রহিবে। সম্রাট্, জিজ্ঞাসা করি, তুমি এই দেহত্যাগের পর এই সকল রথ ও নৌকাস্থানীয় উপনিষৎ দ্বারা সমাহিত হইয়া কোথা যাইবে? কি বস্তু প্রাপ্ত হইবে? জানিতে পারিয়াছ কি? অর্থাৎ উক্ত উপনিষৎ শ্রবণে সমাহিত হইয়াছ সত্য, কিন্তু তাহাতে চিরনির্ব্বাণের আশা কোথায়? জনকরাজ এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, হে পূজ্যপাদ! আমি কোথায় যে যাইব, তাহা জানি না। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, যেখানে যাইলে তুমি কৃতার্থ হইবে, তাহা তুমি যদি না জান, তাহা হইলে আমিই তোমাকে সেই বিষয় উপদেশ করিব। এই কথা শুনিবামাত্র জনক বলিলেন যে, ভগবন্! আপনি যদি আমার উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমায় বলুন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

ইন্ধো হ বৈ নামৈষ যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্তং বা এতমিন্ধং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণৈব পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ ॥ ২ ॥

বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞের স্বরূপ বর্ণনক্রমে তুরীয় পরমব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশের নিমিত্ত প্রথমতঃ বিশ্বপুরুষের বিষয় অনুবর্ণিত হইতেছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, মহারাজ! চক্ষু-ব্রহ্মকে ইন্ধ নামে উপাসনা করিবে ; যাঁহাকে পূর্ব্বে আদিত্যান্তর্গত পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং যিনি দক্ষিণ চক্ষুতে বিশেষরূপে অবস্থিত, তাঁহার নাম সত্য। তিনিই দীপ্তিগুণসম্পন্ন বলিয়া যথার্থ ইন্ধ নামে অভিহিত হন। প্রত্যক্ষতঃ এই ইন্ধনামা ব্রহ্মকেই পরোক্ষভাবে সর্ব্বেশ্বরত্বনিবন্ধন ইন্দ্র নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। কারণ, দেবতাগণ যেন পরোক্ষভাবই ভালবাসেন, এবং প্রত্যক্ষভাবকে দ্বেষ করিয়া থাকেন অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে নামগ্রহণ তাঁহাদের অসন্তোষকর। সেই জন্য ঋষিগণ ইন্দ্রকে ইন্ধনামে অভিহিত করেন। মহারাজ, তুমি এই কথিত বৈশ্বানর আত্মসম্পন্ন ॥ ২ ॥

অথৈতদ্বামেঽক্ষণি পুরুষরূপমেষাস্য পত্নী বিরাট্ তয়োরেষ সংস্তাবো য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশোঽথৈনয়োরেতদন্নং য এষোঽন্তর্হৃদয়ে লোহিতপিণ্ডোঽথৈনয়োরেতৎ প্রাবরণং

যদেতদন্তর্হৃদয়ে জালকমিবাথৈনয়োরেষা সৃতিঃ সঞ্চরণী যৈষা হৃদয়াদূর্দ্ধা নাড্যুচ্চরতি যথা কেশঃ সহস্রধা ভিন্ন এবমস্যৈতা হিতা নাম নাড্যোঽন্তর্হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতা ভবন্ত্যেতাভির্ব্বা এতদাস্রবদাস্রবতি তস্মাদেষ প্রবিবিক্তাহারতর ইবৈব ভবত্যস্মাচ্ছারীরাদাত্মনঃ ॥ ৩ ॥

আর এই বাম অক্ষিতে যে পুরুষকার দেখা যায়, ইহা সেই বৈশ্বানরের পত্নী, অর্থাৎ তুমি যে বৈশ্বানর আত্মাকে সম্প্রাপ্ত হইয়াছ, তিনি সেই ইন্দ্র ও ভোগকর্ত্তা বামাক্ষিস্থিত বিরাট্, বামাক্ষিস্থিত পুরুষ তাঁহার পত্নী (ভোগ্যা) বৈশ্বানরের ভোগ্য বলিয়া বিরাট—অন্নস্বরূপ। এই ভোগ্যভোক্তৃরূপ মিথুন (স্ত্রীপুরুষদ্বয়) স্বপ্নাবস্থায় একভাব ধারণ করিয়া তৈজস সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, স্বপ্নকালে তাহাদের একতা কিরূপে হয়? উত্তর—ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী সম্বন্ধে এইরূপ সংস্তাব অবগত হওয়া যায়। যাহাতে উভয়ে মিলিত হইয়া একত্র পরস্পর স্তব করে, তাহাই সেই ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর সংস্তাব। এখানে সেই সংস্তাব কি? তাহা কথিত হইতেছে—এই হৃদয়াখ্য মাংসপিণ্ডের অভ্যন্তরস্থিত যে আকাশ, তাহাই সেই উভয়ের সংস্তাব। হৃদয়াভ্যন্তরস্থিত যে রক্তপিণ্ড, তাহাই সেই মিথুনের স্থিতিহেতু অন্ন। তাৎপর্য্য এই—সাধারণতঃ জীবের ভুক্ত অন্ন স্থূল ও সূক্ষ্ম দুই ভাগে বিভক্ত হয়; যাহা স্থূলভাগ—তাহা মলরূপে অধোগামী হয়, এবং যাহা সূক্ষ্মভাগ, তাহাও আবার জঠরাগ্নি দ্বারা পরিপক্ক হইয়া দ্বিধা পরিণত হয়, যথা—মধ্যম ও সূক্ষ্ম : তন্মধ্যে যাহা মধ্যম রস, তাহা সূক্ষ্ম ও স্থূলের অন্তরালবর্ত্তী রুধিরাদিপরম্পরায় এই পাঞ্চভৌতিক শরীরের পুষ্টিসাধন করে এবং যাহা অতি সূক্ষ্ম রস, তাহাই জীব-হৃদয়ে মিথুনাকারে অবস্থিত লিঙ্গাত্মা ইন্দ্রের শোণিতপিণ্ড, ইহাকেই কেহ কেহ তৈজস নামে অভিহিত করেন। এই শোণিতপিণ্ডই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাড়ীর ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয়াভ্যন্তরে মিথুনাকারে অবস্থিত সেই ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর অবস্থিতির কারণ হয়; এই নিমিত্তই পণ্ডিতগণ এই শোণিতপিণ্ডকে ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর অন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আর এক কথা, মনুষ্যগণ যেমন ভোজনানন্তরও শয়নাদিকালে আবরণ দ্বারা গাত্র আবৃত করিয়া থাকে, সেইরূপ এই ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর সম্বন্ধেও শ্রুতি সাদৃশ্য দেখাইতেছেন। এই হৃদয়াভ্যন্তরে জালের ন্যায় অনেকানেক নাড়ী-ছিদ্র আছে,

তাহাই ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর আবরণ-বস্ত্র। আর হৃদয়স্থান হইতে যে নাড়ী ঊর্দ্ধমুখ হইয়া উদ্গত হইয়াছে, সেই সঞ্চরণী নাড়ীই উক্ত ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর স্বপ্নাবস্থা হইতে জাগরিতাবস্থায় উপনীত হইবার পথ। অতঃপর ঊর্দ্ধমুখ নাড়ীর পরিমাণ কথিত হইতেছে—জগতে যেমন একটি কেশকে সহস্র ভাগে বিভক্ত করিলে অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইয়া থাকে, সেইরূপ এই দেহের সম্বন্ধে হিতকারী বলিয়া হিতা নামে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাড়ী সকল বর্ত্তমান; সেই সকল হিতা নাড়ী হৃদয়মধ্যস্থ মাংসখণ্ডে অনুস্যূত আছে, এবং হৃদয় হইতেই উদ্ভূত হইয়া তাহারা কদম্ব-কেশরের ন্যায় দেহের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভুক্ত অন্নের রস সমুদয় এই সমস্ত অতিসূক্ষ্ম নাড়ীর সাহায্যেই সর্ব্বত্র গমনাগমন করে; যেহেতু, এই স্থূলশরীর অন্ন দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, এই জন্য বলিতে হয় যে, সেই বৈশ্বানর দেবতার সূক্ষ্মশরীর ঐ মাল্যাকার নাড়ী-প্রবাহিত অন্ন দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া বর্ত্তমান থাকে। পরন্তু এই দেবতার লিঙ্গশরীর সূক্ষ্ম অন্ন দ্বারাই পরিপুষ্ট জানিবে; কেন না, যদিচ স্থূল অন্ন স্থূলশরীরেরই পরিপোষক, অতএব স্থূল; তথাপিও মূত্রপুরীষাদি স্থূলতমাংশ অপেক্ষা লিঙ্গ-শরীরের পরিপোষক অন্নরস সূক্ষ্ম; ইহা বিচার করিয়া দেখিলেই জানা যায়। অতএব স্থূলশরীরের পোষক খাদ্য সূক্ষ্মশরীরের পোষক খাদ্য হইতে পৃথক্ করিয়া লইতেই হইবে। লিঙ্গশরীরের আহার আরও সূক্ষ্মতর জানিবে। অতএব প্রবিবিক্তাহার (সূক্ষ্মাহার) দেহপিণ্ড হইতে লিঙ্গশরীর যে আরও প্রবিবিক্তাহার, ইহা স্থির। এক্ষণে স্থূলশরীরাভিমানী বৈশ্বানর আত্মা হইতে লিঙ্গাভিমানী তৈজস আত্মা যে সূক্ষ্মান্নের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল ॥ ৩॥

তস্য প্রাচী দিক্প্রাঞ্চঃ প্রাণাঃ দক্ষিণা দিগ্ দক্ষিণে প্রাণাঃ প্রতীচী দিক্ প্রত্যঞ্চঃ প্রাণা উদীচী দিগুদঞ্চঃ প্রাণাঃ ঊর্দ্ধা দিগূর্দ্ধাঃ প্রাণা অবাচী দিগবাঞ্চঃ প্রাণাঃ সর্ব্বা দিশঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্য্যো ন হি শীর্য্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যত্যভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। স হোবাচ জনকো বৈদেহোঽভয়ন্ত্বাগচ্ছতাদ্ যাজ্ঞবল্ক্য যো নো ভগবন্নভয়ং বেদয়সে নমস্তেঽস্ত্বিমে বিদেহা অয়মহমস্মীতি ॥ ৪ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকে চতুর্থোঽধ্যায়ে দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্।

সেই এই হৃদয়াত্মা তৈজসপুরুষ যখন সূক্ষ্ম প্রাণকর্তৃক বিধৃত হয়, তখন তাহাকে প্রকৃতপক্ষে প্রাণই বলা যায়। যে জন এই তত্ত্ব অবগত হইয়া ক্রমে বৈশ্বানর হইতে হৃদয়াত্মক তৈজসভাব প্রাপ্ত হয় ও ক্রমে হৃদয়স্বরূপ তৈজস হইতে প্রাণাত্মাকে প্রাপ্ত হয়, তাহার পূর্ব্বদিক্ পূর্ব্বগত প্রাণ, দক্ষিণ দিক্ দক্ষিণ-গামী প্রাণ, পশ্চিমদিক্ প্রত্যক্‌দিগ্‌বর্ত্তী প্রাণ এবং উত্তর দিক্ উত্তরভাগস্থ প্রাণ, ঊর্দ্ধদিক্ ঊর্দ্ধগত প্রাণ, অধোদিক্ অবাক্ (অধঃ) প্রাণ। অধিক কি, সমস্ত দিকই সমষ্টিভূত প্রাণ। উপাসক এইরূপ জ্ঞানসহকারে উপাসনা দ্বারা ক্রমে সর্ব্বময় প্রাণকে আত্মভাবে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ সর্ব্বময় প্রাণেই আত্মাভিমান করেন।

এইরূপ সর্ব্বভূতাত্মক প্রাণকে ক্রমে প্রত্যগাত্মার সহিত অভিন্নরূপে পর্য্যবসিত করিয়া পরে যিনি দ্রষ্টারও দ্রষ্টা, সেই তুরীয় আত্মাকে 'নেতি নেতি'রূপে সমস্ত প্রপঞ্চের বাধ করিয়া অবশেষে অবশিষ্যমানস্বরূপে প্রাপ্ত হন। জ্ঞানী ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব শরীরাদির (বিশ্ব, বৈশ্বানর, তৈজস) উপর আত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া যে তুরীয় ব্রহ্মকে আত্মরূপে প্রাপ্ত হন, তিনি অগৃহ্য; যেহেতু, ইঁহাকে গ্রহণ করা যায় না; অশীর্য্য, কারণ, তিনি কালধর্ম্মে শীর্ণ হন না; অসঙ্গ, কারণ, কোথায়ও সক্ত (সংক্রামিত) হন না; অবদ্ধ—তিনি ব্যথিত হন না। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে জনক! তুমি জন্মমরণাদিভয়শূন্য আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছ। এক্ষণে, যাজ্ঞবল্ক্য সেই স্থান নির্দ্দেশ করিলেন, যাহা পূর্ব্বে তিনি জনককে বলিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন অর্থাৎ যে স্থানে মৃত্যুর পর যাইবে, তাহা বলিলেন। তখন জনক বলিলেন যে, হে পূজ্য! আপনি যখন শরীরাদি উপাধির অভিমান ত্যাগ করাইয়া আমাকে অভয় ব্রহ্ম লাভ করাইয়াছেন, ইহার ফলে অভয় ব্রহ্ম আপনাকেও অনুসরণ করুক। যখন আপনি আমায় সাক্ষাৎ আত্মদান করিয়াছেন, তখন আপনি বলুন, এই ভবদুক্ত বিদ্যার মূল্যস্বরূপ আর কি দিব? তবে আপনাকে নমস্কার। আজ অবধি এই সমস্ত বিদেহরাজ্য আপনার হউক, আপনি যথেচ্ছরূপে ইহা ভোগ করুন। আর আমিও আপনার দাসরূপে চিরদিন রহিব; এই রাজ্য এবং এই দাসকে আপনার অধীন করুন ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌বৃহদারণ্যকোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ সমাপ্ত।

উপনিষৎসু—চতুর্থাঽধ্যায়স্য

তৃতীয়-ব্রাহ্মণম্

জনকꣳ হ বৈদেহং যাজ্ঞবল্ক্যো জগাম স মেনে ন বদিষ্য ইত্যথ হ যজ্জনকশ্চ বৈদেহো যাজ্ঞবল্ক্যশ্চাগ্নিহোত্রে সমূদাতে তস্মৈ হ যাজ্ঞবল্ক্যো বরং দদৌ স হ কামপ্রশ্নমেব বব্রে তꣳ হাস্মৈ দদৌ তꣳ সম্রাড়েব পূর্ব্বং পপ্রচ্ছ ॥ ১ ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, যাজ্ঞবল্ক্য জনকের নিকট গমন করিয়াছেন, ইহার সহিত এই ব্রাহ্মণের সম্বন্ধ কথিত হইতেছে। সাক্ষাৎ অপরোক্ষ অনুভূতিস্বরূপ বিজ্ঞানময় আত্মাই পরব্রহ্ম, তিনিই সর্ব্বান্তরবর্ত্তী, ইহা "এতদ্ব্যতীত আর দ্রষ্টা নাই, শ্রোতা নাই" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। সেই সর্ব্বান্তর আত্মাই জীবশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া কথনাদি ক্রিয়া দ্বারা প্রাণাদি হইতে স্বতন্ত্ররূপে অনুমান-গম্য হয়। ইহা মধুকাণ্ডে অজাতশত্রু-সংবাদে প্রাণাদির কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব প্রভৃতির প্রত্যাখ্যান দ্বারা নির্ণীত হইলেও পুনশ্চ ঔষস্ত্য প্রশ্নে প্রাণ চেষ্টাদিরূপ হেতু উপন্যাস করিয়া সাধারণভাবে প্রাণাদিকর্ত্তৃরূপে 'যঃ প্রাণেন প্রাণিতি' ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা যাঁহার অস্তিত্ব অবধারিত হইয়াছে, পরে বিশেষভাবে যিনি দ্রষ্টারও দ্রষ্টা ইত্যাদি বাক্যে যাঁহাকে অলুপ্তশক্তিসম্পন্ন বলিয়া অবগত হওয়া যায়, তাঁহার সম্বন্ধে সংসারভোগও কেবল উপাধিসম্বন্ধ বশতঃ বৈ আর কিছুই নহে; যেমন ভ্রমবশতঃ সর্পে রজ্জুজ্ঞান হয়, উষর (মরু) ভূমিতে জলজ্ঞান হয়, শুক্তিকায় রজতভ্রম হয় এবং আকাশেতে নীলিমাবুদ্ধি হয়, তেমন সেই আত্মাতেও অবিদ্যা-বশতঃই সংসার আরোপিত হইয়া থাকে। নচেৎ স্বভাবতঃ আত্মার কোন জন্মমৃত্যু প্রভৃতি নাই, তাহা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, আত্মা নিরুপাধি ও নিরুপাখ্য 'নেতি নেতি'রূপে নিষেধ দ্বারা নির্দ্দেশ্যযোগ্য; তিনি সাক্ষাৎ অনুভূতির বিষয়; তিনিই সর্ব্বান্তর্ব্বর্ত্তী অক্ষর অন্তর্য্যামী ব্রহ্ম, উপনিষদ-বাক্যের লক্ষ্য—সেই প্রশান্ত পুরুষ বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। পরে সেই

ব্রহ্মই ইন্ধসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া প্রথমতঃ স্থূল শরীরে সূক্ষ্মবিষয়োপভোক্তা, প্রবিবিক্তাহার, পরে হৃদয়াভ্যন্তরে সুসূক্ষ্মরূপে বিষয়োপভোক্তা প্রবিবিক্তাহারতর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। অনন্তর তাহা হইতেও উত্তম জগতের আত্মা প্রাণোপাধির কথা বলা হইয়াছে। পরিশেষে জ্ঞানবলে রজ্জু প্রভৃতি অধিষ্ঠানে সর্পাদি ভ্রমলয়ের মত জগদাত্মা প্রাণোপাধিরও বিলয়বিধান করিয়া 'নেতি নেতি' বাক্য দ্বারা নির্দ্দিষ্ট সাক্ষাৎ সর্ব্বান্তর তুরীয় ব্রহ্ম বোধিত হইয়াছেন এবং জনকের সেই তুরীয় ব্রহ্মজ্ঞান বা অভয়প্রাপ্তির কথা পূর্ব্বাধ্যায়ে দেখান হইয়াছে। এই অধ্যায়েও যাজ্ঞবল্ক্য প্রসঙ্গক্রমে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়াবস্থার ইন্ধপ্রবিবিক্তাহার প্রাণব্যূহের ও 'নেতি নেতি' দ্বারা ব্রহ্মের সঙ্ক্ষেপতঃ পরিচয় দিয়াছেন। এক্ষণে জাগ্রত অবস্থা ও স্বপ্নাবস্থা প্রভৃতি উত্থাপন করিয়া মহাতর্কে সেই ব্রহ্মের স্বরূপ বিস্তৃতভাবে জ্ঞাপন করা আবশ্যক, অভয়প্রাপ্তি করাইতে হইবে এবং প্রতিকূল মত ও আশঙ্কা সমুদয় নিরাকরণ করিয়া আত্মার অস্তিত্ব, দেহাদি হইতে পার্থক্য, বিশুদ্ধস্বরূপত্ব, স্বপ্রকাশত্ব, নিত্যশক্তিমত্ত্ব, নিরতিশয় আনন্দস্বভাব ও অদ্বৈতভাব প্রদর্শন কর্ত্তব্য; এই জন্য এই ব্রাহ্মণ আরব্ধ হইতেছে। বিদ্যাদান ও বিদ্যা-গ্রহণের নিয়ম দেখাইবার জন্য এই আখ্যায়িকার অবতারণা হইয়াছে, বিশেষতঃ ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসাও যে এই অধ্যায়ের অন্যতম উদ্দেশ্য, তাহা বরদান প্রভৃতি হইতে সূচিত হইয়াছে।

একদা যাজ্ঞবল্ক্য নামক (পূর্ব্বোক্ত) ঋষি বিদেহাধিপতি জনকের সমীপে গিয়াছিলেন। গমনকালে তিনি এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন যে, আমি রাজাকে নিজের যোগ-ক্ষেমের বিষয়—প্রয়োজন কিছুই বলিব না, কিন্তু এইরূপ মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াও জনকের জিজ্ঞাসিত সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর দিয়াছিলেন। তাঁহার এই সঙ্কল্পের অন্যথাকরণের হেতু কি, তাহা দেখাইবার জন্য শ্রুতি আখ্যায়িকার অবতারণা করিতেছেন।—পুরাকালে এক সময় অগ্নিহোত্র সম্পর্কে জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যের সহযোগ হয়। তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি জনকের অগ্নিহোত্র যাগসম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান দর্শন করিয়া পরিতুষ্টমনে জনক রাজাকে বর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। জনকও কামপ্রশ্ন, অর্থাৎ যথেচ্ছ কামনা-সিদ্ধিরূপ বর প্রার্থনা করেন। যাজ্ঞবল্ক্যও তাঁহাকে সেই বরই প্রদান করেন। এক্ষণে সেই বরদানের প্রভাবে রাজা যাজ্ঞবল্ক্যকে শক্তিশালী জানিয়া তাঁহাকে কোন বিষয়ের ব্যাখ্যায় অনিচ্ছুক, এ জন্য মৌনিভাবে অবস্থিত দেখিয়াও স্বয়ং প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রশ্ন হইতে পারে, যাজ্ঞবল্ক্য সেই অগ্নিহোত্র যজ্ঞপ্রসঙ্গেই জনককে

ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিলেন না কেন? কিন্তু এরূপ শঙ্কার কোনই কারণ নাই; যেহেতু, এই ব্রহ্মজ্ঞান কর্ম্মবিদ্যা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন জাতীয়, পরন্তু, কর্ম্মের সহিত বিরুদ্ধও বটে; কারণ, এই ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মনিরপেক্ষা—স্বতন্ত্রা, অর্থাৎ কর্ম্মের ন্যায় কোনরূপ পৃথক্ সাধনের অপেক্ষা করে না; অথচ পুরুষের পরমপুরুষার্থ—মোক্ষের সাধিকা; সুতরাং অনৌচিত্যবশতঃ সেখানে উহার উপদেশ দেন নাই॥ ১॥

যাজ্ঞবল্ক্য কিংজ্যোতিরয়ং পুরুষ ইত্যাদিত্যজ্যোতিঃ সম্রাড়িতি হোবাচ। আদিত্যেনৈব জ্যোতিষাঽঽস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতীত্যেবমেবৈতদযাজ্ঞবল্ক্য॥ ২॥

জনক রাজা যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্মুখীন করিবার নিমিত্ত ডাকিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য! এই পুরুষ কোন্ জ্যোতিঃসম্পন্ন? অর্থাৎ যে জ্যোতির্দ্বারা নিরন্তর ব্যবহার সম্পাদন করিয়া থাকে? সেই জ্যোতিঃ কি? এখানে এই পুরুষ শব্দে শরীরেন্দ্রিয়ধারী, হস্তপদাদি আকারবিশিষ্ট পুরুষকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। প্রশ্নের মর্ম্ম এই—হস্তপদাদি স্বীয় অবয়বাতিরিক্ত কোন জ্যোতির্দ্বারা কি এই পুরুষ কার্য্য করিয়া থাকে, না স্বীয় অবয়বসমষ্টির অন্তঃপাতী কোনরূপ জ্যোতির্দ্বারা লৌকিক ব্যবহার সম্পাদন করে? যদি বল, এরূপ জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? পুরুষ অতিরিক্ত জ্যোতির্দ্বারাই হউক, বা অনতিরিক্ত জ্যোতির্দ্বারাই হউক, কোন না কোন শক্তি দ্বারা ব্যবহার সম্পাদন করিয়া থাকে, ইহাতে প্রশ্নের অবকাশ কোথায়? উত্তর—হাঁ, আছে। যদি অতিরিক্ত জ্যোতির্দ্বারা জ্যোতিঃ-কার্য্যসমূহ নির্ব্বাহ করাই—আত্মার স্বভাব নির্ণীত হয়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষকার্য্যের মত পরোক্ষকার্য্যেও জ্যোতিঃসম্বন্ধ অনুমান করিতে পারি অর্থাৎ যাহা জ্যোতিঃকার্য্য বলিয়া দৃষ্টিগোচর নহে, তাহাও দৃষ্টানুসারে অনুমান করিতে পারি যে, পুরুষব্যতিরিক্ত জ্যোতির্দ্বারাই জ্যোতিঃকার্য্যসমূহ নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। আর, যদি অব্যতিরিক্ত (স্বস্বরূপ) জ্যোতির্দ্বারাই লৌকিক কার্য্যসমূহ নির্ব্বাহ করা স্বভাব হয়, তাহা হইলে ইহাও কল্পনা করিতে পারা যায় যে, যাহা অপ্রত্যক্ষ জ্যোতিঃস্থানেও জ্যোতির কার্য্য দর্শন করিয়া অনতিরিক্ত জ্যোতির কার্য্য অনুমান করিতে পারি। আর যদি জ্যোতিঃ-কার্য্য সম্পাদন-বিষয়ে ব্যতিরিক্ত বা অব্যতিরিক্ত জ্যোতির কোন নিয়ম থাকে, তাহা হইলে দৃষ্ট-কার্য্যের ন্যায় অদৃষ্ট-কার্য্যেও

অনিয়ম হইতে পারে, ইত্যাদি বিবিধ শঙ্কান্বিত হইয়া জনক রাজা যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই পুরুষ কিরূপ জ্যোতির্দ্বারা জ্যোতির কার্য্য-সমূহ সম্পাদন করে? অবশ্যই এখানে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি জনকের এতই অনুমান করিবার নিপুণতা থাকে, তাহা হইলে আর এই কথা যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন কি? নিজেই ইহার মীমাংসা করিয়া একতর পক্ষ অবলম্বন করিলেন না কেন? উত্তর—হ্যাঁ, তাহা সত্য; তথাপি এরূপ দুর্ব্বোধ স্থলের হেতু-সাধ্য ভাব অতি সূক্ষ্ম বা দুর্জ্ঞেয়; সুতরাং তাহার ব্যাপ্তিসম্বন্ধও অতি দুর্জ্ঞেয়, এরূপ স্থলে সমবেত বহু পণ্ডিতের পক্ষেও যাহা অতি দুর্জ্ঞেয়—অমীমাংস্য, তাহা একের পক্ষে আর কথা কি? ইহা স্বতঃই মনে হয়। এই জন্য দুরূহ বিষয়ের নির্দ্ধারণ করিতে হইলে পণ্ডিত-সভার আহ্বান করা হইয়া থাকে এবং যে-সে পুরুষ দ্বারাও ইহার নির্ণয় হয় না,—বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন পুরুষের প্রয়োজন, এই নিমিত্তই উক্ত হইয়াছে যে, "দশাবরা পরিষৎ, ত্রয়ো বৈকো বেতি" * অর্থাৎ সাধারণ ধর্ম্মপরীক্ষক দশ জন দ্বারা পরিষৎ-কার্য্য সম্পন্ন হয়, বিশিষ্টগুণসম্পন্ন তিন জন দ্বারাও সভার কার্য্য হইতে পারে, তদপেক্ষা অধিক গুণশালী এক জন সভ্যও ধর্ম্মনিরূপণে সমর্থ।

অতএব রাজার স্বতঃ অনুমানাদিতে কৌশল বা দক্ষতা সত্ত্বেও প্রশ্ন করা অসঙ্গত হয় নাই। কারণ, ব্যক্তিভেদে বিজ্ঞান-কৌশলের তারতম্য অবশ্যই আছে। অথবা শ্রুতি স্বয়ংই গল্পপ্রসঙ্গে অনুমানের পথ ধরিয়া পুরুষভেদে মতভেদ আমাদিগকে বুঝাইতে প্রবৃত্ত, ইহার এরূপ উদ্দেশ্যও বলা যায়। সে যাহা হউক, প্রকৃত কথা এই—যাজ্ঞবল্ক্য জনকের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া জনককে হস্তপদাদি হইতে অতিরিক্ত আত্ম-জ্যোতির বিষয় বুঝাইবার নিমিত্ত লোক-প্রসিদ্ধি অনুসারে ব্যতিরিক্ত জ্যোতির লক্ষণ সকলের উপন্যাস করিতে লাগিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে সম্রাট্! আদিত্য নামে একটি প্রসিদ্ধ জ্যোতিঃ আছে। এই পুরুষ আদিত্যরূপী জ্যোতিঃসাহায্যে সমস্ত জ্যোতিঃ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। কারণ, এই জীব নিজের হস্ত-পদাদি সকল অবয়ব হইতে স্বতন্ত্র অথচ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সহকারী এই আদিত্যরূপ জ্যোতিঃসাহায্যে

* "ধর্ম্মেণাধিগতো যৈস্তু বেদঃ সপরিবৃংহণঃ। তে শিষ্টা ব্রাহ্মণা জ্ঞেয়াঃ শ্রুতি-প্রত্যক্ষ-হেতবঃ। দশাবরা বা পরিষদ্ যং ধর্ম্মং পরিচক্ষতে। ত্র্যবরা বাপি বৃত্তস্থাস্তং ন ভূয়ো বিচারয়েৎ॥" ইহার মর্ম্ম এই;—যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বিধ্যনুসারে সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, শ্রুতির তাৎপর্য্যগ্রাহী সেই সকল ব্রাহ্মণই শিষ্ট; তাদৃশ শিষ্ট দশ জন, তিন জন বা অন্ততঃ এক জন দ্বারা পরিপূর্ণ সভা যাহা যাহা স্থির করিবে, তাহাই সিদ্ধান্ত।

উপবেশন করে, ক্ষেত্র, অরণ্য প্রভৃতি নানা স্থানে পর্য্যটন করে এবং তত্তৎস্থানে যাইয়া নিজ নিজ কর্ম্ম করে, পুনশ্চ প্রত্যাবৃত্ত হয়। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যায়, হস্তপদাদি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এই জ্যোতির্দ্বারা এই সকল লৌকিক ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়। এই বাহ্য জ্যোতির দেহাদি অত্যন্ত পার্থক্য দেখাইবার জন্যই অনেকগুলি কার্য্য প্রদর্শিত হইল এবং সেই ব্যতিরিক্ত বাহ্য জ্যোতির অনুমাপক হেতু-সমূহের কার্য্যগত ব্যভিচার নাই, ইহা দেখাইবার নিমিত্ত অনেক বাহ্য জ্যোতির উল্লেখ করা হইয়াছে। জনক এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা এইরূপই ॥ ২ ॥

অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইতি চন্দ্রমা এবাস্য জ্যোতির্ভবতীতি চন্দ্রমসৈবায়ং জ্যোতিষাঽস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতীত্যেবমেবৈতদ্‌যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ৩ ॥

জনক পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য! ভবদুক্ত আদিত্য-জ্যোতিঃ অস্তমিত হইলে এই পুরুষ কোন্ জ্যোতির্দ্বারা কার্য্য সম্পাদন করেন? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, আদিত্য অস্তমিত হইলে চন্দ্রমাই পুরুষের ব্যবহারসাহায্যে জ্যোতিঃস্বরূপে পরিগৃহীত হয়, অর্থাৎ পুরুষ এই জ্যোতিঃসাহায্যেই স্থিতি, উপবেশন, পর্য্যটন, কর্ম্ম-সম্পাদন এবং প্রত্যাগমন প্রভৃতি করিয়া থাকেন। রাজা যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন যে, হ্যাঁ, ইহা এই রকমই বটে ॥ ৩ ॥

অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইত্যগ্নিরেবাস্য জ্যোতির্ভবতীত্যগ্নিনৈবায়ং জ্যোতিষাঽঽস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতীত্যেবমেবৈতদ্‌যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ৪ ॥

রাজা পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য! এই আদিত্য ও চন্দ্রমা এই দুই জ্যোতিঃ অস্তমিত হইলে পুরুষ কোন্ জ্যোতিঃসম্পন্ন হয়? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, ইঁহারা অস্তমিত হইলে অগ্নিই তাহার জ্যোতিঃ-কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। তখন পুরুষ এই অগ্নি-জ্যোতির সাহায্যে স্থিতি, উপবেশন,

নানা স্থানে পর্য্যটন, কর্ম্মাচরণ এবং প্রত্যাগমন প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া থাকে। জনক যাজ্ঞবল্ক্যের কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা ঠিক্ ॥ ৪ ॥

অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে শান্তেঽগ্নৌ কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইতি বাগেবাস্য জ্যোতির্ভবতীতি বাচৈবায়ং জ্যোতিষাঽঽস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতীতি তস্মাদ্বৈ সম্রাড়পি যত্র স্বঃ পাণির্ন বিনির্জ্ঞায়তেঽথ যত্র বাগুচ্চরত্যুপৈব তত্র ন্যেতীত্যেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ৫ ॥

জনক জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য! যখন এই আদিত্য, চন্দ্র এবং অগ্নি এই ত্রিবিধ জ্যোতিই বিলয়প্রাপ্ত হয়, তখন পুরুষ কোন্ জ্যোতিঃসাহায্যে কার্য্য সম্পাদন করে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, তখন বাক্যই পুরুষের জ্যোতিঃ-কার্য্য-সম্পাদক হয়; তখন পুরুষ বাক্যরূপ জ্যোতির্দ্বারাই অবস্থান করে, গমন করে, অন্যান্য কার্য্য করে এবং প্রত্যাবর্ত্তন করে; কারণ, যে সময়ে নিজ হস্ত পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় না, তখনও উদ্বোধক-বাক্য অর্থাৎ শব্দ দ্বারা তাহা প্রতীত হয়। তাৎপর্য্য এই—শব্দ দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের উদ্দীপনা হয়, শ্রোত্রেন্দ্রিয় উদ্দীপিত হইলে মনে বিবেচনাশক্তির উত্তেজনা হয়; সকল লোক এই মনের সাহায্যেই বাহ্য সমস্ত চেষ্টা করে। এই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন যে, "মনসা হ্যেব পশ্যতি, মনসা শৃণোতি", মনের দ্বারাই দেখে, মনের দ্বারাই শুনে ইত্যাদি। এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, বাক্যের এমন কি সাধারণ ধর্ম্ম আছে—যাহাতে তাহাকে জ্যোতিঃস্বরূপ বলা যাইতে পারে? পরন্তু, বিচার করিয়া দেখিতে গেলে বাক্যের জ্যোতিষ্ট্ব (জ্যোতিঃ-স্বরূপত্ব) নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ। এই আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত শ্রুতি বলিতেছেন যে, যেহেতু, পুরুষ এই বাক্যরূপ জ্যোতির অনুগ্রহ লাভ করিয়া সমস্ত ব্যবহার নিষ্পাদন করে, সেই হেতু বাক্যের জ্যোতিঃস্বরূপত্ব অপ্রসিদ্ধ নহে। কিরূপে? দেখ, যখন বর্ষাকালে অন্ধকার-নিবিড় জলদজালে দিগ্দিগন্ত পর্য্যন্ত প্রায়ই সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়, অন্য প্রকার জ্যোতিঃও বিলুপ্ত হয়, এমন কি, নিজের হস্তও স্পষ্টভাবে জ্ঞাত

হয় না, তখন বাহ্য সর্ব্ববিধ জ্যোতির অভাবে সকল প্রকার লৌকিক ব্যবহার বিলুপ্ত হওয়াই সম্ভব। কিন্তু স্বীকার করিতে হইবে যে, তখনও, এমন কোন একটি জ্যোতিঃ থাকে—যাহার দ্বারা তৎকালে সমস্ত ব্যবহার সম্পন্ন হয়। তাহা বাক্-জ্যোতিঃ ; কেন না, যেখানে শব্দ উচ্চারিত হয়, অর্থাৎ যেখানে কুকুরে শব্দ করে, কিম্বা গর্দ্দভ কোন চীৎকার করে, পুরুষ সেই স্থানেই উপস্থিত হয়, তখন শব্দ দ্বারাই শ্রোত্র এবং মনের দৃঢ়ভাবে মিলন হইয়া থাকে। কাজেই বুঝিতে হইবে যে, বাক্যই জ্যোতির কার্য্যকারী ও তাদৃশ শক্তিপ্রাপ্ত। শুধু শব্দ নহে, গন্ধাদি দ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয়াদি অনুগৃহীত হইলেও লৌকিক কার্য্য সমুদয় সম্পন্ন হইয়া থাকে : অতএব শব্দের ন্যায় গন্ধ প্রভৃতিকেও জ্যোতিঃ-স্বরূপে গ্রহণ করিবে। সুতরাং গন্ধাদি দ্বারাও এই কার্য্যকরণসঙ্ঘাত-রূপী আত্মার উপকার হইয়া থাকে, ইহা নির্দ্ধারিত হইল। জনক এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, হ্যাঁ, যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা এইরূপই ॥ ৫ ॥

অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে শান্তেঽগ্নৌ শান্তায়াং বাচি কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইত্যাত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতীত্যাত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাঽঽস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতীতি ॥ ৬ ॥

জনক পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য! আদিত্য, চন্দ্র, অগ্নি, এমন কি, কথিত শব্দজ্যোতিঃ ও ইন্দ্রিয়ের অনুগ্রাহক (শক্তিবর্দ্ধক) গন্ধ প্রভৃতি জ্যোতিঃও প্রশমিত হইলে তখন পুরুষের সমস্ত চেষ্টা লোপ পাইতে পারে ; তখন কোন্ জ্যোতির্দ্বারা বাহ্য চেষ্টা সম্পাদিত হয়? প্রশ্নের অভিপ্রায় এই—জাগ্রৎ-কালে স্বভাবতঃই বহির্মুখে প্রবৃত্ত পুরুষের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল যখন আদিত্য প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থের অনুগ্রহ লাভ করে, তখনই পরিস্ফুট আলোকের সাহায্যে পুরুষের সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার সুস্পষ্টভাবে সম্পন্ন হয়। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, জাগ্রৎকালে পুরুষ যে কোন কার্য্য করে, তত্তাবৎই দেহেন্দ্রিয়াদি-ব্যতিরিক্ত বাহ্য কোন না কোন জ্যোতির সাহায্যেই করিয়া থাকে ; অতএব আমরা বিবেচনা করিতে পারি যে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালে যখন সমস্ত বাহ্যজ্যোতিঃ

বিলুপ্ত হয়, সেই কালেও পুরুষের দেহেন্দ্রিয়াদি-ব্যতিরিক্ত জ্যোতির্দ্বারাই জ্যোতির কার্য্য হইয়া থাকে। দেখা যায়, স্বপ্নকালে বন্ধুদর্শন, তাহার সহিত বিচ্ছেদ এবং অন্যান্য দেশে গমনাগমন প্রভৃতি প্রত্যক্ষ হয়, তাহাও জ্যোতিঃকার্য্য। আর সুষুপ্ত ব্যক্তিরও সুষুপ্তিভঙ্গের পর 'আমি সুখে নিদ্রিত ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই' এইরূপ স্মরণ হইয়া থাকে। স্মরণমাত্রই অনুভূতিসাপেক্ষ, অতএব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সুষুপ্তিকালীন কোন জ্যোতিঃ না থাকিলে সুখ ও অজ্ঞানের অনুভূতি হইতে পারে না। অতএব অবশ্য তৎকালীন অনুভূতি জ্যোতির্বিশেষের কার্য্য। এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, শব্দও (গন্ধাদি) প্রশমিত হইলে পর পুরুষের সেই জ্যোতিঃ কি? অর্থাৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালে কোন্ জ্যোতির কার্য্য সজ্ঘটিত হয়? উত্তর—সেই সময়ে (স্বপ্ন ও সুষুপ্তিসময়ে) আত্মাই পুরুষের জ্যোতিঃস্থানীয় হয়। ঐ জ্যোতিঃ দেহেন্দ্রিয়াদি অবয়বব্যতিরিক্ত অথচ আদিত্যাদি জ্যোতির ন্যায় দেহেন্দ্রিয়াদি সমুদায়ের প্রকাশক। তিনি বাহ্য অন্যান্য জ্যোতির ন্যায় অন্য কোন জ্যোতির্দ্বারা প্রকাশ্য নহেন—স্বয়ং প্রকাশমান। এখানে অন্তঃস্থ জ্যোতিঃই আত্মশব্দে অভিহিত হইয়াছে; সুতরাং মানিতে হইবে, সেই অবাহ্য জ্যোতিঃ দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্, তিনিই আত্মা। এখানে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, যাঁহারা দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে অতিরিক্ত অথচ দেহেন্দ্রিয়াদির অনুগ্রাহক (প্রকাশক) আদিত্যাদি জ্যোতিঃ, তাঁহারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত হন, কিন্তু এই আত্মজ্যোতিঃ কখনও চক্ষুরাদি দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত হয় না এবং আদিত্যাদি জ্যোতিঃ প্রশমিত হইলেও এই জ্যোতির কার্য্য নিবৃত্ত হয় না। যেহেতু, সেই সময়ে পুরুষ এই আত্ম-জ্যোতির্দ্বারাই উপবেশন করে, ইতস্ততঃ গমন করে, নানাবিধ কর্ম্ম করে এবং গত-প্রত্যাগত হয়। অতএব অন্তর্বর্ত্তী যে আত্মা নামে একটি জ্যোতিঃ আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আরও এক কথা, এই কথিত জ্যোতিঃপদার্থটি আদিত্যাদি জ্যোতিঃ হইতে স্বতন্ত্র লক্ষণসম্পন্ন ও অভৌতিক (পঞ্চভূত হইতে অনুৎপন্ন)। কারণ, তাহা সূর্য্যাদি জ্যোতির ন্যায় ভৌতিক হইলে অবশ্যই চক্ষুরাদি দ্বারা গৃহীত হইত। কিন্তু যখন গৃহীত হয় না, তখন ভৌতিক নহে।

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের সন্দেহ-নিবারণের জন্য শ্রুতি নিজেই শঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন। প্রথমতঃ আপত্তি হইতেছে, পূর্ব্বে যে আদিত্যাদি ব্যতিরিক্ত আন্তর জ্যোতির কথা বলা হইয়াছে, তাহা অসৎ কথা। কারণ, সজাতীয় বস্তুই

অপর সজাতীয় বস্তুর উপকার করিয়া থাকে, কখনই বিজাতীয় বস্তু বিজাতীয় বস্তুর উপকার করে না। অতএব আদিত্যাদি জ্যোতিঃ হইতে পৃথক্ ধর্ম্মাক্রান্ত কোনও আন্তর জ্যোতিঃ প্রকাশকার্য্য নির্ব্বাহ করে, এ কথা কখনও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। যখন দেখিতেছি যে, ভৌতিক আদিত্যাদি জ্যোতিঃই তৎসজাতীয় (ভৌতিক) কার্য্য-করণাত্মক শরীরের উপকার করিয়া থাকে, তখন অদৃষ্ট বিষয়ের কল্পনার অপেক্ষা দৃষ্টানুসারে অনুমান করাই উচিত। আর যদিই না কি আদিত্যাদির ন্যায় কার্য্যকরণ (দেহেন্দ্রিয়াদি) সমুদয় হইতে পৃথক্ আন্তর কোন জ্যোতিঃই দেহেন্দ্রিয়াদির প্রকাশকরূপে মানিতে হয়, তথাপি দেহেন্দ্রিয়াদি সঙ্ঘাতের সমানজাতীয় বস্তু বলিয়া স্বীকার করা হউক ; কেন না, সেই জ্যোতিঃ আদিত্যাদির ন্যায় দেহেন্দ্রিয়ের প্রকাশরূপ উপকারসাধন করে।

আর যে বলা হইয়াছে, আন্তর জ্যোতিঃ অন্তর্ব্বর্ত্তী ও প্রত্যক্ষের অগোচর বলিয়া আদিত্যাদি বাহ্য জ্যোতিঃ হইতে বিলক্ষণ ও অভৌতিক হইবে, এ অনুমানও ব্যভিচার-দোষগ্রস্ত, সদনুমান নহে। কারণ, তাহা হইলে চক্ষুরাদি জ্যোতিও অপ্রত্যক্ষত্ব ও অন্তর্গতত্ব হেতু আদিত্যাদি হইতে বিলক্ষণ ও অভৌতিক হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ তাহা নহে, এই ব্যভিচারদোষদুষ্ট হেতু দ্বারা অনুমানের নির্দ্দোষত্ব কোথায় ? অতএব দেহেন্দ্রিয়াদিব্যতিরিক্ত বিলক্ষণ (অলৌকিক) একটা আত্মজ্যোতিঃ আছে ; ইহা কল্পনামাত্র। আর এক কথা, যখন দেখিতে পাই যে, তোমার কথিত জ্যোতির কার্য্যও এই দেহেন্দ্রিয়াদির সত্তাতেই হয়, নচেৎ হয় না, তখন তোমার কথিত আত্মজ্যোতিকেও শরীর-ধর্ম্ম বলিয়াও অনুমান করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ তুমি (বেদান্তী) যে সামান্যতোদৃষ্ট নামক অনুমান * সাহায্যে আদিত্যাদিব্যতিরিক্ত ও কার্য্যকরণ (দেহেন্দ্রিয়) সমষ্টি হইতে স্বতন্ত্র এক জ্যোতিঃ সিদ্ধ করিতেছ, সেই সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান অব্যভিচারী নহে, তবেই ব্যভিচারী সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান দ্বারা অনুমেয় বিষয় স্থির হইতেও পারে, এবং না হইতেও পারে, সুতরাং তাহার প্রমাণ কোথায় ? আর এইরূপ অনুমান কখনই প্রত্যক্ষের বাধ্য করিতে পারে না। দেখ, এই দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়াদি-পরিব্যাপ্ত এই স্থূলদেহই যে দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞানাদি কার্য্য করিয়া

* অনুমান সাধারণতঃ ত্রিবিধ ;—পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ এবং সামান্যতোদৃষ্ট। তন্মধ্যে কার্য্য দ্বারা কারণানুমান—পূর্ব্ববৎ। কারণ দ্বারা কার্য্যানুমান—শেষবৎ এবং কোন এক সাধারণ ধর্ম্ম দ্বারা যে অনুমান করা হয়, তাহা সামান্যতোদৃষ্ট। যেমন ক্রিয়ামাত্রই করণসাধ্য। গমনও ক্রিয়া, সুতরাং তাহাও করণ-সাধ্য হইবে। ছেদনাদি ক্রিয়ার ন্যায় এই অনুমান কদাচিৎ সফল না-ও হয়।

থাকে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং এই প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিরুদ্ধে এতদতিরিক্ত জ্যোতির অনুমান কথনই প্রমাণসিদ্ধ নহে। যদিই নাকি দেহাতিরিক্ত আন্তর কোন জ্যোতিঃ সূর্য্যাদির ন্যায় এই দেহের স্পন্দনাদি ক্রিয়ার কারণ হয়, হউক, তাহাকে আত্মা বলিব না, সে একটি বহির্জ্যোতির মতই দেহাদির উপকারক আন্তর জ্যোতিঃ। অতএব সাক্ষাৎসম্বন্ধে যে দর্শন-শ্রবণাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে, সেই (প্রত্যক্ষ) আত্মা, তাহা শরীরেন্দ্রিয়সমষ্টিস্বরূপ। এতদতিরিক্ত আত্মা কথঞ্চিৎ অনুমানগ্রাহ্য হইলেও প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ বলিয়া কখনই স্বীকৃত হইতে পারে না। অবশ্য ইহার উপর এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, যদি দর্শনাদি-ক্রিয়ার কর্ত্তা এই স্থূলদেহই আত্মা হয়, তাহা হইলে এই দেহরূপ আত্মার (সুস্থাবস্থাতেও) কখনও কোন বিষয়ে জ্ঞান হয় এবং কখনও জ্ঞান হয় না কেন? বরং দেহরূপী আত্মা যখন অবিকলভাবে বর্ত্তমান আছে, তখন সর্ব্বদাই সমভাবে জ্ঞান হওয়া উচিত, কিন্তু তাহা না হইবার কারণ কি? তাহার উত্তরে বলিব যে, না,—ইহা দোষাবহ নহে, ইহাই তাহার স্বভাব, ইহাতে অন্য কোন কারণ নাই। সর্ব্বজন-প্রত্যক্ষই তাহার হেতু; অর্থাৎ যাহা সর্ব্বজনের প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহাতে এ-টা কেন হয়, এবং এ-টা কেন হয় না, ঐ প্রশ্নের অবকাশ কোথায়? দেখ, খদ্যোতের আলোক কখন প্রকাশ পায় এবং কখন প্রকাশ পায় না, ইহাতে বলিতে পার যে, কেন ঐরূপ হয়? এ স্থলে যেমন কোন কারণ অনুমান করা হয় না, ঐরূপ দেহাত্মার সাময়িক জ্ঞান ও অজ্ঞান প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়াই "কেন হয়?" এ কথা বলিবার আর অবসর নাই। আর কোন একটা বিশেষ ধর্ম্ম না থাকিলেও যদি সামান্য ধর্ম্ম-মাত্র গ্রহণ করিয়া অনুমান করিতে হয়, তাহা হইলে যে কোন একটি সামান্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সকল স্থানেই সর্ব্ববিষয়ের অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে ক্ষতি আছে। বস্তু কখনই তাহার স্বভাব ত্যাগ করে না, শত অনুমান করিলেও বস্তু কখনই স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না। অগ্নির উষ্ণতা ও জলের শীতলতা স্বভাব ব্যতীত অন্য কোন কারণসাপেক্ষ নহে। অনুমান দ্বারা সে স্বভাব চ্যুত হয় না। যদি বল যে, প্রাণিগণের ধর্ম্মাধর্ম্মবশতঃই এইরূপ বস্তুগত বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে। না,—তাহাও বলিতে পার না। কারণ, তাহা হইলে অনবস্থা-দোষের প্রসক্তি হয়, অর্থাৎ প্রাণীর জ্ঞানাজ্ঞান যদি প্রাণীর অদৃষ্ট-সাপেক্ষ হয়, তবে সেই অদৃষ্টও নিশ্চয়ই কোন না কোন কর্ম্ম-সাপেক্ষ, সে-ও আবার কারণান্তরসাপেক্ষ ইত্যাদিরূপে অনবস্থা আসিয়া পড়ে। অথচ এই

অনবস্থাদোষ তার্কিক-সম্প্রদায়ের অসম্মত; অতএব বস্তুর স্বভাবসিদ্ধ শক্তি অপলাপ করিবার নহে, ইহা স্থির হইল। সম্প্রতি বৈদান্তিকগণ তাহার প্রতিবাদে বলেন যে, না, দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি আত্মা হইতে পারে না, কারণ, দেখা যায়, স্বপ্নে ও স্মৃতিকালে লোক পূর্ব্ব-দৃষ্ট বস্তুরই পুনর্দ্দর্শন করে; কিন্তু যাহারা স্বভাবের প্রাধান্যানুসারে দেহেরই দর্শনাদি ক্রিয়া স্বীকার করে, তাহাদের মতে স্বপ্নে পূর্ব্ব-দৃষ্টের পুনর্ব্বার দর্শন (চক্ষুরাদির নিমীলন বশতঃ) কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না। দেখ, অন্ধ ব্যক্তিও যখন স্বপ্ন দেখে, তখন সে চক্ষুষ্মান্ অবস্থায় চক্ষুর্দ্বারা যাহা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, চক্ষুঃ নষ্ট হইলে অন্ধাবস্থায়ও স্বপ্নেতে তাহাই দেখে; কিন্তু অদৃষ্টপূর্ব্ব শাকদ্বীপাদিস্থিত বস্তু কখনও দেখে না; অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে স্বপ্নাবস্থায় পূর্ব্ব-দৃষ্ট বস্তু দর্শন করে, চক্ষুর অবস্থিতিকালে সে-ই ঐ সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, কিন্তু তাহা দেহ নহে, কিন্তু দেহকে দ্রষ্টা বলিলে আর অন্ধের স্বপ্নদর্শন সম্ভবপর হয় না। কেন না, যাহা দ্বারা প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। অথচ জগতে ইহা লোকমুখে প্রসিদ্ধ আছে, আমি পূর্ব্বে হিমালয়ের শৃঙ্গ চক্ষে দেখিয়াছি, এক্ষণে স্বপ্নে দেখিলাম, এ উক্তি উদ্ধৃত-চক্ষু অন্ধের মুখেও শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব চক্ষু উদ্ধৃত না হইলেও যে স্বপ্নদর্শনের কর্ত্তা, সেই আত্মা, দেহ নহে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। স্বপ্নের ন্যায় স্মরণের কালেও দেহকে আত্মা এবং দর্শনাদির কর্ত্তা বলিলে বড় বিরোধ উপস্থিত হয়। কারণ, স্মরণের পক্ষেও এই নিয়ম যে, যে যে বস্তু পূর্ব্বে দর্শন করে, পরেও সে-ই সেই বস্তুর স্মরণ করে। স্মৃতি ও অনুভূতির একই কর্ত্তা। যখন এইরূপ নিয়ম সিদ্ধ হইল, তখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়াও স্মরণ করিতে পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুই প্রত্যক্ষের মত দর্শন করে; অতএব দেহাত্ম-বাদীর পক্ষে চক্ষু থাকিতে যাহা দেখা গিয়াছে, অন্ধাবস্থায় আর সে বিষয়ের স্মরণ হইতে পারে না। কারণ, যে চক্ষু দর্শন করিয়াছিল, দর্শনকর্ত্তার সেই চক্ষু আর এক্ষণে নাই; সুতরাং স্মরণ করে কে? এইরূপ চক্ষু মুদ্রিত থাকিলেও স্মরণে যে রূপ দৃষ্টিগোচর করে, সেই ব্যক্তিই অনিমীলিত চক্ষু অবস্থায়ও রূপের দ্রষ্টা বলিতে হইবে। অতএব ইহা দ্বারা জানিতে হইবে যে, এই চক্ষু কখনও দ্রষ্টা নহে, এইরূপে সম্পূর্ণ দেহই কোন কার্য্যের কর্ত্তা নহে। আরও এক কথা, যদি দেহই কর্ত্তা হইত, তাহা হইলে মৃতদেহও অবশ্যই দর্শনাদি কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিত; অতএব যাহার সত্তায় দেহের ক্রিয়া হয় এবং যাহার অসত্তায় দেহের ক্রিয়া হয় না,

তাহাই দর্শনাদি সমস্ত ক্রিয়ার কর্ত্তা; কিন্তু দেহ কথনই নহে, ইহা সিদ্ধান্তিত হইল।

যদি বল যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-সমূহই দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা? তাহাও বলিতে পার না, কারণ, তাহা হইলে "যে আমি রথ দেখিয়াছি, সেই আমিই এক্ষণে স্পর্শ করিতেছি" এইরূপ লৌকিক প্রত্যভিজ্ঞা কখনও উৎপন্ন হইতে পারে না। কেন না, পূর্ব্বে দর্শনের কর্ত্তা চক্ষু, স্পর্শের কর্ত্তা ত্বক্ হইতে ভিন্ন; সুতরাং "যে আমি দেখিয়াছিলাম, সেই আমিই স্পর্শ করিতেছি," এইরূপ আত্মার অভিন্নজ্ঞান এক (ইন্দ্রিয়) আত্মা ব্যতীত সম্ভব কোথায়? অথচ চক্ষু এবং ত্বক্ যে পরস্পর ভিন্ন, ইহা সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ। এই ভয়ে যদি মনকেই দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা বলিতে চাও, তাহাও বলিতে পার না। কেন না,—রূপ-রসাদি ভোগ্য পদার্থ সকল যেমন বিষয়-(দৃশ্য) শ্রেণীভুক্ত বলিয়া আত্মা হইতে পারে না, মনও তেমনই বিষয়-শ্রেণীভুক্ত বলিয়া আত্মা হইতে পারে না, অর্থাৎ মনও আত্মার এক প্রকার দৃশ্য; অতএব আত্মা দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা হইবে কিরূপে? অতএব অগত্যাই আদিত্য প্রভৃতি জ্যোতির ন্যায় দেহাদি হইতে পৃথক্ অভ্যন্তরস্থ একটি জ্যোতিঃ স্বীকার করিতে হইবে। আর যে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আন্তর জ্যোতিঃও দেহেন্দ্রিয়-সমষ্টির সজাতীয় হওয়াই উচিত, অর্থাৎ যেমন দেহেন্দ্রিয়াদির উপকারক আদিত্যাদি জ্যোতিঃ উহার সমানজাতীয়, সেইরূপ দেহেন্দ্রিয়াদির উপকারক আন্তর জ্যোতিঃও উহার সজাতীয় হইবে। যেহেতু, উপকারকমাত্রই উপক্রিয়মাণ বস্তুর সজাতীয় হইয়া থাকে। ইহা অতি তুচ্ছ কথা; কারণ, উপকার্য্যোপকারকে এরূপ কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই যে, সজাতীয় বস্তু দ্বারাই সজাতীয় বস্তুর উপকার হয়, বিজাতীয় দ্বারা হয় না, তাহা হইলে দেখ, পার্থিব কাষ্ঠ দ্বারা বা পার্থিব সমানজাতীয় তৃণ, উলপ প্রভৃতি দ্বারা বিজাতীয় অগ্নির উৎপত্তি হয় কেন? ইহা দ্বারা এমন কোন অনুমান করা চলে না যে, তাহার সমানজাতীয় দ্বারাই অগ্নির উপকার (উৎপত্তি) ঘটিবে, অন্য দ্বারা নহে; তাহা হইলে তেজের বিজাতীয় জল দ্বারা বৈদ্যুতিক অগ্নির উপকার হয় কেন? এবং জাঠরাগ্নিরও পরিপোষণ হয় কেন? অতএব সজাতীয় পদার্থ দ্বারাই যে সজাতীয় পদার্থের উপকার হয়, এমন কোন নিয়ম নাই, কদাচিৎ মনুষ্যগণের সজাতীয় দ্বারাও উপকার হয়, কদাচিৎ বিজাতীয় স্থাবর পদার্থ দ্বারাও উপকার হইয়া থাকে। অতএব ইহা স্থির হইল যে; দেহেন্দ্রিয় সজাতীয় আদিত্যাদি জ্যোতি দ্বারা উপকারদর্শন

কোনরূপেই সজাতীয় বস্তুদ্বয়ের উপকার্য্যোপকারকভাব কল্পনার প্রতি হেতু হইতে পারে না। আরও যে তুমি বলিয়াছ যে, আদিত্য প্রভৃতি দেহের উপকারক জ্যোতিঃ-সমূহের মত যখন চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা অদৃশ্যত্বহেতু দেহাতিরিক্ত জ্যোতির অস্তিত্ব এবং অপরাপর জ্যোতিঃপদার্থ হইতে ভিন্নরূপত্ব সাধন করিতে পারে না, তাহার কারণ ঐ হেতু ; চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ান্তর্ভাবে ব্যভিচারী, এ কথাও কথামাত্র ; কারণ, সেই অদৃশ্যত্ব হেতু অংশে 'চক্ষুরাদি ভিন্ন' বিশেষণ দিলেই আর ঐ হেতুর ব্যভিচার দোষের আশঙ্কা থাকে না।

আর যে শরীরোপকারক জ্যোতিকে শরীরের তুল্যধর্ম্মী বলিয়া আপত্তি করা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত নহে ; কারণ, তাহা 'আদিত্যাদি জ্যোতির ন্যায় শরীরেন্দ্রিয়সমষ্টি হইতে আন্তর জ্যোতিঃ বিভিন্ন' এই পূর্ব্বোক্ত অনুমানের বিরুদ্ধ অর্থাৎ যদি আন্তর জ্যোতিকে দেহধর্ম্ম বলা যায়, তবে ঐ অনুমানই তাহার বিরোধী ; বিশেষতঃ জ্যোতিকে দেহধর্ম্ম বলিলে তদ্ভাবভাবিত্ব অর্থাৎ দেহের সত্তায় তাহার সত্তা এবং অসত্তায় অসত্তা স্বীকার করিতে হয়, বস্তুতঃ তাহা হয় না ; কেন না, মৃত্যুর পর দেহ থাকিতেও জ্যোতির সত্তা বিলুপ্ত হয়। অতএব ঐ উক্তি কথামাত্র। আর যদি তোমার মনে তাদৃশ অনুমান প্রমাণমধ্যেই গণ্য না হয়, তাহা হইলে অহরহঃ ক্রিয়মান্ পান-ভোজনাদি ক্রিয়াও বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। কারণ, কোন সময়ে ভোজন দ্বারা ক্ষুধানিবৃত্তি হইতে দেখিয়া লোকের মনে রূপ ধারণা, বা ব্যাপ্তি বদ্ধমূল হইয়া থাকে যে, ভোজনকার্য্যটি ক্ষুধা-নিবারক এবং জলপান-কার্য্যটি পিপাসা নিবারক ইত্যাদি, অতএব এই সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের বলে যখনই ক্ষুধা পায় বা পিপাসা হয়, তখনই ভোজন ও পান করিতে প্রবৃত্তি হয় ; কিন্তু যদি সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান প্রমাণই না বল, তাহা হইলে কদাপি তোমার মতে ক্ষুধা হইলে ভোজনাদিতে প্রবৃত্তি না হউক, অথচ বুভুক্ষু ও পিপাসুমাত্রকেই উপযুক্ত ভোজনে ও জলপানে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়।

আর যে এই দেহকেই দর্শনাদি-ক্রিয়াকর্ত্তা বলা হইয়াছে, তাহা ইতঃপূর্ব্বেই স্বপ্ন ও স্মৃতির ব্যাপারে দেহ হইতে দ্রষ্টার পৃথক্ত্ব-প্রদর্শন দ্বারাই খণ্ডিত হইয়াছে এবং ইহা দ্বারাই সেই অতিরিক্ত জ্যোতির অনাত্মত্বশঙ্কাও নিরাকৃত করা হইল। খদ্যোতালোকের কদাচিৎ প্রকাশ ও কদাচিৎ অপ্রকাশকে দৃষ্টান্ত করিয়া দেহাত্মবাদীর জ্ঞানের কদাচিৎ ভাবিত্ব বস্তুস্বভাব বলিয়া রক্ষা করা অজ্ঞতা-প্রকাশ ভিন্ন অন্য কিছু নহে ; কারণ, খদ্যোতের পক্ষাদি অবয়বের সঙ্কোচ ও

বিকাশ দ্বারাই আলোকের প্রকাশ এবং অপ্রকাশ হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা তাহার স্বভাব বলিয়া কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না। আর যে বলা হইয়াছে, ধর্ম্মাধর্ম্মের অবশ্য ফলদানশক্তি স্বভাবসিদ্ধ স্বীকার করিতে হইবে, বেশ, এ কথা স্বীকার করিতে হইলে তোমার সিদ্ধান্তহানি হইয়া পড়ে, অর্থাৎ ধর্ম্মাদির স্বভাবরূপহেতুকে অপেক্ষা করিয়া ফলদান-সামর্থ্য স্বীকার করিলে এখানেই তোমার কথিত অনবস্থাদোষের নিবৃত্তি হইল। অতএব, অবশ্যই একটি দেহাতিরিক্ত জ্যোতিঃ আছে এবং তাহাই আত্মা, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল ॥ ৬ ॥

কতম আত্মেতি যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ।

স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব।

স হি স্বপ্নো ভূত্বেমং লোকমতিক্রামতি মৃত্যো রূপাণি ॥ ৭ ॥

যদিও পূর্ব্বশ্রুতিতে দেহেন্দ্রিয়াদিব্যতিরিক্ত জ্যোতির (আত্মার) অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, তথাপি "সমানজাতীয় পদার্থই সমানজাতীয় পদার্থের উপকার করে" এই ভ্রম বশতঃ সেই ব্যতিরিক্ত জ্যোতিটি হয় ত ইন্দ্রিয়েরই অন্যতম কেহ হইবে বা তদ্ভিন্ন কেহ হইবে, এই স্বাভাবিক অবিবেক বশতই পুনশ্চ নিজের অভিমতব্যতিরিক্ত ব্রহ্মের বিষয় সুস্পষ্টরূপে বুঝিবার নিমিত্ত জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "কতম ইতি" অর্থাৎ ইনি কোন্‌টি? জনকের এইরূপ ভ্রান্তি হইতেই পারে; কেন না, এই বিষয় যখন অতিশয় দুর্জ্ঞেয়, তখন যে ইহাতে ভ্রম হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? জনক বলিলেন, যদিও দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মা প্রমাণিত হইয়াছে সত্য, তথাপি মনে হয়, ইন্দ্রিয়গণই দর্শনস্পর্শনাদি ক্রিয়া করে, অতএব কর্ত্তা বলিয়া প্রতীতি হয়, বাস্তবিক বিবেকে আত্মার সন্ধান পাওয়া যায় না, এ জন্যই পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, "কতম আত্মেতি," অর্থাৎ তুমি আত্ম-জ্যোতিঃ বলিয়া যাহাকে নির্দ্দেশ করিয়াছ, তাহা দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন, ইহাদের কোন্‌টি? অথবা তুমি যে আত্মাকে বিজ্ঞানময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছ,

সে কে? অর্থাৎ আমাদের নিকট সকল ইন্দ্রিয়ই বিজ্ঞানময় বলিয়া প্রতীত হয়; অতএব ইহাদের মধ্যে তোমার অভিপ্রেত আত্মা কোন্‌টি? যেমন, লোকে বলে, উপস্থিত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে সকলেই তেজস্বী, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে ষড়ঙ্গবিদ্ কে? সেইরূপ এখানেও বিশেষ প্রশ্ন করা হইয়াছে; উভয় প্রশ্নের প্রভেদ এই, প্রথম ব্যাখ্যায় জিজ্ঞাসার বিষয় "কতম আত্মা" অর্থাৎ আত্মা কে? এইমাত্র, এবং "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ" যিনি বিজ্ঞানময়, (তিনিই আত্মা), ইহা উত্তরবাক্য। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাপক্ষে "প্রাণেষু" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে তিনি কে? অথবা "কতমঃ" হইতে "হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ-পুরুষঃ" এই পর্য্যন্ত সমস্তই প্রশ্নবাক্য। ইহার মর্ম্ম এইরূপ - এই যে হৃদয়াভ্যন্তরবর্ত্তী বিজ্ঞানময় জ্যোতিঃপুরুষ নামে বলিয়াছ, সে কে? কিন্তু এই পক্ষে ইহার মধ্যে "যোঽয়ং" বিজ্ঞানময় জ্যোতিঃ-পুরুষ এই শব্দ হইতে সেই অর্থ ই বুঝিতে হইবে, যাহা ইতঃপূর্ব্বেও প্রসিদ্ধ আছে। "কতম আত্মেতি" এইখানকার "ইতি" শব্দটি প্রশ্নবাক্যের পরিসমাপ্তির নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে, কারণ, অতিদূরবর্ত্তীর সহিত যোজনা অপেক্ষা ইহাই সঙ্গত; অতএব "কতম আত্মেতি" এই পর্য্যন্তই প্রশ্নবাক্য, এবং "যোঽয়ং" ইত্যাদি সমস্ত প্রতিবচনমধ্যে পরিগণিত হইল। "যোঽয়ং" বলিয়া ইদম্ শব্দ দ্বারা আত্মার প্রত্যক্ষত নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বিজ্ঞানময়-শব্দের অর্থ—তিনি সর্ব্বজ্ঞতা-নিবন্ধন বিজ্ঞানপ্রায় অর্থাৎ বুদ্ধি-বিজ্ঞানরূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধজনিত অবিবেকবশতঃ বিজ্ঞানময়, ফলতঃ প্রায় বুদ্ধির সদৃশ বলিয়াই অনুভূত হয়। বিশেষতঃ যেমন চন্দ্র ও সূর্য্যের সহিত মিলন ব্যতীত কখনও স্বতন্ত্রভাবে রাহুর দর্শন হয় না, সেইরূপ বুদ্ধি-বিজ্ঞানের সম্বন্ধ ব্যতীত আত্মারও উপলব্ধি হয় না; কারণ, গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে অগ্রবর্ত্তী প্রদীপের মত বুদ্ধিও পুরুষের সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিয়া দেয়। এ জন্য অন্যত্র শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, "মনসা হ্যেব পশ্যতি, মনসা হ্যেব শৃণোতি" অর্থাৎ আত্মা মন-দ্বারাই দর্শন করে এবং মনের সাহায্যেই শ্রবণ করে, ইত্যাদি। অতএব অন্ধকারে পুরোবর্ত্তী প্রদীপের আলোকযুক্ত বস্তুর ন্যায় বুদ্ধির আলোক যাহাতে পতিত হয়, সেই বিষয়সমুদয়ই প্রতীতিগোচর হয়, অন্য নহে; সুতরাং জ্ঞানোৎপত্তিবিষয়ে বুদ্ধিই প্রধান, অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ কেবল তাহার দ্বারমাত্র।

এই জন্যই সেই বুদ্ধি-উপাধিসম্পন্ন পুরুষ "বিজ্ঞানময়" এই বিশেষণে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। যাঁহারা বলেন যে, পরমাত্মবিজ্ঞানের বিকারই বিজ্ঞানময় শব্দের অর্থ অর্থাৎ বিজ্ঞানই পরমাত্মা, এবং তদংশভূত জীব—বিজ্ঞানময়, তাঁহাদের

এই ব্যাখ্যা শ্রুতিসঙ্গত নহে; কারণ, যখন "বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ" ইত্যাদি স্থলে বিকার ভিন্ন অন্যবিধ অর্থ লক্ষিত হইতেছে, তখন বুদ্ধিই বাদিগণের বিজ্ঞান—পরমাত্মার বিকার, এই অর্থ করা কখনই শ্রুত্যনুমোদিত হইতে পারে না। কেন না, শাস্ত্রীয় কথার যদি কোন এক স্থানে সন্দেহ হয়, তাহা হইলে অপর স্থলে যাহা নিশ্চিতভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই অর্থ ধরিয়াই সন্দেহ ভঞ্জন করা মীমাংসকগণের অনুমোদিত পথ। শুধু তাহাই নহে, ইতঃপরেও যে স্থলে আত্মাকে "সধীঃ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেখানেও ধী—অর্থ বুদ্ধি; তৎসহিত এই অর্থই ধরা হইয়াছে।

"সধীঃ" শব্দ দ্বারা প্রকারান্তরে বিজ্ঞানময়ই বলা হইয়াছে। আর এখানে "হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ" এই নির্দ্দেশ দ্বারা বিজ্ঞানময়ত্ব শব্দের প্রচুর বিজ্ঞানসম্পন্ন অর্থই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। শ্রুতিস্থ "প্রাণেষু" এই সপ্তমী বিভক্তি প্রাণ হইতে আত্মার পার্থক্য প্রদর্শনের নিমিত্ত, যেমন "বৃক্ষেষু পাষাণাঃ" বলিলে বৃক্ষের সমীপবর্ত্তী পাষাণ, পাষাণ বৃক্ষ হইতে বিভিন্ন, ইহা অর্থাধীন প্রতীতি হয়, তেমন এখানেও আত্মার সহিত প্রাণাদির বিভিন্নতা অর্থই বুঝিতে হইবে। কারণ, ইন্দ্রিয়াদির সহিত আত্মার পার্থক্যবিষয়ে সাধারণতঃ সন্দেহ হইয়া থাকে, সেই সন্দেহ-নিবারণের নিমিত্তই শ্রুতি সপ্তমী বিভক্তি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, 'প্রাণেষু' অর্থাৎ আত্মা প্রাণ হইতে ব্যতিরিক্ত বা ভিন্ন। আর ইহাও এক নিয়ম যে, যে বস্তু যাহাদের মধ্যে থাকে, সে বস্তু তৎসমুদয় হইতে পৃথক্ হইবেই; যেমন পাষাণ-সমূহের মধ্যে বৃক্ষ। আত্মাও হৃদয়ে থাকে, সুতরাং তাহা হইতে পৃথক্। যদি বল, সেই আত্মা প্রাণস্বরূপ না হয় না হউক, কিন্তু প্রাণে স্থিত আত্মার প্রাণের (ইন্দ্রিয়ের) সজাতীয় বুদ্ধি হইতে বাধা কি? এই আশঙ্কার পরিহার নিমিত্ত শ্রুতি বলিয়াছেন "হৃদ্যন্তঃ।" ইহার তাৎপর্য্য এই—হৃদ্ অর্থ পুণ্ডরীকাকার এক খণ্ড মাংস, বুদ্ধি সেই মাংসখণ্ডে অবস্থিতি করে বলিয়া উপচারবশতঃ "হৃদ্" নামে কথিত হয়; সুতরাং এখানে "হৃদি" হৃদয়ে অর্থাৎ বুদ্ধিতে আত্মার বর্ত্তমানতা আর "অন্তঃ" শব্দ প্রয়োগের দ্বারা আত্মার বুদ্ধিবৃত্তির সহিত পার্থক্য এই উভয়ই প্রদর্শন করা হইল। সর্ব্ববস্তু-প্রকাশক বলিয়া "জ্যোতিঃ" আত্মা নামে অভিহিত হয়। সেই সর্ব্বাবভাসক আত্মজ্যোতিঃসাহায্যে ব্যবহার-কালে পুরুষ ইতস্ততঃ গমন করে, কর্ম্ম করে। এই দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিও সেই আত্মজ্যোতির সত্তায় সচেতনের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, যেমন,—আদিত্যালোকের মধ্যবর্ত্তী ঘটপটাদি প্রকাশমান হয় এবং যেমন

পরীক্ষার্থ দুগ্ধে নিক্ষিপ্ত মরকতমণি সমস্ত দুগ্ধকে স্বীয়চ্ছায়াবিশিষ্ট করে, তদ্রূপ এই আত্ম-জ্যোতিঃ হৃদয় বা বুদ্ধি অপেক্ষাও অতি সূক্ষ্মত্ব ও সর্ব্বান্তরবর্ত্তিত্ব নিবন্ধন হৃদয়াভ্যন্তরে থাকিয়াও হৃদয়াদি দেহেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া পরম্পরাসম্বন্ধে আত্মতেজে তেজস্বী করিয়া থাকেন ; তন্মধ্যে বুদ্ধি স্বভাবতঃ নির্ম্মল এবং আত্মার অব্যবধানে অবস্থিত, এই জন্য আত্মজ্যোতির অনুরূপ জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয়, এই নিমিত্তই জ্ঞানিগণেরও সেই বুদ্ধিতে প্রথমতঃ আত্মাভিমান হইয়া থাকে। তদনন্তর আত্মার কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী বুদ্ধির সন্নিহিত মনেতে বুদ্ধি-সম্পর্কবশতঃ আত্মজ্যোতির প্রতিভাস পতিত হয়, তাহার পরে মনের সংযোগ-বশতঃ ইন্দ্রিয়ে, তদনন্তর ইন্দ্রিয়ের সম্পর্কে শরীরে পর্য্যন্ত আত্মজ্যোতিঃ প্রতিফলিত হয় ; এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেহেন্দ্রিয়াদিকেই আত্মা স্বীয় চৈতন্যস্বরূপ জ্যোতি-র্দ্বারা প্রকাশিত করিয়া থাকে। এই নিমিত্তই সমস্ত লোকের দেহেন্দ্রিয়-সমষ্টিতে এবং ইন্দ্রিয়াদিবৃত্তিতে অনিয়তভাবে বিবেকানুসারে আত্মাভিমান জন্মে। এই কথাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ভগবান্‌ও বলিয়াছেন যে,—

"যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত!"

অর্থাৎ হে ভরতবংশাবতংস! (অর্জ্জুন!) যেমন এক সূর্য্যই সমস্ত সংসারকে প্রকাশিত করিয়া থাকেন, তেমন এক ক্ষেত্রীও (আত্মাও) সমস্ত ক্ষেত্র (শরীর) প্রকাশিত করেন।

আরও বলিয়াছেন যে, "যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।" অর্থাৎ যে আদিত্যের তেজঃ এই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত করে, সেই তেজঃও আমারই জানিবে ইত্যাদি। কঠশ্রুতিতে বলিয়াছেন যে, তিনি নিত্য, বস্তুসকলেরও নিত্য এবং চেতনেরও চেতন, অর্থাৎ তাঁহার নিত্যত্ব সম্পর্কেই অপরাপর বস্তু নিত্য হয় এবং তাঁহার চৈতন্যবলেই অপরাপর বস্তু সকল সচেতন হয়। তিনি দীপ্তি পাইলেই সকলে দীপ্তি পায় এবং তাঁহার প্রকাশেই এই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হয়। মন্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, সূর্য্য যাঁহার তেজে তেজস্বী হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্ত নানাকারণেই প্রতিপন্ন হয় যে, এই আত্মাই সেই হৃদয়াভ্য-ন্তরস্থ জ্যোতিঃ। তিনি আকাশের মত সর্ব্বব্যাপী * পূর্ণ, এ কারণ তাঁহাকে

* এখানে যথাকথঞ্চিৎ দৃষ্টান্তপ্রদর্শনার্থ আকাশের উল্লেখ হইয়াছে মাত্র। নচেৎ আকাশ পরিচ্ছিন্ন, কিন্তু আত্মা অসীম ও অনন্ত, সুতরাং আকাশ কখনই আত্মার যথার্থ উপমান হইতে পারে না, তবে আকাশ অপেক্ষা বড় কিছু দেখা যায় না, এ জন্য অগত্যা তাহাকে দৃষ্টান্ত করা হইয়াছে।

পুরুষ বলা হয়। আর এই আত্মার জ্যোতিঃ নিরতিশয়, অর্থাৎ ইহা অপেক্ষা অধিক বা ইহার সমকক্ষও কোন জ্যোতিই নাই ; কারণ, তিনি সকলের প্রকাশক, অথচ নিজে কোন বস্তু দ্বারাই প্রকাশিত হন না। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে জনক ! তুমি "কতম আত্মা" বলিয়া যাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তিনিই সেই এই স্বপ্রকাশ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ। যাঁহারা সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের প্রকাশ-শক্তির সাহায্য করেন, সেই সকল আদিত্য প্রভৃতি—বাহ্য জ্যোতিঃ সমুদয় অস্তমিত হইলে হৃদয়াভ্যন্তরস্থিত আত্ম-পুরুষ বুদ্ধি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের সাহায্য করেন, এ কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। অধিক কি, যে সময়ে বাহ্য ইন্দ্রিয়গণের অনুগ্রাহক আদিত্যাদি জ্যোতিঃপদার্থের অভাব হয় না, সে সময়েও আদিত্যাদি জ্যোতির পরার্থত্ব * (পর-প্রকাশতা) নিবন্ধন এবং এই শরীরেরও অচৈতন্যবশতঃ কোন প্রয়োজন তাহার নিজস্ব হওয়া অসম্ভব বলিয়া অবশ্যই বলিতে হইবে যে, আত্মা নামে স্বতন্ত্র একটি স্বার্থ জ্যোতিঃ আছে, অর্থাৎ উহারই স্বার্থসিদ্ধির জন্য সূর্য্য-চন্দ্রাদি তেজঃ-কার্য্য করেন, তাঁহারই অনুগ্রহের অভাবে এই দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি কখনও কোন প্রকার ব্যবহার সম্পাদন করিতে পারে না ; অর্থাৎ তাঁহারই অনুগ্রহে অনুগৃহীত হইয়াই সকলে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার সম্পাদন করিয়া থাকে। এ জন্য অন্য শ্রুতিও বলিয়াছেন যে—এই যে হৃদয় (বুদ্ধি) ও মন, তাহারাও সেই আত্মার জ্ঞানের সাধন। আরও দেখা যায়, জীবের যে কিছু লৌকিক ব্যবহার, তৎ-সমস্তই অভিমানের কার্য্য। অভিমান বা অহঙ্কার বুদ্ধির ধর্ম্ম। পূর্ব্বে যে মরকতমণির দৃষ্টান্ত উক্ত হইয়াছে, তদনুসারে এই অভিমানের প্রতি হেতু অবগত হইতে হইবে, অর্থাৎ বুদ্ধিস্থ আত্মার প্রতিচ্ছায়া কার্য্য করে, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

যদিও এ কথা সত্য যে, আত্মজ্যোতির্দ্বারাই সমস্ত লৌকিক ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়, তথাপি জাগরণকালে আত্মজ্যোতিঃকে পৃথক্‌ভাবে দেখাইতে পারা যায় না ; এ জন্য স্বপ্নকালের অনুসরণ করিতে হইল। কেন না, জাগ্রতকালে আত্ম-জ্যোতিঃ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অগোচর এবং তৎকালে বুদ্ধি প্রভৃতি শরীর পর্য্যন্ত কার্য্য-করণসমষ্টির কার্য্যকলাপ এমন সঙ্কুলভাবে উৎপন্ন হয়, এ জন্য মুঞ্জা (তৃণ) হইতে

* ইহার তাৎপর্য্য—জগতে যত প্রকার সঙ্ঘাত অর্থাৎ অবয়ব দ্বারা গঠিত—মূর্ত্তিমান্ পদার্থ আছে, তৎসমস্তই পরার্থ অর্থাৎ পরের উপকারই তাহাদের উদ্দেশ্য ; যেমন গৃহ একটি সংঘাত (মূর্ত্তিমান্) পদার্থ ; তাহার নিজের কোনই স্বার্থ নাই—কেবল পরের কার্য্যসিদ্ধিই তাহার প্রয়োজন, তেমন দেহেন্দ্রিয়-সংঘাত এই শরীরও পরার্থ, তাহার নিজের কোনই প্রয়োজন নাই। সেই পর কে ?—আত্মা।

ঈষীকার (গর্ভপত্রের) মত পৃথক্‌ করিয়া দেখান অসম্ভব হইয়া উঠে, তাই যাজ্ঞবল্ক্য স্বপ্নাবস্থায় আত্মজ্যোতিটি পৃথক্‌ করিয়া দেখাইবার নিমিত্ত উপক্রম করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—স্বয়ংজ্যোতিঃ-স্বরূপ সেই আত্মাই হৃদয় অর্থাৎ বুদ্ধির সহিত সমান হইয়া ইহলোকে ও পরলোকে বিচরণ করেন। এ স্থলে বুদ্ধিই পূর্ব্বে প্রস্তাবিত ও আত্মার সন্নিহিত, এ জন্য তাহার সাম্য গৃহীত হইল। সমান বলিলেই কোনরূপ সাদৃশ্য অপেক্ষিত হয়; বুদ্ধি ও আত্মার সেই সাদৃশ্য কি? উত্তর—অশ্ব ও মহিষের ন্যায় আত্মা ও বুদ্ধির পৃথক্‌রূপে অনুপলব্ধি; অর্থাৎ অশ্ব ও মহিষ যেমন স্বতন্ত্র দুইটি বস্তু বলিয়া প্রতীত হয়, আত্মা ও বুদ্ধি সেরূপ হয় না, এই অপ্রতীতিই সাদৃশ্য। বুদ্ধি প্রকাশ্য এবং আত্ম-জ্যোতিঃ প্রকাশক, এই প্রকাশ্য-প্রকাশকের যে পৃথক্‌ভাবে অনুপলব্ধি, ঐক্যপ্রতীতি, তাহাই এখানে উভয়গত সাদৃশ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে, প্রকাশ্য ও প্রকাশকের যে এইরূপ অনুপলব্ধি, তাহা সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ। কারণ, প্রকাশক পদার্থটি অত্যন্ত বিশুদ্ধ; সুতরাং সে সহজেই প্রকাশ্য পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া যায়। যেমন, আলোক রক্তবর্ণ বস্তু প্রকাশ করিতে যাইয়া নিজেই রক্তবর্ণ হইয়া পড়ে। অথবা, যেমন হরিত, নীল কিংবা লোহিত বস্তু প্রকাশ করত আলোকও সেই সেই আকারে প্রতিভাসিত হয়, তেমন আত্ম-জ্যোতিঃও বুদ্ধিকে প্রকাশিত করিতে যাইয়া বুদ্ধির আকার প্রাপ্ত হয়, পরে নিজের সহিত মিলিত বুদ্ধি দ্বারা সমস্ত শরীরকে প্রকাশিত করে, ইহা মরকতমণির দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অতএব, আত্মা বুদ্ধির সমান, ইহা সিদ্ধান্তিত হইল। শুধু তাহাই নহে, বুদ্ধিও বস্তুপ্রকাশ করিতে যাইয়া বস্তুর আকার প্রাপ্ত হয়। সুতরাং আত্মা সেই বুদ্ধি-সাদৃশ্য বশতঃ অন্যান্য বস্তুর সাদৃশ্যও লাভ করিয়া সর্ব্বময় হন। এই নিমিত্ত পরেও শ্রুতি তাঁহাকে 'সর্ব্বময়' বলিবেন। সেই হেতু যে কিছু হইতেই মুঞ্জা হইতে ঈষীকার মত পৃথক্‌ করিয়া আত্মার জ্যোতিঃস্বরূপ দর্শন করান যায় না। এই নিমিত্তই জাগতিক নাম ও রূপের সর্ব্বব্যাপার আত্মায় আরোপিত করিয়া এবং সেই আত্মজ্যোতির ধর্ম্মসকলও জগতে আরোপিত করিয়া, পুনশ্চ নাম ও রূপ আত্মজ্যোতিতে অধ্যারোপিত করিয়া সকল জীবই বার বার মোহে অভিভূত হয়। মোহবশে কখন বলে যে, এই আত্মা, কখন বা না,—এ আত্মা নহে—আত্মা—এইরূপ, আবার, না—আত্মা এরূপ নহে; আত্মা কর্ত্তা, আবার, না—কর্ত্তা নহে। একবার বলে, আত্মা শুদ্ধ, আবার আত্মা অশুদ্ধ; একবার বলে, আত্মা বদ্ধ, আবার না—আত্মা বদ্ধ নহে; একবার বলে, আত্মা

অবস্থিত, আবার বলে, না—আত্মা গত, চঞ্চল; পুনশ্চ বলে যে, না—আত্মা আগত, কখন বা বলে যে, আত্মা আছে; কখনও বলে, না—আত্মা নাই, ইত্যাদি নানারকমের কল্পনা দ্বারা সমস্ত লোকই পুনঃপুনঃ বিমুগ্ধ হইয়া থাকে। যেহেতু, অবভাসক আত্মা অবভাস্যাকার প্রাপ্ত হয়, এই হেতুই আত্মা বুদ্ধির সমান বলিয়া প্রতিপন্ন। ইহজন্মে দেহেন্দ্রিয়াদি-সঙ্ঘাতের সম্বন্ধ ত্যাগ ও পরলোকে তাহার উপাদান এইরূপ ক্রমে অনন্ত-ধারানুসারে উভয়-লোকে অর্থাৎ ইহলোকে ও পরলোকে সঞ্চরণ করে। তাৎপর্য্য এই যে, বুদ্ধির সহিত একীভাব বা সাদৃশ্য-প্রাপ্তিই আত্মার ইহলোক ও পরলোক গমনের প্রতি হেতু; নচেৎ ইহা আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে; এবং নামরূপাত্মক উপাধির সহিত সাদৃশ্যও কেবল ভ্রান্তি-জনিত বৈ আর কিছুই নহে। তাই আত্মা বুদ্ধির সমান হইয়া উভয় লোকে সঞ্চরণ করে, ইহা যে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, ক্রমে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। যেহেতু, আত্মা "ধ্যায়তীব" যেন ধ্যান (চিন্তা)ই করিতেছে, অর্থাৎ আত্মা বুদ্ধি-দর্পণে প্রতিফলিত স্বীয়চৈতন্যস্বরূপ জ্যোতির্দ্বারা ধ্যানক্রিয়াবতী বুদ্ধিকে প্রকাশ করিতে যাইয়া নিজেই বুদ্ধির সমান হইয়া 'যেন ধ্যানই করে' বলিয়া প্রতীত হয়। এই হেতু আত্মার চিন্তার অভাব থাকিলেও সাধারণেরই 'আত্মা যেন চিন্তাই করিতেছে', ইত্যাকার ভ্রম হইয়া থাকে। আবার সেই আত্মা "লেলায়তীব" অর্থাৎ আত্মা যেন খুব চলিতেছে। বাস্তবিক, বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ ও প্রাণাদি বায়ুসকল চঞ্চল হইলে তৎপ্রকাশক এবং তৎসদৃশ আত্মাও যেন চঞ্চলই মনে হয়; অথচ বাস্তবিক-পক্ষে আত্মার কোন্ প্রকার ক্রিয়া নাই। অবশ্যই এ কথা জিজ্ঞাসিত হইতে পারে যে, আত্মার বুদ্ধ্যাদি-সাদৃশ্যজনিত ভ্রান্তিই আত্মার উভয় লোকে সঞ্চরণের প্রতি হেতু; নচেৎ স্বভাবতঃ নহে; ইহা কিরূপে অবগত হওয়া যাইবে? অধুনা সেই হেতু প্রদর্শিত হইতেছে যে, আত্মা যেহেতু বুদ্ধির সদৃশ, এই জন্য সেই বুদ্ধি যখন যে যে রূপ প্রাপ্ত হয়, ঐ আত্মাও যেন সেই রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে মনে হয়। যে সময়ে এই বুদ্ধি স্বপ্ন অর্থাৎ নিদ্রা-বৃত্তি লাভ করে, সে সময়ে আত্মাও স্বপ্ন-বৃত্তি লাভ করিয়া থাকে এবং বুদ্ধি যে সময়ে জাগরিত থাকিতে ইচ্ছা করে, তখন আত্মাও জাগরিত হইয়া থাকে; এই নিমিত্তই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, 'স্বপ্নো ভূত্বা' স্বপ্ন হইয়া অর্থাৎ আত্মা বুদ্ধির স্বপ্নবৃত্তিকে প্রকাশিত করত স্বয়ংই স্বপ্নবৃত্তির আকার প্রাপ্ত হইয়া জাগরণদশায় লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ব্যবহারে অধিকৃত এই লোক—দেহেন্দ্রিয়াত্মক শরীরকে অতিক্রম করে, অর্থাৎ স্বপ্নদশায় জাগ্রৎকালীন লৌকিক ব্যবহারসমুদায় অতিক্রম করেন; যেহেতু, আত্মা নির্লিপ্ত স্বীয় আত্ম-জ্যোতির্দ্বারা

স্বপ্নময়ী বুদ্ধিবৃত্তি প্রকাশ করতঃ অবস্থান করেন, সেই হেতু তিনি স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময়। এই আত্মা স্বভাবতঃ ক্রিয়াকারকাদি-পরিশূন্য—বিশুদ্ধ হইলেও ইহলোক ও পরলোকগমনাদি ব্যবহারভ্রমের নিদান—বুদ্ধির সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হন, এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হয়। আর যে মৃত্যু—কর্ম্ম ও অবিদ্যা প্রভৃতি, কার্য্যকরণসমষ্টিই তাঁহার স্বাভাবিক রূপ; এতদ্ব্যতিরিক্ত আর তাহার স্বাভাবিক কোনও রূপ নাই। অতএব আত্মা স্বপ্নকালে ক্রিয়া ও ক্রিয়া-ফলাশ্রিত সেই সমস্ত মৃত্যুর রূপও অতিক্রম করেন।

এই স্থানে বৌদ্ধ বাদী এইরূপ আপত্তি করেন যে, বুদ্ধি ব্যতীত বুদ্ধির প্রকাশক ও তত্তুল্য আত্মজ্যোতিঃ নামে কেহ নাই; যেহেতু, কি প্রত্যক্ষ, কি অনুমান, কোন প্রমাণ দ্বারাই তাহার উপলব্ধি হয় না। যেমন, এককালে দুইটি সমান বুদ্ধিবৃত্তির উপলব্ধি হয় না বলিয়া দ্বিতীয় আর একটি বুদ্ধি স্বীকৃত নহে, ইহাও তদ্রূপ। তবে যে প্রকাশ্য ও প্রকাশকের পরস্পর ভেদ-সত্ত্বেও প্রভেদের অনুপ-লব্ধি বশতঃ ঘট ও আলোকের সাদৃশ্য স্বীকৃত হয়, তাহা হয় হউক, সে স্থলে ঘট হইতে আলোকের স্বতন্ত্রভাবে উপলব্ধিই সাদৃশ্যবোধের কারণ, পরস্পর সংশ্লিষ্ট দুইটি বস্তুর সাদৃশ্য যে স্থলেই প্রতীত হউক, সর্ব্বত্রই বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান দুইটির সাদৃশ্য হইয়া থাকে। কিন্তু এ স্থলে আত্মজ্যোতিতে বুদ্ধির সাদৃশ্য কোথায়? যদি ঘটাদির মত বুদ্ধির প্রকাশক আন্তর জ্যোতিঃ নামে কেহ প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা অবধারিত থাকিত, তবে বুদ্ধি ও আত্মার সাদৃশ্য-কল্পনা সম্ভব হইত?

বরং বুদ্ধিরই চৈতন্যাবভাসকরূপে চিদাকারা ও বিষয়াকারা দুইটি বৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অবিষয় বলিয়া বুদ্ধির প্রকাশক অতিরিক্ত আত্মজ্যোতিঃ নামে কোন বস্তু কোনরূপেই প্রতিপাদিত হইতে পারে না। আর যে দৃষ্টান্তস্বরূপে পরস্পর বিভিন্ন অবভাস্য ও অবভাসক ঘটাদি ও আলোকের সাদৃশ্য উক্ত হইয়াছে, তাহাও (আমরা) কোন অভ্যুপগমবাদে বলিয়াছি মাত্র, কিন্তু সেখানে ঘটাদি অবভাস্য ও তাহার অবভাসক পদার্থ ভিন্ন নহে; বাস্তবিকপক্ষে প্রকাশস্বরূপ আলোক সালোক হইয়া প্রতিক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন (নূতন নূতন) রূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদীর মত। কেবল বিজ্ঞানই আলোকসমন্বিত ঘটাদি বস্তু আকারে প্রকাশিত হইতে থাকে, সুতরাং তৎপক্ষে বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য বস্তুর অভাববশতঃ অতীব দুর্লভ। এই মতে এইরূপে ক্রমে এক বিজ্ঞানেরই গ্রাহ্য ও

গ্রাহকাকারতারূপ মালিন্য কল্পনা করিয়া পুনশ্চ তাহারই বিশুদ্ধি পরিকল্পিত হয়; যে বিজ্ঞান গ্রাহ্য-গ্রাহকাকার হইতে বিনির্ম্মুক্ত, তাহা স্বচ্ছ ও প্রতিক্ষণে উৎপত্তি-ধ্বংসশীল।

আবার কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায় (শূন্যবাদিগণ) তাহারও শান্তি অর্থাৎ উচ্ছেদের ইচ্ছা করেন, সেই বিজ্ঞান গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইলে শূন্যমাত্রাবশিষ্ট থাকে, ইহাই মাধ্যমিকগণের অভিমত। এই সমস্ত কল্পনাই বুদ্ধি বা বিজ্ঞানের প্রকাশক স্বতন্ত্র আত্মজ্যোতির অপলাপকর বিধায় বেদ-বিহিত শ্রেয়স্কর পথের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। এখন ক্রমে সেই মত সকল খণ্ডন করা যাইতেছে; তন্মধ্যে যাহারা বাহ্যবস্তুর সত্তা স্বীকার করেন, প্রথমতঃ তাঁহাদের মত প্রত্যাখ্যান করা হইতেছে। ঘটাদি বিষয় সকল যেহেতু আলোক ব্যতীত নিজের প্রকাশক নহে, অতএব তাহারা স্বপ্রকাশক (আত্মা) নহে, যদি স্বপ্রকাশক হইত, তাহা হইলে অন্ধকারস্থিত ঘটও নিজের প্রকাশক হইত; কিন্তু তাহা হয় না; কেবল প্রদীপালোকের সংযোগ হইলেই নিয়মিতভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তখন "সালোক ঘট" এই মাত্র প্রতীতি হয়। অতএব পরস্পর সংশ্লিষ্ট ঘট ও আলোক যে একই বস্তু, তাহা বলিতে পার না। আরও এক কারণ, পুনঃপুনঃ আলোকের সংযোগ ও বিয়োগ দ্বারাই ঘটে কোন না কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়; সুতরাং রজ্জু ও ঘটে যেমন পার্থক্য সর্ব্ববাদিসম্মত, আলোক এবং ঘটেও তেমনই পার্থক্য বিদ্যমান। যদি পার্থক্যই হইল, তাহা হইলে সেই পৃথক্ বস্তুই তাহার অবভাসকরূপে প্রতিপন্ন হইল। বিশেষতঃ কখনই সে নিজে নিজেকে প্রকাশিত করিতে পারে না। যদি বল, কেন প্রদীপ নিজেই নিজের প্রকাশক, ইহা সর্ব্বজনপরিদৃষ্ট; কারণ, কেহই কখনই ঘটাদির মত প্রদীপের প্রকাশের নিমিত্ত অপর প্রকাশকের আশ্রয় গ্রহণ করে না; অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রদীপ স্বপ্রকাশক ও অন্যের প্রকাশক। উত্তর—না, পূর্ব্বোক্ত অবভাস্যত্বাংশে ঘটাদির সহিত তাহার কোন বৈলক্ষণ্য নাই; যদিও প্রদীপ স্বাত্ম-প্রকাশক, নিজে প্রকাশস্বরূপ বিধায় অপরের প্রকাশক সত্য, তথাপি ঘটাদির ন্যায় তাহাও স্বতন্ত্র চৈতন্যের অবভাস্য; অতএব চৈতন্যাবভাস্যত্ব নিয়মের ব্যভিচার নাই। যদি সর্ব্বত্রই এই নিয়ম, যদি তাহাই হয়, তবে বুদ্ধিও অবশ্যই ব্যতিরিক্ত জ্যোতির্দ্বারা অবভাস্য। অবশ্য এ কথা বলিতে পার যে, ঘটপটাদি পদার্থ সকল চৈতন্য-প্রকাশ্য হইলেও যেমন স্বপ্রকাশের জন্য পৃথক্ প্রদীপাদি আলোকের অপেক্ষা করে, প্রদীপ সেরূপ আর অপর আলোকের অপেক্ষা করে না; অতএব প্রদীপ

অন্তের (চৈতন্তের) প্রকাশ্ত হইলেও সে অন্তনিরপেক্ষ—স্বপ্রকাশক। উত্তর—না, এ কথা বলিতে পার না ; স্বতঃ পরতঃ লইয়া প্রকাশ্যতার কোন প্রভেদ নাই ; কেবল চৈতন্তপ্রকাশ্তত্বই ধর্ত্তব্য, অর্থাৎ যেমন ঘট পদার্থটি চৈতন্ত দ্বারা অবভাস্য, তেমন প্রদীপও যে চৈতন্য দ্বারা অবভাস্য, ইহাতে আর কোনও বিশেষ নাই। তাহা হইলেই স্বতন্ত্র প্রকাশকের আবশ্যকতা দাঁড়াইল। আর প্রদীপ নিজেকেও প্রকাশ করে এবং ঘটাদিবিষয়েরও প্রকাশ করে, এই যে কথা বলা হইয়াছে, তাহাও খুব সৎ কথা নহে ; যেহেতু, প্রদীপ যখন নিজেকে প্রকাশ করে না, বল দেখি, তখন কি হয় ? আমরা বলি, প্রদীপের স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক কোন প্রভেদই তখন উপলব্ধি হয় না। বাস্তবিক, সেই বস্তুকেই অবভাস্য বলা যায়, যাহার প্রকাশকের সহযোগে ও বিয়োগে কোনরূপ পার্থক্য উপলব্ধ হয়, কিন্তু প্রদীপকে নিজের সন্নিহিত অসন্নিহিত কল্পনা করিবার কোনই উপায় নাই। তবেই যদি সামরিক কোনরূপ পার্থক্য না থাকে, তাহা হইলে প্রদীপ নিজেকে প্রকাশ করে, এ কথা মিথ্যা বলা হইয়াছে। আর যদি চৈতন্যপ্রকাশ্যত্ব বল, তাহা হইলে সে পক্ষে ঘট ও প্রদীপ উভয়ই সমান—কিছুই বিশেষ নাই। অতএব বিজ্ঞানের স্বপ্রকাশ্যতা স্বপ্রকশকত্ব (নিজেই নিজের প্রকাশক ও প্রকাশ্ত) এ বিষয়ে প্রদীপ যথেষ্ট দৃষ্টান্ত নহে। আর বিজ্ঞানের চৈতন্যপ্রকাশ্যতা বাহ্য ঘটাদি বস্তুর সমান। এখানে এ কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, বিজ্ঞান যদি চৈতন্যপ্রকাশ্ত হয়, তাহা হইলে কোন্ বিজ্ঞান চৈতন্য-প্রকাশ্ত ? অর্থাৎ অন্ত দ্বারা প্রকাশ্ত বিজ্ঞানই গ্রাহ্য বিজ্ঞান, না গ্রাহকবিজ্ঞান প্রকাশ্ত কিংবা অন্ত-বস্তু-প্রকাশক বিজ্ঞানই প্রকাশ্ত ? এই সন্দেহস্থলে কল্পনা করিতে হইলে দৃষ্টান্তুসারে কল্পনা করাই উচিত, কিন্তু তদ্বিপরীত কল্পনা কখনই উচিত নহে, ইহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে দেখা যায়, যেমন বাহ্যজগতের প্রদীপাদি পদার্থকে নিজ ভিন্ন প্রকাশক আত্ম-জ্যোতির প্রকাশ্য দেখা গিয়াছে, ঐরূপ বিজ্ঞান পদার্থটি যেহেতু চৈতন্ত-গ্রাহ্য, অতএব তাহা প্রকাশক হইলেও প্রদীপের ন্যায় স্বতন্ত্র জ্যোতির্দ্বারাই প্রকাশ্ত, এরূপ কল্পনাই যুক্তিযুক্ত ; কিন্তু স্বপ্রকাশকত্বকল্পনা কখনও যুক্তিসহ নহে। আর যিনি সেই স্বতন্ত্র বিজ্ঞানের প্রকাশক, তিনিই বিজ্ঞান হইতে আভ্যন্তর জ্যোতির্ম্ময় আত্মা।

ইহাতে বলিতে পার যে, বিজ্ঞান যদি অন্য কোনও গ্রাহক দ্বারা গৃহীত হয়, তাহা হইলে সেই গ্রাহকও অপর গ্রাহক দ্বারা গৃহীত হইবে এবং সে-ও অন্য দ্বারা ইত্যাদি প্রকারে অনবস্থাদোষ উপস্থিত হইতে পারে ?

উত্তর—তাহা হয় না, এ স্থলে যুক্তি অনুসারে নিজের প্রকাশ্যত্ব ধর্ম্ম অন্য প্রকাশকের সম্ভাবের অনুমাপক বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা গ্রাহকত্বের কি গ্রাহকান্তরসম্ভাবের প্রতি ঐকান্তিক হেতু নহে। ইহার তাৎপর্য্য এই—যাহা গ্রাহ্যগ্রাহক উভয়রূপী, তাহারই অন্য গ্রাহকান্তর থাকা সম্ভব এবং যাহা নিত্যই গ্রাহক, কদাচ গ্রাহ্য নহে, তাহার গ্রাহকান্তরও নাই; অতএব সেখানে অনবস্থাদোষের প্রসঙ্গ নাই। যদি বল, বিজ্ঞান যদি স্বভিন্ন জ্যোতিঃপদার্থের প্রকাশ্য হয়, তাহা হইলে সেই জ্যোতিঃ নিশ্চয়ই কোন করণের সাহায্যে প্রকাশক হইবে, এ জন্য একটি করণের অনুসন্ধান আবশ্যক, সেই করণ যাহার দ্বারা যে কারণের সাহায্যে প্রকাশিত, আবার সেই করণেরও নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য। এইরূপে পুনশ্চ এই অনবস্থাদোষ উপস্থিত হইবে। উত্তর—না, এটি সার্ব্বত্রিক নিয়ম নহে। যেখানে এক বস্তু অপর বস্তু দ্বারা জ্ঞাত হয়, সেখানে যে গ্রাহ্য ও গ্রাহক ভিন্ন অন্য একটি করণের স্থিতি অপেক্ষণীয় হইতে পারে, ঐরূপ ঐকান্তিক নিয়ম করা যাইতে পারে না। যেহেতু, এই নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায়।

দেখ, ঘট পট ইহারা নিজ ভিন্ন আত্মা কর্ত্তৃক পরিজ্ঞাত হয়, এখানে গ্রাহ্য (ঘটাদি) ও গ্রাহক (আত্মা) হইতে বিভিন্ন প্রদীপাদি আলোক পদার্থই করণ অর্থাৎ প্রকাশের প্রধান সাধন, কিন্তু এই প্রদীপাদি আলোক কখনও ঘটাংশ কিম্বা চক্ষুর অংশও নহে; যদিও প্রদীপ ঘটের ন্যায় চক্ষুগ্রাহ্য বটে, তথাপি চক্ষু প্রদীপ ব্যতীত আর বাহ্য কোন জ্যোতিকে করণরূপে অপেক্ষা করে না। অতএব ইহা কখনই নিয়ম হইতে পারে না যে, যেখানে যেখানে কোন বস্তু অপর কর্ত্তৃক প্রকাশ্য হইবে, সেখানে সেইখানেই স্বতন্ত্র করণ থাকিবেই থাকিবে; সুতরাং বিজ্ঞানের স্বতন্ত্র পদার্থ-গ্রাহ্যত্ব হইলেও করণান্তরের অপেক্ষা বশতঃ অনবস্থাদোষ ঘটিতে পারে না এবং গ্রাহককে* অবলম্বন করিয়াও ঐ দোষের আশঙ্কা করা উচিত নহে। অতএব বিজ্ঞানাতিরিক্ত যে আত্মজ্যোতিঃ আছে, তাহা স্থির হইল। এখানে বৌদ্ধবাদী আপত্তি করেন যে, বিজ্ঞান ব্যতীত ঘট বা প্রদীপাদি কোন বাহ্যপদার্থই নাই, যেহেতু দেখিতে পাই যে, যে বস্তু যাহাকে ত্যাগ করিয়া কখনই উপলব্ধ হয় না, সেই বস্তু তাহাই (ঘটপটাদি বিজ্ঞানব্যতিরেকে স্বতন্ত্র আকারে অনুভূত হয় না, অতএব ঘটপটাদি বিজ্ঞানস্বরূপ) যেমন স্বপ্নকালীন অনুভূত ঘটপটাদি স্বপ্ন-জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছুই প্রতিপন্ন হয় না, সে সকল কেবল স্বপ্নবিজ্ঞান বলিয়াই

প্রতীত হয়, সেইরূপ জাগরণকালেও প্রতীত ঘটপ্রদীপাদি পদার্থ সকল জাগ্রৎ জ্ঞান ব্যতীত অনুভূত হয় না; সুতরাং সে সকলই জাগ্রৎকালীন বিজ্ঞানস্বরূপই—অতিরিক্ত নহে। অতএব ঘটপ্রদীপাদি কোন বাহ্য পদার্থই বস্তুতঃ সৎ নহে, সমস্তই এক বিজ্ঞানমাত্র। তাঁহাদের এরূপ প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ব্বে যে বিচারে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, 'বিজ্ঞানও স্বতন্ত্র জ্যোতির্দ্বারা অবভাস্য, সুতরাং বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত জ্যোতিঃ অবশ্যই স্বীকার্য্য, এ কথা মিথ্যা, যেহেতু, সমস্ত বস্তুর বিজ্ঞানময়ত্ব স্বীকার করিলে আর কিছুই দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। উত্তর—না, এ কথা হইতেই পারে না; যেহেতু, বিজ্ঞানের পর প্রকাশ্যত্ব বিষয়ে সমস্ত বিজ্ঞানময় বলিলেও একেবারে বাহ্য পদার্থের অস্বীকার করিলে চলিবে না। কারণ, কিছু কিছু বাহ্য বস্তু তুমিও স্বীকার করিয়াছ, একেবারে বাহ্য বিষয়ের অপলাপ তুমিও মান না। যদি বল, আমি বাহ্য জগৎ একেবারেই স্বীকার করি না, তাহাও কথনই হইতে পারে না। কারণ, "বিজ্ঞান" "ঘট" ও "প্রদীপ" এই সকল পৃথক্ পৃথক্ শব্দ ও অর্থের প্রয়োগের উপায় কি? তোমার ঐ সকল বিভিন্ন শব্দ ও অর্থের প্রয়োগবশতঃ বিজ্ঞান ভিন্ন যে কোন একটা বাহ্য পদার্থ অবশ্যই অভ্যুপগম করিতে হইবে। আর যদিই বিজ্ঞানাতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার না কর, তাহা হইলে বিজ্ঞান, ঘট, পট ইত্যাদি শব্দগুলিও পর্য্যায় (একার্থবোধক) শব্দ বলিয়া পরিগণিত হইয়া পড়ে। শুধু তাহাই নহে, বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য বস্তুর সদ্ভাব না মানিলে কার্য্য এবং কারণেরও একত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে বিভিন্নভাব সাধ্য-সাধনের উপদেশক শাস্ত্র সকল সর্ব্বথা অনর্থক হইয়া পড়ে; অথবা সেই সকল শাস্ত্রের প্রণেতার মূঢ়তা স্বীকার করিতে হয়। আরও এক কথা, বাদী, প্রতিবাদী ও তাহাদের বাদ (তর্ক) এবং দোষপ্রদর্শনকেই আমি বিজ্ঞানাতিরিক্ত বস্তু বলিয়া স্বীকার করি, অথচ তুমি বিজ্ঞানাতিরিক্ত প্রতিবাদী নাই, এ কথা বলিতে পার না, তাহা হইলে কাহাকে পরাজিত করিবার জন্য এত উদ্‌যোগ? যদি প্রতিবাদী তোমার নিজ বিজ্ঞানস্বরূপ হয়, তবে তাহার নিরাকরণীয়তা কোথায়? প্রতিবাদী কি নিজ আত্মা হইতে পারে? কেহ কি নিজ মত খণ্ডন করে? এমত অবস্থায় লৌকিক ব্যবহার সমুদয়ের লোপাপত্তি হয়। প্রতিবাদী প্রভৃতি স্বপ্রকাশ্য, ইহাও স্বীকার করিতে পার না; কেন না, স্বতন্ত্র আত্মা দ্বারা তাহারা জ্ঞাত না হইলে তাহার মতখণ্ডনের জন্য আড়ম্বর সম্ভব হয় না। অতএব প্রতিবাদীর সত্তার মত জাগ্রৎকালীন অন্যান্য বাহ্য বস্তুর সত্তা ও স্বতন্ত্র আত্মা দ্বারা প্রকাশ্যত্ব জাগ্রৎকালীনত্ব নিবন্ধন অবশ্যই স্বীকার্য্য।

ইহাই সুলভ দৃষ্টান্ত। বিজ্ঞানবাদীর জ্ঞানধারা ও দ্বিতীয়াদি বিজ্ঞান বিজ্ঞানাতিরিক্ত বস্তুর দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই জন্য বলি, বিজ্ঞানবাদীরও বিজ্ঞানাতিরিক্ত একটি পৃথক্ জ্যোতিঃ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যদি বল যে, স্বপ্নে বিজ্ঞানাতিরিক্ত বস্তুর অসত্তার হেতু উক্ত সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে? উত্তর—তাহা বলিতে পার না; কারণ, অভাব হইতেও বিজ্ঞানাতিরিক্ত ভাবের সিদ্ধি হইয়া থাকে, তুমিও স্বপ্নকালীন ঘটাদি বিজ্ঞানের ভাবত্ব অঙ্গীকার করিয়াছ।

ইহা অঙ্গীকার করিয়াই এক্ষণে বিজ্ঞানাতিরিক্ত ঘটাদিবিষয়ের অভাব প্রতিপন্ন করিতেছ। তোমার নিজের উক্তিই পূর্ব্বাপর অসামঞ্জস্যপূর্ণ। যদি তুমি বিজ্ঞানবিষয় সেই ঘটাদি পদার্থ সকলকে অভাব কিম্বা ভাবস্বরূপ বল, উভয় মতেই ঘটাদি বিজ্ঞানকে ভাব বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে, তাহার বাধক যুক্তির অভাবে কথনই তাহার নিরাকরণ করা যাইতে পারে না। এই সমস্ত উক্তি-প্রত্যুক্তি দ্বারা সর্ব্বশূন্যবাদেরও এক প্রকার প্রত্যাখ্যান করা হইল। মীমাংসকগণ বলেন, আত্মার জ্ঞান বা অনুভব করিতে হইলে "আমি" এইরূপেই জ্ঞান হয়; সুতরাং তাহা অহমাকারেই গ্রাহ্য, এই উক্তি দ্বারা তাহাও খণ্ডিত হইল; কারণ, এক আত্মারই গ্রাহ্যগ্রাহকভাব পূর্ব্বেই নিরস্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, আলোক-সম্বন্ধমাত্রেই নূতন নূতন ঘট উৎপন্ন হয়, তাহাও যুক্তি নহে; কারণ, আলোকসংযোগে এক ঘট যতবারই দেখা যায়, সকল সময়েই "সেই এই ঘট" বলিয়া এক ঘটেরই প্রতীতি হয়। যদি আলোক স্পর্শমাত্র এক ঘটই নূতন নূতন জন্ম ধারণ করিত, তাহা হইলে কদাপি "তাহা এই" এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইত না।

যদি বল যে, ছেদনের পর প্ররূঢ় কেশনখাদির ন্যায় সাদৃশ্যবশতঃ ঐরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয়, * বস্তুতঃ তাহা বিভিন্ন ব্যক্তি, তাহাও বলিতে পার না; তাহার প্রথম কারণ এই যে, সেই কেশনখাদি পদার্থও ক্ষণিক নহে—যাহা দ্বারা তোমার ক্ষণিকত্ববাদের অনুকূল দৃষ্টান্ত সমর্থিত হইবে। দ্বিতীয় কারণ—জাতিগত তুল্যতাই উহাদের একত্বপ্রতীতি জন্মাইয়া থাকে, অর্থাৎ ছিন্ন অথচ পুনরুদ্গত কেশনখাদিতে কেশত্ব ও নখত্বরূপ একজাতিবশতঃ "সেই কেশ, সেই নখ" এই প্রত্যাভিজ্ঞা হইয়া থাকে, উহা ভ্রান্তি নহে। আর এ কথাও সত্য, দৃশ্যমান

* প্রত্যভিজ্ঞা—পূর্ব্বে কথনও যাহার প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, পরে তাহারই যদি প্রত্যক্ষ দ্বারা স্মরণ হয়, তবে তাহাকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে।

ছিন্ন প্ররূঢ় নখ-কেশাদিতে যে "তাহাই এই" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয়, তাহা কখনই কেশনখাদি ব্যক্তি-নিবন্ধন নহে; জাতি-নিবন্ধন দেখা যায়, দীর্ঘকাল পরে যদি তুল্য পরিমাণের কেশনখাদি পরিদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এই সকল কেশনখাদি পূর্ব্বকালীন কেশ-নখাদির সদৃশ, এই জ্ঞানমাত্র হয়, কিন্তু 'সেই এই', এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয় না। অথচ ঘটাদি পদার্থে "তাহাই এই" ইত্যাকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়; অতএব কেশনখাদি কখনই উহার সমকক্ষ দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। বিশেষতঃ, প্রত্যক্ষ-প্রমাণ দ্বারা "সেই-এই" এই অভিন্নরূপে জ্ঞায়মান বস্তুকে অনুমান দ্বারা পৃথক্ (ভিন্ন) করা কখনও যুক্তিসঙ্গত হয় না। যেহেতু, প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ স্থলে প্রযুক্ত হেতু সকল হেত্বাভাস নামে প্রথিত হয় এবং জ্ঞানের ক্ষণিকত্ববিধায় সাদৃশ্য-প্রতীতিরও অনুপপত্তি হইয়া যায়। কারণ, তোমার মতে জ্ঞান ক্ষণিক এবং এক ব্যক্তিরই কোন বস্তু দর্শনের পর অন্য বস্তু দর্শনে "ইহা তাহার মত" এইরূপ যে জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম সাদৃশ্য-জ্ঞান, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, কিন্তু ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদীর পক্ষে সে সাদৃশ্যজ্ঞান সম্ভবে না; যেহেতু, যে ব্যক্তি একটি বস্তু নিরীক্ষণ করিয়াছে, তাহারই তৎ-সদৃশ অপর বস্তুর দর্শনের পর মনে উদিত হইবে যে, 'ইহা উহার সদৃশ', কিন্তু পরক্ষণে পূর্ব্বদ্রষ্টার অর্থাৎ ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীর মতে পরক্ষণে একবস্তুদর্শীর অন্য বস্তু দর্শনের নিমিত্ত দ্বিতীয়ক্ষণে বর্ত্তমানতার অভাবে সংশয় করিবে কে? যেহেতু, একবার কোন বস্তু দর্শন করিলেই ক্ষণিকবিজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং তাহার সহিত তুলনা করিবে কে? 'তেনেদং সদৃশম্' ইহা তাহার সমান; ইহার নাম সাদৃশ্যপ্রত্যয়, তন্মধ্যে 'তেন' সেই, ইহা পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর স্মরণ—'ইদম্' শব্দে 'এই' বর্ত্তমানতার প্রতীতি। এখন 'তেন' বলিয়া পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর স্মরণ করিয়া যদি 'ইদম্' এই বর্ত্তমানতার জ্ঞান পর্য্যন্ত বিজ্ঞান অবস্থান করে, তবেই সাদৃশ্য-প্রতীতি সম্ভব, তাহা স্বীকার করিলে ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদই নষ্ট হয়। যদি বল যে, "তেন" জ্ঞানমাত্রই স্মরণ, কিন্তু "ইদং" এই পদোপস্থিত বর্ত্তমানকালীন স্বতন্ত্র জ্ঞান পশ্চাৎ উদিত হয়। তাহা হইলেও সাদৃশ্য-প্রত্যয়ের কোন উপায় হইতে পারে না; যেহেতু, ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীর মতে অনেক পদার্থদর্শী এক ব্যক্তির অভাব রহিয়াছে অর্থাৎ সাদৃশ্যজ্ঞান জন্মিতে হইলে বিভিন্ন দুইটি বস্তুর বিভিন্ন-কালীন জ্ঞান, তাহাদের সাধর্ম্ম্যজ্ঞান ও সেই সাধর্ম্ম্যের অনুভব পূর্ব্বে থাকা আবশ্যক হয়। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে জ্ঞান নষ্ট হওয়ায় জ্ঞানসমুদয়ের সম্মিলন অসম্ভব। আবার সম্মিলন না ঘটিলেও সাদৃশ্যজ্ঞানের উদয় হয় না,

বিভিন্নকালে ঘটিলে ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীর পূর্ব্ব-বস্তুর দ্রষ্টার অস্তিত্ব কোথায় যে, ঐ সাদৃশ্যজ্ঞান করিবে? অতএব ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীর পক্ষে সাদৃশ্যজ্ঞান অসম্ভব।

আরও এক কথা, দ্রষ্টব্য বস্তুর দর্শনমাত্রেই যখন বিজ্ঞান ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন "ইহা দেখিতেছি, উহা দেখিয়াছি" ইত্যাদি ব্যবহারও হইতে পারে না। যেহেতু, দর্শনকারীর বিজ্ঞান ঐ শব্দব্যবহারকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করে না। অবস্থিতি স্বীকার করিলেই ক্ষণিকবিজ্ঞানাত্মবাদের হানি হইল। আর যদি বল যে, যে বিজ্ঞান দর্শন করে নাই, তাহারই ঐরূপ ব্যপদেশ ও সাদৃশ্যপ্রত্যয় হয়, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, তাহাও ঠিক্ জন্মান্ধ ব্যক্তির রূপবিশেষনির্দ্দেশ ও তদ্বিষয়ক সাদৃশ্যবোধের ন্যায় নির্যুক্তিক নহে কি? বিশেষতঃ—সর্ব্বজ্ঞ (বুদ্ধদেবের) ব্যক্তির শাস্ত্রপ্রণয়নাদি কার্য্যও অন্ধপরম্পরা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে। এই অন্ধপরম্পরা কি কোন বিচার-চতুর ব্যক্তির অভীষ্ট? এতদ্ভিন্ন এই ক্ষণভঙ্গবাদে বা ক্ষণিকবাদে যে কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগমরূপ দোষ বর্ত্তমান, তাহাও সুপ্রসিদ্ধ। কৃতনাশ অর্থে যাহা করা হইয়াছে, তাহার ফল (সুখদুঃখাদি) ভোগ না হওয়া, প্রত্যুত অকৃত অর্থাৎ যাহা কদাপি করা হয় নাই, তাহার ফলভোগ করা; শাস্ত্রকারগণ এই দোষদ্বয়কে অতি গুরুতর দোষ বলিয়া মনে করেন।

যদি বল যে, দৃষ্টব্যবহারের অর্থাৎ ইহা দেখিয়াছি, এইরূপ উক্তির প্রতি হেতু আর কিছুই নহে; কেবল পূর্ব্বাপরক্ষণে স্থায়ী শৃঙ্খলবৎ একটি জ্ঞানের ধারা বা প্রবাহ, এবং এই প্রত্যয়প্রবাহের ফলেই "অমুক তাহার সদৃশ" এই সাদৃশ্য জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। উত্তর—না, এ কথাও হইতে পারে না; যেহেতু, বর্ত্তমান ও অতীত এই দুইটি কাল অত্যন্ত বিভিন্ন; অতএব শৃঙ্খলাবয়বস্থানীয় বর্ত্তমান জ্ঞান এক এবং অতীত প্রত্যয় অন্য; এই উভয় প্রত্যয়ই বিভিন্ন ক্ষণে অবস্থিত, যদি সেই উভয় প্রতীতিগ্রাহ্য বিষয়ের শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি জ্ঞান স্বীকার কর, তাহা হইলে এক জ্ঞানের উভয়ক্ষণস্থায়িত্বনিবন্ধন পুনশ্চ ক্ষণবাদহানি হইতে পারে। বিশেষতঃ ক্ষণবাদপক্ষে যদি বিজ্ঞানাতিরিক্ত আত্মা না থাকে, তবে 'আমি তুমি' এইরূপ ভেদও অলীক, এরূপ অবস্থায় 'আমি আমার ও তুমি তোমার' ইত্যাকার বিশেষ বিশেষ প্রতীতির অনুপপত্তি হেতু সমস্ত লৌকিক ব্যবহার লুপ্ত হইবার উপক্রম হয়। আর সমস্তই যদি স্বসংবেদ্য বিজ্ঞানমাত্র হয় এবং বিজ্ঞান যদি মাত্র নির্ম্মলবুদ্ধিপ্রকাশ-স্বভাবসম্পন্ন বলিয়া স্বীকৃত হয়, তবে

তৎসমস্তের প্রত্যক্ষদর্শী অপর কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি বাস্তবিক না থাকায় অনিত্যত্ব, দুঃখহীনত্ব ও অনাত্মত্ব প্রভৃতি তোমার মতসিদ্ধ অনেক কল্পনা কিছুই উৎপন্ন হয় না। আর এ কথাও বলিতে পার না যে, দাড়িমাদি ফল যেমন ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট, বিজ্ঞান তদ্রূপ অনিত্যত্বাদিবিরুদ্ধ অনেকাংশবিশিষ্ট হইবে; কারণ, বিজ্ঞান বস্তুটি স্বচ্ছপ্রকাশস্বভাব; সুতরাং স্বচ্ছ প্রদীপাদি যেমন বিরুদ্ধ অনেকাংশবিশিষ্ট হইতে পারে না, এইরূপ স্বচ্ছস্বভাব বিজ্ঞানও অনিত্যত্ব, দুঃখিত্ব প্রভৃতি অনেকাংশবিশিষ্ট হইতে পারে না। বিশেষতঃ অনিত্য দুঃখাদিকে বিজ্ঞানাংশ বলিয়া মানিলে অনুভাব্য নিবন্ধন একের অনুভাব্য-অনুভাবত্ব বিরোধ হেতু বলিয়া অবশ্যই অনুভাব্যরূপে বিজ্ঞানাতিরিক্ত অনিত্য দুঃখাদি স্বীকার করিতে হয়। পক্ষান্তরে, বিজ্ঞানকে অনিত্য দুঃখাদিস্বরূপ স্বীকার করিলে সেই দুঃখাদির বিয়োগে বিজ্ঞানের বিশুদ্ধিকল্পনা যুক্তিযুক্ত কোথায়? কারণ, স্বগত মল-পরিহারই বিশুদ্ধিশব্দবাচ্য; এ বিষয়ে মলিন দর্পণ প্রভৃতিই দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ বিজ্ঞানকে অনিত্য দুঃখরূপী স্বীকার করিলে অনিত্য দুঃখই তাহার স্বভাব বলিতে হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রোদ্দিষ্ট বিজ্ঞানের বিশুদ্ধিরূপতা থাকে কোথায়? অর্থাৎ দুঃখাদি দোষাপনয়নকে যদি বিশুদ্ধি বলা হয়, অথচ দুঃখ বিজ্ঞানের স্বভাব হয়, তবে স্বভাবের অপরিহার্য্যতা নিবন্ধন সে বিশুদ্ধি সম্ভব কি? স্বভাব হইতে কখনও কাহার বিয়োগ কেহ দেখিয়াছে কি? উষ্ণত্ব বা প্রকাশস্বভাবসম্পন্ন অগ্নি কখনও স্বীয় উষ্ণতা বা প্রকাশস্বভাব যে পরিত্যাগ করিয়াছে, ইহা কখনও দৃষ্টি-গোচর হয় নাই। তবে যে পুষ্পের রক্তত্ব প্রভৃতি গুণের দ্রব্যবিশেষের সংযোগ বশতঃ বিয়োজন দেখা যায়, সেইখানে সেই সকল রক্তত্ব প্রভৃতির সংযোগজন্যত্ব অনুমান করিতে হইবে—স্বাভাবিকত্ব কখনই নহে। বীজের দ্রব্যবিশেষের ভাবনাবলে পুষ্প ও ফলাদির গুণান্তর উৎপন্ন হয়, ইহা অদৃষ্টচর নহে। অতএব স্বভাবের দুরপনেয়ত্ববশতঃ মলিন বিজ্ঞানের বিশুদ্ধিকল্পনা কল্পনামাত্র। তাহার পর তোমাদের মতে বিজ্ঞানেরই বিষয়ী ও বিষয়াকারে প্রকাশ পাওয়া যে বিজ্ঞান-মল বলিয়া কল্পিত হয়, তাহাও বিজ্ঞানাতিরিক্ত বস্তুর অভাবে অন্য সংসর্গ ব্যতীত ঘটিতে পারে কি? অবিদ্যমান (অভাবভূত) পদার্থের সহিত বিদ্যমানের সম্বন্ধ কোথায় সম্ভব? আবার অন্য সংসর্গের অভাবে বস্তুর যথাযথ দৃষ্টগুণই তাহার স্বভাব বা অকৃত্রিম ধর্ম্ম বলিয়া মানিতে হয়; সুতরাং অগ্নির উষ্ণতা এবং সূর্য্যের প্রভার মত বিজ্ঞানেরও ঐ স্বাভাবিক ধর্ম্মের সহিত বিচ্ছেদ জন্মিতে পারে না। এমত অবস্থায় অন সম্পর্কবশতঃ বিজ্ঞানের মালিন্য,

পুনশ্চ তাহার বিশুদ্ধিকল্পনা অন্ধকল্পনার ন্যায় অপ্রমাণ বলিব ? আর যে সেই বিজ্ঞানেরই নির্ব্বাণকে (মূলতঃ উচ্ছেদকে) পরমপুরুষার্থ বলিয়া কল্পনা করা হয়, তাহাও নির্ব্বাণফলের আশ্রয়ের অভাবে হাস্যাস্পদ। এ কথা কেহই স্বীকার করে না যে, কণ্টকবিদ্ধ ব্যক্তির মরণ হইলে সেই কণ্টক-বেধজনিত দুঃখ-নিবৃত্তিফলের আশ্রয় সেই ব্যক্তি হয় ? অতএব কণ্টকবিদ্ধের মত বিজ্ঞান-রূপী সমস্ত পুরুষের নির্ব্বাণ বা উচ্ছেদ হইলে অথচ ফলভোক্তা বা ফলের আশ্রয় না থাকিলে সেই উচ্ছেদের (নির্ব্বাণের) পুরুষার্থতা কল্পনা সর্ব্বথৈব মিথ্যা। কারণ, তোমাকেই প্রশ্ন করি, এই বিজ্ঞাননির্ব্বাণের পুরুষার্থতাপক্ষে তুমি পুরুষার্থ কাহাকে বল ? পুরুষ শব্দে যাহাকে বুঝায়, সেই সত্ত্ব (প্রাণী) আত্মা বা বিজ্ঞানের অর্থ ইষ্টসিদ্ধি যদি পুরুষার্থশব্দবাচ্য হয়, তবে সেই পুরুষের (বিজ্ঞানের) নির্ব্বাণ ঘটিলে কাহার অর্থ—'পুরুষার্থ' হইবে ? কিন্তু যাঁহার মতে অনেকবস্তুদর্শী বিজ্ঞানব্যতিরিক্ত আত্মা আছে, তাঁহার মতে প্রত্যক্ষ স্মরণের বিষয়ীভূত দুঃখনিদানের সহিত সংযোগ-বিয়োগাদি সমস্তই সম্ভবপর হইতে পারে এবং বস্তুবিশেষের সংযোগ ও বিয়োগজনিত কালুষ্য এবং তাহার বিয়োগে বিশুদ্ধি সর্ব্বথাই সঙ্গত হইতে পারে। বিজ্ঞানবাদপক্ষে এ সব কিছুই উৎপন্ন হয় না। সর্ব্বশূন্যবাদীর পক্ষ সর্ব্বপ্রমাণ-বিরুদ্ধ বলিয়া তাহার খণ্ডন অনাবশ্যকবোধে পরিত্যক্ত হইল ॥ ৭ ॥

স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসম্পদ্যমানঃ পাপ্মভিঃ সꣳসৃজ্যতে স উৎক্রামন্ ম্রিয়মাণঃ পাপ্মনো বিজ-হাতি॥ ৮ ॥

প্রসঙ্গপ্রাপ্ত পরপক্ষ খণ্ডন করিয়া সম্প্রতি শ্রুতির ব্যাখ্যানুসারে পরশ্রুতির তাৎপর্য্য বর্ণনা করা হইতেছে। যেমন ইহলোকে এক দেহেই স্বপ্নাবস্থায় উপনীত হইয়া জীব মৃত্যুস্বরূপ—কার্য্যকরণ (দেহেন্দ্রিয়-সমষ্টি) অতিক্রম করত স্বপ্না-বস্থায় আত্ম-জ্যোতিতে অবস্থান করে, এইরূপ সেই এই প্রস্তাবিত পুরুষ জন্মগ্রহণ করত অর্থাৎ শরীরে আত্মাভিমান পোষণ করত পাপাক্রান্ত হইয়া অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি প্রাপ্ত হইয়া আত্মা পাপ প্রণোদিত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সমবায়িকারণ দেহেন্দ্রিয়ের সহিত সংসৃষ্ট হয়, আবার সেই পুরুষই যখন উৎক্রান্ত অর্থাৎ ভাবী শরীরান্তরে গমন করিবার জন্য মৃত্যুদশায় উপস্থিত হয়, ঐ

সময়ে সেই সংসৃষ্ট পাপরূপী দেহেন্দ্রিয়াদিবিযুক্ত হন অর্থাৎ সেই দেহেন্দ্রিয়রূপী পাপ পরিত্যাগ করেন।

এই একই পুরুষ এক দেহে বিদ্যমান থাকিয়াই যেমন স্বপ্ন ও জাগরণ নামক বিভিন্ন দুইটি অবস্থায় বুদ্ধির সাম্যপ্রাপ্ত হইয়া পাপরূপী শরীরেন্দ্রিয়সংঘাতের গ্রহণ ও ত্যাগ করত নিয়ত সঞ্চরণ করে, সেই প্রকার সেই এই পুরুষ নির্ব্বাণাবধি (সংসারবিমুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত) ইহলোক ও পরলোক অর্থাৎ জন্ম ও মরণ দ্বারা দেহেন্দ্রিয় গ্রহণ ও ত্যাগরূপকার্য্য প্রাপ্ত হইয়া অনবরত ভ্রমণ করে। অতএব ইহা দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইল যে, দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিরূপ পাপ হইতে আত্মজ্যোতি নামে স্বতন্ত্র এক বস্তু আছে, তাহাই দেহেন্দ্রিয়ের সংযোগ ও বিয়োগকার্য্য দ্বারা জন্ম-মৃত্যুধারা লাভ করে। আত্মজ্যোতিঃ কখনই দেহেন্দ্রিয়ধর্ম্ম নহে, তাহা হইলে তাহার সহিত দেহের একবার সংযোগ ও পরক্ষণে বিয়োগ কখনই হইত না॥ ৮॥

তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ। অথ যথাক্রমোঽয়ং পরলোকস্থানে ভবতি তমাক্রমমাক্রম্যোভয়ান্ পাপ্মন আনন্দাংশ্চ পশ্যতি।

স যত্র প্রস্বপিত্যস্য লোকস্য সর্ব্বাবতো মাত্রামুপাদায় স্বয়ং বিহত্য স্বয়ং নির্ম্মায় স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা প্রস্বপিত্যত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি॥ ৯॥

কোন কোনও বাদী পরলোক সম্বন্ধে আপত্তি করেন যে, জন্ম ও মৃত্যুপ্রবাহে পতিত হইয়া জীব যে স্থানে স্বপ্ন-জাগরণের মত সঞ্চরণ করিবে, সেই ইহলোক ও পরলোক বলিয়া এই পুরুষের স্বতন্ত্র গন্তব্যস্থান কিছু নাই, তবে স্বপ্ন ও জাগরণ অবস্থা প্রত্যক্ষ দ্বারা গৃহীত হয়, সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু জন্ম-মরণ-স্থান ইহলোক ও পরলোক কোন প্রমাণ দ্বারাই জ্ঞাত হয় না, অতএব এই স্বপ্ন ও জাগরণই ইহলোক ও পরলোক পদবাচ্য।

তাহার উত্তরে বলা যায় যে, ঐ উক্তির উদ্দেশ্য পুরুষের দুইটিই গন্তব্য স্থান, কিন্তু তৃতীয় বা চতুর্থ স্থান নাই। সেই দুই স্থান কি কি?—এক এই প্রতিপন্ন অর্থাৎ বর্ত্তমান জন্ম, যাহা শরীরেন্দ্রিয়ে বিষয়ানুভবসমন্বিতরূপে প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে এবং দ্বিতীয়—পরলোকস্থান, যাহা দেহেন্দ্রিয়াদি বিয়োগের পর অনুভবনীয়। যদি বল, স্বপ্নও পরলোকমধ্যে গণ্য, অতএব "দ্বে এব" (দুইটিই) এইরূপ নিয়ম করা সঙ্গত হয় কিরূপে? উত্তর—না, তাহা স্বতন্ত্র স্থান নহে। তবে কি?—তাহা সন্ধ্যা, অর্থাৎ ইহলোক ও পরলোকের সন্ধি অন্তরালবর্ত্তিনী অবস্থা। তাহাই তৃতীয় স্বপ্নস্থান। অবশ্য ইহাকে ধরিয়া অবস্থার ত্রিবিধত্ব আশঙ্কা হইতে পারে। পরন্তু সন্ধিস্থানের উভয়াংশত্ব হেতু 'দ্বে এব স্থানে' বলিয়া দুইটিমাত্র স্থানের অবধারণ করা অসঙ্গত হয় নাই। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যে পরলোকস্থানকে ধরিয়া স্বপ্নস্থান সন্ধ্য হইবে, সেই পরলোকের অস্তিত্বে প্রমাণ কি? তাহার উত্তর এই—যেহেতু পুরুষ সেই সন্ধি-বর্ত্তী স্বপ্নস্থানে অবস্থিত হইয়া এই উভয় লোক অবলোকন করে, এই জন্য স্বীকার করিতে হইবে, পরলোক আত্মার অন্যতর লক্ষ্য। সেই উভয় কি কি? এই স্থান (বর্ত্তমান জন্ম) ও পরলোক-স্থান। অতএব স্বপ্ন ও জাগরিত ব্যতিরিক্তও উভয় লোক আছে, পুরুষ বুদ্ধির সমান হইয়া জন্মমরণ-ধারানুসারে সেই উভয় লোকে সঞ্চরণ করে, ইহা প্রতিপন্ন হইল। এক্ষণে পুরুষ স্বপ্নাবস্থায় উপনীত হইয়া কাহাকে আশ্রয় করিয়া ও কি প্রকারে উভয় লোক দর্শন করে, তৎসমুদয় উক্ত হইতেছে, শ্রবণ কর।

প্রথমতঃ কিরূপে দর্শন করে অর্থাৎ কি কি সাধনসম্পন্ন হইয়া পরলোকে গমন করে, সেই বিবরণ কথিত হইতেছে। এই পুরুষ গন্তব্য পরলোকে যাইবার নিমিত্ত যথাক্রম * অর্থাৎ যেরূপ আশ্রয়বান্ হয়,—পরলোক-প্রাপ্তির উপায়ভূত যাদৃশ বিদ্যা, কর্ম্ম ও পূর্ব্ব-প্রজ্ঞা (সংস্কার) দ্বারা যুক্ত হয়, তখন অঙ্কুরাবস্থাপন্ন বীজের মত জীবকে পরলোকে লইয়া যাইবার জন্য উদ্যত সেই বিদ্যা, কর্ম্ম ও সংস্কাররূপী আক্রমকে আশ্রয় করিয়া জীবও ধর্ম্মাধর্ম্মের পরিণামস্বরূপ উভয় লোক নিরীক্ষণ করিতে থাকে। ধর্ম্মাধর্ম্মের পরিণাম বিচিত্র, এজন্য বহুবচন প্রযুক্ত হইল। তাহার অর্থ উভয় প্রকার, সেই উভয় প্রকার কি কি? তাহা কথিত হইতেছে—তাহা পাপ অর্থাৎ পাপফল। কারণ, সাক্ষাৎসম্বন্ধে পাপের

---

* আক্রম—আক্রমণ করা যায় যাহা দ্বারা, তাহার নাম আক্রম, অর্থাৎ আশ্রয়। যাদৃশ (যেরূপ) আক্রম ইহার, তাহা যথাক্রম, অর্থাৎ যেরূপ আশ্রয় (অবলম্ব্য) আশ্রিত হয়।

দর্শন সম্ভব নহে ; এজন্য পাপ অর্থে পাপের ফল বলিতে হইবে এবং নানাবিধ আনন্দ অর্থাৎ ধর্ম্মফল সুখসমুদয়। জন্মান্তরে অনুভূত বিষয়ের বাসনাময় এই উভয় পাপ ও আনন্দ এবং আগামী জন্ম-ভাবী যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মাধর্ম্ম-ফল, পুরুষ তাহাও সেই সন্ধিদশায় ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রভাবেই হউক কিম্বা কোন দেবতার অনুগ্রহেই হউক, দর্শন করিয়া থাকে। যদি বল, কি উপায়ে স্বপ্নে পরলোক-ভাবী পাপ ও আনন্দ দর্শন করা সম্ভব ? তাহা বলা হইতেছে, যেহেতু, ইহজন্মে অনুভবের অযোগ্য বিষয়সকলও স্বপ্নে দৃষ্টিপথে পতিত হয় ; আর এ কথাও বলিতে পার না যে, স্বপ্ন একটি অননুভূতপূর্ব্ব বস্তু প্রত্যক্ষের অবস্থা। কেন না, প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা যাহা অনুভব করা যায়, স্বপ্নাবস্থায় তৎসমস্তেরই স্মৃতি হইয়া থাকে মাত্র, অতএব স্বপ্ন এবং জাগরিত স্থান ব্যতীতও উভয় লোক আছে, ইহা প্রতিপন্ন হইল। আশঙ্কা হইতেছে যে, পূর্ব্বে যে কথিত হইয়াছে, এই কার্য্য-করণ-সঙ্ঘাতাভিমানী জীব বহির্জগতে স্থিত আদিত্যাদি সমস্ত জ্যোতিঃ অস্তমিত হইলে স্বতন্ত্র আত্মজ্যোতির্দ্বারা লৌকিক ব্যবহার সম্পাদন করে, সেই অবস্থাই অসম্ভব, কারণ, আদিত্যাদি জ্যোতির অস্তগমন বা অভাবই হইতে পারে না ;— যে অবস্থায় বিবিক্ত-(অসঙ্কীর্ণ) ভাবে এই আত্মজ্যোতিঃ উপলব্ধ হইবে, এবং যাহার সহিত এই শরীরেন্দ্রিয়সমষ্টি নিত্য মিলিতভাবে উপলব্ধ হইতে পারে। অতএব বাহ্য-জ্যোতির অভাবকাল কখনই স্বীকার করিতে পারি না। এ কারণ আত্মজ্যোতির কথা যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অসৎকল্প, বাহ্যজ্যোতির সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্যভাবে জ্যোতীরূপী আত্মা কেহ নাই। যদি কুত্রাপি বাহ্য-জ্যোতিঃ-সম্পর্কশূন্যভাবে আত্ম-জ্যোতির উপলব্ধি হইত, তাহা হইলে ভবৎ-কথিত উভয় লোকদর্শনাদি সমস্ত মানিতে পারিতাম। এই আশঙ্কার পরিহারের জন্য শ্রুতি স্বয়ং বলিতেছেন—সেই প্রস্তাবিত আত্মা যে সময়ে প্রসুপ্ত অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে নিদ্রা অনুভব করে, তখন সে কি আশ্রয় করিয়া কিরূপে সুপ্ত থাকে ? অর্থাৎ কিরূপে সেই সন্ধ্যস্থান প্রাপ্ত হয় ? এতদুত্তরে বলিতেছেন যে, এই যে পরিদৃশ্যমান সর্ব্বাবৎ * অর্থাৎ সর্ব্বব্যবহারপালনকারী বিষয়ানুভব-সংযুক্ত দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি, ইহারই একাংশ আকর্ষণ পূর্ব্বক লইয়া অর্থাৎ বর্ত্তমান

* সর্ব্বাবৎ—যে বস্তু সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার অব—পালন করে, তাহা সর্ব্বাবৎ—অর্থাৎ বিষয়ানুভবসংযুক্ত এই কার্য্যকরণসমষ্টিরূপী ইহলোক ইহা অন্নত্রয়-প্রকরণে বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অথবা সর্ব্ব—ভূত ভৌতিক মাত্র সমুদয় যে সময় বিদ্যমান থাকে (সম্বন্ধের প্রধান কারণ) তাহার নাম সর্ব্বাবৎ অর্থাৎ ইহলোক।

জন্মসঙ্কৃত বাসনা-বাসিত হইয়া স্বয়ংই দেহপাত করত অর্থাৎ দেহকে জ্ঞানহীন (অচেতন) করত ও পুনঃ দেহের নির্ম্মাণ পূর্ব্বক যে অবস্থায় স্বয়ংজ্যোতির্ম্ময়-স্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন, তাহাই সুষুপ্তি। এ স্থলে নিজ দেহবিনাশের প্রতি নিজ আত্মাকে কারণ বলা হইল এই উদ্দেশ্যে—যেহেতু, জাগরিত দশায়ই দৈহিক ব্যবহার নিষ্পাদনের জন্য আদিত্যাদি জ্যোতিঃ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, এবং সেই দেহ-ব্যবহারও আত্মার ধর্ম্মাধর্ম্ম-ফলোপভোগের নিমিত্ত। আত্মার কর্ম্মোপরম হইলেই এই দেহে ধর্ম্মাধর্ম্ম-ফলভোগের বিরাম ঘটে, তাহা আত্মার কর্ম্ম-নিবৃত্তি-জনিত; সুতরাং আত্মা ফলতঃ এই দেহের বিহন্তা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। নিজেই মায়াময় শরীরের মত বাসনাময় স্বপ্নদেহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, এই নির্ম্মাণ আত্মার কর্ম্মাপেক্ষিত। এই জন্য স্বপ্নদেহকে পুরুষকৃত বলা হইল। তাহার পর জীববিষয়গ্রহণরূপ স্বীয় দীপ্তি অর্থাৎ সর্ব্ববাসনাময় অন্তঃকরণবৃত্তি প্রকাশ করত সুষুপ্ত হন। যেহেতু, সে সময়ে আত্মার সেই নিজস্ব (ভা) দীপ্তি বিষয়াকারে সমস্ত বাসনাবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পায়, সেই হেতু সে সময়ে উহা স্বয়ংভা বা স্বপ্রকাশ বলিয়া কথিত হয়, সেই বিষয়াকার স্বীয়ভা এবং তৎপ্রকাশক নির্লিপ্ত স্বাভাবিক নিত্যসিদ্ধজ্ঞানস্বরূপ জ্যোতিঃ-প্রভাবে, বাসনাময় প্রকাশ্যকেও প্রকাশ করত প্রকৃষ্টরূপে স্বপ্নলাভ করেন। এই অবস্থাই সেই আত্মজ্যোতির নিদ্রা বা সুষুপ্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই অবস্থায় সেই পুরুষ নিজে সেই বাহ্য জ্যোতির সম্পর্কশূন্য বিশুদ্ধ জ্যোতীরূপে প্রকাশ পায়।

আপত্তি হইতে পারে যে, আত্মা যদি জাগরিত অবস্থারই মাত্রা (বিষয় সমুদয়) গ্রহণ করে, তাহা হইলে তৎসম্পর্ক থাকিতে পুরুষ সে সময়ে স্বয়ং-জ্যোতিঃ হয় কিরূপে? উত্তর—এই আপত্তি হইতে পারে না। কারণ, সেই স্বপ্নাবস্থায় যে মাত্রা (বিষয়) গ্রহণ করে, তাহা বিষয়বাসনাময়; অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপ প্রকাশ্য-প্রকাশকের ভেদ বশতই সে সময়ে পুরুষকে স্বয়ংজ্যোতীরূপে প্রদর্শন করান যাইতে পারে; নচেৎ সুষুপ্তিকালের ন্যায় অন্য কোন কালেই বিষয়সম্পর্ক থাকিতে তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায় না। যে সময়ে সেই ভাঃ অর্থাৎ বাসনাময়ী দীপ্তি বিষয়রূপে উপলব্ধিবিষয় হয়, সে সময়ে কোষ-নিষ্কৃষ্ট অসির ন্যায় সমস্ত সংস্পর্শরহিত চক্ষুঃ প্রভৃতি কার্য্যকরণ সমুদয় হইতে পৃথগ্‌ভূত, অব্যবহিতজ্ঞানশক্তিসম্পন্ন পুরুষ স্বীয় প্রকাশমানস্বভাবে জ্ঞাত হয়; সেই হেতুই বলা হইয়াছে, এই সময়ে সেই পুরুষ স্বয়ংজ্যোতিঃ হয় ॥ ৯ ॥

ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্ত্যথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্ত্যথানন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যো ভবন্ত্যথ বেশান্তান্ পুষ্করিণী স্রবন্তী সৃজতে স হি কর্ত্তা ॥ ১০ ॥

বাদিগণ আত্মার স্বপ্নে স্বয়ংজ্যোতির্ভাব সম্বন্ধে এইরূপ আশঙ্কা করেন যে, এই স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ স্বয়ংজ্যোতি কিরূপে হন? যেহেতু, জাগরণ অবস্থার ন্যায় স্বপ্নাবস্থায়ও গ্রাহ্যগ্রাহকাদি সমস্ত ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়, এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অনুগ্রাহক আদিত্য প্রভৃতি জ্যোতিঃ সমস্তই জাগরণের মত বিদ্যমান থাকে। তবে জাগরণ অপেক্ষা স্বপ্নের "এখানে এই পুরুষ স্বয়ংজ্যোতিঃ হন" বলিয়া বৈশিষ্ট্য কি আছে? ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলেন যে, স্বপ্নদর্শনের জাগরণ অপেক্ষা যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য আছে, তাহা এই যে, জাগরণ অবস্থায় আত্ম-জ্যোতিঃ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, মন ও আলোক প্রভৃতির সহিত শত শত ব্যাপারে জড়িত থাকেন, কিন্তু এই স্বপ্নে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার অভাবে এবং ইন্দ্রিয়ানুগ্রাহক আদিত্যাদি বাহ্য আলোকাভাব বশতঃ আত্মা বিবিক্ত অর্থাৎ কেবল শুদ্ধ অবস্থায় অবস্থিত থাকে। এই হেতু স্বপ্নাবস্থা জাগরণ-অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। যদি বল, জাগরণ-অবস্থায় যে যে বিষয় যে যে ভাবে অনুভূত হয়, স্বপ্নেও সেই সেই বিষয় সেই সেই ভাবেই উপলব্ধ হয়, তবে কিরূপে ইন্দ্রিয়াভাব বলিব এবং তাহার অভাব বশতঃ অবস্থার বৈলক্ষণ্য স্বীকার করিব? উত্তর—হ্যাঁ, শুন। সেই স্বপ্নে দর্শনযোগ্য বিষয় অর্থাৎ রথাদি নাই, রথযোগ অর্থাৎ রথবাহা অশ্বাদি নাই এবং রথ-গমনোপযোগী পথও নাই; অথচ দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বপ্নে পুরুষ রথ, অশ্বাদি এবং রথোপযোগী পথ সমস্তই স্বয়ং সৃষ্টি করে। রথাদি নির্ম্মাণের উপকরণ কাষ্ঠাদির অভাবে কিরূপে তাহা সৃষ্টি হয়? তাহার উত্তর—পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, "আত্মজ্যোতিঃ সর্ব্বোপকরণ-সম্পন্ন এই জাগরণ-অবস্থার মাত্রা (সংস্কার) নিগ্রহণ করিয়া এবং শরীরকে স্বয়ং ব্যাহত করিয়া পুনশ্চ স্বয়ং নির্ম্মাণপূর্ব্বক" ইত্যাদি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এই পুরুষের অন্তঃকরণবৃত্তিই বাসনাময়ী। যৎকালে অন্তঃকরণবৃত্তি পূর্ব্বদৃষ্ট রথাদিসংস্কারে সংস্কৃতা হইয়া উপলব্ধির কারণ প্রাক্তন জীবকর্ম্মে চালিত হয়, তখনই সেই রথাদি-বাসনা দৃশ্যরূপে সম্মুখে অবস্থান করে, তাহাই স্বপ্নে দৃষ্টিগোচর হয়। "স্বয়ং নির্ম্মায়" এই

বাক্য দ্বারা সেই ভাবই প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং রথাদি সমস্ত সৃষ্টি করে, ইত্যাদিও তাহারই বিস্তারমাত্র। বাস্তবিকপক্ষে বাসনা ব্যতীত সেই স্বপ্নকালে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, করণানুগ্রাহক সূর্য্যাদিতেজঃ এবং তৎপ্রকাশ্য রথাদি বিষয় কিছুই থাকে না; কেবলমাত্র বাসনা (সংস্কার) নিজের উপলব্ধির কারণ প্রাক্তন জীব কর্ম্মচালিত হইয়া অন্তঃকরণকে আশ্রয় করত দৃষ্টিপথে উদ্গত হয়। সেই সময়ে যে নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন জ্যোতির দ্বারা উহা প্রকাশ পায়, এখানে সেই আত্মজ্যোতিই কোষনির্ম্মুক্ত অসির ন্যায় স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপে প্রকাশ পায়, বলা হইয়াছে। সেখানে যেমন গমনোপকরণ রথাদি থাকে না, তেমনই আনন্দ (সুখবিশেষ), মুদ্—পুত্রাদিলাভ-নিমিত্ত হর্ষ এবং প্রমুদ্ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট পুত্রাদিলাভজনিত হর্ষ-বিশেষ, ইহার কিছুই থাকে না; অথচ তৎকালে সেই আত্মজ্যোতিঃ আনন্দ প্রভৃতি সমস্তই সৃষ্টি করে। ঐরূপ তৎকালে বেশান্ত—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়, পুষ্করিণী—তড়াগসকল, প্রস্রবন্তী—নদী সকল ইহাদের কিছুই থাকে না, অথচ বাসনাময় বেশান্ত প্রভৃতি সকলই আত্মজ্যোতিঃ সৃষ্টি করে, তাহা সৃষ্টি করিবার কারণ,—তিনি (আত্মা) কর্ত্তা। তাঁহার কর্ত্তৃত্ব কিরূপে? তাহাও কথিত হইতেছে।—যেহেতু, সেই স্বপ্নে রথাদি-সংস্কারময়ী চিত্তবৃত্তির যে বিকাশ হয়, তাহার কারণ জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, এ কথা পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে; এই ভাবেই সেখানে আত্মার কর্ত্তৃত্ব; নতুবা সাক্ষাৎসম্বন্ধে আত্মার কোন ক্রিয়া হইতে পারে না; যেহেতু, তখন কোনরূপই ক্রিয়ার সাধনসামগ্রী হস্তপদাদি নাই। অথচ সে সমস্ত কারক হস্তপদাদি না থাকিলেও ক্রিয়া হইতে পারে না; কিন্তু যে জাগরণদশায় উহারা থাকে, সেই জাগরণকালে আত্মজ্যোতির্দ্বারা সচেতন দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিই রথাদি-বাসনা সৃষ্টি করে ও সেই সকল সংস্কার অন্তঃকরণমধ্যে অবস্থিত হইয়া যে স্বপ্নকালে বৃত্তি উৎপাদন করে, সেই সংস্কারের কারণ কর্ম্ম আত্মা হইতেই উৎপন্ন, এজন্য তৎকালে পরম্পরায় আত্মাকে কর্ত্তা বলা হইয়াছে। এ বিষয়ে উপক্রমোক্ত বাক্যও প্রমাণ, যথা—"আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে" অর্থাৎ এই পুরুষ আত্ম-জ্যোতির্দ্বারাই জাগ্রৎকালীন ব্যবহারাদি সমস্ত কর্ম্ম করে। কিন্তু, তাহাতেও চৈতন্যাত্ম-জ্যোতির চেতনাসম্পাদন ব্যতীত সাক্ষাৎসম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব নাই। যিনি চৈতন্যময় আত্মজ্যোতির্দ্বারা অন্তঃকরণকে সচেতন করত দেহেন্দ্রিয়ের চৈতন্য সম্পাদন করেন, তাঁহা দ্বারাই প্রকাশিত হইয়া দেহেন্দ্রিয় কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে, তথায় আত্মার কর্ত্তৃত্ব উপচারমাত্র—বাস্তবিক নহে। এই জন্য বলা হইয়াছে, যেন বাহ্যদৃষ্টিতে মনে হয়—তিনি কর্ম্মে ব্যাপৃত

আছেন, তিনি ধ্যান করিতেছেন, সেই কথাই তাঁহার কর্তৃত্ব উক্তি দ্বারা হেতুভাবে প্রকাশিত হইল ॥ ১০ ॥

তদেতে শ্লোকা ভবন্তি—স্বপ্নেন শারীরমভিপ্রহত্যাসুপ্তঃ সুপ্তানভিচাকশীতি। শুক্রমাদায় পুনরেতি স্থানꣳ হিরণ্ময়ঃ পুরুষ-একহꣳসঃ ॥ ১১ ॥

এই পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র সকল প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা—তিনি স্বপ্নভাব গ্রহণ করত শরীরকে নিশ্চেষ্ট করেন অথচ স্বয়ং অসুপ্ত অর্থাৎ অলুপ্ত-জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন থাকিয়া (পুরুষ) সুপ্ত অর্থাৎ বাসনারূপে উদ্ভূত ও অন্তঃকরণ-বৃত্তি আশ্রয় করিয়া অবস্থিত সেই বাহ্য ও আধ্যাত্মিক সমস্ত বিষয়রাশিকে স্বীয় নিত্যসিদ্ধজ্ঞানশক্তি দ্বারা দর্শন করেন, অর্থাৎ প্রকাশিত করেন। তিনি হিরণ্ময় বস্তুর ন্যায় ভাস্বর প্রভাময় চৈতন্যজ্যোতিঃসম্পন্ন এবং একহংস অর্থাৎ তিনি একাকীই জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং ইহলোক ও পরলোকাদিতে গমন করেন, আবার শুক্র অর্থাৎ (শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময়) ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল অবলম্বন করিয়া পুনশ্চ কর্ম্ম সম্পাদন করিবার জন্য জাগ্রদ্দশায় উপস্থিত হন ॥ ১১ ॥

প্রাণেন রক্ষন্নবরং কুলায়ং বহিষ্কুলায়াদমৃতশ্চরিত্বা। স ঈয়তেঽমৃতো যত্র কামꣳ হিরণ্ময়ঃ পুরুষ একহꣳসঃ ॥ ১২ ॥

সেই পুরুষ প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান এই পঞ্চবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণ দ্বারা অতি নিকৃষ্ট, অনেক অশুচি-মলমূত্রাদি-পূর্ণ * ; সুতরাং বীভৎস কুলায়রূপ শরীরকে পরিপালন করে অর্থাৎ জ্যোতিঃপূর্ণ রাখে ; তাহা না হইলেই মৃত-ভ্রম হয়। কিন্তু নিজে ঐ শরীর-কুলায়ের বহির্দ্দেশে বিচরণ করিয়া স্বপ্ন দর্শন করে। যদিও শরীরমধ্যে থাকিয়াই জীব স্বপ্নদর্শন করে, ইহা যুক্তিসিদ্ধ, তথাপি শরীরস্থ আকাশের ন্যায় তাহাতে সম্বন্ধ নাই বলিয়া বহির্দ্দেশে বিচরণ তাহার,—এই কথা

* "স্থানাদ্বীজাদুপষ্টম্ভান্নিঃস্যন্দান্নিধনাদপি। কায়মাধেয়শৌচত্বাৎ পণ্ডিতা হ্যশুচিং বিদুঃ।" অর্থাৎ পণ্ডিতগণ বক্ষ্যমাণ-কারণে শরীরকে অশুচি বলেন, যথা—শরীরের উৎপত্তিস্থান—অতি কদর্য্য জরায়ু। বীজ—শুক্র-শোণিত ; উপষ্টম্ভ—ধারক—অস্থি প্রভৃতি ; নিঃস্যন্দ—মল-মূত্রাদিস্রাব, নিধন—মরণ ইত্যাদি।

উক্ত হইয়াছে। সেই অমৃত অর্থাৎ মরণধর্ম্মবিহীন আত্মা কামনানুসারে সর্ব্বত্র গমন করে। ইহার তাৎপর্য্য এই,—যে যে কাম্য-বিষয়ে পরিতৃপ্তিলাভের জন্য পুরুষের মনোবৃত্তি সকল উদ্ভূত হয়, স্বপ্নে বাসনারূপে উদ্ভূত সেই সেই কাম্য-বিষয়েই তিনি গমন করেন॥ ১২ ॥

স্বপ্নান্ত উচ্চাবচমীয়মানো রূপাণি দেবঃ কুরুতে বহূনি। উতেব স্ত্রীভিঃ সহ মোদমানো জক্ষদুতেবাপি ভয়ানি পশ্যন্॥ ১৩ ॥

আরও বলিতেছি,—দ্যুতিমান্ পুরুষ স্বপ্নান্তে—স্বপ্নদশায় উচ্চাবচ—উচ্চ—দেবাদিভাব এবং অবচ—নিকৃষ্ট—তির্য্যগাদি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, অসংখ্যেয় রূপ ধারণ করে; মনে হয়, যেন কখনও স্ত্রীগণের সহিত আমোদই করিতেছে, কখনও বা বয়স্যগণের সহিত যেন হাসিতে থাকে, কখনও বা ভীষণ হিংস্রজন্তু সিংহব্যাঘ্রাদিই যেন দর্শন করিতেছে॥ ১৩ ॥

আরামমস্য পশ্যন্তি ন তং পশ্যতি কশ্চনেতি তন্নায়তং বোধয়েদিত্যাহুঃ। দুর্ভিষজ্যংহাস্মৈ ভবতি যমেষ ন প্রতিপদ্যতে। অথো খল্বাহুর্জাগরিতদেশ এবাস্যৈষ ইতি যানি হ্যেব জাগ্রৎ পশ্যতি তানি সুপ্ত ইতি। অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি সোহহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায় ব্রূহীতি॥ ১৪ ॥

সমস্ত লোকই এই আত্মার আরমণ অর্থাৎ জাগ্রৎকালীন অনুভব হইতে উৎপন্ন সংস্কারময় ক্রীড়নক ভোগের সাধন—গ্রাম, নগর, স্ত্রী ও অন্ন প্রভৃতি সকলই দর্শন করে, অথচ তাঁহাকে কেহই দেখিতে পায় না। শ্রুতি অজ্ঞানী লোকের প্রতি আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন যে, অহো! কি দুঃখের বিষয়, জীব কি হতভাগ্য! যিনি এত বিশুদ্ধরূপে এত দৃষ্টির সম্মুখীন, তথাপি তাঁহাকে লোকে দেখিতে পায় না। সেই আত্মাকে কেহই দর্শন করিতে চাহে না,

স্বপ্নকালেই শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময় আত্মা প্রকাশ পায়, ইহা প্রতি-পাদনই এই শ্রুতির অভিপ্রায়। সেই সুষুপ্ত আত্মাকে হঠাৎ প্রবোধিত করিবে না, ইহা সাধারণ লোকেও বলিয়া থাকে। স্বপ্নে যে আত্ম-জ্যোতিঃ নিঃসম্পর্কভাবে থাকেন, তাহাও লোক-প্রসিদ্ধ। কেন না, সুপ্ত আত্মাকে সহসা বলপূর্ব্বক প্রবোধিত করিতে নিষেধ আছে। চিকিৎসকগণও এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, সুখে নিদ্রিত ব্যক্তিকে অসময়ে জাগাইবে না। নিশ্চয় তাঁহারা বুঝেন যে, তৎ-কালে আত্মা জাগ্রদ্দেহ হইতে ইন্দ্রিয় দ্বারা নির্গত হইয়া বহির্দ্দেশে থাকে, তাহা না হইলে নিদ্রার ব্যাঘাত করিতে নিষেধ করিবেন কেন? তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, নিদ্রার ব্যাঘাতে অনেক দোষ আছে। দোষ এই যে, এই পুরুষ সহসা অত্যন্ত সম্বোধনাদি দ্বারা প্রবোধ্যমান হইলে বহির্গমনের দ্বার সেই ইন্দ্রিয়গণকে সহসা প্রাপ্ত হয় না। তাই বলিয়াছেন যে, "দুর্ভিষজ্যং হাস্মৈ" ইত্যাদি। অর্থাৎ আত্মা যে ইন্দ্রিয়-দ্বারদেশ হইতে শুক্র (বৃত্তি) আদান করিয়া নির্গত হইয়াছে, যদি সেই ইন্দ্রিয়-দ্বারদেশ পুনঃপ্রাপ্ত না হয়, কিম্বা বিপর্য্যয়ক্রমে ইন্দ্রিয়দ্বারে প্রবেশ করে, অর্থাৎ অযথাভাবে ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় উপলব্ধ করিতে প্রয়াস পায়,তবে তন্নিমিত্ত অন্ধত্ব-বধিরত্বাদি দোষ উপস্থিত হইলে তাহার অধিষ্ঠিত শরীরের চিকিৎসা অতি দুঃসাধ্য হয়। অতএব লোকপ্রসিদ্ধিবশতঃও স্বপ্নে আত্মার স্বয়ংজ্যোতির্ম্ময়ত্ব প্রতীত হইতেছে। বিশেষতঃ জীব স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুর রূপসকল অতিক্রম করে; কাজেই আত্মা স্বপ্নে স্বয়ংজ্যোতির্ম্ময় হয়। এ বিষয়ে অপরে বলিয়াছেন যে, আত্মার এই স্বপ্ন ও জাগরিত স্থান একই, ইহলোক ও পরলোক, সন্ধ্য বা স্বপ্নাবস্থা হইতে পৃথক্ একটা স্থান নহে, তবে তাহা কি? ইহলোকই—জাগরিতাবস্থা। তাহাতেই বা কি? তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর, ইহার উদ্দেশ্য কথিত হইতেছে। যদি স্বপ্ন জাগরিত দেশ বলিয়াই স্থির হইল, তাহা হইলে এই আত্মা সে সময়েও দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির অভিমান হইতে বিচ্যুত হয় না; প্রত্যুত তৎসমস্তের অভিমানেই আবদ্ধ; সুতরাং সে সময়ে আত্মা বিশুদ্ধ জ্যোতিঃস্বভাব নহে; আত্মার এই স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব অস্বীকার করিবার জন্যই কোন কোন বাদী স্বপ্নকেও জাগরিত দেশ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহারা এ বিষয়ে (স্বপ্নের জাগরিতাবস্থাপক্ষে) এইরূপ হেতুর উপন্যাসও করেন যে, যেহেতু, সাধারণ লোকে জাগরণ অবস্থায় যে সমস্ত হস্তী প্রভৃতি পদার্থ দর্শন করে, সুপ্ত হইয়াও তৎসমস্তই দর্শন করে, ইত্যাদি। কিন্তু তাঁহাদের এই মত সঙ্গত নহে; কারণ, সে সময় সমস্ত ইন্দ্রিয় উপরত (নিষ্ক্রিয়) হইয়া থাকে, ইন্দ্রিয়গণ উপরত হইলেই জীব স্বপ্ন সন্দর্শন করে। কাজেই বলিতে

হইবে যে, সে সময়ে আত্ম-জ্যোতিঃ ব্যতিরেকে আর অন্য জ্যোতিঃর সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই পূর্ব্বে শ্রুতি বলিয়াছেন, "ন তত্র রথা রথযোগাঃ" অর্থাৎ সেখানে রথ নাই এবং রথযোগ—অশ্বাদিও নাই, ইত্যাদি। সেই হেতুই বলিতে হয় যে, স্বপ্নকালে পুরুষ স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব হয়; স্বপ্ন-দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে এবং আত্মা যে তৎকালে মৃত্যুর রূপ অতিক্রম করে, তাহাও কথিত হইয়াছে। একই আত্মা ইহলোক ও পরলোকগত শরীর হইতে বিভিন্ন অথচ যথাক্রমে ইহলোকে ও পরলোকে জাগ্রৎ অবস্থা ও স্বপ্নাবস্থায় সঞ্চরণ করে: সেই সমস্ত স্থানে এক আত্মাই ক্রমে গমনাগমন করে বলিয়া আত্মার নিত্যত্ব যাজ্ঞবল্ক্য প্রতিপাদন করিলেন। এই স্বয়ংজ্যোতি আত্মার স্বরূপ প্রতিপাদন করায় জনক রাজা বিদ্যালাভের প্রতিদানের স্বরূপ সহস্র গো দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তাৎপর্য্য এই যে, আমি আপনার নিকট এইরূপ জ্ঞানলাভ করিলাম, এ জন্য আপনাকে সহস্র গো দান করিতেছি, কিন্তু বিমোক্ষ (নির্ব্বাণ)ই আমার অভিপ্রেত কাম-প্রশ্ন। স্বীকার করি, যাহা যাহা বলিয়াছেন, সে সমুদয়ও মোক্ষের উপযোগী বিধায় উক্ত উপদেশ সকলও অভিলষিত প্রশ্নের একদেশ; অতএব আমি আপনাকে অনুনয় করিতেছি যে, সমস্ত কাম-প্রশ্ন-শ্রবণে যাহাতে মুক্তি লাভ করিতে পারি, অতঃপর সেই মোক্ষলাভের নিমিত্ত উপদেশ করুন, অর্থাৎ যাহা দ্বারা সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহা বলুন। মুক্তির একাংশ নির্ণয় হওয়ায় জনক এই সহস্র গো-দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

স বা এষ এতস্মিন্ সম্প্রসাদে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রবতি স্বপ্নায়ৈব স যত্তত্র কিঞ্চিৎ পশ্যত্যনন্বাগতস্তেন ভবত্যসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ ইত্যেবমেবৈতদ্‌যাজ্ঞবল্ক্য। সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহীতি ॥ ১৫ ॥

ইতঃপূর্ব্বে "আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাঽস্তে" বলিয়া যে আত্মজ্যোতির প্রস্তাব করা হইয়াছিল, তাহাই স্বপ্নাবস্থা ধরিয়া "অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি" এই বাক্য দ্বারা প্রত্যক্ষতঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু আশঙ্কা হইতেছে যে, জীব স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ইহলোক, মৃত্যুর রূপ প্রভৃতি অতিক্রম করে,

এই উক্তি সমীচীন মনে হয় না; কারণ, আত্মা স্বপ্নে কেবল মৃত্যুর রূপই অতিক্রম করে, কিন্তু সাক্ষাৎ মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না; যেহেতু, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে, স্বপ্নে আত্মা শরীর ও ইন্দ্রিয় হইতে দূরে অবস্থিত হইয়াও হর্ষশোকাদি হইতে অব্যাহতি পায় না। অতএব নিশ্চয়ই মানিতে হইবে যে, স্বপ্নদশায় পুরুষ মৃত্যু অতিক্রম করে না, যেহেতু, তৎকালে আত্মার কর্ম্মরূপী মৃত্যুর কার্য্য হর্ষভয়াদি লক্ষিত হয়। আর যদি বল যে, পুরুষ স্বভাবতই মৃত্যুর সহিত সম্বদ্ধ, তাহা হইলে আর আত্মার মোক্ষের সম্ভাবনা কি? কেন না, কেহই কখন স্বীয় স্বভাব পরিত্যাগ করে না, কিন্তু যদি মৃত্যু তাহার স্বভাব না হয়, তাহা হইলেই মৃত্যু হইতে পুরুষের মুক্তিও সম্ভব হইতে পারে। এই জন্য মৃত্যু যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে, তৎপ্রদর্শনার্থ অতঃপর 'মুক্তির উপায় বলুন' এইরূপে জনক কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া যাজ্ঞবল্ক্য জিজ্ঞাসিত বিষয় প্রদর্শনের নিমিত্ত বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, ইনিই সেই পূর্ব্ব-প্রস্তাবিত স্বয়ংজ্যোতিঃ-স্বরূপ পুরুষ —যিনি স্বপ্নে প্রদর্শিত হইয়াছেন। এই সম্প্রসাদে অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে প্রসন্নতার আধার সুষুপ্তিকালে আত্মা সম্পূর্ণ শান্তিলাভ করে; কারণ, জাগ্রৎকালীন দেহে-ন্দ্রিয়-সম্পর্কে শত শত ক্রিয়ার আকুলতা-জনিত মালিন্য ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ তৎসমস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বপ্নদশায় অল্পমাত্রায় প্রসন্ন হয়, কিন্তু এই সুষুপ্ত দশায় সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়, এই কারণে সুষুপ্ত অবস্থাকে সম্প্রসাদ বলা হইয়াছে। ইহার পরে শ্রুতি বলিয়াছেন, "তীর্ণো হি তদা সর্ব্বান্ শোকান্ ভবতি।" অর্থাৎ সেই সময়ে (সুষুপ্তিতে) আত্মা সমস্ত শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়, 'সবিলাস একই আত্মা দর্শন করিয়া থাকে' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সুষুপ্তিস্থ আত্মার বিষয় বর্ণিত হইবে। এক্ষণে, সুষুপ্ত অবস্থায় থাকিয়া আত্মা কিরূপে সম্প্রসন্ন হয়, তাহাই বর্ণিত হইতেছে। স্বপ্নাবস্থা হইতে সুষুপ্তি অবস্থায় প্রবেশেচ্ছু আত্মা স্বপ্নাবস্থায় নানাবিধ রতি (আনন্দ) অনুভব করিয়া অর্থাৎ মিত্র ও আত্মীয়-জনের দর্শনাদি দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিয়া পরে বহুপ্রকারে বিচরণ করত পরিশ্রান্ত হন। তৎকালে আত্মা ঐ সকল বন্ধুজনের সহিত বিহার প্রভৃতি কার্য্য মাত্র প্রত্যক্ষ করে, বাস্তব ক্রিয়া নাই, অনুভূতি হইতেই আত্মার শ্রান্তি উৎপন্ন হয়। শুধু তাহাই নহে, আত্মা তৎকালে পুণ্য (পুণ্যফল) ও পাপ (পাপফল) সকল দর্শন করে, কিন্তু সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্বয়ং পুণ্য ও পাপকর্ম্মের আচরণ করে না, সুতরাং তৎকালীন পুণ্যপাপ দ্বারা সংস্পৃষ্টও হয় না, যে ব্যক্তি পুণ্য ও পাপজনক

ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তিই ঐ পুণ্য-পাপে লিপ্ত হয়, কেবল জ্ঞানমাত্রে কেহই তদ্দ্বারা লিপ্ত হয় না, অতএব স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কেবল যে মৃত্যুর রূপ অতিক্রম করে, তাহা নহে, সাক্ষাৎ মৃত্যুকেও অতিক্রম করে। অতএব আর মৃত্যুকে আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া আশঙ্কা করিতে পার না। মৃত্যু যদি আত্মার স্বভাবই হইত, তবে স্বপ্নেও সে আত্মার অনুসরণ করিত; কিন্তু তাহা কখনও করে না। কর্ম্ম যদি আত্মার স্বভাব হইত, তাহা হইলে কখনই তাহা হইতে মুক্তি হইতে পারিত না। অতএব স্বপ্নে ক্রিয়ার অভাববশতঃ কর্ম্ম আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে বলিতে হইবে। সুতরাং মৃত্যুরূপ পুণ্যপাপ হইতে আত্মার মোক্ষ হওয়া অসম্ভব নহে। যদি বল, স্বপ্নে না হউক, জাগরণ অবস্থায় কর্ম্ম আত্মার স্বভাবই বলিব? উত্তর—না, তাহাও উপাধিকৃত, বাস্তব নহে। কেবল বুদ্ধির সাদৃশ্যবশতই যেন ধ্যান করে, যেন চঞ্চল বলিয়া প্রতীত হয়, এ কথা পূর্ব্বেই "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" এই বাক্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব স্বপ্নে সর্ব্বতোভাবে মৃত্যুরূপ অতিক্রম করে বলিয়া মৃত্যুকে আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম আশঙ্কা করিবার কিম্বা মুক্তিলাভের অসম্ভাবনা ভাবিবার কারণ নাই। পূর্ব্বোক্ত সম্প্রসাদে বিচরণ অর্থাৎ বিচরণ-ফল পরিশ্রম অনুভব করিয়া, সম্প্রসাদ অনুভবের পর পুনর্ব্বার প্রতিন্যায়ে অর্থাৎ যেরূপে স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তি অবস্থায় গমন করে, তাহার বিপরীতক্রমে সুষুপ্তি হইতে স্বপ্নদশায় আগমন করে। এইরূপে প্রতিযোনি অর্থাৎ যথাস্থানে স্বপ্নস্থান হইতে সুষুপ্তি প্রাপ্ত হয়, পরে তাহা হইতে পুনর্ব্বার স্বপ্নোদ্দেশ্যে যথানিয়মে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

যদিচ আশঙ্কা হইতে পারে যে, আত্মা স্বপ্নে পুণ্য ও পাপ কিছুই করে না; অথচ কেবল তাহার ফলই ভোগ করে, ইহা কিরূপে জানা যাইবে? পক্ষান্তরে বলা যায়, বরং জাগরণ অবস্থায় যেরূপ কর্ম্ম করে, স্বপ্নেও ঠিক তেমনই কর্ম্ম করে; উভয়ের কোন প্রভেদই দেখা যায় না। ইহার উত্তরে শ্রুতি বলেন যে, আত্মা স্বপ্নাবস্থায় যাহা কিছু পুণ্য-পাপের ফল—পুত্রলাভ, নরকাদি দর্শন করে বা কোন কর্ম্ম করে, আত্মা সেই সমস্ত স্বপ্ন দৃষ্ট বা কৃত পুণ্য ও পাপে বস্তুতঃ সম্বদ্ধ হয় না। স্বপ্নাবস্থায় আত্মা যদি যথার্থই কোনরূপ কর্ম্ম করিত, তাহা হইলে অবশ্যই তত্তৎকর্ম্মে সংসৃষ্ট হইত এবং স্বপ্নভঙ্গের পরও সেই সকল পুণ্য-পাপ আত্মার অনুগামী হইত অর্থাৎ জাগ্রদ্দশায় তাহা প্রত্যক্ষ করিত, কিন্তু স্বপ্নকৃত কর্ম্ম যে কাহারও জাগ্রদ্দশায় অনুসরণ করে, তাহা ইহলোকে কোথায়ও কাহারও হইয়াছে বলিয়া প্রসিদ্ধি নাই। কৈ, কেহই স্বপ্নকৃত অপরাধ

দ্বারা আপনাকে অপরাধী মনে করে না এবং তাহার স্বপ্নদৃষ্ট অপরাধ শ্রবণে কেহ তাহাকে নিন্দা বা পরিহাসও করে না। অতএব আত্মা স্বপ্নকৃত অপরাধ দ্বারা কখনই সংস্পৃষ্ট হয় না. ইহা ঠিকই। এই জন্য বলা হইয়াছে যে, স্বপ্নে আত্মা যেন কিছু করিতেছে বলিয়া প্রতীতি হয় মাত্র; বস্তুতঃ সেখানে কোন ক্রিয়াই নাই, এবং পূর্ব্বেও "উতেব স্ত্রীভিঃ সহ মোদমানঃ" অর্থাৎ যেন স্ত্রীগণের সহিত আমোদ করিতেছে, ইত্যাদি শ্লোকও উক্ত হইয়াছে। আর বক্তারাও স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিবার সময় স্বাপ্নবৃত্তান্তের অসত্যতা জ্ঞাপনার্থ "ইব" (যেন) শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন অর্থাৎ "আজ স্বপ্নে দেখিলাম, হস্তী সকল যেন দলবদ্ধ হইয়া প্রধাবিত হইতেছে" ইত্যাদি বলিয়া থাকেন; ইহা দ্বারা স্বপ্নদর্শী আত্মার কর্ত্তৃত্ব নাই, ইহা প্রতিপন্ন হইল। আত্মার কর্ত্তৃত্ব না থাকিবার কারণ এই,— মূর্ত্ত বা পরিচ্ছিন্ন দেহেন্দ্রিয়ের সহিত মূর্ত্ত পদার্থের যে সংশ্লেষ, তাহাই সর্ব্বত্র ক্রিয়ার হেতুরূপে দৃষ্ট হয়, কিন্তু কখনও মূর্ত্তিহীন পদার্থের ক্রিয়া জ্ঞানগোচর হয় না। আমাদের আলোচ্য আত্মা মূর্ত্তিহীন; সুতরাং অসঙ্গ; আর যেহেতু অসঙ্গ, এই জন্যই স্বপ্নদৃষ্ট পাপও পুণ্য পদার্থের সহিত লিপ্ত হয় না। অতএব কোনরূপেই স্বাপ্ন আত্মার কর্ত্তৃত্ব সাধন করা যায় না। কেন না, কর্ত্তৃত্ব দেহেন্দ্রিয়ের সম্পর্কবশতঃই জন্মে, অন্যথা নহে; অথচ সেই সংশ্লেষ বা সম্পর্ক অসঙ্গ অমূর্ত্ত আত্মার পক্ষে একবারে অসম্ভব; অতএব এই পুরুষ অকর্ত্তা ও অবিনশ্বর, ইহা প্রতিপন্ন হইল। জনক এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, হে পূজ্য যাজ্ঞবল্ক্য! আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা এইরূপই বটে। আপনার অনুগ্রহে আমি জ্ঞানলাভ করিয়া চরিতার্থ হইয়াছি, আপনাকে সহস্র গো দান করিতেছি। আপনি অতঃপর মোক্ষ সম্বন্ধেই উপদেশ করুন। কারণ, কর্ম্মবিচার বা আত্মার কর্ম্মসম্পর্কশূন্যতা মোক্ষের একাংশ মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা জানিবার আবশ্যকতা নাই, এক্ষণে মোক্ষের বর্ণনাই হউক ॥ ১৫ ॥

স বা এষ এতস্মিন্ স্বপ্নে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাঽঽদ্রবতি বুদ্ধান্তায়ৈব। স যত্তত্র কিঞ্চিৎ পশ্যত্যনন্বাগতস্তেন ভবত্যসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ ইত্যেবমেবৈতদ্‌যাজ্ঞবল্ক্য। সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত ঊর্দ্ধ্বং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহীতি ॥ ১৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" বলিয়া আত্মার অকর্ত্তৃত্বের প্রতি অসঙ্গত্ব হেতু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

আর এ কথাও উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষ প্রাক্তন কর্ম্মবশে যেখানে যাইতে কামনা করে, সেখানেই যায় ; এই কাম ও আসক্তি একই পদার্থ, সুতরাং কামনারূপ আসক্তি বিদ্যমান থাকায় "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" বলিয়া যে অসঙ্গতা আত্মার অকর্ত্তৃত্বের হেতুরূপে উপন্যস্ত হইয়াছে, তাহা অসিদ্ধ। বাস্তবিক হেতুর অসিদ্ধি নাই, তাই এই আশঙ্কার সমাধানার্থ শ্রুতি যাজ্ঞবল্ক্য-মুখে বলিলেন, মহারাজ! আত্মা অসঙ্গই ; দেখ, সম্প্রসাদ (সুষুপ্তি) হইতে প্রত্যাগত সেই পুরুষ স্বপ্নকালে ইচ্ছানুসারে রতি (আনন্দ) অনুভব করিয়া ও বিচরণ করিয়া এবং পুণ্য ও পাপস্বরূপ পুত্র ও নরকাদি দর্শন করত বুদ্ধান্ত অর্থাৎ নিজ জাগরিত স্থানে স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তির মত গমনের বিপরীত-ক্রমে প্রত্যাগমন করে। এই জন্য আত্মাকে অসঙ্গ বলিতে হয় ; কারণ, যদি স্বপ্নে কামনাবান্ পুরুষ যথার্থই পুণ্য-পাপে সংসৃষ্ট হইত, তবে জাগরিতাবস্থায় প্রত্যাগত হইয়া অবশ্যই সেই আসঙ্গ সমুৎপন্ন পুণ্য-পাপ দ্বারা লিপ্ত হইত॥ ১৬॥

স বা এষ এতস্মিন্ বুদ্ধান্তে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাঽঽদ্রবতি স্বপ্নান্তা-য়ৈব ॥ ১৭ ॥

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত স্বপ্নকালীন অবস্থাকে দৃষ্টান্ত করিয়া জাগরণদশায়ও আত্মার নির্লিপ্ততা প্রদর্শন করিতেছেন।—আত্মা স্বপ্নকালে যেরূপ অসঙ্গত্ব বিধায় জাগ্র-দ্দশায় প্রত্যাগত হইয়াও স্বপ্নকালীন পুণ্যপাপরূপ দোষ দ্বারা লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ জাগরণকালেও বস্তু-সঙ্গ-জনিত দোষ দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না, ইহাই এই ব্রাহ্মণে বর্ণিত হইতেছে।—সেই আত্মা এই জাগরণদশায় ইচ্ছানুসারে নানাবিধ প্রীতি অনুভব করিয়া ও বিচরণ করিয়া এবং পুণ্য ও পাপ কেবলমাত্র দর্শন করিয়া, কিন্তু নিজে তাহাতে লিপ্ত না হইয়া, পুনশ্চ স্বপ্নাবস্থালাভের জন্য বিপরীতক্রমে যথাস্থানে সমাগত হয়। শুধু তাহাই নহে, সেই জাগরণ অবস্থায় যাহা কিছু দর্শন করে, তদ্দ্বারা লিপ্তও হয় না, যেহেতু, এই পুরুষ (আত্মা) অসঙ্গ। জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, আত্মা জাগ্রদ্দশায় পুণ্য ও পাপ দর্শন করে

মাত্র, ভোগ করে না, ইহা সম্ভব কি ? কারণ, বাস্তবিক সে সময় পুণ্য-পাপ আচরণ করে, এবং তাহার ফল ও সুখ-দুঃখ ভোগ করে দেখা যায়। উত্তর— না, সে সময় অন্যান্য ইন্দ্রিয় ও হস্তপদাদি কারকরাশির চৈতন্যবিধায়ক বিধায় আত্মাকে কর্ত্তা বলিয়া ব্যবহার করা হইয়া থাকে মাত্র ; অর্থাৎ যেহেতু, এই দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি আত্ম-জ্যোতির্দ্বারা সচেতন হইয়া লৌকিক ব্যবহার নিষ্পাদন করে, সেই কারণেই আত্মাতে কর্ত্তৃত্বধর্ম্ম আরোপিত হয় মাত্র ; নচেৎ তাহার বাস্তব কর্ত্তৃত্ব নাই। এ জন্যই পূর্ব্বে "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" বলিয়া আত্মার বুদ্ধিরূপ উপাধিকৃত কর্ত্তৃত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং এখানেও "দৃষ্ট্বৈব পাপঞ্চ পুণ্যঞ্চ" অর্থাৎ পুণ্য ও পাপমাত্র দর্শন করিয়া, অনুষ্ঠান করিয়া নহে বলিয়া পারমার্থিক কর্ত্তৃত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বাপর বিরোধও আশঙ্কনীয় নহে। এ কথা ভগবান্ বেদব্যাসও বলিয়াছেন যে, "অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ। শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে।" অর্থাৎ হে কৌন্তেয় ! (অর্জ্জুন !) যেহেতু, পরমাত্মা অনাদি ও নির্গুণ ; অতএব তিনি অব্যয়, অর্থাৎ উৎপত্তিশীল সগুণ বস্তুর ন্যায় কালবশে গুণরাশির বৃদ্ধি ও হ্রাসবশতঃ তাঁহার ব্যয়-(বিকার) সম্ভাবনা, নচেৎ বাস্তব বিকার নাই, এই জন্য তিনি অব্যয়। আর এই অনাদিত্ব ও নির্গুণত্ব নিমিত্তই আত্মা শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়াও দৈহিক ক্রিয়ার কর্ত্তা হন না ; কারণ, ঐ ক্রিয়া গুণের সম্ভব আত্মার নহে, পরকৃত কর্ম্মে অপরের আবদ্ধতা অসম্ভব, এই জন্য বলা হইল যে, তিনি তৎসমস্ত দ্বারা লিপ্তও হন না।

পূর্ব্বে যেমন মোক্ষৈকদেশ কর্ম্মবিবেক প্রদর্শনমাত্র সহস্র গোদান উক্ত হইয়াছে, এখানেও তেমনই মোক্ষৈকদেশ কাম-বিবেক প্রদর্শিত হওয়ায় সহস্র গোদান প্রতিশ্রুত হইল। আর, "স বা এতস্মিন্ স্বপ্নে" ও "স বা এতস্মিন্ বুদ্ধান্তে" এই শ্রুতিদ্বয় দ্বারা আত্মার নির্লিপ্ততাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেহেতু, স্বপ্নান্ত ও সম্প্রসাদ অর্থাৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি-গত আত্মা জাগরণ অবস্থায় কৃত কোন কর্ম্ম দ্বারাই লিপ্ত হয় না ; যেহেতু, তৎকালে জাগ্রৎ কার্য্য চৌর্য্যাদি কিছুই অনুষ্ঠিত হয় না সুতরাংই আত্মা তিন অবস্থারই অসঙ্গ এবং এই অসঙ্গত্ব-হেতুই অমৃত অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালীন ধর্ম্ম হইতে বিলক্ষণ। আত্মা পূর্ব্ববৎ বিপরীতক্রমে স্বপ্নান্ত অর্থাৎ সম্প্রসাদের জন্য ধাবিত হয়। এখানে শ্রুতিস্থ 'স্বপ্নান্ত' শব্দের অর্থ 'সুষুপ্তি'ই বুঝিতে হইবে ; কারণ, বহুস্থলে স্বপ্ন শব্দ স্বপ্নকালীন দর্শনবৃত্তি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, অন্ত শব্দ বৈশিষ্ট্যবোধক,

সুতরাং সমুদায়ার্থ এই যে—স্বপ্নকালীন দর্শনবৃত্তিসম্পন্ন সুষুপ্তি অবস্থা লাভের জন্য আত্মা স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তিতে গমন করে। অতঃপর 'এতস্মা অন্তায় ধাবতীতি' ইত্যাদি শ্রুতিতেও অন্তশব্দ সুষুপ্তি অর্থে প্রযুক্ত হইবে। যদি বল যে, আত্মা রমণ ও বিচরণের পর স্বপ্ন ও জাগ্রৎ এই দুই স্থানে উপস্থিত হয়, এই দুই স্থানে স্বপ্ন অর্থে অন্তশব্দের প্রয়োগ দর্শনে কল্পনা করা যায় যে, 'স্বপ্নান্তায়ৈব' ইত্যাদি স্থলেও দর্শনবৃত্তিই স্বপ্নদর্শন অর্থে বক্তব্য, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য বলিব উত্তর—তথাপি কোন দোষ নাই; কেন না, আত্মার অসঙ্গতা-প্রতিপাদনই আমাদের উদ্দেশ্য, আত্মার সেই অসঙ্গত্ব স্বভাবসিদ্ধ; কারণ, জাগরণকালে পুণ্য-পাপ-দর্শন ও আনন্দানুভব করত স্বপ্নান্তে উপস্থিত হইয়া জাগ্রৎকালীন কোন দোষে লিপ্ত হন না. ইহা শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

তদ্‌যথা মহামৎস্য উভে কূলে অনুসঞ্চরতি পূর্ব্বঞ্চা-পরঞ্চৈবমেবায়ং পুরুষ এতাবুভাবন্তাবনুসঞ্চরতি স্বপ্নান্তঞ্চ বুদ্ধান্তঞ্চ ॥ ১৮ ॥

এতাবৎবাক্যে ইহাই স্থির হইল যে, পুরুষ স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব, দেহেন্দ্রিয়-সমষ্টি হইতে স্বতন্ত্র এবং দেহেন্দ্রিয়নিষ্পাদ্য কামনা ও কর্ম্ম হইতে সুদূরে অবস্থিত;—যেহেতু, তিনি অসঙ্গ। আত্মার এই অসঙ্গত্বও "স বা এষ এতস্মিন্ সম্প্রসাদে" ইত্যাদি শ্রুতিত্রয় দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

সে বিষয়ে আপত্তি হইতেছে যে, আত্মার এই অসঙ্গত্ব কি প্রকারে সম্ভব? তাহার উত্তরে বলিতেছেন,—"যেহেতু, জাগরিত অবস্থা হইতে স্বপ্ন, স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তি, পুনশ্চ সুষুপ্তি হইতে স্বপ্ন এবং স্বপ্ন হইতে জাগরণ, পুনর্ব্বার জাগরণ হইতে অপর স্বপ্ন এইরূপ স্বপ্ন-সুষুপ্তি-ক্রমে আত্মা অনবরত সঞ্চরণ করেন, অতএব স্থানত্রয় হইতে আত্মার পার্থক্য এবং আত্মার অসঙ্গত্বও সাধিত হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বেও "স্বপ্নো ভূত্বেমং লোকমতিক্রামতি" বলিয়া স্বপ্নাবস্থায় আত্মার মৃত্যুর রূপ হইতে পরিত্রাণ উপন্যস্ত হইয়া পরে বিস্তারিতরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে; এক্ষণে কেবল তাহার দৃষ্টান্তপ্রদর্শন অবশিষ্ট, তাহাই দেখাইবার জন্য শ্রুতি উপক্রম করিতেছেন যে,—যেমন নদী-স্রোতে অবিচলিত মহামৎস্য বারি-প্রবাহ প্রতিহত করিয়া নদীর পূর্ব্বাপর উভয়কূলে স্বচ্ছন্দভাবে সঞ্চরণ করিলেও তন্মধ্যবর্ত্তী স্রোতোবেগের পরবশ হয় না, পুরুষও ঠিক্ এইরূপই স্বপ্নান্ত

(স্বপ্ন) ও বুদ্ধান্ত (জাগরণ) এই দুই অবস্থায় সঞ্চরণ করে। এই দৃষ্টান্তপ্রদর্শনের ফল,—দেহেন্দ্রিয়-প্রযোজক কাম ও কর্ম্ম এবং মৃত্যুরূপী দেহেন্দ্রিয়-সমুদয় ইহারা আত্ম-ধর্ম্ম নহে এবং এই আত্মা এই সমুদয়ের বিধর্ম্মী—বিপরীত স্বভাবসম্পন্ন, এই জ্ঞানের উৎপাদন। ইহাও পরে বিস্তৃতরূপে প্রতিপাদিত হইবে ॥ ১৮ ॥

তদ্‌যথাস্মিন্নাকাশে শ্যেনো বা সুপর্ণো বা বিপরিপত্য শ্রান্তঃ সংহত্য পক্ষৌ সংলয়ায়ৈব ধ্রিয়ত এবমেবায়ং পুরুষ এতস্মা অন্তায় ধাবতি যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি ॥ ১৯ ॥

পরবর্ত্তী বাক্য উত্থাপনের জন্য পূর্ব্বাপর শ্রুতির সঙ্গতি প্রদর্শিত হইতেছে। পূর্ব্বে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ স্থানত্রয়ে ক্রম-সঞ্চরণ দ্বারা দেহেন্দ্রিয়ব্যতিরিক্ত স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাকে কাম ও কর্ম্মের সহিত অসম্পৃক্ত বলিয়া দেখান হইয়াছে এবং আত্মার স্বাভাবিক সংসারধর্ম্মসম্বন্ধ নাই, দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধি-সম্বন্ধই তাহার সংসারগমনাগমনের কারণ, সংসারিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম সকলও অবিদ্যা-কল্পিত; অর্থাৎ অবিদ্যা দ্বারাই নিঃসঙ্গ আত্মায় সংসারধর্ম্ম আরোপিত হয়, ইহাই পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধের তাৎপর্য্য দেখান হইয়াছে। তন্মধ্যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই স্থানত্রয়ের স্বরূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু একত্র সংগ্রহ করিয়া দেখান হয় নাই। যেহেতু, আত্মা জাগরণকালে দেহেন্দ্রিয়রূপী মৃত্যুর সহিত সংসৃষ্ট বলিয়া প্রতীত হয়, অবিদ্যাই ঐ সংসর্গ দর্শন করাইয়া থাকে। আবার অবিদ্যা দ্বারা স্বপ্নেও মৃত্যু বিনির্ম্মুক্ত হইলেও কামনা-(সংস্কার) সংযুক্তভাবে উপলব্ধ হয়, কিন্তু সুষুপ্তিতে অবিদ্যাবিবর্জ্জিত হইয়া প্রকাশ পায়; সুতরাং সুষুপ্তিতে আত্মা সম্যক্ প্রসন্ন ও অসঙ্গরূপে প্রতীত হয়। এই সমুদয় বাক্যের এক অর্থে উপসংহার করিলে বুঝা যায় যে, আত্মা নিত্যশুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্তস্বভাবসম্পন্ন। এই একবাক্যতা বা বাক্যোপসংহারের ফল—আত্মার নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব-প্রাপ্তি একত্র সঙ্কলন করিয়া দেখান হয় নাই। এক্ষণে, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত এই ব্রাহ্মণ আরব্ধ হইল। আত্মা পাপসম্পর্ক-রহিত ও নির্ভয়স্বরূপ। সুষুপ্তিকালে আত্মার এই স্বরূপপ্রাপ্তি ঘটে, ইহাও পরে বলা হইবে। আত্মার উক্তপ্রকার অতিচ্ছন্দ (অকাম) পাপসম্পর্করহিত অভয়-স্বরূপ সুষুপ্তি অবস্থা সম্পন্ন হয়, ইহাই শ্রুতির যদি অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে

সেই রূপ যেরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে, তাহা অবশ্যই বক্তব্য, দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে তাহা পরিস্ফুট হয় না, এ জন্য উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।—এই ভৌতিক আকাশমণ্ডলে শ্যেন কিংবা সুপর্ণ পক্ষী * যেমন যথেচ্ছ পরিভ্রমণ করত শ্রান্ত অর্থাৎ অনবরত পতনোৎপতনকর্ম্ম দ্বারা কাতর হইয়া পক্ষদ্বয় প্রসারিত করিয়া সম্যক্ বসতিস্থান—নীড়াভিমুখে ধাবমান হয়, ঠিক তদ্রূপ এই পুরুষও (আত্মাও) অন্ত (সুষুপ্তি) লাভের জন্য অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে স্বরূপাবস্থানের জন্য উপস্থিত হয়। এক্ষণে অন্ত শব্দে যাহা বক্তব্য, তাহাই বিশেষ করিতেছেন যে, অন্তে—সুষুপ্তিতে সুপ্ত জীব কোনরূপ কামনাই করে না ও কোনরূপ স্বপ্ন দেখে না। কিছুই দেখে না ও কামনা করে না, এ কথায় সামান্যভাবে কামনা ও স্বপ্নদর্শনের প্রতিষেধ দ্বারা জাগরণ ও স্বপ্নাবস্থায় যাবতীয় ক্রিয়াদির প্রত্যাখ্যান করা হইল। জীব জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা কিছু দর্শন করে, তাহাও স্বপ্ন, এই অভিপ্রায়ে শ্রুতি "ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি" তখন কোন স্বপ্ন দেখে না বলিয়া কেবল স্বপ্নের প্রতিষেধ করিয়াছেন। শ্রুত্যন্তরেও আছে যে, "তস্য ত্রয় আবসথাঃ, ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ।" অর্থাৎ তাঁহার তিনটি স্থান ও তিনটি স্বপ্ন। শ্রুতি ইহা দ্বারা তাঁহার এতদতিরিক্ত অবস্থার অভাবই জানাইয়াছেন। প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে যেরূপ উৎপতন ও অবনমনজনিত শ্রম-শান্তির নিমিত্ত পক্ষীর স্বীয় নীড়ে আশ্রয়গ্রহণ কথিত হইল, ঐরূপ জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থায় দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সম্পর্কবশতঃ ক্রিয়াফলনিচয়ের সহিত সংযুক্ত আত্মার পক্ষীর মত শ্রান্তি হয় এবং সেই শ্রম দূরীকরণার্থ আত্মা নিজ নীড়স্বরূপ সমস্ত সাংসারিক ধর্ম্মবর্জ্জিত, সর্ব্ববিধক্রিয়া, কারক ও ফলপ্রয়াসহীন স্ব-স্বরূপে প্রবেশ করে, অর্থাৎ নিঃসঙ্গ নিরভিমান আনন্দময় স্বভাবে অবস্থান করে। ১৯ ॥

তা বা অস্যৈতা হিতা নাম নাড্যো যথা কেশঃ সহস্রধা ভিন্নস্তাবতাঽণিম্না তিষ্ঠন্তি শুক্লস্য নীলস্য পিঙ্গলস্য হরিতস্য লোহিতস্য পূর্ণাঃ। অথ যত্রৈনং ঘ্নন্তীব জিনন্তীব হস্তীব বিচ্ছায়য়তি গর্ত্তমিব পততি যদেব জাগ্রদ্ভয়ং পশ্যতি তদত্রাবিদ্যয়া মন্যতেঽথ যত্র দেব ইব রাজেবাহমেবেদꣳ সর্ব্বোঽস্মীতি মন্যতে সোঽস্য পরমো লোকঃ ॥ ২০ ॥

* শ্যেন—বৃহৎকায় এবং অল্পবেগবান্ পক্ষী। সুপর্ণ—মহাবেগবান্ অথচ ক্ষুদ্রকায় পক্ষী।

যদি বাস্তবিক সর্ব্বসংসারধর্ম্ম-রাহিত্যই আত্মার স্বভাব হয় এবং অপর উপাধির জন্যই সাময়িক সংসারিক ধর্ম্মে লিপ্ততা আসে, তবে অবশ্যই বলিতে হইবে, যাহার জন্য আত্মার এই উপাধিসম্পর্ক ঘটে, তাহার নাম অবিদ্যা। কিন্তু তাহাতে প্রশ্ন হইতেছে যে, সেই অবিদ্যা কি স্বাভাবিকী? না কামনা ও কর্ম্মাদির ন্যায় আগন্তুকী—নৈমিত্তিকী? যদি স্বাভাবিকী হয়, অর্থাৎ স্বভাবরূপে আত্মার সহযোগিনী হয়, তবে অবিদ্যা হইতে আত্মার মোক্ষ হইতে পারে না; আর অস্বাভাবিকী হইলে মোক্ষ উপপন্ন হয় সত্য, কিন্তু সেই অবিদ্যা কোথা হইতে আসিল, কি প্রকারে আত্মার সহিত মিলিত হইল, ইহারও নির্ণয় করা আবশ্যক। পক্ষান্তরে, ইহাও বিচার্য্য যে, কেন অবিদ্যা আত্মধর্ম্ম নহে? এক্ষণে এই আপত্তি সমাধানের জন্য অর্থাৎ সমস্ত অনর্থের একমাত্র মূল সেই অবিদ্যার এই সকল তত্ত্বাবধারণার্থ পরবর্ত্তিনী কণ্ডিকা (শ্রুত্যংশ) আরব্ধ হইতেছে। সেই হস্ত-মস্তক-পদাদিবিশিষ্ট শারীর পুরুষের শরীরমধ্যে এই "হিতা" নামক নাড়ী সমুদয় সহস্রভাগে বিভক্ত কেশের অতি সূক্ষ্মতম পরিমাণে অবস্থিতি করে এবং ঐ নাড়ীসমুদয় শুক্ল, নীল, পিঙ্গল, হরিত ও লোহিতবর্ণ রস দ্বারা পরিপূর্ণ। নাড়ীগত রসের যে সমস্ত বিভিন্ন বর্ণ উক্ত হইয়াছে, তাহা বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মার পরস্পর বিষম মিশ্রণবিশেষ হইতেই নানাবিচিত্রভাবে পরিণত হয়। এক একটি কেশাগ্রকে সহস্র ভাগে বিভক্ত করিলে যে পরিমাণ উৎপন্ন হয়, সেই সকল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রতম পরিমাণশালিনী শুক্লপীতাদি-রসবাহিনী সর্ব্বশরীরব্যাপিনী সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাড়ীর উপরই, সপ্তদশ অবয়বঘটিত লিঙ্গশরীর বর্ত্তমান আছে। আর ঐ লিঙ্গশরীরকে আশ্রয় করিয়াই জীবের উত্তমাধম যোনিতে পরিভ্রমণাধীন নানাবিধ সংসারধর্ম্মানুভূতি হইতে উৎপন্ন সর্ব্ববিধ বাসনা অবস্থান করে, প্রাক্তন বাসনার আশ্রয় সেই লিঙ্গ-শরীর অতি সূক্ষ্মত্বহেতু স্ফটিকমণিতুল্য স্বচ্ছ, এবং পূর্ব্বোক্ত নাড়ীগত রসকে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া প্রাক্তন ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলে সমুদ্ভূত বৃত্তিবিশেষবিশিষ্ট হয় এবং স্ত্রী-রথ্যাদি আকারবিশেষে সেই লিঙ্গশরীর বাসনারাশি দ্বারা প্রকাশ পায়। ইহার ফলে যখন সেই বাসনার বশে অবিদ্যা বা ভ্রান্তি সমুত্থিত হয় যে, কোন শত্রুগণ কিংবা অন্য তস্করগণ আসিয়া আমাকে যেন বধই করিতেছে; শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন যে, এই স্বপ্নদর্শীকে যেন বধই করিতেছে, যেন বশ করিতেছে। অথচ বস্তুতঃ কেহ বধও করে না এবং বশীভূতও করে না, কেবল অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞানের সংস্কারাধীন ভ্রম হয় মাত্র। আবার, যেন দেখে, হস্তীই

যেন তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে, কিম্বা যেন জীর্ণ কূপাদিতে নিজে পতিত হইয়াছে, অথচ "কাহারও সহিত কাহার সম্বন্ধ নাই।" ঠিক সেইরূপই মিথ্যা বাসনা উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু এই বাসনা দুঃখদায়িনী বলিয়া প্রাক্তন অধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন অন্তঃকরণের বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান, সুতরাং অত্যন্ত নিকৃষ্ট। অধিক কি, জীব জাগ্রৎসময়ে হস্তী প্রভৃতি যে সমস্ত বিভীষিকা দর্শন করে, এই স্বপ্নাবস্থায় তৎসমস্ত বস্তু বাস্তবভাবে অনুসরণ না করিলেও কেবল জাগ্রৎকালীন অবিদ্যাবশতঃ বা মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কারাধীন হস্তী প্রভৃতি আকারে ভীতি উৎপাদন করে। অর্থাৎ জীব মিথ্যা উৎপন্ন অবিদ্যা-বাসনায় তাহাই দেখে; কিন্তু যেখানে অবিদ্যা অত্যল্পমাত্রায় অবস্থিত এবং বিদ্যা উৎকৃষ্টরূপে বর্ত্তমান,—অবশ্য এখানে এ কথাও বলা আবশ্যক যে, সেই বিদ্যা কিংবিষয়িণী এবং কিংস্বরূপা হইলে উৎকৃষ্টা হয়? তাহা বলিতেছেন, যে সময় জীব যেন নিজে দেবতাস্বভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ জাগ্রৎকালে যখন দেবতা-বিষয়ে বিদ্যা (জ্ঞান) উৎপন্ন হয়, তৎকালসমুৎপন্ন বাসনাবশতঃ স্বপ্নেও আপনাকে দেবতা বলিয়া মনে করে, তাহাই উৎকৃষ্ট বাসনার পরিণাম। এই কারণেই শ্রুতিও বলিতেছেন যে, যেন দেবতাই, যেন রাজাই অর্থাৎ জাগ্রৎকালীন আত্মা রাজভাবনায় ভাবিত হইয়া সেই সংস্কারে স্বপ্নেতেও আপনাকে যেন রাজ্যস্থ—অভিষিক্ত বলিয়াই মনে করে; ইহার একমাত্র কারণও সেই বাসনা। এইরূপে ক্ষীণপ্রায়া অবিদ্যা হইতে যে বিদ্যার উৎপত্তি হয়, তাহা সর্ব্বাত্মবিষয়িণী। তখন সেই সর্ব্বাত্মভাবভাবিত অন্তঃকরণে স্বপ্নেও জীব আত্মাকে "আমিই সব" বলিয়া জ্ঞান করে। ইহার যে সেই সর্ব্বাত্মভাব, তাহাই পরম লোক এবং সেই আত্মভাবই স্বাভাবিক। আর সর্ব্বাত্মভাবোদয়ের পূর্ব্বে শতধা ভিন্ন কেশাগ্রবৎ সূক্ষ্ম আত্মাকে যে "আমি সেই নহি" বলিয়া ভিন্নভাবে মনে করে, সেই অবস্থায় সেই অবিদ্যা যে সকল স্থাবরান্ত বস্তুনিচয় অনাত্মভাবে উপস্থাপিত করে, তাহারাই অপরম—ক্ষুদ্র। সেই সকল ব্যবহারিক পদার্থ অপেক্ষা এই সর্ব্বাত্মভাবই সম্পূর্ণ বাহ্য ও অভ্যন্তরহীন, তাহাকেই পরম লোক বলা যাইতে পারে। তবেই পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যা ক্ষীণপ্রায়া হইলে এবং বিদ্যাও সম্পূর্ণরূপে উৎকর্ষ লাভ করিলে যে সর্ব্বাত্মভাব উদিত হয়, তাহাই মোক্ষের স্বরূপ, ইহা সিদ্ধান্ত হইল। যেমন স্বপ্নাবস্থায় যে আত্মার স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ প্রত্যক্ষগোচর হয়, তাহা সর্ব্বাত্মতাদর্শনহেতু বিদ্যাফল উপলব্ধ হয়, এইরূপ বিদ্যা তিরোহিত হইলে ও অবিদ্যা প্রকর্ষলাভ করিলে অবিদ্যা-ফল সকলও প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই

"ঘ্নন্তীব জিনন্তীব" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব সর্ব্বাত্মভাব বিদ্যার ফল ও পরিচ্ছিন্নাত্মভাব অবিদ্যার ফল সিদ্ধ হইল। বিশুদ্ধ বিদ্যা-প্রভাবে আত্মা সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হয়; এবং অবিদ্যাপ্রভাবে সর্ব্বাত্মা হইয়াও অসর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হয়। এই অসর্ব্বাত্মতাজ্ঞানের বশেই জীব নিজেকে অপর হইতে বিভিন্ন মনে করে, এবং যাহা হইতে পৃথক্ মনে করে, তাহার সহিত বিবাদও উপস্থিত হয়; আর বিবাদ ঘটে বলিয়াই স্বপ্নে যেন হত হয়, পরাজিত হয় ও ধাবিত হয়; এই সমস্তই অঘটনঘটনপটীয়সী অবিদ্যার প্রভাব-সম্ভূত—অসর্ব্বাত্মতাজ্ঞানের ফল। আর যখন সমস্তে আত্মভাব পোষণ করে, তখন আর কাহার সহিত পৃথক্ হইবে? আবার পার্থক্য না মনে করিলে বিরোধ কেন ঘটিবে? বিরোধ নাই বলিয়াই বধ-বন্ধন ভয় কিছুই প্রাপ্ত হয় না। অর্থাৎ বিরোধ না থাকিলে কে কাহাকে হত্যা করিবে, জয় করিবে বা কে কাহাকে বিদ্রাবিত করিবে? অতএব ইহাই অবিদ্যার তত্ত্ব (স্বরূপ) বলা হইতেছে যে, বাস্তবিক আত্মা সর্ব্বময় হইলেও তাহাকে অসর্ব্ব-(পরিচ্ছিন্ন) ভাবে বুঝাইয়া দেয়, আত্মা ভিন্ন অন্য বস্তু বাস্তববৎ না হইলেও তাহাকে সদ্রূপে উপস্থাপিত করে, এবং আত্মাকে অসর্ব্বভাবে ভাবিত করে, তাহার পর সেই সকল বিষয়ে আত্মার অবিরত কামনা উদ্ভূত করে। পরে সেই কামনাবশে কাম্যবস্তু হইতে আত্মা পৃথক্ হইয়া যায়। ক্রমশঃ সেই কামনাবশতঃ আত্মা ক্রিয়া অবলম্বন করে, তদনন্তর তাহার ফল সুখ-দুঃখের অন্যতর প্রাপ্ত হয়। এ কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে এবং পরেও বলিবেন যে, "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি" ইত্যাদি, অর্থাৎ যে আত্মায় দ্বৈতের ন্যায় প্রকাশ পায়, যেন এক অপরকে দর্শন করে, শ্রবণ করে ইত্যাদি। ইহাই অবিদ্যার স্বরূপ ও কার্য্য প্রদর্শিত হইল এবং অবিদ্যার বৈপরীত্যভাবে বিদ্যার কার্য্য সর্ব্বাত্মভাব, ইহাও একপ্রকার সাধারণভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই অবিদ্যা আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে; যেহেতু, বিদ্যার অভ্যুদয়ে অবিদ্যা ক্ষীণ হইতে থাকে এবং বিদ্যা দ্বারা সর্ব্বাত্মভাব দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইলেই রজ্জুনিশ্চয়ে, রজ্জুর উপর সর্পজ্ঞানের মত (ভ্রমবৎ) অপক অবিদ্যা আমূলতঃ স্বয়ং নিবৃত্তা হয়। সেই কথাই পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদি। অর্থাৎ যখন এই জ্ঞানীর পক্ষে সমস্তই আত্মা হয়, তখন আর কে কাহাকে দেখিবে? ইত্যাদি। অতএব কোনমতেই অবিদ্যা আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতে পারে না। যদি তাহাই হইত, তবে এই স্বাভাবিক ধর্ম্মের কদাপি আমূলতঃ উচ্ছেদ হইত না।

যেমন সূর্য্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম প্রকাশ ও উষ্ণতা কদাপি সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না, সেইরূপ আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম অবিদ্যারও শতবিদ্যাবলে উচ্ছেদ অসম্ভব। অতএব তাহা স্বাভাবিক নহে বলিয়াই সেই জীবের মোক্ষ সম্ভবপর হইতেছে ॥ ২০ ॥

তদ্বা অস্যৈতদতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্মাহভয়ꣳ রূপম্। তদ্যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেব-মেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্। তদ্বা অস্যৈতদাপ্তকামমাত্মকামমকামꣳ রূপꣳ শোকান্তরম্ ॥ ২১ ॥

সম্প্রতি বিদ্যা-ফল-স্বরূপ ও ক্রিয়াকারকাদি-ফলসম্পর্কহীন যে সর্ব্বাত্মভাব, তাহাই মোক্ষ, ইহা বলা হইতেছে; যে অবস্থায় অবিদ্যা, কামনা, কর্ম্ম প্রভৃতি কিছুই থাকে না। ইহা পূর্ব্বেও বর্ণিত হইয়াছে যে, "যেখানে সুপ্ত আত্মা কোন কাম্য বস্তু কামনা করে না, এবং কোন স্বপ্নও দর্শন করে না," তাহাই এ আত্মার পরম অবস্থা। সেই অবস্থা কি? সর্ব্বাত্মভাব, অর্থাৎ সর্ব্বত্র আত্ম-দৃষ্টি, তাহাই পূর্ব্বে পরম লোক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। আত্মার এইরূপ অতিচ্ছন্দা অর্থাৎ ছন্দ অর্থ-কামনা, যে রূপে ছন্দ—কামনার স্পর্শ নাই, তাহা অতিচ্ছন্দা—নিষ্কাম রূপ। (যদিও গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দোবাচী "ছন্দস্" শব্দই লোকে প্রসিদ্ধ, কিন্তু ইহা কামনাবাচী স্বরান্ত, তথাপি যে 'অতিচ্ছন্দাঃ' এই ছন্দস্ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বৈদিক প্রয়োগের ধর্ম্ম। আর অকারান্ত "ছন্দ" শব্দ একটি আছে, তাহা নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ নহে; যথা স্বচ্ছন্দ, পরচ্ছন্দ প্রভৃতি, আর অপহতপাপ, অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত অসম্পর্ক, ইহাই আত্মার স্বরূপ। পাপ শব্দের অর্থ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, ইহা পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে যে, পাপ্মভিঃ সংসৃজ্যতে "পাপ্মনো বিজহাতি।" অর্থাৎ পাপ দ্বারা সংপৃক্ত হয়, পাপকে পরিত্যাগ করে। তাহা হইলেই আত্মার ধর্ম্মাধর্ম্মরাহিত্যও একটি রূপ। অপিচ, অভয়নামেও আর একটি রূপ বর্ত্তমান। যেহেতু, ভয়মাত্রই অবিদ্যার কার্য্য, এ জন্য পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে যে, "অবিদ্যয়া ভয়ং মন্যতে।" অর্থাৎ জীব অবিদ্যা-(অজ্ঞান) বশতঃই মনে ভয় করে। অতএব বুঝিতে হইবে যে,

"অভয়ং" এই কথা বলায় অবিদ্যার ভয়রূপ কার্য্যের প্রতিষেধ দ্বারা তৎকারণ অবিদ্যারও প্রতিষেধ আত্মায় করা হইল অর্থাৎ অভয় বলিতে আত্মা অবিদ্যা-বর্জ্জিত, ইহা অভিহিত হইল।

এই যে বিদ্যার ফলরূপে সর্ব্বাত্ম-ভাবকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ইহাই অতিচ্ছন্দা, অপহত-পাপ ও অভয়। যেহেতু, এইরূপ সর্ব্বসংসার-ধর্ম্মবর্জ্জিত, অতএব অভয়রূপী। এ কথা অতীত পূর্ব্ব ব্রাহ্মণ-সমাপ্তির অবসরেই "অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি" ইত্যাদি আগম ধরিয়া শ্রুতি সবিশেষ বলিয়াছেন।

এক্ষণে এখানে শ্রুতিপ্রদর্শিত অভয়রূপ শ্রুত্যর্থজ্ঞানের দৃঢ়তা স্থাপনের জন্য তর্ক দ্বারা প্রপঞ্চিত হইতেছে মাত্র। * এই আত্মা স্বয়ং চৈতন্যজ্যোতিঃস্বভাবসম্পন্ন, স্বীয় চৈতন্যজ্যোতির্দ্বারা সমস্ত বস্তু প্রকাশিত করে। আত্মা যে চৈতন্যস্বরূপ, তাহা "স যত্তত্র কিঞ্চিৎ পশ্যতি, রমতে, চরতি, জানাতি চ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বিস্তৃতরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে; অতএব যুক্তি অনুসারেও আত্মার নিত্য-চৈতন্যজ্যোতির্ম্ময়রূপ সিদ্ধ হইল। এখানে অবশ্য এরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, যদি এই সুষুপ্তি অবস্থায়ও আত্মা অবিনাশী চৈতন্যরূপী হইয়া স্বীয় শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বরূপেই বর্ত্তমান থাকে, তবে এই সুষুপ্ত আত্মা এ সময়ও "এই আমি" বলিয়া নিজেকে এবং বহির্জ্জগতে "এই ভূতগণ" "এই ইন্দ্রিয়গণ" বলিয়া ভূতেন্দ্রিয়বর্গকে জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার ন্যায় জানিতে পারে না কেন? উত্তর তাহার কারণ বলিতেছি, শুন। একত্বই এই অজ্ঞানের হেতু। তাহা কিরূপে সম্ভব, তাহা বলিতেছি। লৌকিক পদার্থের দৃষ্টান্ত ব্যতীত এই সমস্ত অলৌকিক পদার্থ প্রত্যক্ষবোধগম্য হয় না, এ জন্য লৌকিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। যেমন এই সংসারে কামুক ব্যক্তিকে নিজ প্রিয়তমা কামরসে মত্ত হইয়া সম্যক্‌রূপে আলিঙ্গন করিলে, সে বাহিরে কিংবা (অন্তরে) আমি সুখী বা দুঃখী ইত্যাদি ভেদজ্ঞান করিতে পারে না, কিন্তু প্রিয়তমার সহিত বিযুক্ত অবস্থায় বাহ্য ও আন্তরিক সমস্তই জানিতে পারে, কেবল তাদৃশ আলিঙ্গনের অব্যবহিত পরেই প্রিয়তমার সহিত একীভাবপ্রাপ্তি হেতু কিছুই জানিতে পারে না। উক্ত দৃষ্টান্ত যেরূপ, ঠিক সেইরূপ এই অন্তরাত্মা যখন ভূতেন্দ্রিয়ের সংসর্গে পতিত হয়, তখন বস্তুতঃ সৈন্ধবখণ্ডের মত পৃথক্ থাকিয়াও জলাদিতে প্রতিফলিত চন্দ্রাদি প্রতিবিম্বের ন্যায় এই কার্য্যকরণরূপী দেহে প্রবিষ্ট হইয়া অভিন্ন আত্মা বহুরূপে প্রতীয়মান হয়। সেই ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) পুরুষ

স্বাভাবিক পরজ্যোতির (পরমাত্মা) সহিত সম্যক্রূপে পরিষক্ত অর্থাৎ নিরন্তরভাবে একীভাব প্রাপ্ত হইয়া বাহ্য-বিষয়ে "ইহা অমুক" ইত্যাদি এবং আন্তরিক বিষয়েও "আমি সুখী দুঃখী" ইত্যাদি প্রকার কিছুই জ্ঞান করে না। এখন বুঝিলে, তোমার জিজ্ঞাসিত আত্মার স্বাভাবিক চৈতন্যজ্যোতির্ম্ময়তা সত্ত্বেও ঐ অবস্থায় কেন পৃথক্ জ্ঞান হয় না? তাহার হেতু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গাঢ় সমালিঙ্গিত স্ত্রীপুরুষের ন্যায় ক্ষেত্রজ্ঞেরও স্বীয় জ্যোতির সহিত কেবল একত্ব বা একীভাবপ্রাপ্তি মাত্র। এ কথা দ্বারাই বুঝিতে হইবে যে, বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের প্রতি হেতু—কেবল নানাত্ববুদ্ধি; সেই নানাত্বের প্রতি অর্থাৎ আত্মায় ভেদবুদ্ধির প্রতিও হেতু—আত্ম-ভিন্ন-বস্তুর কল্পনাকারিণী অবিদ্যা। যখন এই অবিদ্যা হইতে আত্মা পৃথক্ হইয়া পড়ে, তখনই তাহার সমস্ত বস্তুর সহিত একীভাব সম্পন্ন হয়, তাহার ফলে জ্ঞান-জ্ঞেয়াদি বিভাগ লুপ্ত হইলে আর কিরূপে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান—আত্মভিন্ন জ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইবে? আর স্বভাবসিদ্ধ স্বরূপগত আত্মচৈতন্যে কামনাই বা কিরূপে সম্ভূত হইবে? যেহেতু, এই সর্ব্বত্র একীভাবই আত্মার প্রকৃত রূপ, অতএব সেই স্বয়ংজ্যোতিঃ-স্বভাব আত্মার এই রূপ আপ্তকাম বা পূর্ণ; কারণ, সমস্ত বস্তুই যখন এই আত্মার অন্তর্ভূত, তখন এমন কোন বস্তু নাই—যাহা ইহার মধ্যে নিহিত নহে, যাহা দ্বারা পূর্ণতার ব্যাঘাত ঘটিবে। সুতরাং তাঁহার রূপ আপ্তকাম। যাহার নিকট কাম্য পদার্থসমুদয় আত্মভিন্ন বোধে পৃথক্ অবস্থিত অর্থাৎ যাহার সকল বস্তুতে একাত্মতাবোধ হয় নাই, তাহারই সেই বস্তু অলব্ধ থাকে, সুতরাং অনাত্মকামতা তাহার স্বরূপ। যেমন জাগরণ অবস্থায় "দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত" প্রভৃতি রূপ বিভিন্ন বলিয়া একে অপরের কাম্য হয়, কিন্তু এই পুরুষ কোন পদার্থ হইতেই বিভক্ত নহে, যাহা তাঁহার কাম্য হইবে, অতএব তখন পুরুষ আপ্তকাম। এখানে এরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে, আত্মা কি অন্যান্য পদার্থ হইতে বিভক্ত হইবার নহে? অর্থাৎ অন্যান্য পদার্থ হইতে অপৃথক্ভাব কি আত্মার স্বতঃসিদ্ধ? অথবা আত্মাই সেই অন্যান্য বস্তুর স্বরূপ? এই শঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত বলিয়াছেন যে, "নান্যদস্ত্যাত্মনঃ" অর্থাৎ আত্মার অতিরিক্ত কোন পদার্থ-ই নাই। কেন নাই? যেহেতু, আত্মা আত্ম-কাম, অর্থাৎ একমাত্র আত্মাই যাহার কাম্য—প্রার্থনীয়, সেই আত্মকাম তাহার স্বরূপ। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থাতে যে সমস্ত বস্তু যেন পৃথক্ বলিয়াই কাম্য হইয়া থাকে, তাহারাও তাহার আত্মাই,—তদতিরিক্ত নহে। ভেদকল্পনাকারিণী অবিদ্যার অভাবে

সেই সময়ে আপ্তকামই তাহার স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সেই জন্যই আত্ম-জ্যোতির অকাম একটি রূপ অর্থাৎ বাস্তবিক আত্ম-ভিন্ন কাম্য বস্তুর অভাবে কামনাহীন। পুনশ্চ, সেই রূপ তাঁহার শোকান্তর, অর্থাৎ শোকশূন্য, কোনরূপ শোকই তাহাতে নাই, অথবা ঐরূপ শোকের মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ তাহার আদ্যন্তে শোকসম্বন্ধ বর্ত্তমান, কিন্তু মধ্যবর্ত্তী এই অবস্থায় কেবল শোকসম্পর্ক নাই। যাহা হউক, সর্ব্ব প্রকারেই আত্মার স্বরূপ শোকহীন, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ২১ ॥

অত্র পিতাঽপিতা ভবতি মাতাঽমাতা লোকা অলোকাঃ দেবা অদেবাঃ বেদা অবেদাঃ ॥

অত্র স্তেনোঽস্তেনো ভবতি ভ্রূণহাঽভ্রূণহা চাণ্ডালোঽচাণ্ডালঃ পৌল্কসোঽপৌল্কসঃ শ্রমণোঽশ্রমণস্তাপসোঽতাপসোঽনন্বাগতঃ পুণ্যেনানন্বাগতং পাপেন তীর্ণো হি তদা সর্ব্বাঞ্ছোকান্ হৃদয়স্য ভবতি ॥ ২২ ॥

প্রস্তাবিত আত্মার সহিত কাম-কর্ম্মাদির সম্পর্ক হইতে পারে, এই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, আত্মা অবিদ্যা ও কাম-কর্ম্মাদি সর্ব্বসংসার-ধর্ম্ম-বিনির্ম্মুক্ত—স্বয়ংজ্যোতির্ম্ময়। তাহার কারণ, আত্মা অসঙ্গ ও কামকর্ম্মাদি আগন্তুক। তাহার উপর আশঙ্কা হইতেছে যে আত্মার স্বাভাবিক চৈতন্যসত্ত্বেও গাঢ়সমালিঙ্গিত স্ত্রী-পুরুষের ন্যায় একীভাব-প্রাপ্তি বশতই সুষুপ্তাবস্থায় আত্মা নিজ জ্যোতির্ম্ময়স্বরূপ অনুভব করিতে পারে না, ইহা পূর্ব্বে নির্ণীত হইয়াছে। তৎপ্রসঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে, কামকর্ম্মাদির ন্যায় স্বয়ংজ্যোতির্ম্ময়ত্বও আত্মার স্বভাব নহে, যেহেতু, সম্প্রসাদ-(সুষুপ্তি) কালে তাহার উপলব্ধি হয় না; এই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত স্ত্রী-পুরুষের দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, সুষুপ্তি-কালে আত্মজ্যোতিঃ বিদ্যমান থাকিলেও তাহা স্বীয় পরমাত্মজ্যোতির সহিত একীভাব প্রাপ্তি হেতু অনুভূত হয় না; কিন্তু কামকর্ম্মাদির ন্যায় আগন্তুকত্ব হেতু নহে, প্রসঙ্গক্রমে ইহার নির্ব্বাচন করিয়া এক্ষণে যাহা প্রকৃত, তাহারই প্রস্তাবনা করিতেছেন। এই প্রবন্ধে ইহাই বক্তব্য হইতেছে যে, আত্মার স্বরূপ অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মাদি-বিনির্ম্মুক্ত, ইহা সুষুপ্তি অবস্থায় প্রত্যক্ষরূপে গৃহীত হয়। সর্ব্ব-সম্বন্ধাতীত আত্মার সেই রূপই যথার্থ বলিয়া দর্শিত হইয়াছে। যেহেতু, এই সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মার অপহত-পাপ, অতিচ্ছন্দ (গতকাম) ও অভয়সম্পন্ন রূপ, সেই

হেতু এই সময়ে পিতা পুত্রের জনক নহে। অভিপ্রায় এই—জননক্রিয়ার কর্তৃত্ব-নিবন্ধন পুত্রের প্রতি তাঁহার পিতৃত্ব, সুষুপ্তিকালে সেই কর্ম্ম দ্বারা আত্মা সম্বদ্ধ হয় না, এই জন্য বলা হইয়াছে যে, পুত্রত্ব সম্বন্ধের নিমিত্তীভূত ক্রিয়া—জনকত্ব হইতে বিনির্ম্মুক্ত হওয়ায় "পিতাও অপিতা হন। এইরূপ সেই কালে পুত্রও অপুত্র হয়, কেন না, উভয়েরই সম্বদ্ধ কর্ম্মাধীন, এ সময়ে সেই কর্ম্মরাশি উভয়েই অতিক্রম করিয়া থাকে। এ বিষয়ে আত্মার ধর্ম্মাধর্ম্মবিমুক্তিরূপ কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে; সুতরাং তখন পুত্রও পুত্র নহে; এই প্রকার মাতাও মাতা নহেন। যাহা কর্ম্ম দ্বারা জিত ও জেতব্য, তৎকালে কর্ম্মের সম্পর্কাভাবে সেই লোক সকলও আর লোক (ভোগ্য) থাকে না, ঐ একই কারণে কর্ম্মারাধ্য দেবতাগণও অদেবতা অর্থাৎ দেবতা (আরাধ্য) হন না, কর্ম্মের সাধ্যসাধকত্ব সম্বন্ধের বোধক অর্থাৎ কোন্‌টি কর্ত্তব্য ও কোন্‌টি কর্ত্তব্য কার্য্যের নির্ব্বাহক উপায়, এই উভয়ের বিভাজক সেই অধীত এবং অধ্যেতব্য মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক বেদ সকলও অবেদ হইয়া পড়ে, অর্থাৎ অধীত ও অধ্যেতব্য বেদ সকল কেবল কর্ম্মের জন্যই পুরুষের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু সেই সমগ্র কর্ম্ম অতিক্রম-কারীর নিকট তৎকালে বেদেরও কোন আবশ্যকতা থাকে না, তাই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, এই সময়ে বেদ সকলও অবেদ হয়। আর পুরুষ যে সেই সময়ে কেবল শুভকর্ম্মের সম্বন্ধই অতিক্রম করে, তাহা নহে, তখন সমস্ত অশুভ অর্থাৎ অত্যন্ত নৃশংস কর্ম্মের সহিতও আত্মার সম্বন্ধ থাকে না, শ্রুতি এই গূঢ় ভাবই প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন যে, এই সময়ে ব্রাহ্মণ-সুবর্ণাপহারী মহাপাতকী ব্যক্তি সেই ঘোরতর স্তেয়াপবাদের কারণীভূত পাপকর্ম্ম হইতেও মুক্ত হয়, এ স্থলে ভ্রূণঘাতীর সহিত পঠিত 'স্তেন' শব্দ সুবর্ণাপহারী অর্থে প্রযুক্ত জানিবে। সেইরূপ ভ্রূণহা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-গর্ভ-ঘাতক ব্যক্তি অভ্রূণহা হয়, এবং চণ্ডালও অচণ্ডাল হয়। এ সময় যে কেবল ইহজন্মকৃত কর্ম্ম হইতেই জীব মুক্ত হয়, এমন নহে, কিন্তু অত্যন্ত নিকৃষ্ট জাতি-প্রাপক সহজাত কর্ম্ম হইতেও বিনির্ম্মুক্ত হয়। ইহা বলিবার উদ্দেশ্য, শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপন্ন যে সন্তান, তাহার নাম চণ্ডাল; সেই চণ্ডালও প্রাক্তন অধমজাতি-প্রাপক কর্ম্মের সহিত অসম্বদ্ধ বিধায় অচণ্ডাল হইয়া থাকে। ঐরূপ শূদ্র কর্তৃক ক্ষত্রিয়াতে উৎপাদিত সন্তান পুল্কসও অপুল্কস হয়। আর যে কর্ম্মবশে জীব পরিব্রাট্ (শ্রমণ) যোনিপ্রাপ্ত হয়, সুষুপ্তি অবস্থায় সেই শ্রমণরূপ কর্ম্মের সহিতও সম্বদ্ধ থাকে না। শ্রুতি তাই বলিয়াছেন যে, শ্রমণও অশ্রমণ হয়। এইপ্রকার তাপসও (বানপ্রস্থ)

অতাপস হন। এখানে অন্যান্য সমস্ত বর্ণাশ্রমের পরিগ্রহার্থ কেবল পরিব্রজ্যা ও বানপ্রস্থের কথা বলা হইয়াছে। আর অধিক কি?—সেই সুষুপ্তি-সময়ে শাস্ত্র-বিহিত পুণ্যকর্ম্ম এবং শাস্ত্র-নিষিদ্ধের আচরণ ও বিহিতের অকরণজনিত পাপকর্ম্মে আত্মা লিপ্ত হয় না; (এখানে 'অনন্বাগতম্‌' শব্দটি আত্মার পূর্ব্বোক্ত অভয়রূপের বিশেষণ, এ জন্য, ক্লীবলিঙ্গ যুক্তভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে) কেন যে পাপপুণ্যে আত্মা লিপ্ত হয় না, তাহার কারণ, সে সময়ে সমস্ত শোক অর্থাৎ কামনা অতিক্রম করে। এখানে শোক অর্থে ইষ্ট-বিষয়ে প্রার্থনা বা অভিলাষ, সেই অভিলাষই ইষ্ট-বস্তু-বিয়োগে শোকরূপে পরিণত হয়, যেহেতু, অভিলষিত বস্তু বিযুক্ত বা অপ্রাপ্ত হইলে, পুরুষ তাহার গুণ সকল চিন্তা করত অন্তঃসন্তাপে তাপিত হয়; অতএব শোক, রতি ও কাম, এ সমস্তই একপর্য্যায়ভুক্ত শব্দ। এখানে যে শোকের অর্থ কাম, তাহার প্রতি ইহাও একটি হেতু যে, পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, পুরুষ এ সময়ে সর্ব্বকামনাতীত হন। "ন কঞ্চন কামং কাময়তে" তৎকালে কোন কামনাই থাকে না, সুতরাং "অতিচ্ছন্দা"স্বরূপ হয়। ইত্যাদি। সুতরাং তৎপ্রকরণের অন্তর্গত এই শোক শব্দ কামনাবাচক হওয়াই উচিত। আর কামনাকেই কর্ম্মের কারণরূপে পরে বলিবেন যে, "স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি", অর্থাৎ পুরুষ যেরূপ কামনা করে, তদনুরূপই কর্ম্ম আচরিত হয়। অতএব, সুষুপ্তিকালে পুরুষ যে সর্ব্বপ্রকার কামনাতীত বিধায় পুণ্য-পাপাদি দ্বারা আক্রান্ত হয় না, ইহা যুক্তিযুক্তই বলা হইয়াছে। শ্রুতিস্থ হৃদয় শব্দের অর্থ পুণ্ডরীক-(পদ্ম) তুল্য মাংস-খণ্ড, তাহাতে অবস্থিত যে অন্তঃকরণ—বুদ্ধি, তাহাকেই হৃদয় বলিয়া জানিবে; যেমন মঞ্চস্থিত ব্যক্তি শব্দ করিলে লোকে বলে, মঞ্চ ডাকিতেছে; ঐরূপ হৃদয়াশ্রিত বুদ্ধির কার্য্য শোককে (কাম) ও হৃদয়ের কার্য্য বলা হইল। এ বিষয়ে "কাম, সংকল্প ও বিচিকিৎসা (সন্দেহ), প্রভৃতি বৃত্তি সকল মনের ধর্ম্ম," এই শ্রুতিই প্রমাণ। পরেও বলিবেন যে, "কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ" অর্থাৎ ইহার হৃদয়াশ্রিত যে সকল কাম, ইত্যাদি। যদি বল যে, কাম যদি হৃদয়াশ্রিতই হয়, তবে আর "হৃদয়স্য শোকাঃ" ইত্যাদিরূপে হৃদয়ের কাম, এ কথা বলিবার প্রয়োজন কি? তাহার উত্তর—কাম বা শোকসমূহ আত্মাশ্রিত অর্থাৎ আত্মার ধর্ম্ম, এইরূপ ভ্রান্তির অপনোদনই তাহার উদ্দেশ্য। সেই জন্য "হৃদি শ্রিতাঃ" বাক্যে হৃদয় শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এক্ষণে প্রকৃত কথা হইতেছে—সুষুপ্তিকালে আত্মা হৃদয়-(বুদ্ধি) রূপ অন্তঃকরণ-সম্পর্ক অতিক্রম করে, সুতরাং তদাশ্রিত

কামের সম্পর্ক হইতে বিমুক্ত হয়, ইহা বলাই বাহুল্য। যে সমস্ত বাদিগণ বলেন যে, পুটপাক-তৈলস্থ পুষ্পাদির গন্ধ যেমন পুষ্প-বিয়োগেও বিনষ্ট হয় না— তৈলাশ্রিতই থাকে, সেই প্রকার হৃদয়াশ্রিত কামরাশি এবং বাসনা-(সংস্কার) রাশিও হৃদয়ের সহিত আত্মার বিয়োগকালেও হৃদয়সম্বদ্ধ আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে ইত্যাদি—। কিন্তু তাঁহাদের মতে যে পূর্ব্বোক্ত "কামঃ সংকল্পঃ" ইত্যাদি "মন এব সর্ব্বং" "হৃদয়ে হ্যেব রূপাণি" অর্থাৎ রূপ সকল হৃদয়েরই থাকে এবং "হৃদয়স্থ শোকাঃ" হৃদয়ের শোকসমূহ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য সকল অনর্থক হইয়া পড়ে, তাহা তাঁহারা দেখেন না। যদি বল যে, হৃদয়রূপ ইন্দ্রিয় দ্বারা নিষ্পাদ্য বলিয়া কাম ও বাসনা প্রভৃতিকে হৃদয়াশ্রিত বলা হইয়া থাকে, বস্তুতঃ ঐ সকল ধর্ম্ম আত্মারই অভিপ্রেত, হৃদয়ের নহে। উত্তর—তাহাও বলিতে পার না, কারণ, তাহা যদি হইত, তবে কাম, সঙ্কল্প প্রভৃতি 'হৃদিশ্রিতাঃ' হৃদয়াশ্রিত বলিয়া কখনই বিশেষ করা হইত না। অর্থাৎ হৃদয় কেবল করণ হইলে আশ্রয়স্বরূপ না হইলে অধিকরণবোধক উক্তির সামঞ্জস্য থাকে না। বিশেষতঃ, যখন আত্ম-শুদ্ধি প্রতিপাদন করাই শ্রুতির প্রকৃত অভিপ্রায়, তখন কামাদিকে হৃদয়াশ্রিত বলা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। তাহা না হইলে, (আত্ম-শুদ্ধির নিমিত্ত না বলিলে, তোমার পক্ষেও) "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" ইত্যাদি শ্রুতিরও অন্যরূপ অর্থ কল্পনা করিতে হয়, তাহা অসম্ভব। পুনশ্চ যদি বল যে, "কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।" এই শ্লোকোক্ত "হৃদি" বিশেষণের প্রয়োগ হেতু হৃদয়াশ্রিত ও আত্মাশ্রিত এই উভয় কামনারই প্রতীতি হয়, নচেৎ 'যে সকল হৃদয়াশ্রিত কাম' এই কথা বলিলে অন্য কামও যে আছে, তাহার ইঙ্গিত হইবে কেন? উত্তর—তাহা নহে; অন্য কাম অর্থে আত্মাশ্রিত না ধরিয়া হৃদয়ের অনাশ্রিত কামকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সে কাম কি? তাহাও বলিতেছি, যে সকল কাম অদ্যাপি হৃদয়রাজ্যে বাস করে নাই বা যাহারা হৃদয় হইতে সরিয়া গিয়াছে, ইহারা কেহই হৃদয়াশ্রিত নহে, সুতরাং সে সকলের আর নিবৃত্তি কি? পরন্তু, যে সকল কামাদি হৃদয়ে প্ররূঢ় হইয়া বর্ত্তমানে বিরাজ করিতেছে, সুষুপ্তিকালে তাহারাও নষ্ট হইয়া যায়। তথাপিও যদি "হৃদি" বিশেষণের আনর্থক্যের আশঙ্কা কর অর্থাৎ— অতীত ও অনাগত কাম স্বতঃই নিবৃত্ত আছে, কাজেই তাহা গৃহীত না হইয়া হৃদয়াশ্রিত কামাদিই হৃদি শব্দের প্রয়োগ ব্যতীতও গৃহীত হইবে, তবে তাহার প্রয়োগ কেন? এ কথা যদি বল, তবে বলি, বিশেষণ বিনাও তাহা অবগত হওয়া যায় সত্য, কিন্তু বর্ত্তমান কাম নিবারণে অতিশয় যত্নপ্রদর্শনার্থই

"হৃদি" বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। নচেৎ (শাস্ত্রে ঐরূপ উপদেশ না থাকিলে) তোমার পক্ষে অশ্রুত অনভিপ্রেত কামাদির কল্পনা ও আত্মাশ্রিতত্ব অবধারণ করা হয়। "ন কঞ্চন কাম্যং কাময়তে।" এই শ্রুতির আলোচনায় অবগত হওয়া যায় যে, আত্মা কোন কাম্য বস্তু কামনা করে না, তবেই কামনার প্রসক্তির অভাবে প্রতিষেধের অসঙ্গতিবোধে অবশ্যই আত্মার কামনা যে স্বীকার্য্য, শ্রুতিই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে ? উত্তর—না, ঐ দোষও হইতে পারে না, কারণ, "সধীঃ স্বপ্নো ভূত্বা" এই শ্রুতিতে আত্মার অন্য নিমিত্ত (বুদ্ধির সহিত অভেদাভিমান হেতু) কামনার প্রসক্তি হয়, তাহার নিবারণের জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রতিষেধ সঙ্গত. বিশেষতঃ শ্রুত্যন্তরে আত্মাকে নিঃসঙ্গ অর্থাৎ সঙ্গ-কামনারহিত বলা হইয়াছে। এক্ষণে আত্মা যদি স্বভাবতই কামনার আশ্রয় হইত, তাহা হইলে তাহাকে অসঙ্গ বলিয়া শ্রুতি কখনই প্রতিপাদন করিত না আর কাম এবং সঙ্গ যে একই পদার্থ,—তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। পুনরপি যদি বল যে, "আত্ম-কামঃ" এই শ্রুতি দ্বারা আত্মার নিজ বিষয়ে কামনা অবগত হওয়া যায়, সুতরাং তাহা দ্বারাই কাম যে আত্মাশ্রিত, ইহা প্রতিপন্ন হয়। উত্তর—না, এ প্রতীতি হইতে পারে না, ঐ শ্রুতির প্রকৃত অভিপ্রায় বা অর্থ—আত্মা ব্যতীত কামাদির অভাব। কিন্তু আত্মা বিষয়ে কামনার সদ্ভাব প্রতিপাদন তাহার উদ্দেশ্য। যদিও বৈশেষিকাদি শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা আত্মার কামাশ্রয়ত্ব সিদ্ধ হয়, তাহাও "হৃদি শ্রিতাঃ" এই স্পষ্ট শ্রুতির বিরোধে কখনই প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না ; কারণ, শ্রুতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে, যুক্তি বা ন্যায় "আভাস" কি অপ্রকৃত তৎসদৃশ বলিয়া গণ্য হয়। বিশেষতঃ ঐ যুক্তির আশ্রয় করিলে আত্মার স্বয়ংজ্যোতিঃ-স্বরূপ বাধিত হয়। কারণ, স্বপ্নে কামাদি বৃত্তি, সকল একমাত্র (আত্ম) জ্ঞানাকারে পরিণত, পৃথক্‌রূপে অবস্থিত নহে, এই হেতু আত্মার স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব প্রতিপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু সেই কামাদি যদি আত্মাতে সমবেত হয়, তবে চক্ষুর অভ্যন্তরগত বিশেষ গুণের মত তাহাদিগকে শুদ্ধ চৈতন্যমাত্রাবলম্বী বলা যাইতে পারে না অর্থাৎ তাহার আর দৃশ্যত্ব উপপন্ন হয় না। কারণ, দৃশ্য ও দ্রষ্টা পৃথক্ বস্তু—এক নহে; এই যুক্তিতে দ্রষ্টার স্বরূপপ্রকাশ সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু কামাদি আত্ম-সমবেত হইলে তাহাও বাধিত হয় ; এবং অন্যান্য সকল শাস্ত্রার্থও বিরুদ্ধ হয়। এ কথা গত চতুর্থ (তৃতীয়) অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে বলিয়াছি—অতি যত্ন সহকারে আত্মার কামাদি-বাসনার প্রতিবাদ করিতে

হইবে, নচেৎ পরমাত্মার সহিত জীবের একত্বরূপ শাস্ত্রার্থ মিথ্যা হইয়া পড়ে। আর যেমন বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকগণ আত্মার ইচ্ছাদি গুণ স্বীকার করায় উপনিষৎশাস্ত্রের সহিত একমত হইতে পারে না, সেইরূপ আত্মার কামাদি কল্পনাও উপনিষৎশাস্ত্রের অভিপ্রেত অর্থের প্রতিকূলতা হেতু অনাদরণীয় ॥ ২২ ॥

যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ। ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ ॥ ২৩ ॥

গত শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, জীব যখন সুষুপ্তিদশায় উপস্থিত হয়, তখন পরিষক্ত স্ত্রী-পুরুষের ন্যায় একত্ব ঘটে বলিয়াই জীব আনন্দাতিরিক্ত কিছুই অনুভব করে না; এবং নানা যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, আত্মা স্বপ্রকাশ। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, আত্মার সেই স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব কি? যদি চৈতন্যস্বরূপ হয়, তবে তাহা বহ্নির উষ্ণত্বের মত অত্যাজ্য বলিতে হইবে; অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত আত্মার ঐক্য বলিলেও নিজের চৈতন্যস্বভাব কিরূপে ত্যাগ করিবে? এবং কেন-ই বা সে তৎসমস্ত জানিতে পারিবে না? যদি নিশ্চয়ই নিজ স্বাভাবিক চৈতন্য (প্রকাশ) ত্যাগ না করে, তবে সুষুপ্তিদশায় কিছু দেখিতেই বা পায় না কেন? অতএব চৈতন্য (প্রকাশ) আত্মার স্বভাব, অথচ সুষুপ্তাবস্থায় কিছুই জানিতে পারে না, (অপ্রকাশ) ইহা বড়ই অসঙ্গত কথা। উত্তর—না – কিছুই অসঙ্গতি হয় নাই, ঐ উভয় ভাবই সঙ্গত হইতে পারে; কারণ, বলা হইয়াছে, সুষুপ্তাবস্থাতে জীব কিছু দেখে (জানে) না, ইহার অর্থ—সে সময়ে দেখিয়াও দেখে না। তুমি যে বুঝিয়াছ, তৎকালে আত্মা কোন কিছুই দেখে না, তাহা বুঝিও না; কারণ, সে সময়েও আত্মা দ্রষ্টাই থাকে। যদি বল, সুষুপ্তিকালে আত্মা দেখে না বলিয়াই আমরা জানি। যেহেতু, সে সময়ে চক্ষুঃ, কিংবা মন, কোন করণ-(ইন্দ্রিয়) ই দর্শনক্রিয়ায় ব্যাপৃত থাকে না। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ ক্রিয়ায় ব্যাপৃত থাকিলেই দর্শন-শ্রবণাদির ব্যবহার হইয়া থাকে। যখন তৎকালে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ক্রিয়ায় ব্যাপৃত থাকে না দেখিতেছি, তখন বলিতেই হইবে যে, আত্মা দেখেই না। উত্তর—না না, তাহাও তুমি ভুল বুঝিয়াছ। তবে কি? তৎকালে আত্মা দ্রষ্টাই থাকে। কিরূপে? যেহেতু,

দ্রষ্টার (দৃষ্টিকর্ত্তার) দৃষ্টি কখনও লুপ্ত হয় না, যেমন অগ্নির উষ্ণতা অগ্নির জীবনকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী, তেমন এই আত্মা অবিনাশী, সুতরাং তাঁহার দৃষ্টি-শক্তিও অবিনাশিনী—দ্রষ্টা আত্মার চির-সহচরী। আপাততঃ মনে হয় বটে, ইহা অতি বিরুদ্ধ কথা বলা হইতেছে যে, দৃষ্টি দ্রষ্টার ধর্ম্ম, অথচ তাহা বিলুপ্ত হয় না; দেখিতে পাওয়া যায়, দৃষ্টি-ক্রিয়া দ্রষ্টা-কর্তৃক নিষ্পাদিত হয়, এবং দৃষ্টি করে বলিয়াই আত্মাকে দ্রষ্টা বলা যায়। সুতরাং দ্রষ্টৃকৃত দৃষ্টি বিলুপ্ত হয় না, সনাতন-ভাবে থাকে ; এ কথা বলাই যাইতে পারে না। যদি বল যে, তাহা আমাদের বিবক্ষিত নহে, কিন্তু তাহার দৃষ্টি বিলুপ্ত হয় না, এই শ্রুতির উক্তি প্রামাণ্যে অবিনাশিত্বই সাধিত হইতেছে। তাহার উপর যদি বল যে, ইহা হইতে পারে না, শাস্ত্রীয় বচন বস্তুস্বভাবের জ্ঞাপক মাত্র। পরন্তু যুক্তি-তর্কে অবগত দৃষ্টিবিলোপ কৃত্রিম কতকগুলি বচন দ্বারা অন্যথাভূত করিতেই পার না। যেহেতু, বচন সকল বস্তুর যথাতথ্যের জ্ঞাপকমাত্র। উত্তর—না, এই দোষ হইতে পারে না, যেহেতু, আদিত্যাদির প্রকাশের ন্যায় আত্মার দর্শনকর্তৃত্বও সম্ভবপর, অর্থাৎ যেমন আদিত্যাদি জ্যোতিঃপদার্থ সকল নিত্যপ্রকাশশীল হইয়াও স্বাভাবিক সনাতন প্রকাশ দ্বারাই অপর সমস্ত পদার্থ প্রকাশিত করে, অর্থাৎ যদি প্রকৃতপক্ষে প্রকাশশীল না হইত, তবে কখনই আদিত্যাদি প্রকাশকবর্গ প্রকাশক নামে খ্যাত হইতেন না ; কিন্তু সূর্য্যাদি জ্যোতিঃপদার্থ সকল নিত্যসিদ্ধ প্রকাশ দ্বারাই প্রকাশক হন। তেমন, এই আত্মাও অপরিলুপ্তস্বভাব নিত্য দৃষ্টিশক্তি দ্বারাই দ্রষ্টা নামে অভিহিত হয়। এই কারণে আত্মার দ্রষ্টৃত্ব গৌণও স্বীকার করিতে পার না। উক্ত যুক্তিতে তাহার মুখ্যদ্রষ্টৃত্বই অবগত হওয়া যায়। যদি এই আত্মার অন্যপ্রকার অর্থাৎ ক্রিয়াঘটিত (যৌগিক) দ্রষ্টৃত্ব থাকিত, তাহা হইলে এই দ্রষ্টৃত্বের গৌণত্বাশঙ্কা হইতে পারিত, কিন্তু আত্মার অন্য প্রকার দর্শন কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব আত্মার স্বাভাবিক (অকৃত্রিম) দ্রষ্টৃত্বই স্থিরীকৃত হইল, এবং তন্নিবন্ধনই আদিত্যাদি জ্যোতির্মণ্ডলের প্রকাশশক্তির মত সেই অকৃত্রিম দ্রষ্টার দৃষ্টি বিলুপ্ত হয় না বলা হইয়াছে। অতএব এ কথায় আর কোন আপত্তিই হইতে পারে না। অতঃপর যদি আশঙ্কা কর যে, অনিত্য (বর্ত্তমান) ক্রিয়াযোগেই তৃচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে, যথা—ছেত্তা, ভেত্তা প্রভৃতি। অতএব দ্রষ্টা এই স্থলেও তৃচ্ প্রত্যয় থাকায় সাময়িক ক্রিয়াসম্বন্ধই প্রতীতি হইবে ; অর্থাৎ দ্রষ্টা সংজ্ঞাই আত্মার অবিনাশিনী দৃক্‌শক্তির পরিপন্থী। উত্তর—না, এমন

কোন নিয়ম নাই যে, কৃত্রিম ক্রিয়াস্থলেই তৃচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রয়োগ হইবে, পরন্তু স্বভাব-সিদ্ধ "প্রকাশয়িতা" প্রভৃতি স্থলেও তৃচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। যদি বল যে, অন্যান্য প্রকাশক পদার্থে উক্ত কল্পনা সম্ভব। আত্মাতে সেই প্রকার প্রকারান্তর কল্পনা সম্ভবপর নহে, সুতরাং যৌগিকার্থই ধর্ত্তব্য অর্থাৎ দ্রষ্টৃত্ব ঔপচারিক, বাস্তব নহে, ইহাই বলিব। উত্তর—না,—এ আপত্তিও হইতেই পারে না; কারণ, দৃষ্টির অলোপ সম্বন্ধে স্বয়ং শ্রুতিই প্রমাণ। আমি (সময়ে) দেখিতেছি, এবং (সময়ে) দেখিতেছি না, এই দ্বিবিধ অনুভববশতঃ আত্মার দৃষ্টিলোপ স্বীকার্য্য, এ কথাও যুক্তি-তর্কের অতীত, কেন না, দর্শনাদি কার্য্যমাত্রই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-ব্যাপারসাপেক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারগত বৈলক্ষণ্য হইতেই ঐরূপ দর্শন ও অদর্শন ঘটে। যখন দেখিতেছি, স্বপ্নকালে চক্ষুঃশূন্য ব্যক্তিরও আত্ম-দৃষ্টির লোপ হয় না, অতএব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, আত্মার ঐ দৃষ্টি ইন্দ্রিয়কৃত নহে, স্বাভাবিক; সুতরাং আত্মার দর্শনশক্তি কখনই বিলুপ্ত হয় না, ইহা সত্য। এই জন্যই আত্মা সুষুপ্ত অবস্থায়ও সেই স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব অপরিলুপ্ত দৃকশক্তি দ্বারা দর্শন করে। তবে যে "ন পশ্যতি," আত্মা দেখে না, এই শ্রুতি তাহার বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে, তাহার অভিপ্রায় অন্যরূপ অর্থাৎ—এখন তৎকালে একটিও দ্বিতীয় পদার্থ থাকে না, দ্রষ্টা হইতে যাহা দ্বিতীয় বা পৃথক্, দ্রষ্টার যাহা দৃশ্য। বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের প্রতি কারণ অন্তঃকরণ, চক্ষু ও রূপ পূর্ব্বে তাহাই কেবল অবিদ্যা কর্তৃক আত্মা হইতে স্বতন্ত্রভাবে বোধিত ছিল। কিন্তু তাহাও এই সময়ে আত্মার সহিত একীভূত বা বিলীন হইয়া গিয়াছে। পরিচ্ছিন্ন দ্রষ্টা জীবের বিশেষ বিশেষ জ্ঞান সমুৎ-পাদন করিবার নিমিত্তই চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় আত্মা হইতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থিতি করে।

কিন্তু এই আত্মা এ সময়ে সর্ব্বাত্মক স্বীয় আত্মার সহিত প্রিয়াপরিষক্ত পুরুষের ন্যায় একীভাব প্রাপ্ত হইয়া আছে, তৎকালে তাহার বিশেষ দর্শনের সহায় ইন্দ্রিয়গণও আর পৃথক্‌রূপে অবস্থিত নাই,—এবং দৃশ্য বিষয়রাশি আর দৃশ্যরূপে প্রতীত হয় না, এই নিমিত্তই আর বিশেষ বিশেষ জ্ঞান হয় না। বিশেষ জ্ঞান সকল ইন্দ্রিয় হইতেই সমুদ্ভূত হয়—আত্মা হইতে নহে, কেবল অবিদ্যার প্রভাবে আত্ম-কৃত বলিয়াই প্রতীয়মান হয়, এই অবিদ্যাকৃত ভ্রান্তিই আত্মার দৃষ্টিলোপের নামান্তর ॥ ২৩ ॥

যদ্বৈ তন্ন জিঘ্রতি জিঘ্রন্ বৈ তন্ন জিঘ্রতি ন হি ঘ্রাতুর্ঘ্রাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যজ্জিঘ্রেৎ ॥ ২৪ ॥

সেই সুষুপ্তিসময়ে পুরুষ যে আঘ্রাণ করে না, তাহা আঘ্রাণকারী হইয়াও ঘ্রাণও করে না। যেহেতু, ঘ্রাতার (আত্মার) ঘ্রাণ বিলুপ্ত হয় না; কারণ, তাহা অবিনাশী। তবে যে ঘ্রাণ-জ্ঞান হয় না, তাহার কারণ আর কিছুই নহে—তৎকালে কেবল সমস্ত বস্তুর অভাব। অর্থাৎ অদ্বৈতসিদ্ধি ঐ সময়ে এমন কিছুই থাকে না, আত্মা যাহার ঘ্রাণ করিবে ॥ ২৪ ॥

যদ্বৈ তন্ন রসয়তে রসয়ন্ বৈ তন্ন রসয়তে ন হি রসয়িতুর্রসয়তের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যদ্রসয়েৎ ॥ ২৫ ॥

সেই সময়ে পুরুষ যে রস গ্রহণ করে না, তাহাও ঠিক, রস গ্রহণ করিয়াই করে না, তবে যে রস গ্রহণ করে না বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহার কারণও পূর্ব্ববৎ বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের অভাব, পরন্তু রসয়িতার রসাস্বাদন বিলুপ্ত হয় না; কারণ, তাহা নিত্য ॥ ২৫ ॥

যদ্বৈ তন্ন বদতি বদন্ বৈ তন্ন বদতি ন হি বক্তুর্বক্তের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যদ্বদেৎ ॥ ২৬ ॥

ঐ সময়ে সেই আত্মা যে কোন কথা বলে না, তাহাও বক্তা হইয়াও বলে না. যেহেতু, বক্তার বচন বিলুপ্ত হয় না; কারণ, তাহা বিনাশশীল নহে, তবে যে বলে না বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহার কারণ এই—সেই সময়ে পুরুষাতিরিক্ত বস্তুর সত্তা নাই যাহা বলা যাইতে পারে ॥ ২৬ ॥

যদ্বৈ তন্ন শৃণোতি শৃণ্বন্ বৈ তন্ন শৃণোতি ন হি শ্রোতুঃ শ্রুতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যচ্ছৃণুয়াৎ ॥ ২৭ ॥

সেইরূপ আত্মা তৎকালে যে শ্রবণ করে না, তাহাও শ্রবণশক্তি-সম্পন্ন হইয়াও শ্রবণ করে না, যেহেতু, আত্মার শ্রবণশক্তি অপরিলুপ্ত; পরন্তু সুষুপ্তিকালে দ্বৈতাভাবে বাহ্য শব্দ শ্রুত হয় না; কারণ, তৎকালে সমস্ত শ্রোতব্য এক আত্মায় পর্য্যবসিত হইয়া যায়, তদতিরিক্ত এমন কোন দ্বিতীয় বস্তু থাকে না, যাহা শ্রবণ করিবে ॥ ২৭ ॥

যদ্বৈ তন্ন মনুতে মন্বানো বৈ তন্ন মনুতে ন হি মন্তুর্ম্মতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যন্মন্বীত ॥ ২৮ ॥

তখন যে আত্মা কোনও মনন (চিন্তা) করে না, তাহা মননকারী হইয়াও মনন করে না, আত্মার অবিনাশিনী মননশক্তির লোপহেতু যে মনন করে না, তাহা নহে; কেবল সে দশায় সমস্তই বিলুপ্ত হয়, কাজেই চিন্তনীয় দ্বিতীয় বিষয় না থাকায় চিন্তা করে না ॥ ২৮ ॥

যদ্বৈ তন্ন স্পৃশতি স্পৃশন্ বৈ তন্ন স্পৃশতি ন হি স্প্রষ্টুঃ স্পৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যৎ স্পৃশেৎ ॥ ২৯ ॥

যদ্বৈ তন্ন বিজানাতি বিজানন্বৈ তন্ন বিজানাতি ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যদ্বিজানীয়াৎ ॥ ৩০ ॥

এইরূপ সেই সুষুপ্তিকালে পুরুষ যে স্পর্শ করে না, এবং বিশেষ বিজ্ঞান করে না, তাহাও স্পর্শ এবং বিজ্ঞানশক্তি-সম্পন্ন থাকিয়াও করে না। নতুবা স্প্রষ্টার

স্পর্শশক্তি (জ্ঞান) ও বিজ্ঞানশক্তির অভাব হেতু নহে; কারণ, তাঁহার স্পর্শ-শক্তি ও বিজ্ঞানশক্তি সনাতনী, তথাপি স্পর্শ না হওয়ার এবং বিশেষ জ্ঞান না থাকিবার কারণ এই যে, সে সময়ে এমন কিছু দ্বিতীয় বস্তু থাকে না, এবং এমন কোন ইন্দ্রিয়ও থাকে না যে, তদ্দ্বারা তাহাদের স্পর্শ ও বিজ্ঞান সম্পন্ন হইবে।

মনন ও বিজ্ঞান মনঃ ও বুদ্ধির কার্য্য। যদিও ইহারা বাহ্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ, সুতরাং চাক্ষুষাদি জ্ঞানের প্রতিষেধ দ্বারাই মনন-বিজ্ঞানের প্রতিষেধ সম্পন্ন হয়, আর পৃথক্ উল্লেখ আবশ্যক হয় না। তথাপি এমন কতকগুলি আভ্যন্তর মনন ও বিজ্ঞান আছে, যাহারা চক্ষুরাদি বাহেন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ অতীত বা ভাবী প্রভৃতি বস্তুবিষয়ক, তাহাদের প্রতিষেধ করিবার জন্যই স্বতন্ত্রভাবে ইহাদের উল্লেখ হইয়াছে। এক্ষণে এই সমস্ত বিষয়ের উপর একটি প্রশ্ন হইতেছে যে, এক অগ্নিরই উষ্ণত্ব, প্রকাশ ও জ্বলনাদির ন্যায় উক্ত দৃষ্টি প্রভৃতিও কি আত্মার স্বভাবতঃই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম? অথবা অভিন্ন ধর্ম্মেরই অন্যরূপ উপাধিজনিত বিভিন্ন ভাব? এই প্রশ্নোত্তরে কেহ কেহ বলেন যে, যেমন গো-পদার্থ দ্রব্যরূপে এক, কিন্তু তাহাদের সাম্না-শৃঙ্গ-লাঙ্গূলাদি ধর্ম্ম পরস্পর বিভিন্ন, তেমন স্বভাবতঃ এক আত্মারই একত্ব ও নানাত্ব। অতএব স্থূল পদার্থের একত্ব ও নানাত্বের মত নিরবয়ব অমূর্ত্ত পদার্থেরও একত্ব এবং নানাত্ব অনুমান করিয়া লইতে হইবে; যখন উক্ত নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না, তখন আত্মার পক্ষেও দর্শন প্রভৃতি ধর্ম্মের পরস্পর বিভিন্নতা এবং আত্মরূপে একত্ব অবশ্যই স্বীকার্য্য। উত্তর—না, এ মত ভাল নহে। কারণ, "যদ্বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দর্শন প্রভৃতি ধর্ম্মের ভেদ-প্রদর্শক নহে। ইহার তাৎপর্য্য অন্যরূপ। যদি স্বপ্রকাশ আত্মজ্যোতিঃ চৈতন্যস্বরূপই হইবে, তবে সুষুপ্তি দশায় তাহার জ্ঞান থাকে না কেন? অতএব বল, যখন সুষুপ্তিদশায় জ্ঞান থাকে না, তখন আত্মজ্যোতিঃ চৈতন্যস্বরূপ, এ কথাও মিথ্যা। এই আশঙ্কা নিবারণের জন্যই "যদ্বৈ তৎ" ইত্যাদি বাক্য উত্থাপিত হইয়াছে।

যদি চৈতন্যের অবিনাশিত্ব প্রতিপাদন করাই এই বাক্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে দর্শনাদির ভেদনিরূপণ কেন? এই আশঙ্কায় বলিয়াছেন যে, জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে আত্মার স্বাভাবিক চৈতন্যজ্যোতিঃ চক্ষুঃ প্রভৃতি নানাবিধ উপাধিযোগে যে দৃষ্ট বা শ্রুত প্রভৃতি শব্দ দ্বারা দর্শন, শ্রবণাদি ব্যবহার লাভ করিয়া প্রকাশিত হয়। সুষুপ্তিকালে ঐ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন উপাধি-ব্যাপার নিবৃত্ত হওয়ায় তাহা (চৈতন্যজ্যোতিঃ) আর উপলব্ধ হয় না।

কিন্তু তৎকালে চৈতন্যস্বরূপ প্রতিভাসমান না হইলেও তৎকালে যে বিদ্যমান থাকে, ইহাই এ স্থলে অনুবাদস্বরূপে উক্ত হইয়াছে। অতএব সেই স্থলে যে দর্শনাদি ধর্ম্মের ভেদকল্পনা করা হয়, তাহাও শ্রুত্যর্থের অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন, অন্যথা নহে ; যেহেতু, "প্রজ্ঞান ঘন" "শ্রুতি ও "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতি এ-পক্ষে মহান্ বিপক্ষ। লোকে বলিয়াও থাকে যে, চক্ষু দ্বারা রূপ জানে, শ্রোত্র দ্বারা শব্দ অবগত হয়, এবং জিহ্বা দ্বারা অন্নাদি রস অনুভব করিয়া থাকে ইত্যাদি। সুতরাং সকল স্থলেই দৃষ্টি প্রভৃতি বিজ্ঞান অর্থে পর্য্যবসিত হয়। বিশেষতঃ, এ বিষয়ে আরও উত্তম দৃষ্টান্ত আছে।—যেমন স্বভাবস্বচ্ছ স্ফটিক কেবল হরিত-নীল-লোহিতাদি উপাধি-সংযোগে সেই সেই আকার ধারণ করে, বস্তুতঃ তাহার উপাধি ব্যতীত হরিত-নীল-লোহিতাদি বিভিন্ন ধর্ম্ম কল্পনা করা যাইতে পারে না, সেইরূপ চক্ষুঃ প্রভৃতি উপাধিসম্পর্ক ব্যতীত প্রজ্ঞানময় আত্ম-জ্যোতির দৃষ্ট্যাদি বিভিন্ন শক্তি কখনই উপপন্ন হইতে পারে না। অপিচ, যেমন আদিত্যাদি জ্যোতিঃ হরিত-পীত-নীল-লোহিতাদি বিভিন্ন প্রকাশ্য বস্তুভেদে বিভাগযোগে না হইয়াও প্রকাশ করিতে যাইয়া বিভিন্ন আকার প্রাপ্ত হয়, আত্মজ্যোতিও সেইরূপ সমস্ত জগৎ এবং চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে প্রকাশ করিতে যাইয়া তদাকার ধারণ করে। এ কথা পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে যে, "আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে" ইত্যাদি। তবে যে নিরবয়ব পদার্থ অনেকাকার ধারণ করে, এ বিষয়ে কোন দৃষ্টান্ত নাই বলিবে, তাহাও বলিতে পারে না। কারণ, নিরবয়ব আকাশের উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম উপলব্ধ হয়, এবং নিরবয়ব পরমাণু প্রভৃতিরও গন্ধ-রসাদি অনেক গুণ স্বীকার করা হয়, তাহাও বিচার-পূর্ব্বক নিরূপণ করিলে বুঝা যায়, উহা পরোপাধি-জনিত বলিতেই হইবে, অন্যথা নহে। প্রথমতঃ দেখ, আকাশের যে সর্ব্বগতত্ব ধর্ম্ম, তাহাও স্বাভাবিক নহে, কিন্তু কেবল সমস্ত উপাধি-সম্পর্ক বশতঃ সর্ব্ববস্তুতে স্বীয় সত্তা বিদ্যমান থাকায় আকাশকে সর্ব্বগত বলিয়া ব্যবহার করা হইয়া থাকে ; নচেৎ আকাশ স্বভাবতঃ কোথায়ও গমনও করে না এবং কোন স্থান হইতে আগতও হয় না। কারণ, গমনক্রিয়া একস্থানস্থিত বস্তুর স্থানান্তরে সংযোগের হেতু ; কিন্তু তাহা নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ ক্রিয়াকৃত বিশেষ ধর্ম্ম-বিহীন বস্তুর পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে না, এবং অপরাপর ধর্ম্মঘটিত প্রভেদও আকাশে থাকিতে পারে না। ঠিক পরমাণু প্রভৃতির অবস্থা এইরূপ ; দেখ,—পার্থিব পরমাণু অর্থে গাঢ় গন্ধবতী পৃথিবীর গন্ধময় পরম সূক্ষ্ম অবয়ব, ঐ গন্ধময় পার্থিব পরমাণু

আর পৃথিবী উভয় একই; কাযেই সেই গন্ধাত্মক পরমাণুতে আবার গন্ধযোগ কল্পনা করা যাইতে পারে না। যদি বল যে, সেই গন্ধাত্মক পরমাণু রসাত্মক হইতে বাধা কি? উত্তর—না, পার্থিব পরমাণুতে যে রসাদি গুণ থাকে, তাহা জলাদির সম্বন্ধ-জনিত বিধায় ঔপাধিক, তদ্ব্যতীত স্বাভাবিক নহে। অতএব নিরবয়ব বস্তুর নানাবিধ ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন দৃষ্টান্তই নাই। ইহা দ্বারাই পরমাত্মগত দর্শন ও ঘ্রাণশক্তি প্রভৃতির চক্ষুও রূপ এবং ঘ্রাণ ও গন্ধাদিরূপে যে ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম কল্পনা, তাহা নিরস্ত হইল ॥ ২৯-৩০ ॥

যত্র বাঽন্যদিব স্যাত্তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেদন্যোঽন্যজ্জিঘ্রেদন্যোঽন্যদ্রসয়েদন্যোঽন্যদ্বদেদন্যোঽন্যচ্ছৃণুয়াদন্যোঽন্যন্মন্বীতান্যোঽন্যৎ স্পৃশেদন্যোঽন্যদ্বিজানীয়াৎ ॥ ৩১ ॥

পূর্ব্ব শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, জাগ্রৎ ও স্বপ্নের ন্যায় সুষুপ্তিতে আত্মার বিশেষ বিজ্ঞান জন্মে না। কারণ, যাহা জ্ঞেয়, তাহাই আত্মা হইতে দ্বৈত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। যখন সুষুপ্তিকালে দ্বৈত অজ্ঞেয়তা বশতঃ আত্মা হইতে বিভিন্ন নহে, তখন তৎকালে একমাত্র আত্মজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের জ্ঞান থাকিতে পারে না। এক্ষণে ইহাতে আশঙ্কা হইতেছে যে,—যদি ইহার (আত্মার) উহাই (বিশেষ বিজ্ঞানাভাব) স্বভাব হয়, তবে জাগরণাদিকালে উহার সেই স্বভাব পরিত্যক্ত হয় কেন? আর যদি বিশেষ বিজ্ঞানই তাহার স্বভাব হইয়া থাকে, তবে সুষুপ্তিতেই বা বিশেষ বিজ্ঞান হয় না কেন? তাহার উত্তরে বলিতেছি, আত্মার বিশেষ বিজ্ঞানাভাবই স্বভাব, তবে যে জাগ্রৎ বা স্বপ্নে বিশেষ বিজ্ঞান হয়, তাহা বাস্তব নহে। কারণ, জাগরণ ও স্বপ্নদশায় অবিদ্যা আত্মভিন্ন বস্তু সকল যেন পৃথক্‌রূপে উপস্থাপিত করে, তখন জীব দৃশ্য হইতে যেন আত্মাকে দ্বিতীয় ব্যক্তি মনে করে এবং তাহার ফলে অবিদ্যা (উপস্থাপিত) কল্পিত পদার্থ হইতে বস্তুতঃ আত্মভিন্ন বস্তু না থাকিলেও আপনাকে অন্যের পৃথক্ বস্তু মনে করিয়া এবং অবিদ্যা প্রত্যুপস্থাপিত বস্তু হইতে আত্মার প্রভেদ না থাকিলেও যেন বিশেষ দর্শন করে অর্থাৎ যেন আত্মা রূপাদি দর্শন করিতেছে, এইরূপ আঘ্রাণ করে, আস্বাদন করে, মনন (চিন্তা) করে, স্পর্শ করে এবং

বিজ্ঞান করে, সর্ব্বত্রই যেন দ্বিতীয় ব্যক্তি অপরকে জ্ঞান করে; কিন্তু বস্তুতঃ এক আত্মা সর্ব্বব্যাপী, এ কথা পূর্ব্বেও "যত্রান্যদিব" ইত্যাদি শ্রুতিতে অভিহিত হইয়াছে ॥ ৩১ ॥

সলিল একো দ্রষ্টাঽদ্বৈতো ভবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়িতি হৈনমনুশশাস যাজ্ঞবল্ক্য এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈ-বানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি ॥ ৩২ ॥

কিন্তু যখন সুষুপ্তিদশায় নানাবিধ বস্তুর উপস্থাপিকা সেই অবিদ্যা নিবৃত্ত হয়, যে অবিদ্যা বিষয়কে আত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া দেখাইয়াছে, সেই তখন অবিদ্যার বিলয় হেতু আর কোনরূপ দ্বিতীয় বস্তু থাকে না; সুতরাং কে কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে? আঘ্রাণ করিবে? কিংবা চিন্তা করিবে? অতএব সে সময় জীবাত্মা কেবল অভ্যন্তরে স্বপ্রকাশ স্বীয় চৈতন্যময় আত্মার সহিত মিলিত হইয়া সম্যক্রূপে প্রশান্ত ও পূর্ণকাম হয় ও আত্মরতিতে মগ্ন থাকে। বুদ্বুদাদি সলিল যেমন সলিলে মিশিয়া এক অখণ্ড নির্ম্মলভাবে পরিণত হয়, ঐরূপ স্বরূপে মিলিত হইয়া অখণ্ডতা লাভ করে। কেন না, এই সুষুপ্তিকালে দ্বৈতদর্শনের অভাবে, অবিদ্যা প্রশমিত থাকে, এ জন্য আত্মা তৎকালে এক বা অদ্বিতীয়ভাবে উপনীত হয় এবং আত্মজ্যোতীরূপিণী জ্ঞানশক্তির অবিলোপ হেতু নিত্য দ্রষ্টৃভাবে বিরাজ করে। তখন আত্মা দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় বস্তুর অভাব হেতু অদ্বৈত, মরণধর্ম্মরাহিত্য হেতু অমৃত ও সর্ব্বপ্রকার ভয়-রহিত বলিয়া অভয়-স্বরূপ লাভ করে। এই আত্মাই ব্রহ্মলোক অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। এই সুষুপ্তিকালে সর্ব্বপ্রকার দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধিসম্বন্ধ হইতে উপরত হইয়া স্বীয় আত্মজ্যোতিঃ-স্বরূপে অবস্থিত থাকে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এই পর্য্যন্ত বলিয়া জনককে সম্রাট্ নামে সম্বোধন করত অনুশাসন বা উপদেশ করিয়াছিলেন, (এই অংশ শ্রুতির উক্তি)। এক্ষণে কি উপদেশ দিয়াছিলেন? তাহাই কথিত হইতেছে। ইহাই এই বিজ্ঞান আত্মার উৎকৃষ্ট গতি এবং এতদতিরিক্ত অবিদ্যাকৃত যে ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত দেহাদিধারণরূপ জীবের গতি, সে সমস্ত অতি ক্ষুদ্র; যেহেতু, তৎসমস্তই অবিদ্যাকল্পিত। কর্ম্ম ও বিদ্যা-সাধ্য দেবতাদি গতির মধ্যে ইহাই পরমা—উত্তমা

গতি, যাহা সর্ব্বাত্ম-ভাব, অর্থাৎ সর্ব্বত্র আত্মদর্শন, যেখানে অন্য কিছু দর্শন করে না, শ্রবণ করে না কিম্বা কিছু জানে না, ইহাই সর্ব্ববিধ বিভূতির মধ্যে পরমা বিভূতি, যেহেতু, তাহাই আত্মার স্বাভাবিকী অবস্থা। আর যাহা কিছু বিভূতি আছে, তৎসমস্তই কৃত্রিম, অতএব অসার। আবার ইহাই আত্মার পরম লোক, কেন না, যাহা কিছু দেবাদি লোক জীবের কর্ম্মের পরিণামরূপে উপস্থিত হয়, সে সমুদয়ই সুখদুঃখাদিপূর্ণ; সুতরাং ইহা অপেক্ষা অপকৃষ্ট। স্বভাব-সিদ্ধ বিধায় এই ব্রহ্ম-লোক কোন কর্ম্ম দ্বারাই পরিচ্ছিন্ন হয় না; কারণ, যাহা কৃত্রিম, তাহাই কর্ম্ম দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, কিন্তু ইহা স্বাভাবিক; ইহার পরিচ্ছেদ অর্থাৎ দেশকালাদি সীমা নাই। এই জন্য ইহাই জীবের পরম লোক। ইহাই জীবের পরম আনন্দ; এতদ্ভিন্ন শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ-জনিত যে সমস্ত আনন্দ, তদপেক্ষা এই আনন্দই পরম; যেহেতু, ইহা নিত্য। ছান্দোগ্য শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, "যো বৈ ভূমা, তৎ সুখম্।" অর্থাৎ যাহা ভূমা—পরম মহৎ, তাহাই পরম সুখময়। আর জীব যে অবস্থায় অন্য কিছু দর্শন করে, শ্রবণ করে বা জানে, সে সুখ ক্ষুদ্র অর্থাৎ নশ্বর ও অল্প—তাহা মুখ্য আনন্দ নহে। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং ইহা পরম আনন্দময়। এ জন্য কল্পনাময়ী অবিদ্যাবশে জীব যে বিষয়েন্দ্রিয়-সম্পর্ককালে আনন্দ-লেশ অনুভব করে, তাহা ব্রহ্মানন্দেরই অংশ, অতএব ব্রহ্মানন্দ সকল আনন্দের উপজীব্য অর্থাৎ অবিদ্যা ঐ পরমানন্দ হইতে যে সকল জীবকে আনন্দ-অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন সেই সকল জীব সেই অংশটুকুই নিজ ইন্দ্রিয়াদির বিষয়সম্পর্ক দ্বারা উপভোগ করিয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

স যো মনুষ্যাণাং রাদ্ধঃ সমৃদ্ধো ভবত্যন্যেষামধিপতিঃ সর্বৈর্ম্মানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ স মনুষ্যাণাং পরম আনন্দঃ। অথ যে শতং মনুষ্যাণামানন্দাঃ স একঃ পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দঃ। অথ যে শতং পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দাঃ স একো গন্ধর্ব্বলোক আনন্দঃ। অথ যে শতং গন্ধর্ব্বলোক আনন্দাঃ স একঃ কর্ম্মদেবানামানন্দো যে কর্ম্মণা দেবত্বমভিসম্পদ্যন্তে। অথ যে শতং কর্ম্মদেবানামানন্দাঃ স এক আজানদেবানামানন্দো

যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতঃ। অথ যে শতমাজানদেবানামানন্দাঃ স একঃ প্রজাপতিলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতোঽথ যে শতং প্রজাপতিলোক আনন্দাঃ স একো ব্রহ্মলোক আনন্দো, যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতোঽথৈষ এব পরম আনন্দ এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়িতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহীত্যত্র হ যাজ্ঞবল্ক্যো বিভয়াঞ্চকার মেধাবী রাজা সর্ব্বেভ্যো, মাঽন্তেভ্য উদরৌৎসীদিতি ॥ ৩৩ ॥

এক্ষণে যে পরমানন্দের অংশ ব্রহ্মা হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত জীবের উপজীব্য, সেই আনন্দাংশের মূলীভূত পরমানন্দের স্বরূপ অবগত করাইবার জন্য শ্রুতি বলিতেছেন, যেমন খণ্ড খণ্ড সৈন্ধব-লবণ দ্বারা লবণাচলের স্বরূপ অবগত হয়, ঐরূপ খণ্ড খণ্ড বিষয়ানন্দ দ্বারা মূলীভূত ব্রহ্মানন্দের অনুমান করিতে হইবে। সেই অনুমানের প্রকার এই—মনুষ্যগণের মধ্যে যে ব্যক্তি রাদ্ধ অর্থাৎ অবিকলাঙ্গ এবং ভোগবিলাসের বিবিধ উপকরণ-সম্পন্ন, অধিকন্তু অন্যান্য সজাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে স্বাধীন অধিপতি, কিন্তু মণ্ডলেশ্বর নহে, তবে যত প্রকার মনুষ্যের ভোগোপকরণ থাকিতে পারে, সেই সমস্ত ভোগসামগ্রী দ্বারা বিশেষরূপে পরিপূর্ণ। এখানে "মানুষ্যকভোগ" এই মানুষ্যক শব্দের উল্লেখ দ্বারা দৈবভোগের কথা পরিত্যক্ত হইয়াছে। দেখা যায়, সেই ব্যক্তিই মনুষ্যের মধ্যে পরম আনন্দ অর্থাৎ আনন্দশালী। যদিও এই বাক্যেতে আনন্দ ও আনন্দবান্ ব্যক্তির আনন্দের সঙ্গে অভিন্নরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, সেই উভয়ই এক—ভিন্ন নহে। পরমানন্দের এই মাত্রা (অংশ) সকলই বিষয় (গ্রাহ্য) ও বিষয়ী (গ্রাহক) আকারে জগতে বিস্তৃত। এ কথা যে অবস্থায় পৃথক্‌রূপে মনে হয় ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা কথিত হইয়াছে, অতএব "স পরম আনন্দঃ" বলিয়া আনন্দ ও আনন্দবানের অভেদ-নির্দ্দেশ অসঙ্গত হয় নাই। এ বিষয়ে 'যুধিষ্ঠিরাদি তুল্যো রাজা' ইত্যাদি বাক্যই উদাহরণ। এক্ষণে সর্ব্বাগ্রে মনুষ্যগণের আনন্দ আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর শতগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আনন্দসমূহের

বিচার দ্বারা পরমানন্দের অনুমান করিবার পর তাহার স্বরূপ অবগতির জন্য বলিতেছেন যে, যাহাতে আর কোন তারতম্য নাই, তাহাই পরমানন্দ; তদ্ব্যতীত আনন্দমাত্রই উত্তরোত্তর তারতম্যশালী। মনুষ্যগণের মধ্যে আনন্দ প্রত্যক্ষসিদ্ধ. তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর শতগুণক্রমে বর্দ্ধিত পরমানন্দের অনুমান করতঃ যে স্থানে আনন্দের বিভাগনিবৃত্তি হয়, তাহা অনুভব করাইতেছেন। সেই পরমানন্দ ক্রমশঃ শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া যেখানে চরম-সীমায় উপনীত হয়, সেখানে দর্শন, শ্রবণ ও মননের অভাবে গণনাও নিবৃত্ত হয়, তাহা নিরূপণ করিবার জন্য বলিতেছেন, সম্রাট্! মনুষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা শাস্ত্রবিহিত শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম দ্বারা পিতৃগণকে পরিতুষ্ট করত পরে পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন, সেই সকল পিতৃলোকজয়ী পিতৃগণের সম্বন্ধে মনুষ্যগণের আনন্দ অপেক্ষা শত গুণ পরিমাণে বর্দ্ধিত এক আনন্দ উপস্থিত হয়। আবার সেই শতগুণিত আনন্দ গন্ধর্ব্বলোকের এক আনন্দ বলিয়া গৃহীত হয়। যাঁহারা অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কর্ম্মপ্রভাবে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, সেই সকল কর্ম্মদেবের এক আনন্দ গন্ধর্ব্বের শত আনন্দের সমান। যাঁহারা 'আজান' অর্থাৎ সৃষ্টিকাল হইতেই দেবতা, সেই সকল আজান দেবতা বা অকৃত্রিম দেবতার কর্ম্মদেবের শতগুণিত আনন্দে এক আনন্দ উৎপন্ন হয়। আবার যিনি শ্রোত্রিয়—অধীতবেদ ও অবৃজিন অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মকারী, সুতরাং নিষ্পাপ এবং অকামহত অর্থাৎ কামনা দ্বারা পীড়িত নহে—নিস্পৃহ—আজান দেবের অধস্তন যত প্রকার লোক উক্ত হইয়াছে, তৎসমস্ত বিষয়ে লোভ বা অভিলাষশূন্য, এবম্ভূত সাধুর আনন্দ ও আজান দেবের শতগুণিত আনন্দ একরূপ। "যশ্চ" এই "চ" শব্দ নির্দ্দেশ হেতু অবগত হওয়া যায় যে, সেই সকল সাধুর শতগুণিত আনন্দ প্রজাপতিলোকে অর্থাৎ বিরাট্‌শরীরে এক আনন্দ বলিয়া গৃহীত হয়। ঐ আনন্দ বিরাট্ সম্বন্ধে বিশেষ বিজ্ঞানবান্ শ্রোত্রিয় (বেদজ্ঞ), নিষ্পাপ বিরাট্-উপাসক ভোগ করেন, সুতরাং তাহা পূর্ব্বোক্ত সাধু পুরুষের শতগুণ আনন্দের তুল্য। পুনশ্চ, ইহার শতগুণিত আনন্দ হিরণ্যগর্ভাত্মক ব্রহ্মলোকে এক আনন্দ বলিয়া গৃহীত হয়। সেই আনন্দ হিরণ্যগর্ভের উপাসক শ্রোত্রিয়, নিষ্পাপ, নিস্পৃহ ব্যক্তির আনন্দের সমান। ইতঃপরে গণিত সংখ্যানিবৃত্তি—সে আনন্দের কোনরূপ সংখ্যা বা গণনা নাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, সম্রাট্! ইহাই পরম আনন্দ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সমুদ্রের জলবিন্দুর ন্যায় ব্রহ্মলোকাদিগত আনন্দ ইহার মাত্রা অর্থাৎ কণামাত্র; এবং এই ভাবে শতগুণক্রমে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত আনন্দসমূহ যেখানে একত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ

এক হইয়া যায়, আর পৃথক্ থাকে না, যাহা শ্রোত্রিয়গণের মাত্র অনুভূতির বিষয়, তাহাই সম্প্রসাদরূপ পরম আনন্দ। এ অবস্থায় আসিলে যোগী আর কিছু দর্শন করে না, অন্য কিছু শ্রবণ করে না। অতএব ইহাই ভূমা,—মহান্; ভূমা বলিয়াই অমৃত অর্থাৎ অবিনশ্বর; ভূমা ভিন্ন সমস্ত আনন্দই বিনাশশীল।

পূর্ব্বোক্ত বিশেষণত্রয়ের মধ্যে শ্রোত্রিয়ত্ব ও অবৃজিনত্ব বিশেষণদ্বয় সমানার্থক, কিন্তু অকামহতত্বরূপ বিশেষ-ধর্ম্মটি শতগুণ আনন্দের বৃদ্ধি-হেতু। যেমন অগ্নি-হোত্রাদি কর্ম্ম সকল দেবত্বপ্রাপ্তি বিষয়ে সাধন, এইরূপ এই স্থানে উক্ত শ্রোত্রিয়ত্ব, অবৃজিনত্ব ও অকাম-হতত্বই পূর্ব্বোক্ত সেই সেই আনন্দ-বিশেষের প্রাপ্তি-বিষয়ে সাধনরূপে অভিহিত হইল। তন্মধ্যে শ্রোত্রিয়ত্ব ও অবৃজিনত্বনামক অবস্থাদ্বয় নিম্ন নিম্ন স্তরেও সমান, কাজেই উহার পরবর্ত্তি-আনন্দ বিষয়ে উহারা সাধন বা উপায় বলিয়া অভিহিত হয় না, কেবল নিস্পৃহতা ধর্ম্মই বৈরাগ্যের উৎকর্ষাপকর্ষ অনুসারে আনন্দ-তারতম্যের প্রতি সাধন বলিয়া নির্দ্ধারিত হইতেছে অর্থাৎ যে জাতীয় স্পৃহাত্যাগ, যে প্রকার বৈরাগ্য সম্পাদন করিবে, সেই পরিমাণে আনন্দ-লাভের কারণ হইবে, সর্ব্ববিষয়-বৈরাগ্যের কারণীভূত সর্ব্ববিষয়ে নিস্পৃহতাই মাত্র ভূমানন্দপ্রাপ্তির হেতু। ফলতঃ সেই পরমানন্দ একমাত্র সর্ব্ববিষয়ে তৃষ্ণাহীন অধীতবেদ ব্রহ্মবিদেরই ভোগ্য, ইহা জানা যায়। এ বিষয়ে বেদব্যাস বলিয়াছেন যে,—"যচ্চ কাম-সুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্। তৃষ্ণাক্ষয়-সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥" ইহার তাৎপর্য্য এই—যাহা কামোপভোগ-জনিত সুখ বলিয়া প্রসিদ্ধ, আর স্বর্গীয় মহৎ সুখ, এ উভয়ই বৈরাগ্য-সুখের ষোড়শ ভাগের এক ভাগেরও সমান নহে। এক্ষণে পুনশ্চ শ্রুতির ব্যাখ্যা হইতেছে।—যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে সম্রাট্! ইহাই সেই ব্রহ্মলোক। তখন সম্রাট্ বলিলেন, ভগবন্! আপনি এই প্রকারে আমাকে অনুশাসিত করিলেন, এ জন্য আমি আপনাকে সহস্র গো দান করিতেছি। অতঃপর মুক্তির কথাই বলুন। এ সব কথা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে মুক্তির উপদেশ করিতে বলিলে যাজ্ঞবল্ক্য ভীত হইয়াছিলেন, সে ভয়ের কারণ শ্রুতি স্বয়ং নির্দ্দেশ করিতেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য যে বলিবার সামর্থ্যাভাবে ভীত হইয়াছিলেন, কিংবা অজ্ঞান বশতঃ ভীত হইয়াছিলেন, তাহা নহে, তবে কি? না, যাজ্ঞবল্ক্য মনে করিয়াছিলেন, বিচক্ষণ রাজা প্রত্যেক প্রশ্ন-নির্ণয়ের অবসানের জন্য আমাকে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে—আমি বিমোক্ষার্থ যে যে প্রশ্নোত্তর নির্ণয় করিয়া বলিয়াছি, তৎসমস্তই (রাজা) মোক্ষ-প্রশ্নের

একদেশ বলিয়া গ্রহণ করত পুনঃপুনঃ আমাকে মোক্ষার্থ প্রশ্ন করিতেছেন, এবং আমার সমস্ত বিজ্ঞান (পূর্ব্বোক্ত) ভোগপ্রশ্নচ্ছলে গ্রহণ করিতে (জানিতে) ইচ্ছা করিয়াছেন অর্থাৎ কোন উত্তরই প্রকৃত মোক্ষ-প্রশ্নের উত্তর বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, কেবলই আমার বিজ্ঞানের সীমা দেখিতেছেন। ইহাই তাঁহার ভয়ের কারণ ॥ ৩৩ ॥

স বা এষ এতস্মিন্ স্বপ্নান্তে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাঽহদ্রবতি বুদ্ধান্তায়ৈব ॥ ৩৪ ॥

সম্প্রতি ভাষ্যকার পরশ্রুতির অবতারণার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত বিষয় বর্ণনা করিতেছেন—পূর্ব্বে স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব বিজ্ঞানময় আত্মা প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং স্বপ্ন ও জাগরণ অবস্থায় গমনাগমন-ক্রমে তাহার কার্য্য-করণ (দেহেন্দ্রিয়াদি) হইতে বিভিন্নতা ও মহামৎস্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা অসঙ্গত্বও প্রদর্শিত হইয়াছে। পুনশ্চ স্বপ্নেই "ঘ্নন্তীব" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা অবিদ্যাকার্য্য সকলও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে অবিদ্যার যাহা তত্ত্ব—অতদ্ধর্ম্মাধ্যারোপণ—(যাহাতে যাহা নাই, তাহাতে তাহার আরোপ) কর্ত্তৃত্ব এবং অনাত্ম-ধর্ম্ম (অবিদ্যা আত্মার ধর্ম্ম নহে) তাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সেইরূপ বিদ্যা-কার্য্য সর্ব্বাত্ম-ভাবও স্বপ্নাবস্থায় "সর্ব্বোঽহমস্মি" 'আমিই সমস্ত' এই সাক্ষাৎ অনুভূতি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সর্ব্বাত্মভাব যে আত্মার স্বরূপ, উহা সুষুপ্তিকালে অবিদ্যা, কামনা ও কর্ম্ম প্রভৃতি সর্ব্ববিধ সাংসারিক ধর্ম্ম-সম্পর্কাভাবের পরিচয়ে জ্ঞাত হয়। তাহার পর "স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা" ইত্যাদি. "ইহাই পরম আনন্দ, ইহা বিদ্যার বিষয়, ইহাই সেই পরম সম্প্রসাদ ও সুখের পরাকাষ্ঠা", ইত্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা তাহা ব্যাখ্যাতও হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে যে কিছু উক্ত হইয়াছে, তৎসমস্তই মোক্ষ ও বন্ধনের দৃষ্টান্তমধ্যে পরিগণনীয়। সেই বন্ধ এবং মোক্ষও হেতুসহকারে বিস্তারিতরূপে যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা অবিদ্যার কার্য্য, অপরাপর বিষয়সমূহ এই মোক্ষ ও বন্ধের দৃষ্টান্তমধ্যে পরিগণিত। সুতরাং তাহার উপমেয় স্বলাভিষিক্ত সেই কামপ্রশ্নের বিষয়ীভূত বন্ধ-মোক্ষ হেতুসহকারে অবশ্য প্রতিপাদ্য। তাহার মীমাংসাও আপনাকে করিতে হইবে ; এই অভিপ্রায়ে জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন, অতঃপর আপনি মুক্তির কথাই বলুন। তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, স্বয়ংজ্যোতির্ম্ময় এক আত্মাই নদীর উভয়কূল-সঞ্চারী মহামৎস্যের ন্যায় স্বপ্ন ও জাগরণ অবস্থায় সঞ্চরণ করে,

এ কথা বলিয়াছি। এই আত্মা যেরূপ মৃত্যুরূপী—দেহেন্দ্রিয়াদি ত্যাগ ও গ্রহণ করত মহামৎস্যের ন্যায় স্বপ্ন ও জাগরণসময়ে গমনাগমন করে, সেইরূপ জন্ম এবং মৃত্যুদশায়ও সেই সমস্ত মৃত্যুরূপের সহিতই সংযুক্ত ও বিযুক্ত হয়, ইহাই তাহার ক্রমিক ইহলোক ও পরলোকে সঞ্চরণ অর্থাৎ এই উভয় লোকে যে সঞ্চরণ হয়, স্বপ্ন ও জাগরণাবস্থার সঞ্চরণই তাহার দৃষ্টান্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে, অতএব এক্ষণে ঐ সঞ্চরণ এবং তাহার কারণ বিস্তৃতরূপে বর্ণনীয়, তন্নিমিত্ত এই শ্রুতির আরম্ভ। পূর্ব্বে (স বা এষ এতস্মিন্ ইত্যাদি বাক্যে) এই আত্মাকে জাগ্রৎ-স্বপ্নক্রমে সম্প্রসাদ অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থাতে আনীত করা হইয়াছে, অতএব সম্প্রসাদ অবস্থাটি মোক্ষের দৃষ্টান্তস্বরূপ। পুনশ্চ, মোক্ষস্থানীয় সম্প্রসাদ অবস্থা হইতে আত্মাকে চ্যুত করিয়া যে জাগ্রদ্দশায় আনীত করা যায়, তাহাই সংসারপদবাচ্য, সেই সাংসারিক ব্যবহার প্রদর্শন এখনও করা হয় নাই, তাহাই এক্ষণে কর্ত্তব্য। ইহাই পূর্ব্বশ্রুতির সহিত পরশ্রুতির সম্বন্ধ বা সঙ্গতি। জাগ্রৎ-স্বপ্ন-অবস্থা হইতে সুষুপ্তি অবস্থা ক্রমে সম্যক্ প্রসন্ন, ঐই আত্মা সেই সম্প্রসাদ-সুষুপ্তিতে অবস্থিতি করিয়া পুনশ্চ তাহা হইতে স্বল্পমাত্র প্রচ্যুত হইয়া স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং তাহাতে রমণ ও বিচরণ করিয়া পুনরপি পূর্ব্ববৎ জাগ্রৎ অবস্থার জন্যই প্রধাবিত হয় ॥ ৩৪ ॥

তদ্যথাঽনঃ সুসমাহিতমুৎসর্জ্জদ্যায়াদেবমেবায়ং শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনান্বারূঢ় উৎসর্জ্জন্ যাতি যত্রৈতদূর্দ্ধোচ্ছ্বাসী ভবতি ॥ ৩৫ ॥

এখন হইতে আত্মার সংসারদশা বর্ণিত হইতেছে। এই আত্মা যেমন স্বপ্নান্ত হইতে জাগ্রৎ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ইহলোকে দেহ ত্যাগ করত দেহান্তর গ্রহণ করিবে। এ বিষয়ে লৌকিক দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন কোন একখানি শকট উত্তমরূপে সজ্জিত হইয়া অর্থাৎ ভাণ্ড-উদূখলমুষলাদি বস্তু-নিচয় দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া শব্দ করত শকটচালকের প্রেরণায় গমন করে, তদ্রূপ এই স্থূলশরীরাভিমানী আত্মাও লিঙ্গশরীর ধারণপূর্ব্বক জাগ্রৎ-স্বপ্ন সদৃশ পাপ-সংসর্গ ও পাপ-বিয়োগ স্বরূপ জন্ম ও মরণ দ্বারা ইহলোক ও পরলোকে গমনাগমন করে এবং তাহার দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণবায়ু প্রভৃতি উৎক্রান্ত হয়। সেই জীব জ্ঞানময়, স্বপ্রকাশ-জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত অর্থাৎ প্রকাশিত হইয়া, কাতর শব্দ করিতে করিতে ইহলোকে ও পরলোকে গমনাগমন করে। এ কথা পূর্ব্বেও

উক্ত হইয়াছে যে, ঐ শারীর আত্মা স্বীয় আত্মজ্যোতিঃসাহায্যে স্থিতি করে ও গমন করে। প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত শকট হইতে এইমাত্র বিশেষ যে, চৈতন্যময় আত্মাই জ্যোতির্দ্বারা প্রকাশ্য প্রাণপ্রধান সূক্ষ্মশরীর স্থূলশরীর হইতে উৎক্রান্ত হইলে পর সেই লিঙ্গাভিমানী আত্মাও যেন গমনই করে বলিয়া প্রতীত হয়; বস্তুতঃ আত্মার গমন বা আগমন হয় না, সেই কারণ উপাধির গমনাগমনে তাহার গমনাগমন স্বীকার করিতে হয়। এই জন্য অন্য শ্রুতিও বলিয়াছেন, কে উৎক্রমণ করিলে আমি উৎক্রমণ করিব। ইতঃপূর্ব্বেও "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ইহা স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আত্মার গমনাগমন যে স্বতঃই নাই, ইহা যুক্তিযুক্ত। এই জন্যই বলিলেন যে, শকট-চালকের মত জ্ঞানময় আত্মা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত শরীর গমন করিলে যেন গমনই করা যায়। বাস্তবিক যদি শরীর ও প্রাজ্ঞ আত্মার ঐক্য স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে শ্রুতি কখনই শকটের দৃষ্টান্তে আত্মার শরীরত্যাগ-(দেহান্তরে গমন) কালে শব্দক্রিয়ার পরিচয় প্রদর্শন করিতেন না; অতএব শরীর ও আত্মা এক নহে। এই জন্যই বলিতে হইবে যে, লিঙ্গ বা সূক্ষ্মশরীর-রূপ উপাধিধারী আত্মা মরণসময়ে মর্ম্মগ্রন্থি সকল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইতে থাকিলে দুঃসহ দুঃখ-বেদনায় ব্যথিত হইয়া কাতর শব্দ করত দেহত্যাগ করে। নতুবা শরীরের স্থিতিকালে আত্মার গমনোক্তি কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। অতঃপর কোন্ সময়ে আত্মার এই আর্ত্তনাদ ও দেহত্যাগ হয়, তাহা কথিত হইতেছে। যে সময়ে ইহার এই ঊর্দ্ধশ্বাস হয়। যদিও এই সর্ব্বজন-পরিজ্ঞাত ঊর্দ্ধশ্বাসের অভিনয় করিয়া প্রদর্শনের আবশ্যকতা দেখি না, তথাপি সংসারে অধিকতর বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য উল্লিখিত হইল। তাৎপর্য্য এই—অহো! এই সংসার কি ভয়ানক ক্লেশকর! যেহেতু, প্রাণের উৎক্রমণকালে (মৃত্যুসময়ে) মর্ম্মস্থান সকল কর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইলে দুঃখযন্ত্রণায় অধীর হইয়া পুরুষের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের উপায় নির্ব্বাচন করিবারও স্মরণশক্তি থাকে না। * পরন্তু তখন চিত্ত পরাধীন থাকে, সুতরাং তাদৃশ কোনরূপ ধর্ম্মাদিহিতসাধনের চেষ্টায়ও সামর্থ্য থাকে না। অতএব হে জীবগণ! এই ভয়ানক মৃত্যুযন্ত্রণা যতক্ষণ

* ইহার তাৎপর্য্য—মনুষ্যের স্মৃতিশক্তি বা তৎকারণ সংস্কার যাতনাভোগানুসারে নষ্ট হইয়া থাকে। দেখ, এক ব্যক্তি যদি ক্রমান্বয়ে দুই বৎসর পীড়া-ক্লেশ ভোগ করে, তবে নিশ্চয়ই তাহার পূর্ব্বাভ্যস্ত সংস্কার সকল যথাসম্ভব লোপ পায়; ইহার কারণ আর কিছুই নহে—কেবল দুঃখ। এই জন্যই মরণকালে স্মৃতিলোপ হয় বলা হইয়াছে। কারণ, এ সংসারে যত যাতনা আছে, তন্মধ্যে মরণ-যাতনা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল।

না আসে, তাবৎকালমধ্যে পুরুষার্থসিদ্ধির উপায়ানুষ্ঠানে তৎপর হও, এইরূপে লোকোপকারিণী শ্রুতি করুণা করিয়া জীবগণকে সাবধান করিতেছেন ॥ ৩৫ ॥

স যত্রায়মণিমানং ন্যেতি জরয়া বোপতপতা বাণিমানং নিগচ্ছতি তদ্যথাম্রং বোডুম্বরং বা পিপ্পলং বা বন্ধনাৎ প্রমুচ্যত এবমেবায়ং পুরুষ এভ্যোঽঙ্গেভ্যঃ সংপ্রমুচ্য পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রবতি প্রাণায়ৈব ॥ ৩৬ ॥

এক্ষণে এই জীবের ঊর্দ্ধশ্বাস কোন্ কালে? কি কারণে? কি প্রকারে? এবং কোন্ বস্তুসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সম্পন্ন হয়, এই সমস্ত বিষয় বর্ণিত হইতেছে।—যে সময় এই জীবের হস্ত-মস্তক-পদাদিবিশিষ্ট পিণ্ড অর্থাৎ স্থূলদেহ জরা বশতঃ অণিমা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ স্বয়ং পরিপক্ক ফলের ন্যায় ক্রমে জীর্ণ হইয়া কৃশতা প্রাপ্ত হয়, কিংবা সন্তাপকর জ্বরাদি রোগ দ্বারা ক্ষীণতা লাভ করে, তখনই ঊর্দ্ধশ্বাস আরম্ভ হয়; কারণ, জ্বরাদি রোগ দ্বারা সন্তপ্যমান ব্যক্তি জঠরাগ্নির বৈষম্য বশতঃ ভুক্ত অন্ন-পানাদি জীর্ণ করিতে পারে না: তাহার ফলে অন্নরস আর দেহকে পরিপুষ্ট করিতে না পারায় ক্রমশঃ স্থূল-দেহ কৃশতা লাভ করিতে থাকে। এই কথাই মূলে "উপতপতা বেত্যণিমানং নিগচ্ছতি" বাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই দেহ যখন পূর্ব্বোক্ত জ্বরাদি কারণে অত্যন্ত কৃশতা লাভ করে, সে সময় ঊর্দ্ধোচ্ছ্বাসী হয়, এবং তৎকালে সাতিশয় ভারাক্রান্ত শকটের মত শব্দ করিতে করিতে পরলোকে গমন করে। সেই সকল বার্দ্ধক্যের প্রকোপ, জ্বরাদি রোগযন্ত্রণা এবং কৃশত্বপ্রাপ্তি, এই সকল অনর্থ শরীরধারী জীবের অবশ্যম্ভাবী। শরীরধারণ করিলে ইহাদিগের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার উপায় নাই। ইহা জানিলে লোকের দেহে বৈরাগ্য উদিত হইতে পারে, এই নিমিত্ত শ্রুতি এই সমস্ত দৈহিক দোষ দেখাইয়াছেন অর্থাৎ শ্রুতি বলিতেছেন, যদি এই সকল যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইতে চাও, তবে জীবের যাহাতে আর স্থূলশরীর ধারণ করিতে না হয়, তাহারই উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। তাহার ফলে শরীরে মমতা নষ্ট হইলে পরকীয় কষ্টের মত নিজ শরীরের ক্লেশও অনুভূত হয় না। জীব যে সময় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে গমন করে, তখন কি প্রকারে এই স্থূলশরীর পরিত্যাগ করে? এক্ষণে সে বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।—যেমন আম্রফল বা উডুম্বরফল, কিংবা

পিপুল ফল বৃন্ত হইতে বায়ু প্রভৃতি নানা কারণে চ্যুত হয়, এইরূপ জীবও শরীর-সম্পর্ক ত্যাগ করে। মরণের অনিয়ত নিমিত্ত সূচনা করাই এখানে বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখের উদ্দেশ্য। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সকলের মরণকাল এক নহে, এবং সকলের মরণের নিমিত্তও এক প্রকার নহে—অনন্ত। এ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনও কেবল জীবের দেহের উপর বৈরাগ্যোদয়ের জন্য। অহো! অনিয়ত অনন্ত কারণে জীব প্রতিনিয়তই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, ইহাই শ্রুতি বলিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত আম্রফল যেমন বায়ু প্রভৃতির তাড়নায় বন্ধন অর্থাৎ বন্ধনকারণ রস, কিম্বা বন্ধনের স্থান বৃন্ত (বোঁটা) হইতে চ্যুত হয়, এই প্রকারই সূক্ষ্ম-শরীরধারী জীব এই সকল চক্ষুঃ প্রভৃতি দেহাবয়ব হইতে সম্পূর্ণ নিঃশেষভাবে ('কিন্তু সুষুপ্তির ন্যায় প্রাণস্থিতি সহকারে নহে) প্রাণবায়ুর সঙ্গেই সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে উপসংহার করিয়া পুনর্ব্বার স্বপ্ন ও জাগরণে গমনের মত জ্ঞান ও নিজকর্ম্মবশে যেরূপ যোনিতে গমন সম্ভব, সেইরূপ যোনিতে প্রস্থান করে এবং তথা হইতে আগমন করে।

এখানে "পুনঃ"—শব্দ থাকায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জীব ইতঃপূর্ব্বেও স্বপ্ন-জাগরণাদি অবস্থার ন্যায় অনেকবার এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, জীব কিসের নিমিত্ত প্রতিযোনিতে গমন করে? উত্তর—প্রাণ অর্থাৎ প্রাণব্যূহের অভিব্যক্তির নিমিত্ত। জীব চলিয়া যাইবার কালে প্রাণের সহিতই গমন করে, সুতরাং "প্রাণায়ৈব" ইহার অর্থ কেবল প্রাণের নিমিত্তই ইহা নহে; কারণ, উহা ব্যর্থ বিশেষণ, এ জন্য ভাষ্যকার প্রাণ শব্দের অর্থ প্রাণসমূহের বিশেষভাবে অভিব্যক্তি করিয়াছেন। এই প্রাণ-ব্যূহ লাভের জন্যই এক দেহ হইতে অপর দেহে যাওয়া ঘটে, এবং সেই প্রাণব্যূহ দ্বারাই কর্ম্মফল-ভোগরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, কিন্তু কেবল প্রাণের অস্তিত্ব বশতঃ হয় না। অতএব উক্ত অভিপ্রায়ে "প্রাণব্যূহ" এই বিশেষণ প্রদান যুক্তিযুক্তই হইয়াছে॥ ৩৬॥

তদ্‌যথা রাজানমায়ান্তমুগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ সূতগ্রামণ্যোঽন্নৈঃ পানৈরাবসথৈঃ প্রতিকল্পন্তেঽয়মায়াত্যয়মাগচ্ছতীত্যেবꣳ হৈবং-বিদꣳ সর্ব্বাণি ভূতানি প্রতিকল্পন্ত ইদং ব্রহ্মায়াতীদমা-গচ্ছতীতি॥ ৩৭॥

উক্ত বিষয়ে আপত্তি এই যে, এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া গমনকালে জীবের দেহান্তরগ্রহণে কোন স্বাধীন ক্ষমতাই থাকিতে পারে না, যেহেতু, তখন তাহার

কার্য্য-নির্ব্বাহক দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সকল সম্পর্কই বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং যেমন রাজার ভৃত্যগণ রাজার নিমিত্ত গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া রাখে, তেমন এই পুরুষের ভৃত্যস্থানীয় এমন কেহই নাই যে, তাহার নিমিত্ত একটি বাসোপযোগী শরীর নির্ম্মাণ করিয়া আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিবে। এরূপ অবস্থায় জীবের অন্য শরীরধারণ হয় কি প্রকারে? উত্তর—তাহাও কথিত হইতেছে। জীব এই দৃশ্যমান সমস্ত জগৎকে নিজ নিজ কর্ম্ম-ফলোপভোগের সাধনরূপে গ্রহণ করে। এই জীব স্বীয় কর্ম্মফলভোগের জন্য এক দেহ ছাড়িয়া অন্য দেহ পাইতে চেষ্টা করে। অতএব আমরা বলি, জগৎই স্বয়ং জীবের স্বীয় কর্ম্মবশে তাহার উপযুক্ত ভোগের উপকরণ সজ্জিত করিয়া আগমনের অপেক্ষা করে। এ জন্য শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, "পুরুষ বর্ত্তমান দেহ ত্যাগ করিয়া কর্ম্মনির্ম্মিত লোকে গমন করে। এই কথাই পুনশ্চ দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্টীকৃত হইতেছে।—যেমন স্বপ্ন হইতে জাগরণ-স্থানে গমনেচ্ছু জীবের পক্ষে পূর্ব্বকৃত শরীরই আশ্রয়ণীয়, তেমন দেহত্যাগের পরও পূর্ব্বকর্ম্ম-কৃত দেহই আশ্রয়ণীয় হয়। ইহা আশ্রয়ণীয় হয় যেরূপে, তাহা লোকপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছেন যে,—যেমন রাজ্যাভিষিক্ত রাজা নিজ রাষ্ট্রে আসিতেছেন জানিলে উগ্র নামক জাতিবিশেষ, অথবা ক্রূরকর্ম্ম-নিরত ব্যক্তি সকল, প্রত্যেনস অর্থাৎ প্রত্যেক পাপ-কর্ম্মকারী—তস্করাদির দণ্ডাদি কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তি, সূত—(বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ) গ্রামের নেতৃগণ ইহারা পূর্ব্ব হইতেই বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য—অন্নাদি, নানাবিধ পানীয়—মদ্যাদির আয়োজন ও সজ্জিত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া "রাজা এই আসিলেন, এই আসিতেছেন" এই ভাবে প্রতীক্ষা করিতে থাকে, এবম্বিধ অর্থাৎ এইরূপ কর্ম্ম-ফলভোক্তা সংসারীর জন্য শরীর-নির্ম্মাতা পৃথিব্যাদি ভূত সকল এবং ইন্দ্রিয়ানুগ্রাহক আদিত্যাদি দেবতাগণ তাহার পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্ম কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কর্ম্মফলভোগের সাধন ভক্ষ্য, ভোজ্য, পেয়, গৃহ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া "এই আমাদিগের কর্ত্তা ও ভোক্তা ব্রহ্ম আসিতেছেন," এই ভাবে জীবের প্রতীক্ষায় অবস্থিতি করে॥ ৩৭॥

তদ্‌যথা রাজানং প্রয়িযাসন্তমুগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ সূতগ্রামণ্যোঽভিসমায়ন্ত্যেবমেবেমমাত্মানমন্তকালে সর্ব্বে প্রাণা অভিসমায়ন্তি যত্রৈতদূর্দ্ধোচ্ছ্বাসী ভবতি॥ ৩৮॥

॥ ইতি তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্॥

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, সেই জীব যখন শরীর ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে, তখন কে কে তাহার সঙ্গে গমন করে? এবং যাহারা গমন করে, তাহারা কি জীবের কর্ম্ম-প্রেরিত হইয়া যায়? অথবা জীবের কর্ম্মবশতঃ পারলৌকিক শরীরের উৎপাদক পঞ্চভূতের ন্যায় নিজেই গমন করে? এই প্রশ্ন নির্ণয়ের নিমিত্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।—যেমন সমারোহসহকারে যাত্রাকরণেনেচ্ছু রাজার অভিমুখে পূর্ব্বোক্ত উগ্র গ্রামণী, প্রত্যেনস প্রভৃতি রাজার আজ্ঞাবাহিবর্গ বিনা আজ্ঞায় কেবল তাঁহার আগমন জানিবামাত্রই একত্রীভূত হইয়া প্রয়াণ করে, এইরূপ মরণসময়ে যখন উর্দ্ধশ্বাস হইতে থাকে, তখন বাক্ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ই ভোক্তা ও কর্ত্তা আত্মার অভিমুখে স্বয়ংই উপস্থিত হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই—জীব প্রারব্ধভোগের অবসানে দেহপিণ্ড ত্যাগ করে, অনন্তর তদনুগত ইন্দ্রিয়গণও উৎক্রান্ত হয়, এবং প্রাপ্তব্য দেহেও আবার সেই সকল ইন্দ্রিয়াদিতেই উপস্থিত হয়, তজ্জন্য আর জীবের কোন প্রকার প্রয়াস পাইতে হয় না॥ ৩৮॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণ সমাপ্ত।

চতুর্থ-ব্রাহ্মণম্.

স যত্রায়মাত্মাঽবল্যং ন্যেত্য সম্মোহমিব ন্যেত্যথৈনমেতে প্রাণা অভিসমায়ন্তি স এতাস্তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানো হৃদয়মেবান্ববক্রামতি স যত্রৈষ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ পরাঙ্ পর্য্যাবর্ত্ততেঽথারূপজ্ঞো ভবতি ॥ ১ ॥

অব্যবহিত পূর্ব্ব-ব্রাহ্মণ হইতে জীবের সংসারদশার বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, এই জীব সমস্ত অঙ্গ হইতে সম্যক্‌রূপে বিমুক্ত হইয়া গমন করে। সেই যে অঙ্গ হইতে বিয়োগ, তাহা কোন্ কালে? কি প্রকারে হয়? তাহা বলা হয় নাই, এই জন্য এখন বিস্তৃতরূপে জীবের সংসারগতি বর্ণনা আবশ্যক, এই জন্য এই ব্রাহ্মণ আরব্ধ হইতেছে।—সেই পূর্ব্ব-প্রস্তাবিত আত্মা যে সময় অবল্য অর্থাৎ দুর্ব্বলতাকেই অনুভব করে, এবং তজ্জন্য যেন সম্মোহ অর্থাৎ সম্যক্ মূঢ়তা বিবেচনাশক্তির বিলোপ লাভ করে; এ স্থলে দেহগত দুর্ব্বলতাকেই আত্মার দুর্ব্বলতা কল্পনা করা হইয়াছে, কারণ, অমূর্ত্ত আত্মার পক্ষে স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা খুবই অসম্ভব। আর বাস্তবিক পক্ষে এই নিত্য চৈতন্যময় জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মার স্বভাবতঃ কি সম্মোহ কি অসম্মোহ কিছুই থাকিতে পারে না, এই জন্য—অর্থাৎ আত্মসম্মোহের এই অবাস্তবত্ব জ্ঞাপনের নিমিত্তই শ্রুতি "ইব" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কেবল শাস্ত্রানভিজ্ঞ প্রাকৃত লোকই মরণকালে ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়গ্রহণে অসামর্থ্য দেখিয়া আত্মারই ব্যাকুলতা মনে করে, এবং বলিয়াও থাকে যে, "ওহে, এ ব্যক্তি মোহ প্রাপ্ত হইয়াছে যেন আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।" তাহা বাস্তব নহে। কিম্বা উক্ত শ্রুতির অন্য তাৎপর্য্য—অবল্য, সম্মোহ, এই উভয় স্থলেই "ইব" শব্দের যোগ করিতে হইবে; তবেই এ পক্ষের অর্থ—দুর্ব্বলতাই যেন প্রাপ্ত হয়, এবং সম্মোহই যেন প্রাপ্ত হয়। যেহেতু, অবল্য ও সম্মোহ, উভয় ধর্ম্মই আত্মার নিজস্ব নহে—

অন্য উপাধি সম্পর্কে প্রাপ্ত এবং উভয় ক্রিয়ার একই কর্ত্তা নির্দ্দিষ্ট ; সুতরাং উভয় স্থলেই ইব শব্দের যোগ অসঙ্গত হয় নাই। অতঃপর এই বাগাদি ইন্দ্রিয়নিচয় এই প্রয়াণোন্মুখ আত্মার অভিমুখে সমাগত হয়। তখনই এই শরীরাভিমানী জীবাত্মার সমস্ত অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্নভাব হইতে থাকে। কি প্রকারে অঙ্গ-প্রমোচন দেহ হইতে বিচ্ছেদ হয় এবং কি প্রকারেই বা তাহারা আত্মাভিমুখে প্রয়াণ করে, এখন তাহাই কথিত হইতেছে।—সেই আত্মা এই সকল তেজের অংশ অর্থাৎ রূপাদির প্রকাশক তৈজস চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে সম্যক্ প্রকারে—শরীরের সহিত চির-নিঃসম্পর্কভাবে বা নির্লিপ্তভাবে আদান করত হৃদয়াভিমুখে ধাবিত হয়। এখানে স্বপ্নাবস্থার সহিত পার্থক্য দেখাইবার জন্য শ্রুতি 'সমভ্যাদদানঃ' শব্দে "সম্" বিশেষণটি প্রয়োগ করিয়াছেন, কেন না, যদিও স্বপ্নে ইন্দ্রিয়গণের বিষয় হইতে উপসংহার আছে, কিন্তু নির্লিপ্তভাবে নহে অর্থাৎ পুনশ্চ তাহাদের স্বপ্নাবসানে উহার সম্পর্ক থাকায় নির্লিপ্তভাবের বাধা ঘটে। এ বিষয়ে বক্ষ্যমাণ "সেই সময়ে, বাক্ ও চক্ষুঃ প্রভৃতি গৃহীত হয়," এবং সর্ব্বসংস্কারাধার এই লোকের অংশ সমুদয় আদান করত ইত্যাদি শ্রুতিই প্রমাণ। পূর্ব্বোক্ত পুণ্ডরীক সদৃশ হৃদয়েই গমন করে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বুদ্ধ্যাদিকৃত আত্মার বিক্ষেপ-নিবৃত্তি হইলে পর হৃদয়ে একমাত্র বিজ্ঞান অভিব্যক্ত হয়, নচেৎ স্বভাবতঃ তাহার চলন, বিক্ষেপ ও উপসংহারাদি কোন বিকারই নাই। ইহা "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" ইত্যাদি স্থলে উক্ত হইয়াছে। কেবল বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি দ্বারাই সমস্ত বিকার উৎপন্ন হইয়া আত্মায় আরোপিত হয় মাত্র। সে যাহা হউক, কোন্ সময়ে সেই আত্মা তেজের মাত্রা (অংশ) আদান করে? অতঃপর তাহা কথিত হইতেছে, যখন (শুক্রের) চাক্ষুষ সূর্য্যাংশ জীবের কর্ম্ম-প্রেরিত হইয়া তাহার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত চক্ষুর অনুগ্রহ—দর্শনকার্য্য সম্পাদন করিয়া (মরণ-কালে) চক্ষুর অনুগ্রহ হইতে নিবৃত্ত হয় ও পরে সেই স্বীয় রূপ—আদিত্যকে পুনশ্চ প্রাপ্ত হয়। ইহা শ্রুত্যন্তরে উক্ত আছে যে, (মরণ) সময়ে পুরুষের বাক্ ইন্দ্রিয় অগ্নিকে, প্রাণসমূহ বায়ুকে এবং চক্ষুরিন্দ্রিয় আদিত্যকে প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি। আবার পুনর্ব্বার দেহগ্রহণকালে সেই সেই চক্ষুর্গোলোকের আশ্রয় গ্রহণ করে অর্থাৎ যেমন স্বপ্ন এবং জাগরণ-স্থলে ইন্দ্রিয়বৃত্তির লয় ও প্রবোধ হইয়া থাকে, এইরূপ একবার দেহসম্পর্ক ত্যাগ ও পরে গ্রহণ করে, তখনই আত্মা তেজের অংশ উপসংহার করে জানিবে।

এই কথা শ্রুতিই বলিতেছেন—চক্ষুস্থিত পুরুষ যে কালে সকল রূপদর্শন হইতে পরাঙ্মুখ হয়, সেই কালে আত্মাও অরূপজ্ঞ হয়, অর্থাৎ তখন তাহার রূপজ্ঞান থাকে না, এবং স্বপ্নাবস্থার মত সেই সময়েও আত্মা চক্ষুঃপ্রভৃতি তেজের মাত্রা—অংশ সকল সম্যক্ প্রকারে গ্রহণ করে ॥ ১ ॥

একীভবতি ন পশ্যতীত্যাহুরেকীভবতি ন জিঘ্রতী-ত্যাহুরেকীভবতি ন রসয়ত ইত্যাহুরেকীভবতি ন বদতীত্যাহু-রেকীভবতি ন শৃণোতীত্যাহুরেকীভবতি ন মনুত ইত্যাহুরেকী-ভবতি ন স্পৃশতীত্যাহুরেকীভবতি ন বিজানাতীত্যাহুস্তস্য হৈতস্য হৃদয়স্যাগ্রং প্রদ্যোততে তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি ।

চক্ষুষ্টো বা মূর্দ্ধ্নো বাহন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যস্তমুৎ-ক্রামন্তং প্রাণোহনূৎক্রামতি প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি সবিজ্ঞানো ভবতি সবিজ্ঞানমেবান্ববক্রামতি তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চ ॥ ২ ॥

যখন চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ স্বীয় (সূক্ষ্ম অংশ) লিঙ্গশরীরের সহিত একাকার ধারণ করে, তখন সমীপবর্ত্তী লোকসকল বলিয়া থাকে যে, এই ব্যক্তি দেখিতে পাইতেছে না। এইরূপ ঘ্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বকার্য্য গন্ধগ্রহণ হইতে নিবৃত্ত হইলে—ঘ্রাণেন্দ্রিয় নিজ (সূক্ষ্ম অংশ) লিঙ্গশরীরের সহিত মিলিয়া যাইলে তখনও লোক বলিয়া থাকে যে, "এই ব্যক্তি ঘ্রাণ করিতেছে না।" আর রসনাধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র অথবা বরুণ নিজ কার্য্য রসগ্রহণ হইতে নিবৃত্ত হইলে লোকে বলিয়া থাকে যে, "লোকটি রস গ্রহণ করিতেছে না।" এই প্রকারে বাক্, কর্ণ, মন, ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য্য হইতে বিরত হইলে লোকে বলিয়া থাকে, এই ব্যক্তি আর বলিতেছে না, শ্রবণ করিতেছে না, মনন করিতেছে না, স্পর্শ করিতেছে না, এবং বিশেষ বিজ্ঞান করিতেছে না, ইত্যাদি। অর্থাৎ ঐ সমস্ত ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়া লোপ দেখিয়া মনে হয়, সেই সকল ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতার লিঙ্গশরীরে বিলয় ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-নিচয়ের হৃদয়ে একীভাব হইয়াছে। সেই সমস্ত ইন্দ্রিয় হৃদয়ে উপসংহৃত হইলে শরীরমধ্যে যে

ব্যাপার হয়, অতঃপর তাহা কথিত হইতেছে।—সেই সময়ে পূর্ব্বোক্ত হৃদয়ের অর্থাৎ হৃদয়চ্ছিদ্রের বা আকাশের অগ্র—নাড়ীমুখ বা নির্গমনদ্বার স্বপ্নকালের মত তেজোংশগ্রহণহেতু নিজ আত্ম-জ্যোতির্দ্বারা প্রদ্যোতিত হয়, এবং সেই প্রদ্যোতমান হৃদয়াগ্র দ্বারা লিঙ্গশরীরধারী এই বিজ্ঞানময় আত্মা নির্গত হয়। এ কথা আথর্ব্বণোপনিষদেও কথিত আছে, যথা—"কস্মিন্ ন্বহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামি।" ইহার তাৎপর্য্য—কে প্রতিষ্ঠিত (দেহে অবস্থিত) থাকিলে—আমি প্রতিষ্ঠিত থাকিব ? এবং কে উৎক্রান্ত (বহির্গত) হইলে আমিও উৎক্রান্ত হইব ? ইহা প্রাণের উক্তি। এই অনির্দ্দিষ্ট বিষয়কে নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত তিনি "প্রাণ" সৃষ্টি করিলেন, ইত্যাদি। সেই হৃদয়মধ্যেই আত্ম-চৈতন্যজ্যোতিঃ সর্ব্বদাই বিশেষভাবে অভিব্যক্ত থাকে, এবং ঐ হৃদয়প্রধান লিঙ্গশরীররূপ উপাধি সাহায্যেই জন্ম, মরণ, গমন ও আগমনাদি সমস্ত বিকার বা সাংসারিক ব্যবহার আত্মাতে আরোপিত হয়। বুদ্ধ্যাদি দ্বাদশপ্রকার ইন্দ্রিয়ও * সেই লিঙ্গদেহাত্মক; তাহাই জগতের সূত্র ও রক্ষক বলিয়া জগতের জীবন, স্থাবর জঙ্গম সকলেরই তাহাই অন্তরাত্মা। সেই দ্যোতমান হৃদয়াগ্র প্রকাশের সাহায্যে আত্মা নির্গত হয়। নিষ্ক্রমণকালে কোন্ পথে নিষ্ক্রমণ করে ? এক্ষণে তাহাই কথিত হইতেছে।—যদি আদিত্য-লোকপ্রাপ্তির অনুকূল জ্ঞান বা কর্ম্ম সঞ্চিত থাকে, তবে চক্ষুর্দ্বারা নির্গত হয়। যদি ব্রহ্ম-লোকপ্রাপ্তির উপযুক্ত জ্ঞান বা কর্ম্ম কাহারও সঞ্চিত থাকে, তবে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া সে নিষ্ক্রান্ত হয়, এইরূপ জীবের কর্ম্ম ও জ্ঞানসঞ্চয়ানুসারে অন্যান্য শরীরাবয়ব দ্বারাও নিষ্ক্রমণ হইতে পারে। সেই বিজ্ঞানময় আত্মা যে সময় পরলোকে প্রস্থানের নিমিত্ত উৎক্রমণ করিতে প্রস্তুত হয়, অর্থাৎ পরলোকে যাইবার জন্য যখন কৃত কর্ম্মানুসারে অভিলাষ উদিত হয়, সে সময় রাজার সর্ব্বাধিকারী মন্ত্রীর ন্যায় আত্মার সর্ব্বাধিকারী প্রাণও আত্মার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উৎক্রমণ করে, এবং সেই প্রাণকে উৎক্রান্ত দেখিয়া বাগাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উৎক্রান্ত হয়। এখানে পশ্চাৎ (অনু) শব্দটি উৎক্রমণকারীদিগের প্রধান ব্যক্তির অনুসারে অনুগমনের কথনাভিপ্রায়েই প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু দলবদ্ধ মনুষ্যাদির ন্যায় এখানে ক্রমিক গমন শ্রুতির অভিপ্রেত নহে। কারণ, দেশ, কাল এবং ক্রিয়াকৃত কোন বিশেষ না

* দ্বাদশ প্রকার করণ এই—বুদ্ধি, মন, চক্ষুঃ, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্ (এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়) ও বাক্, হস্ত, পদ, মূত্রদ্বার ও মলদ্বার (এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়।)

থাকায় প্রাণাদির গমনে পৌর্ব্বাপর্য্য-শঙ্কা হইতে পারে না। স্বপ্নাবস্থার মত সেই সময়েও এই আত্মা স্বকৃত কর্ম্মানুসারে বিশেষ জ্ঞান (সংস্কাররূপ) প্রাপ্ত হয় সত্য, কিন্তু তখন তাহার স্বাধীনতা কিছুই থাকে না। তখন বিশেষ বিজ্ঞানে জীবের স্বাধীনতা থাকিলে সমস্ত জীবই কৃতার্থ হইতে পারিত, কিন্তু সেই ভয়ানক মৃত্যুসময়ে আর নিজের প্রভুতা থাকে না। অতএব ব্যাসদেবও বলিয়াছেন যে, "সদা তদ্ভাব-ভাবিতঃ।" সর্ব্বদা সেই সেই ভাবনায় ভাবিত থাকিয়া ইত্যাদি। ইহার তাৎপর্য্য—জীব যাবজ্জীবন যে সমস্ত কর্ম্ম করে, তন্মধ্যে যে যে কর্ম্মে সাতিশয় যত্ন, আসক্তি ও প্রগাঢ় অনুরাগ স্থাপন করে, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে ঘোরতর মৃত্যুযাতনায় অন্যান্য সমস্ত সংস্কার লুপ্ত হইলে পর কেবল দৃঢ়তর আসক্তিবশে অনুষ্ঠিত সেই কর্ম্ম সকলের সংস্কার তাহার হৃদয়পটে প্রতিফলিত বা উদ্‌বুদ্ধ হয়। কৃত কর্ম্মের সংস্কার তৎকালে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া যে অন্তঃকরণের বৃত্তি-বিশেষ আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহার দ্বারাই সমস্ত লোক সে সময় সবিজ্ঞান বা জ্ঞানবান্ হয়। আর জীব সেই সবিজ্ঞানভাবেই গন্তব্য স্থানে গমন করে। অভিপ্রায় এই—মৃত্যুকালে বিশেষ বিশেষ বাসনাময় বিজ্ঞান অভিব্যক্ত হইয়া তাহার সম্মুখে যে স্থান দেখাইয়া দেয়, সে সেই স্থানেই গমন করে। এই জন্যই সেই ভয়ঙ্কর প্রয়াণ-সময়ে স্বাধীনতালাভের নিমিত্ত পরলোক-ভীরু ব্যক্তিগণের পক্ষে পূর্ব্ব হইতেই চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধরূপ যোগধর্ম্মের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন, আত্মানাত্মবিবেকের অভ্যাস ও যে কোন প্রকারে বিশেষরূপে পুণ্য-সঞ্চয়ার্থ যত্ন হওয়া উচিত এবং সর্ব্বশাস্ত্রও যত্ন-সহকারে ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন যে, জীব দুষ্কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হউক। কারণ, যখন সে সময়ে কোন সদনুষ্ঠান সম্পাদন করা একেবারেই অসম্ভব, তখন পূর্ব্ব-সঞ্চিত কর্ম্ম দ্বারা জীব চালিত হয়, তাহার আর কোন প্রকার স্বাতন্ত্র্য থাকে না অর্থাৎ জীব ইচ্ছা করিয়া সদ্গতি লাভ করিতে পারে না বা দুর্গতিতে পতিত হয় না, কর্ম্মই তাহাকে যথাযথ অবস্থায় পাতিত করে। শ্রুতি বলিয়াছেন—পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা পুণ্যলোক এবং পাপকর্ম্ম দ্বারা পাপলোক (নরকাদি) হয়। এই সকল অনর্থের হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় দেখাইবার জন্যই সমস্ত উপনিষৎ-শাখা বদ্ধপরিকর। সেই উপনিষৎ-বিহিত উপায়ের অনুষ্ঠান ব্যতীত এ সমস্ত অনর্থের অত্যন্ত উপশম বা নিবৃত্তির পক্ষে আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

অতএব মুক্তিকামী ব্যক্তিমাত্রই এই উপনিষৎ-নির্দ্দিষ্ট উপায়ানুষ্ঠানে সর্ব্বথা যত্নপর হইবে, ইহাই এই প্রকরণের বক্তব্য। ইতঃপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে

মুমূর্ষু জীব বিবিধ ভারাক্রান্ত শকটের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে গমন করে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, যাত্রী শকটচালকের যেমন পথে বিশ্রামস্থান বা শকটারূঢ় দ্রব্যসম্ভার আছে, সেইরূপ পরলোকে গমনার্থ প্রস্থিত এই জীবের পক্ষে পথে ভক্ষণীয় বস্তু কি এবং পরলোকে যাইয়া কি ভক্ষণ করিবে? আর কাহার দ্বারা তাহার লৌকিক দেহ নির্ম্মিত হইবে? ইহার উত্তর,—আত্মা পরলোকে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে পূর্ব্বকৃত বিহিত ও নিষিদ্ধ কিম্বা অবিহিত ও অনিষিদ্ধ যে কোন সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা (জ্ঞান) তাহার অনুসরণ করে। শুধু তাহাই নহে, এইরূপ—বিহিত, প্রতিনিদ্ধ এবং অবিহিত ও অপ্রতিষিদ্ধ সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম, এবং পূর্ব্বপ্রজ্ঞা অর্থাৎ পূর্ব্বানুভূত-বস্তু-বিষয়ক সংস্কার ইহারাই আত্মার অনুসরণ করে। তাৎপর্য্য এই—ইহারাই পরলোকগত আত্মার ভোগ্য বা অবশ্যপ্রাপ্য হয়। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত বিহিত-নিষিদ্ধাদি বিদ্যা কি, তাহাই কথিত হইতেছে। যথা—দেহ আত্মা প্রভৃতি অধ্যাত্মবিষয়ক বিদ্যা বিহিত বিদ্যা নামে খ্যাত, এইরূপ নগ্ন-স্ত্রী-দর্শনাদি বিদ্যা প্রতিষিদ্ধা, ঘটপটাদি লৌকিক বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান বা বিদ্যা অবিহিতা অর্থাৎ ইহার জন্য আর বিধি নাই। পথি-পতিত তৃণাদি-বিষয়ক বিদ্যা (জ্ঞান) অপ্রতিষিদ্ধা। বিহিত অবিহিতাদি কর্ম্ম; যথা—যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম বিহিত, ব্রহ্মহত্যাদি কর্ম্ম প্রতিষিদ্ধ, অঋতুকালে স্ত্রী-সংসর্গ প্রভৃতি কর্ম্ম অবিহিত, নেত্র-লোমের বিক্ষেপাদি কর্ম্ম অপ্রতিষিদ্ধ। পূর্ব্বপ্রজ্ঞা বলিতে প্রাক্তন কর্ম্মের ফলভোগ হইতে মনোমধ্যে যে বাসনা বা সংস্কার জন্মে, তাহা বুঝায়। উহা অদৃষ্টজনিত জীবের কর্ম্মের বা ফলভোগে আরম্ভ বিষয়ে সহায় হয়, অতএব বাসনাও যে জীবের অনুসরণ করে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ এই বাসনা ব্যতীত কেহও কখন কোথাও কোনরূপ কর্ম্ম বা কর্ম্মফল ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। দেখা যায়, যে বিষয়টি লোকের অভ্যস্ত নহে, সে বিষয়ে কখনই ইন্দ্রিয়ের কৌশল আসে না। কিন্তু পূর্ব্বানুভব-জনিত সংস্কারের বশে ইন্দ্রিয়গণের ঐহিক অভ্যাস ব্যতিরেকেও কর্ম্মসম্পাদনে যথেষ্ট কৌশল বা পটুতা হইয়া থাকে। দেখাও যায় যে, কোন কোন ব্যক্তির কোন কোন কারুকার্য্য বা চিত্রাদি কর্ম্মে ঐহিক অভ্যাস ব্যতীতও আজন্মসিদ্ধ অভিরুচি ও নিপুণতা আসে। আবার কাহারও অতি সহজ-সাধ্য কর্ম্মে অকৌশল লক্ষিত হয়। কর্ম্মের মত বিষয়োপভোগেও ঐরূপ স্বভাবতঃ কাহারও পটুতা অর্থাৎ অভিরুচি ও অন্যের অপটুতা বা অনাসক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন দেখ—কোন এক ব্যক্তি যে বিষয়ভোগে অতিশয় আগ্রহান্বিত, অপর ব্যক্তি আবার সেই বিষয়েই

বিরক্ত, সুতরাং এই সমস্তই জন্মান্তরীণ সংস্কারের উদ্ভব ও অনুভবের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বপ্রজ্ঞা বা সংস্কার ব্যতীত কোন কর্ম্ম বা কোন কর্ম্মফলভোগ —কিছুতেই পুরুষের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অতএব পূর্ব্বোক্ত —বিদ্যা, কর্ম্ম ও পূর্ব্বপ্রজ্ঞা এই তিনটি শকট-স্থিত সম্ভারস্থানীয় পরলোকগমনের পথে ভক্ষ্য। যেহেতু, পারলৌকিক দেহান্তরপ্রাপ্তি এবং পারলৌকিক ফলোপভোগের পক্ষে বিদ্যা, কর্ম্ম ও পূর্ব্বপ্রজ্ঞাই একমাত্র সহায়, অতএব প্রত্যেক মনুষ্যেরই একাগ্র-চিত্তে শুভ বিদ্যা ও সৎকর্ম্ম প্রভৃতিরই অনুষ্ঠান করা উচিত। কারণ, তাহা হইলেই তাহার ইচ্ছানুরূপ উত্তমদেহ-লাভ ও উৎকৃষ্ট উপভোগ্যের উপভোগ হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, মৃত্যুকালে জীবের পারলৌকিক সদ্গতি ও উত্তম ভোগলাভের একমাত্র অবলম্বন স্বাধীনতালাভ। সেই স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে পূর্ব্ব হইতে সৎকর্ম্ম-জনিত উত্তম সংস্কারের ও উৎকৃষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজন, ইহাই এই প্রকরণের উপদেশ ॥ ২ ॥

তদযথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বাঽন্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মান-মুপসংহরত্যেবমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাঽবিদ্যাং গময়িত্বা-ঽন্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরতি ॥ ৩ ॥

অতঃপর জিজ্ঞাস্য হইতেছে, এই প্রকারে বিদ্যাকর্ম্মাদি-সম্ভার (পুঁটুলি) লইয়া যখন জীব পরলোকে প্রস্থান করে, তখন কি বৃক্ষারূঢ় পক্ষীর বৃক্ষান্তর আশ্রয়ের মত পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তরপ্রাপ্তি হয়? অথবা আতি-বাহিক * নামক অন্য একটি দেহ ধারণ করিয়া তাহার সাহায্যে জীব যে দেশে ও যোনিতে কর্ম্মফল ভোগ করিবে, ঠিক সেই দেশে ও যোনিতে নীত হয়? কিংবা জীব ইহলোকে থাকিয়াই সর্ব্বগত ইন্দ্রিয়াদি করণবর্গের বৃত্তি ভোগ করে? অথবা আত্মা শরীরে থাকিবার সময়ে তাহার সঙ্কুচিত ইন্দ্রিয়সকল মৃত্যুর পর ঘট ভগ্ন হইলে তন্মধ্যস্থ প্রদীপ-প্রকাশের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বিস্তৃতি লাভ করে ও পুনশ্চ দেহান্তরলাভ হইলে তন্মধ্যে সঙ্কুচিত হয়? অপিচ, বৈশেষিক সিদ্ধান্তানুসারে কেবলই একমাত্র মন দেহান্তরপ্রাপ্তির স্থানে গমন করে? অথবা বেদান্তশাস্ত্রে

---

* আতিবাহিক দেহ—অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিপরিমিত। মৃত্যুকালে এই দেহ মুমূর্ষুর সাক্ষাৎ উপস্থিত হইয়া অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট জীবকে বহন করিয়া ইহলোক অতিক্রম করতঃ পরলোকে নীত করে। এ জন্য ইহার নাম আতিবাহিক।

এতদতিরিক্ত কোন প্রকার কল্পনা আছে? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরার্থ বলা হইতেছে।—"এতে সর্ব্ব এব সমাঃ সর্ব্বেঽনন্তাঃ," অর্থাৎ সেই এই করণবর্গ—সমস্তই পরস্পর সমান এবং সমস্তই অনন্ত, (অপরিচ্ছিন্ন)। এই শ্রুতি অনুসারে জানা যাইতেছে যে, সমস্ত করণই সর্ব্বময়, বিশেষতঃ সর্ব্বাত্মক প্রাণবায়ুর আশ্রয়ে থাকিয়া ইন্দ্রিয়সকল যে সর্ব্বাত্মক হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। তবে যে আধ্যাত্মিক (লিঙ্গদেহ) ও আধিভৌতিক (স্থূলদেহ) দেহমধ্যে উহারা সঙ্কুচিত হয়, তাহা প্রাণিগণের কর্ম্ম, জ্ঞান এবং সংস্কার। অতএব স্বভাবতঃ সর্ব্বগত প্রাণ (ইন্দ্রিয়বর্গ) অনন্ত হইলেও কেবল প্রাণিগণের কর্ম্ম, জ্ঞান ও বাসনার বশেই দেহান্তর গৃহীত হইলে তন্মধ্যে সঙ্কুচিত ও বিকাশিত হয়। এ জন্য পূর্ব্বে উক্তও আছে যে, এই প্রাণ প্লুষি (ক্ষুদ্র প্রাণিবিশেষ), মশক ও নাগের (হস্তী) সমান। অধিক কি, এই ত্রিলোকেরই সমান, দৃশ্যমান যে কোন বস্তুরই সমান। প্রাণের ব্যাপকত্ব পক্ষে নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্যও অনুকূল প্রমাণ, যথা—"স যো হৈতাননন্তানুপাস্তে।" অর্থাৎ—যে ব্যক্তি এই অনন্ত (ব্যাপক) প্রাণ সকলের উপাসনা করে—এবং "তং যথা যথোপাসতে" প্রাণিগণ তাহাকে যে যে ভাবে উপাসনা করে। ইত্যাদি। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, পূর্ব্বপ্রজ্ঞানাম্নী বাসনা, বিদ্যা ও কর্ম্মের অধীনে বর্ত্তমান হৃদয়মধ্যে জলূকার মত অবিচ্ছিন্নভাবে থাকিয়া স্বপ্নাবস্থার ন্যায় দেহান্তর উৎপাদন করে, এবং দেহান্তর নির্ম্মিত হইলে পর আশ্রিত পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করে। শ্রুতি জীবের দেহান্তরগমনে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন।—যেমন তৃণ-জলূকা (জোঁক) একটি তৃণের প্রান্তভাগে গমন করিয়া আক্রমণযোগ্য অন্য একটি তৃণ আক্রমণ করে ও পরে আপনার পূর্ব্ব-অবয়ব সকল শেষ অবয়বস্থলে উপ-সংহৃত বা সঙ্কুচিত করে, এই প্রকার প্রস্তাবিত সেই সংসারী আত্মা—এই পূর্ব্ব-গৃহীত শরীরকে নিদ্রাভিলাষী ব্যক্তির মত অচেতনভাবে ফেলিয়া—জড় করিয়া জলৌকার তৃণান্তরগ্রহণের মত স্বীয় প্রসারিত বাসনার সাহায্যে সম্মুখে উপস্থিত শরীরান্তর গ্রহণ করে ও আত্মার উপসংহার করে অর্থাৎ পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করিয়া অভিনব দেহে আত্ম-ভাব স্থাপন করে। স্বপ্নে যেমন বর্ত্তমান দেহ সত্ত্বেই বাসনা শরীরান্তর (স্বাপ্নদেহ) নির্ম্মাণ করে, ও আত্মা তাহাতেই আত্মাভি-মান পোষণ করে, সেইরূপ কর্ম্ম বশতঃ স্থাবর-জঙ্গমাদি যে কোন আরভ্যমাণ দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। সেই শরীরে ইন্দ্রিয়গণও প্রাক্তন কর্ম্মবশে স্ব স্ব বৃত্তি অবলম্বন করিয়া পরস্পর সংহত অর্থাৎ মিলিত হয়। সেই স্থানে (পরজন্মে) তৃণ-কুশ-মৃত্তিকাময় একটি বাহ্য (স্থূল) শরীরও গঠিত হয়। এই প্রকারে

দেহ সমুৎপন্ন হইলে অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণ বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অনুগ্রহার্থ তত্তৎ ইন্দ্রিয়স্থান পরিগ্রহ করে। এই হইল দেহান্তর আরম্ভের প্রকার ॥ ৩॥

তদ্‌যথা পেশস্কারী পেশসো মাত্রামুপাদায়ান্যন্নবতরং কল্যাণতরꣳ রূপন্তনুত এবমেবায়মাত্মেদꣳ শরীরং নিহত্যাঽবিদ্যাং গময়িত্বাঽন্যন্নবতরং কল্যাণতরꣳ রূপং কুরুতে পিত্র্যং বা গান্ধর্ব্বং বা দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মং বাঽন্যেষাং বা ভূতানাম্ ॥৪॥

পূর্ব্বোক্ত দেহারম্ভ সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, সেই দেহারম্ভসময়ে আত্মা—নিত্যসিদ্ধ দৈহিক পার্থিবাদি উপাদান-(সামগ্রী) সমূহ বারম্বার বিমর্দ্দিত করিয়া অন্য দেহ আরম্ভ করে? অথবা নূতন নূতন উপাদান সকল পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করে? শ্রুতি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহার মীমাংসা করিতেছেন,—যেমন পেশস্কারী (সুবর্ণকার) সেই এক সুবর্ণেরই মাত্রা (অংশ) ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া গ্রহণ করত নূতন নূতন রচনার পরিপাটী অনুসারে পূর্ব্বরচিত হইতে অভিনব সুন্দর সুন্দর বস্তু নির্ম্মাণ করে, এইরূপই সর্ব্বদা প্রাপ্ত—নিত্যসিদ্ধ পৃথিব্যাদি আকাশ পর্য্যন্ত পঞ্চভূত, যাহা ব্রহ্মের রূপদ্বয়নিরূপণ প্রসঙ্গে চতুর্থ অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সুবর্ণস্থানীয় সেই ভূত সকলকেই পুনঃপুনঃ বিমর্দ্দিত (চূর্ণ-বিচূর্ণ) করিয়া নবতর ও সুন্দরতর ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট—দেবলোকোপযোগী (দৈব), পিতৃলোকোপযোগী (পিত্র্য), মনুষ্য-লোকোপযোগী, গন্ধর্ব্বলোকোপযোগী ও ব্রহ্ম-লোকোপযোগী কিংবা নিজ কর্ম্ম ও জ্ঞানানুসারে অপরাপর ভূতগণের উপভোগোপযোগী অপর দেহ নির্ম্মাণ করে ॥ ৪ ॥

স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষুর্ম্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবীময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়স্তেজোময়োঽতেজোময়ঃ কামময়োঽকামময়ঃ ক্রোধময়োঽক্রোধময়ো ধর্ম্মময়োঽধর্ম্মময়ঃ সর্ব্বময়স্তদ্‌যদেতদিদম্ময়োঽদোময় ইতি যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপো

ভবতি পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন। অথো খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি স যথাকামো ভবতি তৎ-ক্রতুর্ভবতি যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে যৎ কর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে ॥ ৫ ॥

পরলোকে প্রস্থানোদ্যত এই জীবের যে সকল উপাধি সংসারবন্ধন নামে অভিহিত, যাহাদিগের সহিত সম্পর্কে সংযুক্ত জীব তন্ময় অর্থাৎ উপাধির সহিত অভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়, সেই সমস্ত বন্ধন এখানে একত্র করিয়া প্রদর্শিত হইতেছে। সেই এই আত্মা—যিনি সংসারী হইয়া আবদ্ধ আছেন, তিনি ব্রহ্মই। প্রকৃতপ্রস্তাবে অশনায়া প্রভৃতি ধর্ম্মাতীত হইলেও বুদ্ধিরূপ উপাধি সম্পর্কে বিজ্ঞানময় বলিয়া প্রতীত হয়। "কতম আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু।" আত্মা কোন্‌টি? না যিনি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে বিশেষ বিজ্ঞানময় বলিয়া প্রতীত হন, তিনিই আত্মা। আত্মাতে বিজ্ঞান-ধর্ম্ম প্রচুরপরিমাণে লক্ষিত হয় বলিয়া আত্মাকে বিজ্ঞানময় বলা হইয়া থাকে, ইত্যাদি জ্যোতির্ব্রাহ্মণে বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিজ্ঞানময় অর্থে প্রায়ই বুদ্ধির সদৃশ, যেহেতু, আত্মাকে বিজ্ঞানধর্ম্মী বলিয়া মনে হয়, সে জন্য তাহার 'বিজ্ঞানময়' সংজ্ঞা। 'ধ্যায়তীব লেলায়তীব' ইত্যাদি শ্রুতি ইহারই অনুমোদন করিয়াছেন এইরূপ সেই আত্মাই মনের সন্নিকৃষ্ট হওয়ায় মনোময়,—পঞ্চবৃত্তি-সম্পন্ন প্রাণের সম্পর্ক বশতঃ প্রাণময়, যে জন্য স্বয়ং চেতন ও যাহার সাহায্যে যেন গতিশীল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। রূপ-দর্শনকালে চক্ষুঃসম্পর্ক বশতঃ চক্ষুর্ম্ময়, এবং শব্দ-শ্রবণকালে তাহাতে আসক্ত হয় বলিয়া শ্রোত্রময়; এইরূপ যখন যে যে ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার (ক্রিয়া) উদ্ভূত হয়, তখন সেই সেই ইন্দ্রিয়-সম্পর্ক বশতঃ "তত্তন্ময়" হয়; আবার, বুদ্ধি ও প্রাণের সাহায্যে চক্ষু প্রভৃতি করণময় (ইন্দ্রিয়ময়) হইয়া শরীরের উৎপাদক পৃথিব্যাদি ভূতময়ও হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পার্থিব মনুষ্যাদি শরীরোৎপত্তিতে পৃথিবী অর্থাৎ পার্থিবময়, বরুণাদি লোকে আপ্য-(জলীয়-)শরীরারম্ভে আপোময়, বায়বীয় শরীরারম্ভে বায়ুময়, আকাশশরীরারম্ভে আকাশময়, এবং তৈজস দেব-শরীর নির্ম্মিত করিলে তেজোময় সংজ্ঞা লাভ করে। এতদতিরিক্ত পশু প্রভৃতির শরীর এবং নরক-নিবাসী প্রেতাদির শরীর সকল অতেজোময়; এই সমস্ত শরীরকে লক্ষ্য করিয়া অতেজোময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই প্রকার আত্মা

দেহেন্দ্রিয়-সমষ্টিময় হইবার পর ভাবী প্রাপ্তব্য কোন বস্তু দর্শন করত "ইহা আমি পাইয়াছি, অমুক আমার প্রাপ্তব্য" ইত্যাদি বিবিধ অবাস্তব অভিলাষ (কামনা) বশতঃ কামময় সংজ্ঞা লাভ করে। পুনশ্চ, সেই কাম্য বিষয়ে দোষ দর্শন করিয়া তদ্বিষয়ে অভিলাষ বা কামসমূহ ত্যাগ করিলে যখন চিত্ত প্রসন্ন, অনাবিল ও শান্ত হয়, সেই অবস্থায় আত্মা অকামময় নাম প্রাপ্ত হয়। আবার সেই কামই যখন কোন প্রকার বিঘ্ন দ্বারা ব্যাহত হইয়া ক্রোধরূপে পরিণত হয়, তখন আত্মা ক্রোধময় হইয়া থাকেন। পুনশ্চ কোন উপায়ে সেই ক্রোধের উপশমে চিত্ত শান্ত ও নিরাকুল হইলে সেই চিত্তাভিমানী আত্মা অক্রোধী বলিয়া পরিচিত হয়। এইরূপ কাম ও ক্রোধ এবং অকাম ও অক্রোধের সম্পর্কে তন্ময় হইয়া পুরুষ ধর্ম্মময় ও অধর্ম্মময় নামও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেন না, কামনা ব্যতীত ধর্ম্মের উৎপত্তি ও ক্রোধ ব্যতিরেকে অধর্ম্মের উদ্ভব সম্ভব নহে। এ বিষয়ে স্মৃতি বলিয়াছেন যে, "যদ্ যদ্ধি কুরুতে কর্ম্ম তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্," অর্থাৎ জীব যে কিছু কর্ম্ম করে, তৎসমস্তই কামনার বশে করিয়া থাকে। যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জীব ধর্ম্মময় ও অধর্ম্মময় হইল, তবে সে সর্ব্বময়ও হইল। যেহেতু, জগতে যাহা কিছু ব্যাকৃত অভিব্যক্ত কার্য্য, সেই সমস্তই ধর্ম্মাধর্ম্মের পরিণাম। সেই কার্য্যসমূহের উপর আত্মাভিমান বা মমতা দ্বারা জীব তন্ময়তা লাভ করে; অধিক কি, ইহাও পুরুষের চিরপ্রসিদ্ধ যে, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ কার্য্যের সহিত সম্পর্ক বশতঃ ইদম্ময়। আর সেই জন্যই পুরুষ পরোক্ষ বিষয়াভিমানে 'অদোময়' সংজ্ঞা দ্বারাও সংজ্ঞিত হয়। অদস্ শব্দের অর্থ পরোক্ষ বস্তু, কার্য্য দেখিয়া তাহা নির্দ্দিষ্ট হয়, কেন না,—অন্তঃকরণগত ভাবনা (সংস্কার) অনন্ত, সুতরাং কখনই তৎসমস্ত বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না কেবল তত্তৎক্ষণের কার্য্য দ্বারা জানা যায় যে, "ইহার হৃদয়ের ভাব এই, উহার হৃদয়ের ভাব এই।" অতএব প্রতীয়মান কার্য্য দ্বারা "ইদম্ময়" এবং পরোক্ষ অন্তঃকরণস্থ কার্য্যের অভিমানে পুরুষকে অদোময় বলিয়া ব্যবহার করা হইয়া থাকে। সংক্ষেপতঃ এই বলিলেই যথেষ্ট যে, আত্মা যেরূপ কর্ম্ম করিতে বা আচরণ করিতে অভ্যস্ত, ঠিক তদ্রূপ অবস্থাপন্ন হ'ন অর্থাৎ কর্ম্ম ও আচরণানুসারে তাহার স্বরূপপ্রাপ্তি ঘটে। এখানে করণ ও আচরণের পার্থক্য এই—শাস্ত্রীয় বিধি বা নিষেধ দ্বারা যে ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত, তাহাই করণ নামে অভিহিত, আর অনিয়ত ক্রিয়ার নাম আচরণ। সৎকর্ম্মকারী ব্যক্তি সাধু হয়, ইহা দ্বারা শ্রুতি পূর্ব্বোক্ত 'যথাকারী' ব্যক্তিকেই বিশ্লেষণ করিয়া বলিলেন; "এইরূপ পাপকারী পাপী হয়", ইহাও পূর্ব্বোক্ত

"যথাচারী"র বিশেষণ। আশঙ্কা হইতে পারে যে, যখন এই সাধু ও অসাধু কর্ম্মে জীব তৎপর থাকিবে, তখনই যথাকারী ইত্যাদির বিষয় জানিতে হইবে, অত্যন্ত তৎপরতার নামই তন্ময়ত্ব। নচেৎ সাময়িক কর্ম্মমাত্রেই তন্ময়তা হয় না, যেহেতু, "যথাকারী" ইত্যাদি স্থলে তাচ্ছীল্য অর্থাৎ "তাহাই স্বভাব (প্রকৃতি) যাহার," এই অর্থে ইন্ প্রত্যয় হইয়াছে। এই আশঙ্কা অপনোদনের জন্য শ্রুতি বলিতেছেন যে, পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা পুণ্যবান্ এবং পাপকর্ম্ম দ্বারা পাপী হয়, তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, পুণ্য বা পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠানমাত্রেই জীব তন্ময়তা লাভ করিতে পারে। তাহাতে আর তাচ্ছীল্যের অপেক্ষা নাই, তবে যে স্থলে তৎপরতা থাকে, তথায় অতিশয় তন্ময়ত্ব প্রকাশ পাইবে, ইহাই পূর্ব্ব হইতে বিশেষ। তন্মধ্যে কাম-ক্রোধাদিজনিত পুণ্যকর্ম্ম ও অপুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান আত্মার সর্ব্বময়ত্ব-প্রাপ্তির কারণ এবং সংসারের একমাত্র হেতু। এইরূপ এক দেহ হইতে আত্মা যে দেহান্তরে সঞ্চরণ করে, তাহার প্রতিও উক্ত পুণ্য ও অপুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কারণ জানিবে। যেহেতু, ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলভোগের নিমিত্তই আত্মা কর্ম্মবশে নানা দেহ ধারণ করে। অতএব পাপ-পুণ্যই জীবের জন্ম-মৃত্যুধারার কারণ, আর শাস্ত্রোক্ত বিধি বা নিষেধ এই পুণ্যাপুণ্যেই সংসারী জীবকে সংযত করিবার জন্যই প্রবৃত্ত, সুতরাং তদ্বিষয়েই শাস্ত্রের সাফল্য। ইহার উপরেও বন্ধ-মোক্ষ-তত্ত্বজ্ঞানে নিপুণ অন্যান্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, হ্যা, সত্য বটে, কাম-ক্রোধাদি-বশে অনুষ্ঠিত পুণ্যাপুণ্যই জীবের শরীরধারণের কারণ, কিন্তু আমরা বলি, যেহেতু পুরুষ কামনা-প্রেরিত হইয়াই সেই পুণ্যাপুণ্য-কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পরিপুষ্ট থাকে এবং এই কাম পরিত্যক্ত হইলে জীবের কৃত-কর্ম্ম সকল বিদ্যমান থাকিয়াও আর পুণ্য বা পাপের জনক হয় না, কিম্বা সঞ্চিত পুণ্যাপুণ্যও কামনা-বিহীন পুরুষের সুখ-দুঃখ-ফলের উৎপাদক হয় না; অতএব কামই সংসারের মুখ্য কারণ। এ কথা আথর্ব্বণ শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে, "কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ স্বকর্ম্মভির্জায়তে তত্র তত্র।" তাৎপর্য্য এই—যে ব্যক্তি ঐকান্তিকভাবে কাম্য বিষয় সকল কামনা করে, সে নিজ কর্ম্মফলে কামনানুসারে সেই সেই (কর্ম্মানুরূপ) স্থানে জন্মগ্রহণ করে। এই জন্য এই পুরুষকে (জীব) প্রধানতঃ এক কামময়ই বলিব, অন্য কারণ থাকিলেও তাহা সংসারের মুখ্যকারণ নহে, এ জন্য "অন্যময়" না বলিয়া "কামময় এব" অর্থাৎ এক কামময়ই, এইরূপে শ্রুতি অবধারণ করিয়াছেন। সেই কামময় জীব যাদৃশ কামনা দ্বারা যেরূপ কামময় হয়, অতঃপর "তৎক্রতু" অর্থাৎ তৎকর্ম্মাই হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য

এই—জীবের যে বিষয়ে কামনা হৃদয়ে উদিত হইয়া বাহ্যত অল্পমাত্রায় অভিব্যক্ত হয়, পরে সেই বিষয়ে ঐ কামনা কোন বাধা-বিঘ্ন গ্রাহ্য না করিয়া পরিস্ফুট হইয়া (কর্ম্মের) অধ্যবসায়ে পরিণত হইতে থাকে। কারণ, তাহার পরক্ষণেই যেরূপ অধ্যবসায়সম্পন্ন হয়, তাহার ফলসিদ্ধির জন্য নিজের সাধ্যানুসারে সেইরূপ কর্ম্মই সম্পন্ন করে এবং যে কর্ম্ম করে, তাহার ফলও সেইরূপ প্রাপ্ত হয়। অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই যে,—জীবের তন্ময়তা ও সংসারপ্রাপ্তির প্রতি কামনাই একমাত্র কারণ ॥ ৫ ॥

তদেষ শ্লোকো ভবতি তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তমস্য। প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য, যৎকিঞ্চেহ করোত্যয়ম্। তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণ ইতি নু কাময়মানোঽথাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম . আপ্তকাম আত্মকামঃ ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মা-প্যেতি ॥ ৬ ॥

এই বিষয়ে এইরূপ শ্লোক অর্থাৎ মন্ত্রও শুনিতে পাওয়া যায় যে—কোন কাম্যবিষয়ে অভিলাষী হইলে কৃতকর্ম্মের সহিত সেই ফল প্রাপ্ত হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই—জীব যে কর্ম্মফলে আসক্ত ও আকৃষ্ট হইয়া কর্ম্ম করিয়াছিল, সেই কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্ম-বাসনাবিশিষ্ট হইয়া পরজন্মে সেই ফলই প্রাপ্ত হয়। সেই ফল কি, তাহাও কথিত হইতেছে। এই সংসারী জীবের লিঙ্গ অর্থাৎ মন যাহাতে নিষক্ত অর্থাৎ বিষয়মাধুর্য্য বুঝিয়া অধ্যবসায় সহকারে অভিলাষুক, কর্ম্মাচরণ দ্বারা জীব সেই ফলই প্রাপ্ত হয়। ভাষ্যকার যে লিঙ্গের অর্থ মন বলিয়াছেন, তাহার কারণ, লিঙ্গ অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীর মনঃপ্রধান, এই জন্য লিঙ্গ বলা হইয়াছে কিম্বা যাহা দ্বারা লিঙ্গিত অর্থাৎ আত্মা অবগত হয়, তাহাই লিঙ্গ, এই লিঙ্গশব্দের যৌগিক প্রকৃতিপ্রত্যয়ঘটিত অর্থ ধরিয়াও আত্মাবগতির কারণরূপে মনকেই পাওয়া যায়। অতএব সেই মনের আসক্তি বশতই পুরুষের কর্ম্মে প্রবৃত্তি ও কর্ম্ম দ্বারা সেই কাম্যফলপ্রাপ্তি ঘটে, ইহা সিদ্ধ হইল। ইহা দ্বারা ইহাও স্থির হইল যে, একমাত্র কামই সংসারের প্রধান মূল ; তবেই যিনি উৎসন্ন-কাম অর্থাৎ যাঁহার কামনাবৃত্তি নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির কর্ম্ম সকল বিদ্যমান থাকিয়াও

বন্ধ্যার ন্যায় ফল-প্রসব-সামর্থ্যহীন হইয়া থাকে। এ জন্য অন্য শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, "যিনি পূর্ণকাম এবং আত্মতত্ত্বদর্শী, তাঁহার সমস্ত কাম উদ্ভূত হইবামাত্র হৃদয়ে বিলীন হয়", ইত্যাদি। শুধু তাহাই নহে, সেই কামনাবান্ ব্যক্তি কর্ম্মের অন্তে অর্থাৎ জীব ইহলোকে ফলের প্রত্যাশায় যাহা কিছু কর্ম্ম সম্পাদন করে, সেই সকল কর্ম্মফলের ভোগান্তে পরলোক হইতে পুনশ্চ ইহলোকে কর্ম্মসাধনের জন্য প্রত্যাগত হয়। কারণ, ইহলোক কর্ম্মময়, সুতরাং প্রাক্তন কর্ম্মসংস্কারবশে ঐ ব্যক্তি কর্ম্ম ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। কর্ম্ম করিবার জন্য পুনশ্চ তাহাকে ইহলোকে আসিতে হয়; আবার কর্ম্ম করিয়া ফলভোগের জন্য পরলোকে গমন করে। তবেই দেখা যায় যে, কামনাবান্ ব্যক্তি এইরূপ সংসারচক্রে পড়িয়া মুক্তিপথ হইতে বহুদূরে পতিত হয়। কিন্তু যিনি নিষ্কাম সাধক, তাঁহাকে পুনশ্চ জন্ম বা মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, সংসার-চক্রে পড়িয়া গমনাগমনধারা যাহা উক্ত হইল, ইহা ফলাসক্তের পক্ষেই; কারণ, কামনাহীন ব্যক্তির ক্রিয়াই অসম্ভব; কাজেই গমনাগমনও তাঁহার রুদ্ধ। কি উপায়ে সেই অকাময়মান হয় অর্থাৎ জীবের নিষ্কামতা আসে? তাহাই এক্ষণে বিবৃত হইতেছে।—যিনি নিষ্কাম অর্থাৎ কামনা সকল যাঁহার নিকট হইতে দূরীভূত হইয়াছে, তিনি অকাম, তাঁহার ধর্ম্ম—অকামতা। আর যিনি আপ্তকাম অর্থাৎ কাম্য সকল বস্তুই করায়ত্ত করিয়াছেন, তিনি আপ্তকাম; তাঁহারই সেই কাম সকল দূরীভূত হয়। এক্ষণে কি প্রকারে কাম্যসমূহ আপ্ত বা করায়ত্ত হয়, তাহা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। যেহেতু, তাঁহারা আত্মকাম, এই জন্য তাঁহাদের অন্য কোন কাম অবশিষ্ট থাকে না, অর্থাৎ জীব যাহার আকর্ষণে পড়িয়া ক্লেশকর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে, এরূপ কোনও বস্তু তাঁহাদের কাম্য নাই। তাহার কারণ, যখন একমাত্র আত্মাই তাঁহাদের কাম্য; সুতরাং অন্য কোন বস্তুই কাম্য থাকিতে পারে না: বাস্তবিক, কি বাহ্য, কি আন্তর সমস্ত বিহীন একমাত্র পূর্ণ আনন্দময় জ্ঞান-রূপী আত্মাই যাঁহার সমস্ত, যাঁহার স্বর্গে কি অধোভুবনে কিংবা পার্শ্বে আত্মাতিরিক্ত কিছুই নাই, যাঁহার সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, সেই জ্ঞানীর কামনার বিষয় কি থাকিতে পারে? শ্রুতি বলিয়াছেন যে, "যস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কিং পশ্যেৎ?" অর্থাৎ এ সমস্তই যাঁহার আত্মময় হইয়া যায়—কিছুই পৃথক্ থাকে না, সেই সময় কে কিসের দ্বারা কি দেখিবে? কি শুনিবে, কি মনন করিবে, বিজ্ঞাতব্য বিষয় বা কি আছে? এই প্রকার বিজ্ঞান করিয়া কোন্ কাম্য কামনা করিবে? নিজ হইতে দ্বিতীয় বস্তু প্রতীত হইলে তদ্বিষয়ে কামনা হওয়াই

স্বাভাবিক, কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে সে দ্বিতীয় বস্তু নাই, বাস্তবিক যে কাম্য বস্তু কামনাবান্ হইতে বিভিন্ন হয়, তাহা আর আত্মজ্ঞানকালে থাকে না। তবেই স্থির হইল, যিনি আত্মকামী, তিনি আপ্তকাম—তিনিই নিষ্কাম, অকাম ও অকাময়মান ; সুতরাং অকাময়মান ব্যক্তিই বিমুক্ত হন, ইহা সঙ্গত। যাহা কাম্য, তাহা আত্মা হইতে বিভিন্ন, কিন্তু যাহার সবই আত্মভাবে প্রতিভাত হয়, তাহার অনাত্মা কাম্য কোথায় ? আত্ম ভিন্ন বস্তু কামনার বিষয় অথচ 'সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়' এই উভয় কখনও সঙ্গত হয় না। সর্ব্বাত্মদর্শীর কাম্য নাই বলিয়া কর্ম্মও নাই। যে সকল পণ্ডিত প্রত্যবায়-পরিহারার্থ ব্রহ্মবিদেরও কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা কল্পনা করেন, নিশ্চয়ই তাঁহাদের আত্মা সর্ব্বময় হয় না, নতুবা প্রত্যবায়-(পাপ)-কে আত্মাতিরিক্ত পরিহরণীয় বিষয় বলিয়া মনে করিবেন কেন ? আমরা বলি যে, যিনি নিত্যই অশনায়াদি সাংসারিক সর্ব্বধর্ম্মাতীত প্রত্যবায়-সম্পর্করহিতভাবে আত্মাকে জানিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্, (ব্রহ্মজ্ঞ) ; যিনি নিত্যই আত্মাকে অশনায়া-পিপাসাদি-ধর্ম্ম-রহিতভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছেন এবং জগতে আত্মার পরিত্যাজ্য বা উপাদেয়-রূপে কোন পৃথক্ বস্তুই দেখিতে পান না, কর্ম্ম কখনই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ; কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মজ্ঞ নহে, তাহার পক্ষেই প্রত্যবায়-নিবারণের নিমিত্ত কর্ম্ম কর্ত্তব্যরূপে উপস্থিত হয়। অতএব উভয় পক্ষে আর কোনও বিবাদ নাই ! এই জন্য বলা হইতেছে যে, অকাময়মান পুরুষ কামাভাব-হেতুই আর জন্মগ্রহণ করে না, পরন্তু বিমুক্ত হয়। সেই অকাময়মান পুরুষের কর্ম্মের অভাবে পরলোকগমন ব্যাহত হয় অর্থাৎ পরলোকে উপভোগ্য কর্ম্মফলের অভাবে (কর্ম্মাভাববশতঃ) কোন গমন-কারণ সঙ্ঘটিত হয় না, কাজেই বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও আর দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় না। সেই আপ্ত-কাম বিদ্বান্ও আপ্তকামত্ব হেতু এই জীবৎ অবস্থায়ই ব্রহ্মস্বরূপ হন।

সর্ব্বাত্মা ব্রহ্মের স্বরূপ কি, তাহার দৃষ্টান্তরূপে ব্রহ্মোপাসকের এই দেহেই সর্ব্বাত্মভাব প্রদর্শিত হইল। শ্রুতি বলিয়াছেন, 'আপ্তকাম, আত্মকাম ও অকাম তাই এই ব্রহ্মের স্বরূপ।' সম্প্রতি অকাময়মান ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাহার দার্ষ্টান্তিক অর্থাৎ উপমেয় বিষয় সকল উপসংহৃত হইতেছে।—তন্মধ্যে প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য যে এবম্ভূত সেই জ্ঞানী কিরূপে মুক্ত

হয়? তাহার উত্তর,—যে ব্যক্তি সুষুপ্তি অবস্থাপন্নের ন্যায় নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত এবং সর্ব্বদা প্রকাশমান চৈতন্যজ্যোতির্ম্ময় আত্মাকে দর্শন করে, সেই অকাময়মান—নিষ্কাম ব্যক্তির কর্ম্মাভাবে পরলোকগমনের কোন কারণই (কর্ম্মফলাদি) উৎপন্ন হয় না; সুতরাং তাঁহার বাগাদি ইন্দ্রিয়-সকল উৎক্রান্ত হয় না। কিন্তু সেই বিদ্বান্ যদিও দেহধারীর মতই লক্ষিত হন, তথাপি তিনি দেহাভিমানী নহেন,—এই জীবদ্দশায় তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম হইয়াও ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। যেহেতু, তাঁহার অব্রহ্মত্ব-জ্ঞাপক বা সর্ব্বময় ব্রহ্মত্বের পরিচ্ছেদক কামনা সকল বর্ত্তমান থাকে না। এই জন্যই এই দেহেই স্বয়ং ব্রহ্ম হইয়াও অবিদ্যা দ্বারা তিরোহিত ব্রহ্মস্বরূপ পুনঃ প্রাপ্ত হন; আর দেহপাতের অপেক্ষা থাকে না। কারণ, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির মরণের পর যে ভাবান্তরপ্রাপ্তি, তাহা প্রকৃতপক্ষে জীবদ্দশা হইতে স্বতন্ত্র অবস্থা নহে। ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়, এ কথার উদ্দেশ্য এই যে,—ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির আর দেহান্তরধারণ হয় না, এইমাত্র। যদি বাস্তবিক দেহান্তর বা ভাবান্তরপ্রাপ্তি মোক্ষ-স্বরূপ হইত, তাহা হইলে সমস্ত উপনিষদের নির্ব্বাচিত আত্মৈক্য নামক মোক্ষস্বরূপে বাধা পড়ে এবং কথিত মোক্ষ জ্ঞানজনিত না হইয়া বরং কর্ম্ম-জনিত হইয়া উঠে। অথচ এরূপ কল্পনা কখনও কোন শ্রুতির অভিমত হইতে পারে না। শুধু তাহাই নহে, আবার মোক্ষ নিত্য না হইয়া অনিত্যতা-দোষগ্রস্তই হয়। কেন না, যাহা ক্রিয়ানিষ্পাদ্য, তাহা নিত্য, ইহা কখনও দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই। মোক্ষ যে নিত্য, তাহা "এষ নিত্যো মহিমা" অর্থাৎ এই (মোক্ষ) আত্মার নিত্য মহিমা, এই মন্ত্র হইতে প্রমাণিত হয়। যাহার যাহা অকৃত্রিম স্বভাব, তাহাই নিত্য, তদ্ভিন্ন অন্য কাহাকেও নিত্য বলিয়া কল্পনা করা উচিত নহে; অতএব অগ্নির উষ্ণত্ববৎ মোক্ষও যদি আত্মার স্বভাবসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই স্বভাবকে পুরুষপ্রযত্নসাধ্য বলিতে পার না। স্বভাব কখনও ক্রিয়াসাধ্য হয় না অর্থাৎ অগ্নির স্বাভাবিক উষ্ণত্ব বা প্রকাশ ব্যাপার-বিশেষের অপেক্ষা করে না; কারণ, অগ্নির প্রকাশ স্বাভাবিক, অথচ পুরুষপ্রযত্ন-সাধ্য, ইহা অতীব বিরুদ্ধ কথা। যদি বল যে, যেমন অরণি-(অগ্ন্যুৎপাদক কাষ্ঠ) নিহিত অগ্নি স্বাভাবিক অবস্থায় নয়ন-গোচর না হইলেও ঘর্ষণাদি ব্যাপার-জনিত প্রজ্বলনের পর উষ্ণত্ব ও প্রকাশাদি ধর্ম্ম সহকারে সাধারণের নয়নগোচর হইয়া থাকে, অথচ ক্রিয়াজনিত এই উষ্ণত্ব ও প্রকাশ অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম্মমধ্যে পরিগণিত হয়, সেইরূপ আত্মার মোক্ষ স্বাভাবিক হইলেও কর্ম্মসাধ্য হইতে

পারে। উত্তর—না, তাহাও হইতে পারে না, কারণ, অগ্নির উষ্ণত্ব ও প্রকাশ-গুণের অভিব্যক্তি অগ্নিকে অপেক্ষা করে না; প্রজ্বলন হইতেই তাহাদের অভিব্যক্তি; এই প্রকাশ ও দাহিকাশক্তি অনুভূতি বিষয়ে নিজ ব্যবধাননাশের পর অভিব্যক্তিকে অপেক্ষা করে। অভিপ্রায় এই—কাষ্ঠমধ্যে নিহিত বহ্নির উষ্ণত্ব ও প্রকাশ বিদ্যমান থাকিয়াও কেবল কাষ্ঠাদি ব্যবধান বশতঃ চক্ষুর গোচর হইতে পারে না, পরন্তু ব্যাপার বা ক্রিয়াধীন সেই ব্যধায়ক পদার্থ নষ্ট হইলেই সাধারণের প্রতীতি-গোচর হয়। তবে যে প্রজ্বলনব্যাপার হইতে অগ্নির উষ্ণতা ও প্রকাশ উদ্ভূত ইত্যাদি প্রকার সাধারণের প্রতীতি হয়, তাহা ভ্রমমাত্র। অপিচ, যদি উষ্ণত্ব ও প্রকাশ অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম্ম না হয়, তবে অগ্নির যাহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম, আমরা তাহারই উদাহরণ পরে করিব। বস্তুমাত্রেরই যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম নাই, এমন কথা হইতে পারে না। তবেই, যাহা অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া সর্ব্বসাধারণের অনুমোদিত, তাহাই আমার মোক্ষ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত হইবে। আর যদি বল যে, নিগড়-(শিকল)-ভঙ্গের ন্যায় মোক্ষও বন্ধননিবৃত্তিবিশেষ; সুতরাং অভাবপদার্থমধ্যে পরিগণিত, এবং এই কারণেই পণ্ডিতগণ বন্ধন-ধ্বংসকে মোক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। উত্তর—তাহা হইলে মোক্ষকে "একমেবাদ্বিতীয়মিত্যাদি" শ্রুতি একবাক্যে পরমাত্মার সহিত একীভাব স্বীকার করিতেন না, অভিন্নতা অভাব পদার্থ নহে। আর যখন বদ্ধ পুরুষ পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র নহে, তখন কাহার বন্ধন-ধ্বংসকে নিগড়-ধ্বংসের মত মোক্ষ বলিবে? পরমাত্মার অতিরিক্ত যে কোন পদার্থই নাই, তাহা ইতঃপূর্ব্বে বিস্তারিতরূপে প্রতিপাদন করিয়াছি। অতএব অবিদ্যার নিবৃত্তিই মোক্ষ-রূপে ব্যবহৃত, ইহাই সিদ্ধান্ত। যেহেতু, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যেমন রজ্জু প্রভৃতিতে ভ্রম-কল্পিত সর্পজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে তৎসঙ্গে সর্পাদিও তিরোহিত হয়, মোক্ষও সেইরূপ। যাঁহারা বলেন যে, মোক্ষদশায় সাংসারিক বিজ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র বিজ্ঞান ও বৈষয়িক আনন্দ হইতে স্বতন্ত্র ব্রহ্মানন্দ অভিব্যক্ত হয়, তাঁহাদিগের বলা উচিত যে, "অভিব্যক্তি" শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? যদি অনুভাব্য বস্তু সকলের আবরণধ্বংসই অভিব্যক্তি শব্দের অর্থ হয়, তবে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, বিদ্যমান বিষয় সকলই কি অভিব্যক্ত হয়? অথবা অবিদ্যমান বিষয় সকল? যদি বিদ্যমানই হয়, তাহা হইলে, যাহার (মুক্ত পুরুষের) সম্বন্ধে তাহা (মুক্তি) অভিব্যক্ত, তাহাও তাহার আত্মভূত বা অভিন্নই; অতএব তাহা আর জ্ঞানের অগোচর বা ব্যবধান থাকিতে পারে না,

সুতরাং অভিব্যক্তির (ব্যবধানের অপগম হইতে) অপেক্ষাও থাকিতে পারে না। মুক্ত জীবের তাহা নিত্য অভিব্যক্ত, অতএব সেই জ্ঞান-সুখাদি মুক্তের নিকট নূতন অভিব্যক্ত হয়, এ কথা বলাই বৃথা, যেহেতু তাহা নিত্যই সিদ্ধ। আর যদি বল যে, কথন কথন উহা অভিব্যক্ত হয়, সর্ব্বদা নহে? তবে আমরা বলিব, উপলব্ধির ব্যবধান হেতু বা জ্ঞানাভাব হেতু তাহা আত্মস্বরূপ নহে। তবেই বল যে, সেই অভিব্যক্তি বিষয়ে অন্য কোন কারণের সাহায্যের প্রয়োজন, সুতরাং অভিব্যক্ত সাধনান্তর— সাপেক্ষ হইল না কি? যদি বিজ্ঞান ও অভিব্যক্তিকে একাশ্রয় বলা যায়, তবে ব্যবধানের অভাবে হয় সর্ব্বদাই অভিব্যক্তি, না হয় অনভিব্যক্তি, এক পক্ষ মানিতে হয়; তদ্ভিন্ন অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তির মাঝা-মাঝি কোন বস্তু-কল্পনা প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না। বিশেষতঃ একস্থানস্থিত ও এক বস্তুর স্বরূপ-ভূত ধর্ম্ম সকলের পরস্পর বিষয়-বিষয়িভাব বা গ্রাহ্য-গ্রাহকত্বও অসম্ভব। তাহার পর বিজ্ঞান ও সুখাভিব্যক্তি পূর্ব্ব অবস্থায় যে সংসারী হইয়া পরে অভিব্যক্তির পরকালে মুক্ত— সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই নিত্যাভিব্যক্ত জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিতেই হইবে। কারণ, উষ্ণত্ব ও শীতলত্বের মত তাহাদের পার্থক্য অনেক। আর যদি পরমাত্মার বিভিন্নতা কল্পনা কর, তাহা হইলে বেদোক্ত সিদ্ধান্ত একেবারেই পরিত্যক্ত হয়। আর যদি বা মোক্ষও সাংসারিক অবস্থার ন্যায়ই সাধারণ অবস্থা হইলে, অর্থাৎ উভয় অবস্থায় কোন আত্মার কোনরূপ বৈশিষ্ট্য না থাকিলে মোক্ষের নিমিত্ত যত্ন করা ব্যর্থ হয়; এবং মোক্ষোপদেশক শাস্ত্রেরও কোন সার্থক্য থাকে না। উত্তরে বলা যায়, বাস্তবিক আত্মা নিত্য একরূপী, এ জন্য তাহার মুক্ত বা অমুক্ত বলিয়া কোন বৈশিষ্ট্য নাই সত্য, কিন্তু অবিদ্যা ও তজ্জনিত আরোপিত ক্লেশ হইতে অব্যাহতিলাভ, ইহা মোক্ষ-প্রয়াস স্বীকারের একমাত্র ফল। শাস্ত্রই সেই প্রযত্নের পথের আবিষ্কারক, সুতরাং তাহার বৈফল্য কোথায়? যদি বল যে, অবিদ্যাবানের অবিদ্যানিবৃত্তি ও অনিবৃত্তির জন্য আত্মাতে বৈশিষ্ট্য অবশ্যম্ভাবী। তবে মোক্ষে আত্মগত বিশেষত্ব নাই কেন বলিতেছ? এ দোষ হয় না; কারণ, ইহাও অবিদ্যার কল্পনা। যেমন রজ্জুতে সর্প, মরুভূমিতে জল ও শুক্তিকায় রজত ও আকাশে নীলিমা কল্পিত মাত্র, আত্মারও বিশেষত্ব ঐরূপ কল্পিত; বাস্তব নহে—এ কথা পূর্ব্বেও আমরা বলিয়াছি। তথাপি যদি বল যে, যেমন সুস্থ ব্যক্তিরও আগন্তুক তিমির রোগের সম্ভাব ও অসম্ভাব বশতঃ দর্শন-বিষয়ে কর্তৃত্ব ও অকর্তৃত্বরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটে, আত্মারও তদ্রূপ অবিদ্যার কর্তৃত্ব ও অকর্তৃত্ব ধরিয়া বৈলক্ষণ্য হয়

না কেন ? উত্তর—এ কথাও বলিতে পার না ; কারণ, "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" এই শ্রুতি নিজেই আত্মার সমস্ত কার্য্য উৎপ্রেক্ষিত বলিয়া আত্মায় স্বাভাবিক অবিদ্যা-কর্তৃত্বের প্রতিবাদ করিয়াছেন। আত্মার যে স্বভাবতঃ অবিদ্যাকর্তৃত্ব নাই, তাহার প্রতি ইহাও একটি কারণ যে, দেখা যায়, বহুতর ব্যাপার-সম্পর্ক হইতেই ভ্রমের উৎপত্তি, এ কারণ আত্মগত অবিদ্যাকে স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলা যায় না। যেহেতু, অদ্বৈত নির্লিপ্ত আত্মার কর্ম্ম সম্ভবে না, তবেই আত্মার অবিদ্যাকর্তৃত্ব কোথায় ? আর অবিদ্যা-ভ্রম যখন আত্ম-জ্ঞানের বিষয়, তখন এই অবিদ্যা-ভ্রমে আত্মদৃশ্যত্ব রক্ষা করিবার জন্যও অবিদ্যা আত্মাশ্রিত হইতে পারে না। অর্থাৎ মুক্ত আত্মা যখন স্পষ্টতঃ দেখিতেছে যে, সাংসারিক সকল কার্য্যই ভ্রান্তিকৃত ঘটপটাদির ন্যায় অবিদ্যাভ্রম একটি স্বতন্ত্র বস্তু, তখন সেই আত্মা ঐ ভ্রমে পড়িতে পারে কি ? কখনই না। যদি বল, কেন "আমি জানিতেছি না এবং মুগ্ধ (মোহ-প্রাপ্ত) হইয়াছি," ইত্যাদি প্রতীতিই আত্মার ভ্রমের পরিচায়ক ? না, ইহা অতি অসৎ কথা। যেহেতু, তাহারও (অবিদ্যা বিষয়ে) বিবেক-জ্ঞান আছে। যে ব্যক্তি যাহাকে পৃথক্‌রূপে জানিতে পারে, তাহাতে সে কখনও ভ্রান্ত হয় না, যে বস্তুকে স্বতন্ত্র বোধে গ্রহণ করে, তাহাতেই সে অভিন্নভাবে ভ্রান্ত হয়, ইহা বড়ই বিরুদ্ধ কথা। তবে যে বলিতেছ, "আমি কিছুই জানি না এবং বিমোহিত হইয়াছি, এই প্রতীতিই তাহার প্রতিপক্ষে সাক্ষী, তাহার সমাধান অন্যরূপ জানিবে, যথা 'ন জানে মুগ্ধোঽস্মীতি দৃশ্যতে' এই বাক্যে দেখিতেছি, শব্দে একটি দর্শনক্রিয়া আছে, তাহার বিষয় অর্থাৎ কর্ম্ম—অজ্ঞান ও মুগ্ধতা, সেই কর্ম্ম-স্বরূপ দর্শন ও কর্তৃস্বরূপ দর্শন—উভয় নিশ্চয়ই এক নহে, তবেই দেখ, বিবেকদর্শীর যে দৃশ্যবিষয়ক অজ্ঞান ও মোহ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, তাহারাই একবার কর্ম্ম হইয়া কর্তৃস্বরূপ জ্ঞানের বিশেষণ হইতে পারে না। আর যদি বল, ঐ অজ্ঞান মোহ উভয়ই কর্তৃস্বরূপ জ্ঞানের বিশেষণ, তবে জিজ্ঞাসা করি, তাহারা কিরূপে দৃশি—জ্ঞান ক্রিয়ার ব্যাপ্য—কর্ম্ম হইবে ? তাৎপর্য্য এই—যাহা কর্ম্ম, তাহা ক্রিয়ার ব্যাপ্য অর্থাৎ ক্রিয়াশ্রিত, ব্যাপ্য ও ব্যাপক পরস্পর বিভিন্ন ; সুতরাং যে ব্যাপ্য, সেই অন্য দ্বারা ব্যাপ্য হয়, কদাচ নিজ দ্বারা স্বয়ং ব্যাপ্য হয় না। তবেই বল, এই অবস্থায় অজ্ঞান ও মুগ্ধতা কিরূপে কর্তৃ-স্বরূপ জ্ঞানের বিশেষণ হইবে ? আর ইহাও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না যে, অজ্ঞানের স্বরূপ-পরিজ্ঞাতা বিবেকী পুরুষ নিজের অজ্ঞানকে শরীরগত কৃশতাদির মত জ্ঞাতার পৃথক্‌রূপে অনুভাব্য-রূপে অনুভব করিয়াও অজ্ঞানকে (কর্তার) ধর্ম্ম (বিশেষণ) রূপে গ্রহণ

করিবে? কিন্তু যদি বল যে, সকলেই সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, প্রযত্ন প্রভৃতিকে আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করে, তথাপি বলিব যে, সুখ-দুঃখাদির সহিত গ্রহীতার পার্থক্য স্বীকৃতই আছে। যদি বল, আমি তোমার কথার ভাব বুঝিতেছি না, আমি মুগ্ধ, ইহাই আমার অনুভাব্য অজ্ঞান। উত্তর—তাহা তুমি হইতে পার, যেহেতু, তুমি আত্মা সম্বন্ধে এইরূপ তত্ত্বদর্শী, মুগ্ধ; কিন্তু যিনি বিজ্ঞ অমুগ্ধ, তাঁহাকেই আমরা বলিতেছি,—আত্মা সর্ব্বদা জ্ঞানময় দ্রষ্টৃস্বরূপ; মুগ্ধতা তাঁহার ধর্ম্ম নয়। এ বিষয়ে ভগবান্ বেদব্যাসও বলিয়াছেন, "ইচ্ছাদি কৃৎস্নং ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী প্রকাশয়তি।" ক্ষেত্রী—আত্মা ইচ্ছা-কামাদিরূপ সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করে। তথা "সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্। বিনশ্যৎস্বপ্যবিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।" অর্থাৎ যিনি সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত এবং সর্ব্বভূত বিনষ্ট হইলেও যিনি অবিনাশী, তাঁহাকে (পরমেশ্বরকে) যে দর্শন করে, সেই যথার্থ দ্রষ্টা। ইত্যাদি বাক্য শত শত স্থানে উক্ত আছে। অতএব, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কি জ্ঞান, কি অজ্ঞান এবং কি বন্ধ, কি মোক্ষ, কিছু দ্বারাই আত্মার স্বরূপতঃ কোন বৈলক্ষণ্য হয় না। যেহেতু, শ্রুতি আত্মাকে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে সমান—একরস—আনন্দরূপী বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা অন্যভাবে আত্মতত্ত্ব কল্পনা করেন অর্থাৎ আত্মার বন্ধন ও জ্ঞানাজ্ঞানকৃত বিশেষ ধর্ম্ম কল্পনা করেন এবং বন্ধ-মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্রসকলকেও অর্থবাদ অর্থাৎ আত্ম-তত্ত্বের প্রশংসা-বাক্য বলিয়া উপপাদন করেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব, বোধ হয়, এরূপ কল্পনা-কুশল মহাত্মারা আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষীর পাদও দর্শন করিতে পারেন এবং আকাশকে মুষ্টি দ্বারা গ্রহণ করিতে কি চর্ম্মের মত বেষ্টন করিতেও তাঁহারা উৎসাহী হন। আমরা কিন্তু ওরূপ করিতে কদাপি সমর্থ হই না। আমরা জানি, সেই আত্মা সর্ব্বদা সমান একভাবাপন্ন, অদ্বিতীয়, অবিকৃত, নিত্য, অজর, অমর, অমৃতময়, অভয়াত্মক ব্রহ্মই—আমিই সেই ব্রহ্ম, তাঁহা হইতে পৃথক্ নহি। ইত্যাদিরূপ সমস্ত বেদান্তের সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করি। অতএব উপসংহারে বলা আবশ্যক যে, "ব্রহ্মাপ্যেতি," অর্থাৎ জীব ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়, ইহা ঔপচারিক কথা বৈ কখনই বাস্তবিক কথা নহে, কেবল অজ্ঞান বশতঃ বিপরীতবুদ্ধিযুক্ত জীবের দেহসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার নিমিত্তই এই "ব্রহ্মাপ্যেতি" ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্তির কথা উক্ত হইয়াছে॥ ৬॥

তদেষ শ্লোকো ভবতি যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুত ইতি। তদ্যথাহিনির্ল্বয়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীতৈবমেবেদꣳ শরীরꣳ শেতে অথায়মশরীরোঽমৃতঃ প্রাণো ব্রহ্মৈব তেজ এব সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ॥ ৭॥

ইতঃপূর্ব্বে স্বপ্ন ও জাগরণ অবস্থাদ্বয়ে আত্মার গতি সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া জীবের সাংসারিক গতি নিরূপিত হইয়াছে এবং তৎপ্রসঙ্গে সংসারপ্রাপ্তির কারণ অবিদ্যা, কর্ম্ম ও অপরা বিদ্যা—তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। যে সকল দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ উপাধির অভিমানে আত্মা সাংসারিক সুখ-দুঃখ ভোগ করে, সে সমুদয় যথাযথ কথিত হইয়াছে; সেই সকল কার্য্যকারণরূপ উপাধিসমূহের ধর্ম্ম ও অধর্ম্মই সাক্ষাৎ কারণ, ইহা পূর্ব্বপক্ষরূপে উল্লেখ করিয়া পরে এক কামনাকেই সকলের মূল বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, এই বিষয়টি যেমন ব্রাহ্মণ দ্বারা নিরূপিত, ঐরূপ মন্ত্রও তাহার প্রকাশক। অর্থাৎ মন্ত্রও এইরূপে জীবের বন্ধস্বরূপ ও সংসারবন্ধনের কারণ নিরূপণ করিয়া উপসংহারে 'কামনাবান্ ব্যক্তি আবদ্ধ হয়' এ কথার দ্বারা প্রকরণ শেষ করা হইয়াছে। অতঃপর নিষ্কাম ব্যক্তির মোক্ষভাব যে সর্ব্বময়তালাভ, তাহা সুষুপ্তি দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থিত করিয়া মোক্ষের কারণরূপে আত্মলাভেচ্ছাধীন আপ্তকামতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই আত্মকামতা ও তাহার কার্য্য আপ্তকামতা, যখন আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে সিদ্ধ হয় না, এ জন্য ব্রহ্মবিদ্যাই মুক্তির কারণরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যদিও পূর্ব্বে এক কামনাই সংসারের কারণরূপে নির্ণীত আছে, তথাপি মোক্ষ কারণ ব্রহ্মবিদ্যার বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী অবিদ্যাই যে বন্ধের কারণ, এ কথাও ফলতঃ বলা হইল। এই ব্রাহ্মণে মোক্ষস্বরূপ ও মোক্ষের কারণ কথিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা নানাবিধ বিরুদ্ধমতে জড়িত ও সংশয়িতভাবে বর্ত্তমান, তাহার দূরীকরণার্থ এই মন্ত্র উল্লিখিত হইতেছে। যখন এই যোগীর হৃদয়ে রূঢ় ঐহিক ব্যাপার লৌকিক কামনাসমূহ যাহারা এই পুরুষের বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়াই আছে, তৎসমুদয় ক্ষীণ হয় অর্থাৎ যখন ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি আত্মকামনায় মগ্ন থাকিয়া অন্যান্য সমস্ত কামনায় জলাঞ্জলি দেন, তখন বিষয়কামনা স্বয়ংই পরিপুষ্টির অভাবে বিশীর্ণ হয়।

অতঃপর বিদ্বান্ পুরুষ জীবৎ অবস্থায়ই অমৃত বা মুক্ত হয়, অর্থাৎ এই বর্ত্তমান শরীরে বিদ্যমান থাকিয়াই ব্রহ্মভাব ভোগ করে—বিমুক্তি লাভ করে। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, কাম্যমাত্রই অনাত্মবিষয়ক ও অবিদ্যামূলক, তাহার কাম নাই, অবিদ্যাই মৃত্যু, সুতরাং অবিদ্যার বিনাশে যোগী অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। আর এই শরীরে থাকিয়াই মুক্তিভাগী হ'ন, এ কথা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, মোক্ষ কখনই দেশান্তরে গমনাপেক্ষী নহে। সেই জন্যই বিদ্বান্ পুরুষের প্রাণসমুদয় আর উৎক্রান্ত না হইয়া যথাভাবে অবস্থিত থাকিয়াই স্ব-কারণ-পুরুষে বিলীন হইয়া যায়; কেবল নামমাত্র অবশিষ্ট থাকে; এ কথা পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, প্রাণসমূহ এবং এই দেহপিণ্ড স্ব-কারণে বিলীন হইলে পর বিদ্বান্ পুরুষ এখানেই বিমুক্ত হয় এবং সর্ব্বাত্মা হইয়াও পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ দেহধারণরূপ সংসার প্রাপ্ত হয় না কেন? দৃষ্টান্ত দ্বারা এ বিষয়ের সমাধান করা হইতেছে। দেখা যায়, যেমন অহির (সর্পের) নির্ব্বয়নী—নির্ম্মোক (খোলস) জীর্ণ হইলে সর্পের আবাসভূমি বল্মীকাদিতে অনাত্মভাবে অর্থাৎ ইহা আমার নহে বা আমি নহি, এই ভাবে, পরিত্যক্ত হইয়া পতিত থাকে, ঠিক এইরূপই সর্পস্থানীয় মুক্ত-পুরুষ কর্তৃক অনাত্ম-ভাবে পরিত্যক্ত শরীরও মৃতবৎ শয়ান থাকে। কিন্তু সর্ব্বাত্মভাবপ্রাপ্ত ও সর্প-স্থানীয় সেই মুক্তপুরুষ সর্পের ন্যায় দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াও অশরীর অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ (অজ্ঞান অবস্থার ন্যায়) শরীরাভিমানী হন না। তাহার কারণ এই,—পূর্ব্বে জীব কেবল কামকর্ম্মাদির বাধ্যতাবশতঃ শরীরাভিমানী ও তন্নিবন্ধন মরণ-ধর্ম্মী হইয়া-ছিলেন, সম্প্রতি তাঁহার সেই কাম চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং তিনি অশরীর, অতএব তিনি অমৃত ও প্রাণ, অর্থাৎ পরমাত্মা; প্রাণ জীবনধারণের কারণ বলিয়া এবং "প্রাণস্য প্রাণম্," এই 'পর-শ্রুতিতে 'প্রাণের প্রাণ' বলিয়া উল্লেখ থাকায় এবং অন্যত্রও "প্রাণবন্ধনং হি সৌম্য মনঃ," ইত্যাদি শ্রুতিতে মন প্রাণ-বন্ধনে আবদ্ধ এইরূপ নির্দ্দেশ হেতু আর এই প্রকরণের তাৎপর্য্য-পর্য্যালোচনা-বলেও জানা যায় যে, এখানে প্রাণ-শব্দ পরমাত্মার বাচক, এবং ইহাই ব্রহ্ম—পরমাত্মা। ব্রহ্ম বলিলে পদ্মযোনিকেও বুঝায়, এই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য ভাষ্যকার বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করত শ্রুতির অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন যে, "কিং তৎ?" অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম কে? উত্তর—সেই ব্রহ্মতেজই অর্থাৎ বিজ্ঞান-জ্যোতিই, যে আত্মজ্যোতির্দ্বারা অবভাসিত জগৎ সচেতনভাবে নিখিল জ্যোতির কার্য্য সম্পাদন-পূর্ব্বক অবিচ্যুত অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহা সেই

তেজ। ইতঃপূর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক্য প্রসন্ন-চিত্তে রাজা জনককে মোক্ষলাভোপযোগী যে কাম-প্রশ্নরূপ অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে প্রশ্নাধিকাররূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন, জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদাকারে সেই বন্ধ মোক্ষ ও তদুপায়সমূহ শ্রুতি—হেতু সহকারে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকসমন্বয়ে সবিস্তারে নির্ণীত করিয়া মুক্তিকামী জীবগণকে সংসারপারের উপায় প্রদর্শন করিলেন।

এক্ষণে শ্রুতি নিজেই জনকের বিদ্যা-নিষ্ক্রয়ার্থ—ঋণ পরিশোধার্থ জনকের মুখে এই বাক্য বলিতেছেন,—কিরূপ ? বিদেহাধিপতি জনক বলিলেন,—ভগবন্! (যাজ্ঞবল্ক্য!) আমি আপনার এই প্রকার উপদেশে মুক্তির পথ পাইলাম ; অতএব এই ব্রহ্ম-বিদ্যার প্রতিদানস্বরূপ সহস্র গো দান করিতেছি ॥ ৭ ॥

তদেতে শ্লোকা ভবন্ত্যণুঃ পন্থা বিততঃ পুরাণো মাং স্পৃষ্টো-ঽনুবিত্তো ময়ৈব্য তেন ধীরা অপি যন্তি ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গং লোকমিত উর্দ্ধ্বা বিমুক্তাঃ ॥ ৮ ॥

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এই প্রকারে মোক্ষ-পদার্থ নিরূপিত হইবার পরও বিদেহ-রাজ জনক রাজ্য এবং আত্মা পর্য্যন্তও কেন যাজ্ঞবল্ক্যের উদ্দেশে অর্পণ করিলেন না ? পূর্ব্বে মোক্ষ-পদার্থের একদেশমাত্র নিরূপণেও যখন সহস্র গো দান করিয়াছেন, তখন তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ মোক্ষ-পদার্থ শ্রবণের পর রাজ্য ও আত্মার দান খুবই উপযুক্ত। ইহা না হইয়া পুনশ্চ সহস্র গো-দানের প্রস্তাব কেন ? এই প্রশ্নোত্তরে কেহ কেহ বলেন যে, অধ্যাত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞান-শ্রবণোৎসুক রাজা জনক একবার ব্রাহ্মণাকারে শ্রুত বিষয়ও পুনর্ব্বার শ্লোক বা মন্ত্রাকারে শ্রবণের নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছিলেন, এই নিমিত্তই ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি সমস্ত অর্পণ করেন, তিনি মনে করিয়াছেন—যাজ্ঞবল্ক্য হইতে আরও স্বীয় অভিপ্রেত বিষয় শ্রবণ করিয়া শেষে যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিব। কিন্তু যদি অগ্রেই সর্ব্বস্ব দান করি, তবে এই যাজ্ঞবল্ক্য আমাকে শ্রবণ-বিষয়ে নিবৃত্তাভিলাষ মনে করিয়া হয় ত আর মোক্ষোপদেশক শ্লোকসমূহ বলিতে না পারেন, এই ভয়ে রাজা আপনার শ্রবণেচ্ছা জ্ঞাপনের নিমিত্ত কেবল সহস্র গো-দান করিতেই প্রতিশ্রুত হইলেন ; কিন্তু তাঁহাদিগের এই কল্পনা অসৎপুরুষের কল্পনার মত অসার, ইহাতে যুক্তির লেশমাত্রও নাই। বিশেষতঃ স্বতঃপ্রমাণভূতা শ্রুতির কোনমতেই এরূপ ছল সম্ভব হইতে পারে না, যাহাতে তাঁহারা শ্রুতির ব্যাজ

উদ্দেশ্য কল্পনা করিলেন। আর যখন মোক্ষ সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ কল্পনা করিলে উপপত্তি হয়, তখন তাহা ত্যাগ করা কখনই উচিত নহে। বক্তব্য শেষ এই যে, মোক্ষপদার্থ উক্ত হইলেও আত্মজ্ঞানের সাধন ও আত্মজ্ঞানের অঙ্গ-স্বরূপ সর্ব্বকামনা-পরিত্যাগস্বরূপ সন্ন্যাস, এই মোক্ষের অঙ্গ বা সাধন অদ্যাপি বলা হয় নাই—তাহা অবশ্যই বক্তব্য, এই জন্য মোক্ষ সম্বন্ধে উক্তি অসম্পূর্ণ। এই অসম্পূর্ণতার পরিপূরণের জন্য জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন যে, আপনাকে সহস্র গো দান করিব। নচেৎ জনকের শ্লোকমাত্র শ্রবণেচ্ছায় ঐরূপ কুটিল কল্পনা অত্যন্ত অন্যায্য। যেখানে অন্য উপায় নাই, সেইখানেই অগত্যা পুনরুক্ত বিষয়ের কল্পনা করা হয়; কিন্তু যেখানে গতি আছে, সেখানে ঐ কল্পনা অতীব অসঙ্গত। যদি বল যে, সন্ন্যাসস্তুতির জন্যই এইরূপ বলা হইয়াছে, অর্থাৎ "সন্ন্যাস" এত উপাদেয় যে, ন্যায়বান্ রাজা অবৈধ ছল গ্রহণ করিয়াও তাহা শ্রবণে লালায়িত। এইরূপ কল্পনাও সঙ্গত যে হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। আপত্তি হইতে পারে যে, যদি সম্পূর্ণ মোক্ষ বিষয়টি শুনিবার জন্য রাজা ঐরূপ প্রতিশ্রুতি করিতেন, তবে পূর্ব্বপূর্ব্ব বারের ন্যায় এবারেও নিশ্চিত রাজা "অত ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহি," ইহার পর আমাকে মুক্তির উপায়ই বলুন—এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেন? উত্তর—না, এ আপত্তি দোষাবহ নহে। কারণ, আত্ম-জ্ঞান যেমন মোক্ষের প্রতি নিয়ত কারণ, কিন্তু সন্ন্যাস ঠিক তাদৃশ নিয়ত কারণ নহে। পরন্তু সন্ন্যাস প্রতিপত্তি কর্ম্মের মত বা জ্ঞানাঙ্গ উপাসনার মত পাক্ষিক কারণ মাত্র, যেহেতু স্মৃতি বলিয়াছেন, "সন্ন্যাসেন তনুং ত্যজেৎ" সন্ন্যাস-গ্রহণ-পূর্ব্বক তনু ত্যাগ করিবে, মনে হয়, শ্রুতি স্পষ্টতঃই সন্ন্যাসের কর্ত্তব্যতা বা অনুষ্ঠেয়তা প্রমাণিত করিতেছেন, সুতরাং সন্ন্যাসের সাধনতা পক্ষে 'বিমোক্ষায় ব্রূহি' ইত্যাদি প্রশ্ন সঙ্গত হইতে পারে না। যেহেতু, ঐ সন্ন্যাস মোক্ষের সাধনভূত আত্মজ্ঞানের পরিপক্কতা-সম্পাদক, কাজেই মোক্ষের সাধন কি? এ জিজ্ঞাসাও সন্ন্যাস পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে না। যাক্ সে কথা, এক্ষণে আত্ম-কাম ব্রহ্মবিদের যে মোক্ষ হয়, এই মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ-নিরূপিত বিষয়ের বিস্তৃত তাৎপর্য্য-প্রতিপাদক শ্লোক সকল কথিত হইতেছে। এই পথ অর্থাৎ মোক্ষপথ অণু অর্থাৎ অতিদুর্জ্ঞেয় বিধায় সূক্ষ্ম অথচ বিতত বিস্তীর্ণ। অথবা বিতত পাঠ স্থানে বিতর পাঠ থাকিলে, বিশেষরূপে সংসার-তরণের হেতু এবং অতি পুরাণ অর্থাৎ অনাদি শ্রুতি-প্রকাশিত বিধায় চিরন্তন—নিত্য, কিন্তু আধুনিক তার্কিকগণের বুদ্ধিপ্রসূত কুদৃষ্টি ও কুমার্গের ন্যায় নূতন নহে। শুধু

তাহাই নহে, এই পথ আমাকে স্পর্শ করিয়াছে, অর্থাৎ আমি (মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি) তাহা লাভ করিয়াছি; কেন না, যে যাহাকে লাভ করে, সে তাহাকে স্পর্শ করে বলিয়া মনে হয়, অতএব এই ব্রহ্ম-বিদ্যারূপ পথ আমা কর্তৃক লব্ধ হওয়ায় 'আমাকে স্পর্শ করিয়াছে' বলিতেছি। কেবল লাভ নহে, আমি ইহাকে অনুবেদনও করিয়াছি, লাভ হইতে অনুবেদনের বৈশিষ্ট্য এই যে, লাভ জ্ঞান-সম্বন্ধমাত্র, কিন্তু ইহা অধিগম। কেবল লাভ করিয়াছি, এমত নহে—আমি তাহাকে অনুবেদন—অনুব্যবসায়েও বুঝিয়াছি। যেমন ভোজন বলিলে ভোজনের শেষ—তৃপ্তি হওয়া পর্য্যন্ত বুঝায়, তেমন বিদ্যার পরিপাক অর্থাৎ চরমফলপ্রাপ্তি বা সাক্ষাৎকার অনুবেদন শব্দের প্রতিপাদ্য।

এ কথায় এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, এই মন্ত্রদর্শীই (যাজ্ঞবল্ক্য) কি কেবল ব্রহ্মবিদ্যারূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন?—অন্য কেহই পান নাই যে, "আমা কর্তৃকই এই মোক্ষপথ লব্ধ (অনুবিত্ত) হইয়াছে" বলিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিতেছেন? উত্তর—ইহা দোষের কথা কি? এই ব্রহ্মবিদ্যার পরমোৎকৃষ্ট ফল আত্মসাক্ষিক অর্থাৎ একমাত্র আত্মার অনুভূতির বিষয় হইলেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়, এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতি করাই এখানে প্রধান উদ্দেশ্য। ইহার তাৎপর্য্য এই—আত্ম-তত্ত্ব জ্ঞান আত্মপ্রতীতিগম্য হইলে এই প্রকার কৃতার্থতা-সম্পাদনের কারণ হয়। সুতরাং ইহা হইতে আর কি পরম বস্তু হইতে পারে? এই প্রকারে ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতি করাই হইয়াছে এবং এই স্তুতিই এ স্থানে প্রধান উদ্দেশ্য, তদ্ভিন্ন ইহা বক্তব্য নহে যে, অন্য কোন ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যার ফল পান নাই। যেহেতু, "তদ্যো যো দেবানাম্," এখানে যে যে বলিয়া অন্যান্য ব্রহ্মজ্ঞগণের কথা বলা হইয়াছে। এখানে শ্রুতিও এই কথাই বলিতেছেন যে, প্রজ্ঞাবান্ অন্যান্য ব্রহ্মবিদ্‌গণও এই ব্রহ্মবিদ্যা-পথে জীবদ্দশায়ই বিমুক্ত হইয়া পশ্চাৎ দেহপাতের পর ব্রহ্ম-বিদ্যার ফলস্বরূপ স্বর্গলোক অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শ্রুতিস্থ "স্বর্গলোক" শব্দ সাধারণতঃ সুরলোকের বাচক হইলেও এখানে মোক্ষপ্রকরণে পঠিত হওয়ায় মোক্ষের বোধক ॥ ৮ ॥

তস্মিঞ্ছুক্লমুত নীলমাহুঃ পিঙ্গলং হরিতং লোহিতঞ্চ এষ পন্থা ব্রহ্মণা হানুবিত্তঃ। তেনৈতি ব্রহ্মবিৎপুণ্যকৃত্তৈজসশ্চ ॥৯॥

সেই মোক্ষসাধনপথে মুমুক্ষুগণের নানাবিধ মতভেদ আছে। তাহা কি প্রকার, যথা—কোন কোন মুমুক্ষু বলেন যে, তাহা (পথ) শুক্ল অর্থাৎ শুদ্ধ নির্ম্মল। অপরে বলেন—নীল। অন্যে বলেন—পিঙ্গল অর্থাৎ অগ্নি-শিখার তুল্য। অপরাপরেরাও যাহার যেরূপ জ্ঞান তদনুসারে হরিত, লোহিত প্রভৃতি রূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন। যাহাই হউক, এই সকল মোক্ষপথ শ্লেষ্মাদি রসপরিপূর্ণ সুষুম্নাদি নাড়ী ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ইহাদিগকেই "শুক্ল, নীল, পিঙ্গল" ইত্যাদি নানা বর্ণবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। অথবা "এষ শুক্ল এব নীল" ইত্যাদি অন্য শ্রুতি দেখিয়া বাদিগণ মোক্ষপথকে এইরূপ বর্ণবিশিষ্ট আদিত্যরূপে কল্পনা করেন। বাস্তবিকপক্ষে জ্ঞানমার্গে উক্ত শুক্লাদি বর্ণের একান্ত অসম্ভব হেতু এই কথিত শুক্লাদি পথ সকল যে প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যা-পথ হইতে পৃথক্, এ বিষয়ে সন্দেহই নাই। যদি বল, অদ্বৈতমার্গ শুক্ল অর্থাৎ শুদ্ধস্বরূপ, এইরূপ অর্থ করিলে সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। তাহাতে বাধা কি? উত্তর—না, তাহা হয় না। কারণ, এ স্থলে শুক্ল শব্দ নীল-পীতাদি শব্দের সহিত একত্র পঠিত আছে, অর্থাৎ যদিও শুক্ল-শব্দের শুদ্ধ অর্থ ধরিয়া অদ্বৈত-পথের পক্ষে কথঞ্চিৎ সঙ্গতি করা যায়, তথাপি যখন হরিত-পীতাদি বর্ণ-(রঙ) বাচক শব্দ সকল উহার সঙ্গে পঠিত, অথচ তাহাদের অর্থান্তর হওয়াও অসম্ভব, তখন শুক্লশব্দও যে শুভ্রবর্ণবাচক, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। যোগিগণ যে সকল শুক্লাদি পথকে মোক্ষ-পথ বলিয়া থাকেন, তাহারাও প্রকৃত মোক্ষ-পথ নহে; বিচার করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, উহারা সাংসারিক পথই; কারণ, "চক্ষু হইতে বা মস্তক হইতে কিম্বা অন্যান্য শরীরাবয়ব হইতে নির্গত হয়" ইত্যাদি শ্রুতিতে সংসারগতিতেই শারীর অঙ্গ হইতে উৎক্রমণ উক্ত থাকায় ঐ সমস্ত পথ ব্রহ্মলোকাদি-প্রাপক ব্যতীত মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় নহে। অতএব ইহাই মোক্ষমার্গ, যাহাতে জ্ঞানিগণের আত্মকামনায় অন্যান্য কামনার চরিতার্থতা বশতঃ আর বিষয়কামনা উদিত হয় না, পরন্তু সর্ব্ববিধ কামনার ক্ষয় হইলে পর সংসারে পুনরাগমনেরই অভাব ঘটে; অতএব চক্ষুরাদি কার্য্যকরণসমষ্টির ইহ-জগতে যে প্রদীপনির্ব্বাণের মত চিরবিলয়, ইহাই জ্ঞান-পথ এবং এই পথই সর্ব্ব-কামত্যাগী পরমাত্মরূপী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অনুবিত্ত বা অনুভূত। অন্য ব্রহ্মবিৎ পুরুষও সেই পথে গমন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্ম-বিদ্যা-পথে অন্যান্য ব্রহ্মবিৎ গমন করে। কিন্তু কিরূপ ব্রহ্মবিৎ সেই পথে গমন করে, তাহা বলা হয় নাই; এক্ষণে তাহা বলা হইতেছে। যিনি পূর্ব্বজন্মে প্রথমতঃ পুণ্যকর্ম্ম করিয়া পরে পুত্র, বিত্ত প্রভৃতি কামনা ত্যাগ করিয়া পরমাত্মতেজে আত্ম-সংযোজন পূর্ব্বক

(দেহত্যাগান্তে) ইহ-জগতে তৈজস আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাদৃশ ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিই ঐ পথ দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। কিন্তু এখানে 'পুণ্যকৃৎ' শব্দে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়কারী অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্ম ও জ্ঞানের যুগপৎ অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তি অভিপ্রেত নহে। কারণ, তাহা হইলে পূর্ব্বাপর বিরোধ হয়, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; বিশেষতঃ স্মৃতিশাস্ত্রও যখন বলিয়াছেন যে, "অপুণ্য-পুণ্যোপরমে যং পুনর্ভব-নির্ভয়াঃ। শান্তাঃ সন্ন্যাসিনো যান্তি তস্মৈ মোক্ষাত্মনে নমঃ।" অর্থাৎ সমস্ত পাপ, পুণ্যের উপশম হইলে পুনর্জন্মভয় হইতে নির্মুক্ত শান্ত সন্ন্যাসিগণ যাঁহাকে প্রাপ্ত হন, সেই মোক্ষরূপীকে নমস্কার ইত্যাদি। পুনশ্চ মুক্তিপথে যখন "ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ" অর্থাৎ ধর্ম্ম অধর্ম্ম উভয়ই ত্যাগ কর ইত্যাদি উপদেশ আছে এবং "নিরাশিষমনারম্ভং নির্নমস্কারমস্তুতিম্। অক্ষীণং ক্ষীণকর্ম্মাণং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।" অর্থাৎ যিনি অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তিবিষয়ে নিস্পৃহ ও তন্নিমিত্ত চেষ্টাশূন্য, যিনি নমস্কার ও স্তুতির অতীত, যিনি অনিষিদ্ধকর্ম্মা অথচ যাঁহার কর্ম্ম সমুদয় সমাপ্ত হইয়াছে, এতাদৃশ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া থাকেন। শুধু ইহাই নহে, "নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তং যথৈকতা সমতা সত্যতা চ।" ব্রাহ্মণের ইহার মত বিত্ত (অর্থ) আর নাই, যেমন সর্ব্বভূতে একাত্মবোধ, সমদর্শিতা, সত্যপরায়ণতা, সৎস্বভাব, ন্যায্য পক্ষে স্থিতি, দণ্ডগ্রহণ, সরলতা ও সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগ প্রধান সম্পৎ। অধিক কি, এখানে স্বয়ং শ্রুতিও উপদেশ করিবেন যে, "এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য"; ব্রহ্মবিদের ইহাই স্থির মাহাত্ম্য যে, তিনি কর্ম্ম দ্বারা উপচয় বা অপচয় প্রাপ্ত হন না।

এই প্রকার কর্ম্মাভাবের প্রতি নানাবিধ হেতুবাদ বলিয়া পরিশেষে "তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ শান্তো দান্তঃ" অর্থাৎ 'সেই কারণে ব্রাহ্মণ শান্ত ও দান্ত হইয়া, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞের সর্ব্বক্রিয়া হইতে বিরামের উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং পুণ্যকর্ম্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয়কারী ব্যক্তি যে ব্রহ্মবিৎ শব্দের বোধ্য নহে, এ বিষয়ে উল্লিখিত স্মৃতিবাক্যই যথেষ্ট প্রমাণ। অতএব "পুণ্যকৃৎ" শব্দের যেরূপ অর্থ আমরা করিয়াছি (যিনি পূর্ব্বজন্মে অশেষ পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানের পর সর্ব্ববিধ কামনা বর্জ্জন করিয়া পরমাত্মজ্যোতিতে স্বীয় আত্মা সংযোজিত করিয়াছেন, তিনিই পুণ্যকৃৎ), তাহাই উত্তম। অথবা 'যো ব্রহ্মবিৎ' ইত্যাদি শ্রুত্যংশের অন্য উদ্দেশ্য—যিনি ব্রহ্মবিৎ, সেই পথে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, তিনিই পুণ্যকৃৎ এবং তৈজস, এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞের স্তুতি করা হইয়াছে। কারণ,

পুণ্যকারী ও তৈজস যোগী ব্যক্তির যে মহা-সৌভাগ্য, তাহা জগতে সংসারে বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ আছে, সেই জন্য ব্রহ্মজ্ঞের প্রশংসার্থ এইরূপ স্তুতি করা হইয়াছে মাত্র ॥ ৯ ॥

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যয়াꣳ রতাঃ ॥ ১০ ॥

যাহারা ব্রহ্মবিদ্যা ত্যাগ করিয়া ফলসাধন ও অনুষ্ঠানাত্মক অবিদ্যার উপাসনা করে অর্থাৎ বৈদিক কর্ম্মে নিরত থাকে, তাহারা সংসারভোগের কারণ অজ্ঞানাত্মক অন্ধতমে প্রবিষ্ট হয় অর্থাৎ কদাচ আত্মদর্শন করিতে পারে না, এবং তাহা অপেক্ষাও বহুতর—গাঢ়তর তমোরাশিতে তাহারা প্রবেশ করে, যাহারা বিদ্যারূপিণী অথচ অবিদ্যাময় কর্ম্মপ্রতিপাদিকা ত্রয়ী-(বেদ) রূপা বিদ্যাতে সম্পূর্ণভাবে রত থাকে অর্থাৎ বিধি ও নিষেধকেই বেদের একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করে, স্বতন্ত্র উপনিষদ (ব্রহ্মজ্ঞান) প্রাপ্য বেদের প্রতিপাদ্য বস্তু যে আছে, তাহা জানে না ॥ ১০ ॥

অনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাঽঽবৃতাঃ তাꣳস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্ত্যবিদ্বাꣳসোঽবুধো জনাঃ ॥ ১১ ॥

যদি বল, তাহারা যদি ব্রহ্মের অদর্শন অর্থাৎ গাঢ় তমোরাশিতে প্রবেশ করে, তাহাতে ক্ষতি কি ? তাহা বলা হইতেছে—অনন্দ অর্থাৎ নিরানন্দ বা অসুখ নামে যে সকল লোক (স্থান) আছে, সেই সকল স্থানই ঐ অদর্শনরূপ অন্ধকারে আবৃত অর্থাৎ কেবল অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে পরিপূর্ণ, সুখের লেশমাত্র তাহাতে নাই। যাহারা অবিদ্বান্, তাহারাই এই অনন্দ নামক লোকে গমন করে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, অবিদ্বান্ কাহাদিগকে বলে ? যাহারা সাধারণতঃ অজ্ঞানী, তাহারাই কি সেই অনন্দ নামক লোকে গমন করে ? না অন্য কেহ ? উত্তর—তাহা নহে। যে জ্ঞান ব্রহ্মবিষয়ক নহে, সেই জ্ঞানে জ্ঞানী না হইলেই তাহাকে অবিদ্বান্ বলা হয়, নচেৎ কেবল শাস্ত্রজ্ঞান জ্ঞানই নহে। এই জন্য শ্রুতি বলিতেছেন—যাহারা "অবুধঃ" (তাহারাই গমন করে), এখানে অবুধ শব্দের

অর্থও আত্মতত্ত্বজ্ঞানরহিত অর্থাৎ যাহারা আত্ম-তত্ত্বসাক্ষাৎ করিতে অক্ষম, সেই সকল প্রাকৃত ও কেবল জন্মমরণশীল ব্যক্তিগণই সেই অনন্দ লোকে গমন করে ॥ ১১ ॥

আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনু সংজ্বরেৎ ॥ ১২ ॥

সহস্র লোকের মধ্যে যদি এক ব্যক্তিও সর্ব্বপ্রাণীর অন্তর্য্যামী এবং অশনায়াদি সর্ব্ববিধ সংসারধর্ম্মবর্জ্জিত হৃৎপদ্মস্থ আত্মাকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে বিশেষরূপে জানিতে পারে—তবে সে কোন্ তুচ্ছ কাম্যবস্তুর কামনায় পড়িয়া শরীরের অনুগত হইয়া ক্ষীণস্বরূপ ভ্রষ্ট হইবে? ইহা দ্বারা আত্মজ্ঞানের দুর্লভত্ব প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে কিরূপে তাঁহাকে জানিতে হইবে? তাহা কথিত হইতেছে। এই হৃদয়স্থ জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, সকল প্রাণীর প্রতীতির যিনি একমাত্র সাক্ষী এবং "নেতি নেতি" শ্রুতি দ্বারা যাঁহাকে একমাত্র পরিশিষ্ট-(অদ্বৈত) ভাবে লক্ষিত করা হইয়াছে। বিশেষতঃ যাহা হইতে অতিরিক্ত দ্রষ্টা শ্রোতা মনন (চিন্তা) কর্ত্তা ও বিজ্ঞাতা নাই, আমিই সেই; সর্ব্বভূতে স্থিত, নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত-স্বরূপ, এই প্রকারে যে আত্মাকে জানে, সে কি ফল ইচ্ছা করিয়া অর্থাৎ তাহা হইতে ব্যতিরিক্ত ফলমাত্রই যখন অসৎ, তখন কোন্ ফল ইচ্ছা করত এবং আত্মার ব্যতিরিক্ত কাহারই বা কামনায় অর্থাৎ যখন আত্মা এক অদ্বৈত, তখন কাহার কামনায় এবং যখন তাহার আত্মা সর্ব্বময়তা লাভ করিয়াছে, তখন কাম্য দ্বিতীয় বস্তুর অভাবে অর্থাৎ তদ্ব্যতীত অন্য বাস্তব কাম্য বস্তুর অসত্তায় কামনাও (ইচ্ছা) হইতেই পারে না। অতএব সে কি ইচ্ছা করত ও কিসেরই বা কামনায় শরীরোপাধিজনিত দুঃখে দুঃখী হইবে? এবং শরীরের তাপে সে কেন তাপিত হইবে? যেহেতু, অনাত্মদর্শী ব্যক্তিরই তদতিরিক্ত বস্তুবিশেষে এইরূপ কামনা হইতে পারে যে, আমার ইহা হউক, পুত্রের এটি হউক, ভার্য্যার উহা হউক ইত্যাদি। আর এইরূপ বিবিধ বাসনা বশতঃ পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদি পরম্পরায় পতিত হইয়া শরীরগত দুঃখের অনুসারে শরীরাত্মাভিমানী জীব দুঃখ অনুভব করে; কিন্তু যিনি সর্ব্বত্র আত্মভাবদর্শী, তাঁহার পক্ষে ঐ দুঃখভোগ অসম্ভব ॥ ১২ ॥

যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মাঽস্মিন্ সন্দেহ্যে গহনে প্রবিষ্টঃ। স বিশ্বকৃৎ স হি সর্ব্বস্য কর্ত্তা, তস্য লোকঃ স উ লোক এব ॥ ১৩ ॥

সম্প্রতি সর্ব্বাত্মদর্শীর পক্ষে যে কেবল উক্ত দুঃখানুভব ও পুত্রাদি কামনা অসম্ভব, তাহা নহে, পরন্তু কৃতার্থতালাভও ঘটে, এক্ষণে তাহাই বর্ণিত হইতেছে। যে ব্রহ্মজ্ঞের মোক্ষপদ লব্ধ হইয়াছে,' অর্থাৎ যিনি জ্ঞান-প্রভাবে অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে প্রতিবোধ লাভ করিয়া বক্ষ্যমাণ প্রকারে আত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তিনি বিশ্বকর্ত্তা হন। সেই প্রকার এই যে "আমি পরম ব্রহ্ম" এইরূপে অন্তর্গত জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত অভিন্নভাবে যিনি অবগত আছেন, যিনি বুঝিয়াছেন, এই অনেক অনর্থসঙ্কুল অতএব বিষম ও শত সহস্র বিজ্ঞান্ এবং বিবেকের শক্রময় শরীরমধ্যে পরমাত্মা প্রবিষ্ট আছেন, তাঁহাকে যিনি বিবেকসাহায্যে লাভ করিয়াছেন, তিনিই বিশ্ব-কৃৎ অর্থাৎ বিশ্বের কর্ত্তা।

আশঙ্কা হইতে পারে, সেই পুরুষের বাস্তবিক কি কোন প্রকার বিশ্বকর্তৃত্ব আছে? না বিশ্বকৃৎ তাঁহার একটি নাম মাত্র? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতে-ছেন যে, যেহেতু তিনি সর্ব্বজগতের কর্ত্তা, সেই জন্যই বিশ্বকৃৎ—কেবল নাম মাত্রে নহে। আর তিনি যে অন্যের আদেশে প্রেরিত হইয়া বিশ্বকৃৎ, তাহাও নহে—পরন্তু সমস্ত লোকই তাঁহার। তবে কি অন্য লোক ভিন্ন এবং তিনিও ভিন্ন? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে, না, তাহাও নহে। তিনি নিজেই লোক অর্থাৎ আত্মা, সকলই তাঁহার আত্মা এবং তিনিও সকলের' আত্মা। এই যে আত্মা ব্রহ্মবিদের নিকট প্রতিবুদ্ধ হইয়া সাক্ষাৎকৃত প্রতিবুদ্ধই যে আত্মা অনর্থসঙ্কুল গহন দেহে প্রবিষ্ট থাকিয়া সাংসারিক অশনায়াদি-বিশিষ্ট ও সুখ-দুঃখ-ভোগে নিরত, বাস্তবিক তিনি তাহা হইতে অতীত, নির্লিপ্ত, পরমাত্মরূপী; যেহেতু তিনি বিশ্বের কর্ত্তা সকলের আত্মা। মুমুক্ষুগণ "আমিই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মস্বরূপ" এইরূপ মনে মনে ধারণা করিবেন ॥ ১৩ ॥

ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্বয়ং ন চেদবেদির্ম্মহতী বিনষ্টিঃ। য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপি যন্তি ॥ ১৪ ॥

আর এই অনেক অনর্থময় দেহে বিদ্যমান থাকিয়াও এবং অজ্ঞানরূপ দীর্ঘ-নিদ্রায় বিমোহিত হইয়াও কোন প্রকারে—অতি কষ্টে সেই এক ব্রহ্ম তত্ত্ব আমরা জানিতে পারিয়াছি। অহো! আমরা কৃতকৃতার্থ হইয়াছি। আমাদের এত কষ্টের মধ্যে এইটুকু আশ্বাসের স্থান যে, আমরা ব্রহ্ম জানিতে পারিয়াছি। (ইহা আত্মার কৃতার্থতাজ্ঞাপক, সন্দেহ নাই।) আর যদি আমরা তাহা (প্রকৃত ব্রহ্ম) না জানিতাম, তাহা হইলে কি হইত? না, আমরা 'অবেদিঃ' অর্থাৎ অজ্ঞ থাকিতাম, আর তাহা হইলে আমাদের জন্মমরণাদিরূপ অনন্ত পরিমাণে বিনষ্টি অর্থাৎ বিনাশ হইত। অহো! আমরা সেই মহৎ বিনাশ-ভয় হইতে বিমুক্ত হইয়াছি! যেহেতু ব্রহ্মকে কথঞ্চিৎ জানিতে পারিয়াছি, এবং আমরা যেমন ব্রহ্ম পরিজ্ঞাত হইয়া মহৎ বিনাশভয় হইতে বিমুক্ত হইয়াছি, তেমন অপর যে কেহও সেই ব্রহ্ম পরিজ্ঞাত হয়, তাহারাও সেই জ্ঞানবলে অমৃত হইয়া থাকে; এবং যাহারা এই প্রকারে ব্রহ্ম জানিতে পারে নাই, তাহারা ব্রহ্মজ্ঞ হইতে ভিন্ন অর্থাৎ অব্রহ্মবিৎ। পুনশ্চ তাহারা জন্মমরণাদি দুঃখ-প্রবাহই প্রাপ্ত হয়। অবিদ্বান্‌গণ কখনই সেই দুঃখপ্রবাহ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না, পরন্তু অনাত্মাকে আত্মবোধ করিয়া অনবরত দুঃখযাতনাই ভোগ করিতে থাকে ॥ ১৪ ॥

যদৈতমনুপশ্যত্যাত্মানং দেবমঞ্জসা। ঈষানং ভূতভবস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে ॥ ১৫ ॥

মুমুক্ষু ব্যক্তি যদি কখনও পূর্ব্ব-সুকৃতিবলে পরম কারুণিক কোন আচার্য্যের দর্শন পায় ও তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া এই কথিত প্রকারে আত্মাকে সাক্ষাৎ করে; কি ভাবে সাক্ষাৎকার করে? না, তিনি দেব—অর্থাৎ স্বপ্রকাশ প্রাণিগণের কর্ম্মানুরূপ সর্ব্বফলের দাতা ও বর্ত্তমান ভূত-ভব্যের নিয়ন্তা, অর্থাৎ কালত্রয়ের প্রেরক, তখন সেই আত্মৈকদর্শী আর তাঁহার নিকট হইতে আত্মগোপন করিতে ইচ্ছা করে না, কেন না; আত্মভেদদর্শী ব্যক্তিমাত্রই ঈশ্বরের নিকট আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু এই ব্রহ্মৈকত্বদর্শীর ভয় কোথায়? এই জন্য সে তৎকালে আত্মজুগুপ্সা করে না। বিশেষতঃ, যখন জ্যোতির্ম্ময় সর্ব্ব-স্বামীকে (দেব ঈশানকে) নিজের আত্মস্বরূপে অবলোকন করে, সেই সময় কাহাকে নিন্দাও করে না। যে হেতু সে তখন সকলকেই আত্মভাবে দেখে; সুতরাং ঈদৃশ জ্ঞান-সম্পন্ন মহাপুরুষ কাহাকে নিন্দা করিবে? ॥ ১৫ ॥

যস্মাদর্ব্বাক্ সম্বৎসরোঽহোভিঃ পরিবর্ত্ততে। তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্ ॥ ১৬ ॥

আরও এক কথা, উৎপত্তিশীল বস্তুনিচয়ের সীমানির্দ্দেশক সেই সম্বৎসর কাল যে ঈশান হইতে নিম্নবর্ত্তী; কারণ, ঈশান হইতে বিভিন্ন পদার্থে তাহার আধিপত্য, সেই একটি কাল মাত্র সম্বৎসর যাঁহাকে (ঈশানকে) স্পর্শ করিতে না পারিয়া অর্ব্বাচীন (নিম্নস্তরে) ভাবে অহোরাত্রাদি স্বীয় অবয়ব দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। দেবগণ তাঁহাকেই জ্যোতিঃসমূহের জ্যোতিঃ বলিয়া থাকেন; কেন না, আদিত্যাদি জ্যোতির্মণ্ডল তাঁহারই জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া জগতের প্রকাশক। সুতরাং জ্যোতির্মাত্রেরই এই পরমজ্যোতিঃ পরমায়ুঃ; এই কারণেই দেবগণ ইহাকে অমৃত-জ্যোতিঃ বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। অন্য সমস্ত জ্যোতিরই বিনাশ আছে, কিন্তু এই পরমাত্মজ্যোতিঃ অবিনশ্বর। দেবগণ আয়ুঃস্বরূপে সেই জ্যোতির উপাসনার ফলে চিরায়ুঃ অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন। অতএব দীর্ঘ আয়ুঃ যাঁহার প্রার্থনীয়, তাঁহার পক্ষে এই ব্রহ্মকে আয়ুগুণবিশিষ্টরূপেই উপাসনা করা উচিত ॥ ১৬ ॥

যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ। তমেব মন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্ ॥ ১৭ ॥

গন্ধর্ব্ব, পিতৃপুরুষ, দেব, অসুর ও রাক্ষস এই পঞ্চ জন্ কিংবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ এই পঞ্চ বর্ণ এবং অব্যাকৃত আকাশ যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে। যে আকাশে সমস্ত সূত্র (বায়ু) ওতপ্রোতভাবে প্রতিষ্ঠিত ও "হে গার্গি! এই অক্ষরে ভূতাকাশ প্রতিষ্ঠিত," ইত্যাদি প্রকারে গার্গীর নিকট এই সূক্ষ্ম আকাশের কথাই পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, আমি সেই এই আত্মাকে অমৃতব্রহ্ম বলিয়া মনে করি, তদ্ভিন্ন আমি আত্মাকে অন্যরূপে জানি না। আমি জানি, আমি অমৃত, অবিনশ্বর, জ্ঞানময় ব্রহ্ম, কেবল অবিদ্যাবশে অজ্ঞান ও মরণধর্ম্মী হইয়াছিলাম, এক্ষণে আমার সে অবিদ্যা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি অমৃত—আমি জ্ঞানময়—নিজস্বরূপপ্রাপ্ত ॥ ১৭ ॥

প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো যে মনো বিদুঃ। তে নিচিক্যুর্ব্রহ্মপুরাণমগ্র্যম্ ॥ ১৮ ॥

আর যেহেতু প্রাণ যে শ্বাসপ্রশ্বাসাদি ক্রিয়া করে, তাহাও তাহার আত্মভূত চৈতন্যজ্যোতির স্পর্শে প্রকাশিত হইয়া থাকে, নচেৎ নহে। অতএব, সেই আত্মা প্রাণেরও প্রাণ,—চক্ষুরও চক্ষু—শ্রোত্রেরও শ্রোত্র। কেন না, প্রাণের মত চক্ষু ব্রহ্মশক্তি দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া আত্মলাভ করত দর্শনক্রিয়া সম্পন্ন করে, শ্রোত্র আত্মজ্যোতির সাহায্যে শ্রবণক্রিয়া নিষ্পাদন করিয়া থাকে; বেশি কি, সেই ব্রহ্মশক্তি দ্বারা অধিষ্ঠিত হইলেই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের দর্শনাদি ক্রিয়া করিবার সামর্থ্য হয়, নচেৎ সেই চৈতন্যাত্ম-জ্যোতির অনুগ্রহ ব্যতীত কাষ্ঠ-লোষ্ট্রাদির ন্যায় তাহারা অচল অবস্থায় পতিত থাকে। যাঁহারা জানেন যে, তিনি মনেরও মন, অমূর্ত্ত আত্মাকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না; আত্ম-জ্যোতিঃসম্পর্ক ব্যতিরেকে তাহাদের ক্রিয়া অসম্ভব, অতএব এই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার দেখিয়া যাঁহারা প্রত্যগাত্মার অস্তিত্ব অনুমিত করেন, তাঁহারাই জানেন যে, সেই ব্রহ্ম; পুরাণ—চিরন্তন, এবং অগ্র্য, সৃষ্টির আদিতেও স্থিত, "তদ্‌যদাত্মবিদো বিদুঃ" যাঁহারা সেই আত্মাকে জানেন, তাঁহারাই বিজ্ঞ, এ কথা অথর্ব্ববেদেও উক্ত হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥ ১৯ ॥

সম্প্রতি পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মদর্শনের সাধন বা উপায় অভিহিত হইতেছে। পরমার্থ-জ্ঞান দ্বারা যে মনের মালিন্য দূর হইয়াছে, একমাত্র সেই সংস্কৃত মন দ্বারাই আচার্য্যের উপদেশ অনুসারে আত্মাকে দর্শন করিবে, সেই দ্রষ্টব্য ব্রহ্মেতে কোন প্রকার নানাত্ব অর্থাৎ ভেদ নাই। যখন কোনরূপ বাস্তব নানাত্বই নাই, তখন আত্মায় অনুভূয়মান নানাত্ব একমাত্র অবিদ্যা দ্বারাই অধ্যারোপিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। সেই ব্যক্তি মৃত্যুর পরও দারুণ মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, যে এই আত্মাকে নানাভাবের ন্যায়ই দেখে। তাৎপর্য্য এই যে, অবিদ্যা দ্বারা আরোপ ব্যতিরেকে বাস্তবিক পক্ষে আত্মাতে কোন প্রকারই দ্বৈতভাব নাই ॥ ১৯ ॥

একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্। বিরজঃ পর-আকাশাদজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ ॥ ২০ ॥

যখন বাস্তবিক পক্ষে আত্মায় কোন ভেদই নাই, অতএব একধা অর্থাৎ এক প্রকারেই দর্শন করিবে। জানিবে যে, তিনি ঘনবিজ্ঞানময়, আনন্দৈকরস ও আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী। কারণ, এই ব্রহ্ম অপ্রমেয় অর্থাৎ সর্ব্ববিধ প্রমাণের অগোচর, তাহার কারণ, আত্মা এক— সর্ব্ববস্তুর সহিত একীভূত। যখন অন্য দ্বারাই অন্য প্রমাণিত হইয়া থাকে, তখন আত্মা দ্বিতীয়ের অভাবে প্রমেয় হইবে কি প্রকারে? পুনশ্চ তিনি ধ্রুব অর্থাৎ কূটস্থ---অবিচলিত স্থির। এজন্য তাঁহাকে নিত্য বিজ্ঞানময় বলিয়া জানিবে। আপত্তি হইতে পারে যে, ব্রহ্ম যদি অপ্রমেয় অর্থাৎ সর্ব্ববিধ প্রমাণের অবিষয় হয়, তবে জ্ঞাত হইতেছে বলা হয় কিরূপে? ইহা অতীব বিরুদ্ধ কথা; কেন না, "জ্ঞায়তে" বলিয়া যাঁহাকে প্রমাণ দ্বারা বিষয়ীকৃত (জ্ঞাত) বলা হইল, আবার অপ্রমেয় বলিয়া তাঁহারই নিষেধ করা হইতে পারে কিরূপে? উত্তর—না, ইহা দোষাবহ নহে, কারণ, অপ্রমেয় শব্দের তাৎপর্য্য অন্যরূপ—আগম-প্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রমাণ যেমন অন্য বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ করে, সেইরূপ আত্মার স্বরূপ প্রকাশ করে না, ইহাই তাহার অর্থ, অর্থাৎ অন্যান্য লৌকিক বস্তু যেমন অভ্রান্ত শাস্ত্রোপদেশ ব্যতীতই লৌকিক প্রমাণ দ্বারা পরীক্ষিত বা জ্ঞাত হয়, এই আত্মতত্ত্ব সেইরূপ শাস্ত্রাতিরিক্ত প্রমাণ দ্বারা পরিজ্ঞাত হয় না, বিশেষতঃ সর্ব্বাত্মভাব নিষ্পন্ন হইলে আর ভেদজ্ঞান থাকে না, সুতরাং তখন কে কাহার দ্বারা কাহাকে দেখিবে? "কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদি আগম-বাক্য আত্মার প্রমাণ-প্রমেয়ত্ব ব্যাপারের প্রতিষেধ করিয়াই স্বরূপ অবগত করে। কিন্তু কখনও অভিধান-অভিধেয়াদিরূপ বাক্যধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পারে না। একমাত্র আগম আত্মার স্বরূপ-প্রকাশক হইলেও উক্ত যুক্তিতে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ, অর্থাৎ বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ দ্বারা আত্মবস্তু প্রতিপাদন করা তাহার শক্তির অতীত। এই জন্যই প্রতিপাদক ব্যক্তি আগম দ্বারাও স্বর্গ-সুমেরু প্রভৃতি স্থূল পদার্থের ন্যায় "এই সে" বলিয়া আত্মস্বরূপ প্রতিপাদন করিতে পারে না। যেহেতু, আত্মতত্ত্ব ও প্রতি-পাদকের সেই আত্মা দুই-ই অভিন্ন স্বরূপ? প্রকৃত প্রতিপাদ্য ও প্রতিপাদকের স্বরূপ-ভেদ না থাকিলে কখনই প্রতিপাদন সম্ভব হইতে পারে না; অথচ এখানে প্রতিপাদ্য বিষয়টি প্রতিপাদয়িতারই আত্মভূত বা অভিন্ন। এখানে এরূপও শঙ্কা হইতে পারে যে, তাহা হইলে পরমেশ্বরের আগমজনিত জ্ঞান হয় কিরূপে? এই আশঙ্কা নিবারণার্থ ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, সেই আত্ম-বিষয়ক জ্ঞান অর্থে দেহাত্মবোধ-নিবৃত্তি পূর্ব্বক জীবাত্মার পরমাত্মভাবে নিষ্ঠা অর্থাৎ জীব পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, ইহার পোষণ, আর জীব যে আত্মা হইতে বিভিন্ন দেহাদিতে

আত্ম-ভাব পোষণ করে—তাহা ভ্রম, তাহার নিবৃত্তিবিধানই ইহার উদ্দেশ্য; ইহাই আগমজনিত জ্ঞান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাহাতে এই আত্মভাবস্থাপন জ্ঞানের উদ্দেশ্য নহে। কারণ, তাহাতে এই আত্মভাব নিত্যসিদ্ধ—ইহা অনুষ্ঠেয় বা বিধেয় হইতে পারে না, অথচ নিত্যসিদ্ধ হইলেও অবিদ্যাবস্থায় অসিদ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হয় মাত্র। অতএব অবাস্তব অনাত্ম-বিষয়ক জ্ঞানাভাস * নিবৃত্তি ব্যতীত এখানে জ্ঞানোপদেশ দ্বারা তাঁহাতে আত্মভাব বিহিত হইতেছে না। দেহেন্দ্রিয়াদিতে সংজাত—আত্ম-ভ্রম নিবৃত্ত হইলে পর স্বীয় আত্ম-গত যে, স্বাভাবিক আত্মভাব, তাহাই কেবল স্ফুরিত হয়, এই জন্য তখন আত্মা জ্ঞাত হয় বলিয়া প্রকাশ করা যায়। যদি বল, শাস্ত্রীয় জ্ঞান দ্বারাই যদি আত্মা ব্যাপ্ত বা বিষয়ীভূত হয়, তবে তাহার অপ্রমেয়ত্ব অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানের অব্যাপ্যত্ব বা অবিষয়ী-ভূতত্ব উক্তি মিথ্যা; এই আশঙ্কা অমূলক, যেহেতু, আত্মা স্বভাবতঃ অপ্রমেয় এবং আগম ভিন্ন অন্য কোন প্রকার প্রমাণ দ্বারা প্রমিত বা বিষয়ীকৃত হয় না, এই জন্য প্রমেয়; অতএব এই অপ্রমেয়ত্ব ও প্রমেয়ত্ব, উভয় কথাই অবিরুদ্ধ। সেই "আত্মা বিরজঃ," রজঃ অর্থে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ চিত্তের মল, তদ্রহিত এবং "পর" অর্থাৎ সমস্ত বস্তু হইতে ব্যতিরিক্ত, অথবা অব্যাকৃত সর্ব্বব্যাপী সূক্ষ্ম আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর, কিংবা অধিক ব্যাপক। পুনশ্চ, সেই আত্মা "অজ" অর্থাৎ তাঁহার জন্ম-মরণের প্রতিষেধ হেতু তিনি জন্মরহিত। এখানে আত্মার কেবল এক জন্ম প্রতিষেধ দ্বারাই জরা, বৃদ্ধি, মরণ প্রভৃতি সমস্ত জীব-ধর্ম্ম এবং অন্যান্য বিকার-নিচয়ও প্রতিষিদ্ধ হইল, কেন না, জন্মই সর্ব্ববিকারের একমাত্র মূল, যাহার জন্ম নাই, তাহার পক্ষে অন্য বিকারও নাই। পুনশ্চ তিনি "মহান্"—সর্ব্বপ্রকার মহৎ বস্তু অপেক্ষাও অত্যধিক পরিমাণশালী, এবং "ধ্রুব" অর্থাৎ অবিনাশী—স্থির ॥ ২০ ॥

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়াদ্বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনꣳ হি তদিতি ॥ ২১ ॥

তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ধীর ব্যক্তিগণ শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ অনুসারে সেই এই আত্মাকে বিজ্ঞাত হইয়া প্রজ্ঞা অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচার্য্যনির্দ্দিষ্ট বিষয়ে এই ভাবে

* যাহা যেরূপ বস্তু নহে, তাহার যে সেই প্রকারের জ্ঞান, অথচ আপাততঃ যাহা যথার্থ বলিয়া মনে হয়, তাহার নাম জ্ঞানাভাস।

মনন করিবে—যাহাতে সর্ব্বপ্রকার প্রশ্নের সমাধান হয়। এইরূপ প্রজ্ঞা লাভ করিতে হইলে তাহার সাধন সন্ন্যাস, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা ও সমাধির অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। কিন্তু বহু পরিমাণে শব্দের অনুষ্ঠান বা চিন্তা করিবে না। অর্থাৎ যে সকল শব্দ কেবল আত্মার একত্বপ্রতিপাদনে বদ্ধপরিকর, কেবল তাহাদেরই গবেষণা করিবে, তদ্ভিন্ন অন্য শব্দের আলোচনা দ্বারা আত্মদ্বৈত-সন্দেহের অবকাশ দেওয়া কোনরূপেই উচিত নহে। শ্রুতিও এখানে বহু শব্দে বহুবচন নির্দ্দেশ করিয়া চিন্তার নিষেধ করায় কেবলমাত্র আত্মার একত্বপ্রতিপাদক ও স্বরূপজ্ঞাপক শব্দসকল চিন্তা করিতে অনুমতি করিয়াছেন। এ জন্য আথর্ব্বণ শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, "ওম্ ইত্যেব ধ্যায়তাত্মানম্, অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ।" তাৎপর্য্য এই—হে মুমুক্ষুগণ! এক ওঙ্কারের মধ্যেই আত্মার স্বরূপ ধ্যান (চিন্তা) কর এবং অন্য বাক্য সকল পরিত্যাগ কর" ইত্যাদি—বহু শব্দ চিন্তার প্রতিষেধের উদ্দেশ্য এই যে, বিভিন্ন শব্দ সকল কেবল বাগিন্দ্রিয়ের বিগ্লাপন অর্থাৎ বিশেষরূপে গ্লানিকর—শ্রমকারক হয় মাত্র। তাহাতে ইষ্টসিদ্ধি হওয়া দূরে থাক, প্রকৃত বস্তুর হানিই হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু, য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে, সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্নো এবাসাধুনা কনীয়ান্। এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়। তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেনৈতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি। এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি। এতদ্ধ স্ম বৈ তৎপূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোক ইতি। তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি। যা হ্যেব পুত্রৈষণা সা বিত্তৈষণা যা বিত্তৈষণা সা লোকৈষণোভে হ্যেতে এষণে এব ভবতঃ। স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্য্যো ন হি শীর্য্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন

রিষ্যত্যেতমু হৈবৈতে ন তরত ইত্যতঃ পাপমকরবমিত্যতঃ কল্যাণমকরবমিতি ; উভে উ হৈবৈষ এতে তরতি, নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ ॥ ২২ ॥

পূর্ব্বে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ দ্বারা বন্ধ, মোক্ষ এবং তৎকারণ (অবিদ্যা ও বিদ্যা) বিস্তৃত-ভাবে অভিহিত হইয়াছে, পুনশ্চ মোক্ষের স্বরূপও বিস্তারিতরূপে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে এই আত্মতত্ত্বনিরূপণে যে সকল বেদ যে ভাবে উপযোগী হয়, তাহা নিরূপণ করা আবশ্যক, তন্নিমিত্ত এই কণ্ডিকা। (অংশবিশেষ) আরব্ধ হইতেছে। উক্ত আত্মজ্ঞান ও তাহার ফল যে ভাবে এই প্রপাঠকে বিহিত হইয়াছে, সেই সকলই এই স্থানে হেতুবাদের সহিত পুনশ্চ অনুবাদ করিয়া তাহাতেই কাম্যভাগ-বর্জ্জিত বেদসমূহের যে উপযোগিতা আছে, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত আত্ম-তত্ত্বেরই 'স বা এষ' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা পুনশ্চ অনুবাদ করা হইল। "সঃ" তিনি অর্থাৎ যাঁহার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, 'তিনি' শব্দে তাঁহাকেই ধরিতে হইবে। ইনি কে ? শ্রুতি বলিতেছেন যে, "য এষ বিজ্ঞানময় ইতি" অর্থাৎ পূর্ব্বে বিজ্ঞানময় বলিয়া যাঁহাকে অভিহিত করা হইয়াছে, এখানে সঃ" শব্দে তাঁহাকেই বুঝিবে। তথাপি অব্যবহিত পূর্ব্বোক্ত বিরাট্ পুরুষের গ্রহণ বা প্রতীতি হইতে পারে, এই নিমিত্ত বৈ" শব্দ দ্বারা অতি পূর্ব্বোক্ত বিষয়েরই স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, এখানে তাহারই গ্রহণ। কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি বহু বিজ্ঞানময় আছে, তন্মধ্যে ইনি কে ? এই সংশয়-নিবৃত্তির নিমিত্তই প্রাণের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময়, তাহাই এখানে আত্মা ; এই পূর্ব্বোক্ত কথার পুনরুল্লেখ করা হইল। জনকের 'ইনি কে ?' এই প্রশ্নারম্ভেই এ কথা "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে ; ইহার তাৎপর্য্য এই—"যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সেই স্বয়ংজ্যোতিঃ আত্মা প্রতিপাদিত হইয়াছে, কাম কর্ম্ম অবিদ্যা যে আত্মার ধর্ম্ম নহে, ইহা প্রতিপাদন করিয়া ইন্দ্রিয়াদিসমূহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করা হইয়াছে ; সুতরাং এই আত্মা পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কেহ নহেন, এই পরমাত্মভাবও প্রতিপাদিত হইয়াছে। 'এষ সঃ' এ কথায় সেই মহান্ অজ আত্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, পুনশ্চ 'বিজ্ঞান-ময়ঃ প্রাণেষু" এই বাক্যের যেরূপ ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা হইয়াছে, এখানেও সেইরূপ ব্যাখ্যা জানিবে। এই হৃদয়-পদ্মের মধ্যে স্থিত যে বুদ্ধি-বিজ্ঞানের আশ্রয় আকাশ, সেই আকাশে সেই আত্মা বুদ্ধিবিজ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া শয়ান অর্থাৎ অবস্থিত

থাকেন। অথবা সুষুপ্তিকালে হৃদয়-মধ্যে যে আকাশ অর্থাৎ নিরুপাধিক বিজ্ঞান-স্বভাব পরমাত্মা প্রকাশ পায়, সেই স্ব-স্বরূপ আকাশনামক পরমাত্মাতে জীবাত্মা শয়ন করেন; এই কথা চতুর্থ শ্রুতিতে "ক্বৈষ তদাঽভূৎ" এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদানাবসরে বর্ণিত হইয়াছে। সেই আত্মাই ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের বশী (বশ্যতাসম্পাদক) অর্থাৎ সমস্ত দেবতাই ইঁহার অধীনতায় অবস্থান করেন।

পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে যে, এই "অক্ষর পুরুষের (পরমেশ্বরের) শাসনে"—ইত্যাদি। সেই আত্মা যে কেবল সকলের প্রভু, এইমাত্র নহে, পরন্তু তিনি ঈশান অর্থাৎ ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদিরও শাসনকারী। এই প্রভুত্ব বা শাসন কখন কখনও জাতিগত হইয়া থাকে, যেমন দুর্ব্বল শিশু-রাজপুত্রও সমধিক-বলশালী বয়স্থ ভৃত্যগণের প্রতি শাসন বা ক্ষমতা প্রকাশ করে, কিন্তু আত্মার পক্ষে সেইরূপ জাতিগত শাসন বা আধিপত্য নহে, এই অভিপ্রায়ে পুনশ্চ বলিতেছেন যে, তিনি সকলের অধিপতি অর্থাৎ স্ব-শক্তি দ্বারা পালনকারী স্বাধীন পতি (প্রভু), কিন্তু রাজপুত্রের ন্যায় অমাত্য প্রভৃতি ভৃত্যের পরিচালিত নহে। উক্ত তিনটি বিশেষণই পরস্পরের প্রতি পরস্পর হেতু, অর্থাৎ এই পরম ব্রহ্ম যেহেতু সকলের অধিপতি, অতএব সকলের ঈশান এবং যেহেতু সকলের ঈশান (শাসক), সেই জন্য সকলের বশ্যতাসম্পাদক। দেখা যায়, যে ব্যক্তি যাঁহার শক্তিসাহায্যে পালনকার্য্য করে, তিনিই তাহার নিয়ন্তা বা প্রভু। বেশী কথা কি, সেই এই হৃদয়ান্তর্ব্বর্ত্তী জ্যোতির্ম্ময় বিজ্ঞানময় পুরুষ শাস্ত্রবিহিত উত্তম কর্ম্ম দ্বারাও ভূমা অর্থাৎ মহত্ত্ব প্রাপ্ত হন না, এবং শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা লঘুত্বও প্রাপ্ত হন না, অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা নিত্যসিদ্ধ আত্মার এমন কোন অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না, যাহাতে সে মহান্ শব্দবাচ্য হইবে, আবার হীন কর্ম্মের দ্বারাও সেই আত্মার স্বরূপগত কোন বিপর্য্যয়ই ঘটে না, যাহা দ্বারা তাঁহাকে হীন বলা চলিবে। যদি বল যে, রাজা রাজ্যাদিতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক পালনাদি কর্ম্ম করত পরের প্রতি অনুগ্রহ করিলে ধর্ম্মসংযুক্ত হন ও পরপীড়ন করিলে অধর্ম্মভাগী হন দেখা যায়, তবে আত্মার পক্ষে সে নিয়মের ব্যতিক্রম কেন? উত্তর—এই আত্মা সর্ব্বেশ্বর অর্থাৎ শক্তিবলে কর্ম্মেরও উপর স্বীয় অসামান্য সামর্থ্য প্রকাশ করিতে পারেন, এই হেতুই কর্ম্মসকল তাঁহার উপর আধিপত্য করিতে পারে না। আরও এক কথা, এই আত্মাই ভূতাধিপতি অর্থাৎ ব্রহ্মাদি-স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতের অধিপতি এবং সমস্ত জগতের সেতু। সেই সেতু কি, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছেন, তিনিই বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মের বিশেষপ্রকারে ব্যবস্থা করিয়া

সমস্ত ভুবন ধারণ করিতেছেন। এই পৃথিব্যাদি ব্রহ্মলোকান্ত সমস্ত জগতের অসম্ভেদ অর্থাৎ স্থিতিরক্ষাই তাঁহার ধারণ-কার্য্য। যদি পরমেশ্বর এই লোক-ত্রয়কে সেতুবৎ যথাযথভাবে ধারণ না করিতেন, তাহা হইলে জলাশয়ের সেতু (বাঁধ) ভগ্ন হইলে যেমন জলরাশি পরস্পর সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ মিশ্রিত হইয়া দিগন্ত প্লাবিত করে, সেইরূপ সমস্ত লোকই পরস্পর সঙ্কীর্ণ—উচ্ছৃঙ্খলভাবাপন্ন হইয়া অচিরাৎ ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইত। একে অপরের কর্ম্মফল ভোগ করিত এবং কর্ত্তাও স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগে বঞ্চিত হইত, ইত্যাদি বহু অনর্থ ঘটিত। অতএব সেই জগতের মর্য্যাদারক্ষার সেতুরূপী পরমেশ্বর ইনিই সেই স্বয়ংজ্যোতিঃ আত্মা। যিনি এইরূপ আত্মতত্ত্ব জানিতে পারেন, তিনি সেইরূপ বশিত্ব-ঈশিত্বাদি গুণসম্পন্ন হন। এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যার ফল নির্দ্দিষ্ট হইল। "কিং জ্যোতিরয়ং পুরুষঃ" ইত্যাদি ষষ্ঠ প্রপাঠকে এই ব্রহ্মবিদ্যাই কথিত হইবে। সেই স্থলে পূর্ব্বোক্ত ফলসম্পন্ন এই ব্রহ্মবিদ্যাতেই কাম্যকর্ম্মের সম্পর্করহিত সমগ্র কর্ম্মকাণ্ড ব্রহ্মবিদ্যার আনুকূল্যে বিনিযুক্ত হইবে। ব্রহ্মবিদ্যার উপযোগিত্বরূপে কাম্যকর্ম্ম ভিন্ন কর্ম্মমাত্রের বিনিয়োগ (সম্বন্ধ) কিরূপে সম্ভব, তাহা কথিত হইতেছে।

সেই উপনিষৎ-প্রতিপাদিত পুরুষকে সুধীগণ বেদানুবচন অর্থাৎ নিত্য বিধি-বোধিত বা নিত্য পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন দ্বারা জানিবার কামনা করেন। সেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসু কে? শ্রুতি বলিতেছেন—"ব্রাহ্মণাঃ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ। ভাষ্যকার বলেন—এখানে যদিও কেবল ব্রাহ্মণ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তথাপি যখন ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়েরই তুল্য অধিকার, তখন ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যও ঐ ব্রহ্মজিজ্ঞাসুমধ্যে গণ্য জানিবে। অথবা একমাত্র ব্রাহ্মণগণই কর্ম্মকাণ্ডীয় মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক বেদাধ্যয়ন দ্বারা ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হন। এ স্থলে বিচার্য্য বিষয় এই যে,—যাঁহারা ব্যাখ্যা করেন যে, ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণরূপ বেদবাক্য দ্বারা প্রকাশিত ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের মতে কেবল বেদের আরণ্যক অংশমাত্র বেদানুবচন বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে, যেহেতু, কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা কখনই পরমাত্মার স্বরূপ প্রকাশিত (প্রতিপাদিত) হয় না, তাহার কারণ শ্রুতিই বিশেষভাবে বলিয়াছেন—"তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" অর্থাৎ আমি সেই ঔপনিষদ (উপনিষৎ-প্রকাশিত) পুরুষকে জিজ্ঞাসা করি ইত্যাদি। অথচ শ্রুতি 'বেদানুবচনেন' এই সাধারণ কথায় সমস্ত বেদকেই বুঝাইতেছেন। সুতরাং এক আরণ্যক ভাগমাত্র

কদাচ গ্রহণীয় হইতে পারে না। যদি বল, তোমার ব্যাখ্যাতেও (কর্ম্মকাণ্ডোক্ত মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক বেদানুবচনমতেও) ঔপনিষদ অংশ পরিত্যক্ত হওয়ায় এই একদেশত্যাগ ও গ্রহণরূপ দোষ তুল্যই রহিল। উত্তর—তাহা নহে। যদিও দ্বিতীয় ব্যাখ্যার পক্ষে এই দোষ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু প্রথমকথিত ব্যাখ্যায় আর এরূপ দোষ ঘটেই না, কেন না, যখন বেদানুবচন শব্দ দ্বারা নিত্য স্বাধ্যায়বিধি (বেদাধ্যয়নবিধি) বিহিত হইয়াছে, তখন উপনিষদ্ভাগও তদ্দ্বারা গৃহীতই হইয়াছে, বেদানুবচন শব্দের অর্থৈকদেশ কোনক্রমেই পরিত্যক্ত হয় নাই। আর যখন যজ্ঞ, দান প্রভৃতি কর্ম্মানুষ্ঠানের উপক্রমে বেদানুবচন শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন বেদানুবচন শব্দ অবশ্যই উপক্রমানুরোধে যজ্ঞাদি কর্ম্ম সকলের বোধক হইবে। কেন না, কর্ম্মই লোকের নিত্যস্বাধ্যায়াধ্যয়ন। অবশ্য আশঙ্কা হইতে পারে—নিত্যস্বাধ্যায়াত্মক কর্ম্মসমূহ দ্বারা আত্মজ্ঞানেচ্ছার সম্ভাবনা কি? কেন না, উপনিষদের ন্যায় কর্ম্মসমূহ বা তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রসকল কখনও আত্ম-তত্ত্বপ্রকাশে সমর্থ হয় না। উত্তর—ইহা দোষাবহ নহে, যেহেতু, উক্ত কর্ম্ম সমুদয় চিত্তশুদ্ধির হেতু। দেখ, বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই সেই বিশুদ্ধাত্মা পুরুষ উপনিষৎশাস্ত্রপ্রতিপাদিত আত্মাকে নির্ব্বাধে অবগত হইতে সমর্থ হয়। এ কথা অথর্ব্ববেদেও উক্ত হইয়াছে, যথা—(কর্ম্ম দ্বারা) চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে তাহার পর ধ্যান করত সেই নিষ্কল পুরুষ (পরমাত্মাকে) দেখিতে পায়। স্মৃতিশাস্ত্রও বলিতেছেন যে, "জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ।" অর্থাৎ নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পাপক্ষয় সাধিত হইলে তৎপরে পুরুষের ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি। যদি বল যে, কর্ম্ম-সংস্কৃত-চিত্ত ব্যক্তিরই ঔপনিষদ আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু নিত্যকর্ম্ম সমুদয় যে চিত্তের সংস্কারক, এ বিষয়ে প্রমাণ কি? উত্তর—হাঁ, প্রমাণ আছে, শ্রুতি-স্মৃতিই এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ। শ্রুতি বলিতেছেন, "যে ব্যক্তি জানে যে, আমার এই অঙ্গ এই কর্ম্ম দ্বারা সংস্কৃত বা পবিত্রীকৃত হইতেছে এবং এই কর্ম্ম দ্বারা এই অঙ্গ উপযুক্ততা লাভ করিতেছে, সেই ব্যক্তিই আত্মযাজী" ইত্যাদি। স্মৃতিশাস্ত্রসমুদায়ও অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কারকথনের প্রস্তাবে নিত্যকর্ম্মসমূহকেও চিত্তসংস্কারক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবদ্গীতাতেও উক্ত হইয়াছে যে, "যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্।" অর্থাৎ যজ্ঞ, দান, তপস্যা, এই সকলই মনীষিগণের পবিত্রতাসম্পাদক। "সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।" "যাঁহারা যজ্ঞ দ্বারা ক্ষীণপাপ হইয়াছেন, তাঁহারা

সকলেই যজ্ঞবিৎ" ইত্যাদি। এই ব্রাহ্মণের অন্তর্গত শ্রুতিতে যে "যজ্ঞেন" শব্দ দ্বারা যজ্ঞকে ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ বলা হইয়াছে, সে যজ্ঞ চিত্ত-সংস্কারক দ্রব্য-যজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞ ব্যতীত আর কিছুই নহে; কেন না, যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত সংস্কৃত হইলে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের উদয় হয় ও পরে অবাধে জ্ঞানোৎপত্তি ঘটিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে শ্রুতি "যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি" বলিয়া যজ্ঞকে জ্ঞানোৎপত্তির কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপ বিদ্বান্‌গণ দান দ্বারাও ব্রহ্ম জানিতে চেষ্টা করেন; যেহেতু, দানও পাপক্ষয়ের হেতু ও ধর্ম্মবৃদ্ধির কারণ, এ জন্য চিত্তসংস্কার জন্মাইয়া পরম্পরায় ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ হয়। আবার তপস্যাকেও তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানের অন্যতম সাধন বলেন। যদিও তপঃশব্দে সাধারণতঃ কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি সমস্ত তপস্যাই ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ হইয়া পড়ে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা উদ্দেশ্য নহে, এই জন্য অনাশক শব্দ দ্বারা অর্থাৎ কামনার অসেবারূপ বিশেষণ দ্বারা সেই তপস্যাকে শ্রুতি বিশেষ করিয়াছেন। "অনাশক" অর্থে কামোপভোগনিবৃত্তিমাত্র, কিন্তু ভোজননিবৃত্তি অর্থ নহে; তাহা হইলে ভোজননিবৃত্তিতে সাধকের আত্মজ্ঞান হওয়া দূরের কথা, মৃত্যুই অগ্রে হইয়া পড়ে। অতএব এখানে বেদানুবচন, যজ্ঞ, দান ও তপঃ শব্দ দ্বারা সমস্ত নিত্যকর্ম্মই লক্ষিত হইতেছে। এইরূপে কামগন্ধশূন্য সমস্ত নিত্যকর্ম্মই আত্মজ্ঞান জন্মাইয়া পরম্পরায় মুক্তির সাধনতা লাভ করে। তাহা হইলেই বুঝা গেল যে, সাক্ষাৎ ও পরম্পরা যে কোনও সম্বন্ধে মুক্তির কারণতা ধরিয়া কর্ম্মকাণ্ডের সহিত জ্ঞানকাণ্ডের এক-বাক্যতা আছে এবং ইহাও সিদ্ধান্ত হইল যে, যথোক্ত-যুক্তি অনুসারে এই নিরূপিত আত্মাকে জানিলেই যৌগিক অর্থানুসারে মুনি অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব-চিন্তাবশতঃ যোগী সংজ্ঞা লাভ করিতে পারে। এই কথাই স্পষ্টতঃ বলিতেছেন যে, "এতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি নান্যম্।" অর্থাৎ এই আত্মাকেই অবগত হইলে মুনি হয়; কিন্তু অন্য কিছু বিদিত হইয়া নহে। যদি বল, কেন, অন্যবিষয়ক জ্ঞান দ্বারাও ত মুনি হওয়া যায়? তবে কি জন্য নিয়ম করা হইতেছে যে, এই আত্মজ্ঞানই মুক্তির কারণ, অন্য জ্ঞান নহে? উত্তর—অন্য-বিষয়ক জ্ঞান দ্বারাও মুনি হওয়া যায় বটে, কিন্তু অন্য জ্ঞানে যে কেবল মুনিই হইবে, তাহার স্থিরতা নাই, পরন্তু কর্ম্মীও হয়, কিন্তু উপনিষৎ-প্রতিপাদিত এই পুরুষকে বিদিত হইলে কেবল মুনিই হয়, কখনও কর্ম্মী হয় না। অতএব "এতমেব" এই বাক্য দ্বারা মুনিত্বলাভের অসাধারণ কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্যই অবধারণ করা হইয়াছে, জানিতে হইবে। বিশেষতঃ

ইহাও যুক্তিসিদ্ধান্ত, এই আত্মতত্ত্ব বিদিত হইলে "কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদি শ্রুতিবোধিত সর্ব্ববিধ ক্রিয়ার অসম্ভব হেতু পরিশেষে জ্ঞানীর পক্ষে একমাত্র মনন ভিন্ন আর কিছু হইতেই পারে না। ব্রহ্মজ্ঞানের আরও মাধুর্য্য—স্পৃহণীয়তা এই যে, এই আত্মলোকের প্রত্যাশায় পণ্ডিতগণ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এখানে "এতমে" অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাসের কারণরূপে একমাত্র আত্মলোকের কামনাকেই এব-শব্দ দ্বারা নির্দ্ধারণ করায় পুত্র-বিত্তাদি বাহ্য-লোকাভিলাষী ব্যক্তিদিগের সন্ন্যাসে অধিকার নাই, ইহাই সূচিত হইয়াছে ; ইহা খুবই যুক্তিযুক্ত যে, কাশীবাসী ব্যক্তি গঙ্গাদ্বার (হরিদ্বার) প্রাপ্ত হইবার অভিলাষে কখনও পূর্ব্বাভিমুখে প্রস্থান করে না। অতএব পিতৃলোক, দেবলোক, মনুষ্যলোক এই ত্রিবিধ বাহ্যলোকার্থিগণের পক্ষে পুত্র, কর্ম্ম ও অপরব্রহ্ম-বিদ্যাই একমাত্র সাধন বা উপায়। এই জন্য শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, "পুত্রেণায়ং লোকো জয্যো নান্যেন কর্ম্মণা" অর্থাৎ এই বহির্লোক একমাত্র পুত্র দ্বারাই জেতব্য, কিন্তু অন্য কর্ম্ম দ্বারা নহে ইত্যাদি। কাজেই যাহারা সেই বাহ্যলোকার্থী, তাহাদের পক্ষে পুত্রাদি সাধন পরিত্যাগ পূর্ব্বক কখনই পারিব্রাজ্য (সন্ন্যাস) গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নহে ; যেহেতু, পরিব্রাজ্য দ্বারা তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। তাহা হইলে ফলতঃ ইহাই অবধারিত হইল যে, আত্মলোকেচ্ছু ব্যক্তিগণই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, প্রব্রজ্যাই তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধির কারণ। আত্মলোকপ্রাপ্তি অর্থে আর কিছুই নহে, কেবল অবিদ্যানিবৃত্তি সাধিত হইলে জ্ঞানঘন আনন্দময় স্ব-স্বরূপে অবস্থান মাত্র। অতএব যেমন আত্মলোকের অ-সাধক বিধায় পুত্রাদিকেই বাহ্যলোকের মুখ্যসাধন বলা হয়, সেইরূপ কেহ যদি আত্মলোক পাইতে ইচ্ছা করে, তবে তাহার পক্ষে সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া হইতে উপরম বা নিবৃত্তিই প্রধানতম সাধন। পুত্রাদি হইতে আত্মলোকসিদ্ধি অত্যন্ত অসম্ভব, এ জন্য ব্রহ্মজ্ঞানে উহাদিগকে অনুকূল না বলিয়া বিরুদ্ধই বলা হইয়াছে। সুতরাং আত্মলোকপ্রার্থিগণ প্রব্রজ্যাই করিয়া থাকেন, সর্ব্ববিধ ক্রিয়া হইতে অবশ্যই নিবৃত্ত হন, কদাচ ক্রিয়ানুষ্ঠান করেন না : কেন না, বাহ্য-লোকাভিলাষীর পক্ষে যেমন পুত্র-বিত্তাদি সাধন সমুদয় নিয়মিতরূপে আছে, সেইরূপ আত্মলোকার্থী ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষেও সর্ব্বকামনানিবৃত্তি বা পারিব্রজ্য নিয়মিতরূপে বিহিতই হইতেছে। কেন যে আত্মলোকপ্রার্থিগণের সন্ন্যাসগ্রহণ কর্ত্তব্য, তদ্ভিন্ন অন্য উপায় অবলম্বনীয় নহে, সম্প্রতি সেই বিষয়ে অর্থবাদরূপে হেতু প্রদর্শিত হইতেছে। মুমুক্ষুগণের

পারিব্রজ্যের কারণ এই যে, (যেহেতু) পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্বান্—আত্মতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ প্রজা কামনা করেন নাই; অপরাপর (সগুণ) ব্রহ্ম-বিদ্যার (উপাসনার) কামনা করেন নাই। এ স্থলে শ্রুতি 'প্রজা' শব্দে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ লোকের সাধক—পুত্র, বিত্ত (কর্ম্ম) ও অপরা বিদ্যাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহারা পুত্র, বিত্ত ও লোকত্রয়সাধক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই। যদি বল যে, অপরা বিদ্যা (আরাধনা) ব্যতিরেকে যখন ব্যুত্থান (কর্ম্মবিরতি) হয় না, তখন ব্যুত্থানের অনুরোধে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, তাঁহারা অগ্রে অপরা বিদ্যার আরাধনা করিয়াছিলেন। উত্তর—না, এ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্মজ্ঞের সম্বন্ধে অপবাদ শাস্ত্রই অপরা বিদ্যার প্রতিবাদী অর্থাৎ "ব্রহ্ম তং পরাদাৎ, যোঽন্যত্র আত্মনো ব্রহ্ম বেদ, সর্ব্বং তং পরাদাৎ" ইত্যাদি। অর্থাৎ ব্রহ্ম তাহাকে পরাস্ত বা বঞ্চিত করেন, যে অনাত্মায় আত্মদর্শন করে, সকলই তাহাকে পরাভূত করে, যে আত্মভিন্নে আত্মদর্শন করে, ইত্যাদি। এই অ-পরব্রহ্মদর্শনকেও শ্রুতি নিন্দা করিতেছে। কেন না, অ-পরব্রহ্মও সমস্ত জগৎপদার্থেরই অন্তর্গত। বিশেষতঃ যখন "যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি" অর্থাৎ যে ব্রহ্মজ্ঞানে অন্য কোন দর্শনই নাই, অন্য কোনই শ্রুত হয় না ইত্যাদি শ্রুতিও অন্য দর্শনের প্রতিবাদক, আর তিনি অপূর্ব্ব—নিষ্কারণ, অনপর—অকার্য্য, অনন্তর ও অবাহ্য (বাহ্যান্তরশূন্য) ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মের কার্য্যকারণ বাহ্য অভ্যন্তর সকল জ্ঞানেরই প্রতিবাদ করিতেছেন এবং "সেই সময়ে কে কাহাকে দেখিবে ও জানিবে" ইত্যাদি দ্বারা যখন আত্ম-ভিন্নের অলীকত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে, তখন যুক্তি ও তর্কানুসারে বুঝিতে হইবে যে, একমাত্র আত্ম-দর্শন ব্যতীত ব্যুত্থানের প্রতি অন্য কোন কারণ অপেক্ষিত নহে। অতঃপর প্রব্রাজিদিগের কামনা পরিত্যাগে অভিপ্রায় কি, তাহা বলিতেছেন—সেই পূর্ব্বতন বিদ্বদ্গণ মনে করিয়াছিলেন যে, আমরা প্রজা—পুত্ররূপ সাধন দ্বারা কি অভীষ্ট সিদ্ধ করিব? কারণ, প্রজা কেবল বাহ্যলোকত্রয়ের সাধন, ইহা তাঁহারা নিশ্চিতভাবে মনে করিয়াছিলেন, সেই বাহ্যলোকত্রয় আমাদের আত্মা হইতে পৃথক্ নহে, সমস্তই আমাদিগের আত্মস্বরূপ এবং আমরাও সমস্তের আত্মস্বরূপ। সুতরাং আত্মা বলিয়া অর্থাৎ আত্মা হইতে অনতিরিক্ত বলিয়াই আর প্রাপ্তীচ্ছার বিষয়ীভূত নহে। কেন না, আত্মার আত্মত্ব স্বতঃসিদ্ধ, তাহা কোন সাধন দ্বারা উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকার ও সংস্কার এই চতুষ্টয় ক্রিয়ার মধ্যে কোন ক্রিয়ারই সাধ্য নহে, অর্থাৎ আত্মবস্তু কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক

কোনরূপ সাধন (উপায়) দ্বারা উৎপাদ্য, আপ্য, বিকার্য্য কিংবা সংস্কার্য্য * হইতে পারে না। যদিও আত্মযাজীদিগের আত্মসংস্কারার্থ কর্ম্ম অপেক্ষিত আছে, কিন্তু তাহাও কেবল কার্য্যকরণরূপী—শরীরেন্দ্রিয়ে আত্মদর্শনের জন্য। কেন না, এই আমার অঙ্গ এই কর্ম্ম দ্বারা সংস্কৃত হইল, এইরূপে অঙ্গের সহিত আত্মার অঙ্গাঙ্গি ভাব শ্রুত হয়। কিন্তু একমাত্র নিরন্তর বিজ্ঞানঘন আনন্দরসময় আত্মদর্শীর পক্ষে অঙ্গাঙ্গিভাবরূপ ভেদদর্শন কি দেহাদি-সংস্কার কোন মতেই সম্ভবে না, এই জন্যই তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, আমরা প্রজাদি ভোগ-সাধন দ্বারা কি করিব? আত্মজ্ঞানীদিগের এই জ্ঞান অসঙ্গত নহে, প্রত্যুত সম্পূর্ণ উপযোগী। আর অবিদ্বান্ পুরুষগণেরই বাহ্যলোক-রূপ ফল প্রজাদিসাধন দ্বারা সিদ্ধ করা উচিত হয়—বিদ্বানের নহে, কেন না, যিনি জল প্রকৃত দেখিয়াছেন, তিনি আর জলভ্রমে মরীচিকায় ধাবিত হইবেন কেন? অর্থাৎ যখন তিনি দেখিতেছেন যে, ইহাতে জলবিন্দুও নাই, কেবলমাত্র উষর ভূমি ধূ ধূ করিতেছে, ইহা দেখিয়াও কি তাহাতে জল পাইবার আশায় আর চেষ্টা হইতে পারে, যে তাহা জানে, তাহার পক্ষে তাহা অসম্ভব। এইরূপ পরমার্থ আত্মদর্শী আমাদেরও মূর্খ লোকের প্রবৃত্তিগোচর মরীচিকাবৎ অসৎ-সম বিষয়ে প্রবৃত্তি হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে; এই মনে করিয়াই তাঁহারা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। শ্রুতি নিজেও এই কথাই বলিতেছেন যে—পরমার্থ-দর্শী আমাদের সম্বন্ধে অশনায়া-পিপাসাদি সমস্ত সংসারধর্ম্মবর্জ্জিত এবং সুখ বা দুঃখ, ভাল বা মন্দ ক্রিয়া দ্বারা অবিকার্য্য এই আত্মলোকই অভিপ্রেত ফল (তাহাদের পক্ষে প্রজা, বিত্ত, অপরাবিদ্যায় প্রয়োজন কি?) বাস্তবিক যে আত্মা সাধ্যসাধনাদি সর্ব্বপ্রকার সংসারধর্ম্মবর্জ্জিত, সেই অসাধনীয় আত্মার পক্ষে কোন প্রকার সাধনানুসন্ধানই বৃথা; কেন না, যাহা সাধ্য, তাহার সিদ্ধির নিমিত্তই সাধনান্বেষণ আবশ্যক হইয়া থাকে। অসাধ্য বস্তুর সাধনানুসন্ধান করিতে হইলে তাহা বাস্তবিক জলভ্রমে স্থলে সন্তরণ করা হয়, কিম্বা শূন্যপথে

* ইহার তাৎপর্য্য এই—কর্ম্মমাত্রই চারি ভাগে বিভক্ত;—উৎপাদ্য, আপ্য, বিকার্য্য ও সংস্কার্য্য। তন্মধ্যে কর্ত্তা সাধনপ্রয়োগ দ্বারা যাহার অভিনব উৎপাদন করে, তাহা উৎপাদ্য, যেমন ঘট, পট প্রভৃতি। আর ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা যে অপ্রাপ্ত বস্তুবিশেষের প্রাপ্তি, তাহা আপ্য, যেমন গমন ক্রিয়ার পর্ব্বত ও গ্রাম প্রভৃতি কর্ম্ম এবং ক্রিয়া দ্বারা যে কর্ম্মের স্বরূপের উচ্ছেদপূর্ব্বক গুণান্তর উৎপন্ন হয়, তাহা বিকার্য্য, যেমন কাষ্ঠ দগ্ধ হইয়া ভস্ম হয়। ক্রিয়া দ্বারা যেখানে কোনরূপ গুণাতিশয় উৎপন্ন হয়, তাহা সংস্কার্য্য, যেমন স্নানাদি-শোধিত দেহাদি।

শকুনির পদ অন্বেষণের মত হইয়া থাকে। অতএব ব্রাহ্মণগণ এই আত্মাকে বিদিত হইয়া প্রব্রজ্যাই করিবে—কদাচ কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে না। যেহেতু, প্রাচীন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ পুত্রকামনা না করিয়া এবং অবিদ্বান্ পুরুষের কার্য্য বলিয়া সাধ্য-সাধনাদি ব্যবহার সকল নিন্দা করত কি পুত্রেচ্ছা, কি বিত্তেচ্ছা, কি লোকেচ্ছা সমস্ত কামনা হইতেই নিবৃত্ত হইয়া ভিক্ষাচর্য্যা (প্রব্রজ্যা গ্রহণ) করিতেন, এ কথা পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই জন্যই আত্মলোকেচ্ছু ব্যক্তি সকল প্রব্রজ্যা করিবেন, ইহাই বিহিত হইল। এখানে "প্রব্রজন্তি" ইহা "প্রব্রজেয়ুঃ" এই বিধি অর্থে প্রযুক্ত, ইহা অর্থবাদ নহে ; কেন না, "প্রব্রজন্তি" এইটি যদি বিধি না হইয়া অর্থবাদ হইত, তাহা হইলে কখনও ইহাতে জীবকে আকৃষ্ট করিবার জন্য পুত্রাদি-লোকের প্রশংসা প্রযুক্ত হইত না। এমন কখনও হয় না যে, প্রবৃত্তিমার্গের প্রশংসা দ্বারা নিবৃত্তিমার্গে জীব আকৃষ্ট হইয়াছে। অথচ দেখিতেছি যে, প্রব্রজ্যার অর্থ-বাদরূপে "এতদ্ধ স্ম" ইত্যাদি পরবর্ত্তী বাক্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যদি প্রব্রজ্যাবোধক বাক্য অর্থবাদই হইত, তবে এই 'এতদ্ধ স্ম' ইত্যাদি অর্থবাদ নিরর্থক হইত, কেন না, অর্থবাদ কখনও নিজকে দৃঢ় করিবার জন্য অপর অর্থবাদকে অপেক্ষা করে না। পরন্তু প্রব্রজ্যাবাক্য বিধিবোধক হইলেই নিজেকে দৃঢ় করিবার জন্য অর্থবাদ (এতদ্ধ স্ম) অপেক্ষা করিতে পারে। যুক্তি এই যে, যেহেতু "পূর্ব্বতন বিদ্বান্‌গণও প্রজাদি কর্ম্ম হইতে ব্যুত্থিত (নিবৃত্ত) হইয়া প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) আচরণ করিয়াছেন, অতএব ইদানীন্তন বিদ্বান্‌গণও এই প্রব্রজ্যা আচরণ করিবে" এই বিধিবোধ হেতু যখন 'প্রব্রজন্তি' শব্দকে 'প্রব্রজেয়ুঃ' স্বরূপ বলিতেই হইবে, তখন আর তাহা লোক-স্তুতিপর হইতে পারে না। বিজ্ঞানের সমানকর্ত্তৃত্বভাবে প্রব্রজ্যার উল্লেখ হেতুও উহা অর্থবাদ নহে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিশেষতঃ বেদানুবচন প্রভৃতির সহপঠিত বলিয়াও স্তুতিপর হইতে পারে না ; অভিপ্রায় এই যে, যেমন আত্মজ্ঞানের সাধনরূপে বিহিত বেদানুবচন প্রভৃতির যথার্থত্বে বৈ অর্থবাদত্ব নাই, তেমন সেই বেদানুবচনের সহিত একত্র আত্মলোক-প্রাপ্তির সাধনরূপে পঠিত প্রব্রজ্যারও অর্থবাদত্বকল্পনা যুক্তিসহ নহে। আরও এক কথা—যদি প্রব্রজ্যা লোকস্তুতিপরই হইবে, তবে প্রব্রজ্যার ও পুত্রাদি সাধনের বিভিন্ন ফল উপদিষ্ট হইবে কেন? দেখ, "এই আত্ম-লোক জ্ঞান করিয়া" ইহা বলিয়া অন্যান্য ফল হইতে আত্মাকে পৃথক করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'পুত্র দ্বারাই এই লোক জেতব্য, অন্য কর্ম্মদ্বারা নহে' এই স্থলে যেমন পৃথক্ ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিম্বা যেমন কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোক জয় করিবে ইত্যাদি বিভিন্ন ফল উপদিষ্ট হইয়াছে, তদ্রূপ প্রব্রজ্যা ফল (মুক্তি) স্বতন্ত্র

নির্দ্দিষ্ট আছে। আর এ কথাও বলিতে পার না যে, প্রব্রজ্যা বাক্যান্তরবোধিত বলিয়া বিধিপর নহে, অর্থবাদস্বরূপ, কেন না, ইহাও প্রধানের মত অর্থবাদ-সাপেক্ষ অপ্রাপ্তপ্রাপক বিধি। অতএব এই প্রব্রজ্যাকে অর্থবাদ বলা ভ্রান্তির কার্য্য। আর অনুষ্ঠেয় পারিব্রাজ্য দ্বারা ইহার স্তুতি উপপন্ন হইতে পারে না, কেন না. যদি পারিব্রাজ্যধর্ম্মটি অনুষ্ঠেয় হইয়াও অন্যের স্তুতি-পর হয়, তাহা হইলে অনুষ্ঠেয় 'দর্শ-পূর্ণমাসাদি' যাগও অন্যের স্তুতি-পর হইতে পারে, যুক্তি উভয় স্থানেই সমান। আর এতদ্ভিন্ন অন্য কোন স্থলেই এই প্রব্রজ্যার কর্ত্তব্যতা অবগত হওয়া যায় নাই—যাহাতে এই স্থলে প্রব্রজ্যা বাক্যটি স্তুতিপর হইতে পারিবে। পক্ষান্তরে, অন্য কোন স্থলে মাত্র যদি পারিব্রাজ্যের বিধি কল্পনা করা হয়, তখনও বলিতে হইবে যে. এখানেই তাহা মুখ্য এবং অন্যত্র তাহা হইবার নহে; যদি হয়, তবে সে গৌণ—অর্থাৎ মুখ্য নহে। পুনশ্চ, যদি অনধিকৃত প্রকরণেও পারিব্রাজ্যের বিধান কল্পিত হয়, তবে বলিব, সে স্থলে বৃক্ষাদি হইতে অবতরণাদি কর্ম্মও বিহিত হইয়াছে; কারণ, কর্ত্তব্যতাজ্ঞানাভাব উভয় পক্ষে তুল্যই। অতএব এই পারিব্রাজ্যবাক্যে অর্থবাদের লেশমাত্রও কল্পনা করিও না। আর যদি বল, যদি এই আত্মলোকই তাঁহাদিগের একমাত্র ঈপ্সিত হয়, তবে তাহার প্রাপ্তিসাধন কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় না কেন? পারিব্রাজ্যে প্রয়োজন কি? উত্তর—এই আত্ম-লোক কোন প্রকার কর্ম্মের সহিতই সম্বদ্ধ নহে, বিদ্বান্‌গণ যে আত্মাকে ইচ্ছা করিয়া প্রব্রজ্যা করিবে, সেই আত্মা কি সাধনরূপে, কি ফলরূপে. অধিক কি, পূর্ব্বোক্ত উৎপাদ্যাদি প্রকার-চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন প্রকার কর্ম্মের সহিতই সম্বন্ধ হয় না। কেন না, এই আত্মা 'নেতি নেতি' প্রভৃতি শ্রুতি দ্বারা অগ্রাহ্যাদি-স্বরূপসম্পন্ন ও নির্ব্বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট। যেহেতু, উক্ত প্রকার কর্ম্ম ফল ও কর্ম্মসাধনের সহিত সম্পর্কহীন এবং সর্ব্ববিধ সংসার-ধর্ম্মবর্জ্জিত, বিশেষতঃ অস্থূলত্বাদি-ধর্ম্মবিশিষ্ট, অজ, অজর, অমৃত, অমর, অভয়, ঘনীভূত সৈন্ধবখণ্ডের ন্যায় এক-রসময়, স্বয়ংজ্যোতিঃ বা স্বপ্রকাশ, অদ্বিতীয়, পূর্ব্বাপরহীন এবং অনন্তর ও অবাহ্য, ইহা শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, আর এই জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে সেই ব্রহ্মস্বরূপ বিশেষরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, অতএব এই প্রকার আত্মাকে আত্মরূপে জানিলে আর কর্ম্মানুষ্ঠান সম্ভব হয় না। কেন না, চক্ষুষ্মান্ পুরুষ দিবাভাগে পথ চলিতে যাইয়া আর অন্ধের ন্যায় কখনও কূপে কিংবা কণ্টকে নিপতিত হয় না। যখন দেখিতেছি, সমস্ত কর্ম্মফলই বিদ্যাফলের অন্তর্ভূত, তখন কর্ম্মসাধ্য সমস্ত ফলই বিদ্বানের অযত্নসুলভ, তবে আর

কোন্ বিদ্বান্ পুরুষ কি নিমিত্ত অযত্নসুলভ সেই কর্ম্মলাভের নিমিত্ত বৃথা কষ্ট স্বীকার করিবেন। প্রবাদ আছে যে, "অর্কে (অকে) চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ। ইষ্টস্যার্থস্য সম্প্রাপ্তৌ কো বিদ্বান্ যত্নমাচরেৎ।" যদি অর্ক-বৃক্ষেই কিম্বা গৃহকোণেই মধু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে আর সেই মধুর নিমিত্ত দুর্গম পর্ব্বতে যাইতে হইবে কেন? ব্রহ্মজ্ঞানীর অভীষ্টসিদ্ধি করতলগত যখন দেখিতেছি, তখন তাহার (সিদ্ধ বস্তুর) লাভের জন্য কোন্ বিদ্বান্ পুরুষ কর্ম্মানুষ্ঠানকে অস্বীকার করিয়া থাকে? সমস্ত কর্ম্মফল যে বিদ্যাফলের অন্তর্ভূত, তাহা ভগবদগীতাতেও উক্ত হইয়াছে,—"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।" হে পার্থ—অর্জ্জুন! এক জ্ঞানেই সমস্ত কর্ম্ম চরিতার্থ হয়। অধিক কি, এই উপনিষদেও বলিয়াছেন যে, অন্যান্য ব্যক্তি একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানীর লভ্য পরমানন্দের অংশমাত্র পাইয়া আনন্দময় হইয়া আছে। অতএব ব্রহ্মজ্ঞের কর্ম্মানুষ্ঠান অত্যন্ত অসম্ভব। এক্ষণে উপসংহারে বক্তব্য এই যে,যেহেতু এই আত্মজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার এষণা (পুত্রবিত্তাদি) হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিজেকে "নেতি নেতি"-রূপে সর্ব্ববিধ দ্বৈত নিষেধের অবধিভাবে অবস্থিত সেই এক আত্মরূপেই প্রাপ্ত হয় এবং সেই চিদ্-ঘনানন্দময়স্বরূপে অবস্থান করে, সেই হেতু এই বিশেষজ্ঞ ও আত্মস্বরূপে অবস্থিত বিদ্বান্‌কে যে এই দুইটি বক্ষ্যমাণ বিষয় আক্রমণ করে না, ইহা খুবই যুক্তিযুক্ত। সেই দুটি বিষয় কি কি? তাহাই শ্রুতি জানাইতেছেন যে, আমি ক্লেশময় শরীর-ধারণাদি প্রয়োজনে অতি পাপকর্ম্ম করিয়াছি, ইহা খুবই অকার্য্য হইয়াছে, এই পাপকর্ম্মের ফলে আমাকে নরকে বাস করিতে হইবে। এই যে অনুতাপ অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানের পর কষ্টময়দশায় যে বিভীষিকাময় পরিতাপ, তাহা সেই ব্রহ্মজ্ঞানীর হয় না অর্থাৎ যিনি সমস্ত দ্বৈত হইতে বিমুক্ত আত্মাকে যথার্থ আত্মরূপে জানিয়া আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে এই পরিতাপ আর ভোগ করিতে হয় না। কেবল ইহাই নহে, কর্ম্মী যেমন ফলভোগের কামনা বশতঃ যজ্ঞদানাদি কর্ম্ম করিয়া মনে করে যে, "আমি যজ্ঞদানাদি সুকর্ম্ম করিয়াছি, নিশ্চয়ই ইহার ফলে জন্মান্তরে পরম সুখভোগ করিব," এই আনন্দ তাহাকে উৎফুল্ল করে, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানীকে তাহা স্পর্শ করিতে পারে না, অর্থাৎ জন্মান্তরীণ এবং ইহ-জন্মকৃত কোন কর্ম্মই তাঁহার অপূর্ব্ব অর্থাৎ পুণ্যপাপ উৎপাদন করিতে পারে না, সুতরাং তাঁহাকে তাহার ফলভোগও করিতে হয় না। এতদ্ভিন্ন নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান ও তাহার অকরণ এই কৃতাকৃত কর্ম্মও ইঁহাকে উপতাপিত করিতে পারে না, পরন্তু যিনি অনাত্মজ্ঞ, তাঁহাকে

এই কৃত (নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠান) কর্ম্ম সুখ-ফল দান করিয়া ক্ষীণ হইলে উপতাপিত করে এবং নিত্যকর্ম্মের অননুষ্ঠাননিমিত্ত প্রত্যবায় দুঃখরূপে তাঁহাকে পীড়িত করে। ব্রহ্মবিদের পক্ষে ঐ কৃতাকৃত কর্ম্মের ফলভোগ না হইবার কারণ—সেই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ আত্মবিদ্যারূপ অগ্নি দ্বারা সমস্ত কর্ম্মরাশিকে ভস্মীভূত করিয়া থাকে। এ'জন্য গীতায়ও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, "যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন! জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥" হে অর্জ্জুন! যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্ম্মরাশিকে ভস্মীভূত বা ফলদানে অক্ষম করিয়া ফেলে। যে সমস্ত কর্ম্মফলে এই দেহ আরব্ধ হইয়াছে, কেবল সেই সকল দেহারম্ভক প্রারব্ধ পাপ-পুণ্যই ভোগ দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অতএব স্থির হইল যে, ব্রহ্মবিৎ পুরুষের কোন কর্ম্মসম্বন্ধ নাই॥ ২২॥

তদেতদৃচাভ্যুক্তমেষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য ন বর্দ্ধতে কর্ম্মণা নো কনীয়ান্। তস্যৈব স্যাৎ পদবিত্তং বিদিত্বা ন লিপ্যতে কর্ম্মণা পাপকেনেতি তস্মাদেবংবিচ্ছান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাঽঽত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি সর্ব্বমাত্মানং পশ্যতি; নৈনং পাপ্মা তরতি সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি নৈনং পাপ্মা তপতি সর্ব্বং পাপ্মানং তপতি বিপাপো বিরজোঽবিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়েনং প্রাপিতোঽসীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। সোঽহং ভগবতে বিদেহান্ দদামি মাঞ্চাপি সহ দাস্যায়েতি॥ ২৩॥

এই ব্রাহ্মণোক্ত বিষয়টি ঋক্ অর্থাৎ মন্ত্রও প্রকাশ করিয়াছেন। এই "নেতি নেতি" শ্রুত্যুক্তস্বরূপ মহিমা নিত্য, এতদ্ভিন্ন যাহা কিছু মহিমা আছে, তৎসমুদায়ই কর্ম্মকৃত, এ জন্য অনিত্য। যিনি সর্ব্ববিধ এষণা (পুত্রবিত্তাদি) পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মবিদের এই "নেতি নেতি" শ্রুত্যুক্ত-স্বরূপ মহিমা স্বাভাবিক, সুতরাং নিত্য। ব্রহ্মবিদের এই 'নেতি নেতি' শ্রুত্যুক্তস্বরূপ মহিমা কেন স্বাভাবিক? কেন নিত্য? শ্রুতি তাহার

কারণ বলিতেছেন—দেখা যায়, সকলেই সুকর্ম্ম করিয়া তাহার ফলে স্ফীততারূপ বিকার প্রাপ্ত হয়, আর অশুভ কর্ম্ম দ্বারা অপচয়রূপ বিকার লাভ করে, কিন্তু এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ অনুষ্ঠিত শুভকর্ম্ম দ্বারাও বৃদ্ধিরূপ বিকারপ্রাপ্ত হন না, এবং পাপকর্ম্ম দ্বারাও কনীয়ান্ অর্থাৎ হ্রাসরূপ ক্ষয়ও লাভ করেন না—তিনি সর্ব্বাবস্থায়ই সম থাকেন। জীবজগতে সর্ব্ববিধ বিকারই ঐ উপচয় ও অপচয়ের অন্তর্ভূত, সুতরাং সে সমুদয়ের প্রতিষেধ দ্বারাই অন্যান্য সমস্ত বিকার প্রতিষিদ্ধ হইল। অতএব বিকারহীনতা নিবন্ধনই এই মহিমা নিত্য। অতএব সেই মহিমারই পদবিৎ হইবে, পদ অর্থে জ্ঞেয় মহিমার স্বরূপ, তাহার অভিজ্ঞকে পদবিৎ বলে। অতঃপর তাঁহার স্বরূপ—(পদ) জ্ঞানে ফল কি? তাহাও কথিত হইতেছে—সেই নিত্যমহিমাকে বিদিত হইলে ধর্ম্মাধর্ম্ম কোন পাপেই লিপ্ত হইতে হয় না। বিদ্বানের নিকট ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয়ই পাপশ্রেণীতে (ক্লেশদায়করূপে) পরিগণিত। যেহেতু, ব্রহ্মজ্ঞের এই 'নেতি নেতি' ইত্যাদি দ্বারা বোধিত মহিমা কোন কর্ম্মসংযুক্ত নহে, সেই হেতু তিনি আত্মমহিমা জানিয়া শান্ত অর্থাৎ সমস্ত বাহেন্দ্রিয়ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া থাকেন, পরে দান্ত অর্থাৎ অন্তঃকরণ-গত তৃষ্ণাবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হইয়া উপরত অর্থাৎ সমস্ত কামনা হইতে বিনির্ম্মুক্ত হন ও কর্ম্মসন্ন্যাস গ্রহণ করেন; অতঃপর সুখ-দুঃখ-শীত-গ্রীষ্মাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু এবং সমাহিত অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের চাঞ্চল্যের নিবৃত্তিপূর্ব্বক একাগ্রচিত্ত হইয়া এই দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির মধ্যেই যিনি অন্তর্য্যামিরূপে বর্ত্তমান, সেই প্রত্যগাত্মাকে—চেতনকে দর্শন করেন। পূর্ব্বেও এই সাধনচতুষ্টয় লাভের পর ব্রহ্মদর্শনে অধিকার 'বাল্যঞ্চ পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্ব্বিদ্য' ইত্যাদি শ্রুতিতে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, তবে কি তাঁহারা এই দেহমাত্র-পরিমিত আত্মচৈতন্যকেই নিরীক্ষণ করেন? তন্নিরাসার্থ বলিতেছেন যে, না, তাহা নহে, কিন্তু সমস্তই আত্মরূপে দর্শন করেন, এমন কি, কেশাগ্রমাত্রও আত্মব্যতিরিক্ত নহে, এইরূপই জানেন। পরিশেষে সেই আত্মমননের (চিন্তার) ফলে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি নামক অবস্থাত্রয় অতিক্রম করিয়া মুনি তুরীয়ভাবে উপনীত হন। এই প্রকারে আত্মদর্শীকে পুণ্যপাপরূপ পাপ্মা আক্রমণ করিতে পারে না; বরং এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষই উক্ত সমস্ত পাপকে আত্মভাবে প্রাপ্ত হইয়া অতিক্রম করেন। সেইরূপ কৃতাকৃত-স্বরূপ পুণ্য-পাপও ইষ্টফলপ্রাপ্তি ও প্রত্যবায় উৎপাদন দ্বারা ইহাকে উপতাপিত করিতে পারে না, তিনি স্বয়ংই পাপকে তাপিত করেন। কারণ, ব্রহ্মজ্ঞ

পুরুষ সর্ব্ববস্তুতে আত্মদর্শনরূপ বহ্নি দ্বারা তৎসমস্তই ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। অতএব এরূপ জ্ঞানবান্ পুরুষ বিপাপ অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাদিপাপরহিত, বিরজঃ অর্থাৎ রজোধর্ম্ম—কামনারহিত, অবিচিকিৎস—সন্দেহশূন্য হইয়া 'আমিই সর্ব্বময় পরব্রহ্ম' এইরূপ অবিচলিত বিশ্বাসে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হন। বস্তুতঃ এই অবস্থায় উপস্থিত ব্রাহ্মণই প্রকৃত ব্রাহ্মণ; তৎপূর্ব্বে তাহার ব্রাহ্মণত্ব গৌণ। যাজ্ঞবল্ক্য জনককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে সম্রাট্! তুমি এই পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছ, অর্থাৎ "নেতি নেতি" দ্বারা পরিশেষে প্রাপ্ত যে অভয় ব্রহ্মপদ এই যে সর্ব্বাত্মভাব, ইহাই অকাল্পনিক মুখ্য ব্রহ্মলোক, অতঃপর তুমি তাহাতে উপনীত হইয়াছ। অনন্তর জনক যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক এইভাবে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন, ব্রহ্মন্! আমি আপনার অনুগ্রহে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব ভগবন্! আমি আপনাকে এই সমস্ত বিদেহরাজ্য প্রদান করিতেছি। অধিক কি, আমি আজ হইতে আপনার দাস্যকর্ম্মে নিযুক্ত, আমি আপনাকে এই বিদেহের সহিত আত্ম-সমর্পণ করিলাম। এতাবতা গ্রন্থে সন্ন্যাস ও অঙ্গসমন্বিত ব্রহ্মবিদ্যা তাহার ইতি-কর্ত্তব্যতার (পূর্ব্বকর্ত্তব্যের) সহিত সমাপিত হইল এবং যাহা পরমপুরুষার্থ মোক্ষ, তাহার নিরূপণও এইখানেই পরিসমাপ্ত হইল। বিশেষতঃ এতাবৎ গ্রন্থ দ্বারা ইহাই উপদিষ্ট হইল যে, ইহাই ব্রহ্মনিষ্ঠা, ইহাই পরমা গতি, ইহাই জীবের নিঃশ্রেয়স (একমাত্র মঙ্গল) এবং ইহা প্রাপ্ত হইয়াই জীব কৃত-কৃত্য হইয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যলাভ করে। ইহাই সমস্ত বেদের অনুশাসন, সুতরাং মিথ্যা নহে॥ ২৩ ॥

স বা এষ মহানজ আত্মাঽন্নাদো বসুদানঃ। বিন্দতে বসু য এবং বেদ ॥ ২৪ ॥

সম্প্রতি ব্রহ্মোপাসনার ফল প্রদর্শিত হইতেছে।—অতীত জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে যাঁহাকে আত্মরূপে বর্ণনা করা হইল, তিনিই মহান্—বিভু, অজ—জন্মাদি-রহিত, আত্মা—সর্ব্বত্র অনুস্যূত, অন্নাদ—সর্ব্বপ্রাণীর অন্তঃস্থিত হইয়া সর্ব্ববিধ অন্নের—ভোগ্য বস্তুর ভোক্তা এবং বসুদান—ধনদাতা হন অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীকে নিজ নিজ-কৃত কর্ম্মের ফলে যোজিত করেন। যে জন সেই অজ, অন্নাদ ও বসুদান আত্মাকে অন্ন, ভোগ ও বসুদানগুণবিশিষ্টরূপে জানে, সে সর্ব্বভূতের আত্মভূত হইয়া সর্ব্ববিধ অন্ন—ভোগ্যবস্তু ভোগ করে এবং বসু অর্থাৎ

সর্ব্ববিধ কর্ম্মফল লাভ করে। তাঁহার এইরূপ অন্ন-ভোগ ও বসুদানতা কিছুই বিচিত্র নহে, যেহেতু, তিনি সর্ব্বজীবেরই জীবন—অন্তরাত্মা। অথবা ঐ শ্রুতির তাৎপর্য্য অন্যরূপ। যথা—যাঁহারা ঐহিক অন্নভোগ ও বসুলাভ কামনা করেন, তাঁহারা আত্মাকে ঐরূপ গুণবিশিষ্টরূপে উপাসনা করিবেন। সেই উপাসনাফলে তাঁহারা অন্নাদ হন ও বসু লাভ করেন, অর্থাৎ তাঁহাদের ইহলোকে দৃষ্ট অন্নভোক্তৃত্ব ও সমস্ত গো-অশ্ব প্রভৃতি ভোগ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ ঘটে॥ ২৪॥

স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ॥ ২৫॥

ইতি চতুর্থং ব্রাহ্মণম্।

এক্ষণে সমস্ত আরণ্যকের যাহা প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহাই একত্র করিয়া এই ব্রাহ্মণাংশে প্রকাশ করিতেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, ইহাই সমস্ত আরণ্যকের প্রতিপাদ্য বস্তু। সে কারণ সমস্ত আরণ্যকে কি কি বিষয় উক্ত হইয়াছে, এখানে তৎসমুদয়ই প্রদর্শিত হইতেছে।—

সেই এই মহান্ আত্মা অজর অর্থাৎ কখনও জীর্ণ বা রূপান্তরে পরিণত হয় না, আর যেহেতু অজর, সেই কারণেই তিনি অমর, অর্থাৎ তাঁহার ধ্বংস নাই। দেখা যায়, যে বস্তুর উৎপত্তি ও পরিণাম বা জরা আছে, তাহারই বিনাশ বা মৃত্যু ঘটে, যেহেতু, এই আত্মা উৎপত্তি ও জরাহীন, কাজেই অবিনাশী, আর অবিনাশী বলিয়াই তাঁহাকে অমৃত বলিয়া ঘোষণা করা হয়। অমৃত অর্থে তিনি উৎপত্তি স্থিতি ও লয় এই ত্রিবিধভাববিকারবর্জ্জিত, আর এই জন্যই সত্তা, বৃদ্ধি ও পরিণাম ও তৎকৃত কর্ম্ম ও মোহরূপী ত্রিবিধ মৃত্যু কর্তৃক বিরহিত আত্মাকে বুঝা যায়। যেহেতু, এই আত্মা জন্ম প্রভৃতি উক্ত ত্রিবিধ বিকারপরিশূন্য, অতএব এই ত্রিবিধ বিকার-কৃত কাম কর্ম্ম মোহ প্রভৃতি মৃত্যু কর্তৃকও পরিত্যক্ত। আর এই কারণেই তিনি অভয় অর্থাৎ যখন পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বপ্রকার বিকার-বর্জ্জিত, তখন আর তাঁহার ভয় কি? ভয়মাত্রই অবিদ্যার কার্য্য; সেই অবিদ্যার কার্য্য ভয়াদির প্রতিষেধও ভাববিকারের প্রতিষেধ দ্বারা হইয়াছে জানিবে। আত্মা যে অবিদ্যাসম্পর্কহীন, তাহাও এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইল। পুনশ্চ সেই অভয় আত্মাই ব্রহ্ম অর্থাৎ নিরতিশয় মহান্; ইহা খুবই

লোকসিদ্ধ বস্তু যে, যিনি অভয়, তিনিই ব্রহ্ম, এই আত্মা অভয়ত্বগুণবিশিষ্ট, সুতরাং মহান্—ব্রহ্ম ; ইহা সঙ্গত কথা। যে আত্মাকে অভয় ব্রহ্মস্বরূপ জানে, সে স্বয়ং অভয় ব্রহ্ম ভাব প্রাপ্ত হয়, ইহাই সমস্ত উপনিষদের সংক্ষিপ্ত সারার্থ উক্ত হইল। এই বিষয়টি সম্যক্‌রূপে বুঝাইবার নিমিত্তই, আত্মাতে উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়াদি কল্পনা করা হইয়াছে এবং নিঃসঙ্গ আত্মায় ক্রিয়া, কারক ও ক্রিয়াফলের আরোপ হইয়াছে। আর এই সকল আরোপিত ধর্ম্মের "নেতি নেতি" করিয়া অপনয়ন-পূর্ব্বক যথার্থ আত্ম-তত্ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার একটি দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন অজ্ঞ ব্যক্তিকে সংখ্যা জ্ঞাপন করিবার জন্য শিক্ষক এক হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত রেখা লিখিয়া দেখান "এই এক রেখা, এই দশ রেখা, ইহা শত, ইহা সহস্র", বস্তুতঃ ঐ সকল রেখার একটিও সংখ্যাস্বরূপ নহে, কেবল সংখ্যাস্বরূপপ্রদর্শনই তাহার অভিপ্রায়, নতুবা যে রেখা সংখ্যাস্বরূপ নহে, তাহার প্রকাশ হইতেই পারে না। কিম্বা যেমন বালককে অকারাদি বর্ণ শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে শিক্ষক পত্রাদিতে মসীরেখারূপ উপায় অবলম্বন করিয়া অকারাদি বর্ণের তত্ত্ব উপদেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু বস্তুতঃ কখনও মসীরেখা বা পত্রাদির বর্ণত্ব নাই, ঠিক সেইরূপ এখানে কেবল ব্রহ্মোপদেশের সৌকর্য্যার্থই তাঁহার উৎপত্ত্যাদি বিবিধ কল্পিত উপায় অবলম্বন দ্বারা এক ব্রহ্মই নিরূপিত হইয়াছে। পুনশ্চ, সেই সকল আরোপিত উপায়ের সত্যতা নিরাসের জন্য সমস্ত দ্বৈত উৎপত্ত্যাদি ধর্ম্মের পরিহার করিয়া শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বরূপ আত্ম-তত্ত্বের উপসংহার "নেতি নেতি" শ্রুতি দ্বারা করা হইয়াছে। অবশেষে কণ্ডিকায় সেই উপসংহৃত পরিশুদ্ধ কেবল নির্ব্বিশেষ জ্ঞানমাত্র প্রদর্শিত হইল॥ ২৫ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকে চতুর্থে চতুর্থ ব্রাহ্মণ।

পঞ্চম-ব্রাহ্মণম্

অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্য্যে বভূবতুর্মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ। তয়োর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব স্ত্রীপ্রজ্ঞৈব তর্হি কাত্যায়নী, অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যোঽন্যদ্বৃত্তমুপাকরিষ্যন্ ॥ ১ ॥

ইতঃপূর্ব্বে আগম-প্রধান (বাক্যমাত্রজীবী) মধুকাণ্ডে ব্রহ্ম-তত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে, পুনশ্চ কেবল শাস্ত্রনিরূপিত সেই বিষয়ই যুক্তিপ্রধান যাজ্ঞবল্কীয় কাণ্ডে বাদী-প্রতিবাদী পক্ষদ্বয় অবলম্বনপূর্ব্বক বাদানুবাদ দ্বারা (তর্ক) বিচারিত হইয়াছে। পুনরপি ষষ্ঠাধ্যায়ে শিষ্যাচার্য্য-সংবাদে প্রশ্ন-প্রত্যুত্তররূপে তাহাই বিচারপূর্ব্বক সবিস্তরে উপসংহৃত হইয়াছে। অনন্তর সম্প্রতি সিদ্ধান্তস্থানীয় মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ আরব্ধ হইতেছে। নিগমন ন্যায়কে বাক্‌পটু তার্কিকগণ প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চাবয়ব-সম্পন্ন ন্যায়ের পঞ্চম অবয়ব বলিয়া স্বীকার করেন অর্থাৎ বাদী যে প্রতিজ্ঞা করেন, তাহারই হেতু দ্বারা সমর্থনান্তে হেতুসমর্থিতভাবে যে পুনরুল্লেখ, তাহাকেই নিগমন বলা হয়। পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাত তর্ক দ্বারাও বিষয়ের যে হেতুভাবে পুনর্ব্বার নির্ব্বচন, তাহাই বাক্যবিৎ পূর্ব্বাচার্য্যগণও অনুমোদন করিয়াছেন। গৌতম বলিয়াছেন, হেতুপ্রদর্শনের ছলে প্রতিজ্ঞার পুনরুল্লেখকে নিগমন বলা যায়। অথবা পূর্ব্বে আগমপ্রধান মধুকাণ্ড দ্বারা অমৃতত্বলাভের উপায়রূপে আত্মজ্ঞান সন্ন্যাসের সহিত অভিহিত হইয়াছে, তর্ক দ্বারাও সন্ন্যাসসহ সেই আত্মজ্ঞানই দৃঢ়ীকৃত হইতে পারে। যাজ্ঞবল্কীয় কাণ্ড যে তর্কপ্রধান, ইহা সহজেই অবগত হওয়া যায়। অতএব ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে, শাস্ত্র ও তর্ক দ্বারা সসন্ন্যাস আত্মজ্ঞানই অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভের সাধক। সুতরাং যাঁহারা শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধালু অথচ মোক্ষাভিলাষী, তাঁহারা এই সাধন (আত্মজ্ঞান)-ই অবলম্বন করিবেন। কেন না, যে সকল বিষয় শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা অবধারিত, তৎসমুদয়ই অব্যভিচরিত অর্থাৎ যথার্থ স্বরূপ বলিয়া শ্রদ্ধা করিবার যোগ্য। পূর্ব্বে মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে সকল শ্রুতি যে ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এ স্থলেও সেইরূপ তাৎপর্য্য বুঝিতে

হইবে। পরন্তু যে সকল শব্দ অব্যাখ্যাত আছে, এখানে তৎসমুদায়েরই ব্যাখ্যা করা হইবে। হেতুপ্রদর্শনের পর পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞাত আত্মজ্ঞানের মুক্তিসাধনতা বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য আগমময় মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণ আরব্ধ হইতেছে। শ্রুতিস্থ 'হ' শব্দ দ্বারা পূর্ব্ব-বৃত্তান্তের সূচনা হইল। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের দুই ভার্য্যা ছিল, এক জনের নাম মৈত্রেয়ী, অপরের নাম কাত্যায়নী। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন তাহাদিগের মধ্যে মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী ছিল এবং কাত্যায়নী স্ত্রী-জনসুলভ-বুদ্ধিসম্পন্নাই ছিল অর্থাৎ গার্হস্থ্যাশ্রমে যাহা আবশ্যক, তৎসংগ্রহে তৎপরা হইয়াছিল। ইত্যবসরে যাজ্ঞবল্ক্য পূর্ব্বোক্ত গার্হস্থ্যাশ্রম হইতে আশ্রমান্তর (সন্ন্যাস) গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া—

মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রব্রজিষ্যন্ বা অরেঽহমস্মাৎ স্থানাদস্মি, হন্ত তেঽনয়া কাত্যায়ন্যান্তং করবাণীতি ॥ ২ ॥

জ্যেষ্ঠা ভার্য্যা মৈত্রেয়ীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, হে মৈত্রেয়ি! আমি এই গার্হস্থ্যাশ্রম হইতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার মানস করিয়াছি। এ বিষয়ে তোমার অভিমত কি? আর যদি তুমি ইচ্ছা কর; তবে এই কাত্যায়নীর সহিত আমার সম্বন্ধবশতঃ যে তোমার সম্বন্ধ (সাপত্ন্য) আছে, তাহা বিচ্ছিন্ন করি অর্থাৎ নির্ব্বিবাদের জন্য পরস্পরকে বিষয় বিভাগ করিয়া দিই ॥ ২ ॥

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ, স্যাং ন্বহং তেনামৃতাঽহো (৩) নেতি, নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেতি ॥ ৩ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ বলিলে পর মৈত্রেয়ী বলিল যে, ভগবন্! যদি ধনরত্নপূর্ণা এই সসাগরা পৃথিবী করতলগত হয়, তবে তাহা দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ করিতে (মুক্তা হইতে) পারিব কি না? অর্থাৎ বিত্তসাধ্য কর্ম্ম দ্বারা মুক্তিলাভ করা যায় কি না? তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—না, যেমন বিবিধ ভোগোপকরণ থাকিলে মনুষ্যের গার্হস্থ্য জীবনযাত্রা সুখে নির্ব্বাহিত হয়, সেই প্রকারই তোমার গার্হস্থ্য সুখে দিন কাটিতে পারে, কিন্তু ধনরত্ন দ্বারা অমৃতত্বলাভের আশাও নাই ॥ ৩ ॥

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্, যদেব ভগবান্বেদ তদেব মে ব্রূহীতি ॥ ৪ ॥

তখন মৈত্রেয়ী বলিল যে, আমি যাহা দ্বারা অমৃতা অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্ত হইতে পারিব না, তাহা লইয়া আমি কি করিব ? ভগবন্! আপনি মুক্তিলাভ বিষয়ে যাহা সুগম পথ বলিয়া জানেন, তাহাই বিশেষ করিয়া বলুন ॥ ৪ ॥

স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রিয়া বৈ খলু নো ভবতী সতী প্রিয়মবৃধদ্ধন্ত তর্হি ভবত্যেতদ্ব্যাখ্যাস্যামি তে, ব্যাচক্ষাণস্য তু মে নিদিধ্যাসস্বেতি ॥ ৫ ॥

তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে মৈত্রেয়ি! তুমি পূর্ব্ব হইতেই আমার প্রীতিভাজন আছ, সম্প্রতি তুমি আমার প্রিয় বস্তুই নির্দ্ধারিত করিয়াছ। এ জন্য তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট। যদি তুমি মোক্ষোপায় জানিতে ইচ্ছা কর, তবে তোমার নিমিত্ত সেই মোক্ষোপায় ব্যাখ্যা করি ও তুমি আমার কথায় মনোযোগ দাও ॥ ৫ ॥

স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ন্তবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে পশূনাং কামায় পশবঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পশবঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ

প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বেদানাং কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি, আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত, ইদং সর্ব্বং বিদিতম্ ॥ ৬ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন, দেখ মৈত্রেয়ি! পতির প্রয়োজনে কোন স্ত্রীই পতিকে ভালবাসে না, কেবল স্বার্থসিদ্ধির জন্যই পতি স্ত্রীর প্রিয় হয়। এইরূপ স্ত্রীর স্বার্থে স্ত্রী কোন পতির প্রিয়া হয় না—কেবল নিজ প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যই প্রিয়া হয়। পুত্রগণের প্রীতির জন্য পুত্রসকল পিতার প্রিয় হয় না—কিন্তু পুত্র হইতে নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, এই জন্যই পুত্র পিতার প্রিয়। সেইরূপ ধনরত্নের স্বার্থে ধনরত্নসকল সকলের প্রিয় হয় না—পরন্তু ধনরত্ন হইতে নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, এ জন্য ধনরত্ন লোকের প্রিয় এবং পালিত পশুসকলও যে লোকের নিকট আদর পায়, তাহা পশুর নিজ স্বার্থে নহে, প্রভুর স্বার্থে। আবার ব্রাহ্মণের স্বার্থে কেহ ব্রাহ্মণকে ভক্তি করে না, নিজ স্বার্থেই ব্রাহ্মণ লোকের ভক্তিভাজন হয়। ক্ষত্রিয়ের প্রীতিসম্পাদনের জন্য ক্ষত্রিয়গণ কাহারও প্রিয় না, কিন্তু আপনার কার্য্যোদ্ধার তাহাদিগের নিকট হইতে সম্পন্ন হয়, এ জন্য ক্ষত্রিয়গণ প্রীতিপাত্র হইয়া থাকে। স্বর্গাদি লোকসকলও নিজ স্বার্থে জীবের প্রিয় নহে—কেবল আপনার কামনার নিমিত্তই প্রিয় হয়। দেবগণও দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত প্রিয় হন না, কিন্তু কেবল আপনার অভিলাষসিদ্ধির জন্যই প্রিয় হন। বেদসকলও যে লোকের নিকট আদৃত হয়, তাহা বেদের প্রয়োজনে নহে—কিন্তু তাহা হইতে লোকের অভীষ্টসিদ্ধি হয়, এজন্য লোকে বেদকে আদর করে। পৃথিব্যাদি ভূতের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহারা কাম্য নহে, কিন্তু ভোগের কারণ বলিয়া ভূতসকল প্রিয় হয়। অধিক কি, সকলের (অপরের) কামের নিমিত্তই সকলে প্রিয় হয় না, কেবল আপন আপন কাম-সাধনের নিমিত্তই সকলে সকলের প্রিয় হয়। অতএব এই আত্মাই দ্রষ্টব্য—

সাক্ষাৎকারের বিষয়। শ্রোতব্য—অধ্যাত্ম-শাস্ত্র হইতে কিম্বা সদ্‌গুরুর সাহায্যে আত্মবিষয় শ্রবণ করা কর্ত্তব্য, তৎপরে গুরুমুখ হইতে শ্রুত আত্মা সম্বন্ধে মনন অর্থাৎ উপস্থিত সন্দেহসকল নিরাসপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত স্থির করা উচিত এবং পরিশেষে নিঃসন্দিগ্ধ সেই আত্ম-তত্ত্ববিষয়ে ধ্যান করা ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর কর্ত্তব্য হইতেছে। হে মৈত্রেয়ি! যেহেতু এই আত্মা দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ প্রথমতঃ আচার্য্য ও শাস্ত্র হইতে শ্রুত হইবার পর যুক্তি ও তর্ক দ্বারা স্বয়ং বিচারিত হইলে, অবশেষে বিজ্ঞাত অর্থাৎ "ইহা এইরূপই—অন্যরূপ নহে" এই প্রকারে নির্দ্ধারিত হইবার পর এই সমস্তই (সমস্ত জগৎই) বিদিত হয়। এখানে এই সমস্ত বিদিত হয়, এ কথায় বলা হইতেছে যে, যাহাকে যাহাকে আত্মা হইতে বিভিন্ন বলিয়া মনে হয়, তৎসমুদয়ই বুঝিবে। আত্মবিজ্ঞানের প্রভাবে সেই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়, কেন না,—এই দৃশ্যমান সমস্ত বিশ্বই আত্মময়—কিছুই তদতিরিক্ত নহে, কাজেই আত্মাকে জানিলে আর কিছুই অজ্ঞাত থাকে না ॥ ৬ ॥

ব্রহ্ম তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ, ক্ষত্রং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ, লোকাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো লোকান্ বেদ, দেবাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো দেবান্ বেদ, বেদাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো বেদান্ বেদ, ভূতানি তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো ভূতানি বেদ, সর্ব্বং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ, ইদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমে বেদা ইমানি সর্ব্বাণি ভূতানীদꣳ সর্ব্বং যদয়মাত্মা ॥ ৭ ॥

এখন পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মের সর্ব্বময়ত্বে যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ জাতিকে আত্ম-ভিন্নরূপে অবগত হয়, ব্রাহ্মণজাতি তাহাকে পরাভূত করে, অর্থাৎ মোক্ষে অনধিকারী করে, কেন না, তাহার অপরাধ—সে ব্যক্তি আমাকে (ব্রাহ্মণ জাতিকে) ব্রহ্ম ভিন্ন ভাবে দর্শন করে। এইরূপ যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কে আত্ম-ভিন্নরূপে জানে, ক্ষত্রিয় জাতি তাহাকে রক্ষা করে না। যে জন আত্ম-ভিন্ন ভাবে লোক সকলকে দর্শন করে, লোক সকল তাহার উপভোগে আসে না। দেবতা সকলও তাহাকে উপেক্ষা করেন, যে ব্যক্তি দেবতা সকলকে আত্মাতিরিক্ত-

রূপে জ্ঞান করে। বেদ তাহাকে বঞ্চিত করে—যে ব্যক্তি বেদকে আত্মা হইতে স্বতন্ত্র মনে করিয়াছে। এইরূপ সর্ব্বভূত তাহাকে আশ্রয় দেয় না, যে সর্ব্বভূতকে পৃথক্ বলিয়া জানে। সুতরাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, সকল লোক, দেবতা-সমূহ, বেদ-প্রপঞ্চ ও ভূত সকল, কিম্বা এই দৃশ্যমান সমস্ত জগৎই সেই এই আত্মা বলিয়া প্রথিত আছে॥ ৭ ॥

স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্‌গ্রহণায় দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ৮ ॥

এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন দুন্দুভি (বাদ্যবিশেষ) বাজিতে থাকিলে লোকে আর বাহ্য অন্যান্য শব্দ গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্তু দুন্দুভির বা দুন্দুভি আঘাতের জ্ঞানের সঙ্গেই সমস্ত শব্দ মিশ্রিত হইয়া গৃহীত হয়॥ ৮ ॥

স যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্‌গ্রহণায়, শঙ্খস্য তু গ্রহণেন শঙ্খধ্মস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ৯ ॥

কিম্বা যেমন শঙ্খমুখ বায়ু-পূর্ণ হইয়া বাজিতে থাকিলে লোকের অপরাপর বাহ্য-শব্দ লক্ষ্য করিবার শক্তি থাকে না, কেবল শঙ্খের ও শঙ্খধ্বনির জ্ঞান হইলেই অপরাপর শব্দ তৎসহ অবিভক্তভাবে গৃহীত হয়॥ ৯ ॥

স যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্‌গ্রহণায় বীণায়ৈ তু গ্রহণেন বীণাবাদস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ১০ ॥

অথবা যেমন বীণা বাদিত হইলে লোক আর বাহ্য শব্দ সমূহ পৃথগ্‌ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না,—কিন্তু বীণা বা বীণার শব্দগ্রহণেই তৎসহ সমস্ত শব্দ গৃহীত হয়, সেইরূপ আত্মার জ্ঞানের দ্বারাই সমস্ত জ্ঞান সম্পন্ন হয়॥ ১০ ॥

স যথার্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতস্য পৃথগ্‌ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ

সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানীষ্টং হুতমাশিতং পায়িতময়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতান্যস্যৈবৈতানি সর্ব্বাণি নিশ্বসিতানি ॥ ১১ ॥

মৈত্রেয়ি! আরও শুন, যেমন আর্দ্র কাষ্ঠস্থিত অগ্নি হইতে নানাকৃতি ধূমরাশি পৃথক্ পৃথক্ হইয়া বিনির্গত হয়, সেই প্রকারই এই মহাভূতের (আত্মার) ইহাই নিশ্বাসস্বরূপ অর্থাৎ এই মহাভূত হইতেই নিশ্বাসের মত ইহারা নির্গত হইয়াছে—যাহা জগতে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অঙ্গিরাদৃষ্ট অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদ, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান, ইষ্ট (যাগ), হুত (হোম), আশিত (ভুক্ত), পায়িত (পীত), ইহলোক, পরলোক, সমস্ত ভূত (জড় পদার্থ, নামে প্রথিত। এই সমস্তই সেই মহাভূত পরমেশ্বরের নিশ্বাসস্বরূপ। ইতঃপূর্ব্বে চতুর্থ ব্রাহ্মণে অর্থাৎ উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শব্দকে নিশ্বাস বলায় এক প্রকার লোকাদিকেও ব্রহ্মের নিশ্বাসরূপে নির্গত বলা হইয়াছে; সুতরাং সে স্থানে আর পৃথক্ উক্ত হয় নাই; কিন্তু এই প্রকরণটি সমস্ত শাস্ত্রার্থের উপসংহারপ্রকরণ, এ জন্য এ স্থলে সেই উক্তপ্রায় বিষয় সকলও স্পষ্টার্থ পৃথক্ পৃথক্রূপে নির্দ্দিষ্ট হইল ॥ ১১ ॥

স যথা সর্ব্বাসামপাং সমুদ্র একায়নমেবং সর্ব্বেষাং স্পর্শানাং ত্বগেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং গন্ধানাং নাসিকে একায়নমেবং সর্ব্বেষাং রসানাং জিহ্বৈকায়নমেবং সর্ব্বেষাং রূপাণাং চক্ষুরেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং শব্দানাং শ্রোত্রমেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং সঙ্কল্পানাং মন একায়নমেবং সর্ব্বাসাং বিদ্যানাং হৃদয়মেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং হস্তাবেকায়নমেবং সর্ব্বেষামানন্দানামুপস্থ একায়নমেবং সর্ব্বেষাং বিসর্গাণাং পায়ুরেকায়নমেবং সর্ব্বেষামধ্বনাং পাদাবেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং বেদানাং বাগেকায়নম্ ॥ ১২ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য আরও বলিলেন, সমুদ্র যেমন সমস্ত জলরাশির একমাত্র গন্তব্যস্থান—আধার, ত্বগিন্দ্রিয় যেমন সমস্ত স্পর্শের এক আশ্রয়, জিহ্বা যেমন সর্ব্বরসের এক নিকেতন, নাসিকা যেমন সমস্ত গন্ধের একমাত্র স্থান, চক্ষু যেমন সর্ব্বরূপের একাধার, শ্রোত্র যেমন নিখিল শব্দের একমাত্র নিলয়, হৃদয় যেমন সমস্ত বিদ্যার এক আয়তন, হস্ত যেমন সর্ব্বকর্ম্মের একমাত্র উপাদান, উপস্থ যেমন সকল আনন্দের প্রধান আশ্রয়, পায়ু (মল-দ্বার) যেমন সমস্ত মল-ত্যাগের মুখ্য আয়তন, পদদ্বয় যেমন সমস্ত পথি-গমনের একমাত্র আশ্রয়, বাক্য যেমন সমস্ত বেদের প্রধান আধার, তেমন এই আত্মাও সমস্ত জড়পদার্থের একমাত্র আধার—সমস্তই তাহাতে অন্তর্ভূত ॥ ১২ ॥

স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবৈবং বা অরেঽয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাঽস্তীত্যরে ব্রবীমীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥ ১৩ ॥

যেমন ঘনীভূত সৈন্ধব-খণ্ডের বাহ্য ও অভ্যন্তরে স্বতন্ত্র রস থাকে না, কিন্তু সমস্তই একমাত্র লবণরসময়ভাবে থাকে, মৈত্রেয়ি ! সেইরূপই পরিপূর্ণ বাহ্যাভ্যন্তর-হীন, ঘন-জ্ঞানময়, সেই আত্মাও এই সকল দৃশ্যমান ভূতকে (জড়পদার্থকে) অবলম্বন করিয়া আবির্ভূত হয় ও পুনর্ব্বার তাহাদের বিলয়ের সঙ্গেই বিলীন হইয়া যায়, অর্থাৎ ভূতোৎপত্তির সহিত সেই ব্রহ্ম নানা সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া ব্যবহার-জগতে নানা-ভাবে প্রতীত হয়, পরন্তু ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা যখন সেই ভূতের বিলয় হয়, তখন আর সেই ব্রহ্মের অবাস্তব (কাল্পনিক) নাম থাকে না। তাৎপর্য্য এই,—আত্মবিদ্যা দ্বারা জাগতিক সমস্ত কার্য্যরাশি সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইলে সৈন্ধবখণ্ডের ন্যায় অনন্তর (অন্তর-রহিত), অবাহ্য (বাহ্য-রহিত), পরিপূর্ণ, প্রজ্ঞান-ঘন একমাত্র আত্মা অবস্থিত থাকে; কিন্তু তৎপূর্ব্বে ভূতেন্দ্রিয়াদির সহিত অভেদজ্ঞান বশতঃ যে আত্মা বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিল, সম্প্রতি বিদ্যা দ্বারা সেই সকল উপাধিবিশিষ্ট আত্মা ও তাহার কারণ-ভূত সংসর্গও নিবর্ত্তিত হইলে (দেহ-পাতানন্তর) তাহার আর কোন প্রকার উপাধি বা সংজ্ঞা থাকে না। মৈত্রেয়ি ! ইহাই আমার বক্তব্য। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

সা হোবাচ মৈত্রেয্যত্রৈব মা ভগবান্মোহান্তমাপীপিপন্ন বা অহমিমং বিজানামীতি। স হোবাচ ন বা অরেঽহং মোহং ব্রবীম্যবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মাঽনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা ॥ ১৪ ॥

তখন মৈত্রেয়ী বলিলেন যে, ভগবন্! আপনি যে আত্মাকে (ব্রহ্মকে) পূর্ব্বে "নিরন্তর" "বিজ্ঞানঘন" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাকেই পরে "ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি"—"বিলয়ের পর সংজ্ঞাহীন" বলিলেন, এই কথাতেই আমাকে মোহমধ্যে ফেলিয়াছেন, এই জন্য আমি ভবদুক্ত উক্তপ্রকার আত্মাকে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, আমি এমন কোন কথা বলি নাই, যাহাতে তোমার মোহ আসিতে পারে। মৈত্রেয়ি! এই প্রস্তাবিত আত্মা অবিনাশী; কারণ, বিনাশ অর্থে বিকার—রূপান্তরপ্রাপ্তি যাহার স্বভাব, তাহাকেই বিনাশী বলা যায়; কিন্তু এই আত্মার কোন প্রকার বিকার নাই, অতএব অবিনাশী এবং অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা অর্থাৎ যাহার উচ্ছেদ বা ধ্বংস আছে, আত্মা সে স্বভাবসম্পন্ন নহে; তাৎপর্য্য এই—দেখা যায়, বস্তুর দুই প্রকার বিনাশ হয়; এক বিকার, দ্বিতীয় মূলতঃ উচ্ছেদ। আত্মার পক্ষে সেই উভয়বিধ বিনাশই সম্ভব নহে ॥ ১৪ ॥

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরংং রসয়তে, তদিতর ইতরমভিবদতি, তদিতর ইতরংং শৃণোতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরংং স্পৃশতি, তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেত্তৎ কেন কং জিঘ্রেত্তৎ কেন কংং রসয়েত্তৎ কেন কমভিবদেত্তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ তৎ কেন কংং মন্বীত তৎ কেন কং স্পৃশেৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াদ্ যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ, স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো নহি গৃহ্যতেঽশীর্য্যো নহি শীর্য্যতেঽসঙ্গো নহি সজ্জতেঽসিতো নহি ব্যথতে ন রিষ্যতি বিজ্ঞাতারমরে

কেন বিজানীয়াদিত্যুক্তানুশাসনাঽসি মৈত্রেয্যেতাবদরে খল্বমৃতত্বমিতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যো বিজহার ॥ ১৫ ॥

ইতি চতুর্থে পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্।

এই ব্রাহ্মণের অর্থ পূর্ব্বে বহুবার উক্ত হইয়াছে, এ জন্য এ স্থলে আর কথিত হইল না। অতীত চারি অধ্যায়েই নির্বৈষম্যভাবে আত্মা ও পরমব্রহ্ম তুল্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং তাঁহারই সাক্ষাৎকার করিবার বিশেষ বিশেষ উপায় সকল যদিও ভিন্ন ভিন্নরূপে নিরূপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সর্ব্বথাই উপেয় অর্থাৎ উপায়লভ্য সেই একই আত্মা, যিনি চতুর্থ অধ্যায়ে অর্থাৎ এই উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'নেতি নেতি' ইত্যাদি বাক্য দ্বারাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। পুনশ্চ পঞ্চম (তৃতীয়) অধ্যায়ে শাকল্যের শিরঃপতন পণ করিয়া যে শাকল্য-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ কথিত হইয়াছে, তাহাতেও সেই আত্মারই নিরূপণ করা হইয়াছে। পুনরায় পঞ্চম (তৃতীয়) অধ্যায়ের সমাপ্তিকালে যখন পুনশ্চ জনকের সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবিষয়ে কথোপকথন হয়, তথায় এবং এই স্থানে—উপনিষৎ উপসংহারের সময় সেই ব্রহ্মের কথাই আলোচিত হইয়াছে; সুতরাং সেই প্রপাঠকচতুষ্টয়ে যে একমাত্র আত্মনিষ্ঠতাই অভিপ্রেত অর্থ—অন্য কোন ইহার মধ্যে বিবক্ষিত বিষয় নাই, ইহা দেখাইবার নিমিত্ত "নেতি নেতি" বলিয়া এই অধ্যায়ের শেষে তাহার উপসংহার করা হইয়াছে। কারণ, শত-সহস্র প্রকারে তত্ত্ব-নিরূপণ করিলেও—তর্কই বল আর শাস্ত্রই ধর, কোন প্রকারেই তত্ত্ব উপলব্ধিগোচর হয় না, কেবল "নেতি নেতি" অর্থাৎ ইহা নহে, ইহা নহে ইত্যাদি প্রতিষেধের অবধিরূপে এক আত্মাই চরম বলিয়া উপলব্ধ হয়—তদ্ভিন্ন অন্য কিছু দ্বারাই তত্ত্বোপলব্ধি হয় না; অতএব ইহাই সিদ্ধান্তরূপে বলিতে পারি যে, "নেতি নেতি"রূপে আত্ম-স্বরূপজ্ঞান এবং সর্ব্বসন্ন্যাসই একমাত্র মোক্ষলাভের সাধন বা উপায়। এই অভিপ্রায়ের উপসংহারকরণার্থ যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, "এতাবৎ" অর্থাৎ এইমাত্রই উপায় যে—নেতি নেতি প্রকারে অদ্বয় আত্ম-দর্শন। ইহাতে আর অন্য সহকারিকারণের (কর্ম্মের) আবশ্যকতা নাই; অয়ি মৈত্রেয়ি! তুমি আমাকে যে মোক্ষের উপায় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলে যে, "ভগবন্! আপনি যাহা মোক্ষলাভের উপায় বলিয়া জানেন, তাহা আমাকে বলুন," তাহা এই পর্য্যন্তই অর্থাৎ নেতি নেতি দ্বারা সমস্ত দ্বৈতপ্রপঞ্চের প্রতিষেধ করিয়া

পরিশিষ্যমাণস্বরূপে যে আত্মদর্শন, তাহাই একমাত্র উপায় জানিও। এতদতিরিক্ত মোক্ষসাধন আর নাই। অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য নিজের প্রিয়তমা ভার্য্যাকে এই আত্মজ্ঞান উপদেশ করিয়া কি করিয়াছিলেন ? শ্রুতি তাহা বলিতেছেন—পূর্ব্বে "প্রব্রজিষ্যন্নস্মি" 'আমি প্রব্রজ্যার জন্য প্রস্তুত' ইহা বলিয়া যে প্রব্রজ্যার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহাই করিলেন অর্থাৎ প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্তে ইহা প্রকটিত ইহল যে, সন্ন্যাসই ব্রহ্মবিদ্যার পরিসীমা, তাহা এক্ষণে পরিসমাপ্ত হইল। এই পর্য্যন্তই ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ অর্থাৎ বেদোক্ত অনুশাসন, ইহাই পরম নিষ্ঠা, ইহা করিলেই পুরুষকারসম্পাদন চরম হয়।

এক্ষণে এই সকল কথার উপর প্রকৃত শাস্ত্রার্থ অবধারণের জন্য বিচার আবশ্যক হইতেছে, কেন না, কতকগুলি শ্রৌতবাক্য দেখা যায়, যাহারা আপাততঃ পরস্পর বিরুদ্ধভাবে প্রতীয়মান হওয়ার তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর মনে সংশয় উৎপাদন করে, যথা— "যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র যাগ করিবে।" "যাবজ্জীবন দর্শ-পূর্ণমাস যাগ করিবে।" "ইহলোকে কর্ম্ম করিয়াই শতবর্ষ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে।" "এই অগ্নিহোত্র সত্র (যাগ) ই জরা-মরণনিবারক।" এই সকল বাক্য দ্বারা একমাত্র গার্হস্থ্যাশ্রমের কর্ত্তব্যতা অবগত হওয়া যায়। আবার কতকগুলি বাক্য আছে, যাহারা আশ্রমান্তর-(সন্ন্যাস) বোধক ; যথা—"তাঁহাকে (আত্মাকে) বিদিত হইয়া এবং এষণাত্রয় হইতে বিরক্ত হইয়া প্রব্রজ্যা করিবে।" "আত্ম-লোককামনায়ই প্রব্রজ্যা করিবে।" "ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহী হইবে, গৃহী হইতে বনী অর্থাৎ বানপ্রস্থাবলম্বী হইয়া পরে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে। অথবা, যদি বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, তবে একেবারে ব্রহ্মচর্য্য হইতেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে, কিংবা গৃহ হইতে অথবা বানপ্রস্থ হইতেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর্ত্তব্য।" ফল কথা, যখনই বৈরাগ্য হইবে, তখনই প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) অবলম্বন করা উচিত। "দুইটি মাত্র পথ পৃথক্‌ভাবে নির্ণীত হইয়াছে—এক ক্রিয়াপথ, অপর সন্ন্যাস ; তাহাদের মধ্যে সন্ন্যাসই গরীয়ান্।" "কোন কোন সূক্ষ্মদর্শী ঋষি কর্ম্ম, সন্তান, ধন দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিতে না পারিয়া একমাত্র ত্যাগ বা সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াই সেই মুক্তির সন্ধান পাইয়াছেন," ইত্যাদি। শুধু শ্রুতি নহে, স্মৃতিও এই প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ বিষয় বলিয়াছেন, যথা—"ব্রহ্মচারীই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে। যদি ব্রহ্মচর্য্যস্খলন না হয়, তবে যে আশ্রমে ইচ্ছা বাস করিতে পারে।" কেহ কেহ তাহার সম্বন্ধে ইচ্ছাধীন আশ্রম গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা দেন। স্মৃতি আরও বলেন যে, "ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদাধ্যয়নের পর গার্হস্থ্যে পিতৃপুরুষের ঋণমোচনার্থ পুত্রপৌত্রাদি লাভের ইচ্ছা করিবে ও যথাবিধি

অগ্নি আধানপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করত অতঃপর বনে প্রবেশ করিয়া মুনিব্রত গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিবে।" "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বদক্ষিণাযুক্ত প্রাজাপত্য নামক ইষ্টি সমাপন পূর্ব্বক আত্মায় সেই যজ্ঞাগ্নি আরোপণ করি। গৃহ হইতেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন," ইত্যাদি। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, এইরূপ সন্ন্যাসের বিকল্প, যথাক্রমে আশ্রম গ্রহণ ও ইচ্ছানুসারে আশ্রমে প্রবেশের প্রকাশক শত শত শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য বর্ত্তমান—যাহারা পরস্পর বিরুদ্ধমতের প্রকাশক। সুতরাং ঐ সকল শাস্ত্রার্থবিৎ বিদ্বানের আচারও পরস্পর বিরুদ্ধ এবং যাঁহারা ঐ সকল শাস্ত্রার্থ-ব্যাখ্যাতা পণ্ডিত, তাঁহারা বহুবিৎ হইলেও তাঁহাদের মতের অনৈক্য লক্ষিত হয়। তবেই এইরূপ দুরূহ বিষয়ে মন্দবুদ্ধি মানবগণ কখনই যথার্থ শাস্ত্রার্থ ধরিয়া লইতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্র ও তর্কে পরিপক্কবুদ্ধি বিচক্ষণ, কেবল তাঁহারাই ঐ সকল পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্যের বিষয় বিভাগ করিয়া মীমাংসা করিতে সমর্থ হন। অতএব আমরা (ভাষ্যকার) ঐ বাক্যসকলের বিষয়-বিভাগ প্রদর্শনের নিমিত্ত বুদ্ধির নিপুণতা অনুসারে বিচার করিব।

প্রথমতঃ যখন দেখা যাইতেছে যে, "যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র যাগ করিবে" ইত্যাদি শ্রুতির কর্ম্ম প্রতিপাদন ব্যতীত অন্যপ্রকার অর্থ অসম্ভব, তখন ক্রিয়াপ্রতি-পাদনই তাহার মুখ্য অর্থ ধরা হউক; কেন না, মন্ত্রে আছে যে "তং যজ্ঞপাত্রৈ-র্দহন্তি" অর্থাৎ সেই ব্যক্তির যজ্ঞীয় স্রুক্‌স্রুবাদি পাত্র অঙ্গে রাখিয়া দাহ করিবে। তবেই শ্রুতি হইতেও জীবনান্ত সময় পর্য্যন্ত কর্ম্মই শ্রুত হইতেছে। আবার পূর্ব্বোক্ত অগ্নিহোত্র বাক্যে জরা-মরণাতিক্রম ফলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পুনশ্চ "ভস্মান্তং শরীরম্," অর্থাৎ এই শরীর ভস্মে পরিণত করিবে, ইহাও একটি তাহার অনুকূল বাক্য, কিন্তু ইহা সন্ন্যাসের বিরোধী প্রমাণ; কেন না, সন্ন্যাস পক্ষে আর শরীরের ভস্মান্ততা সম্ভব হয় না, ভূমধ্যে প্রোথিত করাই ব্যবস্থা; সন্ন্যাসীর দেহ-দাহ নিষিদ্ধ। আর এই বিষয়ে (শ্রুতির কর্ম্মবোধকতা বিষয়ে) স্মৃতিশাস্ত্রও সাক্ষ্য প্রদান করে, যথা—যাহাদের গর্ভাধানাদি শ্মশানান্ত অর্থাৎ অন্ত্যেষ্টি পর্য্যন্ত সমস্ত ক্রিয়া মন্ত্র দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহাদেরই এই বেদশাস্ত্রে অধিকার—অন্য কাহারও নহে। বিশেষতঃ যে সকল কর্ম্ম সমন্ত্রকভাবে বেদে বিহিত আছে, তৎসমস্তেরই শ্মশানপর্য্যন্ত অনুষ্ঠেয়তা দেখা যাইতেছে। তাহা হইলেই কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীর শ্মশানক্রিয়ার অভাব বশতঃ স্মার্ত্তধর্ম্মে অনধিকার প্রতিপন্ন হওয়ায় শ্রৌতকর্ম্মে যে অধিকার একেবারেই নাই, তাহা বুঝা গেল। বিশেষতঃ অগ্নিত্যাগে দোষশ্রুতিও আছে, যথা—"যে ব্যক্তি অগ্নি ত্যাগ করে, সে দেবতা-

দিগের বীর্য্য-হন্তা হয়। অথচ সন্ন্যাসীর অগ্নি-পরিত্যাগ মোক্ষধর্ম্মে নির্দ্দিষ্ট আছে। তবেই সন্ন্যাসীর পক্ষে অগ্নিহোত্রাদি-বিধায়ক বাক্যের সার্থক্য না থাকায় শ্রুতির কর্ম্মবোধকতাই উদ্দেশ্য বলিতে হইবে, এই হইল কর্ম্মবাদীর কথা। ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে, যখন বেদে অগ্নিহোত্রাদির ন্যায় ব্যুত্থানাদিরও বিধান আছে, তখন বেদার্থের ক্রিয়াবোধকতা বৈকল্পিক বলিব অর্থাৎ ক্রিয়ামাত্রবোধই বেদের উদ্দেশ্য নহে, সন্ন্যাস-বোধনও তাহার উদ্দেশ্য। তাহার উত্তর যে, না,— এই কল্পনাও হইতে পারে না; যেহেতু, ব্যুত্থানাদি-বোধক শ্রুতিসকলের অভিপ্রায় স্বতন্ত্র, কর্ম্মত্যাগ নহে অর্থাৎ আপাততঃ যে অর্থ কল্পিত হইয়াছে, তাহা উহাদের প্রকৃত অর্থ নহে; কেন না, "যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে," এবং "যাবজ্জীবন দর্শ-পূর্ণমাস যাগ করিবে," ইত্যাদি শ্রুতির জীবনমাত্রই নিমিত্তহেতু অর্থাৎ যত দিন জীবন, তত দিনই কর্ত্তব্য, এই কারণে যখন যাবজ্জীবাদি শ্রুতির আর অর্থান্তর কল্পনার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু ব্যুত্থানাদি বাক্যের অর্থান্তর কল্পনা করা সম্ভব অর্থাৎ কর্ম্মে অনধিকৃত ব্যক্তির পক্ষে সার্থকতার সম্ভাবনা আছে, যেহেতু মন্ত্র বলিয়াছেন যে, "কর্ম্ম করিয়াই শত বৎসর জীবিত থাকিবে," ইত্যাদি, এবং "এই কর্ম্মবলেই জরা ও মৃত্যু কর্ত্তৃক বিমুক্ত হয়" এই বাক্য দ্বারা যখন জরা ও মৃত্যুরূপ অবকাশ ব্যতীত কর্ম্মিগণের কর্ম্মবিয়োগেরও সম্ভবনা নাই, তখন কর্ম্মিগণের পক্ষে শ্মশানান্ত কর্ম্মাধিকারের বিকল্প হইবার সম্ভাবনা কোথায়? পক্ষান্তরে, শ্রৌত কর্ম্মানধিকারী কাণ-কুব্জাদি ব্যক্তিরও শ্রুতির অনুগ্রহের পাত্র হওয়া উচিত, এই নিমিত্ত তাহাদের জন্য ব্যুত্থানাদি আশ্রমান্তরবিধান করা অসঙ্গত হয় নাই। যদি বল যে, তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্যাদি-আশ্রম-পরম্পরানুসারে সন্ন্যাসের ক্রমবিধান নিষ্ফল হইয়া পড়ে? উত্তর—না, নিষ্ফল হয় না; কারণ, বিশ্বজিৎ ও সর্ব্বমেধস্ যাগ স্থলেই যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রাদি বিধির বাধা থাকায় ক্রমের সম্ভাবনা আছে, অর্থাৎ যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র করিবে, এইটি সাধারণ বিধি, এবং "বিশ্বজিৎ" ও "সর্ব্বমেধস্" যাগের বিধি বিশেষবিধি, অথচ এরূপ একটি নিয়ম আছে যে, বিশেষ বিধি দ্বারা সামান্য বিধি বাধিত হয়, এ জন্য বিশেষ বিধি অপবাদ ও সাধারণ বিধি উৎসর্গ নামে তর্কশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট। এখানে সাধারণ বিধি-বোধিত অগ্নিহোত্রও তর্কশাস্ত্রের নিয়মানুসারে বিশেষ বিধি বা অপবাদ বিধি-বোধিত বিশ্বজিৎ ও "সর্ব্বমেধস্" দ্বারা অবশ্যই বাধিত হইবে, কেন না, বিশ্বজিৎ ও সর্ব্বমেধস্ যাগে নিজের সমস্ত সম্পত্তি সমর্পণ করিতে হয়, কিঞ্চিন্মাত্রও রাখিতে নাই, অথচ নির্ধন দশায় অর্থের অসদ্ভাবে অর্থসাধ্য ঐ সকল

অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মও সম্পাদিত হইতে পারে না, কাজেই সেই স্থলে অগ্নিহোত্রাদির বাধ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ সম্ভব। অতএব এইরূপ স্থলেই ক্রম-সন্ন্যাস-বিধি সার্থক বলিতে পারা যায়, সুতরাং 'ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহী হইবে, গৃহী হইতে বনী হইবে, বনী হইয়া প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিবে', এই ক্রমবিধায়ক শ্রুতিরও আর কোন বিরোধ নাই। আর এই প্রকার বিষয়ভেদ কল্পনা করিলে সন্ন্যাসের ক্রম-বিধায়ক বাক্যেরও আর কোনরূপ বিরোধ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ক্রমবিধির উপপত্তির জন্য অন্যবিধ কল্পনা করিলে অর্থাৎ প্রব্রজ্যার বিকল্প স্বীকার করিলে যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র-বিধায়ক শ্রুতির সঙ্কোচ করা হয়, অর্থাৎ তাহার লক্ষ্য বিষয় ছোট করিয়া দেওয়া হয়, অথচ এইরূপ শ্রুতির সঙ্কোচ না করিয়াও 'বিশ্বজিৎ' 'সর্ব্বমেধস্' যাগস্থলে ক্রমবিধির কল্পনা করিলে আর কোনই বাধা থাকে না। এখন সিদ্ধান্ত-বাদী তদুত্তরে বলেন যে,—না,—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষবাদীর এতাদৃশ কল্পনা সঙ্গত হইতে পারে না। যেহেতু, আত্ম-জ্ঞানকে মোক্ষহেতু বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে ; দেখ,—সেই "আত্মেত্যেবোপাসীত।" এই আত্মজ্ঞানের কর্ত্তব্যতার প্রতিজ্ঞা হইতে "স এষ নেতি নেতি" এই পর্য্যন্ত আত্মার স্বরূপ-নির্ণয়াবধি গ্রন্থ দ্বারা যে আত্ম-জ্ঞানের উপসংহার করা হইয়াছে, তুমিও তাহাকেই মোক্ষ-সাধন বলিয়া স্বীকার করিয়াছ. কিন্তু এখন "এতাবদেবা-মৃতত্বসাধনমন্যনিরপেক্ষম্," অর্থাৎ কেবল ইহাই (আত্মজ্ঞানই) অন্যের সাহায্যনিরপেক্ষ-(কর্ম্মনিরপেক্ষ) ভাবে মোক্ষসাধন, এই বাক্যটি সহ্য করিতেছ না, অতএব তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—তবে তুমি আত্মজ্ঞানকেই বা (মোক্ষসাধন বলিয়া) সহ্য করিতেছ কেন? এত কথা বলিতেছি কেন, তাহার কারণ শ্রবণ কর—যে ব্যক্তি স্বর্গকামী অথচ স্বর্গপ্রাপ্তির উপায়ে অনভিজ্ঞ, তাহাকে বেদ যেমন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দেখাইয়া স্বর্গ-লাভের উপায় বলিয়া জ্ঞাপন করে অর্থাৎ সেই কর্ম্মকে যেমন বেদবোধিত বলিয়া প্রমাণরূপে গ্রহণ করে, এখানেও সেইরূপ মোক্ষের উপায়ানভিজ্ঞ অথচ মোক্ষেচ্ছু (মৈত্রেয়ীর) নিমিত্ত "যাহাকে ভগবান্ মোক্ষোপায় বলিয়া জানেন, তাঁহাই আমায় বলুন," এই প্রকারে জিজ্ঞাসিত মোক্ষোপায় "এতাবদেব" "এই যে বলিলাম, ইহাই মোক্ষো-পায়, এই পর্য্যন্ত উক্ত বাক্যও ত বেদ কর্ত্তৃকই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। তবে ইহাকে মানিবে না কেন? ইহাই ত তোমার আত্মজ্ঞানকে মোক্ষোপায়রূপে শুনিবার কথা। এখন তাহা হইলে যেমন বেদ-বিহিত বিধায় অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসকল স্বর্গ-সাধন বলিয়া স্বীকার কর, ঠিক্ সেই ভাবে এখানেও আত্মজ্ঞানকেও বেদ যে ভাবে

মোক্ষোপায় বলিয়াছেন, তদ্রূপে স্বীকার কর, উভয় পক্ষেই বেদ তুল্যপ্রমাণ, সুতরাং অবশ্যই ঐ মত স্বীকার্য্য। যদি বল, এইরূপ স্বীকার করিলে লাভ কি ? হাঁ, তাহাও বলিতেছি,—যেহেতু, আত্ম-জ্ঞান সমস্ত কর্ম্ম-হেতু-ভূত অবিদ্যার নিবর্ত্তক, তখন অবিদ্যার উপমর্দ্দন দ্বারা আত্মবিদ্যা প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে সমস্ত কর্ম্ম-নিবৃত্তি সম্পন্ন হইবে। কেন না, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সকল ভার্য্যা-অগ্নি-প্রভৃতি সাপেক্ষ, সুতরাং নিয়ত তৎসম্পৃক্ত, তাহা হইলেই সেই দ্বৈতবুদ্ধি-(আত্মাভিন্নতা জ্ঞান) বিষয়ীভূত অগ্নি-দেবতারূপ সম্প্রদান-সাধ্যতাই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে আসিয়া পড়িল না কি ? যেহেতু, ভেদবুদ্ধি-বিষয়ীভূত সম্প্রদানকারকরূপী অগ্নিদেবতা ব্যতীত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। যে দ্বৈতবুদ্ধি সম্প্রদান-কারককে কর্ম্মের সাধন বলিয়া উপদেশ দিতেছে, সেই বুদ্ধিকে অদ্বৈত ব্রহ্মবিদ্যা উদিত হইয়াই নষ্ট করে। যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন,—"যে জানে যে, আমি অন্য, এবং অমুক অন্য ; সে কিছুই জানে না। যে ব্যক্তি দেবতাগণকে আত্মা হইতে পৃথক্ রূপে দেখে, দেবতারা তাহাকে মোক্ষ হইতে বঞ্চিত করেন। অধিক কি, যে ইহলোকে নানাভাবের ন্যায় ব্রহ্মকে দেখে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু (জন্ম) প্রাপ্ত হয়।" আরও বলিয়াছেন যে, "ব্রহ্মকে এক প্রকারেই দেখিবে। জ্ঞানী সমস্তই আত্মভাবে দেখে," ইত্যাদি। এখানে আপাততঃ আশঙ্কা হইতে পারে যে, যখন পবিত্র স্থানে শুদ্ধকালে শাস্ত্রাচার্য্যের উপদেশ-সমুৎপন্ন জ্ঞানই পুরুষার্থ-(মোক্ষ) সাধক হয়, তবে ব্রহ্মজ্ঞান পক্ষেও ভেদবুদ্ধি-বিষয়ীভূত দেশাদির অপেক্ষা থাকায় আত্মবিদ্যা ভেদবুদ্ধির উপমর্দ্দক বা নিবর্ত্তক হয় কিরূপে ? ইহার উত্তর—আত্ম-জ্ঞান কখনও দেশ, কাল ও নিমিত্তাদির অপেক্ষা করে না। কেন না, আত্ম-জ্ঞান যথার্থ বস্তু-(আত্মা) গ্রাহক, সুতরাং তথায় আর পুরুষের স্বাতন্ত্র্য নাই,—কেবল বস্তুরই প্রাধান্য ; বস্তু যেরূপ হইবে, জ্ঞানও ঠিক্ সেইরূপই হয়, কিন্তু ক্রিয়াতে বিশেষ আছে ; যেহেতু, ক্রিয়া পুরুষ-তন্ত্র, সুতরাং সেখানে দেশ, কাল, নিমিত্তাদিরও অপেক্ষা আছে, আর জ্ঞান বস্তু-তন্ত্র, এ জন্য দেশ, কাল বা নিমিত্ত কাহারও সাপেক্ষ নহে, অর্থাৎ ঐ দেশ, কাল ও নিমিত্ত-নিরপেক্ষভাবেই আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেমন স্বভাবতঃ উষ্ণ অগ্নি এবং স্বভাবতঃ মূর্ত্তি-হীন আকাশ নিজ ধর্ম্মোৎপত্তির জন্য কোন দেশ-কালাদির অপেক্ষা করে না, আত্মজ্ঞানও ঠিক সেই প্রকার। তাহাতে অবশ্য আপত্তি হইতে পারে যে, যদি তাহাই হয় অর্থাৎ যদি সর্ব্বকর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসগ্রহণই অবশ্য কর্ত্তব্য হয়, তবে কর্ম্ম-বিধির বাধ হইয়া পড়িল। অথচ তুল্য প্রমাণ-(বেদ) প্রতিপাদিত

বিধি-দ্বয়ের পরস্পর বাধ্য-বাধকতাও যুক্তিযুক্ত নহে। উত্তর—না, সে কথা বলিতে পার না, যেহেতু, আত্মজ্ঞান অবিদ্যার স্বভাব হইতে উৎপন্ন ভেদবুদ্ধিমাত্র নিবৃত্তি করে, এ জন্য কখনও অন্যান্য কর্ম্ম-বিধির বাধক বলা যায় না, অর্থাৎ জীবের যে স্বতঃসিদ্ধ ভেদবুদ্ধি, কেবল তাহারই নিবৃত্তি করিয়া দেয়। তবে আর প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব কোথায়? যদি বল, তথাপি আত্মজ্ঞান যখন কর্ম্মের হেতুভূত দ্বৈতজ্ঞানের নিবর্ত্তক, তখন কর্ম্মোৎপত্তির বাধ দ্বারা ফলতঃ বৈদিক কর্ম্ম-বিধিরও নিরোধক হইল? উত্তর—না, কামনা-নিবৃত্তির দ্বারা কাম্য বস্তুতে প্রবৃত্তি-নিরোধের মত ইহা দোষাবহ নহে, অর্থাৎ যেমন "স্বর্গকামো যজেত" এই শ্রুতিবিহিত স্বর্গলাভের ইচ্ছায় অশ্বমেধযাগে প্রবৃত্ত ব্যক্তির কামনা-নিষেধক বিধিবশতঃ কামনা ব্যাহত হইলে, সেই কাম্য যাগানুষ্ঠানের প্রবৃত্তিও নিরুদ্ধ হইয়া যায়, অথচ ইহা দ্বারা সেই সকল কাম্য বিধি আর নিষিদ্ধ হয় না, ইহাও সেই প্রকার। আর যদি কামনা-প্রতিষেধ বশতঃ কাম্য বস্তুর অসারত্ব বোধে তাহাতে প্রবৃত্তির অনুদয়হেতু কাম্যবিধিরও বাধ হয় বল, তবে কামনার প্রতিষেধ হইতে কাম্যবিধির বাধের মত আত্মজ্ঞান হইতে কর্ম্মবিধির রোধ হয় হউক, ক্ষতি নাই। আর যদি বিধিবাক্যের প্রামাণ্যের হানি হয় বল অর্থাৎ অনুষ্ঠাতা পুরুষের অভাবে অননুষ্ঠানহেতু কর্ম্মবিধির আনর্থক্য নিবন্ধন অপ্রামাণ্য বল, তবে বলিব যে, সে দোষও হইতে পারে না। যেহেতু, আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাতে প্রবৃত্তি হইতে পারে, অর্থাৎ যাহাদের আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই বা যাহাদের আত্মজ্ঞান উদিত হইয়াছে, তাহাদেরও আত্মজ্ঞান উদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঐ কর্ম্মবিধির সার্থক্য আছে। কেন না, যেমন কাম্যবিষয়ে দোষজ্ঞানের অনুদয় পর্য্যন্ত পুরুষের স্বাভাবিক স্বর্গাদি ইচ্ছার বলবত্তা বশতঃ কাম্যকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে, পশ্চাৎ দোষজ্ঞান উৎপন্ন হইলে আর তাহা হয় না, ঠিক তেমন পুরুষের স্বাভাবিক ক্রিয়া-কারক ও স্বর্গাদি ফল-জ্ঞানরূপী দ্বৈতজ্ঞান সত্ত্বে কর্ম্মের উদয় হইবেই হইবে। কর্ম্মের কু-ফল উৎপাদন দেখিয়া বিভীষিকায় যদি বল যে, সর্ব্বজ্ঞানাকর বেদশাস্ত্র জীবের অনর্থের কারণ, তবে বলিব, তোমার তাহা ভ্রম; কেন না, অর্থ আর অনর্থ পদার্থ দুইটি কেবল মনঃকল্পিত বৈ আর কিছুই নহে; কারণ, বিচার করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, এক মোক্ষ ভিন্ন অন্য সমস্তই অবিদ্যা-কল্পিত বিধায় অনর্থ-মধ্যে পরিগণিত হয়। দেখা যায় যে, মরণস্থানীয় মহাপ্রস্থানাদি কামনায়ও বজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। তবেই বলিতে হইবে যে, অর্থানর্থকল্পনা পুরুষের ইচ্ছাধীন।

অতএব ইহাই চরম সিদ্ধান্ত যে, যাবৎ আত্মজ্ঞানাভিমুখে অগ্রসর হইতে হইবে,

তাবৎই কর্ম্মবিধির প্রয়োজন, পরে নহে। সুতরাং কর্ম্মসকল যে আত্মজ্ঞানের সহচর নহে, তাহা স্থির হইল, এবং এই কারণেই "এতাবদরে খল্বমৃতত্বম্" বাক্য কর্ম্মের অসহভাবিতা বোধ হেতু এক কর্ম্মনিরপেক্ষ এই আত্মজ্ঞানই অমৃতত্বের (মোক্ষের) সাধন, এই সিদ্ধান্তই দৃঢ় হইল। অতএব বিবেকীর পক্ষে প্রব্রজ্যাই সিদ্ধ, অর্থাৎ আত্মাকে সম্প্রদানাদি কারক ও জাত্যাদিশূন্য, নির্বিকার ব্রহ্মস্বরূপে দৃঢ়ভাবে জানিলেই শাস্ত্রবাক্য ব্যতিরেকেও পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে বিবেকীর স্বতঃই বিষয়বৈরাগ্য উদিত হয়। পূর্ব্বে "যেষাং নোঽয়ম্" ইত্যাদি বাক্যেও হেতু-প্রদর্শন দ্বারা তাহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "পূর্ব্বতন বিদ্বান্‌গণ প্রজাকামনা না করিয়া ত্রিবিধ এষণা হইতে ব্যুত্থিত হইতেন" এই বাক্য হইতে যেরূপ বিবেকীর সম্বন্ধে আত্মদর্শন হইতেই সন্ন্যাস বিহিত হইয়াছে বুঝা যায়, সেইরূপ বিবিদিষুর (ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছুর) সম্বন্ধেও প্রব্রজ্যা "তাঁহারা এই আত্মলোক ইচ্ছা করিয়া প্রব্রজিত হন," এই কথা হইতে অবগত হওয়া যায়। আর কর্ম্মমাত্রই যে অজ্ঞানীর পক্ষে বিহিত, তাহাও পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি এবং অবিদ্যার অধিকারে উৎপত্তি, আপ্তি, বিকার ও সংস্কারার্থ কর্ম্ম সকল বর্ত্তমান, এই হেতু কর্ম্ম সকল চিত্ত-সংস্কার দ্বারা আত্মজ্ঞানের সাধন, এই কথাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এইরূপ হইলে অজ্ঞবিষয়ক আশ্রমোক্ত কর্ম্মসমূহের বলাবল বিচার করিলে দেখা যায় যে, আত্মজ্ঞানোৎপাদন বিষয়ে অহিংসাদিরূপ যম-প্রধান অমানিত্ব প্রভৃতি ও মানস ধ্যান এবং বৈরাগ্যাদিও সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে আত্মজ্ঞানের সাধন। এতদ্ভিন্ন নিয়ম-প্রধান আশ্রমধর্ম্মসকল হিংসা-রাগ-দ্বেষাদি-প্রাচুর্য্য-বশতঃ বহু ক্লেশজনক—কর্ম্মময়, সুতরাং পণ্ডিতগণ মুমুক্ষুর পক্ষে নির্দ্দোষ পারিব্রাজ্যকেই প্রশংসা করিয়া থাকেন। পুনশ্চ দেখ, "উক্ত কর্ম্মসকলের ত্যাগই এই মোক্ষের পরমোৎকৃষ্ট সাধন, আবার বৈরাগ্য সেই ত্যাগের পরাকাষ্ঠা"।—"হে ব্রাহ্মণ! ধন দ্বারা তোমার কি হইবে? বন্ধুগণ দ্বারাই বা তোমার কোন্ পুরুষার্থ সিদ্ধ হইবে? এবং স্ত্রী দ্বারাই বা তোমার কি গতি হইবে? কেহই তোমার মৃত আত্মার উপকার করিতে পারিবে না। অতএব গুহা-প্রবিষ্ট অর্থাৎ অন্তঃকরণমধ্যে নিগূঢ় (অতি দুর্জ্ঞেয়) আত্মার অন্বেষণ কর। দেখ, তোমার পিতামহগণ ও পিতা কোথায় গিয়াছেন।" এই প্রকারে সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রাদিতে সন্ন্যাসকেই আত্মজ্ঞানোদয়ের নিকটবর্ত্তী কারণ বলা হইয়াছে। কামপ্রবৃত্তির অভাবও এই বিষয়ে অপর একটি হেতু। অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্রই কামপ্রবৃত্তিকে জ্ঞানের প্রতিকূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে ইহা প্রতিপন্ন হইল যে, মুক্তিকামী ব্যক্তি যদি সেই কামনা

হইতে বিরক্ত হয়, তবে তাহার জ্ঞান ব্যতীতও এক ব্রহ্মচর্য্য হইতেই প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাস-গ্রহণ হইতে পারে। যদি বল, সন্ন্যাসপ্রতিপাদিকা শ্রুতি সকল সাবকাশ বিধায় কর্ম্মে অনধিকারীর জন্য বিহিত, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে? নচেৎ যাবজ্জীবন 'অগ্নিহোত্র করিবে,' এই শ্রুতির বাধ হইয়া পড়ে। উত্তর—না—তাহা হয় না।, কারণ, অজ্ঞ এবং সকাম পক্ষেই অগ্নিহোত্রাদি শ্রুতি সার্থক হওয়ায় তাহাও সম্পূর্ণ সাবকাশ, ইহা পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট আছে। কামনা ব্যতীত কেবল যে জীবনমাত্র অপেক্ষা করিয়াই অগ্নিহোত্রাদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা বলা যায় না, যেহেতু, জীবগণ প্রায়ই বহু কামনাপরিপূর্ণ, কামনাও অনেকানেক বিষয়ভেদে বহু এবং অনেক প্রকার কর্ম্মসাধন দ্বারা তাহা সাধ্য, আবার গার্হস্থ্য বা আরণ্যাশ্রমে অনুষ্ঠেয় বেদবিহিত কর্ম্ম সকলও স্ত্রী, অগ্নি প্রভৃতিতে সম্পৃক্ত পুরুষের কর্ত্তব্য এবং কৃষ্যাদি কর্ম্মের ন্যায় বহুশত বর্ষ-সমাপ্য, পরন্তু পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত হইলেই বহুবিধ ফল উৎপাদন করিয়া থাকে, সুতরাং এই সকল স্থলেই যাবজ্জীবন শ্রুতি ও "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" ইত্যাদি মন্ত্র সার্থক হইতে পারে। আর সেই পক্ষেই "বিশ্বজিৎ ও সর্ব্বমেধস্" যাগে কর্ম্মপরিত্যাগ সম্ভব। যে পক্ষে যাবজ্জীবন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা, সেই পক্ষেই শরীরের শ্মশানান্তত্ব বা ভস্মান্তত্ব শ্রুতির সার্থক্য বলিব। কিম্বা ব্রাহ্মণ ভিন্ন বর্ণকে লক্ষ্য করিয়াই যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র শ্রুতিসঙ্গত হইতে পারে, কারণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পারিব্রাজ্যে (সন্ন্যাসে) অধিকার নাই। "মন্ত্রৈর্যস্যোদিতো বিধিঃ" যাহার মন্ত্র দ্বারা বিহিত ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহারই এই শাস্ত্রে অধিকার এই স্মৃতি ও "ঐক্যাশ্রম্যন্ত্বাচার্য্যাঃ" অর্থাৎ আচার্য্য একমাত্র আশ্রম বলিয়াছেন, ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে অনুমোদিত। অতএব পুরুষের সামর্থ্য, জ্ঞান, বৈরাগ্য, কামনা প্রভৃতি অনুসারে ব্যুত্থানের বিকল্প, ক্রমিক আশ্রম-গ্রহণ ও পারিব্রাজ্যাদি বিধি অবিরুদ্ধ জানিবে। আর যাহারা বৈদিককর্ম্মে অনধিকারী, তাহাদের সম্বন্ধেই যখন -'স্নাতক হউক বা অস্নাতক হউক, উৎসন্নাগ্নি হউক বা নিরগ্নি হউক', ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পৃথক্ পারিব্রাজ্যের বিধান করা হইয়াছে, তখন আর যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রাদি শ্রুতি ও বৈদিককর্ম্ম তাহাদের সম্বন্ধে না বলিয়া যাহারা অধিকৃত, তাহাদের পক্ষেই আশ্রমান্তর (সন্ন্যাস) ব্যবস্থিত হউক। অতএব এই সন্ন্যাস তাঁহাদিগের জন্যই বিহিত এই কথা হইতেই পারে না; উপসংহারে কর্ম্মে অধিকারিগণেরও আশ্রমান্তর—সন্ন্যাস সিদ্ধ হইল ॥১৫॥

ইতি বৃহদারণ্যকে ষষ্ঠাধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণ ॥

ষষ্ঠ-ব্রাহ্মণম্

অথ বংশঃ। পৌতিমাষ্যাৎ পৌতিমাষ্যো গৌপবনাদ্গৌপবনঃ পৌতিমাষ্যাৎ পৌতিমাষ্যো গৌপবনাদ্গৌপবনঃ কৌশিকাৎ কৌশিকঃ কৌণ্ডিন্যাৎ কৌণ্ডিন্যঃ শাণ্ডিল্যাচ্ছাণ্ডিল্যঃ কৌশিকাচ্চ গৌতমাচ্চ গৌতমঃ ॥ ১ ॥

অতঃপর এই যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ডীয় ব্রাহ্মণসমুদায়ের সম্প্রদায়-পরম্পরায় আগত ঋষিসম্প্রদায়ের বর্ণনা কথিত হইতেছে।—পৌতিমাষ্য হইতে পৌতিমাষ্য, গৌপবন হইতে গৌপবন, পুনশ্চ পৌতিমাষ্য হইতে পৌতিমাষ্য এবং গৌপবন হইতে গৌপবন, কৌশিক হইতে কৌশিক, কৌণ্ডিন্য হইতে কৌণ্ডিন্য, শাণ্ডিল্য হইতে শাণ্ডিল্য, কৌশিক ও গৌতম হইতে গৌতম সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হইয়াছেন ॥ ১ ॥

আগ্নিবেশ্যাদাগ্নিবেশ্যো গার্গ্যাদ্গার্গ্যো গার্গ্যাদ্গার্গ্যো গৌতমাদ্গৌতমঃ সৈতবাৎ সৈতবঃ পারাশর্য্যায়ণাৎ পারাশর্য্যায়ণো গার্গ্যায়ণাদ্গার্গ্যায়ণ উদ্দালকায়নাদুদ্দালকায়নো জাবালায়নাজ্জাবালায়নো মাধ্যন্দিনায়নান্মাধ্যন্দিনায়নঃ সৌকরায়ণাৎ সৌকরায়ণঃ কাষায়ণাৎ কাষায়ণঃ সায়কায়নাৎ সায়কায়নঃ কৌশিকায়নেঃ কৌশিকায়নিঃ ॥ ২ ॥

পরে আগ্নিবেশ্য হইতে আগ্নিবেশ্য, গার্গ্য হইতে গার্গ্য, পুনশ্চ গার্গ্য হইতে গার্গ্য, গৌতম হইতে গৌতম, সৈতব হইতে সৈতব, পারাশর্য্যায়ণ হইতে পারাশর্য্যায়ণ, গার্গ্যায়ণ হইতে গার্গ্যায়ণ, উদ্দালকায়ন হইতে উদ্দালকায়ন, জাবালায়ন হইতে জাবালায়ন, মাধ্যন্দিনায়ন হইতে মাধ্যন্দিনায়ন, সৌকরায়ণ হইতে সৌকরায়ণ, কাষায়ণ হইতে কাষায়ণ, সায়কায়ন হইতে সায়কায়ন এবং কৌশিকায়নি হইতে কৌশিকায়নি সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকরূপে উৎপন্ন হন।

ঘৃতকৌশিকাদ্ ঘৃতকৌশিকঃ পারাশর্য্যায়ণাৎ পারাশর্য্যায়ণঃ পারাশর্য্যাৎ পারাশর্য্যো জাতূকর্ণ্যাজ্জাতূকর্ণ্য আসুরায়ণাচ্চ যাস্কাচ্চাসুরায়ণস্ত্রৈবণেস্ত্রৈবণিরৌপজন্ধনেরৌপজন্ধনিরাসুরেরাসুরির্ভারদ্বাজাদ্ভারদ্বাজ আত্রেয়াদাত্রেয়ো মাণ্টের্মাণ্টির্গৌতমাদ্গৌতমো গৌতমাদ্গৌতমো বাৎস্যাদ্বাৎস্যঃ শাণ্ডিল্যাচ্ছাণ্ডিল্যঃ কৈশোর্য্যাৎ কাপ্যাৎ কৈশোর্য্যঃ কাপ্যঃ কুমারহারিতাৎ কুমারহারিতো গালবাদ্গালবো বিদর্ভীকৌণ্ডিন্যাদ্বিদর্ভীকৌণ্ডিন্যো বৎসনপাতো বাভ্রবাদ্বৎসনপাদ্বাভ্রবঃ পথঃ সৌভরাৎ পন্থাঃ সৌভরোঽয়াস্যাদাঙ্গিরসাদয়াস্য আঙ্গিরস আভূতেস্ত্বাষ্ট্রাদাভূতিস্ত্বাষ্ট্রো বিশ্বরূপাত্ত্বাষ্ট্রাদ্বিশ্বরূপস্ত্বাষ্ট্রোঽশ্বিভ্যামশ্বিনৌ দধীচ আথর্ব্বণাদ্দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণোঽথর্ব্বণো দৈবাদথর্ব্বা দৈবো মৃত্যোঃ প্রাধ্বংসনান্মৃত্যুঃ প্রাধ্বংসনঃ প্রধ্বংসনাৎ প্রধ্বংসন একর্ষেরেকর্ষির্বিপ্রচিত্তের্বিপ্রচিত্তির্ব্যষ্টের্ব্যষ্টিঃ সনারোঃ সনারুঃ সনাতনাৎ সনাতনঃ সনগাৎ সনগঃ পরমেষ্ঠিনঃ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মণো ব্রহ্ম। স্বয়ম্ভূব্রহ্মণে নমঃ ॥ ৩ ॥

ইতি ষষ্ঠ-ব্রাহ্মণম্।

ইতি শ্রীবৃহদারণ্যকোপনিষৎসু চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

তৎপরে ঘৃতকৌশিক হইতে ঘৃতকৌশিক, পারাশর্য্যায়ণ হইতে পারাশর্য্যায়ণ, পারাশর্য্য হইতে পারাশর্য্য, জাতূকর্ণ্য হইতে জাতূকর্ণ্য, আসুরায়ণ যাস্ক হইতে আসুরায়ণ, ত্রৈবণি হইতে ত্রৈবণি, ঔপজন্ধনি হইতে ঔপজন্ধনি, আসুরি হইতে আসুরি, ভারদ্বাজ হইতে ভারদ্বাজ, আত্রেয় হইতে আত্রেয়, মাণ্টি হইতে মাণ্টি, গৌতম হইতে গৌতম, পুনশ্চ গৌতম হইতে গৌতম, বাৎস্য হইতে বাৎস্য, শাণ্ডিল্য হইতে শাণ্ডিল্য, কৈশোর্য্য কাপ্য হইতে কৈশোর্য্য কাপ্য, কুমারহারিত হইতে কুমারহারিত, গালব হইতে গালব, বিদর্ভী-কৌণ্ডিন্য হইতে বিদর্ভী-

কৌণ্ডিন্য, বৎসনপাৎ বাভ্রব হইতে বৎসনপাদ্বাভ্রব ; পন্থা সৌভর হইতে পন্থা-সৌভর, অযাস্য আঙ্গিরস হইতে অযাস্য আঙ্গিরস, আভূতি ত্বাষ্ট্র হইতে আভূতি ত্বাষ্ট্র, বিশ্বরূপ ত্বাষ্ট্র হইতে বিশ্বরূপ ত্বাষ্ট্র, অশ্বিনদ্বয় হইতে অশ্বিনদ্বয়, দধ্যঙ্ আথর্ব্বণ হইতে দধ্যঙ্ আথর্ব্বণ, আথর্ব্বণ দৈব হইতে আথর্ব্বণ দৈব, মৃত্যু-প্রাধ্বংসন হইতে মৃত্যুপ্রাধ্বংসন, প্রধ্বংসন হইতে প্রধ্বংসন, একঋষি হইতে একর্ষি, বিপ্রচিত্তি হইতে বিপ্রচিত্তি, ব্যষ্টি হইতে ব্যষ্টি, সনারু হইতে সনারু, সনাতন হইতে সনাতন, সনগ হইতে সনগ, পরমেষ্ঠী হইতে পরমেষ্ঠী, ব্রহ্মা হইতে ব্রহ্মা, ঐ পর্য্যন্ত সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক জানা যায়। এই সকল ঋষি হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎকার বা প্রচার হইয়াছে, তাহাদের নামে ঐ সকল ব্রাহ্মণের নামকরণ হয়। পরিশেষে শ্রুতি স্বয়ম্ভু—ব্রহ্মা উদ্দেশ্যে নমস্কার করিলেন, যেহেতু, তিনিই সকল সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্ত্তক।

ইতি বৃহদারণ্যকে চতুর্থ অধ্যায়ে ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ ॥ ৬ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদে চতুর্থ অধ্যায়ের ভাষ্যার্থ-বিবৃতি ॥ ০ ॥

প্রথম-ব্রাহ্মণম্

অথ পঞ্চমাধ্যায়প্রারম্ভঃ।

ওঁ হরিঃ। পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

অতঃপর "পূর্ণমদঃ" ইত্যাদি খিলনামক কাণ্ড অর্থাৎ পরিশিষ্ট কাণ্ড প্রারব্ধ হইতেছে। পূর্ব্ব চারিটি অধ্যায়ে যাঁহাকে সাক্ষাৎ অপরোক্ষরূপী ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, যিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী, নিরুপাধি, অশনায়াদি-সম্পর্কহীন আত্মস্বরূপ, "নেতি নেতি" শ্রুতি দ্বারা প্রতিষেধের অবধিরূপে যাঁহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে হয়, যাঁহার যথার্থ জ্ঞানই অমৃতত্ব (মোক্ষের) লাভের উপায়—সেই সোপাধি—শব্দ ও অভিধেয়াদি ব্যবহারের যোগ্য আত্মারই (সগুণ ব্রহ্মেরই) উপাসনা এক্ষণে বক্তব্য, অর্থাৎ যে উপাসনা পূর্ব্বে উক্ত হয় নাই, যে উপাসনায় কর্ম্মযোগের সহিত জ্ঞানযোগের বিরোধ ঘটে না, যাহা প্রকৃতপক্ষে পরম অভ্যুদয়ের সাধন ও ক্রমমুক্তিরও কারণ বলিয়া নির্ণীত, সেই সকল উপাসনাই এক্ষণে বক্তব্য। এই পরবর্ত্তী সন্দর্ভ হইতে সমস্ত উপাসনার অঙ্গ-রূপে প্রণব, দম, দান ও দয়া এই সকল বিধান করা শ্রুতির অভিপ্রেত জানিবে। পূর্ণমদঃ—যিনি পূর্ণ, কোন কিছু হইতেই ব্যাবৃত্ত নন, অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী। কেন না, পূরণার্থ পৃ ধাতু হইতে কর্ত্তৃবাচ্যে নিষ্ঠা—'ক্ত' প্রত্যয় দ্বারা উহা নিষ্পন্ন, সুতরাং যিনি সর্ব্বপরিপূরক এই অর্থ সঙ্গত। 'অদঃ'-শব্দ পরোক্ষার্থবাচক (যাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে) সর্ব্বনাম, অর্থাৎ তিনিই ঐ অবাঙ্‌মনসগোচর পরম ব্রহ্ম; যিনি পূর্ণ এবং আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী, নিরন্তর ও উপাধি-বর্জ্জিত। তিনিই আবার ব্যবহারদশায় নাম ও রূপের আকারে অবস্থিত থাকিলে 'ইদং'-শব্দবাচ্য সোপাধিক, তথাপি পূর্ণ অর্থাৎ—তিনি স্বাভাবিক পরমাত্ম-রূপে ব্যাপকই, কিন্তু উপাধি-পরিচ্ছিন্ন কার্য্যাকারে নহে। সেই এই বিশেষাবস্থাপন্ন—কার্য্যাত্মক ব্রহ্ম (সগুণ) কারণরূপী পূর্ণব্রহ্ম হইতে উদ্রিক্ত অর্থাৎ উদ্গত হন। যদিও কার্য্যাবস্থাপন্ন হইয়া উদ্গত হন, তথাপি যাহা স্বীয় পূর্ব্বতনস্বরূপ পরিপূর্ণ

পরমাত্ম-ভাব, তাহা ত্যাগ করেন না। বিদ্যাবলে এই কার্য্যাত্মক পূর্ণব্রহ্মের স্বাভাবিক পূর্ণত্ব গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ যে এক আনন্দ-রসময়ত্ব, তাহা গ্রহণ করিয়া এবং অবিদ্যাকৃত ভূত ও ইন্দ্রিয়োপাধির সম্পর্কাধীন চিদাভাস-স্বরূপতা বিদূরিত করিয়া কেবল পূর্ণ ই অর্থাৎ অন্তর-বহিঃশূন্য একমাত্র প্রজ্ঞান-ঘন বিশুদ্ধ ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। পূর্ব্বে যে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—'ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ' 'তদাত্মানমেবাবেৎ' অর্থাৎ "এই ব্রহ্মই একমাত্র সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন; অতএব সেই আত্মাকেই (ব্রহ্মকে) অবগত হইবে। "তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ" তাঁহা হইতেই এই বিশ্ব-প্রপঞ্চের উদ্ভব। ইহা উপরি-উক্ত মন্ত্রের অর্থ, তন্মধ্যে "পূর্ণমদঃ" এই অংশ পূর্ব্বোক্ত "ব্রহ্ম" পদের অর্থ এবং ব্রহ্মই অগ্রে ছিলেন, এই বাক্যের অর্থপ্রকাশক "পূর্ণমিদং" এই অংশ। এই কথা অন্য শ্রুতিও বলিয়াছেন—ইহলোকেও যাহা, পরলোকেও তাহা, এবং পরলোকেও যাহা, ইহলোকেও তাহা। অতএব "পূর্ণমদঃ" এই শ্রুতিস্থ "অদস্" শব্দের অর্থ যাহা, তাহাই "ইদম্" শব্দের প্রতিপাদ্য পূর্ণব্রহ্ম, কেবল অবিদ্যাবশতঃ নাম-রূপ—উপাধি সংযুক্তভাবে উদ্গত (অভিব্যক্ত) হয়। অতএব এই প্রকারে পরমার্থ সত্যস্বরূপ হইতে যেন বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান জীবাত্মাকেই "আমিই সেই পরম ব্রহ্মস্বরূপ" ইহা জানিয়াও ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা তাহার পূর্ণত্ব অবধারণ করিয়া ও ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে অবিদ্যাজনিত নামরূপাত্মক উপাধিসম্পর্কজনিত অপূর্ণত্ব অপনীত করিলে কেবল—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম মাত্র অবশিষ্ট থাকে। এই কথাই "তৎ সর্ব্বমভবৎ" ইত্যাদি শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। সমস্ত উপনিষদের প্রতিপাদ্য যে ব্রহ্ম, তাহা এখানে এই "পূর্ণমদঃ" মন্ত্র দ্বারা পুনরুল্লিখিত হইয়াছে, ইহার উদ্দেশ্য—পরবর্ত্তী বাক্যের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা; কারণ, যে সকল ওঙ্কার, দম, দান, দয়ানামক সাধন কথিত হইবে, এখানে তাহারা ব্রহ্মবিদ্যার সাধনরূপে বিবক্ষিত এবং এই খিলপ্রকরণে উহাদের উল্লেখ থাকায় বুঝা যায় যে, উহারা সমস্ত উপা-সনারই অঙ্গ।

কেহ কেহ ইহার অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করেন। যথা পূর্ণ—অর্থাৎ কারণ হইতে পূর্ণ—কার্য্য উদ্গত হয়, অর্থাৎ যে কারণ তাহা পূর্ণ এবং কার্য্যও পূর্ণ, আবার সেই উদ্গত কার্য্য বর্ত্তমান কালেও পূর্ণ অর্থাৎ দ্বৈতরূপেও পরমার্থ সৎ-(ব্রহ্ম) স্বরূপ। পুনশ্চ প্রলয়কালেও পূর্ণরূপী; কারণ—পূর্ণকার্য্যের পূর্ণতা আদান করিয়া অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে সেই পূর্ণতার সমাধান করিয়া স্বীয় পূর্ণ-কারণরূপেই অবশিষ্ট থাকে। এইরূপে উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয়, এই কালত্রয়েই কার্য্য ও কারণের

পূর্ণতা অব্যাহত এবং সেই একই পূর্ণতা কার্য্য ও কারণের মধ্যে বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়। তাহা হইলে অনুমান করা যাইতে পারে যে, এক ব্রহ্মই দ্বৈত ও অদ্বৈত এই উভয়াত্মক। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন সমুদ্র বলিলে জল, তরঙ্গ, ফেন ও বুদ্বুদাদিময় একই পদার্থ বুঝায়, বিভিন্ন নহে,তন্মধ্যে জল যেমন সত্য বস্তু, সুতরাং তদুদ্ভূত তরঙ্গ, ফেন, বুদ্বুদাদিও সমুদ্রাত্মক (জলময়) ; পরন্তু আবির্ভাব ও তিরোভাব-স্বভাবসম্পন্ন হইলেও সেই সমস্ত ফেন-তরঙ্গাদি সামুদ্রিক বিকার যেমন সত্য বস্তু, সেই প্রকার এই সমস্ত ফেন-তরঙ্গাদিস্থানীয় দ্বৈতবস্তুও পারমার্থিক সত্য, সুতরাং পরমব্রহ্ম জলস্থানীয় পরমার্থ সত্য। এইরূপে যদি দ্বৈত জগতের সত্যতা রক্ষা হয়, তবেই কর্ম্মকাণ্ডেরও (বেদের যে ভাগে কর্ম্ম বিহিত আছে) প্রামাণ্য রক্ষিত হয়, নচেৎ দ্বৈত জগৎ অবিদ্যাকৃতত্বনিবন্ধন মৃগতৃষ্ণিকাদিবৎ অসৎ—দ্বৈতাভাস মাত্র হইলে, পরমার্থতঃ সত্যরূপে এক ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে কর্ম্মক্ষেত্র বা যথার্থবিষয়ের অভাবে সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডই অপ্রমাণ হইয়া যায় এবং তাহার ফলে শ্রুতিদিগের পরস্পর বিরোধই উপস্থিত হয় ; কেন না,বেদের একদেশ উপনিষদ্‌ভাগ পরমার্থ সত্য—অদ্বৈত ব্রহ্মপ্রতিপাদক, এ জন্য প্রমাণ, এ কথা বলিতেই হইবে,আর অন্য দিকে বেদের অপরাংশ অসৎ—অবিদ্যাকৃত দ্বৈত প্রতিপাদক,এ জন্য কর্ম্মকাণ্ড সকল অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। এই বিরোধ পরিহারের জন্যই শ্রুতি স্বয়ং "পূর্ণমদঃ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা কার্য্য ও কারণের সত্যতা সমুদ্র দৃষ্টান্তে নিরূপিত করিয়াছেন। কিন্তু এ অর্থ ভাল নহে ; কেন না, অদ্বিতীয় ব্রহ্মবিষয়ে অপবাদ এবং বিকল্পের সম্ভাবনাই নাই, আর পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যাকারীদিগের এই কল্পনাও বাস্তবিক সৎকল্পনার মধ্যে গণ্য হইতেও পারে না। কারণ, প্রথমতঃ দেখা যাউক যে, বিশেষ বিধির স্থল কোথায় ? দেখা যায়, কোনরূপ ক্রিয়া-বিধি-স্থলেই সামান্যতঃ সাধারণবিধি অনুসারে প্রাপ্ত কার্য্যের একাংশে অপবাদ অর্থাৎ বিধির সঙ্কোচ করা হইয়া থাকে, যেমন "অহিংসন্ সর্ব্বা ভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ" হিংসামাত্রই শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, এইটি সামান্য (নিষেধ) বিধি, আবার তীর্থ অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ ভিন্ন স্থলে হিংসা করিবে না, এই বাক্যে সেই সামান্য বিধির অপবাদ অর্থাৎ সঙ্কোচ করা হইল। এই অপবাদ দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত সামান্য বিধির ব্যবস্থা করা হইল যে, হিংসা যজ্ঞেতর স্থলে নিষিদ্ধ। এখানে যেরূপ অপবাদ অনুমোদন করা হইয়াছে, স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মবিষয়ে সেরূপ হইতে পারে না অর্থাৎ—প্রথমতঃ অদ্বৈত ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়া পুনরায় তাঁহারই একদেশের অপবাদ (নিষেধ) করা যাইতে পারে না,

যেহেতু, অদ্বৈত ব্রহ্মের একদেশই সম্ভব নহে। এই অপবাদের ন্যায় বিকল্পও অদ্বৈত ব্রহ্মের পক্ষে অসম্ভব ; কেন না, বিকল্পের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে,—"অতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতি", এক শ্রুতি বলেন,—অতিরাত্র নামক যজ্ঞে ষোড়শী নামক যজ্ঞপাত্র গ্রহণ করিবে, অপর শ্রুতি বলেন, "নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতি।" অতিরাত্রে ষোড়শী নামক পাত্র গ্রহণ করিবে না, এরূপ ক্ষেত্রে যেরূপ পুরুষের ইচ্ছাধীন ষোড়শীর গ্রহণ ও অগ্রহণরূপ বিকল্প হইতে পারে, কিন্তু সেইরূপ অদ্বৈত ব্রহ্মকে একবার দ্বৈত, আবার অদ্বৈত বলিয়া বিকল্প হইতে পারে না, যেহেতু, বস্তুর যথার্থ-স্বরূপ পুরুষের কল্পনাধীন বা ইচ্ছাধীন হয় না। বিশেষতঃ দ্বৈত ও অদ্বৈত পরস্পর-বিরুদ্ধ, এ জন্যও এক বস্তুতে দ্বৈতাদ্বৈতভাব অসম্ভব। অতএব আমরা বলিব যে, কখনই ব্রহ্মবিষয়ে পূর্ব্বোক্ত অপবাদ-বিকল্পাদি কল্পনা সুসঙ্গত নহে। শ্রুতি এবং যুক্তি-বিরোধও তাহার অপর কারণ। দেখ, শ্রুতি বলিয়াছেন, আত্মা সৈন্ধবখণ্ডের ন্যায় একমাত্র প্রজ্ঞানঘন, পূর্ব্বাপর ও বাহ্যাভ্যন্তরাদি ভেদ-রহিত, অথচ বহিঃ ও অভ্যন্তরে সমভাবে বিদ্যমান। সেই আত্মা নিত্য, 'নেতি নেতি' বাক্য দ্বারা সর্ব্ব-প্রপঞ্চের বাধ করিয়া যাঁহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে, তাহাই অবিনাশী, অজর, অভয়, অমৃতস্বরূপ ইত্যাদি নিশ্চিতার্থ-প্রকাশক ও ভ্রম-সংশয়রহিত নিঃশঙ্ক শ্রুতিসমূহকে যদি অপ্রমাণ করিতে হয়, তবে অকিঞ্চিৎকর শ্রুতির আবশ্যকতা কি ? উহাদিগকে জলে ফেলিয়া দেওয়াই উচিত। শুধু ইহাই নহে, ইহাতে যুক্তি-বিরোধও ঘটে,—কেন না, দ্বৈতমাত্রই অবয়ববিশিষ্ট, নানা ও ক্রিয়াশীল, তাহার আত্মত্ব স্বীকার করিলে আত্মার শ্রুত্যনু-মোদিত নিত্যত্বের ব্যাঘাত হয়। অথচ স্মৃতিশাস্ত্রাদি দর্শন করিলে স্পষ্টতঃই আত্মার নিত্যত্ব অনুমিত হয়, সুতরাং তোমার উক্তিতে তাহারও বিরোধ হইয়া পড়িল। আর আত্মার অনিত্যত্ব বলিলে তোমার কল্পনাও (যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) নিরর্থক হইয়া যায়। বিশেষতঃ অনিত্যত্ব পক্ষে কর্ম্মকাণ্ডের আনর্থক্য "কৃতনাশ" ও "অকৃতাভ্যাগম" দোষ ত স্পষ্টই রহিয়াছে। যদি বল, ব্রহ্মের দ্বৈতাদ্বৈতত্ব বিষয়ে সমুদ্রাদি দৃষ্টান্তই স্পষ্ট প্রমাণ, তবে একের দ্বৈতা-দ্বৈতরূপতায় আর বিরোধ কি ? উত্তর—না, এ বিষয়ে বিরোধ না হইলেও অন্য বিষয়ে বিরোধ আছে। যেহেতু, আমরা নিত্য, নিরবয়ব ব্রহ্মবিষয়েই দ্বৈতাদ্বৈতত্বের বিরোধ বলিয়াছি, কিন্তু যাহা সাবয়ব কার্য্য, তাহাতে বিরোধ আমাদের বক্তব্য নহে। অতএব শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তির সহিত বিরোধ থাকায় এইরূপ কল্পনা কখনই

সঙ্গত হইতে পারে না। অধিকন্তু এরূপ অসৎ কল্পনার পক্ষপাতী হওয়া অপেক্ষা উপনিষদের পরিত্যাগ করাই সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ। আর ধ্যানের অযোগ্যতা নিবন্ধনও ঐরূপ কল্পনা করিতে পারে না; কারণ, দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত সমুদ্র ও বন প্রভৃতি পদার্থ যেমন শত সহস্র অনর্থ-পরিপূর্ণ, সাবয়ব ও নানাবিধ বিশেষভাবাপন্ন—কথনও সেইরূপ সাবয়ব ও নামাত্মকরূপে ব্রহ্মকে শ্রুতি কোথায়ও ধ্যেয় বলিয়া উপদেশ করেন নাই, শ্রুতি ব্রহ্মকে কেবল "বিজ্ঞানঘন" বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ "একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্" অর্থাৎ ব্রহ্মকে একপ্রকারেই দর্শন করিবে, ইত্যাদি শ্রুতি যেমন একভাবে দর্শনের উপদেশই করিয়াছেন, আবার অন্যদিকে সেইরূপ ভেদদৃষ্টির নিষেধ করিয়াছেন, যথা—"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।" অর্থাৎ যে জন ব্রহ্মকে অনেকভাবেই যেন (নানেব) দর্শন করে, সে মৃত্যুর পরও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। এই কথায় নানাভাব দর্শনের নিন্দা প্রকাশিত হইতেছে, সুতরাং যাহা শ্রুতি-নিন্দিত, তাহা কখনই কর্ত্তব্য নহে এবং যাহা কখনও কর্ত্তব্য নহে, তাহা শাস্ত্রের অভিপ্রেত বলি কিরূপে? অতএব শ্রুতি-নিন্দিত বলিয়া ব্রহ্মের নানাত্ব ও অনেকরসত্ব অর্থাৎ দ্বৈতরূপ কখনই গ্রহণ করা উচিত নয়। এই জন্য উহা শাস্ত্রের অভিপ্রায় বলিয়া স্বীকার করি না। শ্রুতি যে ব্রহ্মের একরসত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই দ্রষ্টব্য। এ জন্য তাহাই প্রশস্ত বলি এবং প্রশস্ত বলিয়াই তাহা শাস্ত্রের অভিপ্রেত অর্থ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। আর যে আপত্তি করা হইয়াছিল, দ্বৈতাভাব হেতু কর্ম্মক্ষেত্রের অভাবে বেদৈকদেশ কর্ম্মকাণ্ডের অপ্রামাণ্য এবং অদ্বৈত-প্রতিপাদক উপনিষদের প্রামাণ্য; সেই আপত্তিও অসঙ্গত; কেন না, শাস্ত্র পুরুষকে জন্মমাত্রেই দ্বৈত বা অদ্বৈত বস্তু জানাইয়া পরে কর্ম্ম বা ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করে নাই। কিন্তু যে বস্তু যথার্থ যেরূপ, তদনুসারেই উপদেশ করিয়াছে মাত্র। বিশেষতঃ যখন প্রাণী ভূমিষ্ঠ হইয়াই দ্বৈত জানিতে পারে, তখন আর তজ্জন্য উপদেশ করিবার আবশ্যকতা কি?

কেহ কখনও কি প্রথম হইতেই দ্বৈতকে মিথ্যা বলিয়া জানে—যাহার জন্য শাস্ত্র দ্বৈতের সত্যত্ব উপদেশ করিয়া পশ্চাৎ স্বীয় প্রামাণ্য প্রতিপাদন করিবে? কারণ, জগৎ-মিথ্যাত্ববাদী পাষণ্ডী—বৌদ্ধমতাবলম্বিগণও যে শাস্ত্রের প্রামাণ্য মানে না, তাহাও নহে অথচ তাহারা (শাস্ত্রে জগতের মিথ্যাত্ব অবগত হইয়াও) স্বর্গাদি সুখলাভের নিমিত্ত চৈত্যবন্দনাদির ব্যবস্থা দেন। অতএব বুঝিতে হইবে যে, অবিদ্যাজনিত ও স্বভাব-সিদ্ধ দ্বৈতবস্তু সমুদায়কে যথা-প্রাপ্ত ভাবে

(যে বস্তু যেরূপ, ঠিক সেইরূপেই) ধরিয়া শাস্ত্র অবিদ্যাগ্রস্ত ও রাগদ্বেষাদি-দোষযুক্ত পুরুষকে অভীষ্ট-সাধক কর্ম্মের উপদেশ দিয়া থাকে, অবশেষে সেই পুরুষ যখন অভীষ্ট বস্তুর দোষ অর্থাৎ প্রসিদ্ধ ক্রিয়া, কারক ও ফলের দোষ দেখে ও সেই সকল কাম্য বস্তুতেই ঔদাসীন্য অবলম্বনের জন্যই উপায় অনুসন্ধান করে, তখন তাহাকে শাস্ত্র সেই বৈরাগ্যের উপায়রূপে আত্মৈকতারূপিণী ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দেয়। অনন্তর এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইলে অর্থাৎ পুরুষের সেই ঔদাসীন্য দৃঢ় হইলে শাস্ত্র-প্রামাণ্যের অনুসন্ধান নিবৃত্ত হয়; পরে প্রামাণ্যানুসন্ধান নিবৃত্ত হইলে সেই পুরুষের নিকট শাস্ত্রেরও শাস্ত্রত্ব লুপ্ত হয় এবং তখন আর শাস্ত্রসমূহের পরস্পর মত-বিরোধের লেশও থাকে না। যেহেতু, অধিকারিভেদেই শাস্ত্রের বিভিন্ন উক্তি ও প্রত্যেক পুরুষে শাস্ত্রপ্রামাণ্য পরিসমাপ্ত; তাহার কারণ—শাস্ত্র, শিষ্য ও শাসন যাহা কিছু বল, সমস্তই দ্বৈতের প্রপঞ্চ মাত্র; সেই দ্বৈতের অবসান অদ্বৈতজ্ঞান হইতে। দুইটি মত যদি সমান ভাবে পাশাপাশি দাঁড়ায়, তবেই না বিবাদ ঘটে। যখন শাস্ত্র, শিষ্য ও শাস্ত্রের শাসন ইহারা পরস্পর সাপেক্ষভাবেই বর্ত্তমান, তখন একের অভাবে অপরগুলি যে আর তৎকালে থাকিতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। তবেই সমস্ত দ্বৈতের নিবৃত্তি হইলে আর কাহারও বিরোধের আশঙ্কা নাই, ইহা বলিতে হইবে। অতএব সেই সর্ব্বপ্রকার ভেদনিবৃত্তির পর মঙ্গলময় নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা হইলে বিরোধ অবিরোধ কিছুই থাকে না, ইহা সিদ্ধ হইল।

আর যদি তোমাদের অভিমত ব্রহ্মের দ্বৈতাদ্বৈতভাব স্বীকার করিয়া লই, তবে ব্রহ্মের দ্বৈতাদ্বৈতভাবে শাস্ত্রবিরোধ তুল্যই থাকিয়া যায়। যদিই না কি সমুদ্রাদির ন্যায় এক ব্রহ্মকেই এক দ্বৈতাদ্বৈতস্বরূপ বলিয়া মানি অর্থাৎ স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া না মানি, তাহাতেও তোমাদেরই উত্থাপিত শাস্ত্রবিরোধ হইতে অব্যাহতি পাই না; কেন না, যদি এক ব্রহ্মই দ্বৈতাদ্বৈত উভয়াত্মক বল, তবে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, সেই ব্রহ্ম শোকমোহাদির অতীত; সুতরাং কোন প্রকার উপদেশের আকাঙ্ক্ষা রাখে না, এবং দ্বৈতাদ্বৈতরূপী এক ব্রহ্ম অঙ্গীকার করায় তদতিরিক্ত আর উপদেষ্টা নাই, ইহাও মানিতে হইবে। আর যদি, সে পক্ষের মীমাংসার জন্য বল যে, দ্বৈত বিষয় সকল অনেক, সুতরাং তাহাদের পরস্পর শাস্ত্রোপদেশ সম্ভব, ঐ উপদেশ ব্রহ্মবিষয়ে নহে? উত্তর—তাহা হইলে ব্রহ্ম দ্বৈতস্বরূপই প্রতিপন্ন হয় ও তদ্ভিন্ন আর কেহ নাই, ইহাই ফলতঃ আসিয়া পড়ে; এরূপ অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্ম দ্বৈতাদ্বৈতস্বরূপ, এই মীমাংসার সহিত বিরোধ হয় না

কি ? তাহার পর দ্বৈতাদ্বৈতের অভেদজ্ঞাপক সমুদ্র দৃষ্টান্তের অসঙ্গতি হয় ; কেন না, যে দ্বৈতকে ধরিয়া পরস্পর উপদেশ, যখন সেই উপদেশ ও দ্বৈত পরস্পর বিভিন্নই, তখন আর সমুদ্র দৃষ্টান্তের উপপত্তি কোথায় ? অর্থাৎ সমুদ্র যেমন সমস্ত জলময়, ব্রহ্মও সেইরূপ এক বিজ্ঞানস্বরূপ, ইহা স্বীকার করিলে ব্রহ্মের অপরের নিকট উপদেশগ্রহণ ও অপরকে উপদেশপ্রদান প্রভৃতি কল্পনাই অসম্ভব। মনে কর, এক দেবদত্তই (একজনের নাম) হস্ত-কর্ণাদি দ্বারা দ্বৈতাদ্বৈতাত্মক হইলে সেই দেবদত্তের শরীরের এক অংশ বাক্ ও অপরাংশ কর্ণের মধ্যে বাক্ উপদেষ্টা ও কর্ণ শ্রোতা, অথচ দেবদত্ত নিজে উপদেষ্টা বা শ্রোতা কিছুই নহে, ইহাও কি কখন কল্পনা করা যাইতে পারে ? যেহেতু, জলাত্মক সমুদ্রের মত দেবদত্ত এক বিজ্ঞানময়। অতএব এই দ্বৈতাদ্বৈতাত্মকত্ব কল্পনা-পক্ষে শ্রুতি ও যুক্তির বিরোধ ত ঘটেই, অধিকন্তু নিজের অভিপ্রেত অর্থও সিদ্ধ হয় না। অতএব আমরা "পূর্ণমদঃ" ইত্যাদি শ্রুতির যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাই যথার্থ ব্যাখা বলিয়া গ্রহণ করা উচিত।

ওঁ ৩ খং ব্রহ্ম, খং পুরাণম্, বায়ুরং খমিতি হ স্মাহ কৌর-ব্যায়ণীপুত্রঃ, বেদোঽয়ং ব্রাহ্মণা বিদুর্বেদৈনেন যদ্বেদিতব্যম্। ১

ইতি প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ০ ॥

অতঃপর ধ্যানাঙ্গরূপে উপনিষদের অর্থ প্রতিপাদন করিয়া সেই ব্রহ্মের উপা-সনার উপযোগী মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।—"ওঁ খং ব্রহ্ম" এই মন্ত্রটি অন্যত্র কোন স্থানে ব্যবহৃত হয় নাই, কেবল এই ব্রাহ্মণেই ব্রহ্মের ধ্যানকর্ম্মে প্রযুক্ত হইতেছে। এই মন্ত্রস্থ "ব্রহ্ম" শব্দটি বিশেষ্য এবং "খং" পদটি তাহার বিশেষণ। নীলোৎ-পলাদির (নীল এমন উৎপল) ন্যায় 'খং ব্রহ্ম' এ স্থলেও সমান বিভক্তি নির্দ্দেশ দ্বারা পরস্পর বিশেষ্য-বিশেষণভাব অবগত হওয়া যায়। অবিশেষিত ব্রহ্মশব্দ সাধারণতঃ (ব্যুৎপত্তি অনুসারে) বৃহৎ-বস্তুমাত্রের বাচক ; এই জন্য তাহাকে "খং" বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে। সেই যে "খং ব্রহ্ম," তাহাই ওঁ শব্দের বাচ্য (অর্থ), ও ওঁ-শব্দের স্বরূপ। উভয় পক্ষেই সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণভাব অবিরুদ্ধ। ওঁ-শব্দকে ব্রহ্মোপাসনার সাধনরূপে বিজ্ঞাপন করাই এখানে ঐরূপ প্রয়োগের উদ্দেশ্য। ওঁ-শব্দ যে ব্রহ্মোপসনার সাধন, এ বিষয়ে অন্য শ্রুতিও প্রমাণ ; যথা, শ্রুতি বলিয়াছেন—"ওঙ্কার শ্রেষ্ঠ আলম্বন এবং ইহাই

পরমোৎকৃষ্ট আলম্বন। ওঙ্কারের দ্বারাই আত্মাকে সমাহিত করিবে।" "ওঁ" এই অক্ষররূপেই পরম পুরুষকে (পরমাত্মাকে) ধ্যান করিবে। "ওঁ এই প্রকারে আত্মার ধ্যান কর," ইত্যাদি। আর এ কথাও ঠিক যে, ওঙ্কার উপাসনায় অঙ্গ-রূপেই প্রযুক্ত, অন্য অর্থে নহে। বিশেষতঃ অন্য অর্থ এখানে সম্ভবই হয় না, তাহা হইলে এ স্থলে উহার প্রয়োগ হইবে কেন ? অর্থাৎ যেমন অন্যত্র 'ওঁ ইত্যাকারে স্তুতি করিবে' "ওঁ ইত্যাকারে উদ্গীথ গান কর্ত্তব্য।" ইত্যাদি স্থলে স্বাধ্যায়ের আরম্ভে ও অবসানে বিনিয়োগ হইতে ওঙ্কারের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ অর্থান্তর এখানে প্রতীত হইতেছে না। অতএব স্থির হইল যে, ধ্যানের সাধনরূপেই এখানে ওঁ-শব্দের প্রয়োগ। 'ব্রহ্ম' 'আত্মা' প্রভৃতি ব্রহ্মের বাচক থাকিতে 'ওঙ্কার'কে ব্রহ্ম-বাচকরূপে প্রকাশ করা হইল, কেবল স্বতঃপ্রমাণ শ্রুতি বলিয়াছেন বলিয়া। তাৎপর্য্য এই—ওঁশব্দই ব্রহ্মের অতিপ্রিয়তম বা ঘনিষ্ঠ নাম। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে এই প্রণবই প্রধান সাধন।

সেই ব্রহ্মধ্যানের সাধন প্রণব প্রতীকরূপে ও অভিধান অর্থাৎ বাচকরূপে দুই প্রকার। প্রতীকরূপে যথা—যেমন বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার প্রতিমা সেই সেই দেবতার প্রতীক বা স্থলাভিষিক্ত, তেমন ওঁকারকেও ব্রহ্মের সহিত অভিন্নভাবে জ্ঞান করিবে, তাহার ফলে—ওঁকার-উপাসকের প্রতি ব্রহ্ম প্রসন্ন হন। এই জন্য শ্রুতি বলিতেছেন যে, এই প্রণবই উৎকৃষ্ট আলম্বন (প্রতিমূর্ত্তি), এই প্রণবই ব্রহ্মজ্ঞানের পরম সাধন। যিনি এই আলম্বনকে অবগত হন, তিনি পরমোৎকৃষ্ট ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন। তথাপি "খ" শব্দে ভৌতিক আকাশের প্রতীতি হইতে পারে, এই জন্য বিশেষ করিয়া বলিলেন যে, "খং পুরাণম্" অথাৎ যিনি চিরন্তন আকাশ অর্থাৎ—পরমাত্মারূপী আকাশ। সেই পুরাতন আকাশ—পরমাত্মা—চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, সুতরাং অন্য কোনও আলম্বন—(প্রতীক) ব্যতিরেকে তাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না, এই নিমিত্ত সকল লোক যেমন বিষ্ণুর অঙ্গ-চিহ্নিত পাষাণাদিময় প্রতিমায় বিষ্ণুর আবেশ করে, তেমন সেই অতীন্দ্রিয় পরমাত্মরূপী আকাশ—ওঁকারে শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে এবং ভাবপূর্ণ-হৃদয়ে মনোনিবেশ করে। কিন্তু কৌরব্যায়ণীপুত্র 'বায়ুর' নামক (যাহাতে বায়ু বিদ্যমান থাকে, সেই প্রসিদ্ধ আকাশ) আকাশকেই 'খ' শব্দের মুখ্য অর্থে ব্যবহার করেন, পরমাত্মাকাশকে নহে। তাঁহার অভি-প্রায়—উক্ত মন্ত্রস্থ 'খ' 'বায়ুর' নামক আকাশ অর্থে প্রযুক্ত, এবং ঐরূপ মুখ্য অর্থে প্রয়োগ হওয়াই উচিত। যাহা হউক, যদি সেই তন্মধ্যে পুরাণ নিরুপাধি ব্রহ্মই "খ"

শব্দের প্রতিপাদ্য হন, কিংবা'খ'শব্দে এই'বায়ুর'আকাশ—সোপাধিক ব্রহ্মই অভিপ্রেত হয়। সর্ব্বথাই ওঙ্কার বিষ্ণু প্রভৃতির প্রতিমার ন্যায় ব্রহ্মের প্রতীক,এ জন্য সাধন।

"হে সত্যকাম! ইহাই পর ও অপর ব্রহ্ম,—যাহা ওঁকার নামে খ্যাত।" এই শ্রুতি অনুসারে ওঙ্কারকে সগুণ ও নিরুপাধিক উভয় ব্রহ্মেরই প্রতীকরূপে যে অবগত হওয়া যায়, সে অংশে কোনও বিবাদ নাই। বাকি রহিল কেবল 'খ'শব্দের অর্থ সম্বন্ধে মতের অনৈক্য। এই ওঁকারই বেদ, কারণ, জ্ঞাতব্য বিষয় সকল যাহা দ্বারা জানা যায়, তাহার নাম বেদ। ওঙ্কার উপাসনায় সকলই অধিগত হয়, অতএব ওঁকারই বেদ অর্থাৎ ব্রহ্মের বাচক—অভিধান। তাহার কারণ—সাধক এই ওঁকাররূপ অভিধান দ্বারা প্রকাশ্যমান অর্থাৎ অভিধীয়মান জ্ঞেয় ব্রহ্মকে বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। সেই জন্যই ব্রাহ্মণগণ এই প্রণবকে বেদ বলিয়া জানেন। অতএব বুঝিতে হইবে যে, ব্রাহ্মণগণের অভিপ্রায় এই—ওঙ্কার ব্রহ্মের বাচকত্ব নিবন্ধন উপাসনার সাধন, অর্থাৎ ব্রহ্মের অভিধায়ক প্রণবই ব্রহ্মসিদ্ধি বিষয়ে ব্রাহ্মণগণের অভিপ্রেত সাধন। অথবা "বেদোঽয়ম্" ইত্যাদি অংশ প্রণবের অর্থবাদ—প্রশংসাবাক্য। যদি বল যে, বিধি ব্যতিরেকে অর্থবাদ হয় কিরূপে? তাহার উত্তর,—এখানে "ওঁ"কারই ব্রহ্মের প্রতীক (আলম্বন) ভাবে বিহিত হইয়াছে, সুতরাং বিধির অভাব নাই, যেহেতু, "ওঁ খং ব্রহ্ম" এই বাক্যে ওঙ্কারের সহিত ব্রহ্মের সামানাধিকরণ্য (অভেদ) প্রকাশ পাইতেছে। অতএব তাহারই বেদরূপে এইরূপ স্তুতি হইতে পারে যে, সমস্ত বেদই ওঁকারময়। এই প্রণব হইতেই সমস্ত বেদের উৎপত্তি, সুতরাং ইহাই ঋক্-যজুঃ-সামাদি-ভেদে বিভিন্ন সমস্ত বেদময়। অন্যান্য শ্রুতিও বলিয়াছেন,—যেমন শঙ্কু অর্থাৎ শলাকা দ্বারা সমস্ত পত্র বিদ্ধ হয়, তেমন এই সমস্ত বেদও প্রণবরূপ শঙ্কু দ্বারা বিদ্ধ। আর এই কারণেও এই বেদ ওঙ্কারাত্মক,—যেহেতু,যাহা কিছু জ্ঞাতব্য আছে, তৎসমস্তই এই ওঁকার দ্বারা জানা যায়, সেই হেতু এই ওঙ্কার "বেদ" বলিয়া অভিমত। অপরাপর বেদেরও যে বেদত্ব, তাহা ওঙ্কারের বেদত্বাধীন। অতএব এইরূপ বিশিষ্ট-গুণসম্পন্ন ওঁকার ব্রহ্মোপাসনার সাধনরূপে অবশ্য গ্রহণীয়। অথবা, ইহার অর্থ এইরূপ,—তাহাই বেদ, তাহা কে? না—ব্রাহ্মণগণ যাহাকে ওঁকার বলিয়া জানেন। প্রণব উদ্গীথাদি শব্দ দ্বারা ইহাই ব্রাহ্মণগণের বিজ্ঞেয়। তাহার কারণ,—সেই এই ওঁকার সাধনরূপে প্রযুক্ত হইলেই সমস্ত বেদও প্রযুক্ত হয় ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে প্রথম ব্রাহ্মণ

দ্বিতীয়-ব্রাহ্মণম্

ত্রয়ঃ প্রাজাপত্যাঃ প্রজাপতৌ পিতরি ব্রহ্মচর্য্যমূষুর্দেবা মনুষ্যা অসুরাঃ। উষিত্বা ব্রহ্মচর্য্যং দেবা ঊচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি, তেভ্যো হৈতদক্ষরমুবাচ 'দ' ইতি। ব্যজ্ঞাসিষ্টা৩ ইতি? ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দাম্যতেতি ন আত্থেতি, ওমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি ॥ ১ ॥

সম্প্রতি ব্রহ্মজ্ঞানের কারণরূপে দমাদি তিনটি সাধনের বিধানার্থ এই প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে। প্রজাপতির তিনটি সন্তান। তাঁহারা তাঁহার নিকট ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া শিষ্যভাবে বাস করিতেছিলেন। কেন না, শিষ্য-বৃত্তিতে ব্রহ্মচর্য্যই বিহিত, এই নিমিত্ত তাঁহারাও শিষ্য হইয়া পিতা—প্রজাপতির সমীপে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে দেবতা, মনুষ্য এবং অসুর ইঁহাদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করত বাস করিয়া কি করিয়াছিলেন, অতঃপর তাহা কথিত হইতেছে।—তাঁহাদের মধ্যে দেবতাগণ পিতা—প্রজাপতিকে বলিলেন যে, যাহা সঙ্গত উপদেষ্টব্য বিষয়, তাহা আপনি আমাদিগকে উপদেশ দিউন? তখন প্রজাপতি ব্রহ্মাও সেই জ্ঞানার্থিগণের উদ্দেশে "দ" এই বর্ণমাত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন। এই বর্ণ বলিয়া পিতা প্রজাপতি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তোমরা এ কথায় কি বুঝিলে? অর্থাৎ আমি উপদেশকালে 'দ' যে অক্ষরটি উচ্চারণ করিলাম, তাহার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিয়াছ ত? না, কর নাই? তখন দেবগণ বলিলেন—হাঁ, আমরা ঐ অক্ষরার্থ বেশ বুঝিয়াছি। প্রজাপতি বলিলেন—যদি বুঝিয়া থাক, তবে বল দেখি, কি বুঝিয়াছ? দেবতাগণ বলিলেন যে, আপনি আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, "দাম্যত", অর্থাৎ 'তোমরা স্বভাবতঃই অদান্ত, অতএব আজ হইতে দম-গুণবিশিষ্ট হও' এই উপদেশ আমাদিগকে দিয়াছেন। প্রজাপতি বলিলেন—"ওম্," হাঁ, যাহা বলিয়াছি, তাহা যথার্থই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ ॥ ১ ॥

অথ হৈনং মনুষ্যা ঊচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি, তেভ্যো হৈতদেবাক্ষরমুবাচ দ ইতি, ব্যজ্ঞাসিষ্টা৩ ইতি, ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দ্দত্তেতি ন আত্থেতি, ওমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি ॥ ২ ॥

অনন্তর মনুষ্যগণ বলিল যে, পিতঃ! আপনি আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করুন? প্রজাপতি তাহাদিগকেও এই 'দ' অক্ষরই উপদেশ করিলেন। উপদেশ করিয়া পূর্ব্ববৎ মনুষ্যগণকেও জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমরা মদুক্ত (দ) অক্ষরের অর্থ বুঝিয়াছ কি? না বুঝ নাই? মনুষ্যগণ বলিল,—হাঁ, আমরা বুঝিয়াছি, আপনি বলিয়াছেন "দত্ত" অর্থাৎ 'তোমরা স্বভাবতঃ লুব্ধ, অতএব যথাশক্তি বিভাগ করিয়া ভোগ কর—দান কর', এই কথা আমাদিগকে বলিয়াছেন। আর ইহা অপেক্ষা আমাদের পক্ষে হিতকর উপদেশ কি আছে? তখন প্রজাপতি বলিলেন—"ওম্", তোমরা যথার্থ আমার কথা বুঝিয়াছ। ২

অথ হৈনমসুরা ঊচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি, তেভ্যো হৈতদেবাক্ষরমুবাচ দ ইতি, ব্যজ্ঞাসিষ্টা৩ ইতি, ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দ্দয়ধ্বমিতি ন আত্থেতি, ওমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি, তদেতদেবৈষা দৈবী বাগনুবদতি স্তনয়িত্নুর্দ্দ-দ-দ-ইতি—দাম্যত দত্ত দয়ধ্বমিতি। তদেতত্ত্রয়ং শিক্ষেদ্দমন্দানং দয়ামিতি ॥ ৩ ॥

ইতি দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥

অনন্তর অসুরগণও বলিল যে, আপনি আমাদিগকেও উপদেশ করুন। প্রজাপতি তাহাদিগকেও সেই (দ) অক্ষরই বলিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমরা মৎ-কথিত অক্ষরের অর্থ বুঝিয়াছ কি? অথবা বুঝিতে পার নাই? অসুরেরা বলিল যে, হাঁ, বুঝিয়াছি—আপনি আমাদিগকে "দয়ধ্বম্" অর্থাৎ 'তোমরা স্বভাবতঃ ক্রূরপ্রকৃতিসম্পন্ন, সুতরাং ক্রূরতা পরিহার করিয়া জীবের প্রতি দয়ালু হও', এই কথা বলিয়াছেন। অদ্যাপি প্রজাপতির সেই সকল অনুশাসন চলিয়া আসিতেছে,—অর্থাৎ প্রজাপতি দেব, মনুষ্য ও অসুরগণের প্রতি পূর্ব্বে যে অনুশাসন করিয়াছিলেন, তিনি আজও মনুষ্যগণের প্রতি স্তনয়িত্নু অর্থাৎ মেঘরূপ দৈববাণী দ্বারা সেই

অনুশাসনই করিতেছেন। কিসে বুঝিব ? উত্তর—যেহেতু, সেই দৈবী বাণী শুনিতে পাওয়া যায়। সে দৈববাণী কোথায় ? উত্তর—ঐ যে মেঘ "দ-দ-দ" শব্দ করে, ইহা দ্বারাই প্রজাপতি অদ্যাপি "দাম্যত" (দান্ত হও), দত্ত (দান কর) ও "দয়ধ্বম্" (দয়া কর), এইরূপ উপদেশ করিয়া থাকেন।

এই সকল শব্দের জ্ঞাপনার্থ অনুকরণরূপে স্তনয়িত্নু হইতে তিনবার "দ" শব্দ" উচ্চারিত হয়। বাস্তবিক স্তনয়িত্নু যে তিনবার "দ" ধ্বনি করে, তাহা নহে। যেহেতু, স্তনয়িত্নু ধ্বনির তিন সংখ্যার কোন নিয়ম জগতে প্রচলিত নাই। অদ্যাপিও প্রজাপতির "দাম্যত, দত্ত, দয়ধ্বম্" এই প্রকারই অনুশাসন মেঘধ্বনিরূপে প্রচলিত আছে বলিয়াই সকলেরই এই তিনটি গ্রহণ করা উচিত। সে তিনটি কি ? না—দম, দান ও দয়া এই তিনটিই শিক্ষা করা উচিত। আমাদের সকলেরই মনে করা উচিত যে, সেই প্রজাপতির অনুশাসন দম, দান ও দয়া অবশ্য প্রতিপাল্য। এই বিষয়ে ভগবদ্গীতার বাক্যও প্রমাণ—"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ। কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ।" তাৎপর্য্য এই—কাম, ক্রোধ ও লোভ ইহারা ত্রিবিধ নরকের দ্বার। ইহারা আত্মার সর্ব্বনাশ-সাধন করে, অতএব আত্মহিতৈষী ব্যক্তি এই তিনটি অবশ্য ত্যাগ করিবেন। এই মহাবাক্যের প্রথমাংশ শেষোক্ত কামাদি পরিত্যাগ বিধির অঙ্গ—অর্থবাদ। এখানে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, পৃথক্ পৃথক্ উপদেশপ্রার্থী দেবাদি সমস্তকে উদ্দেশ করিয়া প্রজাপতি একমাত্র 'দ'কারের তিনবার উচ্চারণ করিলেন কি জন্য ? এবং তাহারাই বা একমাত্র 'দ'কার উচ্চারণ দ্বারাই প্রজাপতির মনোগত বক্তব্য বিষয় পৃথক্ পৃথক্রূপে কিরূপে অবগত হইল ? পরাভিপ্রায়জ্ঞ পণ্ডিতগণ ইহাতে এইরূপ বিতর্ক করিয়া থাকেন। ইহার প্রত্যুত্তরে কেহ কেহ বলেন যে, দেবতা, প্রভৃতি যখন প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিতে-ছিলেন, তখনই নিজেদের অদান্তত্ব, অদাতৃত্ব ও অদয়ালুত্ব দোষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শঙ্কান্বিতচিত্তেই অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই মনে করিতেন, পিতা কখন্ আমাদিগকে কি বলেন, শেষে, প্রজাপতির উচ্চারিত 'দ'কার অক্ষর শ্রবণমাত্রেই তাঁহাদের হৃদয়ে জাগরূক শঙ্কানুসারে সেই (দ) অক্ষরেরই ভিন্ন ভিন্ন অর্থজ্ঞান হইয়াছিল। জগতে ইহা খুবই প্রসিদ্ধ যে, পুত্র ও শিষ্যগণ অনুশাসনের যোগ্য হইলে গুরুজন তাহাদিগকে দোষ হইতে নিবারিত করেন। এ কারণ, প্রজাপতিরও ঐরূপ শাসন উপযুক্তই হইয়াছে এবং দেবতা প্রভৃতিও সেই একমাত্র "দ"কার শ্রবণেই দম, দান ও দয়ায় 'দ'কারের সম্বন্ধ ধরিয়া থাকায়

নিজ নিজ দোষানুসারে বিভিন্ন প্রকার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা সঙ্গতই হইয়াছে। ইহার প্রয়োজন এই—লোকের আত্ম-দোষ একবার জ্ঞানগোচর হইলে তাহা অল্প প্রযত্নেই নিবারিত করা যাইতে পারে, তজ্জন্য উপদেষ্টার অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না, যেমন দেবাদিগণ এক "দ"কার মাত্র শ্রবণেই নিজ নিজ দোষ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন।

এখানে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রজাপতি দেবতা, মনুষ্য ও অসুর এই তিন শ্রেণীর শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত তিনটি উপদেশ দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদেরও প্রত্যেকের নিজ নিজ উপদিষ্ট বিষয় গ্রহণ করা উচিত, কিন্তু অদ্যাবধি সেই তিনটি উপদেশই একমাত্র মনুষ্যের পক্ষে পালনীয় হয় কেন? ইহার উত্তর—যেহেতু, পূর্ব্বতন বিশিষ্ট দেবাদিগণ ঐ তিনটিরই সমানভাবে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, অতএব ইদানীন্তন মনুষ্যগণেরও তাহাই শিক্ষণীয়। তন্মধ্যে যদি "দয়ালুত্ব" ধর্মটি অধম অসুরগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হওয়ায় অপরের পক্ষে অনুষ্ঠিত হওয়া অনুচিত মনে হয়, তথাপি প্রজাপতির পক্ষে হিতসাধন বিষয়ে তিন পুত্রই তুল্য। অতএব উহার অভিপ্রায় স্বতন্ত্র—অর্থাৎ দেবাদি তিন ব্যক্তিই প্রজাপতির পুত্র, পিতারও পুত্রগণের উদ্দেশে হিতোপদেশই প্রদেয়, কাজেই হিতজ্ঞ প্রজাপতি সেইরূপই উপদেশ করিলেন। সুতরাং প্রজাপতি পুত্রগণের প্রতি যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা অবশ্যই পরম হিতকর। পরন্তু মনে হয়, মনুষ্যগণেরই এই তিনটি উপদেশ অবশ্য শিক্ষণীয়। কেন না, মনুষ্য ব্যতিরেকে দেবতা, কি অসুর, কি অন্য কেহ বাস্তবিক নাই, মনুষ্যগণের মধ্যেই দেবত্ব বা অসুরত্বাদির সম্ভাবনা। যাঁহারা সাধারণ মনুষ্য হইতে উত্তম-গুণবিশিষ্ট, তাঁহারা দেবতা, যাহারা লোভপরবশ—তাহারা মনুষ্য এবং যাহারা হিংসাপরায়ণ ক্রূর—তাহারা অসুর। অথচ সেই মনুষ্যগণই অদান্তত্বাদি দোষত্রয় ও এতদতিরিক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় বশতঃ দেবাদি শব্দে অভিহিত হয়। অতএব মনুষ্যগণই ঐ তিনটি শিক্ষা করিবে, অন্যে নহে, ইহাই প্রতিপন্ন হইল। এই জন্যই প্রজাপতি তাহাদের শিক্ষাপথ উপদেশ দিয়াছেন। মনুষ্যাতিরিক্ত যে কেহ নাই, তাহার প্রতি ইহাও প্রমাণ যে, এক মনুষ্যকেই অদান্ত, লুব্ধ ও হিংসাপরবশ এবং ক্রূর দেখিতে পাওয়া যায়। এই নিমিত্ত স্মৃতি—ভগবদ্গীতাও বলিয়াছেন যে,—"কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ;" ইহার অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ ॥

তৃতীয়-ব্রাহ্মণম্

এষ প্রজাপতির্যদ্ধৃদয়মেতদ্ ব্রহ্মৈতৎ সর্ব্বম্, তদেতৎ ত্র্যক্ষরং হৃদয়মিতি, হৃ-ইত্যেকমক্ষরমভিহরন্ত্যস্মৈ স্বাশ্চান্যে চ, য এবং বেদ। দ-ইত্যেকমক্ষরম্, দদত্যস্মৈ স্বাশ্চান্যে চ য এবং বেদ। যমিত্যেকমক্ষরমেতি স্বর্গং লোকং য এবং বেদ ॥ ১ ॥

ইতি তৃতীয়-ব্রাহ্মণম্ ॥

পূর্ব্বোক্ত সমস্ত উপাসনার অঙ্গরূপে দমাদি সাধনত্রয় বিহিত হইল, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, দান্ত, অলুব্ধ ও দয়ালু হইলে সকল কর্ম্মে অধিকারী হয়। অতীত কাণ্ডদ্বয়ে নিরুপাধি ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় বর্ণিত হইয়াছে। সম্প্রতি সগুণ ব্রহ্মেরই সেই উপাসনা সকল অবশ্য বক্তব্য। যাহাতে জীবের পাপকর্ম্মাদি দ্বারা অভ্যুদয়লাভ হইতে পারে, এই নিমিত্ত পরবর্ত্তী গ্রন্থের আরম্ভ হইতেছে।

ইতঃপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রজাপতি জীবকে উপদেশ দেন, কিন্তু সেই উপদেষ্টা প্রজাপতি কে? তাহা বলা হয় নাই, এক্ষণে তাঁহার কথাই বলা হইতেছে। ইনি সেই প্রজাপতি, যিনি হৃদয় অর্থাৎ হৃদয়স্থা বুদ্ধি নামে খ্যাত। অতীত শাকল্য-ব্রাহ্মণের শেষভাগে দিক্-বিভাগক্রমে যাঁহার উপর নাম-রূপ ও কর্ম্মের উপসংহার উক্ত হইয়াছে, সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত, সর্ব্বভূতের আত্ম-ভূত, সেই এই হৃদয়ই প্রজা-সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি নামে অভিহিত। বৃহত্ত্ব ও সর্ব্বময়তা নিবন্ধন ইনিই সেই ব্রহ্ম। এই সমস্ত বিষয় পঞ্চম অধ্যায়ে (তৃতীয় অধ্যায়ে) বর্ণিত হইয়াছে। যাহা হইতে হৃদয়ের হৃদয়ত্ব ও সর্ব্বময়ত্ব সিদ্ধ, সেই হৃদয়-ব্রহ্মই সুতরাং উপাস্য। অতঃপর প্রথমতঃ 'হৃদয়' এই শব্দের নামাক্ষর ধরিয়া উপাসনা কথিত হইতেছে; হৃদয় নামে তিনটি অক্ষর আছে, একটি 'হৃ', দ্বিতীয়টি 'দ', অবশিষ্ট 'য়'। তন্মধ্যে 'হৃ' এই অক্ষরটি আহরণার্থক 'হৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, উহার অর্থ আহরণ করা। যিনি সেই 'হৃদয়' শব্দের অন্তর্গত 'হৃ' অক্ষরের অর্থ জানেন, সেই জ্ঞানীর উদ্দেশে তাঁহার জ্ঞাতিগণ এবং নিঃসম্পর্ক অপরাপর লোকও ভোগ্য বস্তু সকল

উপঢৌকন করে। তাহার কারণ—যেহেতু হৃদয়-ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয়সকল ও শব্দাদি বিষয় সমূহ স্বীয় স্বীয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অর্পণ করে, এবং হৃদয়ও ভোক্তা আত্মার জন্য সুখাদি ভোগ্য বস্তু উপস্থাপিত করে, অতএব "হৃদয়" নামের 'হৃ' অক্ষরজ্ঞ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে, জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক উপঢৌকন আহরণ সুসঙ্গতই। বাস্তবিক ইহা উপাসনার অনুরূপ ফল। দেখা যায়, যাহাকে যেরূপভাবে উপাসনা করা যায়, তাহার সেইরূপ ফলই ফলিয়া থাকে। সেইরূপ আর একটি অক্ষর আছে "দ", ইহাও দানার্থক দা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়া হৃদয় নামের অক্ষররূপে সংযোজিত হইয়াছে। এই স্থানেও সেইরূপ হৃদয় ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয় সকল ও অন্যান্য বিষয় সকল স্বীয় স্বীয় কার্য্য উপঢৌকন করে এবং হৃদয়ও ভোক্তা আত্মার উদ্দেশ্যে নিজ প্রভাব অর্পণ করে, অতএব সেই দকারের স্বরূপাভিজ্ঞ ব্যক্তির উদ্দেশে তাহার জ্ঞাতিগণ ও অপরাপর সকলেই স্ব স্ব শক্তি প্রদান করিয়া থাকে। সেইরূপ আর একটি "য়" নামে অক্ষর আছে, তাহার অর্থ—গমন, 'ইন্' ধাতু হইতে উহা নিষ্পন্ন হইয়া হৃদয় শব্দে নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা যে জানে, সে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। যে নামের প্রত্যেক অক্ষর-উপাসনায় এতদূর ফল, সেই সমস্ত অক্ষরময় নামের উপাসনার যে ফল কত, তাহা আর কি বলিব। এখানে হৃদয়-ব্রহ্মের প্রশংসার নিমিত্ত (হৃদয়) নামাক্ষরের উপন্যাস করা হইয়াছে ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে তৃতীয়-ব্রাহ্মণ ॥

চতুর্থ-ব্রাহ্মণম্

তদ্বৈ তদেতদেব তদাস, সত্যমেব সঃ, যো হৈতং মহদ্যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি, জয়তীমাঁল্লোঁকান্ জিত ইন্ন্বসাবসদ্ য এবমেতন্ মহদ্যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি, সত্যংহ্যেব ব্রহ্ম ॥ ১ ॥

ইতি চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ॥

অতঃপর সেই হৃদয়াখ্য ব্রহ্মেরই 'সত্য' নামে উপাসনা-বিধানার্থ কথিত হইতেছে। শ্রুতির প্রথম 'তৎ' শব্দের অর্থ সেই—যে, পূর্ব্বোক্ত হৃদয় ব্রহ্ম। 'বৈ' শব্দ স্মরণার্থক। তবেই সমুদায়ার্থরূপে সেই পূর্ব্বোক্ত হৃদয়-ব্রহ্মেরই স্মরণ করা হইল। দ্বিতীয় 'তৎ' শব্দ দ্বারা সেই হৃদয়-ব্রহ্মই প্রকারান্তরে উক্ত হইতেছেন। সেই প্রকারান্তর কি? না—'এতৎ' অর্থাৎ পরে যাহা বলা হইবে, তাহাই মনস্থ করিয়া শ্রুতি প্রত্যক্ষের ন্যায় নির্দ্দেশ করিতেছেন যে, 'আস' অর্থাৎ ছিল। কে ছিল? না,—'এতদেব' অর্থাৎ ইহাই, যাহা হৃদয়াখ্য ব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা (তৎ)। এই এতৎ শব্দের সহিত তৃতীয় 'তৎ' শব্দের সম্বন্ধ। তাহাই কি? এক্ষণে তাহা বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন যে, 'সত্যমেব', যাহা 'সত্য'ই, সত্য অর্থে 'সৎ' মূর্ত্ত ও 'ত্যৎ' অমূর্ত্ত ব্রহ্ম, অর্থাৎ যাহা এই পঞ্চভূতাত্মক সগুণ ব্রহ্মস্বরূপ। যে কেহ এই সত্যরূপী ব্রহ্মকে মহত্ত্বহেতু যক্ষ, পূজ্য ও প্রথমজ, অর্থাৎ সমস্ত সংসারী জীবের আদিজাত বলিয়া জানে, তাহার সম্বন্ধে এই সকল ফল উক্ত হইতেছে,—যেমন সত্য-ব্রহ্ম কর্ত্তৃক এই পৃথিব্যাদি লোক সকল জিত, অর্থাৎ বশীকৃত রহিয়াছে, সেইরূপ যে ব্যক্তি সত্যরূপী ব্রহ্মকে আদিজাত বলিয়া জানিতে পারে, সেই ব্যক্তিও এই লোকসকলকে জয় করে। সে জয় অর্থে বশীকরণ, অর্থাৎ যেমন ব্রহ্মা পৃথিবীকে আয়ত্ত করেন, সেইরূপ সেই ব্যক্তিও সকল শত্রুকে বশীভূত করে। তাহার ফলে শত্রুর আর ব্যক্তিত্ব থাকে না। উক্তার্থেরই ফলভোগী নির্দ্দেশের জন্য শ্রুতি—পুনশ্চ কাহার এই ফল হয়, জিজ্ঞাসা করিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন,—যিনি এই মহৎ, যক্ষ, প্রথমজ সত্য ব্রহ্মকে জানেন, তাহার এই ফল হয়। যেহেতু ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, সুতরাং সেই সত্য-ব্রহ্ম উপাসকের জ্ঞানানুরূপ ফল হওয়াই উচিত ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ের চতুর্থ-ব্রাহ্মণ ॥

পঞ্চম-ব্রাহ্মণম্

আপ এবেদমগ্র আসুস্তা আপঃ সত্যমসৃজন্ত, সত্যং ব্রহ্ম, ব্রহ্ম প্রজাপতিম্, প্রজাপতির্দ্দেবাংস্তে দেবাঃ সত্যমেবোপাসতে। তদেতৎ ত্র্যক্ষরং সত্যমিতি, স-ইত্যেকমক্ষরম্, তীত্যেকমক্ষরম্ ; যমিত্যেকমক্ষরম্। প্রথমোত্তমে অক্ষরে সত্যং মধ্যতোঽনৃতম্ তদেতদনৃতমুভয়তঃ সত্যেন পরিগৃহীতং সত্যভূয়মেব ভবতি, নৈনং বিদ্বাংসমনৃত হিনস্তি ॥ ১ ॥

সম্প্রতি পূর্ব্বোক্ত সত্য-ব্রহ্মের প্রশংসার্থ ব [illegible]তেছেন। পূর্ব্বশ্রুতিতে সেই সত্য-ব্রহ্মকে "মহৎ, যক্ষ ও প্রথমজ" বলা হইয়া[illegible]। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই ব্রহ্মের প্রথমজত্ব কি প্রকার? উত্তর—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ অম্ময়ই (জলময়) ছিল। এখানে 'অপ্' অর্থ—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম-সম্বন্ধি আহুতিসমূহ। অগ্নিহোত্রাদির আহুতি সকল দ্রবময় বলিয়াই "অপ্" শব্দে অভিহিত হইয়াছে। অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসমাপ্তির পরবর্ত্তী সময়ে সেই অপ্ সকল অতীন্দ্রিয় কোনও সূক্ষ্মস্বরূপে কর্ম্মসম্বন্ধ পরিত্যাগ না করিয়াই অন্যান্য ভূতের সঙ্গে মিলিত হইয়া থাকে, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে থাকে না।

অন্যান্য ভূতের সহিত সংস্রব থাকিলেও কর্ম্ম-সম্পর্কাধীন অপেরই প্রাধান্য, সেই জন্য এখানে 'অপ্' শব্দের নির্দ্দেশ। বিশেষতঃ উৎপত্তির পূর্ব্বে সমস্ত ভূতই অব্যাকৃতাবস্থায় (সূক্ষ্মরূপে) যাগকর্ত্তার সহিত মিলিত হইয়া থাকে, তাহাই 'অপ্' ইত্যাদি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইল। নাম (শব্দ) ও রূপাকারে অভিব্যক্ত এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অনভিব্যক্তরূপে অবস্থিত ও জগতের বীজস্বরূপ সেই 'অপ্' আকারেই বর্ত্তমান ছিল, অর্থাৎ তখন জগতের কোন নাম-রূপ ছিল না, সুতরাং স্থূল-জগতের সত্তা হয় নাই, পরন্তু ইহারই বীজস্বরূপ সূক্ষ্ম অপ্ মাত্র ছিল, কোন বিকৃত বস্তুই ছিল না। সেই অপ্ সমুদয়ই 'সত্য' ব্রহ্মের উৎপাদন করে। এই জন্য সত্য ব্রহ্মকে প্রথমজ বলা হয়। এই যে অনভিব্যক্ত জগতের অভিব্যক্তিসাধন, ইহাকেই হিরণ্যগর্ভনামক সূত্রাত্মার উৎপত্তি বলা যায়।

যদি বল, সত্যের ব্রহ্মত্ব কি হেতু ? তাহাও বলা হইতেছে।—যেহেতু, তিনি মহান্, এ জন্য ব্রহ্ম। যিনি সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহার মহত্ত্বসম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। তাঁহার সৃষ্টিকর্তৃত্ব যে প্রকারে জানা যায়, তাহাও বলিতেছি। যেহেতু, সেই সত্যব্রহ্ম প্রজাপতিদিগের পতি বিরাট্‌কে—অর্থাৎ সূর্য্যাদি দেবগণ যাহার চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়স্থানীয়, সেই বিরাট পুরুষকেও সৃষ্টি করিয়াছেন, আবার সেই বিরাট্ প্রজাপতি দেবতা সমূহকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যখন এই প্রকারে সমস্তই সেই সত্য ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, অতএব সেই সত্য ব্রহ্ম অবশ্যই মহৎ। যদি বল, সেই সত্যব্রহ্ম যক্ষ—পূজ্য কেন ? তাহার উত্তর,—যেহেতু, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সৃষ্ট দেবতাগণ বিরাট্—পিতাকেও অতিক্রম করিয়া সেই সত্য ব্রহ্মেরই উপাসনা করেন, কাজেই সেই সত্য প্রথমজ ব্রহ্ম যক্ষ। অতএব সর্ব্বপ্রকারে সেই সত্য ব্রহ্মই উপাস্য। সেই সত্য ব্রহ্মের নামও (সত্য) তিনটি অক্ষরসংযুক্ত, যথা 'স' এক অক্ষর, 'ত্' এক অক্ষর, (শ্রুতিতে যদিও 'তি' আছে 'ত' নাই, তথাপি উহা উচ্চারণার্থ প্রদত্ত) এবং 'য' এক অক্ষর। তন্মধ্যে, প্রথম ও অন্ত্য অক্ষর (স ও য) সত্য, যেহেতু, তাহাদের ধ্বংস নাই ; এবং মধ্যবর্ত্তী 'ত্' অক্ষরটি অনৃত মিথ্যাস্বরূপ। অনৃতই মৃত্যু, কারণ—মৃত্যু ও অনৃত শব্দের "ত্" অক্ষরের প্রভূত সাদৃশ্য আছে। সেই এই মৃত্যুরূপী 'ত্' অক্ষর সত্যস্বরূপ—'স' ও 'য' বর্ণ দ্বারা পূর্ব্বাপরভাগে বেষ্টিত আছে, সুতরাং স্বয়ং রক্ষাসামর্থ্যহীন তকার অক্ষর অতি অকিঞ্চিৎকর। 'স' 'য' বর্ণাত্মক সত্যেরই প্রাধান্য। যে ব্যক্তি এই প্রকারে সত্যের প্রাচুর্য্য এবং মৃত্যুরূপী অনৃতের অকিঞ্চিৎকরত্ব অবগত হয়, সেই সত্যাভিজ্ঞ বিদ্বান্‌কে অনবধানতা প্রযুক্ত অনৃতরূপী মৃত্যু কখনও নষ্ট করিতে পারে না ॥ ১ ॥

তদ্যত্তৎসত্যমসৌ স আদিত্যো য এষ এতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষঃ, যশ্চায়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্তাবেতাবন্যোন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতৌ রশ্মিভিরেষোঽস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ, প্রাণৈরয়মমুষ্মিন্। স যদোৎক্রমিষ্যন্ ভবতি শুদ্ধমেবৈতন্মণ্ডলং পশ্যতি নৈনমেতে রশ্ময়ঃ প্রত্যায়ন্তি ॥ ২ ॥

এই সেই সত্য-ব্রহ্মের অবয়ববিশেষে উপাসনা-বিশেষ উক্ত হইতেছে। যে প্রথমজ সত্য ব্রহ্ম, সেই যে—তাহাই এই আদিত্য। এই আদিত্য কে ?

তাহা বলা হইতেছে—যাহা এই আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী আধিদৈবিক পুরুষ এবং যিনি দেহমধ্যে দক্ষিণ চক্ষুর মধ্যগত অধ্যাত্মপুরুষ, এই উভয়ই সেই সত্য ব্রহ্ম। যেহেতু, সেই এই আদিত্যমণ্ডলস্থ ও চক্ষুস্থিত পুরুষদ্বয় এই সত্য ব্রহ্মের অংশ, সে কারণ ইহারা পরস্পর পরস্পরে অর্থাৎ আদিত্য পুরুষ চক্ষুতে এবং চাক্ষুষ পুরুষও আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত; কেন না, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবত পুরুষ ইঁহাদের পরস্পর উপকার করাই স্বভাব। এক্ষণে তাঁহারা কিরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাহা বলা হইতেছে—রশ্মি বা প্রকাশ দ্বারা আদিত্য পুরুষ এই চক্ষুঃস্থিত অধ্যাত্মপুরুষের উপকারসাধন করেন, সুতরাং তাহাতে আদিত্য পুরুষ প্রতিষ্ঠিত; আর এই চাক্ষুষ পুরুষও প্রাণ-ব্যাপার দ্বারা আদিত্যের উপকার সম্পাদন করত তাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শরীরস্থ ভোক্তা বিজ্ঞানময় জীব যে সময় দেহ হইতে উৎক্রমণ (বাহিরে গমন) করিবে, সে সময় চক্ষুর অনুগ্রাহক চক্ষুঃস্থিত এই আদিত্য পুরুষ রশ্মিসমূহ প্রত্যাহরণ করিয়া নিজে উদাসীনভাবে অর্থাৎ অনুপকারকভাবে অবস্থিতি করেন। তখন এই বিজ্ঞান-ময় জীব সূর্য্যমণ্ডলকে শুদ্ধ অর্থাৎ চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় রশ্মিহীন—নিষ্প্রভ অবলোকন করে। সূর্য্যমণ্ডলকে প্রভাহীনভাবে দর্শন করা একটি ভাবী মৃত্যুর সূচক অরিষ্ট-বিশেষ। এই অরিষ্ট-দর্শনের কথা প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হইল। ইহার উদ্দেশ্য জীব মৃত্যুর পূর্ব্বে নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মে যত্নবান্ হইবে, ইহার উপদেশ। ইতঃপূর্ব্বে ঐ সকল রশ্মি চাক্ষুষ পুরুষের অনুগ্রহার্থ নিজ প্রভু আদিত্যের কর্ত্তব্য-সম্পাদনের জন্য উপস্থিত হইলেও পরে সেই প্রভু—আদিত্যের কর্ত্তব্য কর্ম্মের ক্ষয় হইয়াছে মনে করিয়াই যেন তাহারা পুরুষকে ত্যাগ করিয়া যায়, পুনর্ব্বার আর ইহার নিকট ফিরিয়া আইসে না। অতএব, এই ভাবে পরস্পর উপকারক-উপকার্য্যভাব হইতে জানা যায় যে, ইহারা উভয়ই সেই সত্যের অংশ ॥ ২ ॥

য এষ এতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষস্তস্য ভূরিতি শিরঃ, একꣳ শির একমেতদক্ষরম্। ভুব ইতি বাহূ, দ্বৌ বাহূ দ্বে এতে অক্ষরে। স্বরিতি প্রতিষ্ঠা, দ্বে প্রতিষ্ঠে দ্বে এতে অক্ষরে। তস্যোপনিষদ-হরিতি, হন্তি পাপ্মানং জহাতি চ য এবং বেদ ॥ ৩ ॥

• তন্মধ্যে যিনি ঐ অর্থাৎ এই মণ্ডলে স্থিত "সত্য"নামা পুরুষ, "ব্যাহৃতি" সকল ("ভূঃ ভুবঃ" স্বঃ) তাঁহার অবয়ব। কি প্রকারে তাহারা অবয়ব, তাহা বলিতেছি,

'ভূ' এই ব্যাহৃতি তাঁহার মস্তক, কেন না, মস্তক দেহের প্রথম অংশ এবং এই "ভূঃ" ইহাও ব্যাহৃতিসমূহের প্রথম, এই জন্য 'ভূঃ'নামক ব্যাহৃতিকে তাঁহার মস্তক বলা হয়। স্বয়ং শ্রুতিও মস্তক ও ব্যাহৃতির সাধারণ ধর্ম্ম বলিতেছেন,—"শিরঃ"ও একসংখ্যক, "ভূঃ"ও এক-সংখ্যক, এই সাদৃশ্য থাকায় সত্যের শির "ভূঃ"। "ভুবঃ" এই ব্যাহৃতিটি তাঁহার বাহুদ্বয়। কারণ, উভয়ের দ্বিত্বসংখ্যা সমান—অর্থাৎ "ভুবঃ" এই ব্যাহৃতিতে দুইটি অক্ষর—ভু ও ব, এবং বাহুও দুইটি, সুতরাং সত্যের বাহুদ্বয় "ভুবঃ" বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। সেইরূপ 'স্বঃ" ইহা সত্যের প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠা অর্থে পদ, কেন না, দুই পদে ভর করিয়া মনুষ্য স্থিতিলাভ করে, এ জন্য পদকে প্রতিষ্ঠা বলা হয়, সেই প্রতিষ্ঠা দুইটি এবং 'স্বঃ' শব্দে 'স্' ও 'ব' এই দুই অক্ষর; সুতরাং ঐ ব্যাহৃতি সাধর্ম্ম্য থাকায় পরস্পর সমান, অতএব সত্য ব্রহ্মের ইহাই প্রতিষ্ঠা বা পদ। সেই এই ব্যাহৃতিরূপ অবয়ববিশিষ্ট সত্যব্রহ্মের উপনিষদ্ অর্থাৎ গোপনীয় নাম—যে নামে তাঁহাকে আহ্বান করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া অনুগ্রহ করেন, সেই নাম হইতেছে—"অহঃ"। "অহঃ" ঐইটি হিংসার্থক 'হন্' ধাতু ও ত্যাগার্থক "হা" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অতএব যিনি উক্ত প্রকারে সেই সত্যব্রহ্মকে জানেন, তিনি সমস্ত পাপকে নাশ ও ত্যাগ করেন ॥ ৩ ॥

যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্তস্য ভূরিতি শিরঃ, একং শির একমেতদক্ষরম্। ভুব ইতি বাহূ, দ্বৌ বাহূ দ্বে এতে অক্ষরে। স্বরিতি প্রতিষ্ঠা, দ্বে প্রতিষ্ঠে দ্বে এতে অক্ষরে। তস্যো-পনিষদহমিতি। হন্তি পাপ্মানং জহাতি চ য এবং বেদ ॥ ৪ ॥

ইতি পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ।

এইরূপ এই যে জীবের দক্ষিণচক্ষুস্থিত পুরুষ, "ভূঃ" তাঁহার শির, "ভুবঃ" তাঁহার বাহুদ্বয়, "স্বঃ" তাঁহার প্রতিষ্ঠা (পদ) এবং "অহম্" তাঁহার উপনিষদ্ (রহস্য নাম)। যেহেতু সেই পুরুষ জীবাত্মস্বরূপ, এজন্য "অহং" অর্থাৎ আত্মাভিমানাত্মক "আমি" এই তাহার নাম সঙ্গত। পূর্ব্বের মত এখানেও "অহম্" পদ "হন্" ধাতু ও "হা" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, অতএব যে জন তাহাকে উক্তপ্রকারে পরিজ্ঞাত হন, তিনি সমস্ত পাপকে নাশ ও পরিহার করিতে পারেন ॥ ৪ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণ ॥

ষষ্ঠ-ব্রাহ্মণম্

মনোময়োঽয়ং পুরুষো ভাঃ-সত্যস্তস্মিন্নন্তর্হৃদয়ে যথা ব্রীহির্ব্বা যবো বা, স এষ সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ ॥ ১ ॥

ইতি ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্।

ব্রহ্মের উপাধি এক নহে এবং এক প্রকার গুণসম্পন্ন নহে, যাহাতে সমস্ত এক কথায় বিশ্লেষণ করা যাইবে ; সুতরাং অনন্ত উপাধির মধ্যে সার মন-উপাধি-বিশিষ্ট সেই প্রস্তাবিত সগুণ ব্রহ্মেরই উপাসনা-বিধান করিবার অভিপ্রায়ে এই ব্রাহ্মণ বলিতেছেন যে,—এই পুরুষ "মনোময়" অর্থাৎ প্রায় মনই ; কেন না, মন দ্বারা কিংবা মনোমধ্যে এই আত্মা উপলব্ধ হয়, সুতরাং তাহাকে মনোময় বলা হইয়াছে। "ভাঃ-সত্য" ভাঃ—দীপ্তিই যাঁহার সত্যস্বরূপ, এ জন্য তিনি 'ভাঃ-সত্য' অর্থাৎ যথার্থ দীপ্তিময়। এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, মন সমস্ত বস্তুর প্রকাশক, অথচ এই জীবাত্মা সেই মনোঽভিমানী, সুতরাং দীপ্তিময় বা সর্ব্বাবভাসক হওয়াই সঙ্গত। যোগিগণ তাঁহাকে হৃদয়মধ্যে ব্রীহি কিংবা যব-পরিমাণের মত সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আবার তিনিই ঈশান অর্থাৎ সমস্ত জগতের স্বামী। স্বামী হইয়াও কেহ কেহ মন্ত্রী প্রভৃতির মন্ত্রণাধীন থাকেন, কিন্তু তিনি সেইরূপ নহেন,—তবে কি? না—অধিপতি, অর্থাৎ নিজেই তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহা পরিপালন করেন। জগতে যাহা কিছু বর্ত্তমান, তৎসমস্তই তিনি সম্যক্‌রূপে শাসন করেন। এই মনোময় ব্রহ্মের উপাসনায়ও ঐরূপ ফললাভ হয়। এই জন্য অন্যত্র শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, "তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি" অর্থাৎ তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) যে যে ভাবে উপাসনা করে, সে সেই স্বরূপই প্রাপ্ত হয় ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ ॥

সপ্তম-ব্রাহ্মণম্

বিদ্যুদ্‌ব্রহ্মেত্যাহুর্বিদানাদ্বিদ্যুদ্বিদ্যত্যেনং পাপ্মনঃ, য এবং বেদ বিদ্যুদ্‌ব্রহ্মেতি বিদ্যুদ্ধ্যেব ব্রহ্ম ॥ ১ ॥

ইতি সপ্তমং ব্রাহ্মণম্।

সেই প্রকার সেই সত্য ব্রহ্মের যে উপাসনায় বিশিষ্ট ফল ফলে, এমন এক প্রকার উপাসনার কথা এক্ষণে আরব্ধ হইতেছে। জ্ঞানিগণ বিদ্যুৎকে ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। সেই বিদ্যুৎ শব্দের যে প্রকার ব্যুৎপত্তি ধরিলে ব্রহ্মরূপতা সিদ্ধ হয়, তাহা কথিত হইতেছে।—অন্ধকারের বিদান অর্থাৎ খণ্ডন হেতু বিদ্যুৎ শব্দ নিষ্পন্ন। বাস্তবিক বিদ্যুৎ মেঘান্ধকার বিনাশ করিয়া প্রকাশ পায়। ব্রহ্মও বিদ্যুতের মত পাপান্ধকার বিনাশ করেন ও প্রকাশশীল। যে ব্যক্তি ব্রহ্মের এইরূপ গুণ জানে, সে সমস্ত পাপ বিনাশ করিতে সমর্থ হয়; অর্থাৎ এই জীবাত্মার উপলব্ধি বিষয়ে প্রতিকূল পাপরাশিকে সে খণ্ডন করিতে পারে। যহেতু ব্রহ্ম বিদ্যুৎস্বরূপ, অতএব বিদ্যুদ্‌ব্রহ্ম উপাসনাকারীর উক্ত ফল—অমৃতরূপই হওয়া উচিত ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে সপ্তম ব্রাহ্মণ ॥

অষ্টম-ব্রাহ্মণম্

বাচং ধেনুমুপাসীত তস্যাশ্চত্বারঁঃ স্তনাঃ, স্বাহাকারো বষট্কারো হন্তকারঁঃ স্বধাকারঃ, তস্যা দ্বৌ স্তনৌ দেবা উপজীবন্তি স্বাহাকারং চ বষট্কারঞ্চ, হন্তকারং মনুষ্যাঃ, স্বধাকারং পিতরঃ, তস্যাঃ প্রাণ ঋষভঃ, মনো বৎসঃ ॥ ১ ॥

ইত্যষ্টমং ব্রাহ্মণম্।

পুনশ্চ পূর্ব্বোক্ত সেই সত্য ব্রহ্মেরই উপাসনান্তর বিহিত হইতেছে।—বাক্ই ব্রহ্ম। এখানে বাক্ অর্থ শব্দ, ইন্দ্রিয় নহে, শব্দ অর্থাৎ শব্দময় ত্রিবেদ; সেই বাক্যকে ধেনুরূপে উপাসনা করিবে। তাৎপর্য্য এই যে, ধেনু যেমন চারিটি স্তন দ্বারা বৎসের উদ্দেশে স্তন্য (দুগ্ধ) ক্ষরণ করে, সেইরূপ বাক্‌রূপিণী ধেনুও নিম্নলিখিত স্তনসমূহ দ্বারা দেবতাদিগের উদ্দেশে দুগ্ধবৎ অন্ন ক্ষরণ করেন। এক্ষণে সেই সকল স্তন কি? এবং যাঁহাদের নিমিত্ত দুগ্ধ ক্ষরণ করেন, তাঁহারাই বা কে? তাহা কথিত হইতেছে—সেই এই বাক্-ধেনুর বৎসস্থানীয় দেবতাগণ দুইটি স্তনপান করিয়া উজ্জীবিত হন। সেই দুইটির মধ্যে এক 'স্বাহাকার' ও অপর 'বষট্কার।' কারণ, এই দেবগণের উদ্দেশে 'স্বাহা' ও 'বষট্' মন্ত্রে হবি (দেবতা উদ্দেশে দেয় ঘৃতাদি) প্রদত্ত হয়। অবশিষ্ট দুইটি স্তনের মধ্যে 'হন্তকার' নামক একটি স্তন মনুষ্যগণ আশ্রয় করিয়া থাকে; কেন না, হন্ত শব্দে মনুষ্যগণের উদ্দেশে অন্ন প্রদত্ত হয়। "স্বধাকার" নামে যে স্তন আছে, পিতৃলোকেরা তাহাই পান করেন। যেহেতু, "স্বধাকার" দ্বারা পিতৃলোক উদ্দেশে অন্ন প্রদান করা হইয়া থাকে। প্রাণ সেই ধেনুরূপ বাক্যের ঋষভ (বৃষ), কারণ, বাক্ যাহাই প্রসব—প্রকাশ করে, তাহা প্রাণের সমাগমেই করে। মন তাহার বৎস, কারণ, মন সাহায্যেই ধেনুরূপা বাক্ হইতে ক্ষরণ (ভাবাভিব্যক্তি) হয়। তাহার কারণ দেখা যায়—মন দ্বারা আলোচিতবিষয়েই বাক্যের প্রবৃত্তি জন্মে। অতএব মন বৎস-স্থানীয়। এই প্রকারে সেই বাক্-ধেনুর উপাসকও উপাস্যের স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টম ব্রাহ্মণ ॥

নবম-ব্রাহ্মণম্

অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যোঽয়মন্তঃপুরুষে, যেনেদমন্নং পচ্যতে যদিদমদ্যতে, তস্যৈষ ঘোষো ভবতি, যমেতৎ কর্ণাবপিধায় শৃণোতি, স যদোৎক্রমিষ্যন্ ভবতি নৈনং ঘোষঙ্ শৃণোতি ॥ ১ ॥

ইতি নবমং ব্রাহ্মণম্।

এই অগ্নি বৈশ্বানর, পূর্ব্বের মত ইহাও সত্যব্রহ্মের এক প্রকার উপাসনা। বৈশ্বানর বলিয়া যাহাকে নির্দ্দেশ করা হইল, সে অগ্নি। কোন্ অগ্নি, তাহাই বলিতেছেন যে, যে অগ্নি পুরুষের দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত। তবে কি যাহা দ্বারা এই পাঞ্চভৌতিক শরীর গঠিত হয়, সেই শরীরারম্ভক অগ্নিই ব্রহ্ম? উত্তর—না। ইহা সে অগ্নি নহে, পরন্তু যে বৈশ্বানর নামক অগ্নি দ্বারা জীবের ভুক্ত অন্ন পরিপাক প্রাপ্ত হয়। সেই প্রাচ্য অন্ন কি? উত্তর—প্রজাগণ যাহা দৈনন্দিন ভোজন করে, তাহাই। এখন সেই অগ্নিকেই সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিবার জন্য বলিতেছেন যে, অন্নের পরিপাচক সেই জঠরাগ্নির এইরূপ ঘোষ (ধ্বনি) হয়। কিরূপ ঘোষ? না, —অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিলে যে এক প্রকার ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়, উহাই বৈশ্বানর অগ্নির ঘোষ বা ধ্বনি। সেই পূর্ব্বোক্ত বৈশ্বানর অগ্নিকে প্রজাপতিবোধে উপাসনা করিবে। তাহার ফলে সেই উপাসকও তদনুরূপই ফল লাভ করিয়া থাকে। এখানেও প্রসঙ্গক্রমে এই একটি অরিষ্ট নির্দ্দিষ্ট হইতেছে যে, এই শরীরাভ্যন্তরে অবস্থিত ভোগকারী পুরুষ যখন উৎক্রমণ করে, তখন পূর্ব্বোক্ত সেই ধ্বনি শ্রবণ করিতে পায় না ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে নবম-ব্রাহ্মণ ॥

দশম-ব্রাহ্মণম্

যদা বৈ পুরুষোঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স বায়ুমাগচ্ছতি, তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা রথচক্রস্য খম্, তেন স ঊর্দ্ধ আক্রমতে, স আদিত্যমাগচ্ছতি, তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা লম্বরস্য খম্, তেন স ঊর্দ্ধ আক্রমতে, স চন্দ্রমসমাগচ্ছতি, তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা দুন্দুভেঃ খম, তেন ঊর্দ্ধ আক্রমতে, স লোক-মাগচ্ছত্যশোকমহিমম্, তস্মিন্ বসতি শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥ ১ ॥

ইতি দশমং ব্রাহ্মণম্ ।

এই প্রকরণে সর্ব্ববিধ উপাসকের সকল পারলৌকিক গতি উক্ত হইতেছে। যখন সত্যব্রহ্মের উপাসক পুরুষ ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক শরীর-সম্বন্ধ ত্যাগ করে, তখন এই পুরুষ অন্তরীক্ষস্থ বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত হয়, অর্থাৎ অন্তরীক্ষস্থ বায়ু স্বভাবতঃ বক্রভাবাপন্ন, স্থির ও অভেদ্যভাবে অবস্থিত, সেই ব্রহ্মবিৎ উপাসক পুরুষ যখন সেই বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত হয়, তখন তাহার উর্দ্ধগমনের জন্য বায়ু আপনার দেহ সচ্ছিদ্র করে। সেই ছিদ্র কি পরিমাণ? তাহা বলা হইতেছে—রথচক্রের ছিদ্র যাবৎপরিমাণ প্রসিদ্ধ, ঠিক সেই পরিমাণে তাহাতে ছিদ্র হয়। ব্রহ্মবিৎ পুরুষ সেই ছিদ্র দ্বারা উর্দ্ধে গমন করে, তৎপরে আদিত্যলোক প্রাপ্ত হয়। যদিও আদিত্য বায়ুর মত ব্রহ্মলোকে গমনেচ্ছুর পথ অবরোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু তথাপি তিনি সেই জ্ঞানী উপাসক উপস্থিত হইলে তাঁহাকে প্রবেশদ্বার প্রদান করেন। তিনিও সেই উপাসকের জন্য লম্বর-নামক বাদ্যযন্ত্রবিশেষের ছিদ্রসদৃশ নিজ মণ্ডলে একটি ছিদ্র করেন, সেই পুরুষ ঐ ছিদ্র দ্বারা উর্দ্ধে গমন করে—পরে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়। বায়ু প্রভৃতির ন্যায় চন্দ্রও সেই উপস্থিত উপাসক পুরুষকে উর্দ্ধগমনের জন্য নিজ শরীরে দুন্দুভি-ছিদ্রপরিমাণ ছিদ্র করিয়া প্রবেশাধিকার দেন। পরে ঐ পুরুষ সেই ছিদ্র দ্বারা উর্দ্ধে প্রজাপতি-লোকে গমন করে। এই প্রজাপতিলোক অশোক অর্থাৎ মানসিক সর্ব্ববিধ দুঃখ-বিবর্জ্জিত এবং অহিম—অর্থাৎ শারীর দুঃখ দ্বারাও অক্লিষ্ট। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সেই প্রজাপতিলোক প্রাপ্ত হইয়া শাশ্বতকাল অর্থাৎ ব্রহ্মার নির্দ্দিষ্ট কালমানে বহুকল্প পর্য্যন্ত বাস করেন ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে দশম ব্রাহ্মণ।

একাদশ-ব্রাহ্মণম্

এতদ্বৈ পরমং তপো যদ্ব্যাহিতস্তপ্যতে, পরমং হৈব লোকং জয়তি য এবং বেদ, এতদ্বৈ পরমং তপো যং প্রেতমরণ্যং হরন্তি, পরমং হৈব লোকং জয়তি য এবং বেদ, এতদ্বৈ পরমন্তপো যং প্রেতমগ্নাবভ্যাদধতি, পরমং হৈব লোকং জয়তি য এবং বেদ ॥ ১ ॥

ইত্যেকাদশং ব্রাহ্মণম্।

সম্প্রতি ব্রহ্মোপাসনাপ্রসঙ্গে সফল অ-ব্রহ্মোপাসনাও কথিত হইতেছে। ইহাই পরম তপস্যা। তাহা কি?—ব্যাধিত অর্থাৎ জরাদি রোগগ্রস্ত হইয়া যে তাপভোগ, তাহাই পরম তপস্যা। কারণ, রোগ ও তপস্যা উভয়েই দুঃখভোগ সমান, সুতরাং রোগযাতনাকে রোগী তপস্যাই ভাবিবে। এই প্রকারে ভাবনাকারী বিজ্ঞ ব্যক্তি যদি সেই রোগক্লেশে বিষণ্ণ না হয় এবং রোগক্লেশভোগকে নিন্দা না করে, তবে তাহার পক্ষে তাহাই পাপক্ষয়ের কারণ অত্যুত্তম তপস্যাস্বরূপ। সেই ব্যক্তি সেই জ্ঞানময় তপস্যার প্রভাবে পাপরাশি দগ্ধ করিয়া পরমাত্মাকে জয় করে। সেইরূপ মুমূর্ষু ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্ব্বে হইতেই কল্পনা করিবে যে, ইহাই আমার পক্ষে পরম তপ যে, আমি মরিয়া যাইলে আমাকে ঋত্বিক্‌গণ অন্ত্যেষ্টি-কর্ম্মার্থ (দাহাদির জন্য) গ্রাম হইতে অরণ্যে লইয়া যাইবেন। সেই গ্রাম হইতে অরণ্যগমনই আমার তপস্যা; কেন না, তপস্যা করিবার জন্যই গৃহস্থ ব্যক্তি (গৃহ ত্যাগ করিয়া) গ্রাম হইতে অরণ্যে যায় (বানপ্রস্থ অবলম্বন করে)। সুতরাং মৃত ব্যক্তির অরণ্যে গমন ও তপস্যার্থ অরণ্যে গমন উভয়ই সমান। তাহা সাধারণতঃ লোকেও প্রসিদ্ধ আছে। যিনি ইহা জানেন, তিনি পরমলোক জয় (লাভ) করিতে পারেন। সেই প্রকার ইহাও আর একটি পরম তপস্যা যে, মৃত ব্যক্তিকে অগ্নিতে অর্পণ করা; কারণ, অগ্নিতে প্রবেশ উভয়ত্রই সমান, অর্থাৎ বানপ্রস্থের পর সন্ন্যাসীর অগ্নিতে দেহরক্ষা ও মৃত্যুর পর অগ্নি দ্বারা দেহদাহ সমভাবে প্রসিদ্ধ। কাজেই তপস্যার ধর্ম্ম এখানেও বিদ্যমান। যে ব্যক্তি এই প্রকার জানে, সে পরম লোক (অভীষ্ট ফল) জয় করে।

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে একাদশ ব্রাহ্মণ।

দ্বাদশ-ব্রাহ্মণম্

অন্নং ব্রহ্মেত্যেক আহুস্তন্ন তথা, পূয়তি বা অন্নমৃতে প্রাণাৎ, প্রাণো ব্রহ্মেত্যেক আহুস্তন্ন তথা, শুষ্যতি বৈ প্রাণ ঋতেহন্নাৎ, এতে হ ত্বেব দেবতে একধাভূয়ং ভূত্বা পরমতাং গচ্ছতঃ, তদ্ধ স্মাহ প্রাতৃদঃ পিতরং কিংস্বিদেবৈবংবিদুষে সাধু কুর্য্যাম্, কিমেবাস্মা অসাধু কুর্য্যামিতি। স হ স্মাহ পাণিনা মা প্রাতৃদ কস্ত্বেনয়োরেকধাভূয়ং ভূত্বা পরমতাং গচ্ছতীতি। তস্মা উ হৈতদুবাচ বীতি, অন্নং বৈ বি, অন্নে হীমানি সর্ব্বাণি ভূতানি বিষ্টানি। রমিতি, প্রাণো বৈ রং, প্রাণে হীমানি সর্ব্বাণি ভূতানি রমন্তে। সর্ব্বাণি হ বা অস্মিন্ ভূতানি বিশন্তি, সর্ব্বাণি ভূতানি রমন্তে য এবং বেদ ॥ ১ ॥

ইতি দ্বাদশং ব্রাহ্মণম্।

পূর্ব্ববৎ এই স্থানেও অন্য এক প্রকার ব্রহ্মোপাসনা বিধান করিবার উদ্দেশে বলিতেছেন যে, "অন্নং ব্রহ্ম" অন্নই ব্রহ্ম। কোন কোন আচার্য্য ইহার অর্থ করেন যে, যাহা কিছু ভক্ষণ করা যায়, তাহাই ব্রহ্ম, কিন্তু অন্নকে অর্থাৎ খাদ্য বস্তুকে ব্রহ্মভাবে গ্রহণ করা উচিত নহে, এই নিমিত্ত অন্য আচার্য্যগণ বলেন যে, "প্রাণো ব্রহ্ম" অর্থাৎ প্রাণই একমাত্র অদ্বৈত ব্রহ্ম, এই জন্যই অন্নকে (দ্বিতীয়) ব্রহ্মভাবে গ্রহণ করা উচিত হয় না; ইহাই তাঁহাদিগের মত। কিন্তু বাস্তবিক প্রাণও ব্রহ্ম বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে। প্রথমতঃ কি কারণে অন্নকে ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে, তাহা বলিতেছেন।—যেহেতু, এক প্রাণের অভাবে মুহূর্ত্তমধ্যে সেই অন্ন অর্থাৎ অন্নময় দেহ পূতিগন্ধময় হয়, তবে ক্ষণ-ভঙ্গুর বস্তু কি প্রকারে ব্রহ্ম হইবে? যেহেতু, ব্রহ্ম তাহাকেই বলি, যে অবিনাশী নিত্য-সিদ্ধ। তবে প্রাণই ব্রহ্ম হউক? না, এরূপও বলিতে

পার না, যেহেতু, প্রাণও অন্নের অভাবে গ্লানি প্রাপ্ত হয়—শুষ্ক হইয়া যায়; কারণ, প্রাণই ভোজনকর্ত্তা, কাজেই সে অন্ন—খাদ্যের অভাবে আত্মরক্ষায় সমর্থ হয় না, এই জন্যই অন্ন ব্যতিরেকে প্রাণ শুষ্ক হইয়া যায়। অতএব যখন দেখিতেছি, এই উভয়ের যে কোন একটিও ব্রহ্ম হইতে পারে না, তখন কাজেই এই অন্ন-দেবতা ও প্রাণ-দেবতা একত্র হইয়া পরমত্ব—ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। প্রাতৃদ নামে জনৈক ঋষি এইরূপই নিশ্চয় করিয়া নিজ পিতাকে বলিয়াছিলেন যে, আমি যেরূপ ব্রহ্ম কল্পনা করিয়াছি, এই মৎ-কল্পিত ব্রহ্ম যিনি জানেন, আমি তাঁহার উদ্দেশে সুন্দর ব্যবহার কি করিব অর্থাৎ তাঁহার পূজা আর কি করিব? অথবা অসাধু-কর্ম্মই বা কি করিব? অর্থাৎ সেই পুরুষ প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানে কৃতার্থ, সুতরাং তিনি কোনরূপ সাধুকার্য্য দ্বারাও আনন্দিত বা পূজিত হন না, এবং কোন প্রকার অসাধু কর্ম্ম দ্বারাও অবজ্ঞাত হন না। তাঁহার প্রতি কোনরূপ ব্যবহারই আবশ্যক নাই। পুত্র এই প্রকার বলিলে তাঁহার পিতা হস্ত দ্বারা নিবারণ করত বলিতে লাগিলেন যে, ওহে প্রাতৃদ! এরূপ কথা আর বলিও না, এই অন্ন ও প্রাণ মিলিতভাব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করে? কোন বিদ্বান্ই তোমার কথিত ব্রহ্মদর্শন দ্বারা পরমত্ব (ব্রহ্মত্ব) লাভ করে না; অতএব তুমি বলিতেই পার না যে, এইরূপ জ্ঞানবান্ (মিলিত অন্নপ্রাণের ব্রহ্মত্ববিৎ) পুরুষ চরিতার্থ। তখন প্রাতৃদ পিতাকে বলিলেন,—ইহা যদি এইরূপই হয়,—আমার কথিত ব্রহ্ম যদি ব্রহ্ম না-ই হয়, তবে আপনিই বলুন যে, কি প্রকারে পরমত্ব লাভ করা যাইতে পারে? পিতা তখন পুত্রকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন। সে বাক্য কি? 'বি' অর্থাৎ তাহাকে 'বি' বলা হয়। অন্নই হইতেছে 'বি', যেহেতু এই সমস্ত ভূতই অন্নে বিষ্ঠিত অর্থাৎ অন্নে আশ্রিত, সেই কারণেই অন্নের নাম 'বি'। তার পর পিতা পুনর্ব্বার 'রম্'; এই শব্দ উচ্চারণ করিলেন। সেই 'রম্' কি? না—প্রাণই 'রম্', কেন না, প্রাণই বলের আধার, সেই প্রাণ থাকিলে তবে সমস্ত প্রাণী আনন্দিত থাকে, নচেৎ নহে; অতএব প্রাণ 'রম্', ইহা সিদ্ধ। এক্ষণে দেখ, অন্ন সমস্ত ভূতের আশ্রয়স্বরূপ এবং প্রাণ সমস্ত ভূতের রতিপ্রদ। কখনও কি দেখিয়াছ যে, কেহ কখনও দেহবিযুক্ত— নিরাশ্রয় হইয়া আনন্দ অনুভব করে? তাহা কেহই পারে না, এবং আশ্রয় (দেহ) থাকিলেও প্রাণের অভাবে দুর্ব্বলভাবে কেহ রমণ করে না। কিন্তু যখন দেহ ধারণ করিয়া প্রাণের সংযোগে জীব বলবান্ থাকে, তখনই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া আনন্দ উপলব্ধি

করে। এই নিমিত্ত শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, 'যুবা স্যাৎ সাধুযুবাধ্যায়কঃ"; যুবা হইবে, অর্থাৎ তারুণ্য হারাইও না, তারুণ্য থাকিলেই উত্তম বেদাধ্যায়ী হইতে পারিবে। সম্প্রতি কথিত ব্রহ্মজ্ঞানের ফল উক্ত হইতেছে—যিনি এই তত্ত্ব জানেন, অন্নগুণ-জ্ঞানবশতঃ সমস্ত ভূত তাঁহাতে প্রবিষ্ট হয় এবং প্রাণের গুণ-জ্ঞানাধীন ভূত সকল তাঁহাতে আনন্দ অনুভব করে॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বাদশ ব্রাহ্মণ।

ত্রয়োদশ-ব্রাহ্মণম্

উক্‌থম্। প্রাণো বা উক্‌থম্, প্রাণো হীদং সর্ব্বমুত্থাপয়ত্যুদ্ধাস্মাদুক্‌থবিদ্ বীরস্তিষ্ঠত্যুক্‌থস্য সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি য এবং বেদ ॥ ১ ॥

'উক্‌থ' ইহাও একটি পূর্ব্ববৎ উপাসনাবিশেষ বিহিত হইল। "উক্‌থ" অর্থে সামবেদীয় শাস্ত্রবিশেষ অর্থাৎ গাথা। মহাব্রত-নামক যজ্ঞে এই উক্‌থই প্রধান অঙ্গ। এখানে সেই উক্‌থ কি? তাহা বলা হইতেছে,—অধ্যাত্মবিদ্যায় প্রাণই 'উক্‌থ'। কেন না, ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে প্রাণ প্রধান এবং এই উক্‌থও শাস্ত্রসমূহের মধ্যে প্রধান, অতএব এই উভয়ের সাদৃশ্য ধরিয়া প্রাণকে "উক্‌থ" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া উপাসনা করিবে। প্রাণের উক্‌থ সংজ্ঞার হেতু এই যে, প্রাণই এই সমস্ত ইন্দ্রিয়াদিকে উত্থাপিত করে; অর্থাৎ কার্য্যক্ষম করে। কেন না, যাহার প্রাণ নাই, এরূপ কেহই উত্থিত হইতে পারে না, অতএব প্রাণই উক্‌থ। সম্প্রতি উক্‌থরূপী প্রাণের উপাসনার ফল বলিতেছেন,—যিনি এই উক্‌থরূপী প্রাণকে জানেন, সেই উক্‌থ-প্রাণবিৎ পুরুষ হইতে উক্‌থবিদ্ অর্থাৎ প্রাণবিৎ বীর পুত্র উৎপন্ন হয়। ইহা হইল প্রাণোপাসনার ঐহিক ফল, কিন্তু তাহার পারলৌকিক ফল উক্‌থের সালোক্য ও সাযুজ্যলাভ ॥ ১ ॥

যজুঃ। প্রাণো বৈ যজুঃ, প্রাণে হীমানি সর্ব্বাণি ভূতানি যুজ্যন্তে, যুজ্যন্তে হাস্মৈ সর্ব্বাণি ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায়, যজুষঃ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি য এবং বেদ ॥ ২ ॥

এই প্রাণকেই 'যজুঃ' বলিয়া উপাসনা করিবে, যেহেতু, প্রাণই যজুঃ। প্রাণ যজুঃ কেন, তাহা বলিতেছেন।—যেহেতু, প্রাণসত্ত্বেই সর্ব্বভূতের সহিত যোগ হয়, নচেৎ—প্রাণ না থাকিলে কাহারও কোন প্রাণীর সহিত মিলনের সামর্থ্য থাকে না। অতএব সকল বস্তুর সহিত যোগসাধন করে বলিয়া প্রাণ 'যজুঃ' শব্দে

অভিহিত হয়। কারণ, যজুঃ যুজ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অতঃপর 'যজুঃ প্রাণে'র উপাসনার ফল নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।—যে ব্যক্তি এই প্রাণকে যজুঃ বলিয়া উপাসনা করে, সমস্ত প্রাণী তাহার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদনের নিমিত্ত নিযুক্ত হয়, অর্থাৎ সেই ব্যক্তি প্রাণিসমাজে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে ও দেহান্তে প্রাণের সাযুজ্য এবং সালোক্য (সমানতা) লাভ করে॥ ২॥

সাম। প্রাণো বৈ সাম, প্রাণে হীমানি সর্ব্বাণি ভূতানি সম্যঞ্চি, সম্যঞ্চি হাস্মৈ সর্ব্বাণি ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় কল্পন্তে, সাম্নঃ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি য এবং বেদ॥ ৩॥

আর এই প্রাণকে 'সাম' বোধেও উপাসনা করিবে, যেহেতু, প্রাণই 'সাম'। প্রাণের সামত্বের কারণ—যেহেতু, সমস্ত ভূত প্রাণে সঙ্গত হয়, এই মিলনরূপ সাম্যপ্রাপ্তির হেতু বলিয়া প্রাণ 'সাম' শব্দে অভিহিত। এই সাম-প্রাণোপাসনার ফল এই যে, যে ব্যক্তি প্রাণকে 'সাম' বলিয়া উপাসনা করে, সমস্ত ভূত তাহার সহিত সঙ্গত হয়। কেবল যে সঙ্গতি দ্বারাই ফলের পর্য্যাপ্তি, তাহা নহে; তাঁহারা তাহার শ্রেষ্ঠত্বপ্রাপ্তির নিমিত্ত যত্নপরায়ণ হন এবং তিনিও অন্তে সামের সাযুজ্য ও সালোক্য জয় করেন॥ ৩॥

ক্ষত্রম্, প্রাণো বৈ ক্ষত্রম্, প্রাণো হি বৈ ক্ষত্রম্, ত্রায়তে হৈনং প্রাণঃ ক্ষণিতোঃ, প্রক্ষত্রমত্রমাপ্নোতি, ক্ষত্রস্য সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি য এবং বেদ॥ ৪॥

ইতি ত্রয়োদশং ব্রাহ্মণম্।

সেই প্রাণকে 'ক্ষত্র' বলিয়াও উপাসনা করিবে, যেহেতু, প্রাণই 'ক্ষত্র'। আর 'প্রাণ' ক্ষত্র বলিয়াও প্রসিদ্ধ; কেন না, সেই এই প্রাণই দেহকে শস্ত্রাদি আঘাত হইতে ত্রাণ করে, অর্থাৎ ক্ষতস্থান প্রাণ সাহায্যেই মাংস দ্বারা পূর্ণ হয়, এই প্রসিদ্ধ ক্ষত-ত্রাণবশতঃই প্রাণের ক্ষত্রত্ব প্রসিদ্ধ। অতঃপর ক্ষত্র-প্রাণের উপাসনার ফল কথিত হইতেছে। যে ব্যক্তি সেই প্রাণকে ক্ষত্রভাবে উপাসনা করে, সেই উপাসক সেই অত্রনামক ক্ষত্রপ্রাণকে প্রাপ্ত হয়।

যাহা আত্মরক্ষার জন্য অন্যের সহায়তা অপেক্ষা করে না, তাহার নাম 'অত্র'। ঐ প্রাণই যথার্থ অত্রনামক ক্ষত্র, জ্ঞানী তাহাকেই প্রাপ্ত হয়। শাখান্তরে 'বা' শব্দের পাঠ থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, সে কেবলই ক্ষত্রস্বরূপ অর্থাৎ প্রাণস্বরূপ লাভ করে এবং ঐ উপাসনার ফলে অন্তে ক্ষত্রের সাযুজ্য ও সালোক্য জয় হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রয়োদশ ব্রাহ্মণ।

চতুর্দ্দশ-ব্রাহ্মণম্

ভূমিরন্তরিক্ষং দ্যৌরিত্যষ্টাবক্ষরাণ্যষ্টাক্ষরঙ্ হ বা একং গায়ত্র্যৈ পদমেতদু হৈবাস্যা এতৎ, স যাবদেষু ত্রিষু তাবদ্ধ জয়তি যোঽস্যা এতদেব পদং বেদ ॥ ১ ॥

ইতঃপূর্ব্বে হৃদয়াদি নানাবিধ উপাধি-বিশিষ্ট (সগুণ) ব্রহ্মের উপাসনা উক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি "গায়ত্রী"রূপ উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনা বলিবার নিমিত্ত পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ আরব্ধ হইতেছে। যত প্রকার ছন্দ আছে, তাহাদিগের মধ্যে গায়ত্রীচ্ছন্দই প্রধান। যাহারা গায়ত্রী উচ্চারণ করে, তাহাদিগের নাম 'গয়,' এই গয়ের ত্রাণ হেতু গায়ত্রী সংজ্ঞার উৎপত্তি, এ কথা পরে বলা হইবে। প্রাণই ছন্দকে প্রয়োগ করে, কিন্তু গায়ত্রী ভিন্ন অন্যান্য ছন্দের সেই প্রয়োগকর্ত্তা প্রাণকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য নাই, এ জন্য তাহাদের গায়ত্রী সংজ্ঞাও হয় না। সেই গায়ত্রীই প্রাণের আত্মা, আবার প্রাণ সমস্ত ছন্দের আত্মা, অথচ ক্ষত হইতে ত্রাণ করে বলিয়া প্রাণও যে ক্ষত্র, আর ত্রাণকারী বিধায় সেই প্রাণই "গায়ত্রী", এই কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অতএব সেই গায়ত্রীর উপাসনা বিহিত হওয়া শ্রুতির অভিপ্রেত। বিশেষতঃ দ্বিজোত্তমের সম্পাদক বা জন্মকারণ বলিয়াও গায়ত্রীর প্রাধান্য আছে। শ্রুত্যন্তরে আছে যে, "বিধাতা গায়ত্রী দ্বারা ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এইরূপ ত্রিষ্টুপ্ দ্বারা ক্ষত্রিয় এবং জগতী দ্বারা বৈশ্য সৃষ্টি করিয়াছেন।" ইহাতে বুঝা যায় যে, মাতৃগর্ভ হইতে সকৃৎ জাত ব্রাহ্মণের গায়ত্রী দ্বিতীয় জন্মের হেতু, কাজেই অন্যান্য সকল ছন্দের মধ্যে গায়ত্রীর প্রাধান্য। আরও দেখ, "ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বোক্ত এষণাত্রয় হইতে ব্যুত্থিত হইয়া" "ব্রাহ্মণগণ অভিবাদন করেন।" "সেই ব্রাহ্মণ বিপাপ বিজর বিচিকিৎস (নিঃসন্দেহ) এবং ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মজ্ঞ) হন।" ইত্যাদি শ্রুতিসকল ব্রাহ্মণেরই পুরুষার্থলাভের যোগ্যতা প্রদর্শন করিতেছেন। অথচ সেই সমস্ত পুরুষার্থলাভের হেতুভূত ব্রাহ্মণত্বের গায়ত্রীজন্মই একমাত্র মূল, অতএব অবশ্যই গায়ত্রীর স্বরূপ নির্দ্দেশ করা উচিত। যেহেতু, গায়ত্রী যাঁহাকে দ্বিজোত্তম

স্পষ্ট করে, তিনিই নির্ব্বাধে পরম-পুরুষার্থ-(মোক্ষ) লাভে অধিকারী হন; সুতরাং পরম-পুরুষার্থলাভ গায়ত্রীমূলক, ইহা সিদ্ধ হইল। আর এই জন্যই তাহার উপাসনা কথিত হইতেছে যে, "ভূমি" "অন্তরীক্ষ" "দ্যৌঃ" এই অষ্ট অক্ষর গায়ত্রীর এক পদ অর্থাৎ প্রথম পাদ। শ্রুতিস্থ 'হ' 'বৈ' শব্দ দুইটি ইহার প্রসিদ্ধি সূচনা করিয়া দিতেছে। এখানে 'দ্যৌঃ' শব্দের 'য'কার (y) পৃথক্ ধরিয়া অষ্ট অক্ষর পূর্ণ করিতে হইবে। উদ্দেশ্য—অষ্টাক্ষরে নিবদ্ধ গায়ত্রী-পাদের অক্ষরসংখ্যার পূরণ। অষ্টাক্ষরের সাম্য আছে বলিয়া এই ভূমি, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক এই ত্রিভুবনই গায়ত্রীর প্রথম পাদরূপে অভিহিত। এইরূপে এই ত্রৈলোক্যাত্মক গায়ত্রীর প্রথম পাদ যে ব্যক্তি জানেন, তাঁহার এই ফল হয় যে, এই ত্রিলোকে যাহা কিছু জয় করিবার আছে, তিনি সমস্তই জয় করেন ॥ ১ ॥

ঋচো যজূংষি সামানীত্যষ্টাবক্ষরাণ্যষ্টাক্ষরꣳ হ বা একং গায়ত্র্যৈ পদমেতদু হৈবাস্যা এতৎ, স যাবতীয়ং ত্রয়ী বিদ্যা তাবদ্ধ জয়তি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ ॥ ২ ॥

সেইরূপ ত্রয়ীবিদ্যার 'ঋচো যজূংষি সামানি' এই তিনটি নামের অষ্ট অক্ষরই গায়ত্রীর অন্য এক পাদ, অর্থাৎ দ্বিতীয় পাদ। এখানেও ঋক্, যজুঃ, সাম, এই অষ্টাক্ষররূপ সাদৃশ্যই অষ্টাক্ষরে নিবদ্ধ গায়ত্রীর পদ-কল্পনার প্রতি হেতু। এই ত্রয়ীবিদ্যা যাবৎপরিমাণ অর্থাৎ ত্রয়ী-বিদ্যা উপাসনা দ্বারা যে সমস্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎসমস্তই এই ত্রয়ীবিদ্যারূপিণী গায়ত্রীর পাদজ্ঞ সাধক লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

প্রাণোঽপানো ব্যান ইত্যষ্টাবক্ষরাণ্যষ্টাক্ষরꣳ হ বা একং গায়ত্র্যৈ পদমেতদু হৈবাস্যা এতৎ স যাবদিদং প্রাণি তাবদ্ধ জয়তি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদাথাস্যা এতদেব তুরীয়ং দর্শতং পদং পরোরজা য এষ তপতি, যদ্বৈ চতুর্থং তত্তুরীয়ং দর্শতং পদমিতি—দদৃশ ইব হ্যেষ পরোরজা ইতি সর্ব্বমু হ্যেবৈষ রজ উপর্য্যুপরি তপত্যেব হৈব শ্রিয়া যশসা তপতি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ ॥ ৩ ॥

আর প্রাণ, অপান, বি+আন=ব্যান, এই প্রাণাদি নামের অষ্ট অক্ষর গায়ত্রীর তৃতীয় পাদ। যে ব্যক্তি গায়ত্রীর প্রসিদ্ধ এই পাদত্রয় জানে, সেই সাধক সমস্ত প্রাণীকে বশীভূত করে। অতঃপর সেই শব্দময়ী ত্রিপদা গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য চতুর্থ পাদ বলা হইতেছে। এই প্রকৃত গায়ত্রীর ইহাই অর্থাৎ অতঃপর যাহার কথা বলা হইবে, তাহাই রজোগুণাতীত তুরীয় বা চতুর্থ 'দর্শত পাদ।' সে কে? না--যিনি এই জগৎকে তাপ দিতেছেন। শ্রুতি স্বয়ংই তুরীয়াদি পদের ব্যাখ্যা করিতেছেন—লৌকিক ব্যবহারে যাহা চতুর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাই এখানে 'তুরীয়' শব্দের অর্থ। "দর্শতং পদম্" ইহার অর্থ কি? ইহাও বলিতেছেন, যাহা দৃষ্ট হইতেছে, তাহাই দর্শত পদের প্রতিপাদ্য অর্থাৎ এই যে আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পুরুষ যেন দৃষ্টই হয়, এই নিমিত্ত তিনি দর্শত" নামে অভিহিত। তৎপরে 'পরোরজাঃ' এই পদের অর্থ বলিতেছেন, যেহেতু এই মণ্ডলাধিষ্ঠিত পুরুষ আধিপত্যক্রমে রজঃ —অর্থাৎ রজোগুণ-সমুৎপন্ন সমস্ত লোকের উপরে থাকিয়া তাপ দেন, এই জন্য তাঁহাকে 'পরোরজা' বলা হয়। এখানে সর্ব্বলোকের আধিপত্য সূচনার নিমিত্ত 'উপর্য্যুপরি (উপরি উপরি) এই বীপ্সা বা দ্বিরুক্তিসূচক শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যদি বল, শ্রুতিস্থ সর্ব্বশব্দ দ্বারাই যখন সর্ব্বলোকের আধিপত্য সূচিত হয়, তখন বীপ্সার প্রয়োজন কি? তদুত্তরে বলিব যে, এ আপত্তি হইতে পারে না। কারণ, যে সমস্ত লোকের ঊর্দ্ধভাগে সূর্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকেন, কেবল সেই লোকসকলের জ্ঞাপনার্থ এখানে সর্ব্ব-শব্দ প্রযুক্ত হইতেও পারে, এই সন্দেহ নিবারণার্থ 'উপর্য্যুপরি' শব্দে বীপ্সা প্রযুক্ত হইয়াছে। অন্য শ্রুতি তাহারই অনুমোদন স্পষ্টতঃ করিতেছেন যে, "যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তেষাঞ্চেষ্টে দেবকামানাঞ্চ", তাৎপর্য্য এই,—যে সকল লোক (ভোগ্যস্থান) এই সূর্য্যমণ্ডলের উপরিভাগে বর্ত্তমান, তাহাদিগেরও অর্থাৎ সেই সকল দেবকাম্য বিষয়সমূহের উপরও তিনি আধিপত্য করেন, সুতরাং সকল লোক বুঝাইবার নিমিত্ত বীপ্সা প্রয়োগ অনুচিত হয় নাই। যেমন এই সবিতা সর্ব্বাধিপত্যরূপিণী শ্রী ও খ্যাতিসম্পন্ন হইয়া তাপ প্রদান করেন, এইরূপই সর্ব্বাতিগা শ্রী ও খ্যাতি দ্বারা তিনি দেদীপ্যমান হইতে পারেন—যিনি গায়ত্রীর এই চতুর্থ 'দর্শত' নামক পদ অবগত হন ॥ ৩ ॥

সৈষা গায়ত্র্যেতস্মিংস্তুরীয়ে দর্শতে পদে পরো-রজসি প্রতিষ্ঠিতা, তদ্বৈ তৎ সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্, চক্ষুর্বৈ সত্যং চক্ষুর্হি

বৈ সত্যম্, তস্মাদ্ যদিদানীং দ্বৌ বিবদমানাবেয়াতামহমদর্শমহম-শ্রৌষমিতি, য এব ব্রূয়াদহমদর্শমিতি তস্মা এব শ্রদ্দধ্যাম। তদ্বৈ তৎ সত্যং বলে প্রতিষ্ঠিতম্, প্রাণো বৈ বলম্, তৎ প্রাণে প্রতিষ্ঠিতম্। তস্মাদাহুর্ব্বলং সত্যাদোগীয় ইত্যেবম্, বৈষা গায়ত্র্যধ্যাত্মং প্রতিষ্ঠিতা, সা হৈষা গয়াংস্তত্রে, প্রাণা বৈ গয়াস্তৎপ্রাণাংস্তত্রে, তদ্যদ্গয়াংস্তত্রে তস্মাৎ গায়ত্রী নাম, স যামেবামূং সাবিত্রীমন্বাহৈষৈব সা, স যস্মা অন্বাহ তস্য প্রাণাংস্ত্রায়তে ॥ ৪ ॥

যিনিই ত্রৈলোক্য, ত্রয়ীবিদ্যা ও প্রাণরূপিণী, তিনিই সেই ত্রিপদা গায়ত্রী নামে পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছেন। রজোগুণাতীত দর্শতস্বরূপ চতুর্থ পদে তাঁহার প্রতিষ্ঠা; কেন না, আদিত্যই জাগতিক সমস্ত মূর্ত্তামূর্ত্ত পদার্থের একমাত্র রস অর্থাৎ সার। বস্তুমাত্রই রসের অভাবে নীরসতা প্রাপ্ত হইয়া স্থিতির অযোগ্য হয়। সারাংশ দগ্ধ হইলে কাষ্ঠাদির অবস্থাই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সেইরূপ মূর্ত্তামূর্ত্ত জগদ্রূপিণী ত্রিপদা গায়ত্রীও নিজ তিনটি পাদের সহিত আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত; কারণ, আদিত্য-রূপ রসকে অবলম্বন করিয়াই তাহার অবস্থিতি, কিন্তু গায়ত্রীর সেই চতুর্থ দর্শত পদ সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সে সত্য পদার্থ কি? তাহাই এক্ষণে কথিত হইতেছে। চক্ষুই সত্য; কেন না, চক্ষুর সত্যতা সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ। সেই প্রসিদ্ধি কিরূপে? তাহা বলিতেছেন, বর্ত্তমান সময়ে দেখা যায়, যদি দুই ব্যক্তি পরস্পর বিবাদ করিতে করিতে আসে এবং এক জন বলে যে, 'আমি দেখিয়াছি' ও অপরে বলে যে, 'আমি শুনিয়াছি', তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে "আমি দেখিয়াছি" এই কথা যে বলে, আমরা তাহার কথাই বিশ্বাস করিয়া থাকি, কিন্তু যে বলে যে, "আমি শুনিয়াছি," তাহার কথা বিশ্বাস করি না। কেন না, শ্রোতার শ্রবণ কদাচিৎ মিথ্যা হইলেও হইতে পারে, কিন্তু দ্রষ্টার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ কখনও মিথ্যা হওয়া সম্ভব হয় না। এই জন্য আমরা শ্রোতার 'শুনিয়াছি' বাক্যে বিশ্বাসস্থাপন করি না। অতএব যখন সকল ইন্দ্রিয় অপেক্ষা চক্ষু আমাদের সত্য প্রতীতি জন্মায়, তখন চক্ষুই সত্য-স্বরূপ বলিব। সেই সত্যরূপী চক্ষুতে গায়ত্রীর তুরীয় পদ অপর পদত্রয়ের সহিত আছে। এই কথা অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে যে, "সেই আদিত্য কোথায়

প্রতিষ্ঠিত? উত্তর—'চক্ষুষি' অর্থাৎ "চক্ষুতে।" আবার সেই তুরীয় পদের আশ্রয় সত্য (চক্ষু) বলে প্রতিষ্ঠিত। সে বল কি? তাহা বলিতেছেন—প্রাণই বল। সেই প্রাণরূপী বলে সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে; যেহেতু, শ্রুতিই বলিয়াছেন, সেই প্রাণসূত্রে বল ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত, বলেই সত্য প্রতিষ্ঠিত; এই জন্য লোকসকল বলিয়া থাকে যে, সত্য অপেক্ষাও বল 'ওগীয়', অর্থাৎ ওজীয়—অধিক বীর্য্যবান্। যাহাতে যে আশ্রিত, সে (আশ্রয়) তাহা (আশ্রিত) অপেক্ষা যে প্রবলতর, ইহা জগতে খুবই প্রসিদ্ধ, কারণ, দুর্ব্বলকে কখনই বলবানের আশ্রয় হইতে দেখা যায় না। এইরূপ যুক্তি অনুসারে এই পূর্ব্বোক্তা গায়ত্রীকে দেহান্তর্বর্ত্তী প্রাণে আশ্রিত, সুতরাং এই গায়ত্রীই প্রাণস্বরূপ, ইহা অনুমান করা যায় এবং এই জন্যই সমস্ত জগৎও গায়ত্রীতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সঙ্গত। যে প্রাণে যাইয়া সমস্ত দেবতা, সমস্ত বেদ, সমস্ত কর্ম্ম এবং কর্ম্মফল সকল একীভাব প্রাপ্ত হয়, সেই এই গায়ত্রী সেই প্রাণরূপিণী হইয়া জগতের আত্মস্বরূপা।

সেই এই গায়ত্রীই গয় সকলকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। "গয়" কাহাদিগকে বলে, শ্রুতি স্বয়ংই তাহাদিগের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন—প্রাণ বা বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহের নাম 'গয়' কেন না, তাহারা গান বা শব্দোচ্চারণের কারণ। সেই এই গায়ত্রী পূর্ব্বোক্ত গয়গণকে ত্রাণ করিয়া থাকেন, এই গয়ত্রাণ হেতুই তাঁহার নাম গায়ত্রী। গয়ত্রাণ হইতে গায়ত্রী শব্দের উৎপত্তি সুপ্রসিদ্ধ। আচার্য্য * অষ্টমবর্ষীয় বালককে উপনীত করিয়া যে এই সাবিত্রীকে অর্থাৎ সবিতৃ-দেবতাধিষ্ঠিতা গায়ত্রীকে ক্রমশঃ পাদ—অর্দ্ধাংশ—এবং সমগ্রভাবে উপদেশ করিয়া থাকেন, আচার্য্য কর্ত্তৃক মাণবকের প্রতি উপদিষ্ট সেই এই সাবিত্রীই সাক্ষাৎসম্বন্ধে জগতের প্রাণ—আত্মাস্বরূপ। বর্ত্তমানকালে এই মনুষ্য-জগতে আচার্য্যগণ এই সাবিত্রীই ব্যাখ্যা করিয়া মাণবককে উপদেশ দেন, অন্য কিছু নহে। আচার্য্য, যে মাণবককে সাবিত্রী উপদেশ দেন, তাহার ফলে বাগাদি ইন্দ্রিয় সকলকে নরকাদি-পাত হইতে উদ্ধার করেন ॥ ৪ ॥

তাং হৈতামেকে সাবিত্রীমাশুষ্টুভমন্বাহুর্ব্বাগনুষ্টুবেতদ্বাচ-মনুব্রূম ইতি, ন তথা কুর্য্যাদ্গায়ত্রীমেব সাবিত্রীমনুব্রূয়াৎ,

---

* "উপনীয় দদদ্বেদমাচার্য্যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।" অর্থাৎ যিনি উপনয়নানন্তর বেদ প্রদান করেন, তিনি আচার্য্য নামে কথিত।

যদিহ বা অপ্যেবংবিদ্ বহ্বিব প্রতিগৃহ্ণাতি ন হৈব তদ্গায়ত্র্যা একঞ্চন পদং প্রতি ॥ ৫ ॥

কোন কোন শাখীয় ব্রাহ্মণগণ উপনীত মাণবককে অনুষ্টুপ্ হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ অনুষ্টুপ্ছন্দে নিবদ্ধ গায়ত্রী উপদেশ করিয়া থাকেন। * তাঁহাদের অভিপ্রায় শ্রুতি বলিতেছেন,—তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, "জীবশরীরে বাক্ই সরস্বতীরূপে বিদ্যমানা। অনুষ্টুপ্ বাক্ ভিন্ন অন্য কিছু নহে, সুতরাং আমরা মাণবককে সেই বাগ্রূপিণী সরস্বতীর উপদেশ করিব" এই মনে করিয়া তাঁহারা অনুষ্টুভের উপদেশ করেন। শ্রুতি তাঁহাদের প্রতিবাদস্বরূপে বলেন যে, তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সমস্তই মিথ্যা; সুতরাং তদুক্ত উপদেশ পালনীয় নহে, সেরূপ বুঝা উচিত নহে।

তাহা হইলে কিরূপে উপদেশ করা উচিত? উত্তর,—গায়ত্রীকেই সাবিত্রী বলিয়া উপদেশ করিবে; কেন না, পূর্ব্বেই প্রাণকে গায়ত্রী বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সুতরাং মাণবক সমীপে সর্ব্বমুখ্যা প্রাণরূপিণী গায়ত্রী উপদিষ্ট হইলেই তদনুগত বাক্য—সরস্বতী ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় এই সমস্তই সমর্পিত—উপদিষ্ট হইয়া যায়। এ জন্য পৃথক্ উপদেশ করিতে হয় না। অপিচ, এই প্রাসঙ্গিক কথা সমাপন করিয়া শ্রুতি সম্প্রতি গায়ত্রী-বিদের প্রশংসা করিতেছেন।—যদিও নাকি গায়ত্রীতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যেন এই প্রকার বহুতরও (বস্তুতঃ সর্ব্বময়তাপন্ন সেই অদ্বৈত জ্ঞানীর পক্ষে বহু বলিতে কিছুই নাই), তথাপি স্তুতির জন্য বলিতেছেন—তাঁহারা যে কোন প্রতিগ্রহ (দান) স্বীকার করেন, তৎসমুদায়ের গায়ত্রীর এক পদের সহিতও তুলনা হয় না, অর্থাৎ তৎসমস্তই গায়ত্রীবিদের পক্ষে যৎসামান্য বস্তু ॥ ৫ ॥

স য ইমাংস্ত্রীঁল্লোঁকান্ পূর্ণান্ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ সোঽস্যা এতৎ প্রথমং পদমাপ্নুয়াৎ, অথ যাবতীয়ং ত্রয়ী বিদ্যা যস্তাবৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ সোঽস্যা এতদ্দ্বিতীয়ং পদমাপ্নুয়াদথ যাবদিদং প্রাণি যস্তাবৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ সোঽস্যা এতত্তৃতীয়ং পদমাপ্নুয়াদথাস্যা

* "তৎসবিতুর্বৃণীমহে বয়ং দেবস্য ভোজনম্। শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতমং তুরং ভগস্য ধীমহি॥" ইহা আনুষ্টুভ গায়ত্রী।

এতদেব তুরীয়ং দর্শতং পদং পরোরজা য এষ তপতি, নৈব কেনচনাপ্যং কুত উ এতাবৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ ॥ ৬ ॥

যদি কোন গায়ত্রীবিদ্ পুরুষ গো-অশ্বাদি ধনে পরিপূর্ণ এই ত্রিলোককেও প্রতিগ্রহ করেন, সেই প্রতিগ্রহও পূর্ব্বোক্ত গায়ত্রীর প্রথম পাদ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ গায়ত্রীবিদের ধনরত্নাদিপূর্ণ ত্রিলোকলাভে গায়ত্রীর প্রথম পাদবিজ্ঞানের ফলমাত্র ভুক্ত হয়। কিন্তু সেই প্রতিগ্রহ ঐ প্রতিগ্রহীতার অধিক পাপোৎপাদক হয় না। আর যদি কোন গায়ত্রীবিৎ ত্রয়ী বিদ্যার সমানও প্রতিগ্রহ করেন, তবে তাহা সেই গায়ত্রীর দ্বিতীয় পাদে পর্য্যাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহা দ্বারা দ্বিতীয় পাদ বিজ্ঞানের ফলমাত্র ভুক্ত হয়। আবার যদি কোন ব্যক্তি এই সমস্ত প্রাণিজগতের তুল্য-পরিমাণ প্রতিগ্রহ করে, তাহা হইলে তাহা গায়ত্রীর তৃতীয়পাদে পর্য্যাপ্ত হয়, অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ তাহা দ্বারা তৃতীয় পাদ-বিজ্ঞানের ফল ভুক্ত হয় মাত্র। উক্ত যুক্তি অনুসারে গায়ত্রীর চতুর্থ পাদ বিজ্ঞানের ফল এইরূপ কল্পনা করা যাইতেছে যে, যদি কেহ এই পাদত্রয়ের সমানও প্রতিগ্রহ করেন, তাহা হইলে তৎসমস্তও কেবল এই পাদত্রয় বিজ্ঞানেরই মাত্র ফলক্ষয় করিতে সমর্থ, কিন্তু তদতিরিক্ত দোষোৎপাদনে সমর্থ নহে। বস্তুতঃ এইরূপ দাতাও নাই এবং প্রতিগ্রহীতাও দুর্লভ, (এই যে দাতা ও প্রতিগ্রহীতার অভাব কল্পনা করা হইল, ইহা কেবল গায়ত্রীর স্তুতির নিমিত্ত)। কিংবা যদি এরূপও দাতা এবং প্রতিগ্রহীতা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলেও তাহার পক্ষে তাদৃশ প্রতিগ্রহ দোষাবহ নহে, ইহাই বক্তব্য; কারণ, ইহা অপেক্ষাও অত্যধিক চতুর্থপাদ-বিষয়ক (গায়ত্রীর) বিজ্ঞান অবশিষ্টই রহিয়াছে, যাহা পুরুষার্থ-সাধনে সমর্থ। এক্ষণে তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন।—এই গায়ত্রীর ইহাই তুরীয় দর্শত পদ, যাহা এই রজোগুণাতীত পুরুষরূপে তাপ দিতেছেন। এই তুরীয় পদ কোন প্রকার প্রতিগ্রহ দ্বারা অধিকৃত নহে অর্থাৎ যেমন গায়ত্রীর পূর্ব্বোক্ত তিন পাদ প্রতিগ্রহের বিনিময়ে প্রাপ্ত হয় না, বা প্রকৃতপক্ষে প্রতিগ্রহের বিষয়ীভূত নহে, এইরূপ এই চতুর্থপাদবিজ্ঞানও কোন বস্তুর বিনিময়েই লাভ করা যায় না। ইহা কল্পনা করিয়া বলা হইল যে,—ত্রিভুবনাদি পরিমাণ প্রতিগ্রহ পাদত্রয় বিজ্ঞানের তুল্য। বাস্তবিকপক্ষে কোথা হইতে এরূপ ত্রৈলোক্যাদির সমান প্রতিগ্রহ সম্ভব ? অতএব গায়ত্রীকে এইরূপভাবে ধ্যান করিয়া উপাসনা করিবে, ইহা বলিবার জন্যই ঐরূপ কল্পনা ॥ ৬ ॥

তস্যা উপস্থানম্। গায়ত্র্যস্যেকপদী দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদ্যপদসি ন হি পদ্যসে। নমস্তে তুরীয়ায় দর্শতায় পদায় পরোরজসেঽসাবদো মা প্রাপদিতি, যং দ্বিষ্যাদসাবস্মৈ কামো মা সমৃদ্ধীতি বা ন হৈবাস্মৈ স কাম ঋধ্যতে, যস্মা এবমুপতিষ্ঠতেঽহমদঃ প্রাপমিতি বা ॥ ৭ ॥

এক্ষণে সেই গায়ত্রীর উপস্থান কথিত হইতেছে। উপস্থান অর্থে অভিমুখ উপগত হইয়া এই বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা নমস্কার। সেই মন্ত্র এই,—হে গায়ত্রি! তুমি ত্রৈলোক্যরূপ একপদ দ্বারা একপদী, ত্রয়ী (বেদ) বিদ্যারূপ দ্বিতীয়পদ দ্বারা দ্বিপদী, প্রাণাদিরূপ তৃতীয় পদ দ্বারা ত্রিপদী এবং তুরীয়পদ দ্বারা চতুষ্পদী হইতেছ। উপাসকগণ এই পদ-চতুষ্টয়-বিশিষ্টরূপেই তোমাকে জানিয়া উপাসনা করেন। কিন্তু তুমি স্বীয় নিরুপাধিরূপে অপদ্ অর্থাৎ অজ্ঞেয় বটে; কারণ, যাহা দ্বারা জ্ঞাত হইবে, তাহার নাম পদ, সেই জ্ঞানকারণ পদই বাস্তবিক নাই, এই জন্য তুমি 'অপদ্'; যেহেতু, 'নেতি নেতি' শ্রুতি তোমার নির্বিশেষ প্রপঞ্চাতীত স্বরূপই প্রকাশ করে তুমি সেই নিরুপাধিকরূপিণী অপদ্। অতএব ব্যবহারের অগোচর তোমার যে সেই—পরোরজঃ—তুরীয় দর্শত-পদ—তাহাকে নমস্কার। আমার পাপরূপী শত্রু তোমার প্রাপ্তির বিঘ্নকারী, তাহার কার্য্য তোমার প্রাপ্তিবিষয়ে আমার বিঘ্ন সমুৎপাদন করা, তাহা যেন সে করিতে না পারে। শ্রুতিতে "ইতি" শব্দটি মন্ত্রের সমাপ্তি-সূচনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই গায়ত্রী-বিৎ পুরুষ যদি কাহারও প্রতি দ্বেষ করেন, তাহা হইলে সেই শত্রুর উচ্চাটনের নিমিত্ত এই বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা (শত্রু-জয়ার্থ) গায়ত্রীর উপস্থান করিবেন। উপস্থানমধ্যে "এই অমুক নামক শত্রু" বলিয়া প্রথমে তাহার নাম গ্রহণ করিবেন। পরে "এই যজ্ঞদত্তের (শত্রুর) অভিপ্রেত—কামনা সকল সুসম্পন্ন না হউক" বলিয়া উপস্থান করিবেন। এইরূপ করিলে কখনও তাহার কামনা সমূহ সুসিদ্ধ হইবে না। কাহার কামনা পূর্ণ হইবে না? শ্রুতি বলিতেছেন—যে শত্রুর উদ্দেশ্যে এইরূপ উপস্থান করিবেন, কিংবা "এই দেবদত্তের অভিলষিত প্রাপ্য বস্তু যেন আমি পাই।" এই বলিয়া যাহার উদ্দেশে উপাসনা করিবেন, তাহার কামনা সিদ্ধ হয় না। 'অসৌ অদঃ মা

প্রাপৎ' 'অস্মৈ কামো মা সমৃদ্ধি' 'অহমদঃ প্রাপম্' এই তিনটি মন্ত্রপদের মধ্যে যাঁহার যেটি আবশ্যক, তদনুসারে তিনি সেইটি জপ করিবেন, মন্ত্রবিশেষে আরাধনা সাধকের ইচ্ছাধীন—বিকল্প ॥ ৭ ॥

এতদ্ধ বৈ তজ্জনকো বৈদেহো বুড়িলমাশ্বতরাশ্বিমুবাচ। যন্নু হো তদগায়ত্রীবিদব্রূথা অথ কথꣳ হস্তীভূতো বহসীতি, মুখꣳ হ্যস্যাঃ সম্রাণ্ন বিদাঞ্চকারেতি হোবাচ। তস্যা অগ্নিরেব মুখম্। যদি হ বা অপি বহ্বীবাগ্নাবভ্যাদধতি সর্ব্বমেব তৎ সন্দহত্যেবꣳ হৈবৈবংবিদ্যদ্যপি বহ্বিব পাপং কুরুতে সর্ব্বমেব তৎসংস্পায় শুদ্ধঃ পূতোঽজরোঽমৃতঃ সম্ভবতি ॥ ৮ ॥

পঞ্চমস্য চতুর্দ্দশং ব্রাহ্মণম্ ॥

এক্ষণে গায়ত্রীর মুখবিষয়ক বিজ্ঞান-বিধানের জন্য আখ্যায়িকাচ্ছলে তাহার প্রশংসাবাদ উক্ত হইতেছে। এইরূপ নাকি স্মরণ হয় যে, এককালে বিদেহাধিপতি রাজা জনক গায়ত্রী-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অশ্বতরাশ্বের অপত্য—আশ্বতরাশ্বি বুড়িলকে বলিয়াছিলেন, (শ্রুতিস্থ 'যৎনু' শব্দটি বিতর্ক অর্থে ও 'হো' শব্দটি অহো—আশ্চর্য্য অর্থে প্রযুক্ত) তুমি যে "গায়ত্রী-বিদস্মি" অর্থাৎ আমি গায়ত্রীবিৎ এই অভিমানে আপনাকে ঘোষিত করিতেছ, তবে কেন সেই বাক্যের অননুরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছ অর্থাৎ যদি তুমি গায়ত্রীবিৎই হইবে, তাহা হইলে তুমি প্রতিগ্রহদোষে হস্তী হইয়া আমাকে বহন করিতেছ কেন? সেই হস্তী রাজার কথায় গায়ত্রীবিজ্ঞান-বিষয়ে লব্ধ-স্মৃতি হইয়া প্রত্যুত্তরে বলিল যে, হে সম্রাট্! যেহেতু আমি এই গায়ত্রীর 'মুখ' কি, তাহা জানিতে পারি নাই, সেই জন্য আমার গায়ত্রীবিজ্ঞান অসম্পূর্ণ আছে, এই এক অঙ্গ বিকল থাকায় আমার গায়ত্রীবিজ্ঞান সফল হয় নাই। তখন রাজা বলিলেন, তাহা হইলে শ্রবণ কর, আমি তোমাকে সেই গায়ত্রীর মুখ বর্ণনা করিতেছি—অগ্নিই সেই গায়ত্রীর মুখ। এই সংসারে যদি কেহ নাকি বহুতর কাষ্ঠরাশি অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, (বাস্তবিক অগ্নির পক্ষে সে সমস্ত যৎসামান্য) তবে অগ্নি যেমন তৎসমস্তই দগ্ধ করে, সেইপ্রকার "গায়ত্রীর মুখ অগ্নি"

এই বিজ্ঞানবান্ পুরুষও অগ্নি-মুখ হইয়া গায়ত্রীস্বরূপ প্রাপ্ত হন এবং তিনি যদি নাকি বহুতর পাপকর্ম্মও করেন—নানাবিধ প্রতিগ্রহ দোষও করেন, তথাপি তিনি তৎসমস্ত পাপকে ভক্ষণ অর্থাৎ দগ্ধ করিয়া অগ্নির ন্যায় প্রতিগ্রহদোষ হইতে মুক্ত হন ও পবিত্র থাকেন, আর গায়ত্রীস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া অজর অমরভাবে বর্ত্তমান থাকেন ॥ ৮ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশ ব্রাহ্মণ ।

পঞ্চদশ-ব্রাহ্মণম্

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে। পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমম্ তত্তে পশ্যামি। যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্ ওঁ ৩ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর, ক্রতো স্মর কৃতং স্মর, অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুযোধ্যস্ম-জ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ৩ ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চদশং ব্রাহ্মণম্।

ইতি শ্রীবৃহদারণ্যকোপনিষৎসু পঞ্চমাহধ্যায়ঃ

যিনি জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয় একযোগে অনুষ্ঠান করেন, তিনি অন্তকালে নিম্নোক্ত প্রকারে আদিত্যকে প্রার্থনা করিবেন। এই গায়ত্রীপ্রকরণে এই আদিত্য-প্রার্থনাকে কেহই যেন অপ্রাসঙ্গিক মনে না করেন, কারণ, এখানেও বাস্তবিক গায়ত্রীর প্রসঙ্গ আছে; প্রসঙ্গ এই যে—আদিত্য গায়ত্রীর তুরীয়পাদ, তাঁহার উপাসনা পূর্ব্ব হইতেই আরব্ধ; অতএব তাঁহারই এখানে 'হিরণ্ময়াদি' বাক্য দ্বারা প্রার্থনা হইতেছে। যেমন কোন পাত্র দ্বারা প্রিয় বস্তু আচ্ছাদিত হইয়া থাকিলে তাহার যথাস্বরূপ উপলব্ধ হয় না, তেমন এই 'সত্য' নামক ব্রহ্মও যেন জ্যোতির্ম্ময় সৌর-মণ্ডল দ্বারা আচ্ছাদিত আছেন। এ কল্পনার কারণ—যেহেতু সমাধি-পরিশূন্য মলিন-চেতা জীবগণ তাঁহাকে দেখিতে পায় না। এই কথাই এখানে বলা হইতেছে যে, সত্যের মুখ অর্থাৎ যথার্থ স্বরূপ অপিহিত—আচ্ছাদিত; সাধারণ পাত্রও দর্শনের প্রতিরোধ করে, এ জন্য মনে হয়, সৌর-মণ্ডল অপিধানের (আচ্ছাদন-পাত্রের) ন্যায়। অতএব হে পূষন্! (জগতের পোষণকারিত্ব হেতু সবিতার নাম পূষা) তুমি তাহা (আচ্ছাদন)—তোমার

সেই আচ্ছাদন অপনয়ন কর, অর্থাৎ সত্যই আমার একমাত্র স্বরূপ, অতএব তোমারই আত্মভূত ; আমার সেই যথার্থস্বরূপ দর্শনের জন্য তুমি দর্শনের প্রতিবন্ধক অপসারিত কর। 'পূষন্' ইত্যাদি নামগুলি সবিতার আমন্ত্রণার্থে প্রযুক্ত। তাহার মর্ম্মার্থ—হে একর্ষে! যিনি দর্শন করেন, তিনিই ঋষি, সবিতা অদ্বিতীয় ঋষি ; কেন না, তিনি সকলের আত্মা, তিনি চক্ষু হইয়া সমস্ত বস্তু দর্শন করেন। অথবা সবিতা একাকী গমন করেন বলিয়া একর্ষি। শ্রৌত মন্ত্রেও আছে যে, 'সূর্য্য একশ্চরতি।' অর্থাৎ সূর্য্য একাকী বিচরণ করেন। আর হে যম! অর্থাৎ তোমা কর্ত্তৃক সমস্ত জগতের সংযম-কার্য্য সম্পন্ন হয় ; অতএব হে সংযমনকারী, হে সূর্য্য! তুমি জগতের রস—রশ্মি ও প্রাণ বা বুদ্ধি-বৃত্তি উত্তমরূপে প্রেরণ কর, এ জন্য হে রশ্মিপ্রেরক! অপিচ হে প্রাজাপত্য! অর্থাৎ প্রজাপতি—ঈশ্বরের কিংবা হিরণ্যগর্ভের অপত্য! তুমি তোমার আচ্ছাদক রশ্মিসমূহ বিদূরিত কর, তেজঃসমূহকে সংক্ষিপ্ত—সঙ্কুচিত কর ; যাহাতে আমি তোমায় দেখিতে সমর্থ হই। কেন না, যেমন বিদ্যুৎপ্রকাশে চক্ষুঃ প্রতিহত হইলে কোন বস্তুর রূপ দৃষ্টিগোচর হয় না, তদ্রূপ তোমার তেজ দ্বারা আমার দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত হয়, তজ্জন্য তোমার রশ্মি যথাযথভাবে দেখিতে পাই না। অতএব তোমার অতি তীব্র তেজঃ প্রত্যাহার কর, যাহাতে আমরা তোমার পরম কল্যাণময় রূপ নিরীক্ষণ করিতে পারি। (শ্রুতিতে 'পশ্যামি' পদে একবচন থাকিলেও উহা বহুবচনে পরিণত করিয়া লইতে হইবে)। আর যে এই "ভূর্ভুবঃস্বঃ" ব্যাহৃতিময় পুরুষ অর্থাৎ পুরুষাকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি তোমাতে প্রতীয়মান, আমিই সেই পুরুষ। পূর্ব্বে আদিত্যপুরুষ ও চাক্ষুষপুরুষের যে যথাক্রমে 'অহঃ' ও 'অহম্' এই উপনিষদ্ (গুহ্য নাম) উক্ত হইয়াছে, তাহাই 'তৎ' শব্দে বোধিত হইল অর্থাৎ আমিই সেই অমৃতাদিস্বরূপ। অমৃত ও সত্যরূপী আমার এই স্থূল শরীরপাত হইলে যে শরীরান্তর্গত প্রাণবায়ু, তাহা বাহ্যবায়ুর সহিত মিলিত হউক। সেইরূপ শরীরাধিষ্ঠিত অন্যান্য দেবতাগণ স্বীয় স্বীয় উপাদান প্রাপ্ত হউক এবং এই শরীরও ভস্মীভূত হইয়া পৃথিবীতে মিশিয়া যাউক। অতঃপর প্রথমতঃ নিজের সংকল্পভূতা ও মনোগতা অগ্নি-দেবতাকে প্রার্থনা করিতেছেন,— শ্রুতিস্থ "ওঁ ক্রতো!" এই ওঙ্কার ও ক্রতু শব্দ উভয়ই অগ্নির সম্বোধনার্থে প্রযুক্ত। কেন না, ওঙ্কারই মনের প্রতীক, এই জন্য ওঙ্কারনামে আবাহন করা হইল এবং 'মনোময়ত্ব' হেতু অগ্নি ক্রতু নামে আখ্যাত হইল। কারণ, 'ক্রতু'-শব্দের একটি অর্থ সংকল্প, সেই সঙ্কল্প মনোধর্ম্ম, সেই নিমিত্তই মনস্থ

অগ্নিদেবতাকে 'ক্রতু' বলা হইয়াছে। হে ক্রতো! তুমি নিজের স্মরণীয় কার্য্য স্মরণ কর; কারণ, জীবগণ অন্তকালে তোমাকে স্মরণ করিয়াই অভিলষিত গতি প্রাপ্ত হয়, অতএব প্রার্থনা করি যে, আমি যাহা যাহা করিয়াছি, তাহা তুমি স্মরণ কর। এখানে এক স্মরণের কথাই তুইবার বলা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য—কেবল এই প্রার্থনায় আদরাতিশয়প্রদর্শন। আরও, হে অগ্নি! তুমি আমাকে কর্ম্মফল-প্রাপ্তির জন্য সুন্দর পথ দিয়া লইয়া যাও, অর্থাৎ যে পথে (উত্তরায়ণ) যাইলে আমরা উৎকৃষ্ট কর্ম্মফল ধনাদি লাভ করিতে পারি, সেই পথে লইয়া যাও; কিন্তু কৃষ্ণ (মলিন) পথে (দক্ষিণায়ন) লইয়া যাইও না, যেহেতু, উহা পুনরাবৃত্তি-যুক্ত, সুতরাং ও পথে যাইলে পুনশ্চ মর্ত্ত্যে আসিতে হইবে। তবে কি কর্ত্তব্য? না—হে দেব!—সর্ব্ব-প্রাণিনিচয়ের প্রজ্ঞানাভিজ্ঞ! তুমি অতি সুন্দর উক্তপথেই (উত্তরায়ণে) আমাদিগকে অর্থাৎ জগতের সকলকেই লইয়া যাও এবং আমাদের হৃদয় হইতে 'জুহুরাণ' অর্থাৎ কুটিল পাপ সকল বিযোজিত কর। আমরা তোমার প্রসাদে সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট উত্তর-পথে যাইতে পারিব। কিন্তু আমরা এক্ষণে তোমার পূজা করিতে পারিতেছি না,—কেবল প্রচুরভাবে "নমঃ" উক্তি অর্থাৎ নমস্কারমাত্র করিতেছি—নমস্কার-বচন দ্বারা তোমার পরিচর্য্যা-বিধান করিতেছি, আর কিছুই করিতে আমাদের সামর্থ্য নাই।

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চদশ ব্রাহ্মণ।

ইতি শ্রীবৃহদারণ্যকোপনিষদে পঞ্চম অধ্যায়ের ভাষ্যার্থবিবৃতি।

প্রথম-ব্রাহ্মণম্

ওঁ হরিঃ। যো হ বৈ জ্যেষ্ঠঞ্চ শ্রেষ্ঠঞ্চ বেদ, জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ স্বানাং ভবতি, প্রাণো বৈ জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ, জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ স্বানাং ভবত্যপি চ যেষাং বুভূষতি য এবং বেদ ॥ ১ ॥

পূর্ব্ব অধ্যায়ে গায়ত্রীকে মাত্র প্রাণস্বরূপ বলা হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, কি কারণে গায়ত্রীর কেবল প্রাণরূপতা, অন্যান্য ইন্দ্রিয়রূপতা নহে অর্থাৎ গায়ত্রী কেন প্রাণস্বরূপা, ইন্দ্রিয়স্বরূপা নহে? উত্তর,—যেহেতু ইন্দ্রিয়-বর্গের মধ্যে প্রাণই সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, এই জন্য গায়ত্রীকে প্রাণস্বরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু বাগাদির জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব কিছুই নাই। কাজেই তাহারা গায়ত্রী হইতে পারে না। যদি বল, প্রাণের জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব কেন? তাহার নির্দ্ধারণ করিবার অভিপ্রায়ে এই ব্রাহ্মণ আরব্ধ হইতেছে। অথবা এই ব্রাহ্মণা-রম্ভের অন্যরূপ অভিপ্রায় হইতে পারে যে, পূর্ব্বে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সত্ত্বেও তাহাদের ত্যাগ করিয়া উক্থ, ঋক্, যজুঃ, সাম ও অন্নাদিরূপে যে কেবল প্রাণেরই উপাসনা অভিহিত হইয়াছে, সে বিষয়ে কেবল কারণ বলিবার জন্যই পূর্ব্বাধ্যায়ের আনন্তর্য্যরূপে এখানে উল্লেখ হইল, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত উপাসনার অঙ্গরূপে এ ব্রাহ্মণ বর্ণনীয় নহে। বিশেষতঃ এই অধ্যায়টি খিলকাণ্ড, অর্থাৎ পূর্ব্বে অনুক্ত বিষয়ের পরিশিষ্ট। অতএব পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে সকল বিশিষ্ট ফলজনক প্রাণোপাসনা উক্ত হয় নাই, তৎসমুদায়ই এই অধ্যায়ে প্রতিপাদ্য ও বিবক্ষিত। শ্রুতির তাহাই অভিপ্রেত বিষয়।

যে কেহ জ্যেষ্ঠতা ও শ্রেষ্ঠতা-গুণবিশিষ্টরূপে বক্ষ্যমাণ বিষয়কে জানে, সে নিশ্চয়ই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হয়। শ্রুতিস্থ অবধারণার্থক 'হ বৈ' শব্দ তাহার নিশ্চয় করিয়া দিতেছে। যে শিষ্য এই প্রকারে ফল-প্রলোভনে প্রলোভিত হইয়া

এই জিজ্ঞাসার জন্য অভিমুখীভূত, তাহাকে শ্রুতি উদ্দেশ করিয়া বলিতে-ছেন যে, প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। প্রাণের জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব কিরূপে জানা যায়, তাহাও বলিতেছি—যদিও রেতঃসেককালে প্রাণাদি ইন্দ্রিয়গণের সহিত শুক্রশোণিতসম্বন্ধ অবিশেষ—সমান সত্য, তথাপি দেখিতেছি, প্রাণহীন শুক্র প্ররূঢ় হয় না অর্থাৎ জন্মলাভ করে না, এ জন্য চক্ষুঃ প্রভৃতি অপেক্ষা প্রথমেই প্রাণের বৃত্তিলাভ স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং প্রাণ অন্যাপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠ। আবার বলি, প্রাণই রেতঃসেককাল হইতে সঞ্জাত গর্ভের পরিপোষণ করে এবং প্রথমতঃ প্রাণ বৃত্তিলাভ করিলে পরে অন্যান্য চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ বৃত্তিলাভ করিয়া থাকে, এ জন্যও চক্ষুরাদি অপেক্ষা প্রাণের জ্যেষ্ঠতা ন্যায়সঙ্গত। তথাপি এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, বংশের মধ্যে কোন ব্যক্তি বয়সে জ্যেষ্ঠ, কিন্তু গুণহীন হওয়ায় শ্রেষ্ঠ নহে, বরং তাহার মধ্যম বা কনিষ্ঠ ব্যক্তি হয় ত গুণাধিক্য-বশতঃ শ্রেষ্ঠ, এরূপ ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু প্রাণের সম্বন্ধে সে আশঙ্কাই নাই। যেহেতু, প্রাণ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ উভয়ই। যদি বল, প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব জানা যায় কিরূপে? উত্তর—তাহা এই প্রকরণে আখ্যায়িকা দ্বারা পরে প্রকাশ করিব। ফলতঃ যেরূপেই হউক, প্রাণকে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠরূপে যিনি জানেন—উপাসনা করেন, তিনি জ্ঞাতিগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন। কেন না, তিনি জ্যেষ্ঠতা ও শ্রেষ্ঠতা-গুণসম্পন্নের (প্রাণের) উপাসনা করেন, সেই প্রভাবে তাঁহার ঐ প্রভাব উৎপন্ন হয়। শুধু ইহাই নহে, জ্যেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠ প্রাণদর্শী ব্যক্তি যদি নিজ জ্ঞাতিবর্গ-ব্যতিরিক্ত কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজে 'আমি ইহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হইব' বলিয়া ইচ্ছা করেন, তাহা হইলেও তিনি তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া থাকেন। প্রশ্ন হইতে পারে যে, যে জ্যেষ্ঠত্ব পুরুষের বয়োমাত্রসাপেক্ষ, তাহা ইচ্ছামাত্রে সম্পন্ন হয় কিরূপে? তাহাও বলিতেছি, এই প্রাণের ন্যায় সর্ব্বপ্রাথম্যে ও প্রাধান্যে বৃত্তিলাভই এখানে জ্যেষ্ঠতা-শব্দে অভিপ্রেত। তাৎপর্য্য এই যে,—যেরূপ প্রাণের বৃত্তিলাভ হইলে পর চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তিলাভ হয়, সেইরূপ অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গের জীবনও সেই প্রাণোপাসকের ইচ্ছার অধীন থাকে,—কখনই স্বতন্ত্র থাকে না, তবেই প্রাণদর্শীর জ্যেষ্ঠত্ব ইচ্ছাধীন, কিন্তু বয়োবৃদ্ধিনিবন্ধন নহে, ইহা প্রতিপন্ন হইল ॥ ১ ॥

যো হ বৈ বসিষ্ঠাং বেদ, বসিষ্ঠঃ স্বানাং ভবতি, বাগ্বৈ বসিষ্ঠা, বসিষ্ঠঃ স্বানাং ভবত্যপি চ যেষাং বুভূষতি য এবং বেদ ॥ ২

অতঃপর অন্যান্য গুণে প্রাণের উপাসনা বিহিত হইতেছে। যে জন বসিষ্ঠাকে জানেন, তিনিও জ্ঞাতিগণের মধ্যে বসিষ্ঠ হন। বাস্তবিক জীবনে উপাসনার অনুরূপ ফলই ফলিয়া থাকে। আর যদি জ্ঞাতিভিন্নের মধ্যেও তিনি বসিষ্ঠ হইতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহাদিগেরও মধ্যে তিনি বসিষ্ঠ হন। কিন্তু এ বসিষ্ঠা কে? উত্তর,—বাক্ই বসিষ্ঠা। কারণ, যে অতিশয়রূপে বাস করায় অথবা আচ্ছাদন করে, সেই বসিষ্ঠা। বাক্ই জীবকে বাস করায় জন্য বাক্ বসিষ্ঠা; যেহেতু দেখা যায় যে, যাহারা বাক্‌শক্তিসম্পন্ন, তাহারাই ধনী হয় ও স্বচ্ছন্দভাবে সংসারে বাস করিয়া থাকে। আবার 'বস্' ধাতুর আচ্ছাদনার্থ ধরিয়া দেখ যে, বাগ্মিগণ বাক্য দ্বারা অপরকে অভিভূত (আচ্ছাদিত) করিয়া থাকে। অতএব বসিষ্ঠত্ব-গুণবিশিষ্ট বস্তুর উপাসনায় উপাসক বসিষ্ঠত্ব-গুণযুক্ত হয়, এটি উপাসনার অনুরূপ ফল॥ ২॥

যো হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি সমে, প্রতিতিষ্ঠতি দুর্গে, চক্ষুর্ব্বৈ প্রতিষ্ঠা, চক্ষুষা হি সমে চ দুর্গে চ প্রতিতিষ্ঠতি, প্রতিতিষ্ঠতি সমে প্রতিতিষ্ঠতি দুর্গে য এবং বেদ॥ ৩॥

আবার যে জন প্রতিষ্ঠাকে জানে, সে সমস্থান ও সমকালে প্রতিষ্ঠিত হয়, যেহেতু যাহা দ্বারা লোকে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাকে প্রতিষ্ঠা বলে, সেই প্রতিষ্ঠা-গুণবিশিষ্ট দেবতাকে যিনি জানেন, তাঁহার এই সকল ফললাভ হওয়া সঙ্গত। শুধু ইহাই নহে—তিনি সমান (নিরাপদ) দেশে ও কালে বাস করেনই; অধিকন্তু বিষম—দুর্গম দেশে ও দুর্ভিক্ষাদিকালেও অবস্থিতি লাভ করেন। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠা কে? তাহা বলা আবশ্যক। উত্তর;—চক্ষুই প্রতিষ্ঠা, চক্ষুর প্রতিষ্ঠাত্ব কেন? তাহাও বলিতেছেন—মনুষ্যগণ কি সম, কি বিষম—দুর্গম দেশে, কিংবা সম ও বিষমকালে—সর্ব্বত্রই একমাত্র চক্ষু দ্বারা অবলোকন করে ও প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) লাভ করে। অতএব যে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠাগুণযুক্ত দেবতাকে জানে—উপাসনা করে, তাহার সম ও বিষম দেশে এবং সম ও বিষমকালে যে প্রতিষ্ঠালাভ হয়, ইহা এই বিজ্ঞানানুসারে উপাসনার অনুরূপ ফল॥ ৩॥

যো হ বৈ সম্পদং বেদ সংহাস্মৈ পদ্যতে যং কামং কাময়তে। শ্রোত্রং বৈ সম্পৎ, শ্রোত্রে হীমে সর্ব্বে বেদা

অভিসম্পন্নাঃ সং হাস্মৈ পদ্যতে যং কামং কাময়তে য এবং বেদ ॥ ৪ ॥

অপিচ, যিনি সম্পদ্—অর্থাৎ সম্পদ্‌গুণ-যুক্ত দেবতাকে জানেন, সেই জ্ঞানী যে কিছু কামনা করেন, তৎসমস্তই তাঁহার সম্পন্ন হয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সম্পদ্-গুণবিশিষ্ট দেবতা কে? উত্তর,—শ্রোত্রই। শ্রোত্রের সম্পদ্‌গুণ কেন? তদুত্তরে শ্রুতি নিজেই বলিতেছেন,—যেহেতু 'শ্রোত্র বর্ত্তমান থাকিলেই পুরুষের সমস্ত বেদ অধীত—আয়ত্ত হয়, নচেৎ নহে। কারণ, শ্রোত্রেন্দ্রিয়-শালী ব্যক্তির পক্ষেই বেদ অধ্যয়নযোগ্য। আরও শ্রোত্রসম্পৎজ্ঞান হইতে কামনা-সিদ্ধির কারণ এই যে—যেহেতু অভিমত কাম বা কাম্য বস্তু সমস্তই বেদ-বিহিত কর্ম্মের অধীন, কাজেই যিনি এই প্রকারে সম্পৎগুণসম্পন্ন শ্রোত্রকে জানেন, তিনি যে কাম্যবস্তু কামনা করেন, তাঁহার তৎসমস্তই সুসম্পন্ন হয়'। ইহা উপাসনার অনুরূপ ফল। শ্রোত্র হইতে বেদজ্ঞান সম্পন্ন হয় ও বেদ কাম্যসম্পৎ সিদ্ধ করিবার একমাত্র উপায়; এ জন্য পরম্পরায় শ্রোত্রকে সম্পৎ বলা হইল ॥ ৪ ॥

যো হ বা আয়তনং বেদায়তনং স্বানাং ভবত্যায়তনং জনানাম্, মনো বা আয়তনমায়তনং স্বানাং ভবত্যায়তনং জনানাং য এবং বেদ ॥ ৫ ॥

আবার যিনি আয়তন অর্থাৎ আশ্রয়কে জানেন, তিনি নিজ' জ্ঞাতিগণের আয়তন অর্থাৎ আশ্রয় হন। এমন কি, ইচ্ছা করিলে অপরেরও আয়তন হইতে পারেন। সেই আয়তন কি? তাহাই বলিতেছেন—যে, মনই ইন্দ্রিয় সমূহের এবং ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় সকলের আয়তন বা আশ্রয়। কেন না, ভোগ্য বিষয় সমূহ একমাত্র মনকে আশ্রয় করিয়াই আত্মার ভোগ্যত্ব প্রাপ্ত হয় এবং মনের সঙ্কল্পানুসারে ইন্দ্রিয়সকল স্ব-স্ব-বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, অতএব মনই ইন্দ্রিয় সমুদয়ের আয়তন, ইহা সঙ্গত কথা। অতএব যিনি এই আয়তনত্ব-গুণ-সম্পন্নভাবে মনকে জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি বিজ্ঞানানুসারে জ্ঞাতিগণের ও অপরাপর সকলের আয়তন হন ॥ ৫ ॥

যো হ বৈ প্রজাপতিং বেদ প্রজায়তে হ প্রজয়া পশুভী-রেতো বৈ প্রজাপতিঃ, প্রজায়তে হ প্রজয়া পশুভির্য এবং বেদ ॥ ৬ ॥

আর যিনি প্রজাপতিকে জানেন, তিনি প্রজাসন্ততি ও পশুসম্পত্তি-সম্পন্ন হন। এ প্রজাপতি কে? তাহা বলা হইতেছে—রেতই (শুক্র) প্রজাপতি; এখানে—রেতঃশব্দ জননেন্দ্রিয়কেও লক্ষ্য করিতেছে। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি প্রজা ও পশু লাভ করেন। ইহা বিজ্ঞানানুযায়ী উপাসনার অনুরূপ ফল ॥ ৬ ॥

তে হীমে প্রাণা অহংশ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্ম জগ্মুস্তদ্ধোচুঃ কো নো বসিষ্ঠ ইতি। তং হোবাচ যস্মিন্ ব উৎক্রান্ত ইদং শরীরং পাপীয়ো মন্যতে স বো বসিষ্ঠ ইতি ॥ ৭ ॥

এককালে সেই বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ 'আমিই শ্রেষ্ঠ, আমিই শ্রেষ্ঠ' এইরূপে নিজ প্রাধান্য-বিস্তারের জন্য পরস্পর বিবাদ করিতে করিতে ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রজাপতির নিকট গমন করিয়াছিল, এবং তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, আমাদিগের মধ্যে প্রকৃত বসিষ্ঠ (শ্রেষ্ঠ) কে? অর্থাৎ আমাদিগের মধ্যে কে অপরকে বাস করাইতে অথবা অপরকে আচ্ছাদন করিবার উপযুক্ত? তাহারা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর প্রজাপতি উত্তর করিয়াছিলেন যে, তোমাদিগের মধ্যে যে শরীর হইতে উৎক্রান্ত (বহির্গত) হইলে লোকে এই শরীরকে পূর্ব্বাপেক্ষা অত্যধিকরূপে পাপীয়—অস্পৃশ্যতর মনে করে, সেই তোমাদিগের মধ্যে বসিষ্ঠ বলিয়া প্রমাণিত হইবে। এই শরীর স্বাভাবিকভাবেই অশুচি—মলমূত্রাদিময়, সুতরাং জীবদ্দশায় পাপী আছেই, পরন্তু 'ততোঽধিকভাবে অশুচিতা—পাপিতা যাহার অভাবে জন্মিবে, সেই বসিষ্ঠ। শরীরের প্রতি বৈরাগ্য-দর্শনার্থই এখানে এইরূপে শরীরের অত্যধিকভাবে নিন্দা করা হইল। প্রজাপতি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে কে প্রকৃত বসিষ্ঠ, তাহা স্বয়ং জানিয়াও অপরাপর ইন্দ্রিয়বর্গের অপ্রীতিনিবারণার্থ কিছুই বলেন নাই। ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে পর সেই বাগাদি ইন্দ্রিয় সকল সমবেত হইয়া আপন আপন শক্তি পরীক্ষার জন্য একে একে শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইতে লাগিল ॥ ৭ ॥

বাগ্ ঘোচ্চক্রাম, সা সংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত, মদৃতে জীবিতুমিতি। তে হোচুর্যথা কলা অবদন্তো বাচা, প্রাণন্তঃ প্রাণেন, পশ্যন্তশ্চক্ষুষা, শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ, বিদ্বাংসো মনসা, প্রজায়মানা রেতসৈবমজীবিষ্মেতি, প্রবিবেশ হ বাক্ ॥ ৮ ॥

তন্মধ্যে প্রথমতঃ বাক্ই এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইল। উৎক্রান্ত হইবার পর এক বৎসরকাল প্রবাসে থাকিয়া পরে পুনঃ প্রত্যাগত হইল ও ইন্দ্রিয়গণকে বলিল, হে ইন্দ্রিয়গণ! তোমরা আমি অবর্ত্তমানে কি প্রকারে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইলে? এই প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া ইন্দ্রিয়গণ উত্তর করিল যে, যেমন মূক অর্থাৎ বাক্শক্তিহীন ব্যক্তিরা কেবল বাক্য উচ্চারণ করিতে না পারিয়াও প্রাণ দ্বারা অন্যান্য ব্যাপার করে অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা দর্শন করে, শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ করে, মন দ্বারা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করে, রেত দ্বারা পুত্র উৎপাদন করে, অথচ বাঁচিয়া থাকে, আমরাও ঠিক সেইরূপে জীবিত ছিলাম। অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ এইরূপ উত্তর করিলে তখন বাগিন্দ্রিয় নিজের অপ্রাধান্য অবগত হইয়া পুনর্ব্বার সেই দেহে প্রবেশ করিল ॥ ৮ ॥

চক্ষুর্হোচ্চক্রাম, তৎ সংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি। তে হোচুর্যথা অন্ধা অপশ্যন্তশ্চক্ষুষা, প্রাণন্তঃ প্রাণেন, বদন্তো বাচা, শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ, বিদ্বাংসো মনসা, প্রজায়মানা রেতসৈবমজীবিষ্মেতি প্রবিবেশ হ চক্ষুঃ ॥ ৯ ॥

অতঃপর চক্ষু উৎক্রান্ত হইল এবং বাগিন্দ্রিয়ের মত সেও উৎক্রমণের পর সংবৎসরকাল প্রবাসে থাকিয়া অতঃপর পুনঃ প্রত্যাগত হইয়া অপর ইন্দ্রিয় সমুদয়কে বলিয়াছিল যে, তোমরা আমার অভাবে কি প্রকারে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলে? তখন সেই ইন্দ্রিয়গণ বলিয়াছিল যে, কেন? যেমন অন্ধ ব্যক্তিরা চক্ষু দ্বারা দর্শন না করিয়াও প্রাণের সাহায্যে বাঁচিয়া থাকে, বাগিন্দ্রিয় দ্বারা বাক্য বলে, শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ করে, মন দ্বারা সমস্ত বিষয়আলোচনা করে এবং রেতঃ দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিয়া থাকে, আমরাও ঠিক তেমন

ভাবেই জীবিত ছিলাম। তাহাদের এই প্রকার উত্তর শ্রবণ করিয়া চক্ষু নিজ অপ্রাধান্য মনে মনে বুঝিয়া পুনর্ব্বার সেই দেহেই প্রবেশ করিল ॥ ৯ ॥

শ্রোত্রং হোচ্চক্রাম, তৎ সংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি, তে হোচুর্যথা বধিরা অশৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা বিদ্বাংসো মনসা প্রজায়মানা রেতসৈবমজীবিষ্মেতি, প্রবিবেশ হ শ্রোত্রম্ ॥ ১০ ॥

তৎপরে শ্রবণেন্দ্রিয়ও উৎক্রান্ত হইল। উৎক্রমণানন্তর সংবৎসরকাল প্রবাসে থাকিয়া প্রত্যাগমনের পর অন্যান্য ইন্দ্রিয়বর্গকে জিজ্ঞাসা করিল যে, তোমরা আমার অভাবে কিরূপে জীবন ধারণ করিতে পারিয়াছিলে? তখন তাহারা বলিল, যেমন শ্রবণশক্তি-হীন—বধির লোক প্রাণ দ্বারা জীবনব্যাপার করিয়া, বাগিন্দ্রিয় দ্বারা বাক্যোচ্চারণ করিয়া, চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া, মন দ্বারা বিষয়ালোচনা করিয়া, রেতঃ দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিয়া জীবিত থাকে, আমরাও সেই ভাবে জীবিত ছিলাম। শ্রোত্র ইহা শ্রবণে নিজ অবসিষ্টত্ব—অপ্রাধান্য নির্দ্ধারণ করিয়া পুনশ্চ দেহমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ১০ ॥

মনো হোচ্চক্রাম, তৎ সংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি, তে হোচুর্যথা মুগ্ধা অবিদ্বাংসো মনসা প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ প্রজায়মানা রেতসৈবমজীবিষ্মেতি, প্রবিবেশ হ মনঃ ॥ ১১ ॥

অনন্তর পূর্ব্ববৎ মনও উৎক্রমণ করিল এবং এক বৎসরকাল প্রবাসে থাকিয়া পুনরায় উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ববৎ ইন্দ্রিয়সকলকে জিজ্ঞাসা করিল যে, তোমরা আমার অভাবে কেমন করিয়া জীবনধারণে সমর্থ হইয়াছিলে? তদুত্তরে তাহারা বলিল যে, যেমন মূঢ় (কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিমূঢ়) জীবগণ মন দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয় স্থির করিতে না পারিলেও প্রাণসাহায্যে প্রাণ ধারণ পূর্ব্বক বাগিন্দ্রিয় দ্বারা শব্দোচ্চারণ করে, চক্ষু দ্বারা দর্শন করে, শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ করে ও রেতোদ্বারা

সন্তান উৎপাদন করে, আমরা সেইরূপ জীবিত ছিলাম। তোমার অভাবে আমাদের জীবনের বা দৈহিক ব্যাপারের কোন হানিই হয় নাই। মন এই উত্তর শ্রবণ করিয়া বুঝিল যে, আমি "বসিষ্ঠ" হইবার উপযুক্ত নহি, এই মনে করিয়া পুনশ্চ হৃদয়মধ্যে প্রবিষ্ট হইল ॥ ১১ ॥

রেতো হোচ্চক্রাম, তৎ সংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি, তে হোচুর্যথা ক্লীবা অপ্রজায়মানা রেতসা প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ বিদ্বাংসো মনসৈবমজীবিষ্মেতি, প্রবিবেশ হ রেতঃ ॥ ১২ ॥

পরে রেতঃও (শুক্রও) পূর্ব্ববৎ উৎক্রমণ করিয়া সংবৎসর প্রবাসবাসের পর উপস্থিত হইল ও ইন্দ্রিয়গণকে জিজ্ঞাসা করিল, কি হে! তোমরা আমার অভাবে কি ভাবে অবস্থান করিয়াছ? তাহারা উত্তর করিল যে, যেমন ক্লীব ব্যক্তিরা রেত উৎসর্গ দ্বারা সন্তান উৎপাদনে অক্ষম হইয়াও প্রাণের প্রাণন, বাগিন্দ্রিয়ের বাক্যোচ্চারণ, চক্ষুর দর্শন, শ্রোত্রের শ্রবণ ও মনের মননকার্য্য দ্বারা চেতন ব্যবহার সম্পাদন করে অথচ জীবিত থাকে, এইরূপ আমরাও জীবনধারণ করিয়াছিলাম। রেতঃ ইন্দ্রিয়গণের নিকট এইরূপ উত্তর শ্রবণ করিয়া নিজের অবসিষ্ঠ বুঝিতে পারিল ও পুনর্ব্বার নিজ স্থানেই প্রবেশ করিল ॥ ১২ ॥

অথ হ প্রাণ উৎক্রমিষ্যন্ যথা মহাসুহয়ঃ সৈন্ধবঃ পড্বীশশঙ্কূন্ত্ সংবৃহেদেবং হৈবেমান্ প্রাণান্ৎ সংববর্হ, তে হোচুর্ম্মা ভগব উৎক্রমীর্ন বৈ শক্ষ্যামস্ত্বদৃতে জীবিতুমিতি। তস্যো মে বলিং কুরুতেতি, তথেতি ॥ ১৩ ॥

ইহার পর যখন প্রাণ শরীর হইতে বহির্গমন করিতে উদ্যোগী হইল, তখনই বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ স্ব-স্ব-স্থান হইতে বিচলিত হইয়া পড়িল। এই বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।—যেমন বৃহৎপরিমাণ সুলক্ষণাক্রান্ত সিন্ধুদেশোদ্ভব অশ্বে অশ্বারোহী তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য আরূঢ় হইলে সে তৎক্ষণাৎ নিজ পাদ-বন্ধন শঙ্কু (খুঁটি) সমুদয় উৎপাটিত করিয়া ফেলে, এই প্রকারই মুখ্যপ্রাণও বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে স্ব-স্ব-স্থান হইতে বিচলিত করিয়াছিল।

তখন বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ শশব্যস্তে প্রাণকে বলিয়াছিল যে, ভগবন্! আপনি উৎক্রমণ করিবেন না। যেহেতু, আপনি উৎক্রান্ত হইলে আপনার অভাবে আমরা জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না। তখন প্রাণ বলিল, যদি এইরূপই হয়, তবে এখন তোমরা বুঝিলে যে, আমার শ্রেষ্ঠতা কেন? আর যদি তাহাই জানিয়া থাক অর্থাৎ 'আমিই মাত্র এই শরীরের শ্রেষ্ঠ' ইহা স্থির করিয়া থাক, তবে সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রেষ্ঠত্বসূচক কর প্রদান কর। এ স্থলে এই যে প্রাণের আখ্যায়িকাটি শ্রুতিতে কল্পিত হইল,ইহার উদ্দেশ্য জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠত্ব পরীক্ষার প্রণালী উপদেশ; অর্থাৎ 'জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?' এই শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে বিজ্ঞ ব্যক্তি ঐ প্রণালী ধরিয়াই পরীক্ষা করিবেন। পরীক্ষার প্রকারই আখ্যায়িকার আকারে এখানে বর্ণিত হইল। তদ্ভিন্ন মিলিতভাবে কার্য্যকারী এই সকল বাক্ প্রভৃতির এক কথায় নির্গমন ও সংবৎসরকাল প্রবাসে অবস্থিতি ইত্যাদি উক্তি কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রধান হইতে ইচ্ছুক হইলে উপাসনার জন্য বাক্ প্রভৃতির প্রাধান্যসম্বন্ধে এই প্রকার বিচার করিয়া উপাস্যবিশেষের সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। আখ্যায়িকার শেষাংশে কথিত হইয়াছে যে, এই প্রাণ এইরূপে কর (বলি) প্রার্থনা করিলে পর বাগাদি ইন্দ্রিয়গণও 'তথাস্তু' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল॥ ১৩॥

সা হ বাগুবাচ যদ্বা অহং বসিষ্ঠাস্মি ত্বং তদ্বসিষ্ঠোঽসীতি, যদ্বা অহং প্রতিষ্ঠাঽস্মি ত্বং তৎপ্রতিষ্ঠোঽসীতি চক্ষুর্যদ্বা অহঙ্ সম্পদস্মি ত্বং তৎসম্পদসীতি শ্রোত্রং যদ্বা অহমায়তনমস্মি ত্বং তদায়তনমসীতি মনো যদ্বা অহং প্রজাতিরস্মি ত্বং তৎ প্রজা-তিরসীতি রেতঃ। তস্যো মে কিমন্নম্, কিং মে বাস ইতি। যদিদং কিঞ্চাশ্বভ্য আকৃমিভ্য আকীটপতঙ্গেভ্যস্তত্তেঽন্নম্। আপো বাস ইতি। ন হ বা অস্যানন্নং জগ্ধং ভবতি নানন্নং পরিগৃহীতং য এবমেতদনস্যান্নং বেদ, তদ্বিদ্বাংসঃ শ্রোত্রিয়া অশিষ্যন্ত আচামন্ত্যশিত্বা চাচামন্ত্যেতমেব তদনমনগ্নং কুর্ব্বন্তো মন্যন্তে॥ ১৪॥

ইতি ষষ্ঠে প্রথমং ব্রাহ্মণম্।

অনন্তর সেই বাক্ প্রথমতঃ প্রাণকে কর দিবার নিমিত্ত উদ্যত হইয়া বলিয়াছিল যে—আমি যে 'বসিষ্ঠা' বলিয়া খ্যাত আছি, আমার সেই বসিষ্ঠত্ব তোমারই উপযুক্ত অর্থাৎ তুমিই সেই বসিষ্ঠত্ব-গুণ দ্বারা বসিষ্ঠ হও। চক্ষু বলিল,—আমি যে 'প্রতিষ্ঠা' নামে পরিচিত আছি, তাহা তুমি অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা তোমারই স্বরূপ, তোমার দ্বারাই আমি প্রতিষ্ঠারূপিণী আছি, সুতরাং সে প্রতিষ্ঠা ফলতঃ তোমার। শ্রোত্র বলিল, আমি যে সম্পদ্ নামে অভিহিত, সেই সম্পদও তুমি অর্থাৎ তোমার অনুগ্রহেই আমার সম্পত্তি, কাজেই সে সম্পৎ তোমারই। মন বলিল, আমি যে আয়তনস্বরূপ, সেই আয়তনস্বরূপও তুমিই। রেত বলিল, আমি যে সন্তান উৎপাদনে শক্তিশালী, তাহাও তুমিই অর্থাৎ তোমার সাহায্যেই আমার সে শক্তি, কাজেই তোমার শক্তি তুমি লও। এইরূপে সকল ইন্দ্রিয় নিজ নিজ গুণ সমর্পণ করিয়াছিল। তখন প্রাণ বলিল, তোমরা যে আমাকে এইরূপ উত্তম উত্তম বলি (কর) অর্পণ করিলে? তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত গুণবিশিষ্ট—আমার অন্ন (ভক্ষণীয়) কি? এবং বস্ত্র (আচ্ছাদন) কি? তাহা নির্দ্দেশ কর। তদুত্তরে ইন্দ্রিয়গণ বলিয়াছিল—এই জগতে কুক্কুর হইতে আরম্ভ করিয়া, কৃমি হইতে ধরিয়া, কীট-পতঙ্গ হইতে গণনা করিয়া জীবগণের যাহা খাদ্য এবং কৃমি-কীট-পতঙ্গের যাহা ভক্ষ্য এবং অন্যান্য প্রাণিগণের যাহা কিছু ভক্ষণীয় আছে, সেই সমুদয়ই তোমার অন্ন। এখানে বুঝিতে হইবে যে, শ্রুতি ইঙ্গিতে জাগতিক সমস্ত বস্তুতেই প্রাণের খাদ্যভাবে দৃষ্টি করিতে বলিতেছেন। বাস্তবিকপক্ষে প্রাণের জন্য সর্ব্ববিধ খাদ্য-ভক্ষণ বিহিত হইতেছে না। কেহ কেহ এই সকল দেখিয়া প্রাণের অন্নবিৎ উপাসকের পক্ষে সর্ব্বান্নভক্ষণে দোষাভাব বলিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা ভাল নহে, যেহেতু, এই সর্ব্বান্নভক্ষণ শাস্ত্রান্তরে নিষিদ্ধই আছে। যদি বল, তাহা হইলে সেই প্রতিষেধক শাস্ত্রোক্তির সহিত এই শাস্ত্রোক্ত-বিষয়ের সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য বিকল্প বলা হউক অর্থাৎ প্রাণান্নবিৎ উপাসকের সর্ব্বান্নভক্ষণ বিহিতও বটে, নিষিদ্ধও বটে, সুতরাং ইচ্ছাধীন, ইহা বলা হউক। উত্তর—না, এই কথা হইতেই পারে না, যেহেতু, এখানে সর্ব্বান্ন-ভক্ষণ বিহিতই নহে। বিশেষতঃ, অন্যত্র কথিত "ন হ বা অস্যানন্নং জগ্ধং ভবতি", ইহার (প্রাণবিদের) কখনও অভক্ষ্য ভক্ষিত হয় না, এই বাক্যও "সমস্তই প্রাণের অন্ন" এই শ্রুতিবিহিত বিজ্ঞানের অর্থবাদ—প্রশংসাপরমাত্র—বিধায়ক নহে। সেই বাক্যের সহিত অত্রত্য বাক্যের একবাক্যতা করা সর্ব্বান্ন ভক্ষণনিষেধের প্রতি অপর একটি কারণ। আর এ কথাও বলিতে পার না যে, এই বিধি

শাস্ত্রান্তরবিহিত বিষয়কে বাধিত করিতে সমর্থ, কেন না, এই বাক্য অন্যার্থে—প্রাণান্ন বিজ্ঞানের স্তুত্যর্থে প্রযুক্ত। তাৎপর্য্য এই—এ স্থলে, 'সমস্ত বস্তুই প্রাণ-মাত্রের অন্ন' কেবল এই বিজ্ঞানবিধানই শ্রুতির উদ্দেশ্য, তদ্ভিন্ন "সর্ব্বং ভক্ষয়েৎ" অর্থাৎ প্রাণান্নবিৎ সমস্তই ভক্ষণ করিবে, এরূপ বিধি অভিপ্রেত নহে। আর যে সর্ব্বভক্ষণে দোষাভাবজ্ঞান অর্থাৎ প্রাণান্নবিৎ সর্ব্ববিধ খাদ্য ভক্ষণ করিয়াও দোষ জ্ঞান করেন না, ইহাও প্রমাণাভাবে মিথ্যা কল্পনা বলিব। কিন্তু যদি বল—যখন বিদ্বান্ ব্যক্তি উপাসনাবলে প্রাণস্বরূপ লাভ করেন, তখন তাঁহার পক্ষে সর্ব্বান্ন-ভক্ষণে সামর্থ্যই জন্মে, সুতরাং তাঁহার তাহাতে দোষ কি? উত্তর,—না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, তাঁহার পক্ষেও সর্ব্বান্নগ্রহণ যুক্তি-যুক্তই হয় না; কেন না, যদিও তাদৃশ বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রাণস্বরূপই হন, তথাপি যে দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত অভিমান—সম্পর্ক থাকায় তাদৃশজ্ঞান লাভ হইয়াছে, সেই দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা জঘন্য কৃমিকীটাদি অভক্ষ্য বস্তু-(অন্ন) সমূহ ভক্ষণ করা কখনও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। অতএব সেই স্থলে যখন অশেষ অন্ন ভক্ষণ সম্ভবই নয়, তখন তাহাতে দোষও অসম্ভব—অলীক, এই অলীক বস্তুর নিষেধ অর্থাৎ দোষাভাব-জ্ঞাপন অনর্থক নহে কি? অবশ্য বলিতে পার যে, বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রাণস্বরূপ প্রাপ্ত হইলে যখন কৃমিকীটাদিভক্ষী ও জীবের প্রাণস্বরূপপ্রাপ্ত হ'ন, তখন নিশ্চিতই কৃমিকীটাদি ভক্ষণ করেন; ইহা সত্য, কিন্তু প্রাণরূপে কৃমিকীটাদি ভক্ষণে তাঁহার কোনও প্রতিষেধ শাস্ত্রে শ্রুত নাই, অতএব যখন ইহা শাস্ত্রীয় বিধি ব্যতিরেকেই দৈববশতঃ স্বভাবজাত রক্তবর্ণ কিংশুকের মত স্বতঃই সিদ্ধ আছে, তখন তদ্রূপে দোষাভাবজ্ঞাপন নিরর্থক। কারণ, সে স্থলে অশেষান্ন-ভক্ষণজনিত দোষের প্রাপ্তিই নাই। আর যে দেহেন্দ্রিয়-সম্পর্কী জীবের প্রতি অন্নভক্ষণের নিষেধ করা হইয়াছে, সেই নিষেধের কোনরূপ প্রতিপ্রসবও নাই। অতএব প্রতিষেধের অতিক্রম করায় অবশ্যই দোষ হইতে পারে, যেহেতু, "ন হ বা" ইত্যাদি শ্রুতি প্রাণান্ন বিজ্ঞানের স্তুতিবোধিকা মাত্র। আর এ স্থলে যে কেবল ব্রাহ্মণাদি শরীরের সর্ব্বান্নত্ব-দর্শন বিহিত হইয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু সামান্যতঃ প্রাণমাত্রেরই সর্ব্বান্নত্ব দর্শন বিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ সকল প্রাণেরই সমস্ত অন্নের সহিত সম্পর্ক বিদ্যমান, তাহাই মাত্র এ স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। নচেৎ ব্রাহ্মণাদি জাতিবিশেষের জন্য প্রাণের সর্ব্বান্নত্ব বিহিত হয় নাই।

এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন বিষ বিষ-জাত কৃমির জীবন-হেতু, কিন্তু তাহাই আবার অন্যের দৃষ্টিগোচর হইলে জীবনান্তকর—মরণাদি দোষ পর্য্যন্তও

উৎপাদন করে. সেইরূপ প্রাণের সর্ব্বান্নরূপতা সিদ্ধ হইলেও নিষিদ্ধান্ন ভক্ষণে ব্রাহ্মণাদির পক্ষে শরীরসম্বন্ধবশতঃ প্রাণের সে দোষ হইবেই হইবে। অতএব সর্ব্বান্ন ভক্ষণে যে দোষাভাবজ্ঞান, তাহা যথার্থই মিথ্যা জ্ঞান। অতঃপর শ্রুতির অর্থ হইতেছে। ইন্দ্রিয়গণ বলিল, হে প্রাণ! জল তোমার বস্ত্রস্বরূপ। এই স্থলে পেয় জলমাত্রই বস্ত্ররূপে অভিপ্রেত। দেখা যাইতেছে যে, শ্রুতি পীয়মান জলে প্রাণের বস্ত্র—আচ্ছাদন দৃষ্টির বিধান করিতেছেন, অথচ বস্ত্রকার্য্য আচ্ছাদনাদি সেই পীয়মান জল দ্বারা সম্ভব নহে, অতএব আচ্ছাদনার্থ তাহার বিনিয়োগ উপযুক্ত হয় নাই, কাজেই পীয়মান জলে ঐরূপ দর্শন (জ্ঞান) শাস্ত্র কর্ত্তব্যরূপে বিধান করিতেছেন, বলিতে হইবে। 'সমস্তই প্রাণের অন্ন' এই সর্ব্বভূতে প্রাণান্নভাব-দর্শনকারী বিদ্বানের কখনও অনন্ন অর্থাৎ যাহা ভক্ষণীয় নহে, এমন কিছু ভুক্ত হয় না। যদিও তিনি কদাচ অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া ফেলেন, তথাপি তাহা তাঁহার অভক্ষ্য হয় না অর্থাৎ সেই অভক্ষ্যভক্ষণ দোষে তিনি লিপ্ত হন না। ইহা ঐ বিজ্ঞানের স্তুতির জন্য প্রযুক্ত, ইহা আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। সেইরূপ তিনি অনন্ন—অপ্রতিগ্রাহ্য কখনও প্রতিগ্রহ করেন না, অর্থাৎ যদিও কখনও অপ্রতিগ্রাহ্য হস্তী প্রভৃতি প্রতিগ্রহ করেন, তথাপি তাহা প্রতিগ্রাহ্য হয় অর্থাৎ ঐ অপ্রতিগ্রাহ্য প্রতিগৃহীত হইলেও পুরুষকে প্রতিগ্রহদোষে লিপ্ত হইতে হয় না। এই কথাও উক্ত বিদ্যার স্তুত্যর্থে প্রযুক্ত জানিবে। যে ব্যক্তি এইরূপে এই প্রাণের অন্ন জানিতে পারে, তাহার ফল প্রাণাত্মভাবলাভ, কিন্তু ইহা বাস্তবিক ফলাভিপ্রায়ে বলা হইতেছে না। তবে কি? না—তাহার স্তুতির নিমিত্ত। যদি বল, ইহাই ঐ বিদ্যার বাস্তবিক ফল হয় না কেন? উত্তর—না, তাহা হইতে পারে না। কারণ, যিনি প্রাণকে আত্মভাবে দর্শন করেন, তাঁহারই পক্ষে প্রাণাত্মভাব-প্রাপ্তি ফল হওয়াই সঙ্গত। সেই স্থলেই—সেই প্রাণাত্মভূত ব্যক্তির পক্ষেই অভক্ষ্যও ভক্ষ্য হয়, অপ্রতিগ্রাহ্যও প্রতিগ্রহের যোগ্য হয়; সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, এই স্বাভাবিক অবস্থা গ্রহণ করিয়াই বিদ্যার স্তব করা হইয়াছে। এই জন্যই বলিতেছি যে, এই বাক্য কখনও ফলবোধক বিধি-স্বরূপ নহে। জল প্রাণের বাস (আচ্ছাদন)। এই জন্যই বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ ও বেদাধ্যায়ী শ্রোত্রিয়গণ কোন কিছু ভোজন করিবার পূর্ব্বেও জল পান করেন এবং ভোজনের শেষেও জল পান করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের এই ভোজনের আদ্যন্তে জলপানের অভিপ্রায় কি? শ্রুতি তাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন—তাঁহারা মনে করেন যে, আমরা এই প্রাণকে অনগ্ন অর্থাৎ বস্ত্র-পরিহিত

করিতেছি। আর ইহাও লোকপ্রসিদ্ধ যে, যে যাহাকে বস্ত্রদান করে, সে মনে করে যে, আমি ইহাকে অনগ্ন (বস্ত্রাচ্ছাদিত) করিতেছি। জল যে প্রাণের আচ্ছাদন, ইহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। এখানেও অবশ্যই মনে করা উচিত যে, আমরা যে জল পান করি, তাহা দ্বারা প্রাণকেই বস্ত্রাবৃত করিতেছি। এই অভিপ্রায়েই এখানে শ্রুতি "আপোবাসঃ" 'জল প্রাণের বস্ত্র' ইহা বলিয়াছেন। এখানে অবশ্যই এ আপত্তি হইতে পারে যে, লোকে যে ভোজনের আদ্যন্তে জলপান করে, তাহা "আমরা শুদ্ধ হইব" মনে করিয়া পবিত্রতার জন্যই করিয়া থাকে, তাহা যদি আবার প্রাণকে অনগ্ন করিবার অভিপ্রায়ে কৃত বল, তাহা হইলে এক আচমনের দ্বিবিধ কার্য্যকারিতা-রূপ দোষ স্বীকার করিতে হয়। বাস্তবিক এক আচমনের দুইটি কার্য্য কখনই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না, অর্থাৎ যদি পবিত্রতার্থ আচমন হয়, তাহা হইলে প্রাণের অনগ্নতার্থ হওয়া অসঙ্গত। আবার যদি অনগ্নতার জন্য হয়, তাহা হইলেও পবিত্রতার্থ হইতে পারে না। অতএব যখন দেখিতেছি, এক অনুষ্ঠানে উভয় ফলের সমাবেশ অসম্ভব, তখন বরং প্রাণের অনগ্নতা-করণার্থ ভোজনের আদ্যন্তে আরও একবার আচমন করার ব্যবস্থা হউক? উত্তর—না, তাহা কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই, এখানে এক আচমনেরই দ্বৈবিধ্য স্বীকার করিলে উপপত্তি হইতে পারে। কেন না, যে ভক্ষণ করিবে ও যে ভক্ষণ করিয়াছে, সেই ভোক্ষ্যমাণ ও ভুক্তব্যক্তির ক্রিয়া হইতেছে দুইটি এক স্মৃতিবিহিত আচমন, অপর উপাসনার্থ। যাহা স্মৃতিবিহিত, তাহা কেবল দৈহিক পবিত্রতার জন্য অনুষ্ঠান মাত্র, পরন্তু তাহাতে কোন প্রকার জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে না। এখন স্মৃতিবিহিত সেই আচমনের অঙ্গভূত জলেই প্রাণের আচ্ছাদনরূপে দৃষ্টি মাত্র কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অথচ ইহা (বাসজ্ঞান) দ্বারা আর আচমনের শুদ্ধিকারিতাও বাধিত হয় না, যেহেতু, জ্ঞান অপেক্ষা "আচমন" একটি ভিন্ন ক্রিয়া। অতএব এ স্থলে বুঝিতে হইবে যে, ভোক্ষ্যমাণ ও ভুক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের পক্ষে যে স্মৃতি দ্বারা আচমন বিহিত আছে, তাহাতেই "প্রাণ-বস্ত্রত্ব" জ্ঞান শ্রুতি দ্বারা বিহিত। বাস্তবিক উহা শাস্ত্রান্তর দ্বারা প্রাপ্ত হয় নাই, সুতরাং বিধি হইতে বাধাও নাই ॥ ১৪ ॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়ে প্রথম-ব্রাহ্মণম্ ।

উপনিষৎসু—, ষষ্ঠাঽধ্যায়স্য

দ্বিতীয়-ব্রাহ্মণম্

শ্বেতকেতুর্হ বা আরুণেয়ঃ পঞ্চালানাং পরিষদমাজগাম, স আজগাম জৈবলিং প্রবাহণং পরিচারয়মাণম্, তমুদীক্ষ্যাঽভ্যুবাদ কুমার ৩ ইতি। স ভো ৩ ইতি প্রতিশুশ্রাবানুশিষ্টোঽন্বসি পিত্রেত্যোমিতি হোবাচ॥ ১ ॥

প্রথমতঃ 'শ্বেতকেতুর্হ বৈ' ইত্যাদি গ্রন্থের পূর্ব্বাপর সঙ্গতি দেখান হইতেছে। এইটি খিল নামক অধ্যায় পূর্ব্বে যাহা উক্ত হয় নাই, অথচ অবশ্য বক্তব্য, তাহাই এখানে বর্ণিত হইতেছে। গত পঞ্চম (সপ্তম) অধ্যায়ের শেষভাগে যে কর্ম্মমিলিত-ভাবে জ্ঞানের (উপাসনার) কর্ম্মানুষ্ঠায়ী কর্ত্তৃক "অগ্নে নয় সুপথা" ইত্যাদিরূপে অগ্নির সমীপে সুপথ প্রার্থিত হইয়াছে, সেই পথিযাচ্ঞামন্ত্রে 'যাহা সুপথ, তাহা আমাকে দাও' এ কথার উল্লেখে বুঝা যায় যে, উহাতে পথ অনেক। সেই সমস্ত পথও নিজকৃত কর্ম্মের ফলপ্রাপ্তির উপায়, ইহা "যৎ কৃত্বা" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পরে ব্যক্ত হইবে। এক্ষণে কর্ম্মফলপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ সেই সকল পথ কত? এই প্রশ্নের নির্ণয়ার্থ এবং সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার গতির উপসংহারার্থ এই প্রকরণের আরম্ভ হইতেছে। এই প্রকরণে বলা হইবে যে, এই পর্য্যন্ত সংসারের গতি এবং জীবের স্বাভাবিক জ্ঞানের ও শাস্ত্রাভ্যাসজনিত জ্ঞানের এই পর্য্যন্ত ফল। যদিও প্রথমাধ্যায়ে "দ্বয়া হ প্রাজাপত্যাঃ" ইত্যাদি স্থলে স্বাভাবিক পাপ সমূহ কথিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তথাপি "এই তাহার পরিণাম" এরূপভাবে তৎসমুদায়ের ফল প্রদর্শিত হয় নাই। পরন্তু ব্রহ্মবিদ্যার প্রারম্ভে শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মফলেও মুক্তিকামীর বৈরাগ্য আবশ্যক বিধায় তাহা বক্তব্য, এ জন্য "ত্রয়াত্মপ্রতিপত্তিঃ" ইত্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা কেবল শাস্ত্রীয় কর্ম্মেরই কিয়ৎপরিমাণে ফল প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যেও কেবল (জ্ঞানহীন) কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোকপ্রাপ্তি এবং বিদ্যা ও বিদ্যা-সংযুক্ত কর্ম্ম দ্বারা দেবলোকপ্রাপ্তি হয়, এইরূপ বিশেষভাবে ফলও কথিত হইয়াছে। কিন্তু সেখানে এ কথা বলা হয় নাই যে, পিতৃলোকগামী কোন্ পথে গমন করেন এবং দেবলোকযাত্রী কোন্ পথ দ্বারা প্রয়াণ করেন।

এই খিল বা পরিশিষ্ট প্রকরণে নিঃশেষভাবে সে সমুদায়ের নির্দ্দেশ করা আবশ্যক; এই হেতু উপস্থিত প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে। আর ইহাও প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যায় যে, গ্রন্থের শেষে পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাত বিষয়সমূহের উপসংহার হয়। এ জন্যও এই প্রকরণ সার্থক। গ্রন্থের শেষ ভাগে যে শাস্ত্রীয় সমস্ত বিষয়ের উপসংহার হয়, তাহা সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে। অপিচ, "এতাবদমৃতত্বম্", ইহাই একমাত্র অমৃতত্ব, এই কথা যেমন বলা হইয়াছে, সেইরূপ কর্ম্ম হইতে অমৃতত্বের (মোক্ষের) আশা নাই, এই কথাও উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার সপক্ষে—সমর্থনের জন্য কোন হেতু উক্ত হয় নাই, তাহার উল্লেখার্থও এই প্রকরণের আরম্ভ। যেহেতু, এই পূর্ব্বোক্ত গতি কর্ম্মজনিত, অথচ নিত্য-সিদ্ধ মোক্ষে কোন প্রকার ক্রিয়া বা অনুষ্ঠানের বাস্তবিক সম্ভাবনা ও অপেক্ষা নাই, সুতরাং জ্ঞান যে মোক্ষসিদ্ধিবিষয়ে একমাত্র হেতু, ইহা বাক্য দ্বারা উক্ত না হইলেও ফলতঃ প্রতিপন্ন হয়ই। আরও এক কথা, অগ্নিহোত্র প্রকরণে কথিত হইয়াছে যে, তুমি সেই অগ্নিহোত্রীয় সায়ংকালীন ও প্রাতঃকালীন আহুতিদ্বয়ের উৎক্রান্তি, গতি, প্রতিষ্ঠা ও তৃপ্তি জান না? সংসারে পুনরাবৃত্তি কাহাকে বলে এবং পরলোকে গমনোদ্যত ব্যক্তি কে? অর্থাৎ কে কোন্ লোকের যাত্রী, সে সমুদায় তুমি জান না, এই প্রশ্নের উত্তরে যে "তে বা এতে" ইত্যাদি দ্বারা দুইটির উৎক্রমণরূপ কার্য্য কথিত হইয়াছে, তাহাই এই যাগকর্ত্তার আহুতিরূপ কর্ম্মের ফল। কেন না, কর্ত্তাকে অবলম্বন না করিয়া অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে জড় আহুতির উৎক্রমণাদি কোন কার্য্যই কখনও সম্ভবপর হয় না, কারণ, কর্ম্মমাত্রই কর্ত্তার ফলসিদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; কর্ম্মের নিজস্ব কোন ফল নাই। আর কার্য্যমাত্রই সাধনকে অবলম্বন করিয়া সম্পন্ন হয়। তবে যে সেই স্থলে "অগ্নিহোত্রস্যৈব কার্য্যম্" অগ্নিহোত্রেরই কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাও কেবল অগ্নিহোত্র কর্ম্মের স্তুতির নিমিত্ত, আর অগ্নিহোত্র কর্ম্মের যে ছয়টি প্রকার কথিত হইয়াছে, তাহাও তাহার প্রশংসার জন্য, অন্য উদ্দেশ্যে নহে। এখানে সেই পূর্ব্বোক্ত ছয়প্রকার কার্য্যকেই কর্ত্তার ভোগ্য ফল বলিয়া উপদেশ করিতেছেন। সে উপদেশের কারণ—কর্ম্মফল বিজ্ঞানই এখানে বিবক্ষিত; কেন না, বক্ষ্যমাণ পঞ্চবিধ অগ্নি দর্শন তৎসাহায্যেই উত্তর পথপ্রাপ্তির সাধন, ইহার বিধান করা শ্রুতির অভিপ্রেত। এই প্রকারে সমস্ত সংসারগতির উপসংহার এবং কর্ম্মকাণ্ডের নিষ্ঠা (চরম ফল), এই দুইটি বিষয় প্রদর্শন করিবার মানসে শ্রুতি এক আখ্যায়িকার অবতারণা করিতেছেন।

অরুণের পুত্র আরুণি, তাঁহার পুত্র আরুণেয় শ্বেতকেতু পিতা কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত হইয়া আপনার যশোবিস্তারের জন্য পঞ্চালগণের সভায় উপস্থিত হন। শ্রুতিস্থ 'হ' শব্দটি আখ্যায়িকার পৌরাণিকতার পরিচায়ক। জগতে পঞ্চালগণ সুপ্রসিদ্ধ, তিনি তাহাদের সভায় উপস্থিত হইয়া সভ্যগণকে বিচারে পরাজিত করিলেন, অবশেষে মনে করিলেন যে, রাজার সভাও জয় করিব, এইপ্রকার গর্ব্ব সহকারে পরিচারকগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত ও পরিচর্য্যমাণ জীবল-পুত্র জৈবলি প্রবাহণ নামক পঞ্চালরাজের সমীপে আগত হইয়াছিলেন। সেই রাজা ইতঃ-পূর্ব্বেই শ্বেতকেতুর বিদ্যাভিমান-জনিত গর্ব্ব শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং মনে মনে স্থির করেন যে, ইঁহাকে শিক্ষা দিতে হইবে। এইরূপ মনে করিয়া আগত মাত্র তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়াই প্লুতস্বরে সম্বোধন করিলেন, "ওহে কুমার!"— এখানে এত দীর্ঘস্বরে আহ্বান কেবল ভৎসনার্থ। তখন শ্বেতকেতু ক্রুদ্ধ হইয়া রাজার প্রতি অনুপযুক্ত হইলেও "ভো" অর্থাৎ 'কি হে!' বলিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন। রাজা বলিলেন, তুমি তোমার পিতার নিকট অনুশিষ্ট অর্থাৎ শিক্ষিত হইয়াছ কি? শ্বেতকেতু বলিল, "ওম্" হাঁ—অনুশিষ্ট হইয়াছি, তোমার কোন বিষয়ে সংশয় থাকিলে জিজ্ঞাসা করিতে পার ॥ ১ ॥

বেথ যথেমাঃ প্রজাঃ প্রযত্যো বিপ্রতিপদ্যন্তা ৩ ইতি। নেতি হোবাচ। বেত্থো যথেমং লোকং পুনরাপদ্যন্তা ৩ ইতি। নেতি হৈবোবাচ। বেত্থো যথেমং লোকং পুনঃ সম্পদ্যন্তা ৩ ইতি। নেতি হৈবোবাচ। বেত্থো যথাসৌ লোক এবং বহুভিঃ পুনঃ পুনঃ প্রযদ্ভির্ন সম্পূর্য্যতা ৩ ইতি, নেতি হৈবোবাচ। বেত্থো যতিথ্যামাহুত্যাং হুতায়ামাপঃ পুরুষবাচো ভূত্বা সমুত্থায় বদন্তী ৩ ইতি। নেতি হৈবোবাচ। বেত্থো দেবযানস্য বা পথঃ প্রতিপদং পিতৃযানস্য বা, যৎকৃত্বা দেবযানং বা পন্থানং প্রতিপদ্যন্তে পিতৃযানং বাপি হি, ন ঋষের্ব্বচঃ শ্রুতং—দ্বে সৃতী অশৃণবং পিতৃণামহং দেবানামুত মর্ত্ত্যানাম্। তাভ্যামিদং বিশ্বমেজৎ সমেতি যদন্তরা পিতরং মাতরঞ্চেতি। নাহমত একঞ্চন বেদেতি হোবাচ ॥ ২ ॥

রাজা বলিলেন, বেশ, তুমি যদি পিতার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে জান কি যে, এই সমস্ত লোক মৃত্যুপথে পতিত হইয়া যে প্রকারে বিপ্রতিপন্ন হয় ? এ প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই যে, মৃত্যুর পর বিভিন্ন যাত্রী জীব সকল সূক্ষ্মশরীর ধারণ করিয়া প্রথমতঃ সাধারণ পথে গমন করিতে করিতে যেখানে পথ দ্বি-ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, সেই স্থলে কেহ এক পথে যায়, আবার অপর কেহ ভিন্ন-পথেই গমন করে। এ বিষয়ে যে বিপ্রতিপত্তি—বিভিন্ন পথের উক্তি শুনা যায়, সে সংবাদ তুমি জান কি ? জ্ঞাতব্য বিষয়ের গুরুত্ব বুঝাইবার জন্যই প্লুতস্বরে জিজ্ঞাসা হইল। শ্বেতকেতু বলিল, না,—আমি তাহা জানি না। রাজা বলিলেন—তা হ'লে জান কি যে, পরলোকগত লোকসকল যে প্রকারে পুনঃ পুনঃ এই লোকে ফিরিয়া আইসে ? শ্বেতকেতু বলিল, না—আমি তাহা জানি না। রাজা পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমার জানা আছে কি যে অনবরত জরাদি রোগে মৃত্যুগ্রস্ত প্রাণিগণ দ্বারা কেন পরলোক পরিপূর্ণ হয় না ? শ্বেতকেতু এবারেও বলিল, না,— আমি ইহাও জানি না। রাজা পুনরপি প্রশ্ন করিলেন, তুমি অবগত আছ কি যে, হবনীয় দ্রব্যের জল হুত হইয়া যত সংখ্যক জলরূপে 'পুরুষ বাক্' সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মনুষ্যের যাহা শব্দ, সেই শব্দসম্পন্ন বা 'পুরুষ' শব্দবাচ্য হয় ? তাহার পর সেই প্রকারে সম্যক্‌রূপে উত্থিত অর্থাৎ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া যে বাক্‌প্রয়োগ করে, তাহা তুমি জান কি ? কেন না, আহুত জল যখন পুরুষাকারে পরিণত হয়, তখন অবশ্যই তাহাকে পুরুষপদবাচ্য বলা যাইতে পারে। শ্বেতকেতু বলিল, না,—আমি ইহাও জানি না। রাজা পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি তাহাও জানা না থাকে, তবে তুমি জান কি যে, দেব-যান পথের ও পিতৃযান পথের প্রতিপদপ্রাপ্তির উপায় কি ? অর্থাৎ যে কর্ম্ম—যে প্রকার বিশিষ্ট কর্ম্ম করিয়া দেব-যান পথে গমন করা যায় এবং যে কর্ম্ম করিয়া পিতৃ-যান পথে গমন করিতে পারে, সেই প্রতিপদ—দেবলোক ও পিতৃলোকপ্রাপ্তির সাধন তুমি কি জান ? এই অর্থের প্রকাশক মন্ত্রও আমরা শুনিয়াছি।

এই অর্থপ্রকাশক মন্ত্র কি, তাহাও শুন, আমরা যে দ্বিবিধ পথ শ্রবণ করিয়াছি, তন্মধ্যে এক পথ পিতৃলোকপ্রাপক। সেই পথ দ্বারা জীব পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়। ইহা আমি শুনিয়াছি এবং দেবলোকগমনের সম্বন্ধে অন্য পথের কথাও শুনিয়াছি। সে পথ জীবকে দেবলোকে উন্নীত করে। সেই উভয় পথে কাহারা পিতৃলোকে ও কাহারা দেবলোকে গমন করে, তাহা বলিতেছি—মনুষ্যগণই ঐ পথিসাহায্যে দেবলোক ও পিতৃলোকে গমন করে,

অধিক কি, সমস্ত জগৎই সেই দুই পথে গমনাগমন করিয়া একত্র সম্মিলিত হয়। যাহাদের মধ্যে পিতা ও মাতা বর্ত্তমান আছেন,সেই দুইটি পথ কি কি ? এবং সেই পিতা ও মাতা কে ? তাহা কথিত হইতেছে। এই যে ব্রহ্মাণ্ডের অণ্ড ও কপাল নামে দুইটি অংশ, ইহারাই দ্যৌ ও পৃথিবী, অর্থাৎ দ্যুলোক ও ভূলোক, ইহারাই আবার পিতা ও মাতা। তন্মধ্যে এই ভূমি মাতা, আর ঐ দ্যুলোক পিতা। ব্রাহ্মণগ্রন্থ পিতামাতা সম্বন্ধে এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, অণ্ড ও কপালের মধ্যবর্ত্তী ঐ পথিদ্বয় সংসারেরই অন্তর্গত, কিন্তু উহাদের একটিও আত্যন্তিক অমৃতত্বলাভের উপায়—পথ নহে। ইহা শুনিয়া শ্বেতকেতু বলিলেন যে, আমি এই সমুদয় প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্নেরও উত্তর জানি না ॥ ২ ॥

অথৈনং বসত্যোপমন্ত্রয়াঞ্চক্রে, নাদৃত্য বসতিং কুমারঃ প্রদুদ্রাব, স আজগাম পিতরম্, তং হোবাচেতি 'বাব কিল নো ভবান্ পুরানুশিষ্টানবোচাদতি। কথং সুমেধ ইতি, পঞ্চ মা প্রশ্নান্ রাজন্যবন্ধুরপ্রাক্ষীত্ততো নৈকঞ্চন বেদেতি। কতমে ত ইতীম ইতি হ প্রতীকান্যুদাজহার ॥ ৩ ॥

অনন্তর রাজা সেই শ্বেতকেতুর বিদ্যাভিমান দূর করাইয়া তথায় বাস করাইবার নিমিত্ত অর্থাৎ শিক্ষা দিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। রাজা বলিলেন, ভগবন্! আপনি এখানে বাস করুন এবং ভৃত্যগণকে বলিলেন,মহর্ষির জন্য পাদ্য-অর্ঘ্য প্রভৃতি আনয়ন কর। এইরূপে রাজা শ্বেতকেতুর সমাদর করিয়াছিলেন কিন্তু কুমার শ্বেতকেতু রাজার কথা অনাদর করিয়াই পিতার নিকট প্রস্থান করিল। পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল যে, অহো! আপনি পূর্ব্বে সমাবর্ত্তনসময়ে আমাকে এই প্রকারই সর্ব্ববিদ্যায় শিক্ষিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। পিতা পুত্রের এই প্রকার তিরস্কারগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে তীক্ষ্ণবুদ্ধে! কি প্রকারে তোমার এরূপ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে বল ? পুত্র বলিতে লাগিল যে, আমার যাহা ঘটিয়াছে, তাহা শ্রবণ করুন। রাজন্য-বন্ধু (রাজন্যগণ যাহার বন্ধু অর্থাৎ অশিক্ষিত ক্ষত্রিয়গণের সহচর, সেই পাঞ্চালরাজ জৈবলি) আমাকে পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন (এখানে 'রাজন্যবন্ধু' শব্দে পরিভব বুঝাইতেছে); কিন্তু আমি তাহার একটিও বুঝিতে পারি নাই।

পিতা বলিলেন, সেই প্রশ্ন কি কি ? পুত্র বলিল—'এই সেই সকল প্রশ্ন' এই কথা বলিয়া শ্বেতকেতু পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন সমূহের প্রতীক অর্থাৎ প্রথমাংশ মাত্র উচ্চারণ করিয়াছিল ॥ ৩ ॥

স হোবাচ তথা স ত্বং তাত জানীথা যথা যদহং কিঞ্চন বেদ সর্ব্বমহং তত্তুভ্যমবোচম্, প্রেহি তু তত্র প্রতীত্য ব্রহ্মচর্য্যং বৎস্যাব ইতি। ভবানেব গচ্ছত্বিতি, স আজগাম গৌতমো যত্র প্রবাহণস্য জৈবলেরাস, তস্মা আসনমাহৃত্যোদকমাহারয়াঞ্চকারাথ হাস্মা অর্ঘ্যং চকার, তং হোবাচ বরং ভবতে গৌতমায় দদ্ম ইতি ॥ ৪

তখন তাহার পিতা ক্রুদ্ধ পুত্রকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত বলিতে লাগিলেন যে, বৎস ! তুমি আমাকে এইরূপ নিশ্চয় জানিও যে, 'আমি যে কিছু বিজ্ঞান জানি, তৎসমস্তই তোমাকে বলিয়াছি ; ইহার অন্যথা করি নাই, ইহাই বুঝিও। আর তোমা অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয়তরই বা কে আছে—যাহার জন্য আমি বিদ্যা গোপন করিয়া রাখিব ? রাজা যে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বলিতে কি, বাস্তবিক আমিও ঐ সমস্ত প্রশ্নের বিষয় অবগত নহি। অতএব এস ! আমরা উভয়েই রাজার নিকট যাই এবং বিদ্যালাভের জন্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া তথায় বাস করি। পিতা এই কথা বলিলে পর শ্বেতকেতু বলিলেন যে; আপনিই সেখানে যান, আমি আর তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতেও ইচ্ছা করি না।

পুত্র অস্বীকার করিলে পর পিতা গৌতম-গোত্রোৎপন্ন—আরুণি (অরুণ-তনয়) যে স্থলে পাঞ্চলরাজ জৈবলির আস্থায়িকা অর্থাৎ সাধারণের দর্শনযোগ্য আসন সন্নিবিষ্ট ছিল, তথায় উপস্থিত হইলেন। পরে রাজা সেই অভ্যাগত গৌতমের অভ্যর্থনার জন্য অনুরূপ আসন দান করিয়া ভৃত্যবর্গ দ্বারা পাদপ্রক্ষালনার্থ জল আনাইয়া দিলেন। অতঃপর পুরোহিত দ্বারা ইঁহাকে মন্ত্রপূত অর্ঘ্য ও মধুপর্ক প্রদান করাইলেন। এইরূপে যথোচিত আতিথ্যসৎকার করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে গৌতম ! আমি আপনাকে বর অর্থাৎ গো, অশ্ব প্রভৃতি উপহার প্রদান করিতেছি ॥ ৪ ॥

স হোবাচ প্রতিজ্ঞাতো ম এষ বরো যান্তু কুমারস্যান্তে বাচমভাষথাস্তাং মে ব্রূহীতি ॥ ৫

তখন গৌতম বলিলেন যে, আমার বর স্বতন্ত্র, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সেই বর ভিন্ন অন্য বর লইব না। আপনি আমার সেই প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য নিজের মনকে দৃঢ় করুন। সেই প্রতিজ্ঞাত বর এই যে—আপনি আমার কুমার পুত্রের নিকট যে প্রশ্নবাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা আমার সমীপেও বলুন ॥ ৫ ॥

স হোবাচ দৈবেষু বৈ গৌতমো তদ্বরেষু, মানুষাণাং ব্রূহীতি ॥ ৬

তখন রাজা বলিলেন, গৌতম! আপনি যাহা প্রার্থনা করিতেছেন, উহা দৈব বরের অন্তর্গত। অতএব মনুষ্যপ্রার্থনীয় যে কোন একটি গো, অশ্ব প্রভৃতি বর প্রার্থনা করুন ॥ ৬ ॥

স হোবাচ বিজ্ঞায়তে হাস্তি হিরণ্যস্যোপাত্তং গো অশ্বানাং দাসীনাং প্রবারাণাং পরিধানস্য। মা নো ভবান্ বহোরনন্তস্যাপর্য্যন্তস্যাভ্যবদান্যোঽভূদিতি, স বৈ গৌতম তীর্থেনেচ্ছাসা ইত্যুপৈম্যহং ভবন্তমিতি, বাচা হ স্মৈব পূর্ব্ব উপযন্তি স হোপায়নকীর্ত্ত্যা উবাস ॥ ৭

এই কথা শ্রবণ করিয়া গৌতম উত্তর করিলেন যে, মহারাজ! আপনিও জানেন, আমাকে আপনি যে মনুষ্যসম্বন্ধী বর দিতে চাহিতেছেন, সে বর আমারও আছে, তাহার প্রার্থনায় আমার কোন প্রয়োজন নাই। কেন না, আমারও প্রচুর পরিমাণে হিরণ্য উপার্জ্জিত আছে। বহুতর দাস, দাসী, পরিধেয় বস্ত্র এবং অপরাপর পরিজন সকলই সংগৃহীত আছে। অতএব, যাহা আমার নাই, তদ্বিষয়ে প্রার্থনা করা আমারও উচিত এবং আপনারও তাহা পূরণ করা সর্ব্বথা বিধেয়। বিশেষতঃ আপনিই যখন আমার অভীষ্ট বর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত আছেন, তখন আপনিই জানেন, এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য। নিজকৃত প্রতিজ্ঞা রক্ষণীয় কি না, আপনিই বলিতে পারেন। তবে আমার অভিপ্রায় এই যে, মহাশয়! সর্ব্বত্র বদান্য—উদারচেতা হইয়াও কেবল আমাদিগের প্রতি উপহাস্য না হন। এ কদর্য্য কাজ

আপনার দ্বারা সাধিত না হয় অর্থাৎ যাহা প্রভূত—অনন্ত ফলপ্রদ, অপর্য্যাপ্ত—অশেষ পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগ্য, এরূপ সুমহৎ বিত্ত অর্পণ করিতে কেবল আমাদের উপরই কৃপণ—অদাতা (দানশক্তিশূন্য) হইবেন না। বিশেষতঃ জগতে এমন কিছুই নাই, যাহা আপনার আমাকে অদেয় হইতে পারে। গৌতম এই প্রকার বলিলে পর রাজা তাঁহাকে বলিলেন,—গৌতম! শাস্ত্রবিহিত নিয়মানুসারে তুমি আমার নিকট বিদ্যাগ্রহণ করিবার ইচ্ছা কর। অনন্তর গৌতম বলিলেন যে, হ্যাঁ, আমি শাস্ত্রবিহিত নিয়মানুসারে আপনার নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছি।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্রাহ্মণগণও আপৎকালে অর্থাৎ উপযুক্ত ব্রাহ্মণ গুরুর অভাবে বিদ্যাশিক্ষার্থী হইয়া ক্ষত্রিয়কে, এমন কি, বৈশ্যকেও গুরুত্বে বরণ করিতেন এবং ক্ষত্রিয়জাতিও বৈশ্যের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন। কিন্তু এই শিষ্যত্ব-স্বীকার দ্বারাই তাঁহারা বিদ্যা গ্রহণ করিতেন। নচেৎ এ বিষয়ে উচ্চবর্ণ শিষ্য নীচবর্ণ গুরুকে উপঢৌকন ও শুশ্রূষা দ্বারা পরিতুষ্ট করিতেন না। এই জন্য গৌতম উপঢৌকন ও শুশ্রূষার নামমাত্র কীর্ত্তন করিয়াই রাজার নিকট বাস করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

স হোবাচ তথা নস্ত্বং গৌতম মাপরাধাস্তব চ পিতামহাঃ, যথেয়ং বিদ্যেতঃ পূর্ব্বন্ন কস্মিংশ্চন ব্রাহ্মণ উবাস, তাং ত্বহং তুভ্যং বক্ষ্যামি, কো হি ত্বৈবং ব্রুবন্তমর্হতি প্রত্যাখ্যাতুমিতি ॥৮

হীন জাতির শিষ্যত্ব গ্রহণকে আপৎকল্প কহে। বিদ্যাবিহীনতা অপেক্ষা আপৎকল্প শ্রেয়ঃ, গৌতম এই আপৎকল্পের কথা জানাইলে রাজা তাঁহাকে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া নিজ অপরাধ মার্জ্জনা করাইতে উদ্যত হইয়া বলিলেন যে, আপনি আমাদিগের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আপনার পিতামহগণও যেরূপ অস্মদীয় পিতামহ প্রভৃতির অপরাধ গ্রহণ করেন নাই, তদ্রূপ আপনারও আমাদিগের প্রতি নিজ পিতামহাদির ব্যবহারের অনুকরণ করাই উচিত। আপনি এই যে বিদ্যালাভের প্রার্থনা করিলেন, ইতঃপূর্ব্বে আর কেহই এরূপভাবে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া এই বিদ্যার প্রার্থনা করেন নাই ও কোন ব্রাহ্মণেই এই বিদ্যা অবস্থান করে নাই, অর্থাৎ ইতঃপূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মণই এই বিদ্যার সন্ধান জানিতেন না। আর ইহা আপনিও জানেন যে, এই বিদ্যা কেবল ক্ষত্রিয়-পরম্পরাক্রমেই চলিয়া আসিতেছে; সুতরাং শক্তি থাকিতে সেই রীতি রক্ষা করা

আমারও সর্ব্বথা উচিত। এই মনে করিয়া পূর্ব্বে আমি বলিয়াছিলাম যে, ইহা দৈববর, ইহার প্রার্থনা না করিয়া অন্য কিছু মনুষ্যবর প্রার্থনা কর। কিন্তু কি করি, তোমাকে আর সে বর কোনরূপেই না দিয়া উপায় নাই। আমি ইহার পর আর জাতিগত সেই নিয়ম রক্ষা করিতে পারিতেছি না। আমি তোমাকে সেই অতি গোপ্য বিদ্যাও উপদেশ করিব। পৃথিবীতে এমন কোন্ হৃদয়হীন ব্যক্তি আছে যে, তোমার মত সবিনয়ভাষী শিষ্যকে 'বলিব না' বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারে? তবে আমিই বা তোমাকে, বলিব না কেন? ॥ ৮ ॥

অসৌ বৈ লোকোঽগ্নির্গৌতম তস্যাদিত্য এব সমিদ্রশ্ময়ো ধূমোঽহরর্চ্চির্দ্দিশোঽঙ্গারা অবান্তরদিশো বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি, তস্যা আহুত্যৈ সোমো রাজা সম্ভবতি ॥ ৯

সম্প্রতি "অসৌ বৈ লোকোঽগ্নির্গৌতম।" ইত্যাদি বলিয়া চতুর্থ প্রশ্নের প্রথমতঃ মীমাংসা হইতেছে। যদিও ইহাতে ক্রমভঙ্গ-দোষ জন্মে, তথাপি সে ক্রমভঙ্গ-দোষ ধর্ত্তব্য নয়, যেহেতু, এই চতুর্থ প্রশ্নের নির্ণয়ের উপরই অন্যান্য প্রশ্ননির্ণয় নির্ভর করিতেছে।

গৌতম! ঐ দ্যুলোককে অগ্নি বলিয়া জানিবে। দ্যুলোক অগ্নিস্বরূপ হইতে পারে না, সত্য, তথাপি বক্ষ্যমাণ যোষিৎ ও পুরুষে অগ্নিদৃষ্টির মত উহাতেও অগ্নিদৃষ্টি বিহিত হইতেছে। আদিত্য সেই দ্যুলোকাগ্নির উদ্দীপক বলিয়া সমিধ। বাস্তবিক এই দ্যুলোক আদিত্য দ্বারাই সমিদ্ধ—প্রদীপ্ত হয়। রশ্মিসমূহ তাহার ধূম। কেন না, ধূম যেমন সমিধ হইতে সমুত্থিত হয়, তেমন রশ্মিসমূহও আদিত্য হইতে উদ্গত হয়, অতএব এই সাম্য ধরিয়া রশ্মির উপর ধূমদৃষ্টি বিহিত হইল। সেইরূপ প্রকাশরূপ সাধর্ম্ম্যে "অহঃ"ই তাহার অর্চ্চিঃ। দিক্‌সমূহ তাহার অঙ্গার, যেহেতু, অর্চ্চির উপশম বা জ্বালানিবৃত্তি গুণ উভয়েরই সমান। অবান্তরদিক্ সকল তাহার স্ফুলিঙ্গ, কেন না, স্ফুলিঙ্গের ন্যায় ইহারাও দূরে বিক্ষিপ্ত হয়। এবম্বিধ গুণবিশিষ্ট সেই দ্যুলোকাগ্নিতে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ শ্রদ্ধাকে আহবনীয় দ্রব্য মনে করিয়া আহুতি প্রদান করেন। সেই আহুতি হইতেই পিতৃগণ ও ব্রাহ্মণগণের রাজা সোম সমুদ্ভূত হয়। তন্মধ্যে ঐ হোমকারী কোন কোন দেবতা কি প্রকারে হোম করেন? এবং শ্রদ্ধা নামক হবিই বা কি? এখানে এই সকল

প্রশ্ন স্বভাবত উত্থিত হইতে পারে, তাহাদের সমাধানের জন্যই ইতঃপূর্ব্বে আমরা অতীত অধ্যায়ের সহিত আরভ্যমাণ অধ্যায়ের সম্পর্ক নিরূপণ প্রসঙ্গে তৎসমুদয় বলিয়াছি। আর অগ্নিহোত্র প্রকরণে "তুমি এই আহুতিদ্বয়ের উৎক্রান্তি জান না?" ইত্যাদি বলিয়া পরে ষট্ পদার্থ নির্ণয়ার্থ বলা হইয়াছে যে, "সেই অগ্নিহোত্রাহুতি দুইটি অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া উর্দ্ধে গমন করে, তাহারাই অন্তরীক্ষকে আহবনীয় (হোমাধারস্থান) স্বরূপ করে, এইরূপ বায়ুকে সমিধ্ ও মরীচিসমূহকে শুভ্র আহুতি করিয়া থাকে। তাহারা অন্তরীক্ষকে তর্পিত করিয়া তথা হইতে উৎক্রমণ করে ও পরে দ্যুলোকে যায়। তৎপরে তাহারা দ্যুলোককেও আহবনীয় করিতে থাকে," এইরূপ তথায় আদিত্যকে সমিধ করে ইত্যাদি। সে স্থলে এ কথাও বলা হইয়াছে যে, অগ্নিহোত্রের আহুতিদ্বয় নিজ সাধনসমুদয়সহকারেই উৎক্রান্ত হয়, সেই আহুতিদ্বয় ইহলোকে যেরূপ—যে সকল আহবনীয়, ধূম, অগ্নি, বিস্ফুলিঙ্গ ও আহবনীয় দ্রব্য সহকৃতভাবে পরিজ্ঞাত হয়, ঠিক সেইরূপ আহবনীয়াদি সাধন সহকৃতভাবেই ইহলোক হইতে পরলোকে উৎক্রমণ (গমন) করে। তবে সেই স্থলে এইমাত্র বিশেষ যে, অগ্নি অগ্নিরূপে, সমিধ সমিধরূপে, ধূম ধূমরূপে, অঙ্গার অঙ্গাররূপে, বিস্ফুলিঙ্গ বিস্ফুলিঙ্গরূপে এবং আহুতি দ্রব্যসমূহও ঠিক আহুতিদ্রব্যরূপেই সৃষ্টির প্রথমসময়ে অনভিব্যক্তভাবে—সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান থাকে এবং তৎসমস্ত সাধনাদিসমন্বিত সেই অগ্নিহোত্রই পূর্ব্ব (অদৃষ্ট) রূপে অবস্থিত হইয়া সৃষ্টিকালে—স্থূলরূপে প্রকাশ পাইবার সময় সেই পূর্ব্বের ন্যায়ই অন্তরীক্ষাদির আহবনীয়তা ও অগ্ন্যাদিভাব ধারণ করিয়া সেই সেইরূপে পরিণত হয়। এখনও অগ্নিহোত্র কর্ম্ম সেই প্রকারেই ব্যবস্থিত আছে।

এই সমস্ত জগৎ এই প্রকারেই অগ্নিহোত্রাহুতি-জনিত অদৃষ্টের পরিণামস্বরূপ বলা হয়। এইরূপে সেই আহুতির স্তুতির নিমিত্তই পূর্ব্বে উৎক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া পুনঃ প্রাদুর্ভাব পর্য্যন্ত ছয়টি পদার্থ কর্ম্মপ্রকরণের শেষভাগে যথাযথ নিরূপিত হইয়াছে। এখানেও 'যাগাদি কর্ম্মকারীর কর্ম্মের কিরূপ পরিণাম হয়' ইহা বলিবার অভিপ্রায়ে শ্রুতি প্রথমে উত্তরমার্গ-প্রাপ্তি-সাধক দ্যুলোকাগ্নি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে পঞ্চাগ্নিদর্শন পর্য্যন্ত বিশিষ্ট কর্ম্মফল উপভোগের জন্য বিধান করিতে চাহিয়াছেন। এই নিমিত্ত দ্যুলোকের উপর অগ্নিদৃষ্টি প্রথমে প্রস্তাবিত হইতেছে। তন্মধ্যে এই অগ্নিহোত্রে যে সকল আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয় হোতা বলিয়া পরিগণিত, তাহারাই আধিদৈবিক পরিণামে পরিণত হইয়া ইন্দ্রিয়াদিস্বরূপ প্রাপ্ত হয়, এবং তাহারাই পরে দ্যুলোকাগ্নিতে হোতা হইয়া থাকে। ইঁহারাই পূর্ব্বে

অগ্নিহোত্রের ফল-ভোগার্থ অগ্নিহোত্রযাগের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এবং কর্ম্মফলের বিপাককালে তাঁহারাই সেই সকল ফলের ভোক্তৃত্ব নিবন্ধন সেই সেই স্থলে হোতৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ ভোগের উপযোগী তত্তৎরূপে পরিণত হইয়া দেব-শব্দবাচ্য হন। অগ্নিহোত্রকর্ম্মের অবলম্বন বা সাধনস্বরূপ জল আহবনীয়-অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া অগ্নি দ্বারা ভক্ষিত হয়, ক্রমশঃ তাহাই অদৃষ্টরূপ সূক্ষ্মরূপে পরিণত হইয়া যাগকর্ত্তা—যজমানের সহিতই উর্দ্ধলোকে ধূমাদিক্রমে অর্থাৎ প্রথমতঃ অন্তরীক্ষে, তথা হইতে দ্যুলোকে প্রবেশ করে। অগ্নিহোত্রাহুতির অঙ্গস্বরূপ এবং অগ্নিহোত্রযাগসম্বন্ধী সেই সমস্ত শ্রদ্ধা নামক অপ্ (ঘৃতাদি) চন্দ্রলোকে কর্ম্মকর্ত্তার শরীরোৎপাদনের নিমিত্ত দ্যুলোকে প্রবেশ করে। ইহারাই 'হুত' নামে প্রসিদ্ধ। সেই সকল অপ্ (জলীয় দ্রব্য) সোমমণ্ডলে যাইয়া কর্ত্তা—যজমানের ভাবী শরীরাকারে পরিণত হয়। এই মর্ম্মার্থই "দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি" এবং "তস্যা আহুত্যৈ সোমো রাজা সম্ভবতি" ইত্যাদি স্থলে উক্ত হইয়াছে। অন্য শ্রুতিও তাহার প্রমাণ, যথা—"শ্রদ্ধা বা আপঃ" অর্থাৎ শ্রদ্ধাই অপ্। পূর্ব্বে শ্বেতকেতুর প্রতি প্রশ্ন হইয়াছিল যে, যাবৎপরিমাণ আহুতি অগ্নিতে অর্পিত হইলে অগ্নিহোত্রীয় অপ্ পুরুষপদবাচ্য হইয়া শব্দোচ্চারণ করে, তাহা জান কি? সেই প্রশ্নের উত্তররূপে "অসৌ বৈ লোকোঽগ্নিঃ" ইত্যাদি বাক্য বর্ণিত হইল। অতএব এই বাক্য দ্বারা ইহাই নিশ্চিত হইতেছে যে, অগ্নিহোত্রকর্ম্ম-সম্পর্কী ও যজমানের শরীরারম্ভক অপ্ই অত্রত্য শ্রদ্ধা শব্দের প্রতিপাদ্য।

জীবের শরীর গঠন করিতে বহু উপাদান আবশ্যক, তন্মধ্যে জলও একটি উপাদান, পরন্তু জলের আধিক্য বশতই অগ্নিহোত্র কর্ম্ম-সম্পৃক্ত জলের (পরিণাম-ভূত) পুরুষসংজ্ঞা হইয়াছে। নচেৎ তাহাতে অন্যান্য পৃথিব্যাদি ভূতের সম্পর্ক যে নাই, এমন নহে। যে প্রাক্তন কর্ম্ম হইতে শরীরের উৎপত্তি হয়, সেই কর্ম্মও আবার অপের, (ঘৃতাদি) সহিত সম্পৃক্ত; কাজেই শরীরোৎপাদন বিষয়ে অপের প্রাধান্য। আর সেই কারণেই 'অপ্' পুরুষ-পদের বাচ্য (অর্থ) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই দেখা যায়, প্রাক্তনকর্ম্ম হইতে শরীরোৎপত্তি, সুতরাং এখানেই বা তাহার অন্যথা হইবে কেন? যদিও ইতঃপূর্ব্বে অগ্নিহোত্রপ্রকরণে অগ্নিহোত্রাহুতির প্রশংসা দ্বারা উৎক্রান্তি প্রভৃতি বর্ণিত ছয়টি মাত্র পদার্থ এক অগ্নিহোত্রেরই অঙ্গ মনে হয়, তথাপি এখানে 'আহুতি' শব্দ দ্বারা অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যাবতীয় বেদবিহিত কর্ম্মই লক্ষিত জানিবে। যদি বল, একমাত্র অগ্নিহোত্রাহুতির উল্লেখ দ্বারা অন্যান্য সমস্ত বৈদিক কর্ম্ম লক্ষিত হয় কেন? তদুত্তরে

বলিব যে, যেহেতু তাহা পাঙ্‌ক্ত কর্ম্ম প্রস্তাবেই উক্ত হইয়াছে। পাঙ্‌ক্ত কর্ম্ম-মাত্রই স্ত্রী ও অগ্নিসহযোগসাপেক্ষ; সুতরাং আহুতির উল্লেখ দ্বারা যাবতীয় অগ্নিসম্পৃক্ত কর্ম্ম লক্ষিত হইবে, ইহা অসঙ্গত কি? কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোক লাভ হয় ইত্যাদি বাক্যে তাহার সমর্থন করা হয়। আর এই কর্ম্ম দ্বারা সাধারণ কর্ম্মই যে অভিপ্রেত, তাহার "জ্ঞাপিকা শ্রুতিও পরে কথিত হইবে, "যাঁহারা যজ্ঞ, দান ও তপস্যার দ্বারা লোক সকলকে জয় করেন" ইত্যাদি ॥ ৯ ॥

পর্জ্জন্যো বা অগ্নির্গৌতম! তস্য সংবৎসর এব সমিদভ্রাণি ধূমো বিদ্যুদর্চ্চিরশনিরঙ্গারা হ্রাদুনয়ো বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ সোমং রাজানং জুহ্বতি, তস্যা আহুত্যৈ বৃষ্টিঃ সম্ভবতি ॥ ১০ ॥

হে গৌতম! পর্জ্জন্যও আর এক প্রকার অগ্নি অর্থাৎ আহুতিদ্বয়ের আবৃত্তি অনুসারে পর্জ্জন্যই দ্বিতীয় আহুতির আধার। যে সকল বাষ্প প্রভৃতি হইতে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের উপর আত্মাভিমানিনী দেবতাই পর্জ্জন্য নামে অভিহিত। সংবৎসর তাহার সমিধ্ (যজ্ঞীয় কাষ্ঠ)। কেন না, শরদাদি গ্রীষ্মান্ত ঋতুরূপী ও স্বীয় অবয়বসমূহে পরিবর্ত্তমান সংবৎসরই সেই পর্জ্জন্য-অগ্নিকে উদ্দীপিত করে। অভ্র (মেঘ) তাহার ধূম, যেহেতু ধূম হইতে অভ্র সমুৎপন্ন, অথবা ধূমবৎ লক্ষিত হয়, এজন্য অভ্র ধূমস্থানীয়। বিদ্যুৎ তাহার তেজ, কারণ, উভয়ই প্রকাশক। অশনি (বজ্র) তাহার অঙ্গার; কেন না, উভয়েরই নির্ব্বাণ ও কাঠিন্যরূপ ধর্ম্মদ্বয় সমান। হ্রাদুনি—মেঘশব্দসমূহই তাহার বিস্ফুলিঙ্গ, যেহেতু চতুর্দ্দিকে প্রসরণ ও অনেকত্ব ধর্ম্ম উভয়ত্রই সমভাবে বিদ্যমান। সেই এই আহুতির আধারস্বরূপ পর্জ্জন্যাগ্নিতে কেবল দেবতাগণ হোতৃরূপে সোমরাজকে হোম করেন। পূর্ব্বে দ্যুলোকাগ্নিতে শ্রদ্ধা হুত হইলে যে সোমের উৎপত্তি বলা হইয়াছে, সেই সোমই দ্বিতীয় পর্জ্জন্যাগ্নিতে হুত (হোমীয় দ্রব্যরূপে নিক্ষিপ্ত) হয়, এবং সেই সোমাহুতি হইতেই বৃষ্টি সমুদ্ভূত হয় ॥ ১০ ॥

অয়ং বৈ লোকোঽগ্নির্গৌতম! তস্য পৃথিব্যেব সমিদগ্নির্ধূমো রাত্রিরর্চ্চিশ্চন্দ্রমা অঙ্গারা নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা বৃষ্টিং জুহ্বতি, তস্যা আহুত্যা-অন্নং সম্ভবতি ॥ ১১ ॥

হে গৌতম! এই লোকও এক প্রকার অগ্নি অর্থাৎ প্রাণিগণের জন্ম ও উপভোগাশ্রয় এবং ক্রিয়া-কারকাদি ফলবিশিষ্ট ইহলোক (ভূলোক)ই তৃতীয় অগ্নি। পৃথিবীই তাহার সমিধ, যেহেতু এই পৃথিবী প্রাণিগণের অনেকানেক উপভোগ-সামগ্রীপরিপূর্ণ, তাহা দ্বারাই ইহলোক সমিদ্ধ অর্থাৎ পরিপুষ্ট আছে। অগ্নি তাহার ধূম, কারণ, পৃথিবীরূপ আশ্রয় হইতে উভয়েরই তুল্যভাবে উৎপত্তি। তাৎপর্য্য এই—যেমন কাষ্ঠকে আশ্রয় করিয়া ধূম উদ্গত হয়, তেমন ভৌতিক অগ্নিও পৃথিবীর পরিণামভূত কাষ্ঠ আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। অতএব অগ্নিকেই তাহার ধূম বলা সঙ্গতই হইয়াছে। রাত্রি তাহার অর্চ্চি অর্থাৎ জ্যোতি, যেহেতু উভয়েরই সমিধ্-সাহায্যে উৎপত্তিরূপ ধর্ম্ম সমান; তাহার কারণ, যেমন কাষ্ঠের সংযোগে অগ্নি হইতে জ্যোতি উদ্গত হয়, তেমন পৃথিবীরূপ কাষ্ঠের সম্পর্ক বশতঃই রাত্রিরূপ জ্যোতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই জন্যই পণ্ডিতগণ নৈশ অন্ধকারকে পৃথিবীর ছায়া বলিয়া বর্ণনা করেন। চন্দ্র তাহার অঙ্গার, কেন না, অঙ্গার অগ্নির জ্বালা হইতে উৎপন্ন হয়, চন্দ্রমাও সেইরূপ রাত্রিতে প্রকাশ পায়, এই সাধারণ ধর্ম্মবশতঃ অথবা অঙ্গার যেমন প্রশান্ত উজ্জ্বল, চন্দ্রও তদ্রূপ প্রশান্ত ও উজ্জ্বল, এই সাধারণ গুণ ধরিয়া চন্দ্রকে অঙ্গার বলা হইল। নক্ষত্রসমূহ তাহার বিস্ফুলিঙ্গ, কারণ, নক্ষত্র সকল সাধারণতঃ বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া থাকে। সেই এই আহুতির তৃতীয় অধিকরণ ভূলোক-অগ্নিতে দেবতাগণ বৃষ্টিকে আহুতি প্রদান করেন। সেই আহুতি হইতেই অন্ন-শস্যাদি সমুৎপন্ন হয়। কারণ, ব্রীহিযবাদি অন্ন সমুদয় একমাত্র বৃষ্টি হইতে উৎপন্ন বলিয়াই প্রসিদ্ধ ॥ ১১ ॥

পুরুষো বা অগ্নির্গৌতম! তস্য ব্যাত্তমেব সমিৎ প্রাণো ধূমো বাগর্চ্চিশ্চক্ষুরঙ্গারাঃ শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা অন্নং জুহ্বতি, তস্যা আহুত্যৈ রেতঃ সম্ভবতি ॥ ১২ ॥

হে গৌতম! আর এই লোক-প্রসিদ্ধ হস্ত-মস্তকাদি-শালী পুরুষকেও চতুর্থ অগ্নি জানিবে। তাহার বিবৃত মুখই সমিধ্, কারণ, পুরুষগণ যখন কথা বলে বা বেদপাঠাদি করে, তখন তাহাদের বিবৃত মুখ দ্বারাই তাহারা দীপ্যমান হয়, অতএব অগ্নির সমিধ্ দ্বারা দীপ্তির মত পুরুষের মুখ দ্বারা দীপ্তি এ স্থানে তুল্য ধর্ম্ম, এই জন্য মুখকে সমিধ্ বলিয়া বর্ণনা করা হইল। প্রাণ তাহার ধূম, কারণ, ধূম যেমন কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হয়, প্রাণও সেইরূপ এই মুখ হইতেই উত্থিত হয়।

মুখ হইতে যে প্রাণ উদ্গত হয়, ইহা প্রসিদ্ধ। বাক্—শব্দই তাহার অর্চ্চিঃ, কেন না, সাধারণ জ্যোতি যাবতীয় বস্তুর অভিব্যঞ্জক বা প্রকাশক, পুরুষের শব্দও বক্তব্য বিষয়মাত্রেরই ব্যঞ্জক বা বোধক হয়, সুতরাং বাক্ই অর্চ্চিঃ। চক্ষুই তাহার অঙ্গার, কারণ, অঙ্গারও প্রশান্ত এবং প্রকাশাশ্রয়, আর চক্ষুও প্রশান্ত এবং প্রকাশাশ্রয় ; অতএব চক্ষুই অঙ্গার। শ্রোত্র তাহার স্ফুলিঙ্গ, যেহেতু স্ফুলিঙ্গের মত শ্রোত্রেরও নানাদিকে বিক্ষেপ—প্রসরণ আছে। সেই এই পুরুষাগ্নিতে দেবগণ অন্নকে আহুতি প্রদান করেন। যদি বল, দেবতাদিগকে কদাচ এই মুখানলে অন্ন আহুতি করিতে দেখা যায় না, তবে এই কথা বলা হইল কেন? উত্তর,—না, ইহাতে কোন দোষ হয় নাই, কারণ, এখানে দেবতা বলিতে ইন্দ্রিয়গণ বুঝিতে হইবে। পূর্ব্ব হইতেই ইন্দ্রিয়গণের দেবত্ব স্বীকৃত আছে, যাঁহারাই বাহ্যজগতে অধিদৈব নামে খ্যাত, তাঁহারাই পুরুষের শরীরমধ্যে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে অবস্থিত। তাঁহারাই পুরুষের (জীবের) মুখে অন্ন নিক্ষেপ (আহুতি) করেন, এবং সেই আহুতি হইতেই রেত উৎপন্ন হইয়া থাকে ; কেন না, রেত যে অন্নের পরিণাম, ইহা প্রসিদ্ধ ॥ ১২ ॥

যোষা বা অগ্নির্গৌতম ! তস্যা উপস্থ এব সমিল্লোমানি ধূমো যোনিরর্চ্চির্যদন্তঃকরোতি তেঽঙ্গারা অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি, তস্যা আহুত্যৈ পুরুষঃ সম্ভবতি স জীবতি যাবজ্জীবত্যথ যদা ম্রিয়তে ॥ ১৩ ॥

হে গৌতম ! যোষা (স্ত্রী)-ই অপর অগ্নি। অর্থাৎ স্ত্রীলোকই পঞ্চম হোমাধিকরণ অগ্নি। উপস্থই সেই অগ্নিরূপিণী যোষিতের সমিধ্, কেন না, উহা দ্বারাই সেই যোষা উদ্দীপিতা হয়। লোম সকল ধূম, যেহেতু, অগ্নি হইতে ধূমের মত তৎসমস্ত উপস্থ হইতেই উৎপন্ন হয়। যোনি তাহার অর্চ্চিঃ, যেহেতু, উভয়ের বর্ণই এক প্রকার। আর যে তাহার অভ্যন্তরস্থ ব্যাপার—মৈথুনক্রিয়া, তৎসমস্তই পুরুষের বীর্য্য প্রশমন করে বলিয়া অঙ্গারস্থানীয়। অঙ্গারও অগ্নির উপশমের কারণ হইয়া থাকে। অভিনন্দ অর্থাৎ সুখলেশ সকল ক্ষুদ্রত্বরূপ সাদৃশ্যানুসারে অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গস্বরূপ। দেবতাগণ সেই এই যোষিদ্রূপ অগ্নিতে রেতঃ (আহুতি) হোম করেন, এবং সেই আহুতি হইতে পুরুষ (স্থূলশরীর) উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে দ্যুলোক, পর্জ্জন্য, ইহলোক ও যোষিদগ্নিতে যথাক্রমে শ্রদ্ধাপদবাচ্য অপ্‌সমূহ আহুত হইয়া

সোম, বৃষ্টি, অন্ন ও রেতোরূপে ক্রমিক স্থূলতায় পরিণামপ্রাপ্ত হয় এবং পুরুষশব্দ-বাচ্য শরীর সৃষ্টি করে। পূর্ব্বে "বেথ যতিথ্যামাহুত্যাং" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রশ্ন হইয়াছিল যে, 'তুমি জান কি,—কত সংখ্যক আহুতি দ্বারা আহুত হইয়া অপ্‌সমূহ পুরুষবাচ্যরূপে পরিণত হয় ও শব্দোচ্চারণ করিবার সামর্থ্য লাভ করে ?' এখানে সেই প্রশ্নার্থই নির্ণীত হইল, অর্থাৎ যোষাগ্নিতে (স্ত্রীতে) পঞ্চমী আহুতি প্রদত্ত হইলে অপ্ রেতঃস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া পুরুষস্বরূপ লাভ করে এবং সেই পুরুষই জীবিত থাকে। অতঃপর শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন যে, যাবৎকাল এই শরীরে অবস্থিতির কারণীভূত জীবের প্রাক্তন কর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, তাবৎকাল ঐ পুরুষ জীবিত থাকে ॥ ১৩ ॥

অথৈনমগ্নয়ে হরন্তি তস্যাগ্নিরেবাগ্নির্ভবতি সমিৎ সমিদ্ধূমো ধূমোঽর্চ্চিরর্চ্চিরঙ্গারা অঙ্গারা বিস্ফুলিঙ্গা বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ পুরুষং জুহ্বতি, তস্যা আহুত্যৈ পুরুষো ভাস্বরবর্ণঃ সম্ভবতি ॥ ১৪ ॥

অনন্তর ভোগ দ্বারা সেই জীবনের কারণীভূত কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে পুরুষ যে সময় দেহসম্বন্ধ ত্যাগ করে, সেই সময় ঋত্বিক্‌গণ পুরুষকে অর্থাৎ—এই মৃত ব্যক্তিকে অগ্নি কর্ম্মের উদ্দেশ্যে—অন্ত্যাহুতি বা অন্তিম ক্রিয়ার জন্য লইয়া যান; সুতরাং সেই মৃত ব্যক্তি সেই শ্মশানাগ্নির আহুতিস্বরূপ। তাহার সম্বন্ধে এই লোক-প্রসিদ্ধ অগ্নিই হোমের অধিকরণ। অতএব এ স্থলে পূর্ব্ববৎ কোন বস্তুর উপর অগ্নির কল্পনা করিতে হয় না। সেইরূপ প্রসিদ্ধ সমিধ্‌ই সমিধ্, প্রসিদ্ধ ধূমই তাহার ধূম, প্রসিদ্ধ অর্চ্চি (জ্যোতিঃ)-ই তাহার অর্চ্চিঃ, লোক-সিদ্ধ অঙ্গারই তাহার অঙ্গার। লৌকিক স্ফুলিঙ্গই তাহার স্ফুলিঙ্গ। সমস্তই লোক-প্রসিদ্ধি অনুসারে গ্রহণীয়, কিছুই কল্পনীয় নহে। ঋত্বিক্‌গণ সেই অগ্নিতে অন্ত্যাহুতিস্বরূপ পুরুষকে হোমার্থ নিক্ষেপ করেন। গর্ভাধানাদি শ্মশানান্ত অনুষ্ঠিত বৈধ কর্ম্ম সমুদয় দ্বারা ঐ পুরুষ সংস্কৃত হওয়ায় সেই আহুতি হইতে ভাস্বরবর্ণ—অতিশয় দীপ্তিমান্ এক পুরুষ প্রাদুর্ভূত হয় ॥ ১৪ ॥

তে য এবমেতদ্বিদুঃ। তে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে, তেঽর্চ্চিরভিসম্ভবন্তি, অর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্‌যান্ ষণ্মাসানুদঙ্ঙাদিত্য এতি, মাসেভ্যো

দেবলোকং দেবলোকাদাদিত্যমাদিত্যাদ্বৈদ্যুতং, তান্ বৈদ্যুতান্ পুরুষো মানস এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়ন্তি, তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি, তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ ॥ ১৫ ॥

সম্প্রতি পঞ্চাগ্নিবিদের পরিণাম বলিবার অভিপ্রায়ে পূর্ব্বে প্রস্তাবিত প্রথম প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন।—তাহারা অর্চ্চি দ্বারা দেবলোকে গমন করে। তাহারা কে কে? না—যাহারা উক্ত প্রকার পঞ্চাগ্নিদর্শন (উপাসনা) করে। এখানে শ্রুতিস্থ "এবং" শব্দ হইতে এই পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাগ্নির অর্থাৎ অগ্নি, সমিধ্, ধূম, অর্চ্চি, অঙ্গার, স্ফুলিঙ্গ ও শ্রদ্ধাদিবিশিষ্ট দ্যুলোকাদি পঞ্চাগ্নির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যাহারা সেই পঞ্চাগ্নিকে পূর্ব্বকল্পিতভাবে অবগত হয়, তাহারা দেবলোকে যায়। যদি বল, এই প্রস্তাবিত বিজ্ঞানটি অগ্নিহোত্রাহুতিবিষয়ক বলিয়া নিশ্চিত মনে হয়। কারণ, অগ্নিহোত্রপ্রকরণেই উৎক্রান্তি প্রভৃতি ষট্-পদার্থ নিরূপণাবসরে "দিবমেবাহবনীয়ং কুর্ব্বতে", 'দ্যুলোককে আহবনীয় স্থলাভিষিক্ত করে' ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে এবং এই স্থানেও যে কথিত হইয়াছে, দ্যুলোক অগ্নি ও আদিত্য, তাহার সমিধ ইত্যাদি, এই উভয়স্থলীয় উক্তির পরস্পর বহু সাম্য দেখিয়া মনে হয়, এইস্থলীয় বিজ্ঞান পূর্ব্বোক্ত অগ্নিহোত্রবিজ্ঞানেরই অঙ্গ। উত্তর।—না,—ইহা সিদ্ধান্ত হইতে পারে না; কারণ,এখানে পূর্ব্বোক্ত 'যতিথ্যাম্' ইত্যাদি প্রশ্নেরই উত্তররূপে এই গ্রন্থ উল্লিখিত হইয়াছে। তবেই "যতিথ্যাম্" এই প্রশ্নে যাবৎসংখ্যক বিষয় জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, তৎসমস্তই এখানে 'এবং' শব্দ দ্বারা বোধিত হওয়া উচিত। অতএব ইহাকে উত্তরবাক্য বলিতেই হইবে, নচেৎ ঐ প্রশ্নেরই আনর্থক্য হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ যখন অগ্নিহোত্র-প্রকরণে অগ্নির সংখ্যা পূর্ব্বেই নিশ্চিতরূপে পরিজ্ঞাত আছে, তখন্ এখানে কেবল অগ্নি-মাত্রই বক্তব্য, তদ্ভিন্ন তাহাদের সংখ্যা কখনই বক্তব্য হইতে পারে না। আর যদি পূর্ব্ব-জ্ঞাত বিষয়েরই (অগ্নিসংখ্যার) অনুবাদ অর্থাৎ পুনরুল্লেখ বল, তাহা হইলেও বলিব যে, ঠিক পূর্ব্বের অনুরূপই অনুবাদ হওয়া উচিত, কিন্তু কখনই 'ঐ দ্যুলোক অগ্নি' এরূপভাবে উল্লেখ সঙ্গত হয় না অর্থাৎ পূর্ব্বে যেমন উৎক্রমণাদি ষট্পদার্থ উল্লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ ষট্ পদার্থেরই অনুবাদ হওয়া উচিত, কেবলমাত্র দ্যুলোক অগ্নির উল্লেখ হইবে কেন? আর যদি বল যে, এই দ্যুলোকাদি শব্দই অন্তরীক্ষাদিরও উপলক্ষণ অর্থাৎ বোধক, তথাপি বলিব যে, প্রথমোক্ত বা শেষোক্ত শব্দ পরিত্যাগ করিয়া মধ্যবর্ত্তী শব্দ দ্বারা উপলক্ষণ

কল্পনা নীতিবিরুদ্ধ। শুধু ইহাই নহে, এই বিষয়ের সমর্থক অন্য শ্রুতিও প্রমাণ আছে, যথা—ছান্দোগ্যোপনিষদে ইহার তুল্যপ্রকরণে দেখা যায়, "পঞ্চাগ্নীন্ বেদ" অর্থাৎ যে পঞ্চ অগ্নিকে জানে। এই স্থানে অগ্নির পঞ্চ সংখ্যারই স্পষ্টতঃ উল্লেখ রহিয়াছে, অতএব অবশ্যই বলিতে হইবে যে, এই বিজ্ঞানটি অগ্নিহোত্রযাগের অঙ্গ নহে। তবে যে অগ্নিহোত্রের ন্যায় এখানেও সমিধ্ প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়, তাহা কেবল অগ্নিহোত্রের প্রশংসার নিমিত্ত, এই কথাও পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, কেবল উৎক্রান্তি প্রভৃতি ষট্‌পদার্থ পরিজ্ঞানমাত্রেই অর্চ্চিরাদি পথ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, পরন্তু পঞ্চাগ্নি দর্শনই উক্ত পথপ্রাপ্তির কারণ। তাহা এ স্থলে 'এবং' শব্দ দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ প্রস্তাবিত পঞ্চাগ্নি বিদ্যাই অর্চ্চিরাদি পথপ্রাপ্তির হেতুরূপে অভিহিত হইয়াছে। এক্ষণে যাহারা সেই পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় পারদর্শী, তাহাদের নির্দ্দেশ করিতেছেন। যাহারা এই প্রকার জানে, তাহারাই পঞ্চাগ্নিবিৎ। তাহারা কে?—গৃহস্থগণই। যদি বল, যখন সেই সকল গৃহস্থগণের যজ্ঞাদি কার্য্যফলে ধূমপথে গতিই পরে কথিত হইবে, তখন অর্চ্চিঃপথে (উত্তরায়ণে) গমন কথিত হইতেছে কেন? উত্তর—না, তাহা তুমি ভুল বুঝিয়াছ. গৃহস্থমাত্রের পক্ষে যজ্ঞাদি দ্বারা ধূমপথপ্রাপ্তি বিবক্ষিত নহে, পরন্তু যাহারা এই প্রকার বিজ্ঞান বা উপাসনা জানে না, সেই সকল বিজ্ঞানানভিজ্ঞ গৃহস্থের পক্ষেই যজ্ঞাগ্নিসাধন দ্বারা ধূমপথপ্রাপ্তি নির্দ্দিষ্ট। বিশেষতঃ সন্ন্যাসীর ও বানপ্রস্থাবলম্বীর পক্ষে যখন স্বতন্ত্রভাবে অরণ্যাশ্রয়ই উল্লিখিত রহিয়াছে, আর পঞ্চাগ্নিদর্শনও যখন গৃহস্থকর্ম্মের সহিত সম্পৃক্ত, তখন 'যে বিদুঃ' এ কথায় এক গৃহস্থেরই পঞ্চাগ্নি-বিজ্ঞানী বলিয়া নির্দ্দেশ বুঝিতে হইবে। তদ্ভিন্ন 'এই প্রকার জ্ঞান করিবে', এ কথায় ব্রহ্মচারিগণ লক্ষ্য হইতে পারে না; কারণ, তাঁহাদের গতি উত্তরপথে। এই বিষয়ে নিম্নলিখিত স্মৃতিই প্রমাণ;—"অষ্টাশীতি-সহস্রাণামৃষীণামূর্দ্ধরেতসাম্। উত্তরেণার্য্যম্নঃ পন্থাস্তেঽমৃতত্বং হি ভেজিরে॥" অর্থাৎ অষ্টাশীতি সহস্র ঊর্দ্ধরেতা (নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী) ঋষির নিমিত্ত উত্তরে সৌর পথ বিহিত আছে, তাঁহারা ঐ পথেই অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ করিয়াছেন। অতএব যে সকল গৃহস্থ নিজেকে 'আমি অগ্নিজাত বা অগ্নির পুত্র, সুতরাং অগ্নিস্বরূপ' ইহা জানে, তাহারা এবং যে সকল অরণ্যবাসী বানপ্রস্থ ও অরণ্যবাসী পরিব্রাজক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া হিরণ্যগর্ভাত্মক ব্রহ্মকেই সত্যভাবে উপাসনা করেন. কিন্তু শ্রদ্ধার উপাসনা করেন না, তাঁহারা অর্চ্চিরাদিপথে গমন করেন। এই অর্থই এইখানে বিবক্ষিত।

এইখানে ইহা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, তাহাদিগকে ইহ-সংসারে পুনঃপুনঃ গতাগতি ভোগ করিতে হয় অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত গৃহস্থগণ যাবৎকালাবধি পঞ্চাগ্নিবিদ্যা কিংবা সত্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না করে, তাবৎকাল অগ্নিহোত্রে শ্রদ্ধাদি আহুতি-ক্রমে পঞ্চমী আহুতি আহুত হইলে যোষাদিরূপ (স্ত্রীরূপ) অগ্নি হইতে পুরুষরূপে জন্মধারণ করিয়া পুনর্ব্বার স্বর্গাদি লোক-সাধক অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, আবার সেই কর্ম্মফলে পুনরপি ধূমাদিক্রমে পিতৃলোক প্রাপ্ত হয় এবং পুনশ্চ পর্জ্জন্যাদিরূপে ইহলোকে প্রত্যাবৃত্ত হয়। ক্রমে যোষাগ্নি হইতে পুনরপি জন্ম লাভ করিয়া কর্ম্ম করে এবং কর্ম্ম করিয়া ধূমাদিপথক্রমে ইহলোকে আগমন করে, সুতরাং ঘটীযন্ত্রের * ন্যায় গমনাগমন হইতে তাহারা অব্যাহতি পায় না; কিন্তু যখন ভাগ্যবশতঃ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাগ্নি বিজ্ঞান ও সত্যজ্ঞান লাভ করে, তখনই পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া অর্চ্চিরাদি পথ প্রাপ্ত হয়। এখানে "অর্চ্চি" শব্দের অগ্নিশিখামাত্র অর্থ নহে, কিন্তু অর্চ্চি—অভিমানিনী উত্তরায়ণপথরূপিণী দেবতাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অর্থ। উহার ঐরূপ অর্থ ধরিবার কারণ,—পরিব্রাজকগণের সাক্ষাৎসম্বন্ধে অগ্নি ভজনার সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না, সেই জন্য দেবতা পর্য্যন্ত অর্থ গৃহীত হইল। ইহার পর তাহারা অহঃ অর্থাৎ দিবাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। এখানেও "অহঃ" শব্দে অহঃ—অভিমানিনী দেবতারূপ অর্থ গ্রহণীয়। তাহার কারণ—জীবের মৃত্যুকাল অনিয়ত, অর্থাৎ এমন কোন নিয়ম নাই যে, ঐ জ্ঞানিগণ দিবাভাগেই দেহত্যাগ করিবেন, অতএব যখন দিবাকে মরণের সময়রূপে নির্দ্ধারণ করা যায় না এবং যেহেতু রাত্রিতে মৃত্যু ঘটিলে সেই পরিব্রাজক বা জ্ঞানীর দিবা-সম্বন্ধ অসম্ভব, এই জন্যই অহঃ শব্দের অর্থ দিবা নহে, দিবাভিমানিনী দেবতা। আর এ কথাও বলিতে পার না যে, ঐ জ্ঞানী রাত্রিকালে মৃত হইয়াও ঊর্দ্ধগতির জন্য দিবসের জন্য অপেক্ষা করিবে। কারণ, অন্য শ্রুতি ইহার বিপক্ষে বলিতেছেন যে, "স যাবৎ ক্ষিপেন্ মনস্তাবদাদিত্যং গচ্ছতি।" অর্থাৎ যখন জীব এই দেহকে পরিত্যাগ করে, মন তৎক্ষণাৎ আদিত্যে গমন করে। পরে সেই সকল সাধক অহঃ হইতে আপূর্য্যমাণ পক্ষে গমন করেন অর্থাৎ অহঃ

---

* ঘটীযন্ত্র,—পুরাকালের একপ্রকার যন্ত্রবিশেষ, তাহার প্রণালী এইরূপ—ক্রমে বহুসংখ্যক ঘটী এমন ভাবে যন্ত্রাকারে সংযোজিত করিতে হয় যে, যাহাতে ক্রমে উহাদের প্রত্যেকের জলই প্রত্যেক ঘটীতে প্রবিষ্ট হইতে পারে, এবং সেই যন্ত্রটি ঘুরাইলেই নীচস্থ জল ক্রমে উপরে উত্থিত হয়, কিন্তু ইহার যে কোন্ ঘটীতে জলের শেষ হয়, তাহা ঠিক নাই। তেমন জন্মাদির সম্বন্ধে একই নিয়ম, আদি ও অন্ত সহজে নির্দ্দেশ্য নহে।

দেবতা কর্ত্তৃক নীত হইয়া শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন, তৎপরে শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতা দ্বারা অতিবাহিত হইয়া আদিত্য যে ছয়মাস উত্তর-দিকে গমন করেন, সেই উত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন, পুনশ্চ সেই ষণ্মাসাভিমানিনী দেবতা কর্ত্তৃক অতিবাহিত হইয়া তথা হইতে দেব-লোকাভি-মানিনী দেবতাকে লাভ করেন। এখানে শ্রুতিতে 'মাসান্' এই মাস শব্দে বহুবচন নির্দ্দিষ্ট থাকায় বুঝিতে হইবে যে, ছয়টি মাসাধিদেবতা পরস্পর সঙ্ঘভাবে বিচরণ করেন। অনন্তর সেইরূপ দেবলোক হইতে আদিত্যলোকে ও আদিত্য হইতে বিদ্যুৎ-অভিমানিনী দেবতার নিকট গমন করেন, এই প্রকারে তিনি যখন বিদ্যুৎলোকে গমন করেন, তখন ব্রহ্মার মনঃকল্পিত ব্রহ্মলোকবাসী কোন পুরুষ আসিয়া তাঁহাদিগকে বিদ্যুৎ-লোক হইতে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। এ স্থলেও 'ব্রহ্ম-লোকান্' এই শব্দে বহুবচন থাকায় বুঝিতে হইবে যে, উত্তমাধমভেদে ব্রহ্মলোকও বহু, তাহা সাধকের উপাসনার উৎকর্ষাপকর্ষানুসারে লব্ধ হয়। সেই সকল জ্ঞানী পুরুষ ব্রহ্মলোকে নীত হইলে পর স্বয়ং অত্যুত্তম উৎকর্ষ লাভ করত ব্রাহ্ম-সংবৎসরপরিমাণে অনেক সংবৎসরকাল তথায় বাস করেন, তাঁহাদের (ব্রহ্মলোক-গামীদিগের) আর ইহলোকে ফিরিয়া আসিতে হয় না অর্থাৎ যে কল্পে তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন, সেই কল্পেই ইহলোকে আসিতে হয় না, কিন্তু পরকল্পে প্রত্যাবৃত্তি সম্ভব; বেদের অন্য শাখায় এই জন্য 'ইহ'শব্দ পঠিত হইয়াছে। যদি বল, এ স্থলে শ্রুতিতে যে 'ইহ' শব্দের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় দিক্দর্শন বলিব অর্থাৎ বর্ত্তমান সৃষ্টির মত সমস্ত সৃষ্টিতেই তাঁহারা ব্রহ্ম-লোকে বাস করেন, ইহা বুঝাইবার জন্যই ইহ শব্দের প্রয়োগ বলিতে পারি। ইহার উদাহরণ যেমন—'শ্বোভূতে পৌর্ণমাসীং যজেত' কল্য আগত হইলে পূর্ণমাসী যাগ করিবে, এ স্থলে যেমন পৌর্ণমাসী পদটি আকৃতিবোধক, সেইরূপ উক্ত স্থলেও 'ইহ' শব্দটি আকৃতিবোধক। উত্তর—না, তাহা হইলে অর্থাৎ ঐকান্তিকভাবে অনাবৃত্তি হইলে ইহ শব্দের কোনও প্রয়োজনীয়তা থাকে না। 'শ্বোভূতে পৌর্ণমাসীং' এই প্রদর্শিত দৃষ্টান্তস্থলে 'শ্বোভূতে' কথাটি যদি না দেওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ পৌর্ণমাসী কবে, তাহা বুঝা যাইত না; সুতরাং ঐ বিশেষণের সার্থক্য। আর ইহশব্দের আকৃতিবোধকতাও অদৃষ্টপূর্ব্ব, কাজেই তাহার নিরর্থকতা আসিয়াই পড়ে। তবেই মীমাংসা হইতেছে যে, যেখানে কোন বিশেষণ প্রযুক্ত হইলে তাহার উদ্দেশ্য অন্বেষণ করিয়াও অবগত হওয়া যায় না, সেইখানেই নিরর্থকতা হেতু বিশেষণ পরিত্যাগযোগ্য, নচেৎ বিশেষণের সার্থক্য থাকিতে তাহার

পরিত্যাগ সর্ব্বথা অসঙ্গত। অতএব আমাদের সিদ্ধান্তানুসারে স্থির হইল, যে, এই কল্পের পর সেই জ্ঞানিগণ সংসারে পুনরাগমন করেন ॥ ১৫ ॥

অথ যে যজ্ঞেন দানেন তপসা লোকাঞ্জয়ন্তি, তে ধূমমভিসম্ভবন্তি, ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপক্ষীয়মাণপক্ষমপক্ষীয়মাণপক্ষাদযান্ ষণ্মাসান্ দক্ষিণামাদিত্য এতি, মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাচ্চন্দ্রম্, তে চন্দ্রং প্রাপ্যান্নং ভবন্তি, তাংস্তত্র দেবা যথা সোমং রাজানমাপ্যায়স্বাপক্ষীয়স্বেত্যেবমেনাংস্তত্র ভক্ষয়ন্তি, তেষাং যদা তৎ পর্য্যবৈত্যথেমমেবাকাশমভিনিষ্পদ্যন্ত আকাশাদ্বায়ুং বায়োর্বৃষ্টিং বৃষ্টেঃ পৃথিবীম্, তে পৃথিবীং প্রাপ্যান্নং ভবন্তি, তে পুনঃ পুরুষাগ্নৌ হূয়ন্তে, ততো যোষাগ্নৌ জায়ন্তে লোকান্ প্রত্যুত্থায়িনস্ত এবমেবানুপরিবর্ত্তন্তেঽথ য এতৌ পন্থানৌ ন বিদুস্তে কীটাঃ পতঙ্গা যদিদং দন্দশূকম্ ॥ ১৬ ॥

ইতি ষষ্ঠস্য দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥

পক্ষান্তরে, যাঁহারা এই প্রকারে জানেন না অর্থাৎ অগ্নিহোত্র-সম্পৃক্ত উৎক্রান্তি প্রভৃতি ষট্পদার্থের স্বরূপই মাত্র জানেন, তাঁহাদিগের গতি কথিত হইতেছে। জ্ঞানহীন কর্ম্মীদিগের মধ্যে কেহ অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ দ্বারা, অপরে যজ্ঞবেদীর বহির্ভাগে ভিক্ষুকগণকে দ্রব্য সংবিভাগরূপ দান দ্বারা ও অন্য কেহ বেদী ভিন্ন স্থলেই দীক্ষাদি ব্যতীত কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিরূপ তপস্যা দ্বারা লোক সকলকে জয় করেন। জেতব্য লোকসমূহের মধ্যেও এই কর্ম্মবিশেষ অনুসারে ফলের তারতম্য আছে, ইহা জানাইবার জন্যই "লোকান্" (লোক সকল) এই বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই কর্ম্মিগণ প্রথমে ধূম অর্থাৎ ধূমশব্দ-বাচ্য দেবতাকে প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বোক্ত উত্তরপথের অর্চ্চি শব্দে অর্চ্চি-অভিমানিনী দেবতার ন্যায় এ স্থলেও (দক্ষিণপথে) ধূমশব্দে ধূমাভিমানিনী দেবতা অর্থ গ্রাহ্য; কারণ, সাক্ষাৎসম্বন্ধে ধূমের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক হয় না। এই কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। আর এই স্থলেও পূর্ব্ববৎই দেবতাগণ সেই মৃত কর্ম্মী জীবকে ধূম হইতে পর পর লোকে অতিবাহিত করেন, অর্থাৎ তাঁহারা সেই ধূম হইতে রাত্রি, বা রাত্র্যভিমানিনী

দেবতাকে প্রাপ্ত হন, তদনন্তর অপক্ষীয়মাণ (কৃষ্ণ)-পক্ষাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন, তাহার পর যে ছয় মাস আদিত্য দক্ষিণদিকে গমন করেন; সেই ষণ্মাস অর্থাৎ সেই ষণ্মাসাভিমানিনী দেবতাকে লাভ করেন, অতঃপর তথা হইতে পিতৃলোকে গমন করেন এবং ক্রমশঃ পিতৃলোক হইতে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন। তাঁহারা (কর্ম্মীরা) চন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়াও অন্নরূপে পরিণত হন; তৎপশ্চাৎ অন্নরূপে পরিণত সেই কর্ম্মীদিগকে দেবগণ ভৃত্যভাবে উপভোগ করেন। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞে 'আমাদিগকে আপ্যায়িত কর, তুমি শরীর দান করিয়া ক্ষীণ হও' ইত্যাদি বলিয়া সোম ভক্ষণ করেন, সেইরূপ চন্দ্রলোকে উপনীত ও অন্নাকারে পরিণত সেই সকল কর্ম্মিগণকেও দেবতাগণ প্রভু যেমন ভৃত্যকে ভোগ করে, সেইরূপ উপভোগ করেন। পূর্ব্বোক্ত 'আপ্যায়স্ব অপক্ষীয়স্ব' ইহা মন্ত্র নহে, তবে কি? না—ঋত্বিক্‌গণ যেমন চমসস্থিত সোমরস আস্বাদন করত ক্রমে ক্রমে ভক্ষণ করিয়া ক্ষয় করেন, তেমন দেবতাগণও চন্দ্রলোকে শরীরধারী কর্ম্মিগণকেও ভোগোপকরণ মনে করিয়া বজায় রাখেন অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করিয়া উপভোগ করেন। ইহাতেই দেবগণের তৃপ্তি। সোমরসের আস্বাদনের মত দেবগণ তাঁহাদিগকে ভোগোপকরণ মনে করিয়া নিঃশেষরূপে ভক্ষণ করেন না, পরন্তু আস্বাদন করেন মাত্র। পরে সেই সকল কর্ম্মীদিগের যখন চন্দ্রলোকপ্রাপ্তির হেতুভূত সেই যজ্ঞদানাদি-কর্ম্ম পরিক্ষীণ হয়, তখন তাঁহারা এই প্রসিদ্ধ আকাশরূপে পরিণত হন। পূর্ব্বে যে শ্রদ্ধাশব্দবাচ্য অপ্ দ্যুলোকরূপ অগ্নিতে আহুত হইয়া সোমাকারে পরিণত হয় বলিয়াছি, তাহাই চন্দ্রলোকে কর্ম্মিগণের কর্ম্মফল উপভোগের নিমিত্ত জলময় শরীর উৎপাদন করে। সূর্য্যকরসম্পর্কে হিমকণার ন্যায় সেই অপ্‌সকল ফলভোগের হেতুস্বরূপ কর্ম্ম ক্ষীণ হইলে বিলীন হইয়া যায়। তাহা বিলীন হইয়া সূক্ষ্মভাবে আকাশের সহিত মিলিত হয়। ইহাই এখানে "ইমমেবাকাশমভিনিষ্পদ্যন্তে" উক্তির অভিপ্রায়।

আর এই কথাই 'ইমমাকাশমভিনিষ্পদ্যন্তে' এই শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হইল। সেই সকল কর্ম্মী পুরুষ এই আকাশময় শরীর প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বদিগ্‌গামী বায়ু প্রভৃতি দ্বারা চালিত হইয়া ইতস্ততঃ নীত হন, তাহাই 'আকাশাদ্বায়ুম্' এই কথায় ব্যক্ত হইল। তৎপরে তাঁহারা বায়ু হইতে বৃষ্টিকে প্রাপ্ত হন, এই কথাই প্রকারান্তরে "পর্জ্জন্যাগ্নৌ সোমং রাজানং জুহ্বতি" ইত্যাদি বাক্যে উক্ত হইয়াছে।

তদনন্তর বৃষ্টিরূপে পরিণত সেই কর্ম্মিগণ এই পৃথিবীতে পতিত হন, এবং পৃথিবীতে পতিত হইয়া ব্রীহিযবাদি অন্নরূপে পরিণত হন, তাহা "অস্মিন্ লোকে অগ্নৌ বৃষ্টিং জুহ্বতি, তস্যা আহুত্যা অন্নং সম্ভবতি", ইহলোক-রূপী অগ্নিতে বৃষ্টিরূপ আহুতি প্রদান করে, পশ্চাৎ তাহা হইতে অন্ন (ব্রীহি-যবাদি) সমুদ্ভূত হয়, এই শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে। পুনর্ব্বার তাঁহারা অন্নরূপেই রেতঃ-সেককারী পুরুষাগ্নিতে আহুত হন এবং পরে রেতোরূপে পরিণত হইয়া যোষাগ্নিতে (স্ত্রীতে) আহুত বা প্রক্ষিপ্ত হইয়া জন্মলাভ করেন। তাঁহারাই আবার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া চন্দ্রাদি লোক-লাভের আশায় অগ্নি-হোত্রাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন এবং পুনশ্চ ধূমাদি পথে একবার সোমলোকে, আবার ইহলোকে—এইরূপে ঘটীযন্ত্রের ন্যায় নিরন্তর গমনাগমন করিতে করিতে বিবর্ত্তমান হন। যাবৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা উত্তরমার্গ বা সদ্যোমুক্তি-লাভের উপায়—ব্রহ্মকে জানিতে না পারেন, তাবৎ তাঁহারা গমনাগমন হইতে নিবৃত্ত হন না। এই কথা "কাময়মানঃ সংসরতি" অর্থাৎ কামী ব্যক্তি সংসারচক্রে পতিত হয়, ইহা দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে। যাহারা উত্তরপথ কিংবা দক্ষিণপথ ইহার কোন পথই জানে না, অর্থাৎ যাহারা দক্ষিণ কিংবা উত্তরপথপ্রাপ্তির নিমিত্ত কর্ম্ম কিংবা জ্ঞানের কোনরূপ অনুষ্ঠানই করে না, তাহাদের কি গতি হয়, অতঃপর তাহাই কথিত হইতেছে। তাহারা এই যে পরিদৃশ্যমান কীট, পতঙ্গ ও দংশ-(ডাঁশ) মশকাদি, তাহাদের শরীর প্রাপ্ত হয়। অহো! সংসারগতি এমনই ক্লেশদায়ক! ইহাতে যে একবার নিমগ্ন হয়, তাহার পুনরুদ্ধার বিশেষ দুর্লভ। অন্য শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরেই বলিতে-ছেন যে, "তাহারা বারংবার সংসারক্ষেত্রে আবৃত্তিশীল অতি ক্ষুদ্র জীব। ঈশ্বরের 'জাত হও ও মৃত হও' এই নির্দ্দেশমত নিত্য ক্ষুদ্র প্রাণিরূপে উৎপন্ন হইতেছে। অতএব সর্ব্বপ্রকার উৎসাহের সহিত জীব প্রাকৃতিক—অজ্ঞানপ্রসূত আহার-বিহারাদি কর্ম্ম ও মিথ্যাজ্ঞান পরিহার পূর্ব্বক শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম কিংবা জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিবে। অন্যত্র শ্রুতিও "ইহা হইতে বড় দুঃখে নিষ্ক্রমণ হয়, অতএব সকলেরই এই সংসারকে ঘৃণা করা উচিত" এই বলিয়া মুক্তির জন্য যত্ন করিতে আদেশ করিতেছেন। এই প্রকারে পঞ্চালরাজের পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ প্রশ্নই নির্ণীত হইল। তন্মধ্যে "অসৌ বৈ লোকঃ" এই হইতে "পুরুষঃ সম্ভবতি" পর্য্যন্ত চতুর্থ-প্রশ্ন "যতিথ্যাং" ইত্যাদি প্রথম প্রশ্নস্বরূপ হওয়ায় পঞ্চাগ্নিদর্শনের উল্লেখ দ্বারা তাহাদিগের সমাধা হইল। আর পঞ্চম প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্নস্বরূপ হওয়ায় একই উত্তরে

বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর নির্ণীত হইল, অর্থাৎ দেবযানের বা পিতৃযানের (উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন পথের) প্রাপ্তিসাধন কথনহেতু দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর কথিত হইল। তাহা দ্বারা আবার প্রথম প্রশ্নও নির্ণীত হইয়াছে। কে অর্চিঃ প্রাপ্ত হয়? আর কে ধূমের সহিত মিলিত হয়? এই বিবিধ গতি ও পুনরাবৃত্তিই দ্বিতীয় প্রশ্নের বিষয়। তাহার উত্তর—আকাশাদিক্রমে এই লোকে আগমন করে ইত্যাদি দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে। ইহা দ্বারাই আবার তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরও নির্ণীত হইয়াছে, কারণ, তৃতীয় প্রশ্নের বিষয়—'কেন মৃত ব্যক্তি দ্বারা পরলোক পূর্ণ হয় না?' ইহার মীমাংসা—জীবের ইহলোকে পুনরাবৃত্তি হেতু ও কতকগুলি জীবের কীটপতঙ্গাদি যোনিপ্রাপ্তিহেতু পরলোক শূন্য থাকে, এই উক্তি দ্বারাই নিষ্পত্তি হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ।

তৃতীয়-ব্রাহ্মণম্

স যঃ কাময়েত মহৎ প্রাপ্নুয়ামিত্যুদগয়ন আপূর্য্যমাণপক্ষস্য পুণ্যাহে দ্বাদশাহমুপজদ্‌ব্রতী ভূত্বা ঔডুম্বরে কংসে চমসে বা সর্ব্বৌষধং ফলানীতি সম্ভৃত্য পরিসমূহ্য পরিলিপ্যাগ্নিমুপসমাধায় পরিস্তীর্য্যাবৃত্যাজ্য সংস্কৃত্য পুংসা নক্ষত্রেণ মন্থং সন্নীয় জুহোতি - যাবন্তো দেবাস্ত্বয়ি জাতবেদস্তির্য্যঞ্চো . ঘ্নন্তি পুরুষস্য কামান্‌ তেভ্যোঽহং ভাগধেয়ং জুহোমি তে মা তৃপ্তাঃ সর্ব্বৈঃ কামৈস্তর্পয়ন্তু স্বাহা, যা তিরশ্চী নিপদ্যতেঽহং বিধরণী ইতি তাং ত্বা ঘৃতস্য ধারয়া যজে সংরাধনীমহ স্বাহা ॥ ১ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্রাহ্মণে জ্ঞান ও কর্ম্মের গতি উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে জ্ঞান যে স্বতন্ত্র, বিত্তসাধ্য নহে এবং কর্ম্ম পরাধীন অর্থাৎ দৈব ও মানুষবিত্তাধীন, ইহা নিরূপিত হইয়াছে। অতএব কর্ম্মসম্পাদনের নিমিত্ত বিত্ত উপার্জ্জন করা আবশ্যক, কিন্তু সেই বিত্তোপার্জ্জনেও এরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত যে, যাহাতে কোনরূপ প্রত্যবায় উৎপন্ন না হয়। সংসারী জীবের এজন্য মহত্ত্ব-প্রাপক মন্থ নামক কর্ম্ম নিরূপিত হইতেছে, কেন না, মহত্ত্ব লব্ধ হইলে অর্থও অনায়াসেই লব্ধ হইতে পারে। ইহাই "স যঃ কাময়েত" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বর্ণিত হইতেছে।

সেই কর্ম্মাধিকারী ব্যক্তি ধনার্থী হইয়া যদি কামনা করে যে, "আমি মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইব" অর্থাৎ মহান্‌ হইব, তবে তাহার সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট মন্থাখ্য কর্ম্মের কাল বিহিত হইতেছে,—সূর্য্যের উত্তরায়ণে—তত্রাপি সর্ব্বত্র নহে, তন্মধ্যে শুক্লপক্ষে, তাহাতেও সকল দিনে নহে, কিন্তু পুণ্যাহে নিজের ইষ্টার্থসাধক দিন দেখিয়া অর্থাৎ যে দিনে ব্রত করিবে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী পুণ্যাহ ধরিয়া দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত 'উপসদ্‌ব্রতী' হইবে; অর্থাৎ উপসদ্‌ সমূহে যে সকল ব্রত বা নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা গ্রহণ করিবে। এই 'উপসদ্‌' জ্যোতিষ্টোম যাগে প্রসিদ্ধ আছে। তাহাতেও

স্তনের উপচয়াপচয় অনুসারে দুগ্ধ পান করা বিধেয়। এই স্থানে সেই কর্ম্মের সম্পূর্ণ উপদেশ না থাকায় কেবল ইতিকর্ত্তব্যতারহিত পয়োভক্ষণমাত্র ব্যবস্থিত আছে। যদি বল, 'উপসদ্‌ব্রত' শব্দের উপসদের ব্রত এইরূপ সমাস ধরিলে ঐ ব্রতের যাবতীয় অঙ্গই বিহিত হইয়া পড়ে, কেবল পয়োভক্ষণমাত্র বিহিত হয় না, তবে তাহার ইতিকর্ত্তব্যতা সকল গৃহীত হইল না কেন? উত্তর,— যেহেতু এই মন্থাখ্য কর্ম্ম স্মৃতিবিহিত, সেই কারণেই এখানে সেই বৈদেশিক— ভিন্ন স্থানীয় কর্ম্মের সমস্ত অঙ্গ উপসংহৃত হইল না। এখানে এরূপও আপত্তি হইতে পারে যে, যখন সেই মন্থকর্ম্ম শ্রুতিবিহিত, তখন তাহা স্মার্ত্তমধ্যে গণিত হয় কিরূপে? উত্তর—এই শ্রুতিটি কেবল স্মৃতির অনুবাদিনীমাত্র অর্থাৎ স্মার্ত্তকর্ম্মে নির্দ্দিষ্ট পরিসমূহন, পরিলেপন, অগ্নির উপসমাধান প্রভৃতি ইতিকর্ত্তব্যতাপুঞ্জের মন্থকর্ম্মে উক্তি থাকায় মন্থবোধিকাশ্রুতি মূলশ্রুতিস্বরূপা নহে, কিন্তু স্মৃতির প্রতিরূপিকা অনুবাদমাত্র। যদি মন্থকর্ম্ম বাস্তবিক শ্রৌত হইত, তবে অবশ্যই প্রকৃতি-বিকৃতিভাব গ্রাহ্য হইত, অর্থাৎ বিকৃত কর্ম্ম মন্থকর্ম্ম প্রকৃতকর্ম্মে উপসদ্‌যাগে উপদিষ্ট ধর্ম্ম সমূহ গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিত, কিন্তু ইহা শ্রৌত নহে; এই জন্যই এই কর্ম্ম আবসথ্য নামক অগ্নিতেই কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে। কিম্বা যত প্রকার আবৃৎ নামক কর্ম্ম আছে, তৎসমস্তই স্মৃত্যুক্ত; অতএব এই আবৃৎবিশিষ্ট মন্থকর্ম্মও যখন স্মৃত্যুক্ত, তখন ইহাতে সন্দেহের অবকাশ কি? প্রকৃত কথা এই, উক্ত প্রকারে উপসদ্‌ব্রতী হইয়া কংসাকার বা চমসাকার যজ্ঞীয় উডুম্বরকাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রে যথাশক্তি সমস্ত ঔষধ সঞ্চয় করিবে। এ স্থলে 'কংস' ও 'চমস' এই দুইটি পদ এক ঔডুম্বরপাত্রেরই বিশেষণ, অভিপ্রায় এই—ঐ ঔডুম্বরপাত্র চমসাকারও হইতে পারে অথবা কংসাকার করিলেও হয়, কিন্তু উভয় পক্ষেই উডুম্বর দ্বারাই নির্ম্মিত হওয়া চাই। সুতরাং কেবল আকারেই বিকল্প, উপাদানে বিকল্প নাই।

সেই পাত্রে সর্ব্বৌষধ অর্থাৎ সমস্ত ওষধি যথাসম্ভব ও যথাশক্তি আহরণ করিবে। তন্মধ্যে বিশেষ কথা এই যে, দশ প্রকার গ্রাম্য ওষধি—ব্রীহিযবাদি অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে; ততোঽধিক গ্রহণ করিলেও কোন দোষ নাই। "গ্রাম্যানাস্তু ফলানি"—এই বাক্যানুসারে গ্রাম্য ফল সকলও যথাসম্ভব ও যথাশক্তি অবশ্য গ্রহণীয়। এইরূপ কর্ম্মোপযোগী অন্যান্য সমস্ত সামগ্রী সংগ্রহার্থ মূলে "ইতি" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, এতদতিরিক্তও যাহা যাহা যাগে সংগ্রহ করা আবশ্যক, তৎসমস্তও সংগ্রহ করিবে। এখানে বস্তু সংগ্রহের

ক্রম জানিতে হইলে গৃহ্যোক্ত ক্রম দ্রষ্টব্য। পূর্ব্বোক্ত পরিসমূহন ও পরিলেপন কর্ম্ম দুইটি আবসথ্য অগ্নির ভূমিসংস্কারার্থ। শ্রুতিতে 'অগ্নিমুপসমাধায়' অর্থাৎ 'অগ্নি আনয়ন করিয়া' এইরূপ উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, এখানে আবসথ্য অগ্নিতেই ঐ কর্ম্ম কর্ত্তব্য। কারণ, অগ্নি শব্দে একবচন ও তৎসহচরিত সমাধান শব্দ দ্বারা বিদ্যমান অগ্নিরই সমাধান সম্ভব হয়। যাহা পূর্ব্বেই স্থাপিত আছে, তাহাকে আনয়ন করিবে, কল্পিত অগ্নির আনয়ন আবশ্যক নহে, ইহাই অভিপ্রেত। শ্রুতি-কথিত 'পরিস্তীর্য্য' শব্দের অর্থ অগ্নি সমূহের শেষে দর্ভাসন বিস্তীর্ণ করিয়া 'আবৃৎ' দ্বারা হবনীয় ঘৃত সংস্কার করিবে। এ স্থলে 'আবৃৎ' শব্দে স্থালীপাকরূপ আবৃৎ গ্রাহ্য। কেন না, মন্থকর্ম্ম স্মৃত্যুক্ত, সুতরাং স্মৃতিবিহিত আবৃতের দ্বারা আজ্যসংস্কার হওয়াই উচিত। পরে পুণ্যাহযুক্ত পুংনক্ষত্রে পিষ্ট সর্ব্বৌষধি ও ফলস্বরূপ মন্থকে পূর্ব্বোক্ত ঔডুম্বর-চমসে রাখিয়া দধি, মধু ও ঘৃতে সিক্ত করিবে, একটি মন্থনদণ্ড দ্বারা অবশেষে তাহা মন্থন করিয়া অগ্নি ও নিজের মধ্যস্থলে স্থাপন করত উডুম্বরময় স্রুব দ্বারা আজ্যসমর্পণস্থানে অগ্নিতে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র সকল উচ্চারণ পূর্ব্বক আজ্যের হোম করিবে ॥ ১ ॥

জ্যেষ্ঠায় স্বাহা শ্রেষ্ঠায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম-বনয়তি, প্রাণায় স্বাহা বসিষ্ঠায়ৈ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, বাচে স্বাহা প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, চক্ষুষে স্বাহা সম্পদে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, শ্রোত্রায় স্বাহা আয়তনায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, মনসে স্বাহা প্রজাত্যৈ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ॥ ২ ॥

সেই মন্ত্র এই যে, 'জ্যেষ্ঠায় স্বাহা, শ্রেষ্ঠায় স্বাহা', এই মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া দুই দুইটি মন্ত্রে দুই দুইবার আহুতি অর্পণ করত স্রুব-(হোমসাধন) সংলগ্ন আজ্য মন্থে নিক্ষেপ করিবে। এই স্থলে জ্যেষ্ঠশ্রেষ্ঠাদিরূপ প্রাণধর্ম্ম উল্লিখিত থাকায় বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত জ্যেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠ-প্রাণ-বিজ্ঞেরই এই মন্থাখ্য কর্ম্মে অধিকার, অন্যের নহে। সেইরূপ 'প্রাণায় স্বাহা, বসিষ্ঠায়ৈ স্বাহা,' এই দুই মন্ত্র, 'বাচে স্বাহা, প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহা' এই দুই মন্ত্র, 'চক্ষুষে স্বাহা, সম্পদে স্বাহা' এই দুই মন্ত্র, "শ্রোত্রায় স্বাহা, আয়তনায় স্বাহা" এই দুই মন্ত্র, "মনসে স্বাহা, প্রজাত্যৈ

স্বাহা" এই দুই মন্ত্রে প্রত্যেকবার আহুতি প্রদান পূর্ব্বক স্রুবলগ্ন ঘৃত মন্থমধ্যে নিক্ষেপ করিতে হইবে। ২

রেতসে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি অগ্নয়ে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, সোমায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, ভূঃ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, ভুবঃ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, স্বঃ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, ব্রহ্মণে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, ক্ষত্রায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, ভূতায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, ভবিষ্যতে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, বিশ্বায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, সর্ব্বায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, প্রজাপতয়ে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ॥ ৩ ॥

তদ্রূপ "রেতসে স্বাহা" ইত্যাদি মূলোক্ত এক একটি মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া মন্থে সংস্রব (স্রুবলগ্ন ঘৃত) স্থাপন করিবে। অন্যান্য মন্ত্র যথা—'সোমায় স্বাহা', 'ভূঃ স্বাহা', 'ভুবঃ স্বাহা', 'স্বঃ স্বাহা', 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা', 'ব্রহ্মণে স্বাহা', 'ক্ষত্রায় স্বাহা', 'ভূতায় স্বাহা', 'ভবিষ্যতে স্বাহা,' 'বিশ্বায় স্বাহা', 'সর্ব্বায় স্বাহা', 'প্রজাপতয়ে স্বাহা।' এই সকল মন্ত্রে এক একবার আহুতি প্রদান ও হুতশেষ—স্রুবলগ্ন ঘৃত মন্থে নিক্ষেপ কর্ত্তব্য। ৩

অথৈনমভিমৃশতি ভ্রমদসি জ্বলদসি পূর্ণমসি প্রস্তব্ধমস্যেকসভমসি হিঙ্কৃতমসি হিঙ্ক্রিয়মাণমস্যুদ্গীথমসি উদ্গীয়মানমসি শ্রাবিতমসি প্রত্যাশ্রাবিতমস্যার্দ্রে সন্দীপ্তমসি বিভূরসি প্রভূরস্যন্নমসি জ্যোতিরসি নিধনমসি সংবর্গোঽসীতি ॥ ৪ ॥

অবশেষে অপর একটি মন্থনী (মন্থনদণ্ড) দ্বারা পুনশ্চ তাহা মন্থন করিবে। অনন্তর সেই যাগকারী ব্যক্তি এই মন্থকে বক্ষ্যমাণ 'ভ্রমদসি' ইত্যাদি মন্ত্রে স্পর্শ করত সংস্কার করিবে। মন্ত্রার্থ এই যে, হে মন্থ! এই শরীরে তুমিই প্রাণস্বরূপে চঞ্চল। ভ্রমণকারী অগ্নিরূপে জাজ্বল্যমান, ব্রহ্মরূপে পরিপূর্ণ, আকাশরূপে প্রস্তব্ধ, অজাতশত্রু হেতু একসভ, সর্ব্বময়, তুমিই যজ্ঞারম্ভে করণীয় হিঙ্কৃত, যজ্ঞমধ্যে ক্রিয়মাণ হিঙ্কার, যজ্ঞারম্ভে পাঠ্য উদ্গীথরূপী এবং যজ্ঞমধ্যে অনুষ্ঠীয়মান উদ্গীথ। তুমি অধ্বর্য্যু দ্বারা শ্রাবিত, প্রত্যাশ্রাবিত, মেঘমধ্যে বিদ্যুদ্রূপে প্রদীপ্ত। বিভু, অন্ন, জ্যোতিঃ, নিধন এবং সংহাররূপে অবস্থিত রহিয়াছ ॥ ৪ ॥

অথৈনমুদ্যচ্ছত্যামংস্যামংহি তে মহি স হি রাজেশানো-ঽধিপতিঃ, স মাং রাজেশানোঽধিপতিং করোত্বিতি ॥ ৫ ॥

অনন্তর "আমংস্যামং হি তে মহি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ-পূর্ব্বক আমন্ত্রণ করিয়া প্রাণের সহিত সেই মন্থকে (ঔষধি রস) হস্তে ধারণ করিবে। মন্ত্রার্থ এই— "হে মন্থ! তুমি যখন জীবের প্রাণস্বরূপ, তখন তুমি সমস্তই অবগত আছ। আমরা তোমার মহত্তর স্বরূপ জানি। সেই রঞ্জনাদি গুণশালী ও অধিপতি প্রাণ আমাকেও লোকরঞ্জক ও অধিপতি করুক ॥ ৫ ॥"

অথৈনমাচামতি—তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীর্ভূঃ স্বাহা। ভর্গো দেবস্য ধীমহি মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ, মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ভুবঃ স্বাহা। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ, মাধ্বী-র্গাবো ভবন্তু নঃ স্বঃ স্বাহেতি। সর্ব্বাঞ্চ সাবিত্রীমন্বাহ সর্ব্বাশ্চ মধুমতীঃ। অহমেবেদং সর্ব্বং ভূয়াসং ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহেত্যন্তত আচম্য পাণী প্রক্ষাল্য জঘনেনাগ্নিং প্রাক্-শিরাঃ সংবিশতি, প্রাতরাদিত্যমুপতিষ্ঠতে দিশামেক-পুণ্ডরীকমস্যহং মনুষ্যাণামেকপুণ্ডরীকং ভূয়াসমিতি, যথেত-মেত্য জঘনেনাগ্নিমাসীনো বংশং জপতি ॥ ৬ ॥

অনন্তর বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে সেই মন্থকে ভক্ষণ করিবে। তন্মধ্যে গায়ত্রীর প্রথম পাদ, মধুমতীর প্রথম পাদ ও প্রথমা ব্যাহৃতি দ্বারা মন্থের প্রথম গ্রাস ভক্ষণ কর্ত্তব্য। তদ্রূপ গায়ত্রীর দ্বিতীয় পাদ, মধুমতীর দ্বিতীয় পাদ ও দ্বিতীয়া ব্যাহৃতি পাঠ করিয়া দ্বিতীয় গ্রাস ভক্ষণ করিবে। এইরূপ গায়ত্রীর ও মধুমতীর তৃতীয় পাদ ও তৃতীয়া ব্যাহৃতি দ্বারা তৃতীয় গ্রাস ভক্ষণ করিতে হয়। পরিশেষে সমস্ত গায়ত্রী এবং সম্পূর্ণ মধুমতী উচ্চারণ পূর্ব্বক 'আমিই যেন এই সমস্ত জগৎ-স্বরূপ হই', এই জ্ঞান করত অন্তে "ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা" বলিয়া সমস্ত গ্রাস ভক্ষণ করিবে। এখানে বক্তব্য এই যে, ভক্ষণের পূর্ব্বেই ভক্ষণীয় দ্রব্যসমুদয় এমন ভাবে রাখিবে, যাহাতে চারি গ্রাসেই তৎসমস্ত নিঃশেষরূপে ভক্ষিত হইতে পারে। আর পাত্রলগ্ন অবশিষ্ট যাহা কিছু থাকিবে, তৎসমস্তও পাত্র ধৌত করিয়া তূষ্ণীম্ভাবে অর্থাৎ মন্ত্র ব্যতিরেকে পান করা কর্ত্তব্য। গায়ত্রীর প্রথম পাদার্থ যথা,—এই জগৎসৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের সেই সর্ব্বপূজ্য শ্রেষ্ঠ পদ আমরা চিন্তা করি। মধুমতী মন্ত্রের প্রথম পাদার্থ যথা—উনপঞ্চাশ ভেদে বিভিন্ন বায়ুগণ সর্ব্বত্র সুখশান্তি বহন করিতেছে। নদীগণ মধুর রস ক্ষরণ করিতেছে। ওষধিগণ আমাদিগের সম্বন্ধে মধুর রস-সম্পন্ন হউক। গায়ত্রীর দ্বিতীয় পাদার্থ যথা—ইচ্ছাময়—ক্রীড়াময় ঈশ্বরের তেজ বা প্রকৃত অন্নরূপ পদ আমরা ধ্যান করি। মধুমতী মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদার্থ যথা—রাত্রি ও দিনসমূহ আমাদের প্রীতিদায়ক হউক। পৃথিবীর ধূলি উদ্বেগজনক যেন না হয়। দ্যুলোক মধুময় হউক্। আমাদের পিতৃপুরুষ সুখদায়ক হউন। গায়ত্রীর তৃতীয় পাদার্থ যথা—যে সবিতা আমাদের জড়বুদ্ধিকে চেতন করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করেন, তাঁহার সেই বরেণ্য চেতনা শক্তিকে আমরা আরাধনা করি। মধুমতী মন্ত্রের তৃতীয় পাদার্থ যথা—বনস্পতি অর্থাৎ বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সোম প্রীতিদায়ক হউন্। সূর্য্যদেব প্রীতিময় হউন্। তাঁহার রশ্মিসমূহ বা দিঙ্মণ্ডল শান্তিময় হউক্।

অনন্তর হস্তপ্রক্ষালন ও জলপান করিয়া অগ্নির পশ্চাদ্‌ভাগে পূর্ব্ব-শিরা হইয়া শয়ন করিবে। অতঃপর প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনা করত "দিশামেকপুণ্ডরীকম্" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যোপস্থাপন করিবে, পুনশ্চ অগ্নিস্থান হইতে যে ভাবে সূর্য্যোপাসনার্থ গমন করা হইয়াছে, পশ্চাৎ ঠিক সেই ভাবে প্রত্যাগত হইয়া অগ্নির পশ্চাদ্‌ভাগে উপবিষ্ট হইবে ও "বংশ ব্রাহ্মণ" জপ করিবে॥ ৬॥

তং হৈতমুদ্দালক আরুণির্ব্বাজসনেয়ায় যাজ্ঞবল্ক্যা-য়ান্তেবাসিন উক্ত্বোবাচাপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চে-জ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ৭ ॥

উদ্দালক আরুণি ঋষি বাজসনেয় শাখী যজুর্ব্বেদী শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দেশে ইহা বলিয়া শেষে বলিয়াছিলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি এই মন্ত্র শাখাপল্লবাদিহীন শুষ্ক স্থাণুতেও নিষিক্ত করে, তাহা হইলে সেই শুষ্ক স্থাণু হইতেও শাখা পুনঃ প্ররূঢ় হয় এবং তাহা হইতে পলাশ—পল্লবসমূহ অঙ্কুরিত হয় ॥ ৭ ॥

এতমু হৈব বাজসনেয়ো যাজ্ঞবল্ক্যো মধুকায় পৈঙ্গ্যায়ান্তেবাসিন উক্ত্বোবাচাপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ৮ ॥

পরে যজুর্ব্বেদী যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি পিঙ্গশাখাবলম্বী স্বশিষ্য মধুককে এই মন্ত্রের উপদেশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি কেহ শুষ্ক স্থাণুতেও ইহা নিষিক্ত করে, তবে তাহাতেও শাখা উৎপন্ন হয় এবং পল্লব সকল প্ররূঢ় হয় ॥ ৮ ॥

এতমু হৈব মধুকঃ পৈঙ্গ্যশ্চূলায় ভাগবিত্তয়েঽন্তে-বাসিন উক্ত্বোবাচাপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চে-জ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ৯ ॥

আবার সেই পৈঙ্গ্য মধুক এই মন্ত্র স্বশিষ্য ভাগবিত্তি চূলকে উপদেশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি কেহ ইহাকে শুষ্ক স্থাণুতেও প্রক্ষিপ্ত করে, তাহা হইলে তাহাতেও শাখা জন্মে এবং পল্লবরাশি প্রকাশ পায় ॥ ৯ ॥

এতমু হৈব চূলো ভাগবিত্তির্জ্জানকয় আয়স্থূণায়ান্তে-বাসিন উক্ত্বোবাচাপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চে-জ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ১০ ॥

ভাগবিত্তি চূলও ইহা (মন্ত্র) জনকবংশীয় স্বশিষ্য আয়স্থূণকে উপদেশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি ইহাকে (মন্ত্রকে) কেহ শুষ্ক স্থাণুতেও সংস্থাপিত করে, তাহা হইলে সেই শুষ্ক স্থাণু হইতে শাখা উদ্ভূত হয় ও পল্লব সঞ্জাত হয় ॥ ১০ ॥

এতমু হৈব জানকিরায়স্থূণঃ সত্যকামায় জাবালায়ান্তেবাসিন উক্ত্বোবাচাপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ১১ ॥

অতঃপর আয়স্থূণ জানকি নিজ শিষ্য জবালার পুত্র সত্যকামকে শিক্ষা দান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি এই মন্থ শুষ্ক—পল্লবাদিশূন্য স্থাণুতেও নিষিক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতেও শাখা জন্মে ও পল্লব উৎপন্ন হয় ॥ ১১ ॥

এতমু হৈব সত্যকামো জাবালোঽন্তেবাসিভ্য উক্ত্বোবাচাপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি, তমেতন্নাপুত্রায় বানন্তেবাসিনে বা ব্রুয়াৎ ॥ ১২ ॥

অবশেষে জবালা-পুত্র সত্যকামও শিষ্য সকলকে এই মন্থের কথা উপদেশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহা যদি শুষ্ক স্থাণুতেও নিষিক্ত হয়, তাহা হইলে জীবিত স্থাণুর ন্যায় তাহা হইতেও নব শাখা প্ররূঢ় হয় ও পল্লবরাশি সমুদ্ভূত হইতে থাকে ; সুতরাং ইহা দ্বারা যে কোনও কামনা যে পূর্ণ হইবে, ইহা আর অধিক কথা কি ? এই কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। প্রশংসার্থই ইহা কথিত হইল। সাধারণতঃ বিদ্যার উপদেশ বিষয়ে ছয় প্রকার যথার্থ তীর্থ বা উপদেশের পাত্র হয়, তাহাদিগের মধ্যে প্রাণ-বিজ্ঞানের সহিত এই মন্থ-বিজ্ঞান লাভের পক্ষে দুইটি-মাত্র অধিকারী—পাত্র অনুমোদিত হইতেছে,—পুত্র ও শিষ্য, অন্য কেহ নহে। এই কথা শ্রুতি বলিতেছেন যে, 'এই মন্থকে পুত্র ও অন্তেবাসী ভিন্ন ব্যক্তিকে দান করিও না, ইহার উপদেশ করিও না' ॥ ১২ ॥

চতুরৌদুম্বরো ভবত্যৌদুম্বরঃ স্রুব ঔদুম্বরশ্চমস ঔদুম্বর ইধ্ম ঔদুম্বর্য্যা উপমন্থন্যৌ দশ গ্রাম্যাণি ধান্যানি ভবন্তি ব্রীহি-যবাস্তিলমাষা অণুপ্রিয়ঙ্গবো গোধূমাশ্চ মসূরাশ্চ খল্বাশ্চ খলকুলাশ্চ, তান্ পিষ্টান্ দধনি মধুনি ঘৃত-উপষিঞ্চত্যাজ্যস্য জুহোতি ॥ ১৩ ॥

ইতি ষষ্ঠস্য তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্।

ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, চারিটি ঔডুম্বর পাত্র করিতে হয়, যথা—স্রুব, চমস, ইধ্ম ও উপমন্থনী এবং গ্রাম্য ধান্যের মধ্যে যে দশটি ধান্য নিয়মত—অবশ্যগ্রাহ্য, তাহাও আমরা বলিয়াছি। সম্প্রতি সেই দশবিধ ধান্য কি কি, তাহার স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, যথা—ব্রীহি, যব, তিল, মাষ, অণুপ্রিয়ঙ্গু অর্থাৎ ক্ষুদ্রপ্রিয়ঙ্গু (কোন কোন দেশে প্রিয়ঙ্গু সকল কঙ্গু নামে প্রসিদ্ধ), গোধূম, মসূর, খল্ব অর্থাৎ নিষ্পাব (যাহা বল্ল নামে প্রসিদ্ধ) এবং খলকুল (ইহা কুলত্থ নামে ব্যবহৃত আছে)। এতদ্ব্যতিরিক্ত যথাশক্তি সর্ব্ববিধ ওষধি ও ফল সকলও গ্রহণ করিতে হইবে। কেবল অযজ্ঞীয় ফল সকল বর্জ্জনীয় ॥ ১৩ ॥

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণ।

চতুর্থ-ব্রাহ্মণম্

এষাং বৈ ভূতানাং পৃথিবী রসঃ পৃথিব্যা আপোঽপামোষধয় ওষধীনাং পুষ্পাণি পুষ্পাণাং ফলানি ফলানাং পুরুষঃ পুরুষস্য রেতঃ ॥ ১ ॥

যে প্রকারে জন্ম হইলে, যে প্রকারে উৎপাদিত হইলে ও যে সকল গুণবিশিষ্ট হইলে পুত্র নিজের ও পিতার লোক্য অর্থাৎ লোকহিতকর হয়, সেই জন্ম, উৎপাদন ও গুণলাভের উপায় প্রদর্শনার্থ এই ব্রাহ্মণ আরব্ধ হইতেছে। যিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রাণবিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন ও শ্রীমন্থ নামক কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহারই এই পুত্রমন্থকর্ম্মে অধিকার। পুরুষের রেতকে ওষধি প্রভৃতির রস হইতে সারতম বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে যে, যে পুরুষ ঐ পুত্রমন্থ করিতে অভিলাষ করিবেন, তিনি অগ্রে শ্রীমন্থ কর্ম্ম করিয়া নিজ পত্নীর ঋতুকালের প্রতীক্ষা করিবেন। সেই রেতঃস্তুতি এই—এই পৃথিবী চরাচর সর্ব্বভূতের রস—সারভূতা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই পৃথিবী সর্ব্বভূতের মধু অর্থাৎ রস। জল সেই পৃথিবীর রস,—সার। যেহেতু, পৃথিবীমণ্ডল জলেতেই ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত আছে। আবার ওষধি সমূহ জলের রস। কারণ, জল ওষধির কার্য্য; সুতরাং ওষধিবর্গ জলের সার হওয়া সঙ্গত। সেইরূপ পুষ্প ওষধির রস, ফল পুষ্পের রস, ফলের রস পুরুষ, পুরুষের রস রেতঃ (শুক্র)। রেতঃ যে পুরুষের রস, এ বিষয়ে "সর্ব্বেভ্যোঽঙ্গেভ্যস্তেজঃ সম্ভূতম্।" অর্থাৎ 'পুরুষের সমস্ত অঙ্গ হইতে তেজঃস্বরূপ রেতঃ উৎপন্ন হইয়াছে' এই শ্রুত্যন্তর প্রমাণ ॥ ১ ॥

স হ প্রজাপতিরীক্ষাঞ্চক্রে হন্তাস্মৈ প্রতিষ্ঠাং কল্পয়ানীতি স স্ত্রিয়ং সসৃজে তাং সৃষ্ট্বাঽধ উপাস্ত তস্মাৎ স্ত্রিয়মধ উপাসীত, স এতং প্রাঞ্চং গ্রাবাণমাত্মন এব সমুদপারয়ত্তেনৈনামভ্যসৃজৎ ॥ ২ ॥

অতএব যখন এই রেতঃ সর্ব্বভূতের এমন সারভূত পদার্থ, তখন ইহার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ অবস্থিতির পাত্র অবশ্যই নির্দ্দেশ্য। এই জন্য সেই প্রসিদ্ধ প্রজাপতি (পূর্ব্বোক্তরূপে) মনে মনে কল্পনা—চিন্তা করিয়াছিলেন যে, অহো ! আমি ইহার (রেতের) উপযুক্ত প্রতিষ্ঠা (আধার) কি কল্পনা করি ? এরূপ আলোচনা করিয়া স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করিলেন। স্ত্রীসৃষ্টি করিয়া পরে তিনি তাহার অধোভাগে মৈথুনাখ্য উপাসনার বিধান করিলেন, সেই হেতু স্ত্রীকে অধোভাগেই উপাসনা করিবে। কেন না, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা আচরণ করেন, তাহাই সাধারণ লোকের অনুকরণীয়।

এ বিষয়ে বাজপেয় যাগের সাধর্ম্ম্য দেখাইতেছেন যে, বাজপেয় যাগে কঠিন উপলখণ্ড মুষলরূপে গৃহীত হয় এবং ঐ মুষল দ্বারা সোম নিষ্পেষণ করিয়া তাহা হইতে রস নিঃসারিত করা হয়, সেইরূপ সেই প্রজাপতি এই উত্তমগতিযুক্ত বা স্পন্দনশীল কাঠিন্যধর্ম্মী নিজ পাষাণখণ্ড অর্থাৎ পুংচিহ্ন জননেন্দ্রিয়—স্ত্রীচিহ্নে পূরণ করিয়াছিলেন এবং তাহা দ্বারাই সেই স্ত্রীতে সংসর্গ করিয়াছিলেন॥ ২ ॥

তস্যা বেদিরুপস্থো লোমানি বর্হিশ্চর্ম্মাধিষবণে সমিদ্ধো মধ্যতস্তৌ মুষ্কৌ, স যাবান্ হ বৈ বাজপেয়েন যজমানস্য লোকো ভবতি তাবানস্য লোকো ভবতি য এবং বিদ্বানধোপহাসং-চরত্যাসাং স স্ত্রীণাং সুকৃতং বৃঙ্‌ক্তেঽথ য ইদমবিদ্বান-ধোপহাসঞ্চরত্যস্য স্ত্রিয়ঃ সুকৃতং বৃঞ্জতে ॥ ৩ ॥

অতঃপর বাজপেয়যাগের অন্যান্য ধর্ম্ম দেখাইয়া স্ত্রীজাতির সহিত তাহার তুলনা করিতেছেন।—যাগে যেরূপ অগ্ন্যাধার বেদী প্রভৃতি থাকে, এইরূপ উপস্থ তাহার বেদী, লোম সকল তাহার বর্হি (কুশ), আভ্যন্তর চর্ম্ম আনডুহ চর্ম্ম ও প্রদীপ্ত বহ্নি অবস্থিত, ইহা স্ত্রীচিহ্নের মধ্যে কল্পনা করিবে। পুরুষের মুষ্কদ্বয়কে সোমপেষক প্রস্তরদ্বয়স্বরূপ চিন্তা করিবে। (এ স্থলে অন্বয়ানুরোধে দূরবর্ত্তী পদের সহিত যোজনা করা হইল)। বাজপেয়যাজীর যে সমস্ত লোক প্রাপ্য ফল বলিয়া প্রসিদ্ধ, মৈথুনকর্ম্মাভিজ্ঞ বিদ্বানেরও সেই পরিমাণে লোকপ্রাপ্তি ফল সিদ্ধ হয়। শ্রুতি এইরূপে মৈথুনধর্ম্মের স্তব করায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কখনও এই বিষয়ে বীভৎস (ঘৃণা) করা উচিত নহে। এইরূপ বিজ্ঞান করিয়া যিনি মৈথুনাখ্য 'অধোপহাস' আচরণ করেন,

তিনি এই স্ত্রীগণের পুণ্য সকল অধিকার করেন, কিন্তু যে মূর্খ বাজপেয় যাগের অনুষ্ঠান জানে না এবং শুক্রের সমস্ত বস্তু হইতে সারতমতাও অবগত নহে, অথচ লালসা বশতঃ অধোপহাস আচরণ করে, স্ত্রীসকল সেই অজ্ঞের সুকৃত সমূহ হরণ করিয়া লয় ॥ ৩ ॥

এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বানুদ্দালক আরুণিরাহৈতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বান্নাকো মৌদ্‌গল্য আহৈতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বান্ কুমারহারিত আহ বহবো মর্য্যা ব্রাহ্মণায়না নিরিন্দ্রিয়া বিসুকৃতোঽস্মাল্লোকাৎ প্রযন্তি য ইদমবিদ্বাꣳসোঽধোপহাসঞ্চরন্তীতি, বহু বা ইদꣳ সুপ্তস্য বা জাগ্রতো বা রেতঃ স্কন্দতি ॥ ৪ ॥

বিদ্বান্ অরুণতনয় উদ্দালক এই অধোপহাস নামক মৈথুনকর্ম্মকে বাজপেয় যাগের অনুষ্ঠানের সহিত সদৃশভাবে জানিয়া এই কথা বলিয়াছেন, এবং সেই রূপ-গুণ-সম্পন্ন নাক মৌদ্গল্য কুমারহারিতও বলিয়াছেন। কি বলিয়াছেন? তাহা বলা হইতেছে যে, এমন বহুতর মর্ত্ত্য—মরণধর্ম্মী মনুষ্য আছে, যাহারা ব্রাহ্মণাশ্রিত ও ব্রহ্মবন্ধু, অর্থাৎ কেবলমাত্র ব্রাহ্মণত্ব জাতির অভিমানে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যাহারা নিরিন্দ্রিয় অর্থাৎ শিথিলেন্দ্রিয়, সুকৃতিহীন ও মূর্খ, অথচ মৈথুনকর্ম্মে আসক্ত, তাহারা পরলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। ইহা দ্বারা মৈথুনের প্রকৃত তত্ত্বের অনভিজ্ঞতা যে অত্যন্ত পাপের হেতু, তাহা প্রদর্শিত হইল। "য ইদমবিদ্বাংসোঽধোপহাসং চরন্তি" এই শ্রুতিবাক্যই তাহার সূচক ॥ ৪ ॥

তদভিমৃশেদনু বা মন্ত্রয়েত, যন্মেঽদ্য রেতঃ পৃথিবীমস্কান্ৎসীদ্যদোষধীরপ্যসরদ্যদপঃ, ইদমহং তদ্রেত আদদে পুনর্ম্মামৈত্বিন্দ্রিয়ং পুনস্তেজঃ পুনর্ভগঃ। পুনরগ্নির্ধিষ্ণ্যা যথা স্থানং কল্পন্তামিত্যনামিকাঙ্গুষ্ঠাভ্যামাদায়ান্তরেণ স্তনৌ বা ভ্রুবৌ বা নিমৃজ্যাৎ ॥ ৫ ॥

যদি মন্থকর্ম্ম করিয়া ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক পত্নীর ঋতুপ্রতীক্ষাকালে পুরুষের অনুরাগাধিক্য বশতঃ সুপ্ত কিংবা জাগরণ অবস্থায় অল্প কিংবা অধিক পরিমাণে রেতঃ ক্ষরিত হয়, তাহা হইলে সেই ক্ষরিত রেতকে ধৌত

করিবে এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়া জপ করিবে। যখন জপ করিবে, তখন অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা "যন্মে" ইত্যাদি "তদ্রেত আদদে" ইত্যন্ত মূলোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সেই রেত গ্রহণ করিবে এবং "পুনর্মাং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহা দ্বারা আপন ভ্রূদ্বয় কিংবা স্তনদ্বয়ের মধ্যে তিলক করিবে। মন্ত্রার্থ এই যে, আমার আজ অযথাসময়ে রেতঃ অনুরাগাধিক্য বশতঃ পৃথিবীতে ক্ষরিত হইয়া পতিত হইয়াছে এবং যাহা তাহার নিজ উৎপত্তিস্থান জলেই পুনঃ প্রবেশ করিয়াছে, সেই রেতকে আমি পুনর্গ্রহণ করিতেছি। অভিপ্রায় এই যে, রেতোরূপে যে ইন্দ্রিয় দেহ হইতে নির্গত হইয়াছে, তাহাই পুনরায় আমাতে উপগত হউক। শুধু ইন্দ্রিয় নহে, শরীরের ত্বক্‌স্থিত কান্তি, সৌভাগ্য বা জ্ঞান যাহারা রেতোনির্গমের পর হইতেই শরীর হইতে নির্গত হইয়াছে, আবার তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হউক। অগ্নিস্থানাশ্রিত দেবগণ সেই রেতকে যথাস্থানে স্থাপন করুন ॥ ৫ ॥

অথ যদ্যুদক আত্মানং পরিপশ্যেত্তদভিমন্ত্রয়েত, ময়ি তেজ ইন্দ্রিয়ং যশো দ্রবিণꣳ সুকৃতমিতি, শ্রীর্হ বা এষা স্ত্রীণাং যন্মলোদ্বাসাস্তস্মান্মলোদ্বাসসং যশস্বিনীমভিক্রম্যোপমন্ত্রয়েত ॥৬॥

ইতঃপূর্ব্বে যোনিভিন্ন স্থানে রেতঃসেককারীর প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই শুক্রের উপাদানকারণ জলে শুক্রত্যাগীর আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শনে প্রায়শ্চিত্ত প্রদর্শিত হইতেছে। যদি কদাচিৎ কেহ জলমধ্যে আত্মাকে অর্থাৎ আত্ম-ছায়া দর্শন করে, তখনও এই "ময়ি তেজঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তাহাকে অভিমন্ত্রিত করিবে। এই হইল অযথা রেতঃসেকের প্রায়শ্চিত্তের কথা। অতঃপর যে স্ত্রীতে সুলক্ষণ পুত্রোৎপত্তির কামনা করিবে, সেই স্ত্রীর প্রশংসার্থ বলিতেছেন—স্ত্রীগণের মধ্যে এই পত্নীই শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীরূপিণী, যেহেতু, মলিন বস্ত্রপরিধায়িনী অর্থাৎ রজস্বলা; অতএব মলিনবস্ত্রপরিধানা সেই যশস্বিনী স্ত্রীর সমীপে উপগত হইয়া "আমরা উভয়ে ত্রিরাত্রান্তে সন্তানোৎপাদনকার্য্যে আসক্ত হইব" এই বলিয়া ত্রিরাত্রান্তে সেই স্নাতা স্ত্রীকে আমন্ত্রণ করিবে ॥ ৬ ॥

সা চেদস্মৈ ন দদ্যাৎ কামমেনামবক্রীণীয়াৎ সা চেদস্মৈ নৈব দদ্যাৎ কামমেনাং যষ্ট্যা বা পাণিনা বোপহত্যাতিক্রামেদিন্দ্রিয়েণ তে যশসা যশ আদদ ইত্যযশা এব ভবতি ॥৭॥

তৎকালে যদি সেই স্ত্রী এই পুরুষকে মৈথুনার্থ অঙ্গ প্রদান না করে, তাহা হইলে পুরুষ আভরণাদি দ্বারা তাহাকে প্রলোভিত করিয়া নিজ অভিপ্রায় বিজ্ঞাপিত করিবে। তথাপি যদি সে অঙ্গ দান না করে, তাহা হইলে যষ্টি বা হস্ত দ্বারা প্রহার করত মৈথুনার্থ আক্রমণ করিবে—অর্থাৎ 'তোমাকে অভিশাপ দিব, হতভাগিনী করিব' ইত্যাদিরূপে ভীতিপ্রদর্শন করিয়া তাহাকে আকর্ষণ করত "ইন্দ্রিয়েণ যশসা যশ আদদে" এই মন্ত্রে তাহাতে উপগত হইবে। সে জন্য—তাহার অভিশাপের ফলে সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই দুর্ভগা—বন্ধ্যা হয় ও লোকনিন্দিতা হয় ॥ ৭ ॥

সা চেদস্মৈ দদ্যাদিন্দ্রিয়েণ তে যশসা যশ আদধামীতি যশস্বিনাবেব ভবতঃ ॥ ৮ ॥

আর, যদি সেই স্ত্রী স্বামীর অভিলাষ পূরণের নিমিত্ত অঙ্গ দান করে, তাহা হইলে স্বামী "ইন্দ্রিয়েণ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তাহাতে উপগত হইবে। ইহাতে স্বামী স্ত্রী উভয়েই যশস্বী হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

স যামিচ্ছেৎ কাময়েত মেতি, তস্যামর্থং নিষ্ঠায় মুখেন মুখং সন্ধায়োপস্থমস্যা অভিমৃশ্য জপেদঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে স ত্বমঙ্গ কষায়োঽসি দিগ্ধবিদ্ধামিব মাদয়েমামমূং ময়ীতি ॥ ৯ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রুতিতে পুরুষের পক্ষে স্ত্রীবশীকরণের প্রকার বলা হইয়াছে। এক্ষণে পুরুষদ্বেষিণী রমণীর স্বামীর উপর অনুরাগসম্পাদনের উপায় কথিত হইতেছে। সেই পুরুষ যদি ইচ্ছা করেন যে, 'আমার ভার্য্যা আমাতে যেন কামপরায়ণা হয়', তাহা হইলে তাহাকে প্রথমতঃ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বাধ্য করিয়া তাহার অঙ্গবিশেষে অর্থ (পুরুষচিহ্ন) স্থাপন করত মুখে মুখ সংযোজিত করিবে, পরে তাহার জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করত "অঙ্গাৎ" ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র জপ করিবে ॥ ৯ ॥

অথ যামিচ্ছেন্ন গর্ভং দধীতেতি, তস্যামর্থং নিষ্ঠায় মুখেন মুখং সন্ধায়াভিপ্রাণ্যাপান্যাদিন্দ্রিয়েণ তে রেতসা রেত আদদ ইত্যরেতা এব ভবতি ॥ ১০ ॥

কিংবা, যদি কোন পুরুষ ইচ্ছা করে যে, আমার এই স্ত্রী যেন গর্ভধারণ না করে, অর্থাৎ গর্ভিণী না হয়, তাহা হইলে তাহাতে জননেন্দ্রিয় নিক্ষেপ করিয়া ও মুখে মুখ যোজন করত অভিপ্রাণন অর্থাৎ সেই স্ত্রীতে বায়ু চালনা করিবে। তদনন্তর 'ইন্দ্রিয়েণ তে রেতসা রেত আদধামি', এই মন্ত্রে আপান অর্থাৎ অপানমার্গে চলিত বায়ুর আকর্ষণ কর্ত্তব্য। এইরূপ প্রক্রিয়া করিলে সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই গর্ভবতী হইবে না॥ ১০ ॥

অথ যামিচ্ছেদ্দধীতেতি, তস্যামর্থং নিষ্ঠায় মুখেন মুখং সন্ধায়াপান্যাভিপ্রাণ্যাদিন্দ্রিয়েণ তে রেতসা রেত-আদধামীতি গর্ভিণ্যেব ভবতি ॥ ১১ ॥

অথবা, যদি কোন পুরুষ কোন স্ত্রীর সম্বন্ধে ইচ্ছা করে যে, "এই স্ত্রী গর্ভ ধারণ করুক," তাহা হইলেও সেই স্ত্রীর অঙ্গবিশেষে নিজ অঙ্গ সন্নিবেশিত করিয়া ও মুখে মুখ সংযোজিত করত পূর্ব্বোক্ত রীতির বিপরীতক্রমে 'ইন্দ্রিয়েণ তে' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে, এবং বায়ু আকর্ষণ ও পরে উক্ত মন্ত্রে বায়ুর চালন করিবে। এই প্রকার করিলে সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই গর্ভবতী হইবে ॥ ১১ ॥

অথ যস্য জায়ায়ৈ জারঃ স্যাত্তঞ্চেদ্দ্বিষ্যাদামপাত্রেঽগ্নিমুপ-পসমাধায় প্রতিলোমং শরবর্হিস্তীর্ত্বা তস্মিন্নেতাঃ শরভৃষ্টীঃ প্রতিলোমাঃ সর্পিষাক্তা জুহুয়ান্মম সমিদ্ধেঽহৌষীঃ প্রাণাপানৌ ত আদদেঽসাবিতি, মম সমিদ্ধেঽহৌষীঃ পুত্রপশূংস্ত আদদেঽ-সাবিতি, মম সমিদ্ধেঽহৌষীরিষ্টাসুকৃতে ত আদদেঽসাবিতি মম সমিদ্ধেঽহৌষীরাশাপরাকাশৌ ত আদদেঽসাবিতি। স বা এষ নিরিন্দ্রিয়ো বিসুকৃতোঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি যমেবংবিদ্বান্ ব্রাহ্মণঃ শপতি, তস্মাদেবংবিচ্ছ্রোত্রিয়স্য দারেণ নোপহাসমিচ্ছেদুত হ্যেবংবিৎ পরো ভবতি ॥ ১২ ॥

সম্প্রতি প্রসঙ্গক্রমে আভিচারিক—মারণাদি কর্ম্ম সমুদয় নিরূপিত হইতেছে। যাহার ভার্য্যার প্রতি জার অর্থাৎ উপপতি আকৃষ্ট হয় এবং সেই পুরুষ যদি সেই

উপপতিকে দ্বেষ করে অর্থাৎ 'আমি ইহার প্রতি অভিচার (মারণাদি) করিব' ইহা মনে করে, তাহা হইলে তাহার প্রক্রিয়া এইরূপ—প্রথমতঃ আমপাত্রে (কাঁচা মৃন্ময় পাত্রে) অগ্নিসংস্কার করিয়া (সমস্ত কর্ম্মই প্রচলিত রীতির বিপরীত-ক্রমে কর্ত্তব্য) সেই অগ্নিতে কতকগুলি শরেষীকা অর্থাৎ শর-তৃণের অগ্রভাগ ঘৃতাক্ত করিয়া বিপরীতভাবে 'মম সমিদ্ধে অহৌষীঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিবে। প্রতি আহুতিমন্ত্রের অন্তে "অসৌ" স্থলে সেই দ্বেষ্য উপপতির নামগ্রহণ কর্ত্তব্য। এই প্রকার প্রক্রিয়াভিজ্ঞ সেই ব্রাহ্মণ যাহার প্রতি শাপ প্রদান করিবেন, সে সর্ব্বপ্রকার পুণ্যকর্ম্মহীন হইয়া অচিরাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। অতএব শ্রুতি উপদেশ করিতেছেন, এই প্রকার প্রক্রিয়াভিজ্ঞ শ্রোত্রিয়ের (বেদজ্ঞের) পত্নীর সহিত উপহাস করিতে বাসনাও করিবে না এবং রসিকতাও কর্ত্তব্য নহে, মৈথুনক্রিয়ার কথা আর কি বলিব, তাহা সর্ব্বতোভাবেই পরিত্যজ্য। যেহেতু, এইরূপে বিদ্বান্ ব্যক্তিও শত্রু হইয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

অথ যস্য জায়ামার্ত্তবং বিন্দেৎ ত্র্যহং ক সেন পিবেদহতবাসা নৈনাং বৃষলো ন বৃষল্যুপহন্যাৎ, ত্রিরাত্রান্ত আপ্লুত্য ব্রীহীনবঘাতয়েৎ ॥ ১৩ ॥

প্রাসঙ্গিক অভিচারকর্ম্ম নিরূপণ করিয়া সম্প্রতি পূর্ব্ব-প্রস্তাবিত ঋতুকালে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতেছেন।—এই শ্রুতি 'শ্রীর্বা এষা' ইত্যাদি শ্রুতির পূর্ব্বেই পাঠ্য জানিবে, কেন না, সেই স্থানেই ইহার উপযোগিতা, আর পাঠক্রম অপেক্ষা যে অর্থক্রম বলবান্, ইহাও তাহার অন্যতর কারণ। যাহার স্ত্রী আর্ত্তবপ্রাপ্তা অর্থাৎ ঋতুমতী হইবে, সেই স্ত্রী তিন দিন পর্য্যন্ত কাংস্যপাত্রে চমসে জলাদি পান করিবে। এই ঋতুমতী স্ত্রী (তিন দিন পর্য্যন্ত) স্নান করুক বা না করুক, কখনও ইহাকে শূদ্রজাতীয় স্ত্রী কিংবা পুরুষ স্পর্শ করিবে না। ত্রিরাত্রান্তে অর্থাৎ ঐ ত্রিরাত্রব্রত সমাপ্ত হইলে পর সেই স্ত্রী স্নান করিয়া অহত বস্ত্র * পরিধান করিবে, অনন্তর কৃতস্নানা সেই স্ত্রীকে ধান্যাদি অবঘাতের নিমিত্ত অর্থাৎ ধান্যের বিতুষীকরণার্থ নিয়োগ করিবে ॥ ১৩ ॥

---

* ঈষদ্ধৌতং নবং শ্বেতং সদশং যন্ন ধারিতম্।
অহতং তদ্বিজানীয়াৎ সর্ব্বকর্ম্মসু শোভনম্॥

যে বস্ত্র অল্পধৌত, নূতন, শ্বেতবর্ণ, দশাযুক্ত ও অপরিহিতপূর্ব্ব, তাহাকেই অহত বস্ত্র বলে। ইহা সকল শুভকর্ম্মেই মঙ্গলপ্রদ।

স য ইচ্ছেৎ পুত্ত্রো মে শুক্লো জায়েত বেদমনুব্রুবীত সর্ব্ব-মায়ুরিয়াদিতি ক্ষীরৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ ॥ ১৪ ॥

কোন লোক যদি ইচ্ছা করে যে, আমার পুত্ত্রটি গৌরবর্ণ হউক, চতুর্ব্বেদের মধ্যে এক বেদ অধ্যয়ন করুক, এবং সম্পূর্ণ শতবর্ষ আয়ু লাভ করুক, তাহা হইলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে দুগ্ধ দ্বারা অন্ন পাক করাইয়া ঘৃতাক্ত করত তাহা ভক্ষণ করিবে। তাহা হইলেই তাদৃশ পুত্র উৎপাদনে সম্যক্ সামর্থ্য জন্মিবে ॥ ১৪ ॥

অথ য ইচ্ছেৎ পুত্ত্রো মে কপিলঃ পিঙ্গলো জায়েত দ্বৌ বেদাবনুব্রুবীত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিতি, দধ্যোদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ ॥ ১৫ ॥

আর যদি কেহ কামনা করে যে, আমার পুত্ত্রটি কপিল—পিঙ্গবর্ণ হয়, দুইটি বেদ অধ্যয়ন করে ও পূর্ণায়ুঃ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে দধি দ্বারা অন্ন পাক করাইয়া জায়া ও পতি উভয়ে সেই দধ্যোদন ঘৃতাক্ত করিয়া ভক্ষণ করিবে, তাহাতেই তাদৃশ পুত্ত্রোৎপাদনে সমর্থ হইবে। দ্বিবেদাধ্যায়ী পুত্র লাভের কামনায় এইরূপ ভোজননিয়ম বিহিত হইল ॥ ১৫ ॥

অথ য ইচ্ছেৎ পুত্ত্রো মে শ্যামো লোহিতাক্ষো জায়েত ত্রীন্ বেদাননুব্রুবীত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিত্যুদৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ ॥ ১৬ ॥

অপিচ, কেহ যদি ইচ্ছা করে যে, আমার একটি শ্যামবর্ণ রক্তচক্ষু পুত্র জন্মগ্রহণ করে, পরে ত্রিবেদাধ্যায়ী হয় এবং সম্পূর্ণ—শতবর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, তাহা হইলে তাহারা উভয়ে কেবল জল দ্বারা অন্ন পাক করাইয়া ঘৃতাক্ত করত ভক্ষণ করিবে, ইহাতেই সেইরূপ পুত্রসন্তান লাভ করিতে সমর্থ হইবে। এ স্থানে যে জলের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা অন্য দ্রব্যের মিশ্রণ নিবারণের জন্য ॥ ১৬ ॥

১ অথ য ইচ্ছেদ্দুহিতা মে পণ্ডিতা জায়েত সর্ব্বমায়ু-রিয়াদিতি তিলৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ ॥ ১৭ ॥

কিম্বা যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে, আমার বিদুষী কন্যা হয়, এবং সম্পূর্ণ আয়ু লাভ করে, তবে সেই ব্যক্তি তিলৌদন অর্থাৎ তিল-তণ্ডুলের কৃষর (খিচুড়ি) অন্ন পাক করাইয়া ঘৃতাক্ত করত স্ত্রীর সহিত উভয়ে তাহা ভক্ষণ করিবে। তাহা হইলে তাহারা তাদৃশী কন্যা সমুৎপাদনে সমর্থ হইবে। এ স্থলে যে কন্যার পাণ্ডিত্য প্রার্থিত হইয়াছে, তাহা গৃহস্থকর্ম্মে অর্থাৎ গার্হস্থ্যশাস্ত্রে বুঝিবে, অন্যান্য শাস্ত্র বিষয়ে নহে। কেন না, স্ত্রীলোকের বেদে অধিকার নাই, ইহা শাস্ত্রের নির্দ্দেশ ॥ ১৭ ॥

অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে পণ্ডিতো বিগীতঃ সমিতিংগমঃ শুশ্রূষিতাং বাচং ভাষিতা জায়েত সর্ব্বান্ বেদাননুব্রুবীত সর্ব্ব-মায়ুরিয়াদিতি মাংসৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবা ঔক্ষেণ বা আর্ষভেণ বা ॥ ১৮ ॥

পক্ষান্তরে, যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে, আমার বিগীত অর্থাৎ বিবিধভাবে গীত—প্রখ্যাত, সভ্য হইবার উপযুক্ত, প্রগল্ভ, সুমধুর-ভাষী অর্থাৎ সংস্কার-যুক্ত ও অর্থগাম্ভীর্য্যসম্পন্ন বাক্যের অভিভাষক ও সর্ব্ববেদাধ্যায়ী একটি পুত্র হউক, তবে সেই দম্পতিযুগল মাংস-মিশ্রিত অন্ন পাক করাইয়া ঘৃতাক্ত করত ভোজন করিবে। এখানে যে মাংসের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ বক্তব্য এই যে, উহা উক্ষ অর্থাৎ রেতঃসেকসমর্থ তরুণবয়স্ক ঋষভ এবং ততোঽধিকবয়স্ক ঋষভ ইহাদের মাংসই গ্রাহ্য ॥ ১৮ ॥

অথাভি প্রাতরেব স্থালীপাকাবৃতাজ্যং চেষ্টিত্বা স্থালীপাক-স্যোপঘাতং জুহোত্যগ্নয়ে স্বাহা অনুমতয়ে স্বাহা দেবায় সবিত্রে সত্যপ্রসবায় স্বাহেতি হুত্বোদ্ধৃত্য প্রাশ্নাতি, প্রাশ্যেতরস্যাঃ

প্রযচ্ছতি প্রক্ষাল্য পাণী উদপাত্রং পূরয়িত্বা তেনৈনাং ত্রির-ভ্যুক্ষত্যুত্তিষ্ঠাতো বিশ্বাবসোঽন্যামিচ্ছ প্রফর্ব্ব্যাং সঞ্জায়াং পত্যা সহেতি ॥ ১৯ ॥

সেই ওদনপাকাদি কোন্ সময় কর্ত্তব্য ? এখন তাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন। প্রাতঃকালেই অবঘাতব্যাপার দ্বারা বিতুষীকৃত তণ্ডুলসমূহ গ্রহণ করিয়া এবং স্থালীপাকবিধি অনুসারে ঘৃত-সংস্কার করত চরুপাক করিবে। পরে সেই পক্ক চরু দ্বারা আহুতি সকল অগ্নিতে অর্পণ করিবে। চরুকে বারংবার অবঘাত * করত 'অগ্নয়ে স্বাহা' ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে আহুতিপ্রদান কর্ত্তব্য। এক্ষণে স্থালীপাকবিধি কি এবং হোমেরও প্রক্রিয়া কি, তাহা অবশ্যই বক্তব্য, এ জন্য ভাষ্যকার শ্রুতির সেই ন্যূনতাপরিহারের জন্য বলিতেছেন। এ বিষয়ে সমস্ত গৃহ্যসূত্রোক্ত বিধি দ্রষ্টব্য। হোমানন্তর পতি স্বয়ং চরুশেষ ভোজন করিবে, তাহার অবশিষ্ট উচ্ছিষ্টাংশ পত্নীকে প্রদান করিবে, পরে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া আচমন পূর্ব্বক একটি জলপাত্র পূর্ণ করিবে ও "উত্তিষ্ঠাতঃ" ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে সেই পাত্রস্থ জল দ্বারা পত্নীকে বারত্রয় অভ্যুক্ষণ করিবে। মন্ত্র একবারমাত্র পাঠ্য। মন্ত্রার্থ যথা—হে বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্ব ! তুমি আমার এই ভার্য্যা হইতে উত্থিত হও অর্থাৎ ভার্য্যা-সঙ্গ ত্যাগ কর। যে তরুণী অন্যা রমণী তাহার স্বামীর সহিত ক্রীড়ায় আসক্ত আছে, তাহাকে তুমি গ্রহণ কর। আমি আমার এই স্ত্রীতে উপগত হইব ॥ ১৯ ॥

অথৈনামভিপদ্যতেঽমোঽহমস্মি সা ত্বꣳ সা ত্বমস্যমোঽহং সামাহমস্মি ঋক্ ত্বং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং তাবেহি সꣳরভাবহৈ সহ রেতো দধাবহৈ পুꣳসে পুত্রায় বিত্তয় ইতি ॥ ২০ ॥

তদনন্তর পতি পত্নীকে মন্ত্রসংস্কৃত করিয়া পূর্ব্বোক্ত পুত্রবিশেষের কামনানুসারে পূর্ব্বোক্ত পাচিত ক্ষীরোদন প্রভৃতি ভোজন করাইবে ও স্বয়ং ভোজন করিবে। পরে শয়নকালে 'অমোঽহমস্মি' ইত্যাদি মন্ত্রে পতি স্ত্রীতে উপগত হইবে। মন্ত্রার্থ

* প্রথমতঃ মেক্ষণে ঘৃতবিন্দু দান, পরে চরু-মধ্যে ঘৃতস্রুব দান, অতঃপর মেক্ষণ দ্বারা চরুকে খণ্ডশঃ গ্রহণপূর্ব্বক তদুপরি ঘৃতদান ও গৃহীত চরু স্থানে পুন ঘৃত দান করাকে অবঘাত বলে।

এই যে, দেখ, আমি হইতেছি অম অর্থাৎ প্রাণ, এবং প্রাণরূপী আমার তুমি অধীন বাক্, আমি হইয়াছি সাম, তুমি হইতেছ সামের আধার ঋক্, আমি পিতৃত্ব নিবন্ধন আকাশস্বরূপ, তুমি মাতৃত্ব বশতঃ পৃথিবী, অতএব এস। তুমি আমি রতিক্রিয়ার উদ্যম করি, অর্থাৎ তুমি পুত্রসন্তান লাভের জন্য রেতোধারণ কর ॥ ২০ ॥

অথাস্যা ঊরূ বিহাপয়তি বিজিহীথাং দ্যাবাপৃথিবী ইতি তস্যামর্থং নিষ্ঠায় মুখেন মুখং সন্ধায় ত্রিরেনামনুলোমামনুমার্ষ্টি বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে। গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি পৃথুষ্টুকে। গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ ॥ ২১ ॥

অনন্তর সেই স্ত্রীর উরুদ্বয় "দ্যাবাপৃথিবী" ইত্যাদি মন্ত্রে বিচ্ছিন্ন করিবে এবং সেই স্ত্রীর যোনিতে জননেন্দ্রিয় স্থাপিত করিয়া ও তাহার মুখে মুখ সন্নিবিষ্ট করত "বিষ্ণুর্যোনিং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ক্রমে স্ত্রীর শিরঃ প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গে বারত্রয় হস্তলেপন করিবে। "বিষ্ণুর্যোনিম্" ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ এই—ভগবান্ বিষ্ণু তোমার জননেন্দ্রিয়কে পুত্রোৎপাদনে সমর্থ করুন। ত্বষ্টা সূর্য্য সেই ভ্রূণকে অবয়বঘটনা দ্বারা বিভাগ করত দর্শনযোগ্য করুন, বিরাট্পুরুষ প্রজাপতি আমার সহিত অভিন্নরূপে থাকিয়া তোমাতে রেতঃসেক করুন। সূত্রাত্মা—বিধাতা তোমার অভিন্নভাবে অবস্থিত হইয়া গর্ভ ধারণ করুন। অমাবস্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তোমাতে অভিন্নরূপে এবং পৃথুষ্টুকা অর্থাৎ বিস্তরস্তুতিশালিনী দেবতাও তোমাতে অভিন্নভাবে বর্ত্তমান আছেন। অতএব হে সিনীবালি! হে পৃথুষ্টুকে! তোমরাও এই গর্ভ ধারণ কর। নিজকিরণশালী অশ্বিনদ্বয় অর্থাৎ সূর্য্য ও চন্দ্র তোমার আকৃতি ধরিয়া এই গর্ভ ধারণ করুন ॥ ২১ ॥

হিরণ্ময়ী অরণী যাভ্যাং নির্ম্মন্থতামশ্বিনৌ। তং তে গর্ভং হবামহে দশমে মাসি সূতবে। যথাঽগ্নিগর্ভা পৃথিবী যথা দ্যৌরিন্দ্রেণ গর্ভিণী। বায়ুর্দিশাং যথা গর্ভ এবং গর্ভং দধামি তেঽসাবিতি ॥ ২২ ॥

যে জ্যোতির্ম্ময়ী অরণী দুইটি পূর্ব্বে ছিল,—অশ্বিনদ্বয় সূর্য্য ও চন্দ্র যে অরণীদ্বয়ের সাহায্যে গর্ভ মথিত করিয়াছিলেন, আমি দশম মাসে প্রসবার্থ তোমার সেই গর্ভ আধান করিতেছি। অতঃপর আধীয়মান গর্ভকে দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশেষিত করিতেছেন। 'পৃথিবী যেরূপ অগ্নিগর্ভা, আকাশ যেমন সূর্য্য দ্বারা গর্ভবতী, দিক্ সকল যেমন বায়ু দ্বারা গর্ভিণী, সেইরূপ আমি তোমাতে এই গর্ভ অর্পণ করিয়া তোমায় গর্ভবতী করিতেছি' এই বলিয়া অন্তে পত্নীর নাম গ্রহণ পূর্ব্বক গর্ভাধান করিবে ॥ ২২ ॥

সোষ্যন্তীমদ্ভিরভ্যুক্ষতি। যথা বায়ুঃ পুষ্করিণীং সমিঙ্গয়তি সর্ব্বতঃ। এবা তে গর্ভ এজতু সহাবৈতু জরায়ুণা। ইন্দ্রস্যায়ং ব্রজঃ কৃতঃ সার্গলঃ সপরিশ্রয়ঃ। তমিন্দ্র নির্জ্জহি গর্ভেণ সাবরাং সহেতি ॥ ২৩ ॥

পরে আসন্নপ্রসবকালে স্ত্রীকে সুখপ্রসবের নিমিত্ত 'যথা বায়ুঃ পুষ্করিণীম্' ইত্যাদি মন্ত্রে জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ (সেচন) করিবে। মন্ত্রার্থ এই যে, বায়ু যেমন পুষ্করিণী অর্থাৎ পদ্মলতাকে কোনরূপ অনিষ্ট না করিয়াই চালিত করে, এইরূপ তোমার গর্ভও তোমার কোনরূপ অনিষ্ট না করিয়া চঞ্চল হউক ও জরায়ুর সহিত নির্গত হউক। সৃষ্টিকালে বা গর্ভাধানসময় হইতেই প্রাণের এই পথ নির্ম্মিত হইয়া আছে। যে পথ অর্গলরুদ্ধ অর্থাৎ জরায়ু দ্বারা পরিবেষ্টিত, হে ইন্দ্র! তুমি সেই পথ ধরিয়া গর্ভের সহিত নির্গত হও। হে ইন্দ্র! প্রাণ যাহাতে সেই পথ অবলম্বন করিয়া গর্ভের সহিত নির্গত হয়, তাহা তুমি কর আর গর্ভনিঃসরণের সময় যে মাংসপেশী নির্গত হইয়া থাকে, তাহাকেও তুমি নির্গত কর ॥ ২৩ ॥

জাতেঽগ্নিমুপসমাধায়াঙ্ক আধায় কংসে পৃষদাজ্যং সন্নীয় পৃষদাজ্যস্যোপঘাতং জুহোত্যস্মিন্ সহস্রং পুষ্যাসমেধমানঃ স্বে গৃহে। অস্যোপসন্দ্যাং মা চ্ছৈৎসীৎ প্রজয়া চ পশুভিশ্চ স্বাহা। ময়ি প্রাণাংস্ত্বয়ি মনসা জুহোমি স্বাহা। যৎ কর্ম্মণাত্যরীরিচং যদ্বা ন্যূনমিহাকরম্। অগ্নিষ্টৎ স্বিষ্টকৃদ্বিদ্বান্ৎ স্বিষ্টং সুহুতং করোতু নঃ স্বাহেতি ॥ ২৪ ॥

অতঃপর জাতকর্ম্ম কর্ত্তব্য। পুত্র জন্মিলে পর অগ্নি স্থাপন করিয়া পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করত কংসে (আজ্যস্থালীতে) পৃষদাজ্য অর্থাৎ ঘৃতমিশ্রিত দধি সংযুক্ত করিয়া—দধি-ঘৃত পরস্পর মিশ্রিত করিয়া অল্প অল্প সেই পৃষদাজ্য গ্রহণ করিবে, পরে পুনঃ পুনঃ 'অস্মিন্ সহস্রম্' ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করিবে। মন্ত্রার্থ এই যে, আমার এই নিজগৃহে আমি পুত্ররূপে বর্দ্ধিত হইয়া সহস্র সহস্র মনুষ্যকে পরিপোষণ করিব। আমার এই পুত্রের সন্তান সন্ততির লক্ষ্মী ও পশু-সম্পত্তি যেন অবিচ্ছিন্ন থাকে। এই আমাতে (পিতাতে) যে সমস্ত ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান আছে, আমি তৎসমস্তই মনে মনে তোমাতে (পুত্রেতে) অর্পণ করিতেছি। আমি এই কর্ম্মে যে কিছু ন্যূনতা কিংবা অতিরিক্ততা করিয়াছি, সর্ব্বজ্ঞ অগ্নি স্বিষ্টকৃৎরূপে আমার যজ্ঞের সেই ন্যূনতার ও অতিরিক্ততার পরিহার করুন ॥ ২৪ ॥

অথাস্য দক্ষিণং কর্ণমভিনিধায় বাগ্বাগিতি ত্রিরথ দধি মধু ঘৃতং সন্নীয়ানন্তর্হিতেন জাতরূপেণ প্রাশয়তি, ভূস্তে দধামি, ভুবস্তে দধামি, স্বস্তে দধামি, ভূর্ভুবঃস্বঃ সর্ব্বং ত্বয়ি দধামীতি ॥ ২৫ ॥

অনন্তর পিতা বালকের দক্ষিণ কর্ণে নিজ মুখ সংলগ্ন করিয়া "বাক্ বাক্" এই শব্দ বারত্রয় জপ করিবেন। তাহার উদ্দেশ্য—ত্রয়ীরূপিণী বাক্ তোমাতে প্রবেশ করুক। তাহার পর দধি, মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া অনাচ্ছাদিত সুবর্ণ দ্বারা প্রত্যেকবার "ভূস্তে দধামি" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পান করাইবে ॥ ২৫ ॥

অথাস্য নাম করোতি বেদোঽসীতি, তদস্য তদ্গুহ্যমেব নাম ভবতি ॥ ২৬ ॥

অনন্তর নামকরণকালে পিতা সেই জাত-পুত্রের "বেদোঽসি" বলিয়া নামকরণ করিবে। এই নাম অতি গোপনীয়, সাধারণে প্রকাশ্য নহে অর্থাৎ ইহার তাৎপর্য্যার্থ বেদের অনুভাব্য, যাহা জীবের স্বরূপ। অতি রহস্য বলিয়া ইহা গোপন করিবে ॥ ২৬ ॥

অথৈনং মাত্রে প্রদায় স্তনং প্রযচ্ছতি। যস্তে স্তনঃ শশয়ো যো ময়ো যেন বিশ্বা পুষ্যসি বার্য্যাণি। যো রত্নধা বসুবিদ্ যঃ সুদত্রঃ সরস্বতি তমিহ ধাতবে করিতি ॥ ২৭ ॥

ইতঃপর স্বীয় অঙ্কস্থিত সেই বালককে মাতৃক্রোড়ে সমর্পণ করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করত স্তন প্রদান করাইবে। মন্ত্রার্থ এই যে, "হে সরস্বতি! তোমার যে স্তন সফল, যাহা লোকস্থিতির হেতুভূত অন্নরূপে পরিণত এবং যে স্তন ভুক্ত ও পীত অন্ন জলের ধারক, যে স্তন কর্ম্মফলরূপী বসুর প্রদাতা এবং যে স্তন দ্বারা তুমি এই সমস্ত বরণীয় দেবাদি প্রাণিবর্গকে পোষণ করিতেছ, তুমি আমার পুত্রের পানের জন্য সেই স্তন আমার ভার্য্যার স্তনে প্রবিষ্ট কর ॥ ২৭ ॥

অথাস্য মাতরমভিমন্ত্রয়তে, ইলাসি মৈত্রাবরুণী বীরে বীরমজীজনৎ। সা ত্বং বীরবতী ভব যাঽস্মান্ বীরবতোঽকরদিতি তং বা এতমাহুরতিপিতা বতাভূরতিপিতামহো বতাভূঃ পরমাং বত কাষ্ঠাং প্রাপচ্ছ্রিয়া যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন, য এবংবিদো ব্রাহ্মণস্য পুত্রো জায়ত ইতি ॥ ২৮ ॥

ইতি ষষ্ঠস্য চতুর্থং ব্রাহ্মণম্।

অতঃপর বালকের মাতাকে 'ইলাসি' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অভিমুখী করিবে। মন্ত্রার্থ এই যে, "হে ভদ্রে! তুমি আমার ইড়া অর্থাৎ ভোগ্যা হইতেছ, তুমি মিত্রাবরুণ—বসিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতীর মত অবস্থান করিতেছ। আমি বীর, আমাকে নিমিত্ত করিয়া তুমি পুত্রের জননী হইয়াছ।' তুমি বীরবতী অর্থাৎ দীর্ঘজীবী বহু সন্তানের মাতা হও। তুমি আমাদিগকে বীরপুত্রবান্ করিয়াছ। এই প্রকার বিধানক্রমে যে পুত্র উৎপাদিত হয়, সে পিতা ও পিতামহকে অতিক্রম করে। সে পুত্র শ্রী, যশ ও ব্রহ্মতেজ দ্বারা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া স্তবনীয় হয়। এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন যে ব্রাহ্মণের এই পুত্র জাত হয়, তিনিও এইরূপ স্তুতিভাজন হইয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণ। ৬

পঞ্চম-ব্রাহ্মণম্

অথ বংশঃ। পৌতিমাষীপুত্রঃ কাত্যায়নীপুত্রাৎ কাত্যায়নীপুত্রো গৌতমীপুত্রাদ্গৌতমীপুত্রো ভারদ্বাজীপুত্রাদ্ভারদ্বাজীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎ পারাশরীপুত্র ঔপস্বস্তীপুত্রাদৌপস্বস্তীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎ পারাশরীপুত্রঃ কাত্যায়নীপুত্রাৎ কাত্যায়নীপুত্রঃ কৌশিকীপুত্রাৎ কৌশিকীপুত্র আলম্বীপুত্রাচ্চ বৈয়াঘ্রপদীপুত্রাচ্চ বৈয়াঘ্রপদীপুত্রঃ কাণ্বীপুত্রাচ্চ কাপীপুত্রাচ্চ কাপীপুত্রঃ ॥ ১ ॥

অতঃপর এক্ষণে সমস্ত উপনিষদের বংশ—আচার্য্য-পরম্পরা বর্ণিত হইতেছে। ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, স্ত্রীর উৎকর্ষাধীন গুণবান্ পুত্র জন্মে, এই জন্ম সম্প্রতি স্ত্রীরূপ বিশেষণে বিশেষিত আচার্য্যপরম্পরা বর্ণিত হইতেছে।—এই যজুঃসমূহ শুদ্ধ অর্থাৎ বেদের ব্রাহ্মণাংশের সহিত মিশ্রিত নহে। প্রজাপতির পর গৌতমীপুত্র পর্য্যন্ত যে আচার্য্যপরম্পরায় উপনিষদের আগম নির্দ্দিষ্ট হইল, ইহা প্রতিলোমক্রমে জানিবে। সেই ক্রম এই—পৌতিমাষীতনয়, কাত্যায়নীপুত্র হইতে কাত্যায়নীপুত্র, গৌতমীপুত্র হইতে গৌতমীপুত্র, ভারদ্বাজীপুত্র হইতে ভারদ্বাজীপুত্র, পারশরীপুত্র হইতে পারাশরীপুত্র, ঔপস্বস্তীপুত্র হইতে ঔপস্তস্বীপুত্র, পারাশরীপুত্র হইতে পারাশরীপুত্র, কাত্যায়নীপুত্র হইতে কাত্যায়নীপুত্র, কৌশিকীপুত্র হইতে কৌশিকীপুত্র, আলম্বীপুত্র ও বৈয়াঘ্রপদীপুত্র হইতে বৈয়াঘ্রপদীপুত্র, কাণ্বীপুত্র ও কাপীপুত্র হইতে কাপীপুত্র নামে এই উপনিষদের আগম ॥ ১ ॥

আত্রেয়ীপুত্রাদাত্রেয়ীপুত্রো গৌতমীপুত্রাদ্গৌতমীপুত্রো ভারদ্বাজীপুত্রাদ্ভারদ্বাজীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎ পারাশরীপুত্রো বাৎসীপুত্রাদ্বাৎসীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎ পারাশরীপুত্রো বার্কারুণীপুত্রাদ্বার্কারুণীপুত্রো বার্কারুণীপুত্রাদ্বার্কারুণীপুত্র আর্ত্ত-

ভাগীপুত্রাদার্ত্তভাগীপুত্রঃ শৌঙ্গীপুত্রাচ্ছৌঙ্গীপুত্রঃ সাঙ্কৃতীপুত্রাৎ সাঙ্কৃতীপুত্র আলম্বায়নীপুত্রাদালম্বায়নীপুত্র আলম্বীপুত্রাদালম্বীপুত্রো জায়ন্তীপুত্রাজ্জায়ন্তীপুত্রো মাণ্ডূকায়নীপুত্রান্মাণ্ডূকায়নীপুত্রো মাণ্ডূকীপুত্রান্মাণ্ডূকীপুত্রঃ শাণ্ডিলীপুত্রাচ্ছাণ্ডিলীপুত্রো রাথীতরীপুত্রাদ্রাথীতরীপুত্রো ভালুকীপুত্রাদ্ভালুকীপুত্রঃ ক্রৌঞ্চিকীপুত্রাভ্যাং ক্রৌঞ্চিকীপুত্রৌ বৈদভৃতীপুত্রাদ্বৈদভৃতীপুত্রঃ কার্শকেয়ীপুত্রাৎ কার্শকেয়ীপুত্রঃ প্রাচীনযোগীপুত্রাৎ প্রাচীনযোগীপুত্রঃ সাঞ্জীবীপুত্রাৎ সাঞ্জীবীপুত্রঃ প্রাশ্নীপুত্রাদাসুরিবাসিনঃ প্রাশ্নীপুত্র আসুরায়ণাদাসুরায়ণ আসুরেরাসুরিঃ ॥ ২ ॥

ঐরূপ আত্রেয়ীপুত্র হইতে আত্রেয়ীপুত্র, গৌতমীপুত্র হইতে গৌতমীপুত্র, ভারদ্বাজীপুত্র হইতে ভারদ্বাজীপুত্র, পারাশরীপুত্র হইতে পারাশরীপুত্র, বাৎসীপুত্র হইতে বাৎসীপুত্র, পারাশরীপুত্র হইতে পারাশরীপুত্র, বার্কারুণীপুত্র হইতে বার্কারুণীপুত্র, পুনশ্চ বার্কারুণীপুত্র হইতে বার্কারুণীপুত্র, আর্ত্তভাগীপুত্র হইতে আর্ত্তভাগীপুত্র, শৌঙ্গীপুত্র হইতে শৌঙ্গীপুত্র, সাঙ্কৃতীপুত্র হইতে সাঙ্কৃতীপুত্র, আলম্বায়নীপুত্র হইতে আলম্বায়নীপুত্র, আলম্বীপুত্র হইতে আলম্বীপুত্র, জায়ন্তীপুত্র হইতে জায়ন্তীপুত্র, মাণ্ডূকায়নীপুত্র হইতে মাণ্ডূকায়নীপুত্র, মাণ্ডূকীপুত্র হইতে মাণ্ডূকীপুত্র, শাণ্ডিলীপুত্র হইতে শাণ্ডিলীপুত্র, রাথীতরীপুত্র হইতে রাথীতরীপুত্র, ভালুকীপুত্র হইতে ভালুকীপুত্র, ক্রৌঞ্চিকীর পুত্রদ্বয় হইতে ক্রৌঞ্চিকীপুত্রদ্বয়, বৈদভৃতীপুত্র হইতে বৈদভৃতীপুত্র, কার্শকেয়ীপুত্র হইতে কার্শকেয়ীপুত্র, প্রাচীনযোগীপুত্র হইতে প্রাচীনযোগীপুত্র, সাঞ্জীবীপুত্র হইতে সাঞ্জীবীপুত্র, আসুরিবাসী প্রাশ্নীপুত্র হইতে প্রাশ্নীপুত্র, আসুরায়ণ হইতে আসুরায়ণ, আসুরি হইতে আসুরি নামে এই উপনিষদের পরিচয় ॥ ২ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যাদ্ যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালকাদুদ্দালকোঽরুণাদরুণ উপবেশেরুপবেশিঃ কুশ্রেঃ কুশ্রির্বাজশ্রবসো রাজশ্রবা জিহ্বাবতো বাধ্যোগাজ্জিহ্বাবান্ বাধ্যোগোঽসিতাদ্বার্ষগণাদসিতো বার্ষগণো হরিতাৎ কশ্যপাদ্ হরিতঃ কশ্যপঃ শিল্পাৎ

কশ্যপা চ্ছিল্পঃ কশ্যপঃ কশ্যপান্নৈধ্রুবেঃ কশ্যপো নৈধ্রুবির্বাচো বাগম্ভিণ্যা অম্ভিণ্যাদিত্যাদাদিত্যানীমানি শুক্লানি যজূংষি বাজসনেয়েন যাজ্ঞবল্ক্যেনাখ্যায়ন্তে ॥ ৩ ॥

অতঃপর পুরুষসম্প্রদায়ে আগম কথিত হইতেছে।—যাজ্ঞবল্ক্য হইতে যাজ্ঞবল্ক্য, উদ্দালক হইতে উদ্দালক, অরুণ হইতে অরুণ, উপবেশি হইতে উপবেশি, কুশ্রি হইতে কুশ্রি, বাজশ্রবা হইতে বাজশ্রবা, জিহ্বাবান্ বাধ্যোগ হইতে জিহ্বাবান্ বাধ্যোগ, অসিত বার্ষগণ হইতে অসিত বার্ষগণ, হরিত কশ্যপ হইতে হরিত কশ্যপ, শিল্প কশ্যপ হইতে শিল্প কশ্যপ, নৈধ্রুবি কাশ্যপ হইতে নৈধ্রুবি কশ্যপ, বাক্ হইতে বাক্, অম্ভিনী হইতে অম্ভিনী, আদিত্য হইতে আদিত্য।* এই সমস্ত শুক্লযজুঃ আদিত্য হইতে প্রাপ্ত। বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য তৎসমুদায়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন ও সাঞ্জীবীপুত্র পর্য্যন্ত স্ত্রীপ্রধান আচার্য্যক্রমের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। * সাঞ্জীবীপুত্রের পর স্ত্রীপ্রধান ক্রম আর নাই।

সমানমা সাঞ্জীবীপুত্রাৎ সাঞ্জীবীপুত্রো মাণ্ডূকায়নের্মাণ্ডূকায়নির্মাণ্ডব্যান্মাণ্ডব্যঃ কৌৎসাৎ কৌৎসোমাহিত্থের্মাহিত্থির্বামকক্ষায়ণাদ্বামকক্ষায়ণঃ শাণ্ডিল্যাচ্ছাণ্ডিল্যো বাৎস্যাদ্বাৎস্যঃ কুশ্রেঃ কুশ্রির্যজ্ঞবচসো রাজস্তম্বায়নাদ্ যজ্ঞবচা রাজস্তম্বায়নস্তুরাৎ কাবষেয়াৎ তুরঃ কাবষেয়ঃ প্রজাপতেঃ প্রজাপতির্ব্রহ্মণো ব্রহ্ম স্বয়ম্ভুব্রহ্মণে নমঃ। ৪।

ইতি ষষ্ঠে পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্।

ইতি বাজসনেয়কে বৃহদারণ্যকোপনিষৎসু ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সমাপ্তেয়ং বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

ওঁ তৎসৎ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ।

সেই স্ত্রীপ্রবাহক্রম এই—সাঞ্জীবীপুত্র হইতে সাঞ্জীবীপুত্র, মাণ্ডূকায়নি হইতে মাণ্ডূকায়নি, মাণ্ডব্য হইতে মাণ্ডব্য, কৌৎস হইতে কৌৎস, মাহিত্থি হইতে মাহিত্থি, বামকক্ষায়ণ হইতে বামকক্ষায়ণ, শাণ্ডিল্য হইতে শাণ্ডিল্য, বাৎস্য হইতে বাৎস্য, কুশ্রি হইতে কুশ্রি, যজ্ঞবচা রাজস্তম্বায়ন হইতে যজ্ঞবচা রাজস্তম্বায়ন, তুরকাবষেয় হইতে তুরকাবষেয়, প্রজাপতি হইতে প্রজাপতি, ব্রহ্মা হইতে ব্রহ্মা, এই নামে এই উপনিষদের আগম চলিয়া আসিতেছে। এখানে ব্রহ্ম অর্থে অনাদি অনন্ত নিত্য ব্রহ্ম (পরমাত্মা), সেই ব্রহ্মকে নমস্কার, তাঁহার অনুগামী আচার্য্যগণকেও নমস্কার। সেই এই বেদভাগ অর্থাৎ প্রবচনাত্মক ব্রহ্ম প্রজাপতির উপদেশপরম্পরাক্রমে পৃথিবীতে আসিয়া শাখা-প্রশাখাক্রমে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বে যে সকল নামের উল্লেখ করা হইল, তৎসমুদায় হইতে যে সকল উপনিষৎ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের আচার্য্য নামেই খ্যাতি। এই জন্য সে সকল নাম বর্ণিত হইল। ওঁ তৎ সৎ।

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়ে মূল ভাষ্যার্থ-বিবৃতি সমাপ্ত।